No. 208. May 1882.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২০৮ সংখ্যা। বৈশাখ (১২৮৯) মে ১৮৮২। ২য় কল্প। ৪র্থ ভাগ

সূচী।

১।	সাময়িক প্রসঙ্গ	১	৭।	প্রকৃত দয়া ও কুমারী ল	২০
২।	নববর্ষ	৩	৮।	দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ	২৩
৩।	গার্হস্থ-শিক্ষা	১০	৯।	সীতার বনবাস	২৫
৪।	স্থানীয় বাত্যা	১৩	১০।	নূতন সংবাদ	২৭
৫।	সুখসম্মিলন (উপন্যাস)	১৬	১১।	পুস্তক সমালোচনা	২৮
৬।	আমেরিকা আবিষ্কার	১৮	১২।	বামাগণের রচনা	২৮
			১৩।	Windsor Castle	৩০

কলিকাতা।

জি, সি, বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক বহুবাজার ষ্ট্রীট ৩০৯ সংখ্যক ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক ঝামাপুকুর লেন, ২৭ নং ভবন বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য চারি আনা।

কালীঘাট ঔষধালয়।

নূতন আবিষ্কৃত ঔষধ।

ডাক্তার শ্রীশ্রীশচন্দ্র বিশ্বাসকৃত।

এণ্টীপাইরেটিক মিক্‌শ্চার।

প্লীহা, যকৃত এবং সর্ব্বপ্রকার পুরাতন পালা ও ম্যালেরিয়াজ্বর প্রভৃতির একমাত্র অত্যুপকারক মহৌষধ। এই মহৌষধের সৃষ্টি অবধি একাল পর্য্যন্ত অন্যূন পঞ্চাশ হাজার রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। যে সকল রুগ্ন ব্যক্তি সুবিজ্ঞ সুপ্রসিদ্ধ বহুদর্শী চিকিৎসকগণের চিকিৎসা অধীনে এবং কলিকাতাস্থ প্রসিদ্ধ হাঁসপাতালে থাকিয়া আরোগ্যলাভে হতাশ হইয়া জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এই ঔষধ সেবন করিয়া অল্পকাল মধ্যে সুস্থ, বলিষ্ঠ, ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়াছেন। যাঁহারা নানাবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্যলাভ করিতে না পারিয়া সর্ব্বপ্রকার ঔষধে হতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাহস করিয়া বলিতেছি যে নিরাশ না হইয়া একবার মাত্র এই আশ্চর্য্য মহৌষধ ব্যবহার করিয়া দেখুন।

মূল্য এক টাকা ও দেড় টাকা মাত্র, মফস্বলের নিমিত্ত প্যাকিং চারি আনা।

কুন্তল শোভন।

কেশের অকালপক্কতা, শিরোরোগ; দীর্ঘচিন্তা, শোকও ভয়ঙ্কর পীড়া সমুদ্ভূত কেশহীনতা, মস্তকঘূর্ণন ও টাক এই তৈল ব্যবহারদ্বারা দূরীভূত হয়। ইহাদ্বারা মস্তিষ্ক সুশীতল এবং কেশসমূহের কৃষ্ণবর্ণ ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মূল্য এক টাকা মাত্র, মফস্বলের নিমিত্ত প্যাকিং চারি আনা।

রক্তসংশোধক।

ইহা পারদ প্রভৃতি এবং উপদংশ সম্ভূত বাত, ক্ষত ও গাত্রে নানাবিধ কণ্ডূয়নাদি চর্ম্মরোগ প্রভৃতি দুঃসাধ্য রোগের একমাত্র অত্যুপকারক মহৌষধ। মূল্য দুই টাকা মাত্র, প্যাকিং ।০ আনা।

সর্ব্বপ্রকার বেদনা নাশক মালিশ।

ইহার দ্বারা শরীরের যে কোন স্থানে যে কোন প্রকার বাত বা উৎকট বেদনা হউক না কেন অতি শীঘ্র আরোগ্য হইবে। মূল্য ১, প্যাকিং ।০ আনা।

কোষ্ঠ পরিষ্কারক বটীকা।

এই বটীকা শয়নের অগ্রে দুইটী করিয়া সেবন করিলে উত্তমরূপে দাস্ত পরিষ্কার হয়। এক শিশি—মূল্য ॥০ প্যাকিং—৵০ আনা।

হাঁপানি, দমা ও শ্বাস কাশ প্রভৃতি নিবারক ঔষধ।

ইহার দ্বারা কাশী বুকের শ্লেষ্মা বসিয়া থাকা এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে কষ্ট প্রভৃতি শীঘ্র দূর হয়। এক শিশির মূল্য ১॥০, প্যাকিং ।০ আনা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২০৮ সংখ্যা। | বৈশাখ ১২৮৯—মে ১৮৮২। | ২য় কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

যে সংসার হিসাবী, সেখানে বৎসরের প্রথমে তাহার আয় ব্যয়ের গণনা করিয়া সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট এইরূপ হিসাব করেন, ইহাকে 'বজেট' বলে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের হিসাব করিবার ইচ্ছা আছে বটে, কিন্তু সকল সময় তাহার মত কাজ হয় না। যদি হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষকে প্রতি বৎসর ঋণের সুদ কোটী কোটী টাকা দিতে হইত না। যাহাহউক বজেট দ্বারা গবর্ণমেণ্টের অর্থসম্বন্ধীয় অবস্থা মোটামুটি বুঝিতে পারা যায়।

গবর্ণমেণ্টের আয় গত বৎসর মোট ৭২,৯১,৩০,০০০ হইয়াছে, এ বৎসর ৬৬,৪৫,৯০,০০০টাকা অনুমিত হইয়াছে। যে যে হিসাবে প্রধান প্রধান আয় হয়, তাহা এই :—

আবগারী ৩ কোটী ৩৩ লক্ষ, ষ্ট্যাম্পও ঐরূপ, ভূমির রাজস্ব ২২ কোটী ১৭ লক্ষ, অহিফেন ৯॥ কোটী, রেলওয়েতে ৯ কোটী, বাণিজ্য শুল্ক ১ কোটীর অধিক। ইত্যাদি।

গবর্ণমেণ্টের গত বৎসরের মোট ব্যয় ৬০ কোটী টাকার অধিক হইয়াছিল, এ বৎসর ৪০ কোটী টাকার অধিক হইবার সম্ভাবনা। সৈনিক ব্যয় ১৬।১৭ কোটী টাকা, শাসনকার্য্যে ব্যয় প্রায় ১॥ কোটী, শিক্ষা বিভাগে ১ কোটীর কিছু অধিক, আইন আদালতে ৩ কোটীর

অধিক; চিকিৎসায় ৭০ লক্ষ, খালে ৯৭ লক্ষ; রাস্তা প্রভৃতিতে ৬ কোটী, টেলিগ্রাফে ৬৩ লক্ষ, ডাকে ১ কোটীর অধিক, পুলিসে ২॥ কোটীর অধিক, বৃত্তিতে ৪ কোটীর অধিক।

নূতন বর্ষের আরম্ভে বঙ্গ দেশের শাসন-কর্ত্তা এবং বঙ্গের বহুকালের পরিচিত সার আসলী ইডেন ভারত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াছেন। ইনি নীলকরদিগের অত্যাচার নিবারণ এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধনে যে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য ইহাঁর নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর হইয়া আমাদিগকে অনেক আশায় নিরাশ করিয়াছেন। দেশীয় সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা লোপের চেষ্টা এবং দেশীয়দিগের আত্মশাসন পথে প্রতিবন্ধাচরণ করিয়া ইনি আপনার উদার স্বভাবকে কলঙ্কিত করিয়াছেন, এই জন্য অনেকেই ইহাঁ হইতে এ দেশের কল্যাণের আশায় একবারে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। ইহার পরিবর্ত্তে রিবার্স টমসন্ বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। নূতন ছোট লাটের সদাশয়তার সুখ্যাতি আছে। এ বৎসর পত্রিকায় লিখিয়াছে ভৃগু রাজা, তস্য মন্ত্রী চন্দ্র। রাজফল ও মন্ত্রিফল উভয়ই শুভ। লর্ড রিপণ ও রিবার্স টমসন্ এই উভয়ের যোগে আমরা কি সেইরূপ শুভ ফলের প্রত্যাশা করিতে পারিব?

মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর দয়া ও সৌজন্যের সংখ্যা নাই। (১) ফ্রান্সের রাজ্যভ্রষ্ট মহারাণী ইউজিন্ ইংলণ্ডের উপকূলে বাস করিতেছেন, মহারাণীও তাহার নিকটস্থ ওয়াইটদ্বীপে মধ্যে মধ্যে থাকিয়া সর্ব্বদাই তাঁহার তত্ত্বাবধান ও তাঁহার সন্তোষ সাধনের চেষ্টা করেন। (২) মধ্যে একদিন মহারাণী গাড়ি করিয়া এক রাস্তা দিয়া চলিয়াছেন, পথে একটী লোকের মাথার টুপি উড়িয়া গিয়া সে অত্যন্ত বিপদস্থ হয়, সকল লোকে দেখিয়া কেবল হাস্য করে, মহারাণী গাড়ি থামাইয়া আপনার লোক দ্বারা তাহার টুপী তাহাকে প্রত্যর্পণ করেন। (৩) গত ৯ই ফেব্রুয়ারি মহারাণী ওয়াইট দ্বীপের অসবরণের নিকট শকট যোগে চলিয়াছেন, পথে একটী শীর্ণকায় রমণী একটী সন্তান পৃষ্ঠে করিয়া অতি কষ্টে যাইতেছে দেখেন। তিনি তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামাইয়া তাহাকে অর্থ বস্ত্রাদি দান করিলেন। রমণী কতদূর কৃতজ্ঞ হইল, বলা বাহুল্য।

কয়েক দিবস হইল, কোঁচবিহারের মহারাজার একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে। এই পুত্র খ্যাতনামা বাবু কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যার গর্ভজাত। বাঙ্গালীর দৌহিত্র কোঁচবিহারের উত্তরাধিকারী হইলেন, এ সংবাদে বঙ্গবাসী মাত্রেই আনন্দিত হইবেন।

গত বাসন্তী অষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্র নদে স্নানার্থ বহুদেশ দেশান্তর হইতে অসংখ্য স্ত্রীপুরুষের জনতা হয়। মহারাণী স্বর্ণময়ীর আদেশে তাঁহার উলীপুরের অতিথিশালায় ২০ হাজার লোককে পরিতোষপূর্ব্বক সেবা করা হয়। মহারাণীর বদান্যতা ধন্য।

ভূপালের বেগম নবাব সাজিহান জি, সি, এস আই কলিকাতায় আসিয়া অতি সৎকীর্ত্তি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দানের নিম্নলিখিত বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি:—

(১) স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের হাঁসপাতাল ফণ্ডে	...	১০০০
(২) ডিষ্ট্রিক্ট দাতব্য সভা	...	৫০০
(৩) সেণ্ট ভিন্‌সেণ্ট পল সভা		৫০০
(৪) কলিকাতা মাদ্রাসা	...	৫০০
(৫) সেণ্ট ভিন্‌সেণ্ট হোম	...	২৫০
(৬) লোরেটো অনাথ নিবাস	...	৫০০
(৭) মেয়ো হাঁসপাতাল	...	২৫০
(৮) কাম্বেল ঐ	... ...	২৫০
(৯) বিজ্ঞান সভা	... ...	২৫০
(১০) জুলজিকাল গার্ডেন	...	১০০০
(১১) ধাত্রী বিদ্যালয়	...	২০০
(১২) বিজ্ঞান সমাজ (আবদুল লতীফ দ্বারা)	... ...	৫৫০
(১৩) ইংরাজ সৈন্যগণের পুরস্কার		১৩৫৬
(১৪) বিবিধ দান	... ...	১৪০
মোট		৭২৪৬

বিদুষী রমা বাই পুনাতে গিয়া তত্রত্য মহিলা বিদ্যালয়ে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। ইনি নাকি ইংরাজী শিখিতেছেন। ইনি অবশিষ্ট জীবন স্ত্রীজাতির উন্নতি কল্পে উৎসর্গ করেন, নিতান্ত প্রার্থনীয়।

নববর্ষ।

বর্ষের পর বর্ষ যেমন গত হইতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে নানা বিষয়ে জগতের উন্নতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান কালে যে সকল জাতি সভ্য, তাঁহাদিগের মধ্যে জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, সামাজিক সুব্যবস্থা প্রভৃতি যে বিষয় আলোচনা করা যায়, সেই বিষয়েরই শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া সুখী হওয়া যায়। ভারতবর্ষ হীনাবস্থায় পতিত হওয়াতে ইহার সকল বিষয়েরই অধোগতি হইতেছিল, তাহা দেখিয়া এ দেশের লোক নিরাশ হইয়া 'পৃথিবীর ধ্বংসকাল আসন্ন বলিয়া কল্পনা করিতেছিলেন। ঈশ্বর কৃপায় সভ্যজাতির সহিত সম্মিলিত হইয়া ভারতবর্ষ পুনরায় অল্পে অল্পে মস্তকোত্তোলন করিতে সমর্থ হইতেছে, এবং বর্ষে বর্ষে অন্যান্য দেশের সহিত ইহার উন্নতি যেমন সাধিত হইতেছে,

আমরা তদ্বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াও আনন্দিত হইতেছি।

গতবর্ষে আমাদিগের ধন ধান্যের সমধিক উন্নতি হইয়াছে এবং ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিয়াছে। কাবুলের যুদ্ধের বিরাম হওয়াতে আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট দেশের অভ্যন্তরীণ উন্নতির প্রতি মনোনিবেশ করিবার অবকাশ পাইয়াছেন। নানা স্থানে নূতন রেলওয়ে নির্ম্মিত হইতেছে, ট্রামওয়ে, রাস্তা, খাল প্রভৃতির উন্নতির চেষ্টা হইতেছে, দেশের বাণিজ্য ও কৃষি কার্য্যেরও শ্রীবৃদ্ধি দৃষ্ট হইতেছে। এ বৎসর ভারতবর্ষের কোন স্থান হইতে দুর্ভিক্ষের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, প্রত্যুত প্রচুর শস্যোৎপত্তি হওয়াতে চাউল এরূপ সুলভমূল্য হইয়াছে, যে ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে সেরূপ হয় নাই। লবণের মাসুল কমিয়া গিয়াও তাহা সাধারণের পক্ষে সুলভ হইয়াছে। যে সংক্রামক রোগ বঙ্গদেশকে জর্জ্জরিত করিয়াছে, তাহার প্রকোপ এবৎসরও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাহা অধিক স্থানব্যাপী হয় নাই। আমাদিগের বর্ত্তমান রাজ প্রতিনিধি লর্ড রিপণ একজন ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি, তাঁহার শাসনে প্রজাগণ সুখে থাকিবে আশা করিতেছে। আমরা আশা করি তাহাদিগের এই অভিলাষ পূর্ণ হইবে।

১। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী জাতির উন্নতি—পুরুষদিগের সহিত স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা বিষয়ে সমান অধিকার প্রদান জন্য অনেক দেশে চেষ্টা হইতেছে। লণ্ডন 'কিংস্ কলেজ' স্ত্রীলোক দিগের উচ্চ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনর প্রভৃতি উপাধি পরীক্ষায় স্ত্রীলোকেরা অধিকার লাভ করিয়াছেন। উত্তর আমেরিকার নবস্কোসিয়া প্রদেশেও ইহার অনুরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব্ব হইতেই এ সম্বন্ধে যেরূপ উদার নিয়ম অবলম্বন করিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি বৎসরের পরীক্ষায় তাহার শুভ ফল প্রত্যক্ষ হইতেছে। প্রথম ২।১ বৎসর ২।৩টী মাত্র বালিকা দেখা গিয়াছিল, কিন্তু গত বর্ষে ৭টী ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয় হইতে ১০টী বালিকা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই অল্পকালে এতদূর উন্নতি আশার অতীত বলিতে হইবে। প্রথম আর্ট পরীক্ষায় এ পর্য্যন্ত ৩টী ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আগামী বর্ষে বি এ পরীক্ষার জন্য দুইটী রমণী প্রস্তুত হইতেছেন। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাপ্রণালী আমাদিগের সম্পূর্ণ অনুমোদিত নয়, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পুরুষদিগের সহিত রমণীগণের প্রতিযোগিতার যে অধিকার দিয়াছেন, তাহাতে স্ত্রীশিক্ষার প্রভূত উন্নতির আশা করিতেছি। এইরূপ প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর কোন অংশে স্ত্রীলোকগণ যে অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। উপযুক্ত অবসর ও সাহায্য প্রদান করিলে নারীগণ মানসিক ক্ষমতাতে পুরুষগণের সমকক্ষ হইতে পারেন। সকল দেশ অপেক্ষা আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটস্ রাজ্যে এই সুযোগ অধিক প্রদান করা হয় বলিয়া তত্রত্য রমণীগণ সকল বিষয়েই উন্নতির পরিচয় প্রদান করিতেছেন। আমেরিকার স্ত্রীলোকেরা বারিষ্টারী, ডাক্তারী, অধ্যাপকতা প্রভৃতি কার্য্য দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করিতেছেন। কোন কোন রমণী প্রেসিডেণ্ট ও রাজদূত হইবারও প্রার্থী হইয়াছেন। ইংলণ্ডে একটী রমণী অতি প্রশংসার সহিত গণিতের "রাঙ্গলার" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। গত বৎসর রুসিয়া, ফ্রান্স, সুইজর্লণ্ড প্রভৃতি স্থানে ডাক্তারী পরীক্ষায় অনেক রমণী কৃতকার্য্য হইয়াছেন। গত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলশ্রুতি আমরা পাঠিকাগণের গোচর করিয়াছি, তাহাতে প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় রমণীগণ পুরুষগণকে পশ্চাতে ফেলিয়া উচ্চতম খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। অনর অর্থাৎ এম এ পরীক্ষায় ইংরাজীতে এবং গণিতে যাঁহারা সর্ব্ব প্রথম হইয়াছেন, তাঁহারা স্ত্রীলোক। বিবী বেজাণ্টের অদ্বিতীয় খ্যাতিও পাঠিকাগণ অবগত হইয়াছেন। এ গুলি স্ত্রীজাতির উন্নতির অমোঘ প্রমাণ।

স্ত্রীলোকেরা আপনাদিগের উন্নতি সাধন করিয়াই যে নিরস্ত রহিয়াছেন তাহা নহে। অনেক নারীজীবন

পরহিতৈষিতা ব্রতে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। এমেণ্ডা স্মিথ নাম্নী যে কাফ্রী রমণী কিছুকাল পূর্ব্বে ক্রীতদাসী ছিলেন, তিনি নানা স্থানে জলন্ত উপদেশ দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার করিয়া গত বর্ষে পুনরায় ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের একদল রমণী চিনবাসিনীদিগের উদ্ধার সাধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ইংলণ্ডে 'সালভেসন আরমী' অর্থাৎ মুক্তিসাধক সেনাদলের নারী সৈন্যগণ এবং এ দেশের সুরাদলনী রমণীগণ বীরাঙ্গনার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।

অনেক রমণী পুস্তক লিখিয়া সমাজের উন্নতির সহায়তা করিয়াছেন। আমাদিগের দেশের দুই একটী রমণীও যে এ বিষয়ে সহকারিতা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা আমাদিগের অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়।

গতবর্ষে এ দেশের সাধারণ শিক্ষার ন্যায় স্ত্রীশিক্ষারও বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছে। মোট বিদ্যালয় সংখ্যা ৮১৩১ এবং ছাত্র সংখ্যা ১,০৯,৪৫৯ বৃদ্ধি হইয়াছে। বালিকা বিদ্যালয় ৬৫৭ স্থানে ৮৪০ এবং বালিকা সংখ্যা ১৪,৮৭০ স্থানে ১৯,৬৭৩ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বালক বিদ্যালয়ে ১৩৪৫৫টী বালিকা শিক্ষা লাভ করিয়াছে। বঙ্গদেশে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৩,২১৮টী বালিকা শিক্ষাধীন আছে। বিদ্যালয় সকলের পরিদর্শিকা শ্রীমতী মনোমোহিনী হইলার ১,৯৪৩, অন্তঃপুরবাসিনীর পরীক্ষা করেন, তাহাদিগের অধিকাংশেই নিম্ন শিক্ষা লাভ করিতেছেন। অন্তঃপুরে দুই

এক স্থানে উচ্চশিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা অধিক স্থান ব্যাপী হওয়া আবশ্যক। আমাদিগকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি জন্য গবর্ণমেণ্টের যেরূপ উৎসাহ ও সাহায্য দান করা আবশ্যক, তাহা হইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট সহিত সংসৃষ্ট দুটী মাত্র বিদ্যালয় আছে—কলিকাতায় বেথুন এবং ঢাকার ইডেন স্কুল। ইহা সাহারা অরণ্যের মধ্যে মরুদ্বীপ স্বরূপ। শিল্প, চিত্র প্রভৃতি বিদ্যা স্ত্রী জাতির বিশেষ উপযোগী, কিন্তু তাহার জন্য বিশেষ কোন বিদ্যালয় নাই। আর্টস্কুলের সহিত স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার কি কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না? অনেক কারণে স্ত্রীলোক দিগের চিকিৎসার জন্য স্ত্রীচিকিৎসক আবশ্যক। মান্দ্রাজ মেডিকাল কলেজে স্ত্রীলোকদিগকেও শিক্ষাদান করা হইতেছে এ সংবাদে আমরা সুখী হইয়াছি। কলিকাতা মেডিকাল কলেজ হইতে ধাত্রী প্রস্তুত হইয়া অনেক উপকার হইয়াছে বটে, কিন্তু রীতিমত চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যাহাতে রমণীগণ উপযুক্ত চিকিৎসক হইতে পারেন, তাহার উপায় বিধান করা আবশ্যক। মান্দ্রাজে একটী রমণী মিটিয়রলজিকাল রিপোর্টার পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভারত টেলিগ্রাফ বিভাগে স্ত্রীলোক কর্ম্মচারী নিয়োগের প্রস্তাব হইয়াছে, ইহা অতি সৎ প্রস্তাব বটে। টেলিগ্রাফ এবং ডাকের কাজ শিক্ষা দিলে নারী গণ অতি সহজে তাহা শিখিয়া জীবিকা লাভের উপায় প্রাপ্ত হইতে পারেন।

২। বামাকুলোন্নতি বিধায়িনী সভা—এদেশের স্ত্রীশিক্ষার ও স্ত্রীজাতির উন্নতি জন্য কতকগুলি সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, আমরা আনন্দের সহিত তাহাদিগের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি না। প্রথম, ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান আসোসিয়সন। বিলাতে ইহার মূল সভা এবং ভারতবর্ষের সকল প্রধান প্রধান বিভাগে ইহার এক একটী শাখা সভা আছে। এই সভার একখানি সমাচার পত্র আছে। তদ্ভিন্ন ইহা শিক্ষয়িত্রী সকল নিযুক্ত করিয়া অন্তঃপুরে শিক্ষা দান করিতেছেন, এবং স্ত্রীলোকদিগের পাঠোপযোগী পুস্তক সকল বর্ষে বর্ষে প্রচার করিতেছেন। যাহাতে সামাজিক সম্মিলন দ্বারা ইউরোপীয় ও দেশীয় দিগের মধ্যে সদ্ভাব সংবর্দ্ধিত হইতে পারে, সভা তাহার জন্যও চেষ্টা করিতেছেন। অত্রত্য রমণীগণ ইউরোপীয় মহিলাদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া অনেক সামাজিক হিতকর শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিতেছেন। ২য় বঙ্গ মহিলা সমাজ—ঈশ্বরোপাসনা, রচনা লেখা, জ্ঞানালোচনা, সামাজিক সম্মিলন, পুস্তক প্রচার প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে ইহাও এদেশীয় নারীগণের উন্নতির সহায়তা করিতেছেন। আর্য্য নারী সমাজ এবং খৃষ্টীয় মহিলা সমাজও

এইরূপ উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হইয়াছেন। পুরুষদিগের দ্বারা সম্পাদিত কয়েকটী সভার মধ্যে উত্তর পাড়ার হিতকরী সভা স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিধান জন্য বিশেষ বিখ্যাত। তাহাদিগের কার্য্যের উন্নতির সংবাদ আমরা এবৎসরও প্রাপ্ত হইয়াছি। বিক্রমপুর হিতসাধিনী, ফরিদপুর সুহৃদ্ সভা, যশোহর সম্মিলনী, শ্রীহট্ট সম্মিলনী, বাকরগঞ্জ হিতৈষিণী সভা প্রভৃতি কয়েকটী সভাও পরীক্ষা ও পারিতোষিক দান প্রভৃতি উপায়ে বর্ষে বর্ষে শত শত রমণীর জ্ঞানোন্নতির সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। ইহাদিগের দ্বারা স্থানীয় স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইতেছে এবং আরও হইবে আশা করা যায়। কিন্তু বঙ্গদেশে ৪৫টী জেলা, শত শত পরগণা এবং সহস্র ২ গ্রাম রহিয়াছে, তাহাতে এরূপ ৫।৬টী সভায় কি হইবে? প্রতি জেলায় অন্ততঃ একটী করিয়া এরূপ সভা স্থাপিত হইলে স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহ দানের কথঞ্চিৎ উপায় হয়। অন্যান্য জেলার কৃতবিদ্যগণ এবিষয় চিন্তা স্থলে গ্রহণ করেন আমাদিগের প্রার্থনা এবং যে যে স্থানে শিক্ষিত রমণী অন্ততঃ ২।৫টী আছেন, তথায় এক একটী স্ত্রীসমাজ সংস্থাপন করিতে পারিলে ভাল হয়। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজ সকল সামাজিক সংস্কারের অগ্রণী হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন, ভারতবর্ষে যেমন ইহার সংখ্যা প্রায় ১৫০, হইয়াছে, তেমনি তাঁহাদিগের প্রত্যেকে স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইলে নারীসমাজের অনেক উন্নতির প্রত্যাশা করা যায়। বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ শ্রীযুক্তা মনোরমা মজুমদার নাম্নী একটী ব্রাহ্মিকাকে প্রচারিকা পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। এইরূপ জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রচারিকা সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাঁহাদিগের পরিশ্রমে ভারত নারী সমাজের সমূহ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

৩। স্ত্রীলোকদিগের জন্য পত্রিকা—বামাবোধিনী, পরিচারিকা ও খ্রীষ্টীয় মহিলা এদেশে স্ত্রীলোকদিগের জন্য এই তিনখানি পত্রিকা; ইহারা এক প্রকার নিয়মিতরূপে প্রচারিত হইয়া পাঠিকা-সমাজের হিতসাধন করিতেছে। ইংলণ্ডে স্ত্রীলোকদিগের উপযোগী অনেকগুলি পত্রিকা আছে, কিন্তু তাহা সে দেশীয়-দিগেরই জন্য। ইংলণ্ডীয় চর্চ্চের জেননা মিশন দ্বারা "Indian Women" অর্থাৎ ভারত মহিলা নামে একখানি পত্রিকার প্রচার সংবাদে আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। আমরা দেখিয়া সুখী হইতেছি, উপরিউক্ত পত্রিকা ছাড়া কোন কোন পত্রিকায় স্ত্রী-জাতির উন্নতি সম্বন্ধে প্রস্তাব আলোচিত হয় এবং তাঁহাদিগের লিখিত প্রবন্ধ সকলও পত্রস্থ করা হইয়াছে। ভারতীতে একজন কৃতবিদ্য রমণী লিখিত কয়েকটী অতি চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। আশা করি অন্যান্য পত্রিকায় এই দৃষ্টান্ত অনুসৃত হইবে।

এক স্থানে উচ্চশিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা অধিক স্থান ব্যাপী হওয়া আবশ্যক। আমাদিগকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি জন্য গবর্ণমেণ্টের যেরূপ উৎসাহ ও সাহায্য দান করা আবশ্যক, তাহা হইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট সহিত সংসৃষ্ট দুটী মাত্র বিদ্যালয় আছে—কলিকাতায় বেথুন এবং ঢাকার ইডেন স্কুল। ইহা সাহারা অরণ্যের মধ্যে মরুদ্বীপ স্বরূপ। শিল্প, চিত্র প্রভৃতি বিদ্যা স্ত্রী জাতির বিশেষ উপযোগী, কিন্তু তাহার জন্য বিশেষ কোন বিদ্যালয় নাই। আর্টস্কুলের সহিত স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার কি কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না? অনেক কারণে স্ত্রীলোক দিগের চিকিৎসার জন্য স্ত্রীচিকিৎসক আবশ্যক। মান্দ্রাজ মেডিকাল কলেজে স্ত্রীলোকদিগকেও শিক্ষাদান করা হইতেছে এ সংবাদে আমরা সুখী হইয়াছি। কলিকাতা মেডিকাল কলেজ হইতে ধাত্রী প্রস্তুত হইয়া অনেক উপকার হইয়াছে বটে, কিন্তু রীতিমত চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যাহাতে রমণীগণ উপযুক্ত চিকিৎসক হইতে পারেন, তাহার উপায় বিধান করা আবশ্যক। মান্দ্রাজে একটী রমণী মিটিয়রলজিকাল রিপোর্টার পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভারত টেলিগ্রাফ বিভাগে স্ত্রীলোক কর্ম্মচারী নিয়োগের প্রস্তাব হইয়াছে, ইহা অতি সৎ প্রস্তাব বটে। টেলিগ্রাফ এবং ডাকের কাজ শিক্ষা দিলে নারী গণ অতি সহজে তাহা শিখিয়া জীবিকা লাভের উপায় প্রাপ্ত হইতে পারেন।

২। বামাকুলোন্নতি বিধায়িনী সভা—এদেশের স্ত্রীশিক্ষার ও স্ত্রীজাতির উন্নতি জন্য কতকগুলি সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, আমরা আনন্দের সহিত তাহাদিগের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি না। প্রথম, ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান আসোসিয়সন। বিলাতে ইহার মূল সভা এবং ভারতবর্ষের সকল প্রধান প্রধান বিভাগে ইহার এক একটী শাখা সভা আছে। এই সভার একখানি সমাচার পত্র আছে। তদ্ভিন্ন ইহা শিক্ষয়িত্রী সকল নিযুক্ত করিয়া অন্তঃপুরে শিক্ষা দান করিতেছেন, এবং স্ত্রীলোকদিগের পাঠোপযোগী পুস্তক সকল বর্ষে বর্ষে প্রচার করিতেছেন। যাহাতে সামাজিক সম্মিলন দ্বারা ইউরোপীয় ও দেশীয় দিগের মধ্যে সদ্ভাব সংবর্দ্ধিত হইতে পারে, সভা তাহার জন্যও চেষ্টা করিতেছেন। অত্রত্য রমণীগণ ইউরোপীয় মহিলাদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া অনেক সামাজিক হিতকর শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিতেছেন। ২য় বঙ্গ মহিলা সমাজ—ঈশ্বরোপাসনা, রচনা লেখা, জ্ঞানালোচনা, সামাজিক সম্মিলন, পুস্তক প্রচার প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে ইহাও এদেশীয় নারীগণের উন্নতির সহায়তা করিতেছেন। আর্য্য নারী সমাজ এবং খৃষ্টীয় মহিলা সমাজও

এইরূপ উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হইয়াছেন। পুরুষদিগের দ্বারা সম্পাদিত কয়েকটী সভার মধ্যে উত্তর পাড়ার হিতকরী সভা স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিধান জন্য বিশেষ বিখ্যাত। তাহাদিগের কার্য্যের উন্নতির সংবাদ আমরা এবৎসরও প্রাপ্ত হইয়াছি। বিক্রমপুর হিতসাধিনী, ফরিদপুর সুহৃদ্ সভা, যশোহর সম্মিলনী, শ্রীহট্ট সম্মিলনী, বাকরগঞ্জ হিতৈষিণী সভা প্রভৃতি কয়েকটী সভাও পরীক্ষা ও পারিতোষিক দান প্রভৃতি উপায়ে বর্ষে বর্ষে শত শত রমণীর জ্ঞানোন্নতির সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। ইহাদিগের দ্বারা স্থানীয় স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইতেছে এবং আরও হইবে আশা করা যায়। কিন্তু বঙ্গদেশে ৪৫টী জেলা, শত শত পরগণা এবং সহস্র ২ গ্রাম রহিয়াছে, তাহাতে এরূপ ৫।৬টী সভায় কি হইবে? প্রতি জেলায় অন্ততঃ একটী করিয়া এরূপ সভা স্থাপিত হইলে স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহ দানের কথঞ্চিৎ উপায় হয়। অন্যান্য জেলার কৃতবিদ্যগণ এবিষয় চিন্তা স্থলে গ্রহণ করেন আমাদিগের প্রার্থনা এবং যে যে স্থানে শিক্ষিত রমণী অন্ততঃ ২।৫টী আছেন, তথায় এক একটী স্ত্রীসমাজ সংস্থাপন করিতে পারিলে ভাল হয়। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজ সকল সামাজিক সংস্কারের অগ্রণী হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন, ভারতবর্ষে যেমন ইহার সংখ্যা প্রায় ১৫০, হইয়াছে, তেমনি তাঁহাদিগের প্রত্যেকে স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইলে নারীসমাজের অনেক উন্নতির প্রত্যাশা করা যায়। বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ শ্রীযুক্তা মনোরমা মজুমদার নাম্নী একটী ব্রাহ্মিকাকে প্রচারিকা পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। এইরূপ জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রচারিকা সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাঁহাদিগের পরিশ্রমে ভারত নারী সমাজের সমূহ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

৩। স্ত্রীলোকদিগের জন্য পত্রিকা—বামাবোধিনী, পরিচারিকা ও খ্রীষ্টীয় মহিলা এদেশে স্ত্রীলোকদিগের জন্য এই তিনখানি পত্রিকা; ইহারা এক প্রকার নিয়মিতরূপে প্রচারিত হইয়া পাঠিকা-সমাজের হিতসাধন করিতেছে। ইংলণ্ডে স্ত্রীলোকদিগের উপযোগী অনেকগুলি পত্রিকা আছে, কিন্তু তাহা সে দেশীয়দিগেরই জন্য। ইংলণ্ডীয় চর্চ্চের জেননা মিশন দ্বারা "Indian Women" অর্থাৎ ভারত মহিলা নামে একখানি পত্রিকার প্রচার সংবাদে আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। আমরা দেখিয়া সুখী হইতেছি, উপরিউক্ত পত্রিকা ছাড়া কোন কোন পত্রিকায় স্ত্রীজাতির উন্নতি সম্বন্ধে প্রস্তাব আলোচিত হয় এবং তাঁহাদিগের লিখিত প্রবন্ধ সকলও পত্রস্থ করা হইয়াছে। ভারতীতে একজন কৃতবিদ্য রমণী লিখিত কয়েকটী অতি চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। আশা করি অন্যান্য পত্রিকায় এই দৃষ্টান্ত অনুসৃত হইবে।

৪। সামাজিক উন্নতি—বদ্ধ তড়াগের জল যেমন পূতিগন্ধময় হয়, সেইরূপ উন্নতির স্রোত বদ্ধ হইয়া দোষাকর দেশাচারে এদেশের সমূহ অকল্যাণ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রতিবৎসর সেই কদাচার সকল অধিক পরিমাণে নিবারিত হইতেছে দেখিয়া আমরা আশ্বস্ত হইতেছি। বাল্য বিবাহ ভদ্র সমাজ হইতে অল্পে অল্পে তিরোহিত হইতেছে, এক্ষণে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স পর্য্যন্ত কন্যাদিগকে অবিবাহিত রাখিবার জন্য এবং উপযুক্ত বয়সে তাহাদিগকে সৎপাত্রে সমর্পণ করিবার জন্য অনেকেই সাহসী হইতেছেন। কৌলীন্য প্রথা ক্রমশই ঘৃণিত হইয়া পড়িতেছে। বিধবাদিগের পুনরুদ্বাহ জন্য ক্রমশঃ চেষ্টার আধিক্য এবং তৎসঙ্গে তাহার সুফল প্রত্যক্ষ হইতেছে। সিরাজগঞ্জ, পাবনা, লাহোর, মান্দ্রাজ, রাজমহেন্দ্রী, কালিকট, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে বিধবা বিবাহোৎসাহিনী সভা সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও লাহোরে কয়েকটী বিধবা বিবাহ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বোম্বাইয়ের মাধো দাস রঘুনাথ দাসের নাম এস্থলে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য, তিনি একাকী বহু অর্থব্যয়, পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া অনেক গুলি দুর্ভাগিনী রমণীকে সুখী করিয়াছেন। ব্রাহ্ম সমাজে অসবর্ণ ও বিধবা বিবাহের দৃষ্টান্ত ক্রমে অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইতেছে এবং ক্রমে অধিক সংখ্যক হিন্দু বিধবা এই সমাজের আশ্রয় গ্রহণে অগ্রসর হইতেছেন। হিন্দু সমাজের কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটী নূতন কুপ্রথা বদ্ধমূল হইতেছে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইতেছি, সেটী বিবাহ বাণিজ্য। একটী কন্যার বিবাহের কথা হইলে বরপক্ষে বণিক্ হইয়া প্রচুর টাকা আদায়ের পন্থা করেন। এ জঘন্য প্রথা শীঘ্র নিবারিত হওয়া আবশ্যক।

৫। ধর্ম্ম—ধর্ম্মোন্নোতি সম্বন্ধে হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, খৃষ্টান, সকল সমাজের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের লক্ষণ লক্ষিত হয়। হিন্দুগণ আর্য্যসভা বা হরিসভা প্রভৃতি নাম দিয়া ধর্ম্মসভা সকল স্থাপন করিয়া পুরাতন ধর্ম্মের উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন। ব্রাহ্মগণ ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই উপাসনা সমাজ স্থাপন ও ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা ভারতের ভবিষ্যৎ ধর্ম্মের সুসংবাদ প্রদান ও ভবিষ্যৎ সমাজ সংগঠনের চেষ্টা করিতেছেন। মুসলমান ও খৃষ্টীয়গণও উৎসাহের সহিত আপনাদিগের ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতেছেন। কিন্তু এখনকার শিক্ষিত দলের অনেকে প্রাচীন ধর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া এক প্রকার ধর্ম্মবিহীন জীবন ধারণ করিতেছেন। এ প্রকার দৃশ্য অতিশয় শোচনীয়। যে কোন প্রকার হউক একটী ধর্ম্মবিশ্বাস অবলম্বন করিয়া নিষ্ঠার সহিত জীবনের কর্ত্তব্য পালন না করিলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব থাকে না, মনুষ্য-জীবনে উন্নত সুখ সম্ভোগ করা

যায় না। শিক্ষিত রমণীগণ এ বিষয়ে সতর্ক হন, এই আমাদিগের প্রার্থনা।

৬। সাধারণ সভা—এদেশে ভারতবর্ষীয় সভা, ভারত-সভা এবং পুনা সার্ব্বজনিক সভা রাজনীতি ও দেশ-হিতকর নানা বিষয় আন্দোলন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের নানা স্থানে ইহাদিগের অনুরূপ উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া বা শাখাস্বরূপ হইয়া অনেকগুলি সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। ছাত্রদিগের উন্নতি জন্য নানা স্থানে ছাত্র-সভা সকলও সংগঠিত হইয়াছে। বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আলোচনার জন্য কলিকাতায় বিজ্ঞান-সভা ক্রমে দৃঢ়ভিত্তি হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন মুসলমানগণ, প্রাচীন হিন্দু পণ্ডিতগণ ও অপরাপর সম্প্রদায়স্থ লোকেরাও সভাস্থাপন দ্বারা স্ব স্ব শাস্ত্রালোচনাতে উৎসাহিত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দ অনুভব করিতেছি।

৭। রাজানুগ্রহ—ভারতবর্ষের প্রতি মহারাণী ভারতেশ্বরীর দৃষ্টি অধিক পতিত হইয়াছে। পার্লেমেণ্ট মহাসভার অনেকগুলি সভ্যও ক্রমে আমাদিগের প্রতি অধিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন। দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের যে স্বাধীনতা গবর্ণমেণ্ট হরণ করিয়াছিলেন, তাহা পুনঃ প্রদান করিয়াছেন। ডাক ও টেলিগ্রাফ ক্রমে সাধারণের পক্ষে সুলভ করা হইতেছে, রেজিষ্টারি ফি ।০ হইতে ৵০ হইয়াছে; সংবাদপত্রের ডাকমাসুল কমিয়াছে, টেলিগ্রাফের ফি কমাইয়া ও তাহার আফিসের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মিউনিসিপালিটীর স্কন্ধ হইতে পুলিসের ব্যয় উঠাইয়া লইয়া স্থানীয় উন্নতির উপায় বৃদ্ধি করা হইয়াছে। দেশীয় লোকেরা যাহাতে আত্মশাসনক্ষম হয়, তাহার জন্যও রাজপুরুষেরা আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভদ্র স্ত্রীলোকদিগকে ঋণের জন্য ধৃত করিবার নিয়ম করিয়া গবর্ণমেণ্ট একটী অত্যাচারের পথ খুলিয়া দিয়াছিলেন, রাজপ্রতিনিধি সে বিষয়ে কতকটা সুবিবেচনা করিয়াছেন।

গত বৎসর আমরা যে সকল সুখ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, তাহার জন্য মঙ্গলদাতা পরমেশ্বরের চরণে প্রণাম করিয়া পুনরায় নব বর্ষে প্রবিষ্ট হই। আমরা যে আশা করিয়া নববর্ষে পদার্পণ করিতেছি, তাঁহার কৃপায় যেন তাহা পূর্ণ হয়। আমরা এ বৎসর সাধারণ উন্নতি এবং তৎসঙ্গে স্ত্রীজাতির উন্নতি যেন অধিক পরিমাণে দর্শন করিতে সমর্থ হই। সহৃদয় গ্রাহক গ্রাহিকাগণ এ সময় আমাদিগের সকৃতজ্ঞ প্রীতি উপহার গ্রহণ করুন। তাঁহাদিগের অনুগ্রহে বামাবোধিনী মুমূর্ষু অবস্থা হইতে পুনর্জ্জীবিতা হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহাদিগেরই অনুগ্রহের প্রয়াসী হইয়া নূতন বেশে তাঁহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিতেছে। তাঁহারা ইহার মস্তকে

শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন্ যেন এই পত্রিকা নিরাপদে জীবন ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের সন্তোষ সাধন ও সেবা ব্রত পালনে সমর্থ হয়।

গার্হস্থ-শিক্ষা।

"গার্হস্থ-শিক্ষা" শীর্ষক দীর্ঘ প্রস্তাবের অধিক অংশ সমাপ্ত হইয়াছে, অল্প অবশিষ্ট আছে। সুতরাং সেটুকু সমাপ্ত না করিলে পাঠক পাঠিকার মনস্তুষ্টি হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা তৎসংক্রান্ত আরও দুই একটী প্রস্তাব লিখিব।

গত আশ্বিন মাসের বামাবোধিনী খুলিয়া দেখিলে জানিতে পারিবেন যে আমরা গৃহস্থালী-শিক্ষা উপলক্ষে পাক-বিদ্যা ঘটিত কতকগুলি উপদেশ দিয়াছি এবং তাহার পোষকতার জন্য দুই একটী স্ত্রীকবি অর্থাৎ প্রাচীনা গৃহিণী বিরচিত কবিতার উল্লেখ করিয়াছি। এবারও সেই পাক বিদ্যা উপদেশের অপর একটী অংশ প্রকটিত করিব।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সর্ব্বসমেত মূল রস বা আস্বাদ ছয় প্রকার এবং তাহারই সংযোগ-বিয়োগ বশতঃ মিশ্ররস সর্ব্বসমেত ৬৪ চতুঃষষ্টি প্রকার। দুই বা ততোধিক রস একত্র করিলে যে নূতন প্রকার রস বা আস্বাদ হয় কেন, তাহা পাঠিকাগণ মন-দিয়া শ্রবণ করুন্।

পূর্ব্বোক্ত ছয় রস কি গুণে কি স্বভাবে সকল প্রকারেই অত্যন্ত বিভিন্ন, সে জন্য উহারা পরস্পর বিরোধী। উহাদের প্রত্যেকটীর স্বভাব এই যে, উহারা প্রত্যেকে প্রত্যেককে খাট করিবার চেষ্টা পায়। দুই বা ততোধিক রস একত্রিত করিলে কোনটীরই প্রবলতা থাকে না; কাযে কাযেই তাহা হইতে এক প্রকার নূতন আস্বাদ জন্মে।

অম্ল মিষ্টকে খাট করে; এবং মিষ্টও অম্লতার হানি করে, এইরূপ স্বভাব থাকায় উক্ত দুই রস একত্রিত হইবা মাত্র না টক্ না মিষ্ট মাঝা মাঝি এক প্রকার নূতন অবস্থা ঘটে; কাযে কাযেই তাহা নূতন বা কৃত্রিম বলিয়া গণ্য।

দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, তিক্ত রসের সঙ্গে কি মিষ্ট, কি অম্ল, কি কষায়,—যে কোন রস সংযোগ করিবে, কিছুতেই কোন নূতন প্রকার সুরস বা সুস্বাদ উৎপন্ন হইবে না। তাহার কারণ এই যে তিক্ত রস সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ। সেই কারণেই "তিক্ত ঘটিত ব্যঞ্জন" অধিক হয় না।

আবার তিক্ত অপেক্ষাও অধিক তীক্ষ্ণ ও কষ্টদায়ক বলিয়া কেবল কটু, কেবল লবণ, ও কেবল কষায় রসের ব্যঞ্জন ভাল নহে এবং অন্য রসের সাহায্য ব্যতীত কেবল মাত্র এই সকল রসের ব্যঞ্জন অব্যবহার্য্য। স্বতন্ত্র খাদ্য কেবল মধুর রসের হইয়া থাকে ইহার কারণ এই যে মধুর রসটী কষ্টদায়ক ও তীক্ষ্ণ নহে। যাঁহারা পাক বিদ্যা বা রান্ধনিক-রসায়ন-বিদ্যা শিখিয়াছেন, তাঁহারা যে কোন মধুর রসের দ্রব্য লইয়া তাহাতে একটু আধটু অন্য রস যোগ করিয়া পাক দ্বারা নানাবিধ সুস্বাদু ও গুণকর খাদ্য প্রস্তুত করিয়া থাকেন এবং বলেন যে, মধুর রসই অশেষ প্রকার খাদ্যের মূল ভিত্তি। কারণ, তাহাঁরা বলিয়া গিয়াছেন যে,—পূর্ব্বকালের গৃহিণীগণ এই বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞা ছিলেন না।

"শুক্‌নো আঁতে তিতো মিঠো লুনের
মিঠো বড়,
মিঠো বিনে ছিষ্টি মজে ঝালে জড়
সড়।"

"শুক্‌নো"—শুষ্ক। "তিতো"—তিক্ত-রস। "আঁত"—অন্ত্র। "লুন"—লবণ। "ছিষ্টি"—সৃষ্টি। অর্থাৎ তিক্তরসের ব্যঞ্জন প্রথম গ্রাসে বড় মিষ্ট লাগে বটে, কিন্তু উহা অন্যসময়ে কষ্টদায়ক। সুতরাং সুক্ত নামক তিক্তরসের ব্যঞ্জন প্রথমে খাইতে হয়। লবণ স্বতন্ত্র খাওয়া যায় না বলিয়া লবণ রসের স্বতন্ত্র ব্যঞ্জন নাই, কিন্তু তাহার যোগে পাচ্য বস্তু মাত্রেই যখন মিষ্ট হয়, তখন লবণের মিষ্টতাই শ্রেষ্ঠ। যদি মিষ্ট রস না থাকিত, তাহাহইলে জীবের বড়ই কষ্ট হইত। ঝাল অর্থাৎ কটুরস এত তীক্ষ্ণ, যে উহার নিকট সকল রসই জড় সড় অর্থাৎ নিস্তেজ, সেই কারণেই ঝালের কণামাত্র ব্যবহৃত হয় এবং কেবল তাহা দ্বারা কোন স্বতন্ত্র খাদ্য প্রস্তুত হয় না।

প্রত্যেক রসের লক্ষণ।

যাঁহারা পাক বিদ্যা শিখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের প্রথমতঃ রস বা আস্বাদ গুলির একটা সাধারণ ভাব জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক; পরে সেই সেই রসের স্বভাবোৎপন্ন দ্রব্য কি কি, তৎসমুদয় জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। তাহা না জানিলে নূতন নূতন খাদ্য প্রস্তুত করিবার অধিকার হয় না। অতএব অগ্রে রসগুলির সাধারণ লক্ষণ উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ সেই সেই রসের কতকগুলি দ্রব্যের উল্লেখ করিব।

মধুর—তৃপ্তিজনক, জিহ্বাদির হর্ষজনক, মুখের লিপ্ততাজনক, পানেচ্ছাকারী, ও বিশেষ কষ্টজনক নহে।

অম্ল—গল-গহ্বরে ও দন্তমূলে কষ্ট উৎপাদন করে, দন্তমূল শিথিল করিয়া আনে এবং জিহ্বায় লালা উৎপন্ন করে। সুতরাং অম্লরস ঘন হইলে কষ্টদায়ক হয়।

লবণ—গলনলীর কষ্টদায়ক, ইহা দ্বারা জিহ্বা হাজিয়া যায় ও অন্তরিন্দ্রিয়ে ব্যাকুলতা জন্মায়।

কটু বা ঝাল—ইহা অত্যন্ত কষ্টদায়ক, জিহ্বায় জ্বালা জন্মাইয়া তাহাকে উদ্বিগ্ন ও অস্থির করিয়া তুলে, লালা নিঃসারণ করিতে থাকে।

তিক্ত—কষ্টজনক, শোষ এবং মুখ-বৈজাত্য জন্মায় অর্থাৎ মুখের রসগ্রহণী শিরাজাল খারাপ করিয়া দেয়।

কষায়—ইহাও কষ্টপ্রদ শোষজনক, জিহ্বার স্তম্ভনকারী এবং মুখ বিরস ও জড় করিয়া তুলে।

ছয় রসের দ্রব্য সংগ্রহ।

যে যে বস্তুতে যে যে রসের ভাগ অধিক পরিমাণে আছে, সে দ্রব্য সেই রসের দ্রব্য বলিয়া গণ্য। ভারতবর্ষীয় পাক শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে তাহার, কতকগুলি বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

স্বভাব মধুর—দুগ্ধ, ঘৃত, চর্ব্বি, মজ্জা, শালী ও ষেটে ধানের চাউল, যব, গম, মাষ কলায় ও মসুর প্রভৃতি শস্য,—এবং তাল, নারিকেল, পিয়াল, পদ্মবীজ, মৌহুয়া প্রভৃতি ফল,—ও আলু, পালঙ্ শাকের মূল, প্রভৃতি মূল সকল স্বভাব-মধুর। কিস্‌মিস্, খর্জ্জুর, রাজাদন নামক ফল, পানীফল, কেশুর, ইক্ষু, ইক্ষুজাত গুড়াদি দ্রব্য, কুষ্মাণ্ড,—এ সকলও মধুর-স্বভাব বটে। উল্লিখিত দ্রব্যের কোনটীতে কিছু অধিক, কোনটীতে অল্পমাত্রায় মাধুর্য্য আছে, ইহা পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই মধুর রসের দ্রব্য হইতে কৌশল দ্বারা চিনি বাহির করা যায়।

স্বভাবাম্ল—দাড়িম, আমলকী, লেবু, কথ্‌বেল, করমচা, কুল, পাণি-আমলা, তেঁতুল, বেতের ফল, ডেয়ো নামক ফল,—এবং চুকা পালঙ্ প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ অর্থাৎ শাক। দধি, ঘোল, সুরা, আম্র ফল, ছোট কিস্‌মিস, এবং গন্ধক প্রভৃতি অনেক উপধাতুও স্বভাবাম্ল। চিকিৎসা ব্যবসায়ীরা ইহা হইতে কৌশলে অম্লসার বাহির করিয়া থাকেন।

স্বভাব-লবণ—লবণ অনেক উদ্ভিদে এবং অনেক স্থানের মৃত্তিকায় আছে। অনেক শস্যে ও বহুতর ফলেও আছে। মিষ্ট দ্রব্য মাত্রেই কিছু না কিছু লবণ আছে। এজন্য স্বভাব-মধুর ফল, কি মূল, পাক করিতে হইলে অধিক লবণ দেওয়া আবশ্যক হয় না। দুগ্ধে ভূরি পরিমাণ লবণ থাকায় দুগ্ধ পাকে আদৌ লবণ দিতে নাই। কণা মাত্র দিলে জানা যায় না, বরং মিষ্টাধিক্য হয়, কিন্তু তাহা ভক্ষণ করিলে শরীরে পীড়া আনয়ন করিবে। চিকিৎসা ব্যবসায়ীরা অনেক প্রকার তৃণ ও মৃত্তিকা হইতে লবণ বাহির করিয়া ঔষধার্থ ব্যবহার করেন, কিন্তু সে সকল খাদ্যের উপযুক্ত নহে। সৈন্ধব ও পাংশুম অর্থাৎ সমুদ্র

জল পাক করিয়া তজ্জাত লবণ ঐ খাদ্যের উপযোগী।

স্বভাব-কটু—পিপুল, মরিচ, চৈ, লশুন, পলাণ্ডু, লঙ্কা, ও মরিচ, প্রভৃতি স্বভাব-কটু বলিয়া গণ্য। এতদ্ভিন্ন অনেক প্রকার বৃক্ষ ত্বক, মূল, দল, ও শস্যও স্বভাব কটু বলিয়া পরিচিত আছে, কিন্তু সে সকল রন্ধনে লাগে না, কেবল ঔষধে ব্যবহার হয়।

স্বভাব-কষায়—জাম, বীজপূর, ও বকুল প্রভৃতি অনেক প্রকার ফল, ফুল, পত্র ও মূল প্রভৃতি স্বভাব-কষায় বলিয়া উল্লিখিত আছে, কিন্তু সে সকল পাকে লাগে না, তবে মোরব্বা হইতে পারে। মুগ কলায়, উড়িধানের চাউল, বেগুণ, শুষনী-শাক এ সকল কষায় রসের দ্রব্য বটে, কিন্তু পাক করিলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। মাংসে সকল রসই আছে। পশুরা নানা প্রকার ফল, শস্য, তৃণাদি ভক্ষণ করে বলিয়া তদুৎপন্ন মাংসে সকল রসই সমাবেশ আছে; তবে যে পশু বা যে পক্ষী, যে রসের দ্রব্য অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করে সে পশু বা সে পক্ষীর মাংসে সেই রসের ভাগ অধিক থাকে। মাংসে কোন একটা প্রধান রস অধিক পরিমাণে না থাকিলেও স্থূলতঃ মধুর রসের মাংসই অধিক, অন্যান্য রসের মাংস অতি অল্প।

কোন্ কোন্ রস শরীরের কি কি উপকার বা অপকার করে, তাহাও গৃহিণী দিগের জানা আবশ্যক; কিন্তু সে স্বতন্ত্র প্রস্তাবে ব্যক্ত করাই উচিত বিবেচনায় এস্থলে পরিত্যক্ত হইল।

(ক্রমশঃ)

স্থানীয় বাত্যা।

আমাদিগের দেশে এই গ্রীষ্মকালে বায়ু একটু উষ্ণ হওয়াতে আমরা কত কষ্ট অনুভব করিতেছি। কিন্তু পৃথিবীর স্থানে স্থানে নানাবিধ উষ্ণ বায়ু প্রবাহ বহিয়া থাকে, মরুভূমিতে ইহা মূর্ত্তিমান অগ্নি হইয়া যেন সৃষ্টিদাহ করিতে ধাবমান হয়। পাঠিকাগণ শুনিয়া থাকিবেন 'লু' নামে এক প্রকার বাতাস উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বয়, তাহা গায় লাগিলে ফোস্কা হয়; সময় সময় মৃত্যুও ঘটিয়া থাকে। ইহার ভয়ে সে প্রদেশের লোকে মধ্যাহ্নে বাটীর বাহির হয় না। পৃথিবীর আরও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উষ্ণ বায়ু প্রবাহ আছে এবং তাহারা ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে যথা:—খামসিন, সামিয়েল, সাইমুম, হার্ম্মাটান ও সিরক্কো। ইহাদিগের এক একটীর বিশেষ বিবরণ পশ্চাতে লেখা যাইতেছে।

১ খামসিন—ইহা দক্ষিণে উষ্ণ বায়ু, বাসন্তী বিষুব সংক্রান্তি অর্থাৎ ১১ইচৈত্রের পর মিসর দেশে প্রবাহিত হয়। খামসিন অর্থ ৫০ দিন, ইহা মধ্যে মধ্যে স্থগিত থাকিয়া ৫০ দিন পর্য্যন্ত বহিয়া থাকে।

২ সামিয়েল ও সাইমুম—এ দুইটী একই বায়ু, ভিন্ন২ নামে তুরস্ক ও আরব এই দুইটী ভিন্ন জাতিদ্বারা উক্ত হইয়া থাকে। ইহা সিরিয়া আরব ও নিউবিয়ার মধ্যে প্রবাহিত হয়, যখন ইহা মৃদুমৃদু বয়, তখনও ক্লেশ অনুভব হয়, প্রচণ্ড মূর্ত্তিতে বহিলে তৎ সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মক্কার তীর্থযাত্রী এবং বাগদাদের বাজার যাত্রী অনেক লোক ইহা দ্বারা শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিয়া থাকে। ব্রুশ নামক এক সাহেব এক সহচরের সহিত নীলনদ পার হইতে হইতে এই বায়ু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মুমূর্ষু প্রায় হন এবং তাহার স্পর্শে তাঁহাদের উৎকট শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। তাঁহারা এত দুর্ব্বল হন, যে আপনাদিগের তাঁবু গাড়িতে সক্ষম হইলেন না। তিনি চেন্দী নামক স্থানে এই সাইমুমের এইরূপ গুণব্যাখা করিয়াছেন ঃ—"ইহা যখন বহিল বোধ হইল উনানের মধ্য হইতে আগুণের প্রবাহ আসিতেছে। আমাদিগের চক্ষু দৃষ্টিশক্তিহীন, ওষ্ঠ বিদীর্ণ, হাঁটু থর২ কম্পমান এবং কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল। প্রচুর পরিমাণে জলপান করিয়াও কষ্টের কিছুমাত্র লাঘব হইল না।" ভলনী নামক আর এক ভ্রমণকারী ইহার আরও উজ্জ্বল বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন পথিকেরা ইহাকে বিষাক্ত বায়ু বা মরুভূমির তপ্ত বায়ু বলিয়া থাকে। এই বায়ুর উত্তাপ যে কত তীক্ষ্ণ তাহা যে ব্যক্তি নিজে ভোগ না করিয়াছে, সে অনুভব করিতে পারে না। যে জ্বলন্ত চুল্লী হইতে পামরুটী সেকিয়া বাহির করিয়া লওয়া হয়, তাহার উত্তাপের সহিত ইহার কথঞ্চিৎ তুলনা হইতে পারে। যখন এই বায়ু বহিতে আরম্ভ হয়, তখন বায়ুমণ্ডল এক ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করে। এখানে আকাশ সচরাচর অতি নির্ম্মল, কিন্তু সে সময় তাহা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ভারাক্রান্ত হয়, সূর্য্য নিষ্প্রভ হইয়া নীলিম মূর্ত্তি ধারণ করে। বায়ু যে মেঘাবৃত হয়, তাহা নহে, কিন্তু এক প্রকার সূক্ষ্ম বালু রেণুতে পূর্ণ হইয়া পাংশু বর্ণ হয়, সে রেণু সকল পদার্থের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। এই বায়ু অতি লঘু এবং দ্রুতগামী, কিন্তু প্রথমে তত উষ্ণ বলিয়া অনুভূত হয় না—যত বহিতে থাকে, উত্তরোত্তর ততই উগ্র ভাব ধারণ করে। জীব মাত্রেরই শরীরে ইহার ফল প্রত্যক্ষ হয়। শ্বাসযন্ত্র অর্থাৎ ফুসফুস বিস্তারিত না হইলে সহজে নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য চলে না। লঘু বায়ুতে শ্বাসযন্ত্র সঙ্কুচিত হইয়া নিশ্বাস রোধ করিয়া থাকে। চর্ম্ম নীরস ও কর্কশ হইয়া উঠে এবং শরীরের অভ্যন্তর অন্তর্দাহে দগ্ধ হয়। অধিক পরিমাণে জলপান করা বিফল, তাহাতে দাহ নিবারণ হয় না। এবং শরীরে ঘর্ম্মেরও সঞ্চার হয় না; কোন বস্তু স্পর্শ করিয়া শীতল হইবার আশা করাও বৃথা। মার্ব্বল, লোহা, ধাতুপাত্র, জল সকলই উষ্ণ, সূর্য্য বালুকা দ্বারা অদৃশ্য হইয়া থাকিলেও এই উষ্ণতার উপশম হয় না। লোকেরা পথ ঘাট পরিত্যাগ করে, দিবা দ্বিপ্রহর মধ্যাহ্ন রাত্রির ন্যায় মৃতবৎ নিস্তব্ধ! নগর ও পল্লীবাসীরা আপনাপন গৃহমধ্যে রুদ্ধ হইয়া কারাবাসীর ন্যায় বাস করে। বালুকারণ্য পর্য্যটকেরা তাঁবুর মধ্যে অথবা ভূমির নিম্নে গর্ত্ত খুলিয়া কষ্টে প্রাণ ধারণ করে। সচরাচর ৩ দিন এইরূপ বায়ু বহে, তাহার অধিক হইলে এককালে অসহ্য হয়। যে ভ্রমণকারী আশ্রয় স্থান হইতে দূরে গিয়া এই বায়ু প্রবাহের মুখে পতিত হয়, তাহার দুরবস্থার একশেষ এবং অবশেষে নিশ্চয় মৃত্যু। ঝটিকাকারে এই বায়ু বহিলে আরও ভয়ঙ্কর ঘটনা হয়। বায়ুর দ্রুতগতির সহিত তাপ এত বৃদ্ধি হয়, যে আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। নিশ্বাস রোধ হইয়া এই মৃত্যু হয়। ফুসফুস শূন্য হইয়া উল্‌টিয়া পড়ে, রক্তচালনা বিশৃঙ্খল হয়, সমুদয় রক্ত বক্ষ ও মস্তকের দিকে প্রবাহিত হয়, এইজন্য মৃত্যুর পর মুখ ও নাসিকা দিয়া রক্তস্রোত বহির্গত হইয়া থাকে। স্থূলকায় ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই বায়ু সমধিক পীড়াদায়ক। ক্লান্তিবশতঃ যাহাদিগের মাংসপেশী ও আভ্যন্তরিক যন্ত্র সকল শিথিল হইয়া পড়ে, ইহা তাহাদিগেরও পক্ষে অসহ্য হয়। মৃত্যুর পর শরীর অনেক ক্ষণ উষ্ণ থাকে, ফুলিয়া উঠে, নীলবর্ণ হয় ও শরীরের ভিন্ন২ অংশ সহজে পৃথক্ করা যায়। শরীরের রস ও রক্তস্রোত বদ্ধ হওয়াতে তাহা এইরূপ পচিয়া উঠে। মুখ ও নাসারন্ধ্র উত্তমরূপে আবৃত করিলে হঠাৎ মৃত্যু হয় না। উষ্ট্রেরা এই সময় তাহাদিগের স্বাভাবিক সংস্কার দ্বারা বালুকার মধ্যে নাসিকা ডুবাইয়া রাখে এবং বায়ুপ্রবাহ অবসান না হইলে মুখ তুলে না। এই সময় বায়ু এত শুষ্ক হয়, যে মেজেতে জল ছড়াইলে তাহা তৎক্ষণাৎ শুষিয়া যায়। এই শুষ্ক বায়ু স্পর্শে বৃক্ষ সকল বিশীর্ণ হয়, মনুষ্য শরীর হইতেও রস ভাগ শীঘ্র শীঘ্র বাহির হইয়া চর্ম্ম কুঞ্চিত করিয়া ফেলে। সাইমুম যখন বয়, অধিক স্থান যুড়িয়া বয় না, ইহাতেই রক্ষা, নতুবা সৃষ্টিনাশ হইত। বর্ণিত আছে, আসিরিয়া-রাজ সেনাচেরিবের অসংখ্য সৈন্য হঠাৎ অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া মৃত্যুশয্যাশায়ী হয়। বাইবেলে লেখে যে দেবদূত আসিয়া তাহাদিগকে বধ করে। অনেকে অনুমান করেন, সাইমুমই তাহাদিগের যমদূত হইয়া নিমেষে তাহাদিগকে সংহার করিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

উপন্যাস।

সুখসম্মিলন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এক দিন সন্ধ্যাকালে একটী নবম বর্ষীয়া বালিকা তাহাদিগের গৃহের যে গবাক্ষটী নদীর দিকে উন্মুক্ত, তাহারই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে "মা, কি করিলে সুখী হওয়া যায়?" প্রশ্ন শুনিয়া জননীর বড় কষ্ট হইল। ভাবিলেন এ বয়সে যে ক্রীড়া বই বুঝিবে না, তাহার প্রাণেও দুঃখের শেল ফুটিয়াছে! এ চিন্তায় কি মায়ের চোখে জল না আসিয়া যায়? জননী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "শৈল, দুঃখে কষ্টে ভগবানের নাম করিলে বড় সুখ হয়। কিন্তু বাছা, তোমার কিসের দুঃখ? ভগবান তোমাকে সুখে রাখুন!"

শৈলবালা কথা কহিল না; সে তাহার সরলতাময় নীলোজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয় অনন্ত বিস্তৃত নীলোজ্জ্বল সন্ধ্যাকাশে স্থাপন করিল। সে দেখিল আকাশের এক প্রান্তে একটী তারকা মিটিমিটি করিয়া জ্বলিতেছে। যদি সে তারকালোকে মানুষ থাকিত, তবে বোধ হয় দেখিতে পাইত, এ পৃথিবীর একখানি গৃহের গবাক্ষ দিয়া দুইটি তারকার জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে।

শৈলবালার যখন তিন বৎসর বয়স, সেই সময়ে তাহার পিতার কাল হয়। অভিভাবকের অভাবে, প্রতিবেশীর কুচক্রে ক্রমে ঘোর দারিদ্র আসিয়া ক্ষুদ্র পরিবারটীকে গ্রাস করিয়াছে। বাড়ী খানি এক রকম মন্দ ছিল না; কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনের অপরিসীম কষ্ট! কতবার শৈলের মাতা ভাবিয়াছিল বাড়ী ঘর বেচিয়া ফেলি; কিন্তু দেখিলেন যে এ ক্ষুদ্র বালিকাকে লইয়া কিরূপে গৃহ শূন্য হইয়া থাকেন? তাই কোনরূপে কন্যাটীকে লইয়া বাড়ীতে মাথা গুঁজিয়া আছেন।

শৈলবালার চক্ষু আকাশের নীলপটে ও নদীর স্বচ্ছজলে চন্দ্রমা এবং নক্ষত্রের শোভায় অনেক ক্ষণ বদ্ধ ছিল। ঐ সরল ক্ষুদ্র প্রাণের সহিত স্বভাবের অতুল সৌন্দর্য্যের কি সম্বন্ধ? ঐ ভাসা ভাসা চক্ষুর্দ্বয়ের সহিত চন্দ্র তারকার কিসের সম্বন্ধ? পাখীর গানে, বনলতার সৌন্দর্য্যে শৈলবালার প্রাণ বিমুগ্ধ হইয়া যায় কেন? সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে গৃহের প্রান্তস্থিত একটী বৃক্ষ হইতে একটী পাখী ডাকিয়া উঠিল, শৈলবালার স্থির চক্ষু চঞ্চল হইল; জানালায় মুখ বাহির

করিয়া গাছের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল কৈ পাখী দেখা গেল না। কিন্তু বৃক্ষ শাখায় মনুষ্যের মত কি ও? শৈলবালা তাকাইয়া তাকাইয়া নিরীক্ষণ করিল; দেখিল বাস্তবিক মানুষ। সে ভাবিল রাত্রিতে গাছে মানুষ কেন? ঐ গাছে চড়িয়া তো ছাদে উঠিতে পারা যায়— সে দিন ও পাড়ার মিত্রদের বাড়ীর ছেলে ঐ গাছে উঠিয়া ছাদে আসিয়াছিল। শৈলবালার ভয় হইল। সে ভাবিল ছাদে তাহার সাজ গোজ করা একটা পুতুল পড়িয়া আছে, যদি চোরে লইয়া যায়। শৈলবালা সাবধান, সাবধান, তোমার মাকে বল, যেন চোরে আদরের পুতুলটী চুরি করিতে না পারে। শৈল ধীরে ধীরে চক্ষু ফিরাইয়া বলিল "মা!" উত্তর পাইল না। দেখিল মাতা তাহার পার্শ্বে চক্ষু মুদিয়া বসিয়া আছেন। শৈল আর ডাকিল না; সে বুঝিল তাহার মাতা ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা করিতেছেন। সত্য সত্যই জননী সন্তানের কথায় ব্যাকুল হইয়া পরমেশ্বরের কাছে ইহাই ভিক্ষা করিতেছিলেন "হে প্রভো! এ পরিবারকে সুখে রাখিতে হয় সুখে রাখ, দুঃখে রাখিতে হয় দুঃখেই রাখ, কিন্তু এই করিও যেন সুখের উল্লাসে বা দুঃখের পীড়নে চির সুহৃদ তোমাকে না ভুলি।" ধীরে ধীরে রাত্রি কিছু বেশী হইল, এতক্ষণে শৈলবালা গাছের মানুষ এবং ছাদের পুতুল সকল কথাই ভুলিয়া গিয়াছে। শৈলবালা জানিত, সে রাত্রি গৃহে আহারের সংস্থান নাই; পাছে মা তাহাকে ক্ষুধার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কাঁদেন, এই ভয়ে আগেই মাকে বলিল "মা আমার ঘুম পাচ্চে, তুমি শোবে না?" মা শৈলের মনের ভাব বুঝিয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে সন্তানের মুখ চুম্বন করিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। মাতার চক্ষে জল কেন? এ দুঃখের অশ্রু না সুখের অশ্রু! কিন্তু শৈলবালা তুমি যা মনে করিয়া ভয় পাইয়াছিলে, সে কথা মাকে জানাইবে না? অবোধ শৈল, সে কথা একবার মাকে জানাইলে ভাল হইত। শৈল ঘুমাইল; শৈলের মাতাও ঘুমাইয়া পড়িলেন। গাছে যে লোকটী উঠিয়াছিল, তাহার অভিপ্রায় কি? সে কি ছাদে পুতুল চুরি করিতে গেল? বৃক্ষের তলায় একজন মানুষ, ডালে একজন; আর ঐ ছাদে একজন! শৈলের না জাগো জাগো; পুতুল চুরি যায় গো। এখন যদি কাল নিদ্রা না ভাঙ্গে, তবে আর চক্ষু মেলিও না। প্রকৃতি কেমন গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। চন্দ্র নক্ষত্র স্থির দৃষ্টিতে সংসারের নৃশংস মানবের পশুবৎ আচরণ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছে। সংসারের লোকের হৃদয় এমন পাষাণও আছে যে দুঃখীর সম্বল অপহরণ করে; এই কথা ভাবিয়াই যেন ঝাউগাছ শোঁ শোঁ করিয়া গভীর দুঃখের শ্বাস ছাড়িতেছে। এই সময়ের নিস্তব্ধতা কি ভয়ঙ্কর ভাব-

ব্যগ্রক! চোরে ছাদ হইতে গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক দরজা সহজে উদ্‌ঘাটন করিল এবং নিঃশব্দে দুঃখিনীর ক্রোড় হইতে তাহার প্রাণের পুতুল চুরি করিল। ধীরে ধীরে পুতুলটী এ হাত হইতে ও হাত চালিত হইয়া নিমেষে নদীর তীরে নীত হইল। শৈল, তুমি কি জাগিয়াছ, তবে চিৎকার কর না কেন? আহা দস্যুরা তোমার মুখ বাঁধিয়াছে। তবে আর কি করিবে? মায়ের কাছে শিখিয়াছ দুঃখে কষ্টে পড়িলে ভগবানের নাম করিতে হয়। তুমি অসহায়া, দুঃখিনীর কন্যা দুঃখিনী, আর তোমার অন্য উপায় নাই, দেখিও এ বিপৎকালে যেন সেই নাম লইতে ভুলিও না।

(ক্রমশঃ)

আমেরিকা আবিষ্কার।

(২০৫ সংখ্যা ৩৪৯ পৃষ্ঠার পর)

কলম্বস এইরূপে নিজের সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইয়া, শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে এই ব্যাপার সুসম্পন্ন হইতে পারে, তজ্জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি যদিও এক্ষণে ভিন্ন দেশবাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার মাতৃভূমি জেনোয়ার মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই। যাহাতে এই আবিষ্কারের কার্য্যে সাহায্য করিয়া জেনোয়ার যশ, ক্ষমতা ও ধন বৃদ্ধি হয়, এই আশায় তিনি স্বদেশের শাসন-সভার নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তিনি বহুদিবস হইতে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশবাসী হওয়াতে তাঁহার দেশীয় লোকেরা তাঁহার ক্ষমতার বিষয় বিশেষ অবগত ছিল না। তাহারা তাঁহার এই সিদ্ধান্তকে মিথ্যা ও কল্পনা-প্রসূত বলিয়া অবিবেচকের ন্যায় তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিল এবং এইরূপে স্বদেশের পূর্ব্বগৌরব পুনরুজ্জ্বল করিবার সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইল।

এইরূপে জেনোয়ায় নিরাশ হইয়া কলম্বস ভাবিলেন যে তিনি পর্টুগালের রাজার অধীনে অনেক দিন বাস করিতেছেন, অতএব স্বদেশে নিরাশ হইবার পর তাঁহার আশ্রয় ও সাহায্য গ্রহণ করাই প্রথম কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া তিনি দ্বিতীয় জনের নিকট তাঁহার প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন। পর্টুগেলে সকলেই তাঁহার অভিজ্ঞতা ও সদ্‌গুণের বিষয় অবগত ছিল। তাঁহার ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতায় বিশ্বাস থাকাতে একদিকে যেমন লোকের মনে হইতে লাগিল

যে তাঁহার প্রস্তাব অসম্ভব না হইতে পারে, তেমনি আবার অপরদিকে তাঁহার চরিত্রেও লোকের আস্থা ছিল, সুতরাং প্রবঞ্চনা করিয়া অর্থলাভের চেষ্টা বা তদ্রূপ অন্য কোন নীচ অভিপ্রায়ের সন্দেহও তাঁহার সম্বন্ধে লোকের মনে স্থান পায় নাই। এইজন্য জন যত্নপূর্ব্বক তাঁহার প্রস্তাব শ্রবণ করিলেন, এবং এই বিষয় মীমাংসার ভার সিউটার ধর্ম্ম-যাজক ডেগো অর্টিজ ও দুইজন য়িহুদী চিকিৎসকের উপর অর্পণ করিলেন। ইহাঁরা তিন জনেই ভূগোলবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং বাণিজ্য যাত্রাদি সম্বন্ধে রাজা ইহাঁদেরই পরামর্শানুসারে চলিতেন। ইহাঁদেরই উপদেশ মত পর্টুগীজদের সমস্ত আবিষ্কার কার্য্য চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু কলম্বস যে পন্থা অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষে আসিবার প্রস্তাব করিতেছিলেন এবং যে পন্থাকে তিনি অল্পায়াসসাধ্য বলিতেছিলেন, তাঁহারা পর্টুগীজদিগকে ঠিক তাহার বিপরীত পথ গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা দেখিলেন যে যদি কলম্বসের প্রস্তাব গ্রাহ্য করা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদের নিজের প্রদর্শিত পথকে কষ্টসাধ্য বলিয়া বর্জ্জন করিতে হয় ও কলম্বসকে তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাঁহারা প্রথমে এরূপ ভাবে আপত্তি সকল উত্থাপন করিতে লাগিলেন যাহাতে কলম্বসের মত ও তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপে তাঁহার মনের কথা কতক কতক বাহির করিয়া লইয়া তাঁহারা আপনাদের শেষ সিদ্ধান্ত তাঁহার গোচর করিতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহারা এই চক্রান্ত করিলেন, যে কলম্বস এই প্রস্তাব সুসিদ্ধ করিয়া যে সম্মান ও সমৃদ্ধিলাভের আশা করিতেছেন, তাহা হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে হইবে। এই মানসে তাঁহারা রাজাকে পরামর্শ দিলেন যে কলম্বস যে পথের প্রস্তাব করিয়াছেন ঠিক সেই পথ দিয়া গোপনে কয়েকখানি অর্ণবপোত প্রেরণ করা হউক। জন তাঁহাদের পরামর্শে রাজোচিত মহত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া এই নীচ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু যে ব্যক্তির উপর এই আবিষ্কারের ভার দেওয়া হইল, তাঁহার এই সুমহৎ কার্য্য সাধনের উপযুক্ত প্রতিভাও ছিল না, দৃঢ়তাও ছিল না। তিনি কিয়দ্দূর গমন করিয়া স্থলের কোন চিহ্নও দেখিতে পাইলেন না। বিপরীত বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল; তাঁহার সাহসও তৎসঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া যাইতে লাগিল; এবং অবশেষে কলম্বসের সিদ্ধান্তকে অসম্ভব ও বিপদসঙ্কুল বলিয়া অভিসম্পাত করিতে করিতে তিনি লিস্‌বনে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই নীচ প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় জানিতে পারিয়া কলম্বসের

হৃদয়ে অত্যন্ত বিরক্তির উদয় হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ পর্টুগাল পরিত্যাগ করিয়া স্পেন দেশে গমন করিলেন। ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কলম্বস স্পেনে উপস্থিত হইয়া কাষ্টাইল ও আরাগণের রাজা ফার্ডিনাণ্ড ও রাজ্ঞী ইজাবেলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবার সঙ্কল্প করিলেন; কিন্তু তাঁহার জীবনে যতদূর দেখিয়াছিলেন. তাহাতে রাজা ও রাজ-সভাসদ্‌দিগের নিকট আবেদনের সফলতার উপর তাঁহার আর বড় বিশ্বাস ছিল না। এই জন্য তিনি স্পেনে সাহায্য পাইবার আশায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারিয়া তাঁহার ভ্রাতা বার্থোলোমিউকে ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম হেনরির নিকট প্রেরণ করিলেন, কারণ সপ্তম হেনরি অত্যন্ত বিবেচক ও ধনবান্ রাজা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। কলম্বস্ স্পেনে বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না বলিয়া যে সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত অমূলক নহে। এই সময়ে ফার্ডিনাণ্ডের সহিত স্পেনের শেষ মুসলমান রাজ্য গ্রানাডার ভয়ানক সংগ্রাম চলিতেছিল; ফার্ডিনাণ্ড ও দুঃসাহসিক ও অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপারে সাহায্য করিবার লোক ছিলেন না, কারণ তিনি অত্যন্ত সতর্ক ও সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন। রাজ্ঞী ইজাবেলা যদিও অধিকতর উদার ও এরূপ ব্যাপারে উৎসাহ দিবার উপযুক্ত ছিলেন, তথাপি তিনি সকল বিষয়ে স্বামীর পরামর্শ গ্রহণ করিয়া চলিতেন। এতদ্ভিন্ন মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকাতে এক দিকে স্পানিয়ার্ডদিগের সমুদ্র-যাত্রা ও আবিষ্কার প্রভৃতি কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার সময় ছিল না, এবং অপর দিকে এই সকল যুদ্ধাদিতেই তাহাদের যশোলিপ্সা চরিতার্থ হইতেছিল। তাহাতে আবার স্পানিয়ার্ডগণ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া সম্বন্ধে সাধারণতঃ অত্যন্ত অলস ও দীর্ঘসূত্রী, সুতরাং এরূপ অবস্থায় কলম্বসের আশা সফল হইতে যে বিলম্ব হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

প্রকৃত দয়া ও কুমারী ল।

অন্যের কষ্টে কাতর এবং তাহা মোচনার্থ যত্নবান্ হওয়ার নামই দয়া। ইহা মনের একটী উচ্চ গুণ এবং কেবল মনুষ্যেতেই দেখা যায়। দয়াই সকল ধর্ম্মের আকর। ঈশ্বরভক্তিরূপ ভিত্তিতে সংস্থাপিত হইলে ইহা অপেক্ষা সুন্দর ও মনোরম পদার্থ আর দৃষ্টি গোচর হয় না। ইহার অধিকারীদিগের সুখের ত

কথাই নাই, আবার অন্যে তাহাদিগকে দর্শন বা তাহাদিগের নাম উল্লেখেও বিমল আনন্দ প্রাপ্ত হয়। দয়ার্দ্রচিত্ত ব্যক্তিরাই প্রাতঃ স্মরণীয়। জীব মাত্রেই স্বার্থপর, একমাত্র দয়া মনুষ্যকে নিঃস্বার্থ দেবোপম করিয়া দেয়। ইহার বশবর্ত্তী হইয়া মনুষ্য নিজ স্বচ্ছন্দতায় জলাঞ্জলি দিয়া অন্যের হিত সাধন করিতেছেন, এমন কি আপন প্রাণ পর্য্যন্ত অকাতরে বিসর্জন করিয়া থাকেন।

ভগবান্ অবলাকে দয়া গুণে সমধিক ভূষিত করিয়াছেন। মাতা, ভগ্নী, পত্নী ও কন্যার অকৃত্রিম ভালবাসার তুলনা কোথায় পাইবে? পীড়া হইলে ইহাদিগের তুল্য সেবা শুশ্রূষা কে করে? আমি পুত্রগণের অগৌরব করিতেছি না, তাহারা নিঃসন্দেহে স্নেহের পাত্র; কিন্তু কন্যা আমার নিকট প্রিয়তর বোধহয়, প্রতিবাসী বা অতিথির দুঃখে তাহার ন্যায় কে এত অশ্রুপাত করে? পাঠিকাগণ দেখিও যেন এই স্বজাতির স্বাভাবিক গুণের ত্রুটি তোমাদের জীবনে লক্ষিত না হয়। ইহাই তোমাদিগের প্রকৃত সৌন্দর্য্য, ইহার নিমিত্তই তোমরা সাধারণের নিকট পূজ্য ও আদরণীয়।

দয়ার একটী কার্য্য দান। অনেকে এরূপ ভাবেন যে কামিনীগণ দানের বিঘ্ন স্বরূপ। পুরুষ যত দিন একাকী থাকেন, ততদিন অকাতরে খরচ করেন, কিন্তু বিবাহ করিলেই কষা হন। কতকদূর ইহা সত্য বটে। স্ত্রীলোক লইয়া সংসার এবং গৃহস্থেরা মান সম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য ও ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অনেক সময় ব্যয়ে কুণ্ঠিত হন। কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরকে বিশ্বজনক জননীরূপে দেখেন এবং তাঁহাকেই বিধাতা বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে ও কথা খাটে না। তাঁহারা আপনার কিছুমাত্র থাকিতে অন্যকে ক্লেশ পাইতে দেন না। ফলতঃ আমাদের দেশেই দেখুন না কেন, মহারাণী স্বর্ণময়ী ও শরৎসুন্দরী অপেক্ষা কে অধিক দাতা? ইহারা বদান্যতার একপ্রকার আদর্শ স্বরূপ। কিন্তু ইহাদিগের ঐশ্বর্য্য অতুল, দানও অপরিমেয় ভাবিয়া পাঠিকাগণ আপনাদিগের ক্ষুণ্ণাবস্থায় হতাশ্বাস হইয়া যেন নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় না হন। অর্থের পরিমাণ লইয়া দানের মহত্ত্ব নিরূপিত হয় না। ঈশ্বর মন দেখেন। কর্ম্মকাণ্ডের চরম ফল মনের উৎকর্ষসাধন। যতদূর স্বার্থ বিসর্জ্জন দিই, ততদূরই স্বর্গ রাজ্যের নিকটস্থ হই। আত্মার উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াই আমাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য এবং সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পরমাত্মার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে পারিব। সেই অনন্ত মহানের নিকট অণু অপেক্ষা ক্ষুদ্রাংশ আপনাকে জানিয়া অহমিকা এককালে তিরোহিত হইয়া যাইবে।

কিন্তু সাবধান! সুখ্যাতির আশায় কার্য্য করিও না। তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ। ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ মনে করিও, যশ প্রভৃতি আকাঙ্ক্ষায় অধোগতি হয়। ভগবানের

উদ্দেশে ও তাঁহার প্রীত্যর্থ সকল কার্য্য করিও, তাহাতে নিশ্চয়ই প্রকৃত ও অনন্ত প্রেমানন্দ ভোগ করিবে। পরম ভক্ত সাধু জর্জ্জ মূলারের গ্রন্থ হইতে একটী রমণীর বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করা যাইতেছে, পাঠিকাগণ তাহাতে দেখিবেন, দয়ার জন্য মন থাকিলে ধনের অভাব হয় না।

কুমারী ল—১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ব্রিষ্টল নগরে সূচিকা কার্য্য দ্বারা মাসে ৬। ৭ টাকা অর্জ্জন করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতেন। তাহার মাতামহী কিঞ্চিৎ অর্থ রাখিয়া মরেন। পিতা যাবজ্জীবন উহার উপস্বত্বমাত্র ভোগী ছিলেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর মূলধন এক ভ্রাতা ও তিন ভগ্নী মধ্যে তুল্য রূপে বিভক্ত হওয়ায় এক এক জন ৪৮০০ টাকা পান। জনক সুরাপায়ী, কাজেই অপব্যয়ী থাকায় ঋণ রাখিয়া যান। সন্তানেরা যদিও কোন মতে ঐ টাকার জন্য দায়ী নয়, তথাচ ভদ্রতা করিয়া দেনার ।০ দিল এবং মহাজনেরা অগত্যা তাহাই সন্তোষ পূর্ব্বক লইল। কিন্তু জন্মদাতার নামে কলঙ্ক এবং ঋণ জন্য পরলোকে সদ্‌গতির ব্যাঘাত আশঙ্কায় কুমারী ল নিজ অংশ হইতে অতিরিক্ত ৪০০ টাকা দিয়া সমস্ত দেনা পরিশোধ করেন। জননীকে অপর সন্তানেরা ৫০০ টাকা দেন, কিন্তু তিনি এক কালে সহস্র টাকা দেন। ইহার কিছুদিন পরেই শুনিলেন যে জর্জ মূলার পিতৃমাতৃহীনদের জন্য এক অনাথ আশ্রম স্থাপনে উদ্যত—তিনি উহার সাহায্যার্থ গুপ্ত ভাবে অন্যের হাত দিয়া একহাজার টাকা পাঠান। দাতার আয়ের অবস্থা শুনিয়া মূলার প্রথমতঃ ঐ টাকা লইতে স্বীকৃত হন নাই, পরে কুমারীর সহিত আলাপ হওয়ায় দেখিলেন যে তিনি যথার্থ ধর্ম্ম-পরায়ণা—ঈশ্বরে তাঁহার অটল ভক্তি ও বিশ্বাস এবং তাহার ধর্ম্মের আদেশানুসারে কাজ করিবার সম্পূর্ণ চেষ্টা আছে। কুমারী তাঁহাকে বলিলেন "টাকাত দিতেছি না, অনন্ত কালের নিমিত্ত জমা করিতেছি এবং ইহার বদলে নিশ্চয়ই শত শত গুণ অধিক মূল্যের দ্রব্য পাইব। ইহা কি দেববাণী নয় যে সংসারে ধন সঞ্চয় করিও না, কেন না তথায় চোরে চুরি এবং বাটপাড়ে প্রবঞ্চনা করিয়া লইতে পারে। তদ্‌ভিন্ন ঈশা আমার নিমিত্ত তাঁহার প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়াছেন এবং তাঁহার তৃপ্ত্যর্থ আমার যথা সর্ব্বস্ব দিলেও সে ঋণ শোধ হয় না, হাজার টাকা কোন্ তুচ্ছ!" মূলার ভক্তের দান আগ্রহাতিশয় সহকারে গ্রহণ করিলেন। ইহার ৭মাস পরে কুমারী একদিন পাদরী মূলারের নিকট আসিয়া কহিলেন যে তোমা-কর্ত্তৃক স্থাপিত ধর্ম্মোন্নতি সভার শ্রীবৃদ্ধি নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে করিতে মনে হইল যে কেবল রুক্ষ বচনে কি ফল? আমার যে ইহাতে আন্তরিক ইচ্ছা আছে তাহার প্রমাণ কই! যতক্ষণ অর্থ আছে, ততক্ষণ অর্থ দ্বারা ইহার আনুকূল্য করা আবশ্যক এবং সেই জন্য ৫০০ টাকা আনিয়াছি। প্রাপ্যধনের ইহা শেষাংশ ভাবিয়া সাহেব টাকা লইতে কিন্তু করিতে লাগিলেন। শেষে দেখেন কুমারী ছাড়িবার নন। তিনি বলিলেন আমি যে পরমাহ্লাদের সহিত এই দান করিতেছি, তাহার প্রমাণ স্বরূপ আর ৫ আধুলি আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

বলা বাহুল্য যে সাধারণের হিতার্থ উপরিউক্ত দানভিন্ন প্রতিবাসী দুঃস্থ-দিগের মধ্যে যাহার যে অভাব হইত, তিনি সাধ্যানুসারে তৎপূরণে যত্নবতী হইতেন। সময়ে সময়ে কাহাকে বা শয্যা কাহাকে বা অন্ন বস্ত্র দিতেন। অতি গুপ্ত ভাবে তাঁহার এ সকল দান কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত, দুই চারি জন ভিন্ন কেহই জানিত না। সাধারণের নিকট তাঁহার নাম আজও অপ্রকাশিত রহিয়াছে বটে, কিন্তু ইহসংসারে তিনি আপনার জীবনের কার্য্য সমাধা করিয়া স্বর্গধামে প্রেমময়ের ক্রোড়ে বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। আশ্চর্য্য সহৃদয়তা! ধন্য ইংলণ্ড যথায় দুঃখী-দিগের মধ্যে এরূপ সাধুতা। এই নিমিত্তই তুমি এরূপ সৌভাগ্য-শালিনী! তোমার পুত্র কন্যারা ভগ-বানের কৃপার পাত্র হইয়া দিন দিন প্রকৃত সভ্যতার আরও শ্রীবৃদ্ধি করিতে থাকুন। আমরা কেবল যেন নিরাপদে তোমার অধীনে থাকিয়াই সন্তুষ্ট না হই, কিন্তু তোমার সাধু দৃষ্টান্তে ধর্ম্মোন্নতি সাধনে সক্ষম হই। কুমারী ল ১৮৪৪ সালে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি যদিও দুর্ব্বলা ও রুগ্ন ছিলেন, কিন্তু স্বীয় অর্জিত ধনে মনের সুখে কাল কাটাইতেন। জীবনের শেষ কয়েক মাস এককালে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন, কিন্তু আত্মীয়গণ কোন ক্রমে তাঁহাকে কষ্ট পাইতে দেন নাই।

দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ।

আমরা চক্ষুদ্বারা যাহা দর্শন করি, তাহা ছাড়া ঈশ্বরের যে কত সৃষ্টি আছে, তাহা কে বলিতে পারে? দূরবীক্ষণ এবং অণুবীক্ষণ এই দুইটী যন্ত্র উদ্ভা-বিত হইয়া মনুষ্যের দৃষ্টিশক্তিকে অনেক উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে এবং মনুষ্যের চক্ষে সৃষ্টিরাজ্যকে সহস্রগুণ অধিক প্রশস্ত করিয়াছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দূরের বস্তুকে নিকটস্থ এবং বৃহৎ করিয়া দেখাইয়া থাকে। কত কোটী কোটী যোজন দূরে নক্ষত্র সকল রহিয়াছে, কিন্তু এই যন্ত্র দিয়া দেখিলে তাহারা চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। অণু-বীক্ষণ যন্ত্রে একটী মশা হাতীর মত

দেখায়। কিন্তু এই যন্ত্রদ্বয় অদৃশ্য জগতের সকল পদার্থ কি দেখাইতে সক্ষম হইয়াছে? কখনই নয়। ইহারা যত উৎকৃষ্ট হইতেছে, তত অধিক পদার্থ আবিষ্কৃত করিতেছে। ইহা দ্বারা এই মাত্র বুঝা যায় যে ঈশ্বরের সৃষ্টি অনন্ত, যত আমাদিগের দেখিবার শক্তি বাড়িবে, ততই নূতন নূতন পদার্থ পুঞ্জ দর্শন করিয়া আশ্চর্য্য হইব এবং সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকিব।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র জ্যোতির্বিদ্যার আশ্চর্য্য শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছে এবং কত দূর হইতে সুদূরের সংবাদ আমাদিগের নিকেট আনয়ন করিতেছে। কিন্তু ইহার কৌশল প্রথমে একটী বালক কর্ত্তৃক বাহির হয়। হলণ্ডের মিডলবর্গ নগরের একজন চসমাওয়ালার পুত্র পিতার দোকানে কাচ লইয়া খেলা করিতেছিল। দুইখানি কাচ হাতে করিয়া একবার কাছাকাছি একবার দূরে দূরে রাখিয়া তাহার ভিতর দিয়া দেখিতেছিল, সে হঠাৎ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল যে গির্জার চূড়াটা অনেক বড় হইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়াছে, কিন্তু উলটা দেখা যাইতেছে। সে পিতাকে ডাকিয়া বলিল, দেখ দেখ এ কি আশ্চর্য্য দৃশ্য। তাহার পিতা বুদ্ধিমান্ ও শিল্পকুশল ছিলেন, তিনি একখানি তক্তার উপর দুইখানি কাচ এমন ভাবে বসাইলেন যে তাহাদিগকে ইচ্ছামত সরাইয়া সরাইয়া রাখা যায় এবং এইরূপে সামান্য প্রকার দর্শন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন, তাহাতে দূরস্থ পদার্থ নিকটস্থ বলিয়া দৃষ্ট হইতে লাগিল। ইটালীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত গালিলিও এই সংবাদ শুনিবামাত্র যন্ত্রটীর কৌশল এককালে হৃদয়ঙ্গম করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহার সম্পূর্ণতা সাধনের জন্য অভিনিবিষ্ট হইলেন। তিনি লম্বা এক নলের দুই ধারে কাচ বসাইয়া প্রথম দূরবীক্ষণের সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাদ্বারা গগনমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথম বার যখন নক্ষত্রমালা বিভূষিত আকাশ এই যন্ত্র দ্বারা দর্শন করিলেন, তখন তাঁহার চিত্ত কি অভূতপূর্ব্ব বিস্ময় ও আনন্দে পূর্ণ হইল! দেখিলেন বৃহস্পতিগ্রহ অতি বৃহদাকার চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল, তাহার চতুর্দ্দিকে আবার ৪টী চন্দ্র; চন্দ্রমণ্ডলে উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত সকল দৃষ্ট হইতেছে; খালি চক্ষে আকাশে যেখানে কিছুই দেখা যায় নাই সেখানে শত শত নক্ষত্র জ্বলিতেছে। পরে তিনি সূর্য্যমণ্ডল যখন দেখিলেন, দেখিলেন চন্দ্রের মত তাহাতেও কলঙ্ক রহিয়াছে। ১৬১০ সালে এই আশ্চর্য্য আবিষ্কার হয়। তৎপরে ৩৭০ বৎসর গত হইয়াছে, এই সময়ের মধ্যে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সমূহ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এখন সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, ধূমকেতু, নক্ষত্র, ছায়াপথ প্রভৃতি যত তন্ন তন্ন করিয়া দর্শন করা যাইতেছে, ততই তাহাদিগের সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান লাভ হইতেছে। দূরত্বের সকল বাধা ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়া আমাদিগের দৃষ্টি কোটী কোটী ক্রোশ পথ ছাড়াইয়া উঠিতেছে এবং বিস্ফারিত চক্ষে ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড ব্যাপার উপলব্ধি হইতেছে। বিজ্ঞান কৌশলে সৃষ্টির আরও কত আশ্চর্য্য দৃশ্য আবিষ্কৃত হইবে। যাঁহার ইচ্ছায় এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড সৃজিত হইয়াছে, তাঁহার মহত্ত্ব মনুষ্যের বুদ্ধি কি প্রকার ধারণা করিবে!

(ক্রমশঃ)

সীতার বনবাস।

স্ত্রীজাতির উপরে পুরুষের অত্যাচারের কথা ভাবিলে মনে কেমন এক প্রকার বিতৃষ্ণার উদয় হয়। কি পুরাকালে, কি বর্ত্তমান কালে, এই মহাপাপে জগৎ কলঙ্কিত হইয়া আসিতেছে; এবং যত দিন মানব-হৃদয়ের বিশেষ উন্নতি না হইতেছে, ততদিন এই কলঙ্কের পরিসমাপ্তি নাই। কিন্তু যে স্থলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সাধু, উভয়েই স্নেহের আদর্শস্বরূপ, অথচ সেই পুরুষের হস্তে সেই সাধ্বী, প্রাতঃস্মরণীয়া স্ত্রীর দুর্দ্দশার অন্ত রহিল না, এরূপ উদাহরণ ইতিহাসে অতি বিরল। বোধ হয় সীতার বনবাস ব্যতীত ইহার অন্য উদাহরণ নাই।

রাম সীতাকে ভাল বাসিতেন একথা বলা বাহুল্য মাত্র। বিধাতা স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যে চমৎকার সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে সমগ্র জগৎ আবদ্ধ রহিয়াছে। যাহারা নিতান্ত কঠোর-হৃদয়, তাহারাই কেবল এই স্বাভাবিক নিয়মের অন্যথা করিতে সক্ষম। যদিচ এরূপ প্রকৃতির লোকের সংখ্যা স্বল্প নহে, তথাপি সৌভাগ্যবশতঃ জগতে বিশুদ্ধ দাম্পত্য ভাবেরও অভাব নাই। তাই বলিতেছিলাম রাম সীতাকে ভাল বাসিতেন, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু তথাপি রাম সীতার ভাল বাসার ও অপর স্ত্রীপুরুষের ভাল বাসার একটু প্রভেদ আছে। সীতার ন্যায় গুণবতী রমণী জগতে কয়জন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? সীতার ন্যায় গুণবতী ভার্য্যা কয়জন সৌভাগ্যশালী পুরুষের অদৃষ্টে ঘটিয়াছে? যিনি অতি দুশ্চারিণীর ন্যায় রামকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াও কখনও এক দিনের জন্যও রামের উপরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই, বরং দিবানিশি বিধাতার কাছে এই প্রার্থনা করিয়াছেন যে পুনরায় যদি তাঁহাকে মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহাহইলে রামচন্দ্রই যেন তাঁহার ভর্ত্তা হন,—তিনি কিরূপ প্রকৃতির স্ত্রী তাহা আমাদের বোধাতীত। সামান্যা মানবীর সহিত তাঁহাকে তুলনা করিতে গেলে মনে কেমন এক প্রকার আশঙ্কার উদয় হয়।

সুতরাং এরূপ স্ত্রীরত্নের প্রতি পুরুষ শ্রেষ্ঠ রামের স্নেহ কত প্রগাঢ় ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। শুধু অনুমান কেন? ইহার প্রমাণও জাজ্বল্যমান। পঞ্চবটী বনে বসতিকালে একাকিনী পাইয়া দুষ্ট রাবণ যখন সীতাকে হরণ করিল, রামচন্দ্র শূন্য কুটীর দেখিয়া কি পর্য্যন্ত না শোকাকুল, অধৈর্য্যও হতচেতন হইয়াছিলেন! এস্থলে পাঠিকা বর্গ বলিতে পারেন এরূপ অবস্থায় কে না শোকে অধীর হইবে? সত্য, কিন্তু শোকে অজ্ঞান হইয়া পড়া রামের ন্যায় গম্ভীরপ্রকৃতি ও দৃঢ়চিত্ত পুরুষের পক্ষে বড় সহজ কথা নহে। তাঁহার বনবাস বৃত্তান্তটী একবার ভাবিয়া দেখ। রাম কল্য পিতৃদত্ত সিংহাসনে আরূঢ় হইবেন, রাজবংশ শ্রেষ্ঠ সূর্য্যবংশের তিনি প্রধান পুরুষ হইবেন, তাঁহার মনে কত আশা কত ভরসা, কত সুখ স্বপ্ন উদিত হইতেছে! রাম যে দিকে দৃষ্টি ক্ষেপ করেন সেই দিকে কেবল মঙ্গল চিহ্ন, অভিষেকের বহুবিধ আয়োজন হইতেছে,—রজনী প্রভাত হইলেই রাম রাজা হইবেন। ইতি মধ্যে হঠাৎ নির্ম্মেঘ আকাশে বজ্রধ্বনি হইল—রামের সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিল। তাঁহার ঐশ্বর্য্য কৈকেয়ীর হৃদয়ে সহিল না। পিতা, মাতা, স্বদেশ, সিংহাসন, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে (দুই এক বৎসর নহে) চতুর্দ্দশ বৎসর বন্য পশুর ন্যায় বনে বনে কালাতিপাত করিতে হইবে। এই ভয়ানক সংবাদ অচিরে রামের কর্ণগোচর হইল। এরূপ শাস্তির অপেক্ষা প্রাণদণ্ড সহস্রগুণে বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তথাপি রামের হৃদয় অণুমাত্রও ক্ষুব্ধ হইল না। তিনি স্বচ্ছন্দে হাসিতে হাসিতে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলেন। জগতে যাহা কিছু বাঞ্ছনীয়, তৎসমুদয় যিনি অম্লানবদনে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম, তাঁহার ধৈর্য্য শক্তি কতদূর প্রবল ভাবিয়া দেখ। সেই রাম কুটীরে প্রত্যাগমন করিয়া যখন দেখিলেন সীতা নাই, তখন তাঁহার সেই ধৈর্য্য কোথায় রহিল! তিনি বনে বনে বালকের মত রোদন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার তৎকালীন অবস্থার উল্লেখ করিয়া লক্ষ্মণ একদা আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—'আর্য্যের সে সময়ের ক্রিয়া কলাপ দেখিলে পাষাণও রোদন করিত, বজ্রেরও হৃদয় দলিত হইত!' পুরুষ শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রে ও একজন সামান্য মনুষ্যে তখন আর বিশেষ প্রভেদ রহিল না। ইহার কারণ কি?—ইহার কারণ শুদ্ধ এই মাত্র যে সীতার প্রতি রামচন্দ্রের স্নেহ অলৌকিক ভাবাপন্ন ছিল। যে ব্যক্তি সিংহাসনে বঞ্চিত ও স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াও এক মুহূর্ত্তের জন্যও ধৈর্য্যচ্যুত হন নাই, সীতা বিরহে সেইব্যক্তি একেবারে উন্মত্তের মত হইলেন। বুঝিয়া দেখ রাম সীতাকে কিরূপ ভাল বাসিতেন। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। পৃথিবীতে সর্ব্বশুদ্ধ কত সাময়িক পত্র আছে, জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল হইতে পারে। ১৮৮০ সালে ইহাদের সংখ্যা ৩৪,২৭৪ এবং হাজার কোটীর অধিক খণ্ড প্রচারিত হইয়া থাকে গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে। তন্মধ্যে ইউরোপে ১৯,৫৫৭, উত্তর আমেরিকায় ১২,৪০০, আসিয়ায় ৭৭৫, অষ্ট্রেলিয়ায় ৬৬৯, দক্ষিণ আমেরিকায় ৬০৯, আফ্রিকায় ১৩২ মাত্র। সমুদায় পত্রিকার প্রায় অর্দ্ধেক ইংরাজী ভাষায় সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ড পৃথিবীর এককোণে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ হইয়াও ভাষা দ্বারা পৃথিবীর সকল দেশকে পরাস্ত করিয়াছে।

২। লোহিত সাগরে যে মনুষ্যাকৃতি মৎস্য ধৃত হইয়াছে তাহা দীর্ঘে ৮ ফিট এবং পরিধিতে ২॥ফিট। সুয়েজের নিকট ইহা ধৃত হয়, যে ধরে সে নাকি ইহার যোড়া একটী স্ত্রীমৎস্য দেখিয়াছে।

৩। আমরা অবগত হইয়া সন্তুষ্ট হইলাম শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ভারত সংস্কার সভার অধীনে উচ্চশ্রেণীর একটী স্ত্রীবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্যোগী হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য যেরূপ সুবিস্তৃত, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে সুখের বটে।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। মহৎ জীবনের আখ্যায়িকাবলী (প্রথমখণ্ড)—ইহাতে থিয়োডোর পার্কার ও ভগিনী ডোরার আখ্যায়িকা আছে। শেষোক্ত প্রস্তাবটী বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং থিয়োডর পার্কারের জীবন জ্বলন্ত ধর্ম্মোৎসাহ পূর্ণ, সুতরাং এ পুস্তকখানি যে পাঠিকাগণের হৃদ্য হইবে বলা বাহুল্য। বঙ্গসমাজে প্রকৃত মহৎ জীবনের দৃষ্টান্তের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে, উন্নত জীবন গঠনের পক্ষে ইহা একটী প্রধান উপায়। আমরা এই পুস্তিকার উত্তর খণ্ড সকল দর্শনের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

২। নবলতিকা—রায়যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ১৲ টাকা। এখানি উপন্যাসগ্রন্থ, ইহার লেখায় আকর্ষণ আছে। লেখক বলিয়াছেন এ পুস্তক পড়িলে কাহারও স্বভাব খারাপ হইবে না, আমরাও সেইরূপ আশা করি।

৩। ত্রিদিবতৃষ্ণা অর্থাৎ অন্বেষণ—সরোজকান্ত মুখোপাধ্যায় প্রণীত লেখকের পদ্য লিখিবার শক্তি আছে, চেষ্টা করিলে সফল প্রযত্ন হইতে পারিবেন।

৪। চোরবাগান বালিকা বিদ্যালয়ের চতুর্দ্দশ বার্ষিক রিপোর্ট—চৌদ্দবৎসর হইল এই বিদ্যালয়টী স্থাপিত হইয়া

স্ত্রীশিক্ষার সহায়তা করিতেছে ইহা সামান্য আনন্দের বিষয় নহে। এক সময়ে ইহা বেথুন স্কুলের সমকক্ষ হইয়াছিল। এখনও ইহার শিক্ষা কার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পাদিত হইতেছে, তবে অর্থাভাবে উত্তরোত্তর অধিকতর উন্নতির ব্যাঘাত হইতেছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই বিদ্যালয়ের কল্যাণ প্রার্থনা করি।

বামাগণের রচনা।

কার্য্যেতেই মহত্ত্ব।

কার্য্যেতে এরূপ মহত্ত্ব ও পবিত্রতা আছে যাহা ভাবিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এক জন লোক অতি উচ্চ পদবীস্থ হইলেও তাঁহাকে কোন কার্য্যে রত দেখিলে যেরূপ আনন্দ হয়, আলস্যের ক্রোড়ে নিদ্রিত দেখিলে মনোমধ্যে তদ্রূপ ঘৃণার উদ্রেক হয়। ইহাই মনুষ্য স্বভাব। কার্য্য যত ছোট হউক না কেন, তাহাতে একরূপ মহত্ত্ব ও গৌরব আছে। একজন অর্থশীল ব্যক্তি কোন চিকিৎসালয়ের সাহায্যার্থ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন, তাঁহার যেরূপ গৌরব; একজন দরিদ্র পথিমধ্যস্থ এক পীড়িত ক্রন্দনার্ত্ত বালককে উঠাইয়া তাহার নয়নাশ্রুমোচন করিয়া তাহার হস্তে দুইটী পয়সা দিলেন, এই ব্যক্তিরও কি সেইরূপ গৌরব নয়? আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টজীবের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত, তাঁহার সৃষ্টির ক্ষুদ্রতম কীট পর্য্যন্ত যখন কোন না কোন কার্য্য লইয়া ব্যস্ত আছে, তখন কি আমাদের নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকা উচিত?

যে স্থান এক সময়ে অরণ্য প্রায় ছিল, মনুষ্যের পরিশ্রমে তাহা পরিষ্কৃত হইয়া শস্য পূর্ণ ভূমিতে পরিণত হইল, ক্রমে সেস্থানে নানা প্রকার ফল মূল উৎপন্ন হইতে লাগিল এবং দিন কতক পরে উচ্চ অট্টালিকা সকল নির্ম্মিত হইয়া মনুষ্যের আবাসভূমি হইল, ইহা দেখিলে পরিশ্রমের অসাধ্য কিছুই নাই তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয় সুতরাং আমরাও পরিশ্রম করিলে কি কোন না কোন কার্য্য করিতে পারিব না?

মনুষ্য যে পর্য্যন্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার হৃদয় সম্যকরূপে পরিস্ফুট হয় না। প্রত্যেক মনুষ্যেরই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সন্দেহ, দুঃখ, নিরাশা প্রভৃতি ভাব হৃদয়ে উত্থিত হয়, কিন্তু যেই প্রাণ মন দিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, অমনি সেই সকল কোথায় বিদূরিত হয়। তখনহইতে মনুষ্য মনুষ্যনামের উপযুক্ত হয়।

পরিশ্রমের অগ্নি হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিলে অন্য সকল কুপ্রবৃত্তি ভস্মে পরিণত হয়।

এরূপ দেখা যায় যে যখন আমরা অলস হইয়া থাকি, তখনই আমরা অধিক পাপে লিপ্ত থাকি। এবং তখনই যত প্রকার পরনিন্দা বৃথা গল্প ইত্যাদি অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকি কখন কখন এরূপ হয় যে কোন কার্য্যকরিতে ইচ্ছা করে না, আলস্য আসিয়া এরূপ দৃঢ় রূপে আক্রমণ করে যে তখন তাহার হস্ত হইতে এড়ান অতি আয়াসসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু যদি কেহ এরূপ সময় আলস্যকে দূর করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার জীবনের ভাবী উন্নতি সহজে সম্পন্ন হয়। আমাদের ঘোরশত্রু আলস্যকে তাড়াইয়া সকলেরই কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া উচিত। উদ্দেশ্যশূন্য হইয়া বাঁচিয়া কোন সুখ নাই। আজ যদি পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ স্থগিত করে, তাহা হইলে কি উপায় হয়? পৃথিবী যতক্ষণ ঘুরিতে থাকে, ততক্ষণ তাহার অসম্পূর্ণতা, অসমানতা কিছুই দেখাযায় না, তাহাতে যে অসামঞ্জস্য আছে তাহাও ক্রমে বিদূরিত হয়। এইরূপে আমরাও যদি কার্য্য করি, তাহা হইলে আমাদের হৃদয়ের অনেক অভাব পূর্ণ হয়। পরিশ্রমী কুম্ভকার যেরূপ কর্দ্দম হইতে সুন্দর সুন্দর পাত্র নির্ম্মাণ করে সেইরূপ পরিশ্রম করিলে আমরাও আমাদের এই কর্দ্দমের ন্যায় হৃদয়কে কি না করিতে পারি? আমার নিন্দা করিবার অভ্যাস আছে, চেষ্টা করিলে কি তাহা নিবারণ করিতে পারি না? আপনার বৃথা গল্প করিয়া সময় কাটাইবার অভ্যাস আছে, আপনি কি পরিশ্রম করিলে তাহা দূর করিতে পারেন না? যাঁহারা অলস ও পরিশ্রমে বিমুখ তাঁহাদের হৃদয়ে অনেক সৎ ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহারা কোন দিন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন না।

যিনি জীবনের উদ্দেশ্য অনুভব করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত সুখী, তাঁহার আর অভাব কি? কারণ জীবন কেবল কার্য্যের নিমিত্ত। যখন হইতে আমরা কার্য্য করিতে আরম্ভ করি, তখন হইতে আমাদের হৃদয়ের মহত্ত্ব প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহার পূর্ব্বে আমাদের মনে কতকগুলি মত মাত্র থাকে কিন্তু কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেই আমাদের প্রকৃত জ্ঞান জন্মে, কার্য্য করিবার পূর্ব্বে আমরা যত বিষয়ে অজ্ঞ থাকি এবং যে যে সন্দেহ থাকে ক্রমে তাহা ভঞ্জন হয়। কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে আমাদের সাহস, অধ্যবসায়, বিজ্ঞতা প্রভৃতি গুণ সকল পরিবর্দ্ধিত হয়।

অনেক কার্য্য প্রথমে অসাধ্য বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু হৃদয় ঢালিয়া করিতে আরম্ভ করিলে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে তাহা নিশ্চয়ই সম্পন্ন হইবে। যখন সুপ্রসিদ্ধ নাবিক কলম্বস বলেন যে সমুদ্রের অপর পারে ভূমি আছে, তখন দেশস্থ পণ্ডিত সমূহ তাঁহাকে পাগল জ্ঞান করিয়া নানা প্রকার বিদ্রূপ করেন।

কিন্তু তিনি কিছুতেই হতাশ্বাস হন নাই। তাঁহার অবস্থা যেরূপ অসচ্ছল ছিল, তাহাতে এরূপ সুকঠিন কার্য্যে হস্ত দেওয়া আমাদের নিকট ও বাতুল প্রায় বোধ হয়, কিন্তু তিনি সঙ্কল্প সাধনে সমর্থ হইলেন। কার্য্য অর্থের উপর নির্ভর করে না। আমার এ কার্য্য করিবার ইচ্ছা আছে, অথচ উপযুক্ত অর্থাভাবে বা উপযুক্ত সুযোগ অভাবে করিতে পারিতেছি না, ইহাতে আমার ইচ্ছারই দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়।

কলম্বস যখন এত দরিদ্র অবস্থায় থাকিয়া ওরূপ সুকঠিন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তখন কে না বলিবে যে ইচ্ছা থাকিলেই পথ আছে। কার্য্য করিতে হইলে পরিশ্রম ও ইচ্ছা উভয়ই চাই। সুতরাং ভগ্নিগণ! আজ আসুন, প্রত্যেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করি। সকলে একবার ভাবিয়া দেখুন যে যদি আজ আমাদের পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম যথাসাধ্য সম্পন্ন করিয়াছি, ইহা আমাদের বলিবার কতদূর অধিকার আছে। আমার বিবেচনায় অন্য কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে আমাদের হৃদয়কে মহৎ করা উচিত।—"স্ত্রী জাতি অতি নিন্দা প্রিয়।" এই বলিয়া যে দোষটী আমাদের সকলকেই প্রদত্ত হইয়াছে, আমরাও কি সেই দোষটী ত্যাগ করিতে পারিব না? আমার বোধ হয় ইহার কারণ এই যে আমাদের মধ্যে প্রীতি নাই। যে ধর্ম্মবন্ধনে সকলে বদ্ধ আছি, প্রীতি মূলক না হইলে তাহার প্রকৃত ফল লাভ হয় না। আমরা প্রত্যেকে কুমারী নাইটিঙ্গেল হইতে পারিব না বটে, কিন্তু চেষ্টা করিলে আমাদের সমাজে নিশ্চয়ই কবিবর Wordsworth এর ভগিনীর ন্যায় ভগিনী, কুমারী মেরী রাসেল মিটফোর্ড (Miss Mary Russel Mitford) এর ন্যায় দুহিতা এবং সেণ্ট অগষ্টিনের মাতা মণিকার ন্যায় জননী উৎপন্ন হইবেই। আসুন তবে আজ আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য অনুভব করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিতে আরম্ভ করি, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। প্রত্যেকেই "কার্য্য করিব" এই কথাটী আজ হৃদয়ে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করি। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।

বঙ্গমহিলা সমাজের কোন সভ্য।

WINDSOR CASTLE.

This is one of the houses in which the Queen of England and Empress of India passes a good deal of her time. Windsor is about 22 miles from London. The river Thames flows on one side of the town, which it divides from the village of Eton. Here is a very large school for boys. It was founded by

Edward VI. A great many of the English Aristocracy send their sons to this school. Some part of it is very old. The chapel here is handsomer than St. George's chapel at Windsor. From the time of William the Conqueror 1066, the English kings have had a residence here. Part of the present castle was built as early as the 14th century. It was continually added to during succeeding years, but it was George IV., uncle of the present Queen, who had much of it rebuilt and converted into a suitable residence for himself and his successors. Nearly £800,000 were spent upon the Castle and the stables which are very large. In the reign of Queen Victoria it has not been much altered. The Castle is situated on a hill overlooking the town and a splendid view of the surrounding country for miles may be had by ascending the Round Tower which is of great height.

We will now describe the interior of the Castle. First there are the State apartments, which are reached by entering through the gates of the Castle and passing a beautiful garden full of flowers. At the foot of the Round Tower, the flower beds are arranged so as to represent the "Star of India." You then enter a waiting room, where there is a good picture of the Queen as a young woman and then pass into the Queen's Audience Chamber which has a fine ceiling painted to represent a Queen in the character of Britannia sitting in a triumphal Car, drawn by swans and attended by goddesses proceeding towards the Temple of Virtue. This is of course allegorical. The rooms all go out of one another and you enter in turn, the Presence Chamber, the Guard Chamber, the Waterloo Chamber, St. George's Chamber, the grand Banqueting Hall, the Grand Reception Room, the Throne and Anti-throne Rooms, the Queen's State Drawing room, the Vandyek Room, which was used to be the Ball Room and the Grand Vestibule. These apartments are only used on state occasions and the Queen does not live in them. These rooms are beautifully furnished with velvet cushions, sofas and chairs covered in red, blue, green, and yellow velvet, and handsome carpets of all kinds. The walls of the rooms are hung with pictures, most of which are portraits of celebrated people. There is also some very fine old tapestry, splendid mirrors of rare value and beautiful chandeliers, especially one in the grand Reception Room. This room is 90 feet long. It has magnificent windows with plate glass from which may be taken a splendid and extensive view over the parks and country. The ceiling is decorated with carved flowers and birds together with the royal arms. The floor is of oak inlaid with ebony. The furniture is gilt, covered with crimson damask silk. At one end of the room is a beautiful malachite vase, a kind of green marble, given to the Queen by the Emperor of Russia, and two large granite vases presented to king William IV. by the king of Russia. The Banqueting or Dining Hall is 200 feet long. It contains a very long table and a huge fire place. Here is the coronation chair, made of oak richly carved, in which the kings and queens of England are crowned. There are some very fine full length portraits of the Sovereigns of England from James I. to William IV. In the state Ante-Room there is a large harpsichord, on which Charles II. used to play, so it is a very old instrument. The private apartments which are seldom shown, are very interesting. There is a long corridor which runs the whole extent of the apartments and the rooms open out of it on each side. The walls are hung with paintings, many of them are incidents in the life of the Queen, such as her portrait in her coronation robes and her marriage with Prince Albert. There are many portraits and busts of all kinds in the corridor, a splendid collection of old China and rare vases of great value

are placed in magnificent cabinets round the walls. One large ebony cabinet beautifully carved belonged to Cardinal Wolsey. A group of statuary is near here, in white marble life size, of the Queen and the Prince Consort. Her Majesty is looking up to Prince Albert with an expression of grief and hope and great affection. Underneath are these lines "Allured to Brighter Worlds, and led the way." This piece of statuary was made after the death of the Prince. The White Drawing room is near here, in which Prince Albert took his last meal before his fatal illness, and which the Queen has not dined in since. Then come the crimson and green Drawing rooms, called so from the colour of their furniture. In the crimson room the band used to play every day during dinner when the Prince was alive, but it only plays there now on grand occasions. At one end of the corridor is the Queen's private sitting room, from which there is a splendid view of a three mile walks, called, "the Long Walk," which extends in a straight line between two beautiful rows of trees, into Windsor Forest. Then you come to three elegantly furnished rooms, which were fitted up on purpose for the Duke of Edinburg and his bride on their arrival from Russia. Then there is the Oak room where everything is made of oak, in which apartment the Queen always dines when she is at Windsor. This is not at all a large room. The private Royal chapel is small but pretty. The clock was presented by Henry VIII to his Queen Anne Boleyn and is very ancient looking. St. George's chapel is much larger and very grand looking. It is within the walls of the Castle, and some part of it, is very old. Here the Royal marriages generally take place, and a great many of the English sovereigns are buried. On the walls are hung the banners of the Knights of the Garter, with their insignier and coats of arms in brass. There is a beautiful memorial window in this chapel to Prince Albert. But the most splendid memorial to the Prince Consort is the chapel formerly called Cardinal Wolsey's. The walls are inlaid with marble of different colours and mosaic pictures are let into the walls made by different artists and some of them by a lady. In the centre of the chapel is the beautiful mausoleum erected to the memory of Prince Albert by the Royal family. His body is buried in a vault under the chapel. The whole was decorated by the wish of the Queen in memory of her husband. The royal stables are very extensive. They contain about 60 horses and 14 carriages. The horses are beautifully kept. They are very sleek and seem well-fed and cared for. They have their names painted over their stalls such as "Puss" "Destiny" "Breeze" and "Fidget." There are two very fine Arab horses, also a very old horse which the Queen used to ride and one that was ridden by Prince Albert which is 32 years old. They do not do any work now, but they look rather melancholy as they seem very weak. The Castle is surrounded on two sides by the little Park which at one time formed part of Windsor Forest. Then there is the great Park in which is the "Long Walk" running from the principal entrance of the Castle to the top of a commanding hill called Snow Hill. On each side of the walk there is a double row of stately elms. It is considered the finest thing of the kind in Europe. A colossal equestrian statue of George III is erected on the highest part of the hill. At the Southern extremity of the Park is Virginia Water, the largest artificial lake in England.

C. T.

T
the
Ind
Wir

মনোযোগ।

কালিদাস রঘুবংশের প্রারম্ভে দিলীপ রাজার বর্ণনাস্থলে কহিয়াছেন যে "তিনি অনাসক্ত হইয়া সুখ অনুভব করিতেন।" অনাসক্ত হইয়া সুখভোগ করিতে পারা সাংসারিকতার একটী সুচিহ্ন। আমাদের বলিবার অভিপ্রায় এই যে,যাহারা অনাসক্ত ভাবে কার্য্য করিতে পারে, তাহারাই সংসারে কৃতকার্য্যতা লাভ করে। লোকে সচরাচর কহিয়া থাকে যে, দাবা খেলিবার সময় কেহ কেহ এরূপ আসক্তভাবে ক্রীড়াসুখ অনুভব করে যে, তোমার ছেলেকে সাপে কামড়াইয়াছে বলিলেও সহসা সেকথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। হয়তো অনাবেশবশে একথাও জিজ্ঞাসা করে যে, "কাদের সাপ।" বিষয়বিশেষে এরূপ আসক্তমনোযোগ হইলে নিশ্চয়ই মনুষ্যের অকল্যাণ হয় এবং কখনই সাংসারিক উন্নতি হয় না। এইজন্যই কবিরা চিরকাল দুঃখী। এইজন্যই সরস্বতীর সহিত লক্ষ্মীর বিরোধ। সরস্বতীর উপাসকেরা প্রায়ই অনাবিষ্ট হয়, কেবল সরস্বতীর উপাসনাতেই একাগ্রদৃষ্টি থাকে ও মনঃসুখ অনুভব করে, অন্যান্য সাংসারিক বিষয়ে মনোযোগ করে না। আর্কীমিডিস্ অঙ্কশাস্ত্রের একটী প্রশ্ন লইয়া এরূপ আসক্তমনোযোগ ছিলেন যে, শত্রুরা সশস্ত্রে তাঁহার সম্মুখীন হইলেও, তিনি তাহা দেখিতে পান নাই। ইহাতে তাঁহার কি লাভ হইয়াছিল? তৎক্ষণাৎ প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। মনোযোগের আসক্তি হইলে,যে বিপদ উপস্থিত হয়,তৎসম্বন্ধে ঈষপের গল্পটী বেশ নিদর্শন। তাঁহার গল্প এই যে, একজন জ্যোতির্বিৎ ঊর্দ্ধমুখে আকাশ দেখিতে দেখিতে চলিয়া যাইতেছিলেন, পথে একটী কূপ ছিল, তাহাতে নিপতিত হইলেন এবং চীৎকার করিয়া কহিলেন, ভাই হে, কে আছ, আমাকে উঠাও। এক কৃষক ঐপথে যাইতেছিল। সে তাঁহাকে উঠাইল এবং জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কহিল, তুমি আকাশের সংবাদ লইয়া এত ব্যস্ত যে, যে পথে চলিয়া যাও, তাহার কোন সংবাদ রাখ নাই।

ফলতঃ যে ব্যক্তি বিষয়বিশেষে একাগ্র, নিশ্চয়ই তাহার অকল্যাণ হয়। পৃথিবীতে জন্মিয়া চারিদিকের সংবাদ রাখিতে হয়। আর্য্যজাতির অবনতির একটী প্রধান কারণ, যে, বিষয়বিশেষে বিশেষ মনোযোগ বশতঃ তাঁহারা প্রকৃত সাংসারিকতা উপার্জ্জন করিতে অক্ষম ছিলেন। ভারতবর্ষের বাসী, ভারতবর্ষেই মনোযোগ, পার্শ্ববর্ত্তী জাতিবর্গ কি করিতেছে, তাহার

ইতিহাস রাখিতেন না। ব্রাহ্মণেরা অনেকস্থলে বেদাদি লইয়া ব্যতিব্যস্ত, বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে এত অনাদর যে, বনের মধ্যে বসিয়া একাকী তপস্যা করিতে পারিলেই, সর্ব্বাপেক্ষা তৃপ্তিবোধ করিতেন।

বিষয়বিশেষে ব্যতিব্যস্ত হইলে অন্যান্য বিষয়সম্বন্ধে মানুষের এক প্রকার অরুচি হয়। স্কুলমাষ্টারেরা, ইতিহাসের কথা হউক, সাহিত্যাদির কথা হউক, মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতে পারেন; কিন্তু সাংসারিক কোন একটা কথা পড়িলে, প্রায়ই সেস্থান হইতে গাত্রোত্থান করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট হন। এক এক জন লোক, দেখা যায়, পুস্তকও পড়িতেছে, বিষয়চেষ্টাও করিতেছে, গল্পও শুনিতেছে, আইন কাননের দুই একটা তর্ক বিতর্কও করিতেছে, কিছুতেই বেজার নাই। সকলের কথাই শুনিতেছে, সকলকেই সন্তুষ্ট করিতেছে। আর, এক এক জন লোক কেবল বিষয়বিশেষে আবেশ করিতে পটু,—কেবল ব্যক্তিবিশেষের সহিতই আমোদ করিতে পটু, কেবল স্থানবিশেষে অবস্থান করিতে পটু, কেবল ভোগ-বিশেষের আস্বাদগ্রহণেই পটু। হয়ত, ব্যক্তিবিশেষের সহিত এরূপ গাঢ় আলাপ করিতেছে যে, অন্য আগন্তুক সম্মুখে আসিলে, তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে বিস্মৃতই হইতেছে, হয়ত অন্য ব্যক্তি সম্মুখে আসিলে তাহার প্রতি বিরক্তই হইতেছে, মনে মনে করিতেছে যে, কেন এমন সময়ে আসিল,—গল্পে এমনই আসক্ত হইয়াছে যে, হঠাৎ ছেদ হইলে বা শ্রবণকারী অপর ব্যক্তির কথায় অবান্তর মনোযোগ করিলে, বড়ই রসভঙ্গবেদনা অনুভব করিতেছে। এক এক ব্যক্তিকে দেখিয়াছি যে, নিজের কথা লইয়াই আসক্তমনোযোগ, তৎসম্বন্ধে এত জল্পনা করিতেছে যে অন্যের কথা শুনিবার অবসরই পাইতেছে না, হয়তো বলিয়াই বসিতেছে যে, "থামুন মহাশয়, আমার কথাটার শেষ হউক্।" এক এক জন লোককে দেখিয়াছি, যে, গাঢ় ভাবে গল্প করিতেছে, হঠাৎ শ্রবণকারী বিষয়ান্তরে মনোযোগ করাতে মনের মধ্যে ছট ফট্ করিতেছে, শ্রবণকারীর মনোযোগ কতক্ষণে, প্রত্যাবৃত্ত হয়, তজ্জন্য অধীর হইয়াছে। শ্রবণকারী যতক্ষণ অন্য ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছিল, ততক্ষণ সেও আপনার মনের সহিত কথা কহিতেছিল, এমন কি, মনে মনে নিজের কথা এরূপ গাঢ় ভাবে আলোচনা করিতেছিল যে, মধ্যে অপর ব্যক্তির সহিত শ্রবণকারীর যে কি আলাপ হইয়াছিল তাহা কিছুমাত্র শ্রবণ করিতে পারে নাই। এরূপ লোককে চৌকস্ লোক বলে না। সংসারে চৌকস্ লোক সেই, যে, সকলের কথাই শুনিতে পারে। এবং সকল দিকেই দৃষ্টি রাখিতে পারে। এইরূপ লোকেই সাংসারিক উন্নতির অধিকারী হয়।

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে, বড় অধিক দূর যাইতে হয় না। ঈশ্বর

মানুষকে বহুবস্তুপরিবেষ্টিত করিয়াছেন, বহুবস্তুর সহিতই তাহার মন ও শরীরের সম্বন্ধ আছে। অতএব কেবল বস্তুবিশেষের প্রতি আসক্ত-দৃষ্টি হইলেই তাহার সাংসারিক শ্রেয়ঃ হইতে পারে না। সাহেবেরা এ কথাটী বেশ বুঝে। উহারা আপনাদের ছেলেদিগকে পর্য্যন্ত এইরূপ ভাবে শিক্ষা দেয়। এ বস্তুর নাম এই, এ বস্তুর এই গুণ, ইহা এইরূপে প্রস্তুত করে, ইহার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিতে হয়, এইরূপ শিক্ষা সামান্য সামান্য ভাবে উহারা ছেলেদিগকেও প্রদান করিয়া থাকে। আমাদের ছেলেরা এরূপ কোন প্রশ্নই করিতে শিখে না, শিখিলেও আমরা উৎসাহ দি না। প্রায়ই বলিয়া বসি যে, তোর ও সকল জিজ্ঞাসায় কাজ কি বাপু, জেঠামী শিখিতেছিস্ কেন? সর উইলিয়ম জোন্সের জননী, জোন্স কোন কথা জিজ্ঞাসিলে, তাঁহাকে পুস্তকের উপর বরাত দিয়া বসিতেন, কহিতেন যে, বই পড়, তাহা হইলেই এ প্রশ্নের উত্তর পাইবে। আমরা ততদূর পর্য্যন্তও যাই না, আমরা প্রায়ই ধমক দিয়া থাকি "ছেলের মুখে বুড়োর কথা কেন" এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া উৎসাহ ভঙ্গ করি। আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালীর মতটাই যেন এই, যে, যে বিষয় লইয়া ব্যস্ত, সে সেই বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকিলেই শোভা পায়। ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত ভট্টাচার্য্যের ব্যবসায়ই করুক্, তাহার মুখে আবার আইনের তর্ক কেন? জমিদারের গোমস্তা টাকারই তহসীল করুক্, তাহার আবার সাহিত্য পাঠ কেন, আমাদের মতটা যেন অনেকটা এইরূপ বলিয়া বোধ হয়।

রাজমন্ত্রী গ্লাড্‌ষ্টোন সাহেবকে মন্ত্রিত্বের উমেদারী অবস্থায় ইংলণ্ডের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রচলিত রাজনীতির দোষাদোষ বিষয়ে নানাসময় নানাবিধ বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল এবং তৎপূর্ব্ব মন্ত্রী বিকন্স-ফিল্‌ডকে পদচ্যুত করিবার নিমিত্ত অসংখ্য উপায় উদ্ভাবন ও অসংখ্য লোককে দলভুক্ত করিতে হইয়াছিল, এমন কি, তাঁহার দিবারাত্র আহার নিদ্রা ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু যখন সংবাদপত্রে প্রকাশ হইল, যে, এইরূপ অনবসর সময়েও তিনি মধ্যে মধ্যে যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে এক খানি অতি স্বল্পকায় পুস্তক হইয়াছে, তখন আমরা মনে মনে চমৎকৃত হইয়াছিলাম। নিতান্ত সদ্ভাবেই যে চমৎকৃত হইয়াছিলাম, তাহা বলিতে সাহস করি না, কিছু অসদ্ভাবও ছিল। অর্থাৎ, আমরা তাঁহাকে তাঁহার কবিতাপ্রিয়তার জন্য মনে মনে বিশুদ্ধ ভক্তি করিতে পারি নাই, কিছু পরিহাসও করিয়াছিলাম। লোকটার খেপামিও মন্দ নয়, এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও কাব্যরস, এইরূপ ভাবনা, বোধ হয়, আমাদের মনে হইয়াছিল।

কিন্তু এরূপ ভাবনা অন্যায়। কেননা, যে আমরা এরূপ ভাবনাকে স্থান দি, সে আমরা যে অবশ্যই সাংসারিক উন্নতি সম্বন্ধে গ্লাড্‌ষ্টোন অপেক্ষা অনেক নীচ, তাহার প্রমাণ তাঁহার মন্ত্রিত্বপদই প্রদান করিতেছে।

কেহ হয় তো বলিতে পারেন যে, সার্ আইজাক্ নিউটন তো এক জন বড় লোক ছিলেন, অথচ তাঁহার মনোযোগ বিষয়বিশেষে এরূপ আবিষ্ট হইত, যে, পরিজনেরা তাঁহার সম্মুখে আহার আনিয়া ধরিলেও, তিনি অনেক সময়ে দেখিতে পাইতেন না। এ বিষয়ে আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যে, নিউটন্ দিবারাত্রই ঐরূপ আবিষ্ট থাকিতেন, এরূপ নহে। তিনি গবর্ণমেণ্টের চাকরীও করিতেন, লোকসমাজে যাতায়াতও করিতেন, বিষয় কার্য্যে বুদ্ধিমত্তাও দেখাইতেন। অথচ রচনা সম্বন্ধে যখন আবিষ্ট হইতেন, তখন আবিষ্ট হইতেন। (আমরা সেই মনোযোগেরই নিন্দা করিতেছি, যে মনোযোগ উপস্থিত বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া অনুপস্থিত বিষয়ে আসক্ত থাকে। আমাদের কথা এই, যখন যে বিষয় সম্মুখীন হইতেছে, তখন সেই বিষয়ে মনোযোগ কর। মিলটন হও, কবিতাও লেখ, অথচ, পার্লেমেণ্টের কাজও কর। এডিসন হও, প্রবন্ধও লেখ, অথচ সেক্রেটারীর কাজও কর। মিল্ হও, পলিটিকেল ইকনমিও লেখ, অথচ ইণ্ডিয়ান্ হাউসের কাজও দেখ। মেকলে হও, বক্তৃতাও লেখ, অথচ লেজিসলেটিভ্ কাউন্সিলের ড্রাফ্‌টও কর। বাস্তবিক দেখিতে গেলে, বড় বড় গ্রন্থকার যত, তাহারা প্রায়ই বড় বড় রাজসংসারের বড় বড় কর্ম্মচারী।

আর, আমাদের সংস্কারই এই যে, যে সকল গ্রন্থকার কেবল পুস্তকগতবিদ্য, তাহাদের চিন্তাশক্তি পরিমার্জ্জিত হয় না এবং রচনায় মিতভাষিতাও হয় না। লোকবৃত্তির বিশেষ পরিশীলন না থাকিলে, বহুভাষিতা দোষ হয়। দেখ, গোল্ড্‌স্মিথের সকল কথা নির্দ্দোষ হয় না এবং সকল কথার ওজন থাকে না। তথাপি, শিক্ষার প্রথা উৎকৃষ্ট বলিয়া ইংলণ্ডের লোকেরা পুস্তকাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই অনেক বিষয়ে বহুদর্শন লাভ করে। সুতরাং ইংলণ্ডের কোন গ্রন্থকার পুস্তকস্থবিদ্য হইলেও, তাঁহার লেখায় নিতান্ত অসাংসারিক ভাবের পরিচয় হয় না। কিন্তু আমাদের সাধারণ সমাজ ইংলণ্ডের ন্যায় বিষয়জ্ঞানশিক্ষার স্থল নহে।

আমাদের সংস্কারই এই যে, লেখক বিষয়জ্ঞানসম্পন্ন না হইলে, তাঁহার লেখায় সহৃদয়তা থাকে না। সুতরাংতাহা সমাজে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারে না। আমরা সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের গ্রন্থে বহুতর কাব্যের উল্লেখ দেখিতে পাই, সে সকল কাব্য এখন বর্ত্তমান নাই। আমাদের বোধ হয় যে, সে সকল কাব্যের

অধিকাংশই অব্যবসায়ী ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতের লেখা, সুতরাং সহৃদয়তার অভাবে সমাজের উপযোগী না হওয়াতে, ক্রমে ক্রমে হতাদর ও বিলুপ্ত হইয়াছে। দেখ, ব্যবস্থাপক মুনিদিগের লেখা বহু পুরাতন হইলেও জীবিত আছে। ইহার কারণ এই যে, রাজসংসারের সহিত ব্যবস্থাপক মুনিমাত্রেরই প্রায় সম্বন্ধ ছিল। রাজসংসার বিষয়বিজ্ঞানের আকর, পাঠক এইমাত্র স্মরণ করিলেই আমাদের সিদ্ধান্তের অনুমোদন করিতে পারিবেন। বাল্মীকিও কবি, ব্যাসও কবি। কিন্তু ব্যাসের সহৃদয়তা অধিক, সংসারের সহিত ব্যাসের সম্পর্কও অধিক। দেখ, ব্যাসদেব মহাভারতও লিখিতেন, আবার দুর্য্যোধন প্রভৃতির সভাতেও অনুপস্থিত হইতেন না। অর্জ্জুন ও অশ্বত্থামার বাণে বাণে ঝগড়া লাগিয়াছে, ব্যাসদেব সেখানেও মীমাংসা করিতেছেন। নির্জ্জন গহনে অতিকঠোর তপস্যাও করিতেছেন, আবার বিচিত্রবীর্য্যের অন্তঃপুরের সংসার কার্য্যও নির্ব্বাহ করিতেছেন। কাশীনির্ম্মাণ প্রভৃতি অতিদুষ্কর রাজকার্য্যেও শিবপ্রভৃতির সহিত তাঁহার প্রতিযোগিতা দেখা যায়। নব্য কবিদের মধ্যেও দেখ। প্রথমতঃ কালিদাস, ইনিতো বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন। বররুচি প্রভৃতি অন্যান্য কয়েক জন বিখ্যাতনামা পণ্ডিতও ঐ সভায় কর্ম্মচারী ছিলেন। মাঘ ও ভারবি ও তত্তৎকালের রাজাবিশেষের রাজমন্ত্রী ছিলেন। বিশ্বনাথ কবিরাজ একজন ভাল আলঙ্কারিক। তিনিও রাজমন্ত্রী ছিলেন। এইরূপ অনুসন্ধান করিলে, প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, যে সকল সংস্কৃতগ্রন্থকারের পুস্তক অদ্যাপি জীবিত আছে,তাঁহারা প্রায়ই বড় লোক অর্থাৎ বড় বড় লোকের বড় বড় কর্ম্মচারী ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহাদের বিষয়জ্ঞান ছিল। ফলতঃ, শুদ্ধ ঘরে বসিয়া লিখিলে, অর্থাৎ সংসারের সংবাদ না জানিয়া লিখিলে, সে লেখা সংসারীর অনুমোদিত হয় না। সে লেখা অবশ্যই কিছু না কিছু অসহৃদয় হয়। বাঙ্গালি গ্রন্থকারদের মধ্যেও অনুসন্ধান করিয়া দেখ। পুরাতন কবিদিগের মধ্যে ভারতচন্দ্রের বিশেষ নাম আছে, ইনি কৃষ্ণচন্দ্র রাজার কর্ম্মচারী ছিলেন। বর্ত্তমানে বিদ্যাসাগর মহাশয় একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার। লোকবিজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান সম্বন্ধে ইহাঁর অবশ্য অল্প যশ নাই। ইনি ইংরাজ ও বাঙ্গালী বহুবিধ লোকের চিত্ত পরিজ্ঞান করিয়াছেন। দেখ, দীনবন্ধু বাবু ও বঙ্কিম বাবু। ইহাঁরাও রাজসংসারের কর্ম্মচারী এবং বিশেষ গৌরবান্বিত কর্ম্মচারী, সন্দেহ নাই। বাবু রমেশচন্দ্র দত্তকেও দেখ। ইহাঁর বিষয়জ্ঞান যতই বাড়িতেছে, লেখাও তত ভাল হইতেছে; বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত—ইহাঁর রচনায় বিশেষ সহৃদয়তা আছে এবং ইনি অবশ্য নিতান্ত অসাংসারিক বলিয়া পরিচিত নাই। বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অঙ্গুরীয় বিনিময় ভিন্ন ইহাঁর কোন

বিশেষ রচনা দেখি নাই, কিন্তু কোন রচনায় সহৃদয়তার অভাবও দেখি নাই। বরং আমাদের ইহাই মনে হয় যে, সাংসারিক উন্নতির দিকে অতিরিক্ত মনোযোগ না থাকিলে, ইনি একজন সামান্য গ্রন্থকার হইতেন না। যে সকল লেখায় ইনি বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন, তন্মধ্যে অধিকাংশই ইংরাজী রিপোর্ট এবং আমরা জানি যে, ঐ সকল রিপোর্টের রচনা অতি উৎকৃষ্ট। কাদম্বরীলেখক তারাশঙ্কর, ইহাঁর লেখাও অতি উৎকৃষ্ট। ইনি প্রথম বয়সেই একজন রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন, লেখকতা সম্বন্ধে ইহাঁরও যথেষ্ট প্রশংসা আছে। যদিও ইনি শিক্ষাবিভাগের লোক, কিন্তু সাংসারিক বিচক্ষণতা সম্বন্ধেও ইহাঁর স্বল্প নাম নাই। দেখ, বান্ধবের সম্পাদক কেমন উৎকৃষ্ট লেখেন। দেখ, বঙ্গদর্শন কেমন হৃদয়গ্রাহী, কিন্তু দেখ, আর্য্যদর্শনের রচনা একটু গোল্ডস্মিথের মত। ভারতীর লেখাও ভাল, কিন্তু বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বহুগুণসম্পন্ন হইলেও যে, একটু উন্মনা ও অসাংসারিক, তাহা আমরা তাঁহার সহস্র পক্ষপাতী হইলেও স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না। অন্যান্য অনেক লোকেও অনেকপ্রকার মাসিক পত্র বাহির করিয়া নিরস্ত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা যে বিশেষ সাংসারিক লোক, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।

ফলতঃ, আমরা সাংসারিক মনোযোগের এত পক্ষপাতী যে, আমরা সময়ে সময়ে এত দূরও মনে করিয়া থাকি যে, বোপদেব রাজকর্ম্মচারী অর্থাৎ বিষয়জ্ঞানী না হইলে, তাঁহার রচিত মুগ্ধবোধ এত সংক্ষেপের উপর অত সর্ব্বাঙ্গীন হইত না। আমাদের এত দূরও মনে হয়, যে, ইউক্লিড নিশ্চয়ই বিষয়বিশারদ ছিলেন। নতুবা তিনি ওরূপ মিতভাষিতা ও সরলতা কিরূপে শিক্ষা করিলেন। অসাংসারিক লোকদের রচনায় নিশ্চয়ই জড়তা ও আড়ম্বর প্রকাশ হইয়া থাকে এবং বিশেষ একটা কায়দা কানন থাকে না। দেখ, সাধারণতঃ এসিয়াটিক্ রিসার্চের লেখকগণ—ইহাদের মধ্যে কয় জন লোক ছাঁকা ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত? যে সর-উইলিয়ম জোন্‌স উক্ত সোসাইটীর প্রবর্ত্তক, তিনিই তো একজন বিখ্যাত রাজ-কর্ম্মচারী।

কিন্তু আমাদের বোধ হয় যে, সাংসারিকতা রচনাসম্বন্ধে সহস্র উপযোগী হইলেও, রচনার গভীরতা পক্ষে অনুপযোগী। অত্যন্ত সাংসারিক হইব অথচ যখন রচনা লিখিব, তখন বাহ্য জগৎ একেবারেই মন হইতে তিরস্কৃত করিতে পারিব, এরূপ আশা, বোধ হয়, করা যায় না। এইজন্য আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, সাংসারিকের রচনা প্রাঞ্জল, পরিমিত, সুসন্নিবিষ্ট, সুপ্রতিষ্ঠিত ও নিরাড়ম্বর হইলেও, হয়তো, গভীর হইতে পারে না। লেখক ধ্যানমগ্ন হইয়া

রচনা করিতে পারিলে, লেখার যে গভীরতা ও অবিচ্ছিন্নতা হয়, সাংসারিক-লোকের রচনায় সেরূপ হইতে পারে কি না, সে বিষয়ে আবার সন্দেহ আছে। ডিসরেলির নভেল পড়, গ্লাডষ্টোনের বক্তৃতা পড়, লর্ড লিটনের কবিতা পড়, বোধ হইবে, লেখা যেন ভাসা ভাসা হইতেছে। মনোযোগ একতাড়া চলিলে, অর্থাৎ অবিচ্ছেদে চলিলে, লেখা, স্রোতের ন্যায়, বহমান হয় এবং পাঠককে ভাসাইয়া লইয়া যায়। সে শক্তি কথিত মহাশয়দিগের লেখায় আছে কি না, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। পার্লেমেণ্টের বক্তামাত্রেরই ভাষা যেন এইরূপ ভাসা ভাসা বোধ হয়। মেকলে এবিষয়ে যাহা কহিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধার করিলে, যথেষ্ট হইবে। তিনি গ্লাড্‌ষ্টোনের চর্চ্চ এণ্ড ষ্টেট নামক প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া কহেন যে, "হাউস্ আব্ কমন্স সভায় উন্নতি লাভ করিতেছেন এরূপ একজন নব্যলোকের কলম হইতে রাজনীতি সম্বন্ধে গভীর রচনা বাহির হইয়াছে, ইহা সুখের বিষয়।" একজন রাজব্যবসায়ীকে, না ভাবিয়া, না পড়িয়াই, কথা কহিতে হইবে এবং কার্য্য করিতে হইবে। হয়তো প্রস্তুত বিষয়ের তিনি কোন সংবাদই রাখেন না, তথাপি তাঁহাকে বক্তৃতা করিতেই হইবে। তাহাতে যে কৃতকার্য্যতা হইবে না এরূপ নহে, যদি তাঁহার সাহস থাকে, তবে তিনি অবশ্য দেখিতে পাইবেন যে, এরূপ অজ্ঞাত বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াও কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা আছে।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীযশোদা নন্দন সরকার।

(প্রকাশিতাংশ)

আর্য্যজাতির জ্ঞানবিজ্ঞান।

যে জাতি যে পরিমাণে উন্নত, সেই জাতি সেই পরিমাণে আত্মবিষয়ে জ্ঞানবান্ ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। এক সময়ে আর্য্যজাতি পৃথিবীর মধ্যে উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আত্মবিষয়ে জ্ঞানেরও ঐপ্রকার উন্নতির পরাকাষ্ঠা উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, আত্মজ্ঞানই উন্নতির হেতু এবং আত্মবিস্মৃতিই অবনতির মূল ভিত্তি। অর্থাৎ, যখন কোন জাতি সহসা নীচ হইতে উচ্চ অবস্থায় উন্নীত হয়, তখন ইহা বুঝিতে হইবে, যে, সেই জাতির আত্মজ্ঞানের অধিকার হইয়াছে। আবার, উচ্চ হইতে নীচ অবস্থায় অবনীত

হইলে, অথবা, চির কালই পশুপক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীর ন্যায় অবনত অবস্থান করিলে, ইহাই বুঝিতে হইবে, যে, আত্মজ্ঞানের অভাব হইয়া, আত্মবিস্মৃতির আবির্ভাব হইয়াছে। মানবসংসারে এ বিষয়ের শত শত দৃষ্টান্ত বা নিদর্শনের অভাব নাই। পৃথিবীর অতীত ও বর্ত্তমান সমুদায় ইতিহাসই এ বিষয়ের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। এতদ্ভিন্ন, মানুষের দৈনন্দিন ঘটনাও পর্য্যালোচনা করিলে, ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে ভাবিয়া এস্থলে আমরা বর্ত্তমান ইংরাজদিগকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করিতে অভিলাষ করি। ইংরাজ জাতি বর্ত্তমানে যেপ্রকার উন্নতির উচ্চসোপানে আরোহণ করিয়াছে, তাহাতে,অনেক বিষয়ে ইহাদিগকে দেবাংশ বলিলেও, বোধহয়, উপহাসাস্পদ হইতে হয় না। আর্য্যনীতিজ্ঞগণ দেবতার সহিত মনুষ্যের প্রভেদ নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন মনুষ্যের নিমেষ আছে, দেবতার নিমেষ নাই; মনুষ্যের মৃত্যু হইয়া থাকে, দেবতার মৃত্যু নাই, মনুষ্যের জরা আছে, দেবতা অজর এবং মনুষ্য পার্থিব, দেবতারা স্বর্গীয়। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, নিমেষ, মৃত্যু, জরা ও পার্থিবতা এই কয়টীই মনুষ্যত্বের লক্ষণ। ব্যাস ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ কহিয়াছেন কোন বিষয়ের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরিদর্শনের অভাবকেই নিমেষ বলে। এই নিমেষ, আত্মজ্ঞানের প্রধান অন্তরায়। মানুষের মন ইন্দ্রিয়ের অনুসরণে আসক্তিবন্ধন পূর্ব্বক ক্ষণে ক্ষণে যে আত্মবিস্মৃত হয়, তাহাই নিমিষের প্রধান চিহ্ন। শিশুশরীর এই নিমিষের প্রধান আশ্রয়। এই জন্য আত্মবিস্মৃত ব্যক্তিদিগকে আর্য্য ঋষিগণ শিশু বা বালপ্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং প্রসঙ্গতঃ ইহাও উপদেশ করিয়াছেন, শিশুকাল হইতেই যাহাতে এই নিমেষ বা অতাত্ত্বিকতার দমন হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এবং তজ্জন্য আত্মবিষয়ে জ্ঞানবান্ সুশিক্ষিত গুরুর শিক্ষাধীনে বালককে নিযুক্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য পরম ধর্ম্ম। বর্ত্তমানে ইংরাজ জাতির যেরূপ এবিষয়ে দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠতা দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ, বোধ হয়, আর কোন জাতিতেই সম্ভব নহে। এইজন্য ইহারা অনেকাংশে ভূদেবতা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে! কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাস বা সভ্যতার ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়, ইংরাজেরা যে যে উপায়ে সভ্য ও উন্নত হইয়াছে, তত্তৎ উপায়ের অতি স্বল্প অংশই তাহাদের নিজের বুদ্ধি ও বিদ্যাবলে আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত। অথচ, তাহারা যাহাদের নিকট ঐ সকলের অধিকাংশ সংগ্রহ বা সঙ্কলন করিয়াছে, উন্নতি বিষয়ে অনেকাংশেই তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইস্থলে একথা বলিলে, বোধ হয়, অসঙ্গত

হইবে না, যে. এক জন সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মন্ পণ্ডিত বলিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজ জাতির ভাষা এরূপ সুমার্জ্জিত, সুসংস্কৃত ও সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে যে, আর্য্যজাতির পরিকলিত সংস্কৃত ভাষা ভিন্ন পৃথিবীর আর কোন ভাষাই ইহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। অথচ এই ভাষার শব্দাদি অধিকাংশই অন্য ভাষা হইতে সংগৃহীত। অন্যান্য বিষয়েও তাহারা এইরূপে অন্যের নিকট ঋণী। কিন্তু বস্তুতঃ সেরূপ বোধ হওয়া সহজ নহে। একমাত্র নির্নিমেষতাই ইহার কারণ। অর্থাৎ, তাহাদের চক্ষুতে সামান্য ধূলামাটীও অমূল্য স্বর্ণরেণু বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ প্রবাদ আছে, কোন স্থানে ভস্ম দেখিলেও, তাহারা তাহা পরিত্যাগ না করিয়া, যদি তাহার অভ্যন্তরে রত্ন থাকে, এই ভাবে তাহার অনুসন্ধান করে। অথবা, অঙ্গারের মধ্যে যে হীরক আছে, কে তাহা বলিয়া দিল? দারুণ কালকূটের মধ্যেও যে সঞ্জীবনী শক্তি বাস করে, তাহাই বা কে বলিয়া দিল? বোধ হয়, নিমেষশূন্যতাই এই সকল বলিয়া দিবার একমাত্র হেতু। ইংরাজজাতি এই নির্নিমেষতার ক্রীত দাস। সেই জন্য তাহারা দেবাংশ বলিয়া পরিগণিত।

তাহারা বাল্যকাল হইতেই এই নির্নিমেষতা অভ্যাস করে। এইজন্য তাহাদের শিশুগণও অনেকাংশে আমাদের দেশীয় যুবাগণের সমান। আমাদের দেশীয় শিশুগণের ত তাহাদের সহিত তুলনাই হয় না। ইহা এক প্রকার সিদ্ধান্ত বাক্য যে, উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তের বলবত্তা অধিক ও অপরিহার্য্য। বিশেষতঃ, লোকে প্রধান ব্যক্তি যেপ্রকার অনুষ্ঠান করে, অপ্রধানেরা তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। সুতরাং, শিশুকাল হইতেই বাঙ্গালীর চরিত্র পরিণামভ্রষ্ট হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ কি? পিতা মাতা অপেক্ষা বাল্যকালের শিক্ষাগুরু, বোধ হয়, আর কেহই হইতে পারে না। সুতরাং পিতা মাতার যাহা কিছু দোষ, সমস্তই শিশুতে সংক্রামিত হইয়া থাকে। আমাদের প্রধান দোষ চঞ্চলতা। তাত্ত্বিকতা বা নির্নিমেষতার অভাবই চঞ্চলতার কারণ। এইজন্য, আমাদের উন্নতি সুদূরপরাহত হইয়াছে, এইজন্য আমরা আত্মার উৎকর্ষসাধনে তত্তদূর কৃতকার্য্য হইতে পারি না এবং এইজন্য, শতবৎসরেরও অধিক হইল, ইংরাজের অধীনে থাকিয়া আমরা প্রকৃত উন্নতির পথ পরিচয় করিতে পারিলাম না। বলিতে কি, এই চঞ্চলতা দোষেই আমাদের সকল বিষয়েই পিতা পুত্রেও অনৈক্য উপস্থিত হইয়া থাকে। আজি দশ জনে প্রতিজ্ঞা করিয়া, দেশের উন্নতির জন্য একটী সভা করিলাম, কালি সহসা পরস্পর অনৈক্য ঘটিয়া, পদ্মানদীর বেগে যেন তাহাকে কোথায় ভাসাইয়া দিল, আর চিহ্ন পর্য্যন্তও দেখিতে পাওয়া

যায় না। অন্যান্য সকল বিষয়েও এইরূপ। দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে ছোট বড় প্রভেদ নাই। এম্ এ প্রভৃতি অত্যুচ্চ উপাধিধারী সুশিক্ষিত হইতে পাঠশালার তালপত্রধারী বর্ণজ্ঞানশূন্য শিশু পর্য্যন্ত, সকলেরই প্রায় সমান ভাব ও সমান মতি-গতি, বলিলে বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ইহা বোধ হয়, কাহাকে বলিতে হইবে না, যে, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরিদর্শন বা পরিকলন করে, তাহাকে সহসা কোন বিষয়ে ঠেকিতে বা ঠকিতে হয় না। প্রত্যুত, শাণ দ্বারা লৌহের ন্যায়, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরিদর্শন দ্বারা বুদ্ধির একপ্রকার চাকচিক্য উপস্থিত হইয়া থাকে, যাহাতে, কোন বিষয়ই সামান্য ও বিশেষ আকারে প্রতিফলিত না হইয়া থাকিতে পারে না।

পুনশ্চ, মণ্ডর প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ নীতিকারগণের মতে জ্ঞানের অভাবকেই প্রধানতঃ মানুষের মৃত্যু বলিয়া থাকে। মহর্ষি ব্যাসদেবেরও এই মত। জ্ঞানশব্দের প্রকৃত অর্থ, সামান্য ও বিশেষরূপে কোন বিষয় বুঝা। সুতরাং, জ্ঞান দ্বিবিধ, সামান্য জ্ঞান ও বিশেষ জ্ঞান। শিশুগণের যে জ্ঞান, তাহাকে সামান্য জ্ঞান এবং যে জ্ঞানে পরোক্ষ অপরোক্ষ সকল বিষয়েরই হৃৎপ্রতীতি হইয়া, আত্মার সহিত ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সম্পন্ন হয়, তাহাকে বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞান বলিয়া থাকে। এই বিজ্ঞানের অভাবই মৃত্যু। সমুদায় ইন্দ্রিয়ের নিরোধ হইয়া, চৈতন্যের লোপ হওয়াই মৃত্যুর প্রধান লক্ষণ। বিজ্ঞানের অসদ্ভাবেও এইপ্রকার অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে। ফলতঃ মধুমক্ষিকা চিরকালই এক নিয়মে মধুক্রম নির্ম্মাণ করিতেছে; বাবুই পক্ষী চিরকালই সমক্রমে আপনার কুলায় প্রস্তুত করিতেছে; বীবর চিরকালই সেইভাবে নদীতীরে স্বকীয় বাসগৃহ রচনা করিতেছে, ঊর্ণনাভ চিরকালই সদৃশ বিধানে জাল গঠন করিতেছে এবং পক্ষিগণ চিরকালই পূর্ব্বানুক্রমে উড্ডয়নাদি করিতেছে। কোন কালেই কোনরূপে এসকল অর্থে তাহাদের উন্নতি নাই। এই সকল সামান্য জ্ঞানের লক্ষণ। সেইরূপ, মানুষ যদি চিরকালই সমান ভাবে আহার বিহার, শয়ন ও উপবেশনাদি করে, শিশ্নোদরপরিতৃপ্তিতেই যদি তাহার ইহলোকের যাবৎ প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, অথবা, মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া, অভ্যাস বা অনুকরণ বলে ভাত, কাপড়, ডাল, মাছ, ইত্যাদি কতিপয় সামান্য বিষয়জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া সমভাবে যদি তাহার বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য সকল অবস্থাই অতীত হইয়া যায়; অথবা স্বর ও ব্যঞ্জনাদি বর্ণমালার অভ্যাস সহায়ে শিশুবোধাদি কতিপয় গ্রন্থ পাঠেই মানব-জীবন পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে, পশু পক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীর সহিত তাহার আর বিশেষ কি রহিল? অথবা, মানুষ যদি চিরকালই মানুষের দাস হইয়া,তাহারই

দুটা রচিত কথা দেববাক্যবৎ মুখস্থ বা উদরস্থ করিয়া সংসারযাত্রায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাহইলে, ভারবাহক ইতর পশুর সহিত তাহার পার্থক্য সম্ভাবনা কোথায়? তত্ত্বদর্শী মনীষিগণ বলিয়াছেন, তাহাকেই বালকের অবস্থা কহে, যে অবস্থায় অবস্থিত হইলে, ইন্দ্রিয়সত্ত্বেও নিরিন্দ্রিয় জড়ের ন্যায়, নিতান্ত অনুন্নত পরাধীন জীবন যাপন করিতে হয়।

বার্হস্পত্য সংহিতায় এই জ্ঞানের স্বরূপ অতি বিশদরূপে নির্ণীত হইয়াছে। যথা—

একদা দেবরাজ ইন্দ্র বৃহস্পতির প্রিয় শিষ্য বেদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! জ্ঞানের স্বভাব কি?"

বেদ কহিলেন, "দেবরাজ! জ্ঞানের স্বভাব এই, সে কখন ক্ষুণ্ণ, অবসন্ন ও কুণ্ঠিত হয় না। সে ভস্মের মধ্যেও স্বর্ণরেণু দেখিতে পায়, বিষের মধ্যেও প্রাণের স্থিতি অবলোকন করে, শূন্যের মধ্যেও জীবলোক আবিষ্কার করিয়া থাকে, অঙ্গারের মধ্যেও বর্ণবৈচিত্র দেখিতে পায়, ঊষার মধ্যেও বিপুল শোভা দর্শন করে এবং রোগের মধ্যেও সুখের আবাস দেখিতে পায়।

এখানে প্রকারান্তরে জ্ঞানের বিশেষ পরিণাম বিজ্ঞানের স্বরূপ প্রদর্শন করা হইয়াছে। অর্থাৎ ইয়ুরোপীয়েরা যাহা শতকথায় বলিয়াছেন, বেদ এক কথায় তাহা প্রমাণ করিলেন।

বেদ পুনরায় কহিলেন, "জ্ঞানের স্বভাব 'ইন্দ্রজাল ও মায়াবিস্তার'। এবং ফল ও পরিণাম অবিচ্ছিন্ন নির্ম্মল প্রীতি।" ভাষ্যকার সংক্ষেপে এই বাক্যের এইপ্রকার অর্থ করিয়াছেন "শোকের মধ্যেও সুখ, মৃত্যুর মধ্যেও অমৃত, বিপদের মধ্যেও সম্পদ, অনিষ্টের মধ্যেও অভীষ্ট, অনর্থের মধ্যেও অর্থ ইত্যাদি আবিষ্কার করা জ্ঞান ব্যতীত আর কাহার সাধ্য হইতে পারে? ইহারই নাম ইন্দ্রজাল ও মায়াবিস্তার।"

আনন্দগিরি প্রভৃতি পরবর্ত্তী যতিগণ ইহারই আভাস লইয়া বলিয়াছেন, "যাঁহারা অহোরহ জ্ঞানের সেবা করেন, তাঁহারাই জানেন, তাঁহারা কেমন আশ্চর্য্যতা, নূতনতা, বিচিত্রতা, অপূর্ব্বতা ও অদৃষ্টপূর্ব্বতার মধ্যে সর্ব্বদাই বাস করিয়া থাকেন।"

পদ্মপুরাণে ইহারই অনুবাদ করিয়া বলা হইয়াছে, "জ্ঞানী পুরুষ বিজনে বাস করিলেও, সজনে বাস করেন, শত্রুমধ্যে থাকিলেও যেন মিত্র সমাজে অবস্থিতি করেন, দুঃখ মধ্যেও সুখে অধিষ্ঠিত হয়েন, এবং পৃথিবীতে থাকিলেও স্বর্গীয় অর্থাৎ মানুষ হইলেও দেবতা।"

মেরুতন্ত্রে ইহারই প্রসঙ্গক্রমে এই প্রকার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে "জ্ঞানের গতি

অতি বিচিত্র। অর্থাৎ জ্ঞানী পুরুষ দরিদ্র হইলেও ধনী, আবার ধনী হইলেও দরিদ্র'; উন্নত হইলেও অবনত, আবার অবনত হইলেও উন্নত; তেজস্বী হইলেও শান্ত, আবার শান্ত হইলেও তেজঃপুঞ্জ এবং সামান্য হইলেও অসামান্য, আবার অসামান্য হইলেও সামান্য" ইত্যাদি।

বাস্তবিক, মেরুতন্ত্রে অতি অমূল্য উপদেশ সন্নিহিত হইয়াছে। সংসারে যাহা কিছু অহঙ্কার, অভিমান, তৎসমস্ত প্রায় ধন হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। তাদৃশ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া, আপনাকে দরিদ্র জ্ঞান করা সামান্য জ্ঞানের কার্য্য নহে। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রী জন্‌সনের সুপ্রসিদ্ধ রাসেলাস এক জন সুপ্রসিদ্ধ রাজার বংশধর ছিলেন। তিনি মনে করিলে, অনায়াসেই পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারিতেন। কিন্তু জ্ঞানের উপচয়ে তিনি যখন সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, লোকে যাহাকে ঐশ্বর্য্য বলে, বস্তুতঃ তাহাই প্রকৃত নির্ধনতা অর্থাৎ তাহাই নিতান্ত নিষ্কিঞ্চন দরিদ্রের অবস্থা। আশ্চর্য্যের বিষয়, জনসনের অনেক পূর্ব্বে মেরুতন্ত্রে এইপ্রকার উপদিষ্ট হইয়াছে। তথাপি আমাদের কৃতবিদ্য সমাজের অনেকেই তাহার নামগন্ধও জানিতে চাহেন না।

পুনশ্চ, ইংরাজী নীতিকারগণের মতে, বিনয় সদ্‌গুণের অলঙ্কার সম্পাদন করে। অর্থাৎ সহস্র সদ্‌গুণ থাকুক, বিনয় না থাকিলে, তাহার শোভা হয় না। উইলিয়ম রবার্ট চেম্বর্স মরালক্লাসবুকে এইরূপ উপদেশ ন্যস্ত করিয়া, আমাদের সহৃদয়-সমাজে অনেক প্রশংসা লইয়াছেন। কিন্তু চেম্বর্সের অনেক পূর্ব্বে আমাদের মেরুতন্ত্রে "উন্নত হইলেও অবনত" ইত্যাদি বাক্যে ঐরূপ উপদেশের চূড়ান্তসীমা প্রদর্শিত হইয়াছে। বিলাতের ইণ্ডিয়া হাউসে সে দিবস এক জন বিদেশীয় পর্য্যটক (ট্রাভ্‌লার্) ভারতবর্ষের কথাপ্রসঙ্গে যথার্থই বলিয়াছেন যে, "সমুদায় ভারতবাসীর কথা বলিতে পারি না, আমি যাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক করিয়াছি, সেই বাঙ্গালী বাবুরা ঘরের খবর কম রাখেন, ইহাই তাঁহাদের উন্নতির প্রধান অন্তরায়।" তিনি আরও বলেন যে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে, যে, কৃতবিদ্য বাঙ্গালী সমাজ, যাঁহাদের উপর দেশের উন্নতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই বিদেশীয় হইবার যেমন ইচ্ছা, দেশীয় হইবার সেপ্রকার ইচ্ছা নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ, তাঁহারা প্রথম বাল্যকাল হইতেই বিদেশীয় গ্রন্থে অধ্যয়ন করিয়াছেন যে, ময়ূরের পুচ্ছধারী কাক পদেপদেই অপদস্থ ও হতমান হইয়া থাকে" ইত্যাদি।

যাহা হউক, বৃহস্পতির শিষ্য বেদ পুনরায় ইন্দ্রকে কহিলেন, "মহর্ষি সত্যতপাঃ অতিশয় জ্ঞানী ছিলেন। জ্ঞানের বিশেষ স্বভাব এই, মনকে সর্ব্বদাই পূর্ণ কৌতুক ও পূর্ণ আমোদে অভিভূত রাখে।"

মহর্ষি বেদব্যাস শান্তিপর্ব্বে সংকেতে ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "সংসারের গুরু লঘু, ক্ষুদ্র বৃহৎ, সকল বস্তুই উল্লিখিত কৌতুক ও আমোদ বহন করে। কীট হইতে হস্তী, রজঃক্ষোদ হইতে পর্ব্বত, খদ্যোত হইতে চন্দ্র এবং স্ফুলিঙ্গ হইতে কৃতীভূত অগ্নি, ইত্যাদি এ বিষয়ের নিদর্শন। যাহার জ্ঞান নাই, সে পূর্ণচন্দ্র দেখিলে, খদ্যোতে স্বীয় কৌতুক প্রতিষিদ্ধ করে। কিন্তু জ্ঞানীর স্বভাব বিপরীত। তিনি উভয়ত্রই সমান কৌতুক ভোগ করিয়া থাকেন। এইজন্য মহর্ষি শততপা নির্ব্বিকার চিত্তে বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, যুবা, মত্ত, প্রমত্ত, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলেরই সহিত সমান প্রীতি অনুভব করিতেন। একদা তিনি বালক সম্প্রদায়ে মিলিত হইয়া, বদ্ধ ও গাঢ়চিত্তে তাহাদের অনুরূপ ক্রীড়ায় মগ্ন আছেন, এমন সময়ে, মৃগয়াবিহারী মহারাজ সুধর্ম্মা সহসা তথায় সমাগত হইলেন এবং তদবস্থ ঋষিকে দর্শন করিয়া, প্রণাম পূর্ব্বক সস্মিতের ন্যায়, কহিলেন, ভগবন্! অদ্য বাল্যক্রীড়ার সার্থক্য হইল। যেহেতু, আপনার ন্যায়, মহাভাগ পুরুষও তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

"ঋষি মহারাজের গূঢ় শ্লেষ বুঝিতে পারিয়া, সমুচিত বাক্যে উত্তর করিলেন, ভগবান সনক যে জ্ঞানগীতা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা, বোধ হয়, আপনার পরিজ্ঞাত নাই। তিনি এইরূপে জ্ঞানের বিষয়ে গান করিয়াছেন 'জ্ঞান আদর্শ সন্ধান করে, অজ্ঞান অনুলিপি আলোড়ন করে; জ্ঞান উপাদান পরিকলন করে, অজ্ঞান অনিদান আলোচনা করে; জ্ঞান কারণ গবেষণা করে, অজ্ঞান কার্য্য মাত্র সঙ্কলন করে; জ্ঞান মূলভাগ পর্য্যবেক্ষণ করে, অজ্ঞান উপরিমাত্র ভ্রমণ করে, এবং জ্ঞান আদি মীমাংসা করে, অজ্ঞান আভাস পরিদর্শন করিয়া থাকে। অথবা, জ্ঞান অগ্নি, অজ্ঞান ধূম; জ্ঞান আলোক, অজ্ঞান অন্ধকার; জ্ঞান মহা স্বাস্থ্য, অজ্ঞান মহাব্যাধি, জ্ঞান মহা বিভব, অজ্ঞান মহাদারিদ্র্য, জ্ঞান চক্ষু, অজ্ঞান অন্ধতা, জ্ঞান মহাদীপ্তি, অজ্ঞান নিবিড় ছায়া এবং জ্ঞান পূর্ণ কৌমুদী, অজ্ঞান কৃষ্ণনিশা।'

"সত্যতপা পুনরায় কহিলেন, 'মহারাজ! ঈশ্বর কি জন্য কৌতূহল বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন? কি জন্য জিজ্ঞাসার উদয় হইয়া থাকে, তাহা কি তুমি সন্ধান কর? আর, তুমিও একদা বালক ছিলে। পরে যৌবনদশায় উপনীত হই-

য়াছ। মানুষমাত্রেরই এই ক্রম। সে অগ্রে বালক, পরে যুবা, পরে প্রৌঢ়, অনন্তর বার্দ্ধক্যে অবতীর্ণ হয়। অতএব, বাল্যই তাহার আদিভাব এবং আদিভাব পরিকলন করাই প্রধান কর্ত্তব্য। যাহার বাল্যকাল সদ্‌বিষয়ের অনুসরণে অতিবাহিত হয়, তাহার যৌবনাদি অবস্থা প্রায়ই মন্দ হয় না, ইহা সনাতন নিয়ম। মনুষ্যের অধিকাংশ জ্ঞানই বাল্যকালে অর্জ্জিত হয়। স্ফুলিঙ্গ হইতেই মহাবহ্নি প্রাদুর্ভূত হয়, যে ব্যক্তি ইহা অবগত, সে কখন বালক-কালের নিন্দা করে না।'

"সত্যতপাঃ পুনরায় কহিলেন, মধুমক্ষিকা যেরূপ সকল পুষ্পেই বিচরণ করিয়া মধু সংগ্রহ করে, তদ্রূপ, জ্ঞানলিপ্সু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, সকল বিষয় পরিকলনে প্রবৃত্ত হইবেন।"

ভাষ্যকার ইহার এইপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "এক পুষ্প হইতে মধু আহরণ করিলে, তাহার লোকপ্রসিদ্ধ মিষ্টতা সঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা নাই। সেইরূপ, নিত্য এক বিষয়ের গবেষণা ও যোগবিয়োগ পরিকলন বা সম্পাদন করিলে, জ্ঞানের কখনও পরিপাক হয় না। দেখ, সৃষ্টির কোন বস্তুই আদিম, মৌলিক, প্রাথমিক বা রূঢ় নহে। পরস্পরের যোগবিয়োগে পরস্পরের নির্ম্মাণ ও বিনির্ম্মাণ হইয়াছে। তাহাতেই তাহাদের দৃঢ়তা, স্থিতিশীলতা ও পরিণামশালিতা লক্ষিত হয়। জ্ঞানের বিষয়েও এইরূপ। অর্থাৎ, বহু বিষয়ের দর্শন, শ্রবণ ও যোগবিয়োগ না করিলে, কখন জ্ঞান সঞ্চরিত, পরিণত ও বলিষ্ঠ হয় না। এক বিষয় হইতে যাহা প্রাদুর্ভূত হয়, তাহাকে জ্ঞান বলে না, শুদ্ধ দৃষ্টিমাত্র বা জড়দৃষ্টি কহিয়া থাকে।"

"সত্যতপাঃ পুনরায় কহিলেন, শাস্ত্রের সকল শাখাই অধ্যয়ন করিবে, তবে শাস্ত্রী হইবে; বিদ্যার সকল বিভাগ আলোচনা করিবে, তবে বিদ্বান্ হইবে, এবং রসবস্তুর সকল অঙ্গ যথাসাধ্য জ্ঞানগোচর করিবে, তবে প্রকৃত রসিক বা ভাবুক হইবে। যেমন শুদ্ধ বেদ পড়িলে বৈদিক বলে, শাস্ত্রী বলে না; সেইরূপ, এক বিষয়ের দর্শী হইলে, জ্ঞানী বলে না, একদর্শী কহিয়া থাকে। যাহার দুই চক্ষু নাই, সে অন্ধ; এক চক্ষু নাই, সে কাণ; দৃষ্টির সরলতা নাই, সে কেকর; কিন্তু যাহার দুই চক্ষুই বর্ত্তমান, তাহাকে সামান্যতঃ চক্ষুষ্মান্ বলে। আবার, প্রকৃত দর্শন করিলে, প্রকৃত চক্ষুষ্মান্ বলিয়া থাকে। জ্ঞান বিষয়েও এইরূপ। অর্থাৎ, যে ব্যক্তির বাহ্যজ্ঞান আছে, অন্তর্জ্ঞান নাই, সে অন্ধজ্ঞানী; যাহার অন্তরজ্ঞান আছে, বাহ্যজ্ঞান নাই, সে অর্দ্ধজ্ঞানী, যাহার অন্তর বাহ্য উভয় জ্ঞান আছে, সে শুদ্ধ জ্ঞানী; আর, যাহার বাহ্য অতিবাহ

ও অন্তর অবান্তর সকল জ্ঞানই আছে, তাহাকেই সত্য বা প্রকৃত জ্ঞানী কহিয়া থাকে। ঐরূপ সত্যজ্ঞানীর অন্যতর নাম বিজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞ, অথবা, বিজ্ঞানদৃশ্বা ও পারদৃশ্বা।

"মহারাজ! এই কারণেই আমি বালকের সহিত, যুবার সহিত, বৃদ্ধের সহিত ও ভবাদৃশ ব্যক্তির সহিত, ফলতঃ সকল অবস্থার লোকের সহিত মিলিত হইয়া, বিবিধ জ্ঞানের আলোচনা করি। বিশেষতঃ, মনুষ্য অপেক্ষা পশু, পক্ষী ও কীটাদি ইতর জীবের সহিত আমার অধিক ঘনিষ্ঠতা। কেননা, মনুষ্য অপেক্ষাও অনেক বিষয়ে উহাদের শ্রেষ্ঠতা লক্ষিত হয়। দেখ, মনুষ্য অনায়াসে আকাশে উড়িয়া, দিগ্‌বিদিগ্ বিচরণ পূর্ব্বক আহার আহরণ ও বহুদর্শন জন্য প্রীতি সঙ্কলন করিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু ঐ ক্ষুদ্রকলেবর চাতক-পক্ষী তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে। সে সামান্য গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ বিষয়ে মনুষ্য অপেক্ষাও স্বাধীন। অধিকন্তু, রোগ হইলে, সে আপনিই আপনার চিকিৎসা করে, আবার তাহার রোগও মনুষ্যের ন্যায়, সচরাচর সুলভ বা দুশ্চিকিৎস্য নহে। সে শীত বাত রৌদ্র বৃষ্টি অনায়াসেই সহ্য করে, গহনে গহনে বিচরণ পূর্ব্বক কদাচ আগমনপথ বিস্মৃত হয় না এবং অত্যুন্নত পর্ব্বত, অতি বিস্তৃত মরু ও অপার সমুদ্রও বিচরণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। মনুষ্য বিনা সাহায্যে ইহার কিছুই করিতে সমর্থ হয় না। দেখ, মনুষ্য অতি ক্ষুদ্র চটক অপেক্ষাও কত অন্ধ ও কত দুর্ব্বল; অথচ মনুষ্যের অহঙ্কার ও অভিমানের শেষ নাই। আমি এইজন্য অভিমান ত্যাগ করিয়া চটকাদির সহিত মিলিত হই এবং তত্তৎবিষয়ের জ্ঞানশিক্ষা করিয়া থাকি।"

ইংরাজীতে সুপ্রসিদ্ধ 'গ্রেজ টেল' নামক গ্রন্থের প্রথমেই এইপ্রকার উপদেশের ছায়া প্রাপ্ত হওয়া যায়, অথবা তুলনায় সমালোচন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের বিলক্ষণ ধারণা আছে, আর্য্যজাতির জ্ঞানবিজ্ঞানের তুলনা নাই। আর্য্যগণই জ্ঞানের প্রথম আবিষ্কর্ত্তা, এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; সুপ্রসিদ্ধ বৈদিকশাস্ত্র ইহার প্রথম প্রমাণ, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি দ্বিতীয় প্রমাণেরও সংখ্যা নাই।

সে যাহা হউক, "সত্যতপাঃ পুনরায় বলিলেন, মহারাজ! এই যে পরমাণুবৎ অতি ক্ষুদ্র রক্তকীট বিচরণ করিতেছে, মনুষ্যের ন্যায় ইহারও আহারলিপ্সা, বিহার-লিপ্সা ও বাসলিপ্সা আছে। তৎসমস্তই ইহার স্বাধীন ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বৃহৎকায় বৃহদ্‌বুদ্ধি মানুষ কখন স্বপ্নেও এরূপ করিতে সমর্থ হয় না। ঐ দেখ, হরিণগণ দলবদ্ধ হইয়া, পরস্পর সদ্‌ভাবে কেমন বিচরণ করিতেছে!

উহাদের শরীর কেমন হৃষ্ট পুষ্ট, মুখ কেমন প্রফুল্ল, চলন কেমন সহজ ও নির্ব্বিঘ্ন, বিহার কেমন আমোদ ও হর্ষপূর্ণ; এবং আকার কেমন উল্লসিত!

(ক্রমশঃ)।

শ্রীরোহিণী নন্দন সরকার।

দীপশিখা।

দহ্যমান গ্যাসকে শিখা কহা যায়। যে সকল অগ্নিশিখা আলোক বিকিরণ করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তৎসমস্ত কঠিন, তরল এবং গ্যাসযুক্ত দহ্যমান দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ যাহা হইতে আমরা শিখা উৎপন্ন করিতে ইচ্ছা করি, সে দ্রব্য যদি কঠিন হয়, তাহাহইলে প্রথমতঃ তরল হইবে, তরল অংশ গ্যাসরূপে পরিণত হইয়া, পরে সেই গ্যাস প্রজ্বলিত হইলে, শিখা উৎপন্ন হইবে।

মমের বাতি জ্বালিলে দেখিতে পাওয়া যায়, শিখার উত্তাপে বাতির কঠিন কিয়দংশ দ্রব ও তরল হইয়া শিখার নিম্ন ভাগে একত্রিত হয়। পরে সেই তরল অংশ কৈশিকাকর্ষণ (১) দ্বারা বাতির পলিতার উর্দ্ধদেশে যায় এবং শিখার উত্তাপে গ্যাস রূপে পরিণত হইয়া প্রজ্বলিত হইতে থাকে। অতএব ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে, মোম বাতিতেকঠিন, তরল ও গ্যাস এই তিন অবস্থাই বিদ্যমান রহিয়াছে। এইরূপ কোন তৈলের আলোক পরীক্ষা করিলে, আমরা দেখিতে পাই, ইহাতে কঠিন অংশ নাই। সুতরাং এস্থলে কার্য্য দ্বিতীয় অবস্থাতেই আরম্ভ হয়। তৈলের আলোতে তরল তৈল অংশ উত্তাপিত হইয়া গ্যাস হয় এবং সেই গ্যাস জ্বলিতে থাকে। তৈলের আলোতে তরল ও গ্যাস এই দুই অবস্থায়ই বিদ্যমান।

কলিকাতার রাস্তার গ্যাস পরীক্ষা করিলে প্রথম দুইটী অবস্থা অর্থাৎ কঠিন ও তরলভাব পরিলক্ষিত হয় না, কেবল শেষ অবস্থা অর্থাৎ গ্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। গ্যাসের আলোকে গ্যাস প্রজ্বলিত হইয়া আলোক প্রদান করে বলিয়া পলিতার প্রয়োজন নাই। তৈলের তরল অংশ পলিতার সহিত জ্বালাইলে গ্যাস উৎপন্ন হয়, সেই কারণে প্রদীপে পলিতার প্রয়োজন অপরিহার্য্য।

(১) জড়বিজ্ঞান দেখ। (Capillary attraction.)

এইরূপে বাতি, তৈল ও গ্যাসের আলো পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল দ্রব্য আমরা আলোকের জন্য ব্যবহার করি, তাহা উত্তাপের দ্বারা গ্যাস-রূপে পরিণত না করিলে, প্রজ্বলিত শিখা প্রাপ্ত হইতে পারি না। এইজন্যই উত্তাপের সহিত দহ্যমান গ্যাসকে শিখাশব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

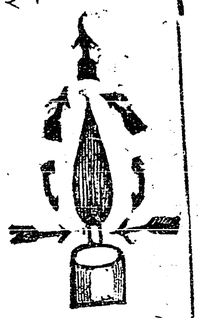

সকলেই দেখিয়াছেন, শিখা সকল সময়ই ঊর্দ্ধগামী অর্থাৎ তাহার অগ্রভাগ সকল সময়ই ঊর্দ্ধমুখ আছে, কখন অধোগামী হয় না, ইহার কারণ এই শিখার নিকটস্থ চতুর্দ্দিকের বায়ু উত্তাপে লঘু হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয় এবং সেই সঙ্গে শিখাকেও ঊর্দ্ধদিকে লইয়া যায়। (এই সন্নিবেশিত চিত্র দেখিলেই বায়ুর গতি স্থির করিতে পারা যায়)।

শিখা প্রজ্বলিত রাখিতে হইলে, নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে উত্তাপের প্রয়োজন। সেই উত্তাপের হ্রাস হইলেই শিখা নির্ব্বাণ হইয়া যায়। অনেকগুলি দ্রব্যের দ্বারা উত্তাপ অতি শীঘ্র সঞ্চালিত করা যায়। সুতরাং সেই সকল বস্তু শিখার নিকট লইয়া গেলে শিখা হইতে উত্তাপ হরণ করে এবং তৎক্ষণাৎ শিখা নির্ব্বাণ হইয়া যায়। একটা লৌহদণ্ডের অগ্রভাগে এক খণ্ড কাগজ জড়াইয়া অগ্নিতে ধরিলে, কাগজ অনেক বিলম্বে দগ্ধ হয়, কিন্তু কাষ্ঠ খণ্ডে কাগজ জড়াইয়া ঐরূপ করিলে, তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠে। ইহার কারণ এই, লৌহ পরিচালক এবং কাষ্ঠ অপরিচালক। লৌহদণ্ডের অগ্রভাগে যে কাগজ থাকে, তাহা অগ্নিতে প্রবেশ করাইলে, কাগজ উত্তাপিত হইতে না হইতেই, সকল উত্তাপ লৌহের সর্ব্বাঙ্গে পরিচালিত হয়। সুতরাং কাগজ জ্বলিতে বিলম্ব হয়, কিন্তু কাষ্ঠলগ্ন কাগজের উত্তাপ কাষ্ঠের সকল অংশে পরিচালিত হইতে পারে না। তজ্জন্য কাগজ উত্তাপিত হইয়া জ্বলিয়া উঠে। যদি এক খণ্ড তাম্রের তার অঙ্গুরীয়ের ন্যায় জড়াইয়া শিখার উপর দেওয়া যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ

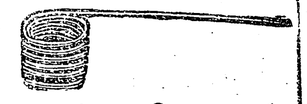

আলোক নির্ব্বাণ হইয়া যায় অর্থাৎ উত্তাপের হ্রাস হয়। কিন্তু ঐ অঙ্গুরীয় পূর্ব্বে উত্তাপিত থাকিলে ঐরূপ ঘটিবে না।

প্রদীপ বাতাসে নির্ব্বাণ হয় কেন? বায়ু প্রবল হইয়া শিখা হইতে উত্তাপ হরণ করে: সুতরাং শিখা প্রজ্বলিত থাকিতে পারে না। সূক্ষ্ম তারে নির্ম্মিত একখানা জাল একটা গ্যাস পাইপের উপর রাখিয়া যদি জালের উপরিভাগের গ্যাস জ্বালাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই জাল কিছু দূর ঊর্দ্ধে তুলিলেও গ্যাস জালের উপরেই জ্বলিতে থাকে, নিম্নে জ্বলিতে পারে না। কারণ এই তারের জাল এত শীঘ্র উত্তাপ পরিচালন করিয়া লয়, যে, নিম্নের দহনোপ-

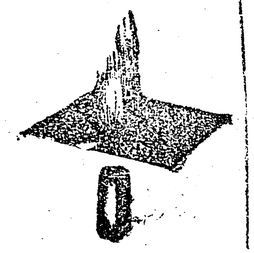

যোগী উত্তাপ থাকে না। কাজে কাজেই নিম্নের গ্যাস জ্বলিতে পারে না। এক খণ্ড কর্পূর এই জালের উপর জ্বালাইয়া দিয়া উলটাইয়া ফেলিলে, ঐ কর্পূরের শিখা নিম্নে জ্বলিতে থাকে, উপরে যায় না। এই উপায় অবলম্বন করিয়া সার হম্ফ্রে ডেভি (Sir Humphrey Davy) এক লণ্ঠন প্রস্তুত করেন। ইহার উপরিভাগ লৌহজালে আবৃত। এই লণ্ঠন

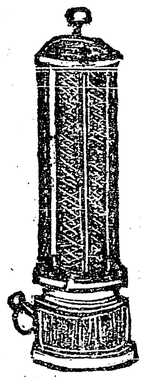

আবিষ্কারের পূর্ব্বে কয়লার খনিতে অনেক দুর্ঘটনা ঘটিত। উক্ত খনিতে স্বভাবতঃ যে সকল দহ্যমান গ্যাসের উৎপত্তি হয়, তাহা অগ্নি সংস্পর্শে তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠে ও বিকট শব্দসহকারে চারি দিক ফাটিতে থাকে। ইহা নিবারণ করিবার জন্য ডেভি এই লণ্ঠন প্রস্তুত করেন। দহ্যমান গ্যাস লণ্ঠনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্নি স্পর্শে জ্বলিতে থাকে কিন্তু সেই শিখা বাহিরে উত্তাপাভাবে আসিতে পারে না। এই জাল অধিক উত্তাপিত হইবার পূর্ব্বে লণ্ঠন তৎস্থান হইতে অন্তরিত করা উচিত। জাল অধিক উত্তপ্ত হইলে বাহিরের ও অভ্যন্তরের উত্তাপ সমান হয়; বাহিরের সমস্ত গ্যাস জ্বলিয়া উঠে এবং ভয়ঙ্কর শব্দে ফাটিতে থাকে ও কয়লার খনি ছারখার করিয়া ফেলে।

শিখার সমস্ত অবয়ব (Structure) তিন স্তবকে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

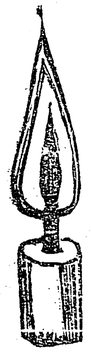

১ম, সর্ব্ব মধ্যস্থ কৃষ্ণবর্ণ স্তবক। এই স্থানে তরল তৈল হইতে বাষ্প প্রস্তুত হইয়া একত্র হইয়া থাকে। একটী কাঁচের নল দ্বারা এই গ্যাস বাহিরে আনাইয়া জ্বালাইতে পারা যায়। এখানকার উত্তাপ অত্যন্ত অল্প।

২য়, দীপ্যমান স্তবক। ইহা সকল অপেক্ষা আলোকময়। কোন শীতল বস্তু দ্বারা এই স্থান স্পর্শ করিলে, তাহার উপর ঝুল জমিয়া যায়।

৩য়, অদীপ্যমান স্তবক। এই স্থানের উত্তাপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দ্বিতীয় কটিবন্ধে অঙ্গার অম্লজানের সহিত না মিলিয়া কঠিন অবস্থাতেই থাকে এবং অধিক উত্তাপিত হইয়া আলোককে দীপ্তিমান করে। তৃতীয় অংশে এই সকল অঙ্গার বাহিরের অম্লজানের সহিত মিলিয়া যায়। তজ্জন্য আলোক অধিক দীপ্তিমান হয় না।

অনেকেই বলেন যে, অঙ্গার কঠিন রূপে নির্গত হইয়া উত্তাপে শ্বেতবর্ণ ধারণ

করিয়া শিখাকে দীপ্তিমান করে। কিন্তু ডাক্তার ফ্রান্‌ক্‌ল্যাণ্ড বিশেষ অনুসন্ধানের পর স্থির করিয়াছেন, কঠিন অঙ্গার দ্বারা শিখা দীপ্যমান হয় না। তিনি বলেন, গাঢ়তর উদকাঙ্গারক (Hydro Carbon) বাষ্প হইতে এই দীপ্তি নির্গত হয়। অত্যন্ত উত্তাপ সহকারে এই সকল উদকাঙ্গারক বাষ্পরূপে পরিণত হয়। এই বাষ্প অগ্নিসম্পর্কে অত্যন্ত দীপ্তিমান হইয়া শিখাকেও দীপ্যমান করে। তিনি আরও বলেন, অগ্নিশিখাতে অনেকপ্রকার গ্যাস আছে। ইহার বাষ্প অত্যন্ত গাঢ় এবং উত্তপ্ত হইলে আলো অধিকতর দীপ্তিমান হয়।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, শিখাতে অঙ্গার কঠিন অবস্থায় উপস্থিত থাকে বলিয়া আলোর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হয়। উদাহরণ স্বরূপ যদি একটা উজ্জ্বল দীপ শিখার উপর একখণ্ড চীনের বাসন ধরা যায়, তৎক্ষণাৎ তাহাতে অঙ্গার জমিয়া যায়। কিন্তু যে সকল আলোকে অঙ্গার কঠিন অবস্থায় না থাকে, তাহাতে এই অঙ্গার পাওয়া যায় না। একটা স্পিরিট্‌ ল্যাম্পের উপর এক খণ্ড বাসন ধরিলে তাহাতে কাল দাগ হইবে না। কারণ, এই আলোক হইতে অঙ্গার নির্গত হইবামাত্র অম্লজানের সহিত মিশিয়া যায়। আবার কেরোসিন তৈলের আলো চিমনির মধ্যে না থাকিলে অঙ্গার অত্যন্ত জন্মে। এবং শিখার অঙ্গার অধিক উত্তাপ অভাবে অম্লজনের সহিত মিশিতে পারে না। কিন্তু চিম্‌নির ভিতর থাকিলে, সমস্ত অঙ্গার দগ্ধ হইয়া যায়। কতকগুলি গ্যাস হইতে যে শিখা উৎপন্ন হয় তাহা অদীপ্যমান। তাহা হইতে কোন অঙ্গার পাওয়া যায় না। অথবা তাহাতে অঙ্গার কিছুমাত্র নাই, যেমন অম্লজান ও উদজান শিখা। কিন্তু এই শিখার সংস্পর্শে থাকিলে, কঠিন দ্রব্য দীপ্যমান হইয়া উঠে; ইহার সাক্ষ্য স্বরূপ এক খণ্ড চূণ শিখায় ধরিলে, ঐ চূণ উত্তপ্ত হইয়া তাড়িতালোকের ন্যায় দীপ্যমান হয়।

শিখা প্রজ্বলিত রাখিবার জন্য অম্লজান আবশ্যক করে। স্বভাবতঃ বায়ুই অম্লজানের প্রধান আকর। সুতরাং বায়ুর অভাব হইলে, আলোক জ্বলিতে পারে না। বায়ুর সমাগম অল্প হইলেও আলোক ভাল রূপে জ্বলে না। অম্লজান অভাবে সম্পূর্ণ দহন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। কেবল ঝুল অর্থাৎ অঙ্গার নির্গত হইতে থাকে। আবার বায়ুসমাগম অত্যন্ত অধিক হইলে আলোক উজ্জ্বলরূপে জ্বলিতে পারে না। শিখার উত্তাপের হ্রাস হওয়াতে, অসম্পূর্ণ দহনক্রিয়া হইয়া থাকে। এবং অঙ্গার ও দুর্গন্ধ নির্গত হয়।

একটী আবদ্ধ গৃহের মধ্যে প্রবল অগ্নি প্রজ্বলিত করিলে প্রচুর অম্লজান অভাবে

ভাল আলো হয় না। ঘর শীঘ্রই অঙ্গারকাম্লে পরিপূর্ণ হয়। অঙ্গারকাম্ল দহনের সহযোগিতা না করিয়া বরং শিখার শীঘ্রই উজ্জ্বলতা হ্রাস করে। আবার সেই ঘরের মধ্যে যদি অধিক লোক থাকে, তাহা হইলে আরও শীঘ্র অঙ্গারক অম্লে পরিপূর্ণ হয়। কারণ তদ্দ্বারা দুই প্রকারে অঙ্গারকাম্ল নির্গত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ প্রজ্বলিত শিখা হইতে, দ্বিতীয়তঃ প্রশ্বাস কালে মনুষ্যগণের ফুস ফুস হইতে। মনুষ্য এবং শিখা তাহাদিগের স্থায়িত্বের জন্য গৃহমধ্যস্থ আবদ্ধ বায়ু হইতে সমস্ত অম্লজান গ্রহণ করে এবং ঘর আবদ্ধ থাকায়, বাহিরের বায়ু প্রচুররূপে প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া মনুষ্যের স্বাস্থ্যের বিশেষ হানি হইতে থাকে। কিন্তু যদি দ্বারের বায়ু গমনাগমনের পথ সকল খোলা থাকে, তাহা হইলে, অঙ্গারকাম্ল ঘর হইতে বহির্গত হইয়া যায় এবং পরিষ্কৃত বায়ু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। দ্বার এবং জানালার উপরি ভাগ দিয়া বায়ু গৃহমধ্যে প্রবেশ করে এবং অঙ্গারাম্ল বায়ু অপেক্ষা অনেক গুরু বলিয়া নিম্ন ভাগ দিয়া বহির্গত হইতে থাকে। অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, অঙ্গারকাম্ল বায়ু অপেক্ষা ভারি, তথাপি কেন গৃহহইতে বাহির হইয়া যায়। গ্যাসের ঐরূপ বিকিরণ ক্ষমতা আছে। যদি দুইটী ভিন্ন ভিন্ন আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশিষ্ট গ্যাস একত্র করা যায় এবং যদি গুরুতর গ্যাস নিম্নে থাকে, তথাচ অল্প সময়ের মধ্যে এই বিকিরণ ক্ষমতা বলে একটী আর একটীর সহিত মিশিয়া যায়। এই জন্য অঙ্গারকাম্ল গ্যাস বায়ু অপেক্ষা গুরু হইলেও বাহিরের বায়ুর সহিত মিলিয়া যায়। ঘরের মধ্যে অধিক দীপ জ্বালিলে এবং লোকসমাগম হইলে, বাহিরের বায়ু যাহাতে গৃহমধ্যে আসিতে পারে, তজ্জন্য সকলের বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত। বায়ু গৃহমধ্যে প্রবেশ করে এবং অঙ্গারকাম্ল তথা হইতে নির্গত হয়, এ কথা অগ্নিশিখা দ্বারা বিশেষরূপে প্রমাণ করা যায়। দ্বারপথের চৌকাটের উপর একটী জ্বলন্ত দীপ এবং দ্বারপথের উপরি ভাগে আর একটী দীপ রাখিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, নিম্নের দীপশিখা বহির্ভাগে নত হয় এবং উপরের দীপশিখা অন্তর্ভাগে নত হয়। ইহার দ্বারা এই দুই গ্যাসের স্রোত পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাইতেছে, তাহা বিশেষরূপে দেখা যায়।

অঙ্গারকাম্ল দহনের সহায়তা করে না; একটী অঙ্গারকাম্লপূর্ণ বোতল একটী দীপশিখার উপর অধোমুখে ধরিয়া থাকিলে, অঙ্গারকাম্ল শিখার উপর পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিবে।

একটী বাতি উপরে এবং অপরটী তাহার কিছু নিম্নে রাখিয়া যাহাতে বাহি-

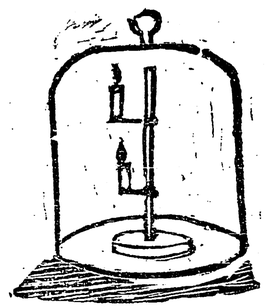

রের বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে এরূপ ভাবে একটী দেয়াল গিরির ফানুশ দিয়া (তাহার যে দিক পিতল দিয়া বাঁধান সেই দিক কাক এবং গালার দ্বারা উত্তম রূপে আবদ্ধ করিতে হইবে) আবরিত করিলে, দেখিতে পাইবে যে, দুইটী বাতি উজ্জ্বলরূপে জ্বলিতেছে, অল্প সময় মধ্যে নিম্নের বাতির উজ্জ্বলতার হ্রাস হইয়া আসিবে। ক্রমে ধূম ও অঙ্গার নির্গত হইতে থাকিবে এবং এই সময়ের মধ্যে উপরের শিখাও হীনপ্রভ হইতে আরম্ভ হইবে। পরে নিম্নের আলোক এবং কিয়ৎক্ষণ পরে উপরের শিখাও নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। ইহার কারণ নিম্নে প্রকটিত হইল।

শিখা হইতে নির্গত অঙ্গার অম্লজানের সহিত মিশিয়া অঙ্গারকাম্ল উৎপন্ন হয়, অল্প সময় মধ্যে আবদ্ধ অম্লজান নিঃশেষিত হইয়া থাকে এবং অঙ্গারকাম্ল ফানুশের অধোভাগে একত্র হইতে থাকে। তজ্জন্য প্রথমতঃ নিম্নের শিখা নির্ব্বাণ হইয়া যায়, পরে যখন সমস্ত অম্লজান নিঃশেষিত হইয়া ফানুশের অভ্যন্তরে অঙ্গারকাম্লে পরিপূর্ণ হয়, তখন উপরের আলোকও নির্ব্বাণ হইয়া যায়।

শিখা হইতে যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে জল ও অঙ্গারকাম্ল প্রধান। শিখা হইতে নির্গত অঙ্গার ও উদজান গ্যাস উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন অংশে অম্লজানের সহিত মিশিয়া অঙ্গারকাম্ল ও জল উৎপাদন করে।

ভিন্ন ভিন্ন তৈল অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রদীপ ব্যবহৃত হয়। কতকগুলি তৈল অত্যন্ত গাঢ় *। সেই সকল তৈলের উপরিভাগেই পলিতা জ্বালাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে তৈল জ্বলিয়া উঠে না। কিন্তু কতকগুলি তৈল অত্যন্ত তরল; অগ্নি সংস্পর্শেই জ্বলিয়া উঠে; তজ্জন্য শিখা হইতে তৈল কিঞ্চিৎ অন্তরে রাখিতে হয়। সেই নিমিত্ত কেরোসিন তৈলের উপর পলিতা রাখিয়া জ্বালাইতে পারা যায় না। এই তৈল অগ্নিস্পর্শে তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠে এবং সময়ে সময়ে উহা দ্বারা অনেক বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। তজ্জন্য কেরোসিন তৈল জ্বালাইবার প্রদীপে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তৈল, শিখা হইতে অনেক অন্তরে থাকে, পলিতার দ্বারা নিম্ন হইতে তৈল শোষিত হইয়া শিখার নিকট লইয়া যায়। আজ কাল আমাদের দেশে কেরোসিন তৈল অল্প মূল্যে পাওয়া যায় বলিয়া প্রায় সকলেই ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু চিমনিবিহীন প্রদীপে এই তৈল জ্বালাইলে বিশেষ হানি হইবার সম্ভাবনা। কারণ, সকলেই দেখিয়াছেন, টিনের কিম্বা অন্য পদার্থ নির্ম্মিত পাত্রে

* যথা নারিকেল ও রেড়ী।

চিমনি না দিয়া কেরোসিন্ জ্বালাইলে আলোক বিশেষরূপে পরিষ্কৃত হয় না, বরং অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ধূম নির্গত হয়।

কিন্তু চিম্‌নিবিশিষ্ট পাত্রে জ্বালাইলে আলোক অত্যন্ত উজ্জ্বল হয় এবং কোনরূপ দুর্গন্ধ ও ধূম নির্গত হয় না। তাহার কারণ এই যে, টিনের পাত্রের আলোকে অসম্পূর্ণ দহনক্রিয়া হইয়া থাকে, তজ্জন্য অধিক পরিমাণে অঙ্গার নির্গত হয়; কেন না, শিখা অত্যন্ত অধিক বায়ুর সংস্পর্শে থাকে বলিয়া, তাহার উত্তাপ বৃদ্ধি হয় না এবং উত্তাপ অল্প হওয়ায় ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয় না, অধিক বায়ুর সংস্পর্শে থাকিলে শিখার উত্তাপের পরিমাণ বিশেষরূপে হ্রাস হইয়া থাকে, সুতরাং চিম্‌নি ব্যতীত কেরোসিন তৈল জ্বালান উচিত নহে; কারণ এই সকল অঙ্গার আমাদিগের ফুস ফুস মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানারূপ পীড়ার বীজ বপন করে। কিন্তু চিম্‌নি দিয়া এই তৈল জ্বালাইলে সম্পূর্ণ দহনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সকলেই দেখিয়াছেন যে, কেরোসিন ল্যাম্পের কলের নিম্নভাগে কতকগুলি ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্র দিয়া প্রবলবেগে বায়ু প্রবেশ করিয়া শিখার সহিত মিলিত হয়। অম্লজানের সহিত অঙ্গার মিলিত হওয়াতে সম্পূর্ণ দহনক্রিয়া সম্পন্ন এবং আলোকের ও উত্তাপের বিশেষ বৃদ্ধি হয়। যদি আমরা ক্ষুদ্র ছিদ্রগুলি হাত দিয়া বন্ধ করি, তৎক্ষণাৎ আলোকের উজ্জ্বলতা হ্রাস হয়, এবং ধূম নির্গত হইতে থাকে। কারণ, তাহাতে বায়ুর গতি রোধ হইয়া যায়।

আবার, চিমনির উপরিভাগে এক খানা কাগজ রাখিলে, পূর্ব্ববৎ উজ্জ্বলতার হ্রাস হয় ও ধূম নির্গত হয়। ইহার কারণ এই, উৎপন্ন গ্যাস সকল উত্তাপিত হইয়া বায়ুর সহিত চিমনির ঊর্দ্ধ মুখ দিয়া নির্গত হইয়া থাকে। সুতরাং সেই মুখ আবৃত করিলে তাহাদিগের গতি রোধ করা হয়। এই গ্যাস সকল আবার বহির্গমনের জন্য নিম্নাভিমুখে গমন করে। তাহাতে, নিম্নের ছিদ্র দিয়া যে বায়ু আসিতেছিল তাহার আগমন বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং বায়ু অভাবে আলোক ভাল রূপে জ্বলিতে পারে না। এইরূপে অধিকক্ষণ চিমনির মুখ বন্ধ রাখিলে, বায়ুর অভাব হয়। বায়ুর অভাবে অঙ্গারকাম্ল শিখার উপর চাপিয়া পড়ে, তাহাতেই আলোক নির্ব্বাণ হইয়া যায়।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়।

চার্ল্‌স্ রবর্ট ডারুইন্।

এই প্রস্তাবের শীর্ষে যে মহাপুরুষের নাম সন্নিবেশিত হইল, তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে সমস্ত সভ্য জগৎ ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মে আহত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। ডারুইন একজন প্রভূত-ধীশক্তিসম্পন্ন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। স্যর আইজাক নিউটনের পর এরূপ প্রতিভাশালী পণ্ডিত বোধ হয় আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। মহামতি নিউটন সমগ্রজড়জগদ্‌ব্যাপী মাধ্যাকর্ষণনামক যে মহানিয়ম আবিষ্কার করেন, সূক্ষ্মদর্শী ডারুইন কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত সমগ্র-জীব-জগদ্‌ব্যাপী পরিণতিবাদ (Theory of Evolution) তাহার তুলনায় কোন অংশেই হীন নহে। এরূপ অসাধারণ মনুষ্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী অনেকের আদরণীয় হইবে, সন্দেহ নাই।

চার্ল্‌স্ রবর্ট ডারুইন ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড দেশের অন্তঃপাতী শ্রুজবেরী নগরে (Shrews bury) জন্মগ্রহণ করেন। ডারুইনের পিতা চিকিৎসাব্যবসায়ী ছিলেন, এবং তাঁহার পিতামহ ডাক্তার ইরাস্মস্ ডারুইন (Dr. Erasmus Darwin) একজন প্রতিষ্ঠালব্ধ কবি ও প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ছিলেন। পৌত্র যে মতকে পূর্ণাবয়ব ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া জগতে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। পিতামহও সেই মতের একজন প্রথম পোষক ছিলেন। ডারুইনের মাতা মৃৎপাত্রাদিনির্ম্মাতা সুবিখ্যাত শিল্পী জোসায়া ওয়েজ্ উডের * কন্যা। অতএব ডারুইনের পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়ই বিজ্ঞানানুরাগী ছিল।

বাল্যাবস্থায় ডারুইন কিছু দিন শ্রুজবেরি নগরস্থ এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নানন্তর ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ১৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, স্কটলণ্ডের রাজধানী এডিন্‌বরা নগরে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার্থ প্রেরিত হয়েন। সেই সময়েই তাঁহার প্রাণীবিদ্যানুশীলনে বিশেষ অনুরাগের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তাহারই অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে ডারুইন উত্তরাধিকার সূত্রে যথেষ্ট সম্পত্তির অধিকারী

* জোসায়া ওয়েজ্‌উড্ মৃৎপাত্রাদি নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন। আজি কালি ঔষধালয় মাত্রে যে পাথরের খল ব্যবহৃত হয়, তাহা "ওয়েজ্‌উড্ মরটার" (Wedgewood mortar) নামেই বিখ্যাত।

হওয়াতে, চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যয়নে বিরত হয়েন। তৎপরেই শিক্ষার্থী হইয়া তিনি কেম্ব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং তথায় ১৮৩১ সালে বি, এ, উপাধি ও ১৮৩৭ সালে এম্, এ, উপাধি প্রাপ্ত হয়েন।

১৮৩১ সালে, অর্থাৎ যে বৎসর তিনি বি, এ, উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, সেই বৎসরই তিনি প্রথম বৈজ্ঞানিক কার্য্যে ব্রতী হয়েন; এবং সেই শুভক্ষণ হইতেই তাঁহার মহীয়ান্ মতের সূত্রপাত হয়। ঐ বৎসর আবহবিজ্ঞান (Meteorology) বিশারদ কাপ্তেন ফিট্‌জ্‌রয়্ (Fitzroy) "বীগ্‌ল্" (Beagle) নামক জাহাজে পৃথিবী প্রদক্ষিণার্থ সমুদ্র যাত্রা করিবার পূর্ব্বে আপনার সমভিব্যাহারে এক জন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় ডারুইন আহ্লাদে তাঁহার সহিত যাইতে সম্মত হয়েন। ছয় বৎসর কাল ডারুইন ঐ জাহাজে থাকিয়া পৃথিবীর নানাস্থানের প্রাণিতত্ত্ব ও ভূতত্ত্বের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। ১৮৩৭ সালে ঐ জাহাজ ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলে, সমুদ্র পরিভ্রমণ কালে ডারুইন যে সকল বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব সংগ্রহ করেন, তাহা সাধারণের পাঠোপযোগী করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলেন *। এই গ্রন্থখানির লেখা অতীব প্রাঞ্জল ও মনোহর, অথচ বিজ্ঞানগভীর। ইহাতে নানাজাতীয় পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদির চরিত্র বর্ণনা; ভূকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, সামুদ্রিক, নীহারস্তূপ, প্রভৃতি নৈসর্গিক ব্যাপারের বিবরণ, প্রবালদ্বীপনির্ম্মাণ প্রণালী ও অন্যান্য ভূতত্ত্ব বিষয়ক অভিনব প্রবন্ধাবলি, প্রভৃতি অনেক বিষয় লিখিত আছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, কোন নৈসর্গিক ব্যাপারই সুনিপুণ পরিদর্শকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। ইংলণ্ডে প্রত্যাগমনের পর ডারুইন আরও অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন এবং তৎসমস্তই, তাঁহার সমুদ্রযাত্রার ফল। এই সকল গ্রন্থাদি প্রণয়নকালে জীবজগতের বর্ত্তমান ও ভূত কালের অবস্থার তুলনায় বর্ণোৎপত্তি, (অর্থাৎ পশ্বাদির ও বৃক্ষলতাদির পরস্পর প্রভেদ ও জাতি বিভাগ) সম্বন্ধে অনেক অভিনব ভাব, ডারুইনের গভীর চিন্তাশীল মনে উদিত হয়! কিন্তু ডারুইন তাঁহার সেই সকল ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যগ্র হয়েন নাই। তিনি প্রকৃত পণ্ডিতের উপযুক্ত সতর্কতা ও সাবধানতা সহিত স্বীয় মতের তন্ন তন্ন বিচার না করিয়া, তাহা সাধারণের গোচর করিতে

* Journal of Researches with the Natural history and Geology of the Countries visited during the Voyage of H. M. S. Beagle round the World.

একান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনার পরবশ হইয়া তাঁহাকে "বর্ণোৎপত্তি" সম্বন্ধে তাঁহার মত ১৮৫৮ সালে অগত্যা প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। তৎকালে আল্‌ফ্রেড্ ওয়ালেস্ (Alfred Wallace) নামা কোন প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত প্রশান্ত মহাসাগরস্থ মালেই (Malay Islands) দ্বীপপুঞ্জের প্রাকৃতিকতত্ত্বানুশীলনে ব্রতী ছিলেন। তিনি তত্রস্থ প্রাণিতত্ত্ব পর্য্যালোচনাপ্রসঙ্গে বর্ণোৎপত্তি সম্বন্ধে ডারুইনের অনুরূপ মত স্থির করিয়াছিলেন, এবং তদ্বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়া, ইংলণ্ডের বিজ্ঞানসভাবিশেষে পঠিত হইবার জন্য স্বদেশে প্রেরণ করেন। কিন্তু ডারুইনের আবিষ্কৃত মত ইহার বহু পূর্ব্বে স্যর চাল্‌স লায়েল (Sir Charles Lyall) ও ডাক্তার হূকর (Dr. Hooker) নামক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদ্বয়, সবিশেষ অবগত ছিলেন, তাঁহাদেরই উত্তেজনায় ডারুইন ও ওয়ালেস উভয়ের প্রবন্ধই একত্রে পঠিত হইতে ডারুইন সম্মত হয়েন।

১৮৫৮ সালের ১লা জুলাই রাত্রিতে ঐ দুই প্রবন্ধই লিন্নীয়ান সোসাইটী (Linnæan Society) নামক বিজ্ঞান সভায় পঠিত হয়, এবং সেই ১লা জুলাই ডারুইনের বর্ণোৎপত্তিবিষয়ক মতের শুভ জন্ম দিন বলিয়া গণনা করিতে হইবে, যদিও তাঁহার "বর্ণোৎপত্তি" (Origin of Species) নামধেয় মহান্ গ্রন্থ তাহার প্রায় এক বৎসর পরে প্রকাশিত হয় কিন্তু ঐ গ্রন্থের উপক্রমণিকাভাগে ডারুইন জীব-জগতের বর্ণোৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহার মতপরিবর্ত্তনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াছেন। কিরূপে সাগর পর্য্যটনকালে নানা দেশের নানাজাতিয় জীবোদ্ভিদাদির জাতি ও বর্ণ বৈচিত্র দেখিয়া তিনি মুগ্ধ ও সেই বৈচিত্রের মূল কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন এবং অবশেষে কিরূপে ১৮৩৭ সাল হইতে বিংশতি বৎসরকাল গভীর গবেষণায় ব্যাপৃত থাকিয়া ১৮৫৮ সালে প্রথম তাঁহার সুপরিণত "পরিণতিবাদ" মত (Theory of Evolution) সাধারণের গোচর করেন ইত্যাদি বিষয় ই হাতে লিখিত আছে। তাঁহার পরিণতিবাদ মতের মূল কথা এই যে, আমরা বর্ত্তমান কালে পৃথিবীতে প্রাণী ও উদ্ভিদগণের যেরূপ অগণিত জাতি বংশ ও বর্ণ লক্ষিত করি, তাহারা আদিতে ঐরূপ জাতি, বংশ বা বর্ণে বিভক্ত হইয়া আবির্ভূত হয় নাই। তাহারা যুগ যুগান্তর পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জীব ছিল; ক্রমে কাল সহকারে অনুকূল অবস্থার বলে শারীরিক ও মানসিক উন্নতি প্রযুক্ত উৎকৃষ্টতর জীবরূপে পরিণত হইয়াছে। জীবোদ্ভিদাদি যে প্রণালিতে এই রূপে পরিণতি প্রাপ্ত হয়, তৎসম্বন্ধে ডারুইন তিনটি কারণ নির্দ্দেশ করেন। প্রথম, প্রাকৃতিক নির্ব্বা

চন (Natural Selection) দ্বিতীয়, রাজস বিগ্রহ বা * জীবার্থ সংগ্রাম (Struggle for Existence) এবং তৃতীয়, যোগ্যের জয় (Survival of the Fittest)। কাল সহকারে জীবোদ্ভিদাদির অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে এবং তৎপ্রযুক্ত আবশ্যকীয় অঙ্গের স্ফূর্ত্তি ও অনাবশ্যকীয় অঙ্গের অবনতি হয়। এইরূপ প্রাণীগণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির স্ফূর্ত্তি ও উন্নতি হওয়ার নাম "ভূতনিরুক্তি বা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন"। প্রাণিবগ স্ব স্ব জীবন রক্ষার্থ ও জীবন ধারণোপযোগী আহার আহরণার্থ প্রতিনিয়তই পরস্পর বিরোধী; এইরূপ বিরুদ্ধভাব, কি প্রাণী জগতে কি উদ্ভিদ জগতে সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়; এবং তাহাকেই "জীবার্থ সংগ্রাম বলিয়া ডারুইন উল্লেখ করিয়াছেন। এই জীবার্থ সংগ্রামে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন প্রসাদে শরীর গঠনের প্রকৃষ্ট উন্নতি প্রযুক্ত যে জীব বিশেষ যোগ্যতালাভ করিয়াছে সেই জীবই জয়ী হইবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ প্রাণিগণের উচ্ছেদ ও যোগ্যের স্থায়িত্ব সাধিত হইবে। ইহাই ডারুইনের "যোগ্যের জয়"।

১৮৫৯ সালের পর ডারুইন যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তৎসমুদায়ই তাঁহার বর্ণোৎপত্তি বিষয়ক মতের প্রমাণ সংগ্রহ মাত্র। এই সকল গ্রন্থে এত ভূরি পরিমাণে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, যে তিনি আর কিছুই বাঞ্ছনীয় রাখেন নাই। মনুষ্যের উৎপত্তি, বৃক্ষ লতাদির গতি শক্তি, গৃহ পালিত জাবোদ্ভিদের পরিবর্ত্তন, পুষ্পাদির গঠন বৈচিত্র, প্রভৃতি নানা বিষয়ের সূক্ষ তত্ত্ব সকল উদ্ভাবন করিয়া তাঁহার পরিণতিবাদ † মতের যাথার্থ স্থাপন করিয়াছেন। (Origin of Species) গ্রন্থ প্রকাশের পর, ১৮৬২ সালে Fertilization of Orchids. ১৮৬৮ সালে Variation of Animals and Plants under Domestieation; ১৮৭১ সালে Descent of Man; ১৮৭২ সালে Expression of the Emotions; ১৮৭৫ সালে Movements and Habits of Climbing Plants, ঐ বৎসরেই Insectivorous Plants; ১৮৭৬ সালে Effects of Cross and Self Fertilization in the Vegetable Kingdom; ১৮৭৭ সালে Different Forms of Flowers on Plants

* আর্য্য জাতির প্রণীত পুরাণশাস্ত্রে এই ভূত নিরুক্তি ও রাজস বিগ্রহাদির সংক্ষেপে ও গূঢ়রূপে উল্লেখ আছে। উহার অন্তর্গত "ভূত সর্গ" পাঠ করিলে ইহা জানিতে পারা যায়।

† পদ্মপুরাণাদিতেও মনুষ্যকে নবম বা শেষ সৃষ্টি বলা হইয়াছে অর্থাৎ ভগবান্ স্রষ্টা পুরুষ অগ্রে পশু পক্ষী ও উদ্ভিদাদির সৃষ্টির পর মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন; ইত্যাদি লিখিত আছে। (স)

of the same species; ১৮৮০ সালে Powers of Movement in plants; এবং অবশেষে ১৮৮১ সালে Formation of Vegetable mould through the Action of Worms প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহা ব্যতীত অনেক বৈজ্ঞানিক পত্রে নানা প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ডারুইনের প্রচারিত গ্রন্থাবলির মধ্যে "বর্ণোৎপত্তি (Origin of Species) ও "মনুষ্যের উৎপত্তি (Desent of Man) নামধেয় গ্রন্থদ্বয়সম্বন্ধেই অনেক সুতর্ক ও কুতর্ক উঠিয়াছিল এবং অদ্যাপি তাহা সমাপ্ত হইয়াছে বলা যায় না। হীন প্রাণী বিশেষ, সম্ভবতঃ বানর জাতীয় কোন প্রাণী হইতেই মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ডারুইন তাঁহার মনুষ্যের উৎপত্তি বিষয়ক গ্রন্থে এই মত অকাট্য প্রমাণ সহ প্রচার করাতে অনেক স্থূলদর্শী ব্যক্তির ব্যঙ্গোক্তি ও নিন্দাবাদের পাত্র হইয়াছিলেন। কিন্তু গুণিগুণাগ্রগণ্য ডারুইন কখন সে সকল প্রলাপ বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার উন্নত মস্তিষ্কের অপব্যয় করেন নাই; তিনি কখন বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডায় কালাতিপাত করেন নাই। তবে যে সকল বিজ্ঞ ব্যক্তি সুতর্ক করিয়া তাহার মতের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের যুক্তি তিনি যত্নের সহিত বিচার করিয়া সদুত্তর প্রদানে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং ক্বচিৎ তাঁহার মত পরিবর্ত্তনও করিয়াছেন।

ডারুইনের অমূল্য জীবন একমাত্র বিজ্ঞানানুশীলনেই অতিবাহিত হইয়াছে। তিনি কখন কোন বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা বা অন্য কোন সাধারণ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন নাই। আধুনিক ভূতত্ত্ব বিদ্যার নেতা ও নিয়ন্তা স্যর চার্লস্ লায়েলের ন্যায়, ডারুইনকেও কখন উদরান্নের জন্য ভাবিতে হয় নাই। এরূপ সৌভাগ্য অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের ঘটিয়া উঠে না। ডারুইনের যে, তাদৃশ সৌভাগ্য সম্মিলিত হইয়াছিল, তাহা জগতের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। তন্নিবন্ধনই ডারুইন আজীবন কায়মনোবাক্যে বিজ্ঞানের উপাসনাকার্য্যে ব্রতী থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার অসামান্য বিদ্যাবত্তার সমাদরার্থ ১৮৭৭ সালে কেম্ব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে এল, এল, ডি উপাধি প্রদান পূর্ব্বক সম্মানিত করেন; অথবা তিনি তদুপাধি গ্রহণে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান বর্দ্ধন করেন।

ডারুইন যৌবন কাল হইতেই সময়ে সময়ে এক ক্লেশকর পীড়ায় অভিভূত হইতেন; এবং যে সময়ে ঐ রোগে আক্রান্ত হইতেন, তখন কিয়ৎকালের জন্য তাঁহাকে এক কালে শয্যাশায়ী থাকিতে হইত। তাহার উপর অনবচ্ছিন্ন বিজ্ঞানানুশীলনে তাঁহার বিশেষ স্বাস্থ্যহানি হইয়াছিল। এবং এই দুই কারণ বশতঃ তাঁহার জীবিতকালের কতকটা হ্রাস হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রম

কালে তাঁহার কেণ্ট্শায়ারের নিভৃত আবাসে গত ১৯শে এপ্রেল তারিখে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

ডারুইন এক বৃহৎ পরিবার রাখিয়া গিয়াছেন। তঁহার পত্নী ও পাঁচ পুত্র এবং দুই কন্যা জীবিত আছেন। তাঁহার পুত্রগণ সকলেই কৃতবিদ্য ও কৃতকর্ম্মা।

আমরা উপসংহারে ডারুইনের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। অনেকে ডারুইনকে নাস্তিক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু আমরা বলি, তাঁহারা একান্ত ভ্রান্ত। ডারুইন্ তাঁহার Origin of Species গ্রন্থের উপসংহার ভাগে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ডারুইনের সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল; এবং তাঁহার পরিণতিবাদ ঈশ্বরের মহিমা খর্ব্ব না করিয়া বরং বর্দ্ধন করিয়াছে। আমরা ইহার পোষক বর্ণোৎপত্তি গ্রন্থ Origin of Species হইতে দুইটী অংশ প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

"There is grandeur in this view of life, with its several powers having been originally breathed by the Creator into a few forms or into one; and that, whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, forms so simple a beginning endless forms, most beautiful and most wonderful, have been and are being evolved ....Authors of the highest eminence seem to be fully satisfied with the view that each species has been independently created. To my mind it accords better with what we know of the laws impressed on matter by the Creator, that the production and extinction of the past and present inhabitants of the world should have been due to secondary causes, like those determining the birth and death of the individual. When we view all beings not as special creations, but as the lineal descendants of some few beings which lived long before the first bed of the Cambrian system was deposited, they seem to me to become ennobled."

(ক্রমশঃ)।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ধর।

আর্য্যজাতির ব্যাকরণশাস্ত্র।

কাহারও প্রশংসায় অত্যুক্তি করিতে নাই, করিলে মনুষ্যত্বের হানি হয়। মানুষকে দেবতা বলিতে নাই, কেননা, বলিলে ঊনবিংশ শতাব্দীর কটাক্ষভঙ্গী সহ্য করিতে হয়। নতুবা আমরা আর্য্যজাতির ব্যাকরণশাস্ত্রের প্রশংসা করিতে গিয়া হয় তো রাগবশে অত্যুক্তি করিয়া ফেলিতাম, হয় তো পাণিনি ও বোপদেবকে দেবতা বলিয়া ফেলিতাম্।

অঙ্কশাস্ত্রের ত্রৈরাশিক শিখিলে ত্রৈরাশিকের সমুদায় অঙ্কই কসিতে পারা যায়, গুণ ভাগ শিখিলে গুণ ভাগের সমুদায় অঙ্কই কসিতে পারা যায়। কিন্তু একই নিয়মে গুণ ভাগ ও ত্রৈরাশিক কসিতে পারা যায় না, উহাদের ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম আবশ্যক করে। সংস্কৃত ব্যাকরণের শব্দপরিচ্ছেদে যে নিয়ম করা হইতেছে, ধাতু পরিচ্ছেদেও তাহাই খাটিতেছে। যথা "ভি পরে হ স্থানে ঢ় হয়"। এস্থলে 'ভি'র অর্থ এইরূপ করা হইতেছে যথা "ভৌ পরে যৎকার্য্যং বক্ষ্যতে তৎ লের্হসে ধো র্ঝসে স্যাৎ"। অর্থাৎ ভি পরে যে কার্য্য বলা হইবে, শব্দ পরিচ্ছেদে তাহা হস্ পরে এবং ধাতুপরিচ্ছেদে ঝস্ পরে হইবে। হস্ অর্থাৎ সমুদয় ব্যঞ্জন বর্ণ, ঝস্ অর্থাৎ বর্গের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, ও চতুর্থ বর্ণ এবং শ, স, ষ। এখন পাঠক বিবেচনা করুন, সংস্কৃত ভাষায় দুই সহস্রের অধিক ধাতু আছে এবং ১৮০টী প্রত্যয় যোগে অধিকাংশ ধাতুরই পদ স্থির হইয়া থাকে। ইহাতে কত পদ হয়? অথবা শুধু এই কয়েকটী প্রত্যয় নহে, শতাধিক তদ্ধিত প্রত্যয় আছে; ব্যাকরণকার যখন লক্ষণ করিয়াছিলেন যে, ঝস্ পরে ধাতুর হ স্থানে ঢ় হয়, তখন অবশ্য তাঁহাকে এই সমস্ত পদ একে একে মনোমধ্যে উপস্থিত করিয়া পরীক্ষা করিতে হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, তিনি দেখিলেন্ যে, শব্দপরিচ্ছেদেও ঝস্ পরে হ স্থানে ঢ় হইতেছে, তবে শব্দপরিচ্ছেদে কিঞ্চিৎ বিশেষ এই যে, সেস্থলে বর্গের পঞ্চমবর্ণ ও হ, য, ব, র, ল এই কয়েকটি বর্ণ পরেও হ স্থানে ঢ় হইতেছে। অন্ততঃ দ্বাদশ বৎসর নিমীলিত নয়নে ধ্যান না করিলে, এ সকল আলোচনা শেষ করা কঠিন বলিয়া বোধ হয়। শব্দ ও ধাতুর 'ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান' দিব্য চক্ষে না দেখিতে পাইলে, এ সকল সিদ্ধান্ত করা কঠিন বলিয়া বোধ হয়। এইনিমিত্তই এ সকল ব্যাপার সুসভ্যতম ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও বিস্ময়ের বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

এই নিমিত্ত কেহ কেহ ইহাও সন্দেহ করেন্ যে, হয়তো সংস্কৃত ভাষায় আগে ব্যাকরণ ও পরে পদনির্ম্মাণ ও ভাষাবিস্তার হইয়াছিল। তাঁহাদের মতে কোন ভাষাতেই সকল ধাতুর সকল পদের প্রয়োগ হয় না, অল্পসংখ্যক ধাতুই সর্ব্বদা প্রযুক্ত হয়, পরে ভাষাবৃদ্ধি সহকারে নূতন ধাতুর বৃদ্ধি হইতে থাকে—যেমন বাঙ্গালা ভাষায় নিবেদিতেছি প্রভৃতি পদ সম্প্রতি ঘটিয়াছে। তাঁহাদের মতে পুরাকালে গুরুভক্তি ও পূর্ব্বপুরুষভক্তি অধিক ছিল, পর পর কালের লেখকেরা নূতন নূতন ক্রিয়াপদের আবিষ্কার কালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৈয়াকরণিকদিগের অনুবচন করিয়া গিয়াছেন মাত্র। আর একপ্রকার মত এই যে, পাণিনি কতকগুলি পদের স্বয়ং সৃষ্টি করেন্। তিনি অনুমান করিয়া দেখিলেন 'বড় জোর' এতগুলি ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইতে পারে, তিনি দেখিলেন্ যে আর ক্রিয়া না হইলেও চলিবে। তিনি সমুদায় পদই ভিন্ন ভিন্ন সূত্রের অন্তর্গত করিয়া রাখিলেন। পরবর্ত্তী লোকেরা ঐ সকল ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিয়া আসিতে লাগিলেন্। ফলতঃ পাণিনির পর সংস্কৃত ভাষায় যত গ্রন্থ হইয়াছে, কাহাতেই পাণিনির সূত্রের বিপরীত পদ নাই! ইহাতে বোধ হয় যে, সংস্কৃত ভাষা যতদূর প্রধাবিত হইতে পারে, পাণিনি তাহা স্থির করিয়া ভাষাকে লক্ষণবদ্ধ করিয়াছিলেন।

পাণিনি মাহেশ সূত্র অবলম্বন করিয়া ব্যাকরণ নির্ম্মাণ করেন্। যেমন ভারতবর্ষের কাব্য ও নাটক সকল প্রায়ই মহাভারত বা রামায়ণের কোন না কোন গল্প অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ সংস্কৃত ভাষার সমুদায় ব্যাকরণই মাহেশের সূত্র অবলম্বন করিয়া লিখিত। মাহেশের প্রথম সূত্র কোন বৈয়াকরণই লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই। প্রথম সূত্র যথা;—

অ, ই, উণ্। ঋ, ৯ক্। এ, ওঙ্। ঐ, ঔচ্। হ, য, ব, রট্। লণ্। ঞ, মঙ্ ণ, নম্। জ, ভঙ্। ঘ, ঢ, ধস্। জ, ব, গ, ড, দস্। খ, ফ, ছ, ঠ, থ, চ, ট, তব্। ক, পয়্। শ, ষ, সর্। হল।

যে ব্যক্তি ভাষার ছেদ বিচ্ছেদ করিয়া তাহা হইতে বীজ স্বরূপ বর্ণমালার প্রথম আবিষ্কার করেন্, তাঁহার যে চাতুরী, যিনি প্রথমে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রথম সূত্র আবিষ্কার করেন, তাঁহার চাতুরী তদপেক্ষা ন্যূন বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের ইহাও সন্দেহ হয় যে, যিনি প্রথম সূত্র রচনা করেন, তিনিই সংস্কৃত বর্ণমালার প্রথম সৃষ্টি করেন। উক্ত সূত্রটীর গঠন এইরূপ, যে কোন দুই অক্ষরের নাম করিলে সেই দুই অক্ষর ও তাহাদের অন্তর্গত সমুদায় অক্ষর বুঝাইবে, যথা অক্ বলিলে অ, ই, উ, ঋ ৯ (হ্রস্ব ও দীর্ঘ); এঙ বলিলে এ, ও; ঐচ বলিলে ঐ, ঔ, মাত্র বুঝাইবে অর্থাৎ ক্, ঙ্, চ্ 'ইৎ, বুঝিতে হইবে। এইরূপ অচ্ বলিলে

স্বরবর্ণ, হল্ বলিলে সমুদায় ব্যঞ্জন বর্ণ, ঞঙ্ বলিলে সমুদায় বর্গের পঞ্চম-বর্ণ ইত্যাদি বুঝাইবে। আর্য্যেরাই বোধ হয় সর্ব্ব প্রথমে স্থির করেন্ যে, বর্ণদিগের সাজাত্য আছে এবং ঐরূপ সাজাত্য ক্রমে এক বর্ণস্থানে অপর বর্ণের ব্যবহার হয়। বলা হইয়াছে যে, হ পরে চয় স্থানে জশ্ হয়। এস্থলে চয়্=চ, ট, ত, ক, প এবং জশ্=জ, ব, গ, ড, দ। এখন বুঝিতে হইবে যে, হ পরে থাকিলে চ স্থানে জ্, ট স্থানে ড, ত স্থানে দ, ক স্থানে গ এবং প স্থানে ব হয়। কিন্তু চ স্থানে ভ হয় না বা ট স্থানে জ হয় না ইত্যাদি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সাজাত্য ক্রমে এইরূপ হয়। এখন যে যে বর্ণ যে বর্ণের সজাতি তাহা বলা হইতেছে। যথা

ক খ গ ঘ ঙ ইহারা সজাতি। এইরূপ
চ ছ জ ঝ ঞ ,, ,,
ট ঠ ড ঢ ণ ,, ,,
ত থ দ ধ ন ,, ,,
প ফ ব ভ ম ,, ,,

এইরূপ অন্যান্য বর্ণের সাজাত্যও স্থির করা হইয়াছে। আরও স্থির করা হইয়াছে যে, সজাতি বর্ণ সকল এক স্থানোচ্চারিত অথবা একস্থানোচ্চারিত বলিয়াই ইহারা সজাতি।

এই সকল কারণে পণ্ডিতেরা স্থির করেন্ যে, সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালা সাতিশয় উৎকৃষ্টরূপে সজ্জিত। অন্যান্য ভাষার বর্ণমালা এরূপ সুসজ্জিত নহে। ইংরাজীতে a. b. c. d. ইত্যাদি ক্রমে বর্ণমালা সজ্জিত হইয়াছে, উহাদের পর্য্যায় ক্রম নাই, যেখানে যাহা ইচ্ছা বসান হইয়াছে, সাজাত্যক্রম রক্ষা করা হয় নাই। গ্রিম প্রভৃতি কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত যেরূপ লিখিয়াছেন্, তাহাতে এরূপও বোধ হয় যে, দেশভেদে ভাষার প্রভেদ বর্ণ-সাজাত্য ক্রমে সংস্থিত হইয়াছে যথা পিতৃ=Father, এস্থলে দেখ, প স্থানে ফ হইয়াছে এবং ত স্থানে দ হইয়াছে অর্থাৎ পিতৃশব্দের সংস্কৃত ও ইংরাজীতে প্রভেদ হইয়াছে বটে কিন্তু ঐ প্রভেদ বর্ণ সাজাত্য ক্রমে সংস্থিত হইয়াছে—প স্থানে ফ হইয়াছে, ত স্থানে দ হইয়াছে, কিন্তু প স্থানে ক, গ প্রভৃতি বিসদৃশ বর্ণের বিনিবেশ হয় নাই। কেহ কেহ এতদূর পর্য্যন্তও বলিতে চান্ যে, অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পৃথিবীর সমুদায় ভাষাই এইরূপ মূলতঃ এক, কেবল জল বায়ু ও দেশ ভেদে জিহ্বার প্রকার ভেদ বশতঃ এক বর্ণের স্থানে তজ্জাতীয় অপর বর্ণ বসিয়াছে। স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাঙ্গালা দেশের কোন কোন অঞ্চলে হ স্থানে অ, ভ স্থানে ব এইরূপ করিয়া শব্দ উচ্চারিত হয়—বস্তুতঃ হ এবং অ, ভ এবং ব সজাতীয়। এই

সিদ্ধান্তের সমর্থন করিবার নিমিত্ত কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মানবজাতি যেহেতু সর্ব্বত্রই একরূপ মন ও একই রূপ শরীরাদি ধারণ করেন, এবং ভাষা যেহেতু মনোগত ভাবের বর্ণ বা চিত্রমাত্র, সেই হেতু ঐরূপ বর্ণ সর্ব্বত্রই একবিধ, অতএব ভাষা অবশ্য সর্ব্বত্রই এক হওয়া উচিত; তবে যদি বল যে, এক বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হয় না কেন? তাহার উত্তর এই যে, জিহ্বা ও শ্রবণের কোন প্রকার ভেদ বশেই ঐরূপ প্রতীয়মান হইতেছে না। এই মতের বাদীরা প্রমাণ করিতে চান যে, দেখ, একজন ইংরাজকে 'ক' উচ্চারণ করিতে বল, সে খ উচ্চারণ করিবে, সে মনে করিবে যে বাস্তবিক 'ক'ই উচ্চারণ করিতেছি। আবার তুমি ক স্থানে খ উচ্চারণ কর, সে প্রতিবাদ করিবে। ইহাতে অবশ্য বুঝিতে হইবে যে, বাঙ্গালী ও ইংরাজে জিহ্বা ও শ্রবণের কোন না কোন প্রকার প্রভেদ রহিয়াছে।

যাহা হউক, এক্ষণে আমরা পুনর্ব্বার প্রস্তুত বিষয়ে অবতরণ করিতেছি। পূর্ব্বে অ, ই, উণ প্রভৃতি যে সকল লক্ষণ করা হইয়াছে, সেগুলি এরূপ কৌশলে রচিত যে, প্রকাণ্ড সংস্কৃত ব্যাকরণের সর্ব্বস্থলেই প্রযুক্ত হইয়াছে। সন্ধি পরিচ্ছেদেও বলা হইতেছে যে অমুক অমুক বর্ণস্থানে অণ্ হয়, ধাতু পরিচ্ছেদেও বলা হইতেছে যে অমুক বর্ণস্থানে অণ্ হয়, অর্থাৎ কোন স্থলেই সংজ্ঞা পরিবর্ত্ত করিবার আবশ্যকতা হয় নাই। আপাততঃ দেখিলে বোধ হয় যেন বিধাতা সংস্কৃত ভাষার পূর্ব্বাপর স্বয়ং গঠন করিয়া দিয়াছেন। এরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ স্থানে পুনঃ পুনঃ এক বর্ণের উপস্থিতি দেখিলে কাহার মনে বিস্ময়ের উদয় না হয়? কতকগুলি বর্ণের যেন একপ্রকার অনুল্লঙ্ঘনীয় সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন ই, ও য, উ ও ব, ঋ ও র। সন্ধি ও শব্দ পরিচ্ছেদে প্রায়ই দেখা যায় যে ই স্থানে য, উস্থানে ব এবং ঋস্থানে র হইতেছে; ধাতুপরিচ্ছেদে প্রায়ই দেখা যায় যে য স্থানে ই, ব স্থানে উ এবং র স্থানে ঋ হইতেছে। বর্ণবিশেষ পরে থাকিলেই ঐরূপ হইয়া থাকে, যেমন ত প্রত্যয় পরে স্বপ, বচ, যজ, বপ, বহ, বে, বো, হ্বে, বদ, বস, শ্বি ধাতুর বস্থানে উ এবং য স্থানে ই হয় অর্থাৎ স্বপ + ত = সুপ্ত, বচ + ত = উক্ত, বপ + ত = উপ্ত ইত্যাদি। যেমন রসায়ন সংসারে এক বস্তুর সন্নিকর্ষে অপর বস্তুর বিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবিনী, সংস্কৃত সাহিত্যেও সেইরূপ এক বর্ণের সন্নিকর্ষে বর্ণান্তরের বিক্রিয়া ঘটিয়া থাকে; সুতরাং আমাদের পুনঃ পুনঃ এই কথাই মনে হয় যে, যেন পরামর্শ করিয়া সংস্কৃত ভাষা রচনা করা হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীযশোদানন্দন সরকার।

No. 210. July 1882.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২১০ সংখ্যা। আষাঢ় ১২৮৯—জুলাই ১৮৮২। ২য় কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সূচী।

১।	সাময়িক প্রসঙ্গ	৬৫	
২।	নারী-চরিত (মেরিয়া এজওয়ার্থ)	৬৮	
৩।	গার্হস্থ্য সুখ	৭০	
৪।	বৈদ্যুতিক আশ্চর্য্য ঘটনা	৭৩	
৫।	অশান্তির প্রস্রবণ	৭৬	
৬।	অমূল্যধন বিক্রয়	৮০	
৭।	বিষম সমস্যা	৮১	
৮।	স্ত্রীজাতির সদ্‌গুণবিষয়ে কথোপকথন	৮৫	
৯।	খোস গল্প	৮৮	
১০।	আমেরিকা আবিষ্কার	৮৯	
১১।	মুহূর্ত্ত (পদ্য)	৯২	
১২।	নূতন সংবাদ	৯৩	
১৩।	বামাগণের রচনা (বসন্ত উৎসব)	৯৫	
১৪।	পুস্তক সমালোচনা	৯৬	

কলিকাতা।

জি, সি, বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক বহুবাজার ষ্ট্রীট ৩০৯ সংখ্যক ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ বোষ কর্ত্তৃক বামাপুকুর লেন, ২৭ নং ভবন বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য চারি আনা।

বিজ্ঞাপন।

কাব্যসুন্দরী প্রণেতা শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসুপ্রণীত।

সমাজ-চিন্তা।

অথবা

ইয়োরোপীয় এবং স্বদেশীয় সমাজ-বিষয়ক প্রস্তাব।

কলিকাতা—সি, ব্যানার্জি কোং, ক্যানীং লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

মূল্য—১ এক টাকা। ডাক মাশুল, /০ মাত্র।

পত্রমঞ্জরি।

স্ত্রীলোকদিগের পত্র লিখিবার পাঠ, মূল্য ।০ আনা। সকলেরই এক এক খণ্ড ক্রয় করা কর্ত্তব্য। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

বামাবোধিনী পত্রিকা সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

১। এই পত্রিকার মূল্য অগ্রিম দেয়। প্রথম ৩ মাসের মধ্যে বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ও ২ মাসের মধ্যে যাণ্মাসিক অগ্রিম মূল্য প্রদত্ত না হইলে প্রতি খণ্ডের হিসাবে মূল্য গৃহীত হইবে। পশ্চাদ্দেয় মূল্য এক বৎসরের অনাদায় থাকিলে আর এক মাস কাল অপেক্ষা করিয়া পত্রিকা প্রেরণ বন্ধ করা যাইবে।

২। পত্রিকার মূল্য নগদ টাকা, নোট, মণি অর্ডার বা ১০ নামের ডাক ষ্টাম্প দ্বারা প্রেরিত হইতে পারে। ডাক ষ্টাম্প পাঠাইলে টাকা প্রতি /০ আনা কমিসন দিতে হইবে।

৩। এই পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিবার মূল্য প্রতি লাইনে ৵০ আনা ও অর্দ্ধ লাইনে /১০ আনা। অধিক দিনের ও অধিক পরিমাণের বিজ্ঞাপন হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

৪। এই পত্রিকার মূল্যের নিয়ম এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল :—

অগ্রিম বার্ষিক কলিকাতা	২৷০
„ „ মফঃস্বল	২৷৶০
অগ্রিম যাণ্মাসিক কলিকাতা	১৷০
„ „ মফঃস্বল	১৷/০
প্রতি খণ্ডের মূল্য	।০

৫। যাঁহারা এই পত্রিকার গ্রাহক হইতে, ইহার মূল্য পাঠাইতে বা ইহার নিয়মাদি সম্বন্ধে কোন বিষয় অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ২৭ নং বামাপুকুর লেনে আমার নামে পত্র লিখিবেন।

৬। যাঁহারা এই পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি লিখিবেন, তাঁহারা ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট সিটী স্কুলে শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের নামে প্রেরণ করিবেন। লেখা স্পষ্ট এবং লেখকদিগের স্বাক্ষরযুক্ত হওয়া চাই।

৭। প্রতি ইংরাজী মাসের ১ লা তারিখে ও বাঙ্গালা মাসের মধ্য সময়ে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যাঁহারা নিয়মিতরূপে পত্রিকা প্রাপ্ত না হইবেন, অথবা প্রদত্ত মূল্য পত্রিকায় স্বীকৃত না দেখিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে অবগত করিবেন।

৮। এই পত্রিকায় স্ত্রীলোকদিগের রচনা আদরের সহিত গৃহীত হইবে। কিন্তু তাহা বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণসহ প্রেরিত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীআশুতোষ ঘোষ।
সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২১০ সংখ্যা। আষাঢ় ১২৮৯—জুলাই ১৮৮২। ২য় কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজপ্রতিনিধি মহাত্মা লর্ড রিপণ এ দেশের হিতার্থ যে একটী কার্য্যের সূচনা করিয়াছেন, তাহা সফল হইলে ভারতে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ভারতবাসীরা যাহাতে আপনারা আপনাদিগের শাসন-কার্য্য চালাইতে পারেন, সেই জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দেশীয় উপযুক্ত লোকদিগকে লইয়া এক একটী সভা হইবে, তাহার সভাপতির কার্য্যও দেশীয় লোক দ্বারা সম্পন্ন হইবে। গবর্ণমেণ্টের আয়ের কিয়দংশ এই সভার হস্তে অর্পিত হইবে এবং রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণ, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি সম্বন্ধীয় কার্য্য তদ্দ্বারা নির্ব্বাহিত হইবে। এদেশের লোক অবশ্য গবর্ণরী পদ পাইতেছেন না, কিন্তু আত্মশাসন-শিক্ষা করিয়া আপনাদিগের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে যত সক্ষম হন, ততই মঙ্গলের বিষয়।

আয়র্লণ্ডের প্রধান সেক্রেটারী ফ্রেড্রিক কাবেণ্ডিসের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে শোকার্ত্ত হইয়া অনেক বন্ধুলোক তাঁহার বিধবা পত্নীকে সান্ত্বনাসূচক পত্র লেখেন, তিনি আয়র্লণ্ডের রাজপ্রতিনিধিকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়া আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন ;—

"আয়র্লণ্ডে যে ভয়ানক বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিয়াছে, আমার প্রিয়তমের মৃত্যু দ্বারা যদি তাহা শান্ত হয়, আমার নিজের নিদারুণ ক্ষতির জন্য আমি কিছুমাত্র দুঃখ করিব না। আমার স্বামীর জীবন

অপেক্ষা মৃত্যু দ্বারা অধিক উপকার হইবে, যদি তিনি ইহা জানিতেন, স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক আপনার জীবন পরিত্যাগে কিছুমাত্র দুঃখিত হইতেন না। কোন প্রকারে এই কথাটী আয়র্লণ্ডে প্রচার হইলে এবং ইহা দ্বারা তথাকার বিন্দু-মাত্র কল্যাণ হইলে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইব।"

ধন্য এই রমণীর ধৈর্য্য, ক্ষমা, মনস্বিতা এবং স্বদেশের মঙ্গলের জন্য ব্যগ্রতা! প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও ধর্ম্ম-বীরত্বের দৃষ্টান্ত এইখানেই!

গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ যে সূর্য্যগ্রহণ হয়, তাহার অর্দ্ধগ্রাস মাত্র আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু নীল নদের তীরে এবং অন্য কোন কোন স্থানে পূর্ণগ্রাস দৃষ্ট হইয়াছে। অমাবস্যাতে চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে আসিয়া যখন সূর্য্যমণ্ডলকে ঢাকে, তখনি সূর্য্যগ্রহণ হয়। সূর্য্য চন্দ্র অপেক্ষা অনেক বড়, এজন্য কখনই সম্পূর্ণরূপে ঢাকা পড়ে না। কিন্তু পৃথিবীর কোন কোন স্থান চন্দ্র দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ঢাকা পড়াতে সেই স্থানে সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস দৃষ্ট হয়। গত সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে অম্বালার নিকট থানেশ্বরে এক বৃহৎ মেলা হইয়াছিল। ভারতের আরও অনেক তীর্থ স্থানে অসংখ্য যাত্রীর সমাগম হয়।

খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকেরা বিদ্যা-প্রচার জন্য এদেশে যত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, আর কোন সম্প্রদায় তত করেন নাই। স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে ইঁহাদিগের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। কলিকাতা ও উপনগরে যেসকল খৃষ্টীয় বিদ্যালয় আছে, চারি সহস্রের অধিক বালিকা তাহাতে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বোর্ডিঙ্ ও অন্তঃপুরে বহুসংখ্যক রমণী অধ্যয়ন করিতেছেন। খৃষ্টীয়দিগের অধীনে যত বালক পড়ে, তদপেক্ষা বালিকা অনেক অধিক। খৃষ্টীয় শিক্ষার প্রভাব হিন্দু-অন্তঃপুরে ক্রমশঃ অধিক প্রবিষ্ট হইতেছে, ইহাতে অনেক কুসংস্কার দূর হইতেছে, কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার দোষ সকল সংক্রামিত না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

কেম্ব্রিজের মহিলাদিগের কলেজের সমৃদ্ধ অবস্থার কথা শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোক ১৮ বৎসর হইতে ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ইহাতে প্রবেশের অধিকারিণী। প্রধান রাজমন্ত্রী গ্লাডষ্টোনের কন্যার ইহার প্রতি বড় যত্ন, তিনি শীঘ্র ইহার Principal (অধ্যক্ষের) পদ গ্রহণ করিবেন শুনা যাইতেছে।

ইংলণ্ডে "May meetings" অর্থাৎ বৈশাখী সভা অতি প্রসিদ্ধ। এই মাসে তত্রত্য সকল ধর্ম্মপ্রচার সভার বার্ষিক অধিবেশন অতি সমারোহে সম্পন্ন হয়। ব্রিটিষ এবং ফরেণ বাইবল সোসাইটী নামে একটী সভার কার্য্যবিবরণ পাঠে

জানা গেল তাহার বার্ষিক আয় প্রায় ২০ লক্ষ টাকা, ইহার মধ্যে ৯ লক্ষের অধিক বাইবেল বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে। এই সমাজ গত বর্ষ ৩ কোটী এবং সর্ব্বশুদ্ধ ৯ কোটীর অধিক সংখ্যক বাইবেল ছাপাইয়া প্রচার করিয়াছে। একটী সভার দ্বারা এই কার্য্য হইয়াছে, এমত কত সভা দ্বারা কত কার্য্য হইতেছে!

ইংলণ্ডে (Salvation Army) নামে যে এক সেনাদল প্রস্তুত হইয়াছে, সম্প্রতি তাহাদিগের দ্বিতীয় ত্রৈবার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। ইহাতে অনেক লোকের সমাগম হয়। ফান্স, জর্ম্মণি, হলণ্ড, সুইডেন, রোম, ইটালী, আমেরিকা এবং ভারতবর্ষ হইতে প্রতিনিধি সকল গিয়াছিল। ইংলণ্ডে এমত সহস্র সহস্র লোক আছে, তাহারা কোন ধর্ম্ম মন্দিরে উপদেশ পায় না। তাহাদিগের পরিত্রাণের সহায়তার জন্য এই ভ্রমণকারী সেনাদল হইয়াছে। ইহার মধ্যে অনেক রমণী আছেন। উৎসব সভায় সভাপতি বুথ ও তাঁহার পত্নী বক্তৃতা করেন।

কনিষ্ঠ রাজকুমার আলবানীর ডিউক লিওপোল্ডের শুভ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাঁর পত্নী মধ্যম এবং তৃতীয় রাজবধূ অপেক্ষাও সুন্দরী। রাজকুমার সাহিত্য এবং সুকুমার বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী এবং পিতার ন্যায় স্বদেশের হিতসাধনে বিশেষ উৎসাহশীল। তিনি সপরিবারে সুখী হউন।

দুই বৎসর হইল আমেরিকার ইয়র্ক হেরাল্ড নামক সংবাদপত্র সম্পাদকের উদ্‌যোগে জেনেট নামক এক জাহাজ উত্তরকেন্দ্র আবিষ্কার করিতে যায়। পথে বরফ পর্ব্বতের সংঘর্ষণে জাহাজখানি ভগ্ন হয়, কিন্তু জাহাজস্থ ৯। ১০ জন লোক এতদিন পরে লীনা নদীর নিকট উঠিয়াছে। ইহারা উত্তর পশ্চিম দিয়া পথ করিয়া গিয়াছে। ধন্য আমেরিকার সংবাদ পত্র, যাহার সাহায্যে এরূপ সাহসিক কার্য্যে এত অর্থ ব্যয় হইতে পারে, এবং ধন্য সেই আমেরিকা বাসিগণ, যাহারা এরূপ আশ্চর্য্য সাহসের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিল!

সম্প্রতি আর দুইটী বিখ্যাত লোকের মৃত্যু হইয়াছে—কফম্যান ও গারিবল্ডী। কফম্যান রুসিয়ার সেনাপতি হইয়া বোখারা, খোকন, খিবা প্রভৃতি জয় করিয়া রুসিয়ার জয়পতাকা ভারতবর্ষের প্রান্তে আনিয়াছিলেন, তিনি ১৫ বৎসর তুর্কিস্থান শাসন করেন। গারিবল্ডী সেনাপতি ছিলেন, ইনি ম্যাটসিনির সহিত একমত হইয়া পরাধীনতা শৃঙ্খল হইতে ইটালীকে উদ্ধার এবং সমুদায় ইটালীর একতা সংস্থাপন করেন। ইনি বর্ত্তমান শতাব্দীর একজন প্রধান লোক এবং সাধারণের স্বত্বাধিকার রক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।

নারী-চরিত।

কুমারী মেরিয়া এজওয়ার্থ।

কুমারী এজ্‌ওয়ার্থের নাম আজি কালি বিদ্বন্মণ্ডলীতে সুবিখ্যাত। ইনি বালক ও বালিকাদিগেরজন্য নীতিগর্ভ গ্রন্থ প্রণয়নের একটী নূতন যুগ পত্তন করেন। মেরিয়া ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারিতে ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড-শায়রে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম রিচার্ড লভেল এজ্‌ওয়ার্থ। তিনি একটী আইরিস ভদ্রবংশীয়। আয়র্লণ্ডে কিছু বিষয় সম্পত্তি থাকাতে, মেরিয়ার বয়স যখন প্রায় চারি বৎসর, তখন পুনরায় তথায় গিয়া বাস করিলেন। লং ফোর্ডশায়রের অন্তঃপাতী এজওয়ার্থস্‌টাউন নামে নগর ইহাঁদের নিবাস স্থান। কুমারী এজওয়ার্থের জীবনের সারাংশ ও অধিকাংশ সময় এই স্থানেই অতিবাহিত হইয়াছিল। ইহাঁর পিতা একজন বুদ্ধিজীবী লোক ছিলেন। লেখাপড়ার প্রতি তাঁহার বড় আদর ও যত্ন ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা মেরিয়া তাঁহার বড় আশার ধন। অতি শৈশবাবস্থা হইতে ইহাঁর বিদ্যা বিষয়ে সাতিশয় অনুরাগ জন্মিয়াছিল, পিতাও ইহাঁর বুদ্ধি পরিচালনায় ও বিদ্যানুশীলনে সাধ্যমত যত্নের ত্রুটী করিতেন না। মেরিয়া বিংশতি বৎসর বয়সে এরূপ বিদ্যাবতী হইলেন, যে গ্রন্থরচনায় সমর্থ হইলেন। পিতা ও কন্যা প্রথমতঃ একত্রে পুস্তক প্রণয়ন আরম্ভ করেন। তাঁহারা ১৭৮৯ সালে প্রকৃত শিক্ষা ও বাল্য-পাঠ বিষয়ে গ্রন্থ প্রচার করেন। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক গ্রন্থ ইঁহাদের উভয়ের মিলিত লেখনীবিনির্গত। মেরিয়া বালক বালিকাগণের জন্য বিবিধ পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন; এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক উপন্যাসও লেখেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে তিনি কিয়দ্দিবস গ্রন্থ প্রণয়নে অসমর্থ ছিলেন, পরে পুনরায় তাহাতে নিযুক্ত হন। তাঁহার শেষ উপন্যাস "হেলেন ১৮৪৭ সালে প্রচারিত হয়। তিনি সত্যপরায়ণা ছিলেন এবং সাধুতা তাঁহার জীবনের প্রধান ভূষণ ছিল। তিনি নম্র ও শান্ত-প্রকৃতি এবং এরূপ প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন, যে বাটী হইতে চলিয়া গেলে বোধ হইত যেন বাটী অন্ধকার ও নিরানন্দে আচ্ছন্ন হইল।

ইং ১৮২৩ অব্দে কুমারী এজওয়ার্থ এবর্টসফোর্ডে সুবিখ্যাত উপন্যাস-লেখক সার ওয়াল্‌টার স্কটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। সার্‌ ওয়াল্‌টার অত্যন্ত সমারোহে তাঁহার অভ্যর্থনা

করেন এবং বলেন "তোমাতে যে গুণ আছে তাহা সম্যকরূপে বুঝিতে লোকের অনেক পরিমাণে বুদ্ধি প্রাখর্য্য আবশ্যক। মেরিয়া এক পক্ষ কাল তাঁহার গৃহে অবস্থিতি করিয়া এজওয়ার্থস্‌ টাউনে প্রত্যাগমন করেন। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, স্কট যে তাঁহার প্রসিদ্ধ ওয়েবার্লীনবেল নামক উপন্যাস গ্রন্থ সকল লেখেন, তাহা কুমারী এজ-ওয়ার্থের দৃষ্টান্তে। উক্ত রমণী যেরূপ সুন্দর কৌশলে ও দক্ষতা সহকারে আইরিস চরিত্র সকল চিত্র করেন, স্কটলণ্ডীয়দিগের চরিত্র সেইরূপে চিত্রিত করিলে জনসমাজের বিশেষ উপকার হয়, এই ভাবিয়া সারওয়াল্‌টর তাঁহার অদ্ভুত উপন্যাসাবলী রচনায় প্রবৃত্ত হন। কুমারী এজওয়ার্থ বিদ্যাবত্তার জন্য খ্যাত হইয়াও জীবনের অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধনে উদাসীন ছিলেন না। তাঁহার পরম সুহৃৎ বিবী সি, এস, হল, আর্ট জর্ণ্যাল (Art Journal) নামক পত্রিকায় তাঁহার বিষয়ে লেখেন;—

"বাড়ীর বালক ও বালিকাগণকে চারি পাশে একত্র করিয়া স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে তিনি তাহাদিগকে লিখিতে পড়িতে কিংবা অন্য কর্ম্ম করিতে দিতেন, কিন্তু কেহ যেন চুপ করিয়া বসিয়া না থাকে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতেন। বাহিরে এরূপ দেখাইতেন, যেন তিনি কিছুই দেখিতেছেন না বা শুনিতেছেন না, কিন্তু বস্তুত তাহা নয়, তাহাদের মধ্যে কাহার কোন বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার থাকিলে বা সন্দেহ হইলে, তিনি তখনি তাহা জানিতে পারিতেন ও বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নীর ছেলেগুলিকে তিনি অবাধে তাঁহার সমুদয় পুস্তক ব্যবহার করিতে ও তৎসমুদয় লইয়া খেলিতে দিতেন। কেহ দোষ করিলে শুধরাইয়া দিতেন, আপনি খেলানা আনিয়া দিতেন, এইরূপ কার্য্যে তিনি ব্যস্ত থাকিতেন ও পরমানন্দ লাভ করিতেন। তিনি বিদ্যার সহচরী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে বৃথা অভিমান, গরিমা, ও প্রদর্শনেচ্ছা স্থান পাইত না। যখন আমি তাঁহার সুমিষ্ট কথাগুলি শুনিতাম, তখন সেই উপন্যাসোল্লিখিত অপ্সরাদিগের কথা আমার মনে পড়িত, যাহাদিগের মুখ হইতে কথা কহিবার সময় মুক্তা নিঃসৃত হইত।"

১৮৪৯ সালের ২১শে মে এজওয়ার্থস্‌ টাউনেই এই গুণবতী রমণীর মৃত্যু হয়। ইহাঁর মৃত্যু অতি আশ্চর্য্য, অর্দ্ধ ঘণ্টা মাত্র পীড়া হইয়াছিল এবং যখন শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, বোধ হইল যেন নিদ্রা যাইতেছেন।

কুমারী এজওয়ার্থের রচিত পুস্তক সকল * অতি সহজ ও সুমিষ্ট ইংরাজীতে লিখিত এবং উপদেশপূর্ণ। আমাদের

* প্রধান প্রধান পুস্তকগুলির নাম:—'Belinda' "Leonora," "The Modern Griselda," "Moral Tales," "Popular Tales," "Tales of Fashionable Life," "Orlandino," "Helen."

ইচ্ছা হয়, এ দেশীয়া ভগিনীগণ স্বয়ং তাঁহার গ্রন্থ সকল পাঠ করেন। তাঁহার রচনাহইতে সার সার কতিপয় নীতিগর্ভ উপদেশের উল্লেখ করা যাইতেছে, ইহা-দ্বারা পাঠিকাগণ সন্তান পালন সম্বন্ধে কিছু কিছু উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন ;—

১। শিশুদিগের ধৈর্য্য, একাগ্রতা ও পরিশ্রমের দৃষ্টান্ত দেখিলে তাহাদের প্রশংসা করিবে। সকল বিষয়ের চিন্তা ও উদ্ভাবন বিষয়ে তাহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবে। কিন্তু যদি সামান্য কার্য্যে তাহাদিগের প্রশংসা কর, তাহা হইলে তাহাদিগের নিকট অধিক মান-সিক উন্নতির আশা করিও না।

২। পাঠ্য-পুস্তক নির্ব্বাচনে মাতা কিংবা শিক্ষয়িত্রী বালকবালিকার মনে এরূপ কৌতূহল জন্মাইয়া দিবেন,যাহাতে তাহাদের বিদ্যার প্রতি অনুরাগ হইতে পারে ও তাহারা আপনা আপনি উপযুক্ত পুস্তক বাছিয়া লইতে পারে। বালক অপেক্ষা বালিকাকে বিদ্যা শিক্ষায় অধিক যত্নবতী হইতে উপদেশ দেওয়া উচিত।

৩। "যাহার পরিণামে মঙ্গলের আশা নাই, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিও না" এই সাধূপদেশের জন্য কোন এক সুলতান এক ফকিরকে এক তোড়া স্বর্ণমুদ্রা দান করেন। ছাত্রীর হৃদয়ে যাহাতে ইহা উত্তমরূপে অঙ্কিত হয়, ইহা শিক্ষয়িত্রী বা জননীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

৪। মিতব্যয়িতা স্ত্রীজাতির গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের সার ধর্ম্ম। কোন কোন স্ত্রীলোক তুচ্ছ ও অসার বস্তু ভাল বাসে। শৈশবা-বস্থায় পিতা মাতা একটু যত্ন করিলে এরূপ অপরুচি নিবারিত হইতে পারে। বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানবতী মাতা কখন কন্যার সমক্ষে কোন অলঙ্কারের আদর করি-বেন না।

গার্হস্থ্য সুখ।

সকল লোকে যে ধনবান্ বা বিদ্বান্ হইবে, এমন কথা নয়, কিন্তু কি ধনী, কি নির্দ্ধন, কি বিদ্বান্ কি মূর্খ সকলেরই সুখের প্রয়োজন। যে সুখ সকলের চাই, তাহা ধনের সুখ নহে, মনের সুখ। এই সুখ লোকের চরিত্র হইতে উৎপন্ন হয়। এ সুখে প্রত্যেক নর-নারীর মন যেমন সুখী হয়, তেমনি ইহা যে পরিবারে থাকে, সে পরিবার সুখী; যে সমাজে থাকে, সে সমাজও সুখী হয়। দুঃখী পরিবার যদি সচ্চরিত্র হয়, মনের সুখে ঘর সংসার করিতে পারে। কিন্তু ধনী পরিবার অসচ্চরিত্র হইলে তাহাদের দুঃখের অবধি থাকে না। যে পরিবারে স্বামী অলস, মাতাল, রাগী ও নাস্তিক এবং স্ত্রী চঞ্চলা, বহুব্যয়শীলা,

এবং কলহপ্রিয়া সে পরিবারে সুখের আশা কোথায় ?

সৎ চরিত্র, কতগুলি সদ্‌গুণ অভ্যাস দ্বারা গঠিত হয়। এই গুণগুলির মধ্যে সাধুতা, সদ্‌বিবেচনা, স্বার্থত্যাগ, শ্রমশীলতা, মিতাচার, পরিচ্ছন্নতা, বাধ্যতা, সন্তোষ, এইগুলি প্রধান। বালক বালিকা এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকদিগের চরিত্রেও এই গুণ গুলি প্রস্ফুটিত হইয়া তাহাদিগকে কত সম্মানাস্পদ ও সুখী করিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই, আমরা ইহা পশ্চাৎ প্রদর্শন করিব।

সাধুতা—সাধুতা সকল সদ্‌গুণের মূল। এক ব্যক্তির শ্রমদক্ষতা, বিনয়, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি সহস্র গুণ থাকিলেও এক সাধুতার অভাবে সকলই পণ্ড হয়। চুরি ডাকাতি প্রভৃতি যে সকল কাজ ধরা পড়িলে লোকে জেলে বা ফাঁসে যায়, কেবল তাহা না করিলে সাধু হওয়া যায় না। সাধু হইবার জন্য এমন একটু মনের ভাব চাই, যে এক চুলও অসত্যের পথে যাইব না, যা ঠিক্ তাই ভাবিব, তাই বলিব, তাই করিব। লোকে ছোট ছোট কাজে অসাধুতা শিক্ষা করে। তামাসা করিয়া একটী মিথ্যা কথা বলিলাম, লোকের আধ পয়সা লইয়া দিলাম না, বা ফাঁকি দিলাম, অপরের সুখ দেখিয়া মনে মনে একটু হিংসা করিলাম,অপরের মনে দুঃখ দিবার জন্য দুটা শক্ত কথা বলিলাম, এইরূপে অসৎ কার্য্য অভ্যাস হয়। এরূপ কার্য্য হইতে শিশুদিগকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, কারণ শিশুই পরে স্বামী,স্ত্রী, পিতা,মাতা হইয়া থাকে এবং বাল্যকালে যে কু-অভ্যাস করে, বড় হইলে তাহা ছাড়িতে পারে না, বরং বড় বড় কাজে তাহার পরিচয় দেয়। যে বালক বালিকা পিতা মাতাকে না বলিয়া চুরি করিয়া খায় বা একটী পয়সা লুকাইয়া রাখে, সে বয়স হইলে যে চোর হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? যার যা তাকে তাই দেওয়া, গুণের প্রশংসা করা, দুঃখীকে দয়া করা, অন্যকে আপনার মত দেখা, আপনার কষ্ট স্বীকার করিয়া অন্যকে সুখী করিবার চেষ্টা করা, বাল্যকাল হইতে এই সকল সদ্‌গুণের অভ্যাস হওয়া চাই। চরিত্র দ্বারা একজন অপরের বিশ্বাসভাজন হইলে কতসুখে পরস্পর একত্রে সংসারে বাস করা যায়, আর স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে যদি অবিশ্বাস করেন, পিতা, সন্তানকে, প্রভু ভৃত্যকে যদি অবিশ্বাসী বলিয়া জানেন, তাহা হইলে পদে পদে কষ্ট, সংসারে বাস করা কেবল দুঃখের কারণ হয়।

সাধুতার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কয়েকটী আখ্যায়িকা বর্ণনা করা যাইতেছে। দুঃখী ব্যক্তি এবং সামান্য বালকবালিকাও সাধুতার কেমন পরিচয় দান করিতে পারে, পাঠিকাগণ ইহাদ্বারা বুঝিতে পারিবেন। এক জন সম্ভ্রান্ত লোক

স্কটলণ্ড ভ্রমণকালে তাহার রাজধানী এডিনবরার পথ দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় ছেঁড়া কাপড় পরা এক বালক তাঁহার নিকট হাত পাতিয়া কিছু ভিক্ষা চাহিল। ধনী বলিলেন 'খুজা পয়সা ভাঙান নাই।' বালক বলিল "আমি ভাঙাইয়া আনিয়া দিব।" ধনী তাহাকে 'নাছোড়বান্দা' দেখিয়া একটী আধুলী ফেলিয়া দিলেন। বালক মনে করিল ভাঙাইয়া আনিতে হইবে। সে পয়সা ভাঙাইয়া আনিল, কিন্তু দাতাকে আর দেখিতে পাইল না। সে কয়েক দিন সেই খানে ভিক্ষা করে আর সেই ধনীর খোঁজ করে। অবশেষে এক দিন তাঁহাকে সেই পথ দিয়া যাইতে দেখিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল এবং ভাঙান পয়সা গুলি এক একটী করিয়া তাঁহার হস্তে গণিয়া দিতে লাগিল। বালকের এই সাধুতায় ধনী ব্যক্তি এরূপ সন্তুষ্ট হইলেন যে তাহার ভরণ পোষণের ভার লইয়া তাহাকে এক বিদ্যালয়ে ভরতি করিয়া দিলেন।

একটী গরিব বিধবা স্ত্রীলোকের অনেক গুলি অপগণ্ড সন্তান ছিল, কিন্তু তিনি সৎপথে থাকিয়া অনেক কষ্ট করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করেন। সমস্ত সপ্তাহ তিনি সন্তানগণকে সঙ্গে লইয়া কঠিন পরিশ্রমের কার্য্যে খাটিতেন এবং রবিবার তাহাদিগকে একটু ভদ্রবেশে সাজাইয়া উপাসনালয়ে লইয়া যাইতেন। তাহাদিগের কাপড় কিনিয়া দিবার তাঁহার সঙ্গতি ছিল না, ছেঁড়া কাপড়ে যোড় ও তালি দিয়া তাহাদের পোষাক প্রস্তুত করিতেন। যদিও সে পোষাকের সমুদায়ই তালি, কিন্তু একটী ছিদ্র কোথাও দেখা যাইত না এবং তাহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাঁহার একটী পুত্র এক ভদ্রলোকের ক্ষেত্রে কাজ করিত, তিনি দুটী পুরাণ জামা তাহাকে দিয়া বলিলেন "তোমার মা বড় গৃহস্থালীতে নিপুণ, পুরাণ জিনিষ কেমন করিয়া ব্যবহার করিতে হয় জানেন, অতএব এই জামা দুইটী লইয়া যাও।" বালক মার নিকট তাহা লইয়া গিয়া তাহা কাটিয়া একটী ছোট ভাইয়ের পোষাক করিতে বলিল। কিন্তু কাটিতে মার মন সরিল না, তিনি তাহার একটী সারিয়া বড় বালকটীরই পোষাক করিলেন এবং অপরটী সাবধানে রাখিয়া দিলেন। দুই বৎসর পরে বালকের পরিচ্ছদ নষ্ট হইলে সে দ্বিতীয় বস্ত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিল। মাতা তাহা বাহির করিয়া সারিতে যাইবেন, এমন সময় পকেটে ৫০ টাকার এক নোট দেখিলেন। দুঃখিনী তৎক্ষণাৎ তাহা লইয়া ভদ্রলোকের বাটীতে গেলেন এবং সমুদায় বৃত্তান্ত বলিয়া তাঁহাকে নোটখানি ফিরাইয়া দিলেন। ভদ্রলোক তাঁহার সাধুতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "তোমার ঘরে যে জিনিষ আছে, তাহা হারাইবে না জানি!" বিধবা নারী কিছু পুরস্কার পাইলেন না, কিন্তু উচিত কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া প্রফুল্লমনে বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া ছেঁড়া জামা সেলাই করিতে পুনরায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পুত্র কাজকর্ম্ম করিয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া জননীকে বলিলেন "মনিব আধঘণ্টার মধ্যে তোমাকে ও আমাকে তাঁহার বাটীতে যাইবার জন্য তলব করিয়াছেন। আমরা এমন কি কাজ করিয়াছি, যাহাতে তাঁহার রাগ হইতে পারে?" মা বলিলেন চল যাই, গেলেই শুনিতে পাইব। তাঁহারা গিয়া দেখিলেন একটী বৃহৎ হলে ভদ্রলোকটীর যত প্রজা ও ভৃত্য একত্র হইয়াছে এবং প্রতিবেশী দুই তিনটী ভদ্রলোকও তথায় উপস্থিত আছেন। বিধবা কোল্‌স (ঐ দুঃখিনী বিধবা) ও তাঁহার পুত্র উইল সমাগত হইলে ভদ্র লোকটী ৫০ টাকার নোটের বিষয় সর্ব্বসমক্ষে বর্ণন করিলেন, পরে ১০০ টাকার একখানি নোট লইয়া বিধবার হস্তে দিয়া বলিলেন "এই তোমার সাধুতার পুরস্কার।" পরে তাঁহার পুত্রের সদ্‌গুণের ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন "এমন সুমাতা না হইলে এমন সুসন্তান হয় না। আমি ইহাঁকে আমার "নায়েব" স্বরূপ অন্য একটী তালুকে নিযুক্ত করিলাম।" বিধবা ও তাঁহার সন্তান কৃতজ্ঞতা ও আনন্দে অভিভূত হইয়া আর একটী কথাও বলিতে পারিল না। সমাগত লোকেরা বিধবার সাধুতা ও জমীদারের উদারতার জন্য কাহাকে কত সাধুবাদ দিবেন? তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদিগকে "ধন্য ধন্য" বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)

বৈদ্যুতিক আশ্চর্য্য ঘটনা।

আকাশে বিদ্যুতের ক্রীড়া দর্শন কি মনোরম! যাঁহাদের কল্পনায় বিদ্যুল্লতা রমণী মূর্ত্তিমতী হইয়া প্রকাশিত হন, তাঁহাদের মনে কত অপূর্ব্ব ভাবেরই উদয় হয়। কিন্তু এই চিক্কুরের সহিত ঝঞ্ঝনা আছে, তাহার শব্দে কে না ভীত ও চমকিত হয়? অসভ্য লোকেরা ইহাতে ঈশ্বরের ক্রোধ গর্জন শুনিয়া সর্ব্বনাশের আশঙ্কা করে। সভ্যলোকেরাও ইহার তেজের নিকট অনেক সময় আপনাদিগকে বিপন্ন ও নিরুপায় দেখেন। সকল জীবজন্তু ত্রাসিত হয়। পঙ্কতলস্থ বাইন মৎস্য ইহার শব্দে ছট ফট করিয়া লাফাইতে থাকে, রাজপথবাহী অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহী সহিত কাঁপিতে থাকে, সকল পশু আপন আপন আশ্রয় স্থানে গিয়া লুকায়, ঈগল পক্ষী ডানা গুটাইয়া পাহাড়ের ফাটালে প্রবেশ করে, হরিণ

দাবদগ্ধের ন্যায় উন্মাদগ্রস্ত হয়। কেবল সিল মৎস্যের ইহাতে আনন্দ অনুভব হয়, সে বজ্রধ্বনি শুনিয়া সমুদ্রের গভীর গর্ভস্থ নিভৃত বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া চড়ার ধারে আইসে এবং নিশ্চিন্তভাবে বিশ্রাম সুখ অনুভব করে।

এই বিদ্যুৎ কি? অনেক কাল মনুষ্যের অজ্ঞাত ছিল। তাড়িত নামে একপ্রকার পদার্থ আছে, ইহা প্রাচীন গ্রীকেরা জানিতেন, হিন্দুরাও ইহার তত্ত্ব বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যুৎ ও তাড়িত যে একই পদার্থ এবং ইহা সকল বস্তুর মধ্যে গুপ্ত ভাবে রহিয়াছে, ইহা তাঁহারা অবগত ছিলেন কি না জানা যায় না। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ঘুড়ী উড়াইয়া মেঘ হইতে বিদ্যুৎকে ভূমিতলে আনয়ন করেন এবং তাড়িতের সহিত ইহা এক পদার্থ সপ্রমাণ করেন। দুইটী মেঘে তাড়িত পদার্থ যখন সমান পরিমাণে থাকে, তখন তাহার প্রকাশ দেখা যায় না, কিন্তু একটীতে অধিক এবং অন্যটীতে অল্প হইলেই স্বাভাবিক নিয়মে একটীর অতিরিক্ত তাড়িত অন্যটীতে যায়, ইহাতেই আলোকের মত তাহা দৃশ্যমান হয়। বন্দুকের আলোর সঙ্গে সঙ্গে যেমন তাহার আওয়াজ বা শব্দ হয়, বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে তেমনি বজ্রধ্বনি হয়। শব্দ অপেক্ষা আলোকের গতি দ্রুত বলিয়া বিদ্যুৎ অগ্রে প্রত্যক্ষ হয়, বজ্রধ্বনি পরে শুনা যায়। এক মেঘ হইতে অন্য মেঘে এবং এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে যখন এই শব্দের প্রতিধ্বনি হইতে থাকে, তখন অতি ভয়ানক হয়। ধাতু অথবা কোন আর্দ্র বস্তু মধ্যে থাকিলে তাড়িত এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে সহজে পরিচালিত হইতে পারে। পৃথিবী তাড়িতের আধার, মেঘ হইতে ইহাতে তাড়িত পরিচালিত হয়। বাটীর ধারে একটী লোহার শিক পুতিয়া রাখিলে মেঘের তাড়িত বাটী স্পর্শ না করিয়া শিকের ভিতর দিয়াই পৃথিবীতে যায়। বিজ্ঞানকৌশলে এখন লোহার তার দ্বারা তাড়িত চালনা করিয়া সংবাদ সকল চক্ষুর নিমেষে দেশ দেশান্তরে প্রেরিত হইতেছে।

পৃথিবীর সকল স্থানে তাড়িত সমান নয়, এক এক দেশে ইহার আধিক্য দেখা যায়। হামিল্টন নামে এক সাহেব আসিয়া মাইনরের বিষয়ে এক গ্রন্থ লেখেন, তাহাতে এ সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন "আমি আঙ্গোরা নামক স্থানে গিয়া দেখিলাম, তথাকার সকল বস্তু অতিরিক্ত তাড়িতে পূর্ণ। রেসমী রুমাল, এবং পশমী ও পট্টবস্ত্রে ইহা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান দেখিলাম। কখন কখন আমি অন্ধকারে শয্যাতে শয়ন করিতে যাইতাম, কম্বল হইতে এত তাড়িত বাহির হইত, যে তাহা

যেন এক খানি আলোকের চাদর বলিয়া বোধ হইত। আমি যখন পশমী রুমাল হাতে লইতাম, তখন এক মুটা শুষ্ক পাতা বা খড় হাতে ভাঙ্গিলে যেরূপ 'মচ্ মচ্' শব্দ হয়, সেইরূপ শব্দ শুনিতাম। দুই একবার আমার হাত ও অঙ্গুলিতে তাড়িতের আঘাতও অনুভব করিয়াছি। এ দেশের বায়ুর শুষ্কতা এবং সাময়িক সংঘর্ষণ এই তাড়িতাধিক্যের কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দিন রাত্রির পরিবর্ত্তনে অথবা বায়ুবেগের ন্যূনাধিক্যে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। আমি যতদিন তথায় ছিলাম, আকাশে এক খানিও মেঘ দেখিতে পাই নাই।" পর্য্যটকগণ উচ্চ পর্ব্বত শ্রেণীর নিকটবর্ত্তী হইয়া আরও অনেক স্থলে এইরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সার উইলিয়ম জে হুকার বেন নেবিস পর্ব্বতে, সসুর মণ্ট ব্লাঙ্ক পাহাড়ে এবং টপার এটনা গিরিতে ভ্রমণ করিতে করিতে ইহার প্রমাণ পাইয়াছেন। টপার সাহেব একটী বরফ ক্ষেত্রে নামিয়া যেমন একখানি মেঘের মধ্যে প্রবেশ করিবেন, অমনি একটী তাড়িতাঘাত প্রাপ্ত হন এবং পৃষ্ঠদেশে বেদনা অনুভব করেন। তখনি তাঁহার মস্তকের কেশ সকল খাড়া হইয়া দাঁড়াইল এবং তাড়িত স্ফুলিঙ্গের সঞ্চারে এক প্রকার গুণ গুণ শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইতে লাগিল। বরফ তাড়িতের পরিচালক বলিয়া এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল। মেঘ সকলের মধ্য হইতে যখন তাড়িতনির্গম হইতে থাকে, তখন তাহার ভিতর দিয়া যাওয়া বিপদজনক, তথাপি অনেকে এরূপ স্থলে নিরাপদে ভ্রমণ করিয়াছেন। ১৭৭৮ সালে আবি রিচার্ড নামক এক সাহেব সালন্স ও টর্ণসের মধ্যবর্ত্তী বয়ার নামক একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতে আরোহণ কালে একটী নিবিড় মেঘের মধ্য দিয়া চলিয়া যান, তাহা হইতে বজ্রপাত হইতেছিল। মেঘ মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বজ্রের শব্দ সচরাচর যেমন শুনাযায়, সেইরূপ শুনিলেন; কিন্তু তাহা দ্বারা যখন আবৃত হইলেন, এক একটী শব্দ থামিয়া থামিয়া হইতেছে শ্রবণ করিলেন, গড় গড়ানে শব্দ শুনিতে পাইলেন না। যখন মেঘ ভেদ করিয়া উপরে উঠিলেন, তখন আবার বিদ্যুৎ দর্শন ও গড় গড় শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। পিরেনিজ পর্ব্বতে যখন ত্রিকোণমিতির জরিপ হয়, তখন আরাগো সাহেবের ভগিনী কতকগুলি ইঞ্জিনিয়ারের সমভিব্যাহারী হইয়া পর্ব্বতারোহণ করেন এবং উল্লিখিতরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন।

অশান্তির প্রস্রবণ।

আমাদের পাঠিকাবর্গের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই নানা প্রদেশের নানা প্রকার আগ্নেয় গিরি ও উষ্ণ-প্রস্রবণের বিবরণ দর্শন, শ্রবণ বা পাঠ করিয়া থাকিবেন; কিন্তু অশান্তির প্রস্রবণের বিষয় কখনও দর্শন, শ্রবণ বা কোন গ্রন্থে পাঠ করিয়াছেন কি? এই অশান্তির প্রস্রবণ ভূমণ্ডলের প্রায় সকল স্থলে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের অধিকাংশ গৃহেই বিদ্যমান আছে। পাঠিকাবর্গ বোধ হয় জানিতে উৎসুক হইয়াছেন যে, প্রতিগৃহে উক্ত অশান্তির প্রস্রবণ কি? তদ্বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে:—

অশান্তির প্রস্রবণ দর্শন করিলে হৃদয় স্তম্ভিত ও বিস্ময়ে পরিপূরিত হইয়া উঠে। এই অশান্তির উৎস সকল হইতে দিবারাত্রই অশান্তির উষ্ণবারি উৎসারিত হইতে থাকে। যে গৃহে একটী বা ততোধিক অশান্তির প্রস্রবণ বিদ্যমান আছে, তথাকার গৃহপালিত পশু পক্ষ্যাদি পর্য্যন্ত ভয়ে সঙ্কুচিত ও নিস্তব্ধ হইয়া থাকে। ইহারা অশান্তির প্রস্রবণের মূর্ত্তি দেখিয়া দূরে পলায়ন করে, নতুবা নীরব ও আশ্চর্য্য হইয়া প্রস্রবণের বিচিত্র কাণ্ড দেখিতে থাকে, নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইতে বা আমোদ প্রমোদ করিতে সমর্থ হয় না। অধিক কি, যে গৃহে অশান্তির প্রস্রবণ বিরাজমান আছে, সে গৃহে শান্তি নাই, সদ্ভাব নাই, একতা নাই এবং সে গৃহে কুবেরের সমস্ত ধন আসিলেও সচ্ছলতা নাই। সংসার চিরদিন যেন ভয়ঙ্কর শ্মশান-ভূমি হইয়া থাকে।

সর্ব্বদাই যে অশান্তির প্রস্রবণ হইতে উষ্ণ বারি উৎসারিত হয় তাহা নহে; কিন্তু আমরা নগরে নগরে, পল্লিতে পল্লিতে, গৃহে গৃহে অনুসন্ধান করিয়া করিয়া দেখিয়াছি বঙ্গসংসারের অনেক স্থানেই দিবসের মধ্যে অধিকাংশ সময় অশান্তির প্রস্রবণ হইতে অশান্তির বারি উৎসারিত হইতেছে, গৃহবাসিগণ অশান্তির উষ্ণবারির জ্বালায় গৃহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। আবার কোন কোনটী বা কিছুক্ষণের জন্য হৃদয়ের উষ্ণ ও বিষম অপ্রীতিকর বারি উৎসারিত করিতে বিরত থাকে, কিন্তু প্রস্রবণের ভাব দেখিলে অনুমান হয় যেন পর মুহূর্ত্তেই আবার হৃদয় শতগুণ দগ্ধ করিয়া ফেলিবে।

এই অশান্তির প্রস্রবণ সকল দেখিতে একরূপ নয়, কোনটী কৃষ্ণবর্ণ, কোনটী গৌরবর্ণ, কোনটী দুধে আল্‌তায় মিশ্রিত; আকৃতিতে কোনটী ক্ষীণ, কোনটী মধ্যম, কোনটী বা স্থূল, কিন্তু বাহিরের গঠন ভিন্ন হইলেও ভিতরের গঠন সকলেরই প্রায় একরূপ। অশান্তির প্রস্রবণের আসা-দেশ ভিন্ন ভিন্ন। এই মূর্ত্তি ঈশ্বরের হস্তনির্ম্মিত। প্রত্যেক মনুষ্যের প্রীতি, শান্তি, পারিবারিক সুখ ও ধর্ম্মোন্নতির সহায়তার জন্য ঈশ্বর এই মূর্ত্তি সৃজন করিয়াছেন। দয়াময় পরমেশ্বরের এমন ইচ্ছা নয় যে তাঁহার সৃজিত সেই মূর্ত্তি সকল অশান্তির উষ্ণবারি উৎসারিত করিয়া মনুষ্যের চিত্তে ও পুণ্যক্ষেত্র সংসারে দুঃখ ক্লেশ আনয়ন করে; কিন্তু এই সকল পবিত্র মূর্ত্তি সংসারের বিচিত্র ভূমিতে পতিত হইয়া মানবের দুর্ভাগ্য বশতঃ অনবরতই অশান্তির বারি উৎসারিত করিতেছে।

সুবোধ পাঠিকাবর্গ বোধ হয় সংসারে অশান্তির প্রস্রবণ কি? তাহা আভাসে অনুমান করিতে পারিয়াছেন। অশান্তির প্রস্রবণ আর কিছুই নহে—অশান্তিময়ী নারীমূর্ত্তি। ইহাঁরা যখন অশান্তির বারি উৎক্ষিপ্ত করিতে থাকেন, তখন গৃহের পতি পুত্র দাস দাসী প্রভৃতি এমন কি গাভী ও গৃহমার্জ্জারটী পর্য্যন্ত সশঙ্কিত হইয়া থাকে। অশান্তিময়ী শাশুড়ী সরলা বধূকে জিয়ন্তে দগ্ধ করেন, অশান্তিময়ী বধূমাতা বৃদ্ধা শাশুড়ীকে শেল বিদ্ধ করিয়া থাকেন। অশান্তিময়ী পত্নী যখন তেজস্বিনী হইয়া স্বামীকে অতিক্রম করিতে ও তাঁহাকে নিজ কুটিল ইচ্ছানুসারে চালাইতে অভিলাষিণী

হন, তখন সে দৃশ্য কি অপ্রীতিকর! স্বামীর অবস্থা যদ্যপি মন্দ হয়, এবং নিজের অভিলাষানুরূপ কার্য্য না হয়, তাহা হইলে অশান্তিময়ীর মুখ অস্বাভাবিক রূপ ধারণ করে, মুখমণ্ডলে যেন দীপ্ত অগ্নি জ্বলিতে থাকে, তখন পতিকে সুমধুর বাক্যে তুষ্ট করা এবং তাঁহার সহিত সহানুভূতি করা দূরে থাকুক, স্বামী দৃষ্টিপথে পতিত হইলে বৃথা অভিমানে ও রোষ-ভরে মুখ ফিরাইয়া থাকেন, পতির দুঃখের সমভাগী হইতে চাহেন না। পাঠিকা ভগিনি! আপনি কি সংসারে অশান্তিময়ী নারীমূর্ত্তি দেখিতে অভিলাষ করেন? বোধ হয় না। যখন অশান্তিময়ী গগনভেদী প্রচণ্ড স্বরে পতি পুত্র ও দাস দাসীকে তিরস্কার করেন, যখন প্রতিবাসীর সহিত উচ্চ কণ্ঠ মিলাইয়া গর্জন করিতে থাকেন, তখন তিনি কি প্রকার সংহারমূর্ত্তি ধারণ করেন, পাঠিকাবর্গ বোধহয় দেখিয়া থাকিবেন। সত্য বটে গৃহধর্ম্ম করিতে হইলে পাঁচ জনে উত্ত্যক্ত করে, অকারণে অন্যান্য পরিজনবর্গের সহিত কলহ হইবারও সম্ভাবনা; পুত্র কন্যাগণ অনবরত বিরক্ত করিয়া থাকে; স্বামীর সহিত অনেক সময় মতভেদ ও অনৈক্য হইতে পারে এবং প্রতিবাসীর সহিত কোন না কোন কারণে হঠাৎ বিবাদ হইবারও বাধা নাই, কিন্তু অশান্তিময়ী শান্তি ও সহিষ্ণুতার অভাবে সামান্য কারণে উত্ত্যক্ত হইয়া

চতুর্দ্দিকের অশান্তি শতগুণ বর্দ্ধিত করেন।

অশান্তিময়ীর সকল কার্য্যই অশান্তি-পূর্ণ। কি গৃহ কর্ম্ম, কি সন্তানপালন কি পতিসেবা, কি দাস দাসীর প্রতি কর্ত্তব্য, কি প্রতিবাসীমণ্ডলীর সহিত ব্যবহার; সকল কার্য্যে যেন উগ্রচণ্ডামূর্ত্তি সাক্ষাৎ বর্ত্তমান। পরিশ্রান্ত স্বামী গৃহে প্রতিগমন করিলে অশান্তিময়ী সন্তান সন্ততিগণকে অবিরত ভর্ৎসনা ও প্রহার করিয়া বাটীর চতুর্দ্দিক চিৎকারের উপর চিৎকারে পরিপূরিত করেন; বালক বালিকাগণ অপরিস্কৃত বা কদাকার হইয়া থাকিলেও তৎপ্রতি দৃকপাত নাই, দাস দাসীদিগকে যত্ন ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শন না করিয়া অবিশ্রান্ত খাটাইতেছেন ও যাহা মুখে আসিতেছে তাহাই প্রয়োগ করিতেছেন, প্রতিবাসীর প্রতি সদ্ভাব ও একতার পরিবর্ত্তে বিনাকারণে বা সামান্য কারণে কলহে প্রবৃত্তা হন। অশান্তিময়ীর বিশ্বাস তিনিই সর্ব্বে-সর্ব্বা। শান্তি ও সহিষ্ণুতা স্ত্রীজাতির যে স্বাভাবিক সম্পত্তি, অশান্তিময়ী তাহা বিস্মৃতির অতল সলিলে নিমগ্ন করিয়া রাখেন!

অশান্তিময়ীর জীবন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে আশ্চর্য্য স্ত্রী যুদ্ধের কথা শুনাযায়। ইহা অবশ্য ইতর জাতীয়াদিগের মধ্যে, কিন্তু ইহার ফটোগ্রাফ সময় সময় ভদ্রগৃহেও দেখিয়া মর্ম্মপীড়িত হইতে হয়। পাড়ার দুইটী স্ত্রীলোকের মধ্যে কোন কারণে মনোবাদ হইলে প্রথমে একজন বামহাতে এক খানি কুলা এবং ডানি হাতে একগাছি ঝাঁটা লইয়া অগ্রসর হন এবং সেই ঝাঁটাদ্বারা সেই কুলা বাজাইয়া প্রতি পক্ষকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে থাকেন। অপর স্ত্রীলোক এই বাদ্যধ্বনি শুনিয়া উন্মত্ত হইয়া আপনার ঝাঁটা ও কুলা লইয়া দৌড়িয়া আসেন। পরে উভয়ে বাদ্য-ধ্বনি সহ সিংহনাদ করিতে করিতে উভয়ের চতুর্দ্দশ পুরুষান্ত করিতে থাকেন। একজন যখন বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তখন বাদ্যযন্ত্র কুলা ও ঝাঁটা একটী ধামা চাপা দিয়া সরিয়া যান। বিপক্ষ রমণী যতক্ষণ সাধ্য এক তরফা যুদ্ধ করিয়া আর একটী ধামা চাপা দিয়া আপনার কুলা ও ঝাঁটা রাখিয়া চলিয়া যান। পাঠিকাগণ মনে করিবেন না, এইখানেই যুদ্ধের শেষ হইল। পরদিবস ঐ উভয় স্ত্রীলোকের মধ্যে এক জন যখনি অবকাশ পাইলেন, আপনার চাপা ঝাঁটা ও কুলা লইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। বিপক্ষ এই আহ্বানধ্বনিতে সকল কাজ ফেলিয়া আপনার রণবাদ্য ও বাজাইতে থাকেন। পূর্ব্বদিবসের মত আবার তুমুল যুদ্ধ হইয়া যখন যিনি ক্লান্ত হইলেন, ঝাঁটা ও কুলা ধামা চাপা দিয়া প্রস্থান করিলেন। এইরূপ চাপা ও খোলা যুদ্ধ কয়েক দিন চলিয়া পরে উভয়ের গাত্র জ্বালা নিবৃত্তির সহিত যুদ্ধেরও নিবৃত্তি হয়।

কিন্তু যে সংসারে বিষকূপ, সেইখানেই

অমৃত নদী। যে গৃহে শান্তিময়ী নারী আছেন, তথায় স্বর্গের ছবি বিদ্যমান। শান্তিময়ীর চির প্রসন্ন মুখ ও সলজ্জ হৃদয় দেখিলে মানবের মন স্বর্গের দিকে আকর্ষিত হয়, তাঁহার চিত্ত-প্রফুল্লকর মধুর বাক্য শ্রবণে সকলেরই হৃদয় উল্লাসিত হয়, তাঁহার শান্তিপূর্ণ পবিত্র হাস্যে গৃহ আলোকিত থাকে। তাঁহার হস্ত সকলকে নিরাপদে রাখিতে ব্যস্ত, নিত্য অক্লান্ত পরিশ্রম তাঁহার জীবনের ধর্ম্ম, মিতব্যয়িতা বা অবস্থানুসারিতা তাঁহার প্রধান বিবেচনার বিষয়। জিহ্বা তাঁহার সত্যের আধার, তাঁহার হৃদয় স্বামীর সিংহাসন ও পুত্র কন্যাগণের নিরাপদ আরামস্থল, ধর্ম্ম তাঁহার বহুমূল্য অলঙ্কার, নিত্য উপাসনা ধর্ম্মালোচনা ও জ্ঞানচর্চ্চা করা তাঁহার দিবসের সারকর্ম্ম। পতির আগমন জন্য প্রফুল্ল হৃদয়ে উৎসুক-নেত্রে প্রতীক্ষা করিবেন, এই তাঁহার প্রধান আনন্দ, তিনি সন্তানসন্ততিগণকে সুপরিষ্কৃত বসন পরিধান করাইয়া, নিজে শুদ্ধ হৃদয়ে ও প্রফুল্লমনে স্বামীর অভ্যর্থনা ও সেবা করিবেন, ইহাই তাঁহার সুখ। প্রতিবাসী মণ্ডলী, দাসদাসী, ও অপরাপর পরিজন-বর্গকে সুমিষ্ট ব্যবহারে পরিতুষ্ট করিবেন, ইহাই তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য। শান্তিময়ীর সকলই শান্তিময়, তাঁহার গৃহে, তাঁহার কার্য্যে, তাঁহার মধুর প্রকৃতিতে সেই শান্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্গসংসারে অশান্তির প্রস্রবণময়ী নারীমূর্ত্তি অনেক আছেন, আমাদের অনুরোধ তাঁহারা যেন আপন আপন চিত্ত শান্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া শান্তিময়ী হয়েন। তাঁহারা শান্তিময়ী হইলে নিজে সুখী হইবেন এবং আমাদের অনেক আশা ফলবতী হইবে। বঙ্গগৃহ দরিদ্রতাতে পূর্ণ থাকিলেও শান্তিময়ীর শান্তিগুণে সংসার সুখ সম্পদে ভাসিতে থাকিবে, এবং রোগে, শোকে, বিপদে—এমন কি ভয়াসক্ত উত্ত্যক্ততাতেও মনের শান্তি ভঙ্গ হইবে না। কি পতি পুত্র কন্যা, কি প্রতিবাসীমণ্ডলী, যে কেহ তাঁহাকে দর্শন বা তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবেন, সকলেই যেন তাঁহার স্নিগ্ধ শান্তিপূর্ণ জ্যোতিতে ও অমৃতময় বাক্যে হৃদয়ে সুখানুভব করিতে পারেন, এমন কি গৃহপালিত পশুপক্ষী পর্য্যন্ত যেন তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার মধুর সম্বোধন শুনিয়া সুখী হইতে পারে।

শান্তিপূর্ণ সংসারই যথার্থ সুখের সংসার, তথায় হিংসা, দ্বেষ ও অভিমানের তীব্র হলাহল নাই। বিবাদ বিসম্বাদ প্রভৃতি আসুরিক ভাব নাই, সর্ব্বস্থানই, শান্তি, প্রীতি, ও ঐশ্বরিক ভাবে পরিপূর্ণ। আমাদিগের সকল ভগিনী শান্তিময়ীর আদর্শ হইতে চেষ্টা করেন, এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

অমূল্যধন বিক্রয়।

একস্থানে কি এক ধন বিক্রয় হইতেছিল। এই ধন পাইলে আর লোকের কোন ধনের অভাব থাকে না, সকল ভাবনা চিন্তা দূর হইয়া যায় এবং কোটি-কল্প সুখে সচ্ছন্দে কাল যাপন করা যায়। এই সংবাদে পৃথিবীর নানা দেশ হইতে অসংখ্য অসংখ্য লোক আসিয়া জুটিয়াছে। মহারাজা, রাজা, সদাগর, ধনাঢ্য অনেক লোক প্রভূত অর্থ সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। বিক্রয়কারী ঘোষণা করিয়া বলিয়া দিলেন, দ্রব্যটী নিলামে বিক্রয় হইবে, যে অধিক ডাকে কিনিবে, ইহা তাহারই হইবে। রাজা রাজড়া ধনী লোকেরা পরস্পরে পরস্পরের প্রতিযোগী হইয়া ডাক বাড়াইতে লাগিলেন, যাঁহার যতদূরসাধ্য ত্রুটি করিলেন না। যাঁর হাজার টাকার সংস্থান, তিনি পাঁচশত ডাক দিলেন, যাঁর লক্ষ টাকার তিনি ৫০ হাজার, যাঁর ক্রোর টাকার তিনি ৫০ লক্ষ, এইরূপে আপনার আয় বিবেচনা করিয়া সকলেই ডাক দিতে লাগিলেন। ডাকই বাড়িতেছে,কিন্তু কাহারও প্রস্তাব বিক্রেতার মনোনীত হইতেছে না। এমন সময়ে সেই পথ দিয়া এক বৃদ্ধা রমণী যাইতেছিলেন। তাঁহার আপনার বলিবার কেহ ছিল না। তাঁহার পুঁজির মধ্যে এক নাটাই সুতা। সে প্রতিদিন সেই সুতা লইয়া হাটে বিক্রয় করে। যে মূল্য হয়, তার অর্দ্ধেকে জীবনধারণ করে, আর অর্দ্ধেকে তুলা কিনিয়া লইয়া সুতা কাটিয়া পুনরায় বিক্রয় করে। বুড়ী সুতা লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাইতেছিল,পথে জনতা দেখিয়া দাঁড়াইল এবং লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিল "এখানে এত গোলযোগ কেন?" তাহারা বলিল "অমূল্য ধন বিক্রয় হইতেছে এবং তাহার এত গুণ।" বুড়ী বলিল আমার এ ধনের যে দরকার আছে, আমি বড় দুঃখিনী।" তথাকার লোকেরা তাহাকে পাগল ঠাহরাইয়া হাসিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল "দূর বুড়ী, কত লাক লাক কোটী কোটী টাকা ডাকিয়া রাজা রাজড়ারা পাইতেছে না, তোর কি আছে, কি দিয়া কিনিবি।" বুড়ী সুতার নাটাই দেখাইল এবং বলিল এই আমার সর্ব্বস্ব, আমি যদি অমূল্য ধন পাই, নাটাই সুদ্ধ সব সুতা দিব। যে দিকে বুড়ীকে লইয়া লোকে গোল করিতেছে, বিক্রেতার দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল এবং বুড়ী ভিড় ঠেলিয়া আসিতে পারিতেছে না, দেখিয়া তিনি বলিলেন বুড়ীর যা ডাক থাকে, পাঠাইয়া দিক্। সুতার নাটাই বিক্রেতার হস্তে পৌঁছিল। বিক্রেতা নাটাই লইল, কিন্তু বুড়ীর হাতে অমূল্য ধন আসিতেছে না। ইহাতে সে চিৎকার করিয়া এবং বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল "ওরে আমার যে সর্ব্বস্ব দিলাম, আর আমার কিছুই নাই, কৈ অমূল্য ধন কৈ?" বুড়ী কাঁদিয়া উঠিবামাত্র,সেই ধন তাহার হস্তে আসিল এবং সে আনন্দ করিতে করিতে চলিল, সকল লোকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল।

পাঠিকা ভগিনি! তুমি ঈশ্বর চাও, ধর্ম্ম চাও, নিত্য সুখ চাও, তোমার মত আরও অনেকে তাহা চায়। কিন্তু ইহার জন্য কি মূল্য দিতে চাও? তোমার যাহা আছে, তাহার এক আনা, কি অর্দ্ধেক বোধহয় অনায়াসে দিতে পার। ধর্ম্মের জন্য কত ধনাঢ্য লোক কত ব্যয় করিতেছেন। কিন্তু সেও নখে কাটিয়া কিছু কিছু দিতেছেন। 'বুড়ীর মত সর্ব্বস্ব' কি ইহার জন্য দিতে পার? যদি পার, তাহা হইলেই এ ধন তোমার হইবে। ধর্ম্ম-জগতে টাকা দ্বারা মূল্য নিরূপণ হয় না, এক জনের এক পয়সা, আর এক জনের লক্ষ টাকার সমান। সমুদায় হৃদয়, সমুদায় মন,সমুদায় প্রাণ যে ধর্ম্মের জন্য দেয়, আর আপনার জন্য কিছু রাখে না, যে আপনাকে নিতান্ত দরিদ্র দেখিয়া হাহাকার করিতে পারে,সেই এই অমূল্য ধন লাভ করে। এ ধন পাইলে অমৃতের খনি লাভ হয়, অনন্তকালের সুখসম্পদে অধিকারী হওয়া যায়।

বিষম সমস্যা।

(একটী কুমারীর নির্জ্জন কক্ষে মানস চিন্তা)

একটী সচ্চরিত্রা সুশিক্ষিতা যুবতী আপনার নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া ভাবিতেছিলেন "এখন কোন্ পথ অবলম্বন করি,জীবনের এ বিষম সমস্যার মীমাংসা করি কিরূপে, এ প্রাণ রাখি, কি মরি?" এই ভাবনায় দিনেমার রাজকুমার হামলেট অস্থির হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহার কিছুই মীমাংসা করিতে পারেন নাই। আমার জীবনে যে বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে আমিও তাহার কোন মীমাংসা করিতে পারিতেছি না, তরঙ্গা কুলিত সমুদ্রের ন্যায় আমার হৃদয় বিষম আন্দোলিত হইয়াছে! কিন্তু এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে একটী ভিন্ন অন্য চিন্তা স্থান পাইতেছে না, এক তরঙ্গে সমস্ত হৃদয় আন্দোলিত; একটীর পর আর একটী তার পর আর একটী এইরূপ যত চিন্তা আসিতেছে, তাহারা ভিন্ন চিন্তা নহে, এক চিন্তারই ভিন্ন মূর্ত্তি মাত্র। আমি বিবাহ করি কি না, এই চিন্তাই বহুরূপীর ন্যায় ভিন্ন

ভিন্ন মূর্ত্তিতে হৃদয়ে উপস্থিত হইতেছে; কিন্তু ইহারত কোন মীমাংসা করিতে পারিতেছি না। কতলোকে কর্ত কি ভাবিতেছে, আবার মনের কথা মুখে ফুটিয়া বলিতেছে, আমার নিন্দা দেশময় ব্যাপ্ত হইতেছে! কেহ বলিতেছেন ইনি আত্মগৌরবে ব্যস্ত, ত্রিজগতে ইহাঁর অনুরূপ যোগ্য বর দেখিতে পান না, আবার কেহ বলিতেছেন, বিপুল ধন সম্পত্তি না হহলে ইহাঁর চলিবে না, সামান্য গৃহস্থ ইহাঁর বিলাসসজ্জা যোগাইতে প্রাণান্ত হইবে। লোকের কথা শুনিয়া কষ্ট হয়, প্রাণে আঘাত লাগে, কিন্তু লোকের মুখ বন্দ করিব কিরূপে? আমি আত্মগৌরবে, বিলাস-বাসনায় মত্ত হইয়া এ বিষম চিন্তানলে দগ্ধ হইতেছি কি না সে বিচার ঈশ্বর করিবেন। কিন্তু আমার চিন্তা দূর হয় কিরূপে, এ জীবন সমস্যার স্থির মীমাংসা কে করিবে? আমার জীবনের সমস্ত সুখ, সমস্ত আশা বিসর্জ্জন করিয়াও জগতের একটী দুঃখীর একবিন্দু অশ্রুজল যদি নিবারণ করিতে পারিতাম, জীবন সার্থক হইত। পরম করুণাময় ঈশ্বর মনুষ্যকে যে সকল পবিত্র সুখের অধিকারী করিয়াছেন, তন্মধ্যে দাম্পত্য প্রেম একটী অতি উচ্চ স্থান অধিকার করে। অনেকে ঈশ্বর প্রেমের নীচেই দাম্পত্য প্রেমের স্থান নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু আমি অসন্দিগ্ধচিত্তে বলিতে পারি, যদি জগতের হিতে এই ক্ষুদ্র প্রাণ এইক্ষুদ্র শক্তি নিয়োগ করিতে সমর্থ হই, তাহাহইলে এই অতি উচ্চ পবিত্র সুখ অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। হায়! আমার জীবনে কি সে সুযোগ উপস্থিত হইবে? জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, কুমারী ষ্টান্‌লি, কুমারী ফ্লোরেন্সলি সমর ক্ষেত্রে পীড়িত ও আহত সৈন্যদিগের সেবা শুশ্রূষায় প্রাণপণে যত্ন করিয়াছেন; কুমারী কার্পেণ্টার কারাবাসী-দিগের দুঃখ দুর্গতি মোচন করিতে তাহাদিগকে সৎপথে আনয়ন করিতে, সাপরাধ বালক বালিকাদিগকে নিজ আশ্রয়ে রাখিয়া তাহাদিগকে সংশোধন করিতে কত যত্ন কত পরিশ্রম করিয়াছেন। এইরূপ প্রাতঃস্মরণীয়া চিরকুমারী ইউরোপ ও আমেরিকায় আরও কত রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের পুণ্যপ্রভাবে দেশ পবিত্র হইতেছে। ইচ্ছা হয় এই সকল নারী রত্নের পদচিহ্ন ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের অবলম্বিত শুভপথে অগ্রসর হই, এবং এই ক্ষুদ্র জীবন, এই ক্ষুদ্র শক্তিকে সেই পথে ঢালিয়া দেই। দেশের শত দুর্দ্দশা শত দুর্গতি ভাবিলে ইহা অপেক্ষা জীবনের আর কোন উচ্চতর ব্রত, আর কোন উচ্চতর সুখ আছে এমন ত বোধ হয় না। কিন্তু আমার ভাগ্যে কি ইহা ঘটিবে, এ জীবনে এমন শুভদিন কি হইবে? দেশের অবস্থা দেখিলে, লোকের প্রবৃত্তি স্মরণ করিলে হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ত

হৃদয়েই মিলিয়া যায়? আমি কি ভাবি, আর লোকে আমার সম্বন্ধে কি মনে করে? ইহা হইতে আর এক পদ অগ্রসর হইলে, গৃহের বাহির হইয়া একটী সৎকার্য্য করিতে চাহিলে, আরও যে কত লোকে কত কথা বলিতে পারে তাহা ভাবিলে হৃদয় কম্পিত হয়, আর এক পদ অগ্রসর হইতে সাহস হয় না। কিন্তু যদি আর অগ্রসর হইতে না পারি, চিত্রপুত্তলিকার মত এ অবস্থায় থাকিয়া কি করিব? এরূপ চির সঙ্কুচিত অবস্থায় নিজ কক্ষে বসিয়া থাকিয়া কাহার কি উপকার করিতে সমর্থ হইব? যদি পরসেবায়, পরহিতে জীবন উৎসর্গ করিতে না পারিলাম, তবে জীবনের একটী অতি প্রধান সুখকে বিসর্জ্জন করিয়া কি লাভ হইবে?

তবে কি বিবাহ করিব? জগতের সমুদয় লোকের সুখ দুঃখ ভুলিয়া কেবল মাত্র আত্মসুখ চিন্তায় রত হইব? কিন্তু বিবাহ করিলেই যে সুখ হইবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেইত বিবাহ করে, কিন্তু সকলেই কি সুখী হয়? বিবাহ করিলেই যদি সুখ হইত, তাহাহইলে এত দুঃখ দেখিতে হইত না। অপরের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু নিজের হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এ কথা বলিতে পারি পরের সুখ দুঃখ ভুলিয়া কেবল আত্মসুখ চিন্তায় রত হইলে আমি কখনই সুখী হইতে পারিব না। তবে একটী কথা, বিবাহ করিলেই কি পরের সুখ দুঃখ চিন্তা ভুলিতে হয়? আত্মসুখ বিস্মৃত হইয়া পরকে সুখী করিতে হইবে, বিবাহের কি ইহাই মূল মন্ত্র নহে? যে স্ত্রী আপনার সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া স্বামীকে সুখী করিতে যত্ন করেন এবং যে পুরুষ স্ত্রীকে সুখী করিতে পারিলে কৃতার্থ হন, তাঁহারাই কি অধিক সুখী নহেন? আত্মবিস্মৃতি এবং পরে অনুরক্তি যদি বিবাহের মূলমন্ত্র হয়, তবে বিবাহ করিলে পরের সুখ দুঃখ চিন্তা বিস্মৃত হইতে হইবে কেন? কেন হইবে' তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু সংসারে দেখি অধিকাংশ লোকেরই এইরূপ হইয়া থাকে। যাঁহাদিগকে দেখিয়াছিলাম, অবিবাহিত থাকিতে আশা উৎসাহে পরিপূর্ণ ছিলেন, পরের দুঃখ দেখিলে বিষম কাতর হইতেন, অশ্রুজলে বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইত, স্বজাতীয়া স্বদেশীয়া কুলকন্যার দুর্গতির কথা স্মরণ করিয়া শতবার প্রতিজ্ঞা করিতেন আমার জীবন এ দুঃখ দুর্গতি নিবারণে উৎসর্গ করিব, আমার অর্থ এই শুভ কার্য্যে ব্যয় হইবে, তাঁহারা যখন বিবাহ করিলেন, নিজের নিজের পুত্র কন্যা হইল, তখন সে সমুদায় কথা ভুলিয়া গেলেন। কেহ পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া দিলে হাসিয়া বলেন, "অপরিণত বয়সে এরূপ অনেক কথা বলা যায়, অনেক চিন্তা মনে আসিয়া থাকে, কিন্তু ওরূপ কথা ওরূপ

চিন্তার মূল্য কি আছে? এ সকল দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কে বলিতে পারে আমারও দশা এইরূপ হইবে না? কিন্তু জগতে যত স্ত্রীলোক বিবাহ করিয়াছেন, সকলেই কি এইরূপ হইয়াছেন? মিসেস ফ্রাই কি বিবাহিত রমণী—সন্তানের জননী হইয়াও কারাবাসীদিগের দুঃখ যন্ত্রণা দূর করিতে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন না; তিন বৎসর বয়সের সন্তানকে গৃহে রাখিয়া সমুদ্র অতিক্রম করিয়া আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন না. মিসেস চিস্‌হলম কি বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার ভাবী স্বামীকে এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া লন নাই, যে তিনি মনুষ্যের দুঃখ দুর্গতি দূর করিতে তাহার সমুদায় শক্তি সমুদায় যত্ন প্রয়োগ করিবার জন্য যে ঈশ্বরাদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি তাহার বিঘ্ন উৎপত্তি করিবেন না? এজন্য তাহাকে সময়ে সময়ে স্বতন্ত্র হইয়া যদি স্থানান্তরেও থাকিতে হয়, তাহাতেও তিনি অসন্তুষ্ট বা দুঃখিত হইতে পারিবেন না। বিবাহের পর এই নারীরত্ন কি আপনার প্রতিজ্ঞানুসারে কার্য্য করেন নাই? তাঁহার অনুগ্রহে কি অনেক অসহায়া বালক বালিকা বিদেশে গমন করিয়া সুখ সৌভাগ্যশালিনী হয় নাই? বিবাহ যে সকল অনর্থের মূল তাহা নহে, প্রকৃত পক্ষে সৎপ্রবৃত্তি ও সাধু ইচ্ছা থাকিলে যে অবস্থাতেই থাকা যাউক না কেন, জগতের হিতে রত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু এস্থলেও ভাবিবার বিষয় আছে। কুমারীর পক্ষে অসঙ্কুচিত ভাবে কার্য্য করা যে কত কঠিন, তাহাত নিজ জীবনেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি। বিবাহিতার পক্ষে কতকগুলি প্রতিবন্ধকতা চলিয়া যায় বটে, কিন্তু তাঁহার জীবনও নিষ্কণ্টক নহে। মিসেস্ চিস্‌হলম যখন আপনার হৃদয়ের সরল ভাব অকপটচিত্তে স্বামীর নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার স্বামীর মনে কত আনন্দ হইয়াছিল!। পত্নীর এই সাধু সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আরও কত বৃদ্ধি হইয়াছিল! তিনি পত্নীর শুভ সঙ্কল্পের কখনও বিঘ্ন উপস্থিত করেন নাই, বরং আগ্রহের সহিত সর্ব্বদা সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গদেশে এমন পুরুষ কয় জন আছেন, যাঁহারা পত্নীর শুভ সঙ্কল্পের এরূপ সহায় হইতে প্রস্তুত হইবেন! বিবাহ কালে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া যে সকল প্রতিজ্ঞা করা হয়, অধিকাংশ পুরুষ কি সেই সকল প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া সহস্রপ্রকারে স্ত্রীর দুঃখ যন্ত্রণার কারণ হন না? যে দিকে যাই, দেশের অবস্থা স্মরণ করিয়া প্রাণ আকুল হয়, কোন দিকেই পদ নিক্ষেপ করিয়া অগ্রসর হইতে সাহস হয় না। তাই ভাবিতেছি বিবাহ করি কিনা? কিন্তু এ বিষম সমস্যারত কোন মীমাংসাই হইতেছে না। এই চিন্তা করিয়াই কি জীবন গত হইবে, জীবনের পরিণাম কি এই হইল? এমন হিতৈষী কে আছে, যে এই বিষম-জীবন সমস্যার সুমীমাংসা করিয়া দিবে? চিন্তায় মন ক্লান্ত হইয়াছে, শরীর অবসন্ন হইয়াছে, দেখি ক্ষণকালের জন্যও নিদ্রা দেবী শান্তি আনিয়া দেন কিনা?

স্ত্রীজাতির সদ্‌গুণবিষয়ে কথোপকথন।

(২০৯ সংখ্যা ৬২ পৃষ্ঠার পর)

প্রমদা। দিদী নির্ম্মলা! তুমি নারীজাতির অনেক গুণের কথা বলিলে, সতীত্ব গুণটী কি আমাকে বুঝাইয়া বল।

নির্ম্মলা। প্রমদা! তুমি লেখা পড়া শেখ নাই, কিন্তু তোমার প্রশ্নগুলি শ্রবণ করিয়া বোধ হয় তুমি সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া থাক।

প্র। দিদী, চিন্তাই বল আর যা বল, এই সকল কথা আমার মনে তোল পাড় করে, তুমি এখানে না থাকিলে আমার কথা কহিবার আর কেহ নাই। তোমার নিকট জ্ঞানের কথা শুনে আমার বড় উপকার হইয়াছে। তাই সব সন্দেহ ভঞ্জন করিতে চাই।

নি। ভগ্নী প্রমদা! সতীত্বগুণই নারীজাতির প্রধান গুণ। সতী নামই নারীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ। সতীত্ব একটী গুণ নহে, অনেকগুলি গুণের সমষ্টি। অনেকে বলেন, যে যে নারী স্বীয় পতিকে অন্তরের সহিত ভাল বাসেন এবং ভ্রমেও কুভাবে পরপুরুষ চিন্তাও করেন না, তিনিই সতী। ইহা সতীর একটী লক্ষণ বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ লক্ষণ নহে। কোন স্ত্রীলোক পতিকে একান্তমনে ভাল বাসেন, ভ্রমে কি স্বপ্নেও পরপুরুষ চিন্তা করেন না, কিন্তু মিথ্যাকথা বলেন, হিংসা দ্বেষে মন ভরা, অন্যের সুখ দেখিলে ঘোর যন্ত্রণা উপস্থিত হয়; এরূপ স্ত্রীলোককে প্রকৃত সতী বলিয়া গণ্য করা যায় না। যে সকল সদ্‌গুণ থাকিলে পুরুষকে সৎ বলা যায়, তদনুরূপ গুণবতী হইলেই স্ত্রীলোককে সতী বলা যায়।

প্র। দিদী, আজি তোমার নিকট সতী নামের ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার ভয় হইতেছে, এরূপ ভাবে কজন সতী হইতে পারে?

নি। সতী নাম যে অতি সহজ, তাহাও মনে করিওনা। পূর্ব্বকালে সতী নারীকে দেবতারাও মান্য করিতেন।

প্র। এ কথাটী বুঝিতে পারিলাম না। মানুষ থাকে পৃথিবীতে, দেবতা থাকে অকাশে। তবে দেবতারা মানুষকে সম্ভ্রম করিবেন কিরূপে?

নি। দেবতাও মানুষ। শাস্ত্রে লেখা আছে পূর্ব্বকালে যাহারা জ্ঞানে ধর্ম্মে অত্যন্ত উজ্জ্বল হইতেন, তাহাদিগকেই দেবতা বলা হইত। এজন্য আজিও ব্রাহ্মণকে দেবতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া

থাকে। ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতাও কশ্যপ মুনির সন্তান বলিয়া পুরাণে বর্ণিত আছেন, সুতরাং তাঁহারাও মানুষের সন্তান মানুষ। আরও অনেক প্রমাণ আছে।

প্র। তা যা হউক দিদী আমার অত তর্কে প্রয়োজন নাই। আমাকে আসল কথা বল। কি কি সদ্‌গুণ থাকিলে সতীনাম পাওয়া যায়, তাই আমাকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দাও।

বি। যে যে সদ্‌গুণ থাকিলে সতীনাম পাওয়া যায়,ক্রমে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

ঈশ্বরভক্তি, সত্যকথা, সত্য ব্যবহার, পতিভক্তি, পতিগতপ্রাণ, লজ্জা, দয়া, ক্ষমা, ধৈর্য্য, পিতৃমাতৃভক্তি, মানবজাতির প্রতি ভালবাসা, পাপে ভয়,পুণ্যে শ্রদ্ধা, পরলোকে দৃঢ়বিশ্বাস, কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য রিপুদিগকে দমনকরা, অজ্ঞানতা দূর করিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করা, এইরূপ যত কর্ত্তব্য কার্য্য আছে, সমস্ত গুলি পালন করাই সতীত্ব ধর্ম্মের কার্য্য।

প্র। যে সকল গুণের কথা বলিলে, তাহা এক একটী করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দাও।

নি। সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর আমাদিগেরও সৃষ্টিকর্ত্তা পালনকর্ত্তা। তাঁহার দয়াতেই আমরা জীবন ধারণ করি। তিনি সর্ব্বদা আমাদিগের নিকট বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। এই জগতে কত সুন্দর বস্তু তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। সে সকল বস্তু দ্বারা আমাদিগের কত উপকার হইতেছে। যিনি আমাদিগের এত উপকার করিতেছেন, তাঁহাকে ভক্তি করা আমাদিগের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। ঈশ্বরকে ভয়ভক্তি না করিলে মনুষ্য কখনই ধর্ম্মপথে স্থির থাকিতে পারে না, সংসারের কায কর্ম্মে ঈশ্বরকে ভুলিয়া গিয়া অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করে।

সত্য কথা বলা কর্ত্তব্য। কিন্তু অনেকে মিথ্যা কথা বলিয়া মনুষ্য জাতিকে অবিশ্বাসী করিয়া ফেলিয়াছে। যাহা দেখিবে, যাহা শুনিবে, যাহা জানিবে অর্থাৎ যাহা সত্য তাহাই বলিবে। যাহা দেখ নাই, শুন নাই, জান না তাহা বলিলে মিথ্যা কথা হইবে। মিথ্যা কথা পাপ, এমন কি পরিহাস কালেও মিথ্যা কথা বলা পাপ।

যাহা সত্য জানিবে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিবে তাহাই করিবে। কর্ত্তব্য জানিয়া তাহা না করা পাপ। এক প্রকার জানিয়া অন্যরূপ করা কপটতা।

আমাদের দেশে স্বামী স্ত্রীকে শিক্ষা দিয়া থাকেন, এজন্য পত্নী পতিকে ভক্তি করেন। মন্ত্রপড়া, অথবা সাতপাক, কিম্বা মালাবদল বিবাহ নহে, স্ত্রী পুরুষের মনের মিলনই বিবাহ। প্রকৃত বিবাহ হইলেই স্ত্রী পতিপ্রাণা হইবেনই হইবেন। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে

প্রণয় না থাকিলে উভয়ের জীবনই অপবিত্র হইতে পারে। এই মহাপাপে অনেক সংসার শ্মশান-ভূমি হইয়াছে। যে সংসারে দাম্পত্য প্রণয় আছে, সেই সংসার স্বর্গ। যে স্থলে পতির প্রণয় আছে পত্নীর প্রণয় নাই, সে স্থলে পত্নী বিশ্বাসঘাতিনী হইয়া মানবকুলে কলঙ্ক আনয়ন করে। যেখানে পত্নীর প্রণয় আছে,পতির প্রণয় নাই, সেখানে পতি বিশ্বাসঘাতক হইয়া মানবজাতিকে কলঙ্কিত করিয়া থাকে। লজ্জা ও দয়ার বিষয় পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন ক্ষমার কথা বলিব।

কেহ অনিষ্ট করিলে তাহার অনিষ্ট না করিয়া তাহার উপকার করাকে ক্ষমা বলে। ইহার একটী দৃষ্টান্ত শ্রবণ কর। মহাভারতে কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধের কথা শুনিয়াছ। সেই যুদ্ধে পঞ্চপাণ্ডব জয়লাভ করিয়া শিবির ত্যাগ পূর্ব্বক রাত্রিতে অন্য স্থানে আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন। শিবিরে দ্রৌপদী ও তাঁহার পঞ্চপুত্র নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ান ছিলেন। এই ঘোর অন্ধকারময় নিশীথ সময়ে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের গুপ্তচর হইয়া শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের পঞ্চপুত্রকে বধ করিয়া পলায়ন করেন, দ্রৌপদী পুত্রদিগের মৃত্যু সন্দর্শনে শোকে কাতরা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময় পঞ্চপাণ্ডব প্রত্যাগমন পূর্ব্বক এই লোমহর্ষণ কার্য্যের কথা শ্রবণ করিলেন। অর্জ্জুন অশ্বত্থামাকে বধ করিবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার উদ্দেশে বহির্গত হইলেন। তাহার সন্ধান পাইয়া তাহাকে পশুর ন্যায় হাতে গলে বন্ধন করিয়া দ্রৌপদীর নিকট উপস্থিত হইলেন যে দ্রৌপদীর সম্মুখে তাহার শিরশ্ছেদন করিলে তাহার পুত্রশোক নিবারণ হইবে। দ্রৌপদী অশ্বত্থামাকে তদবস্থ দেখিয়া বিনয় সহকারে অর্জ্জুনকে বলিলেন "ইহাঁকে ছাড়িয়া দিউন, ছাড়িয়া দিউন। পুত্রশোক কি নিদারুণ, তাহা আমি অনুভব করিতেছি। আমি এ শোক সহ্য করিতে পারি, কিন্তু ইঁহার মাতা গুরুপত্নী এই শোকে আকুল হইবেন তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না।" দ্রৌপদীর অনুনয়ে অর্জ্জুন অশ্বত্থামাকে ছাড়িয়া দিলেন। কি আশ্চর্য্য ক্ষমার দৃষ্টান্ত!

ক্ষমা ঈশ্বরের গুণ,ক্ষমা মনুষ্যকে দেবতা করে। ক্ষমা অশক্তদিগের গুণ ও শক্তদিগের ভূষণ। মনুষ্যদিগের মধ্যে ক্ষমাগুণ থাকিলে কত যুদ্ধ হত্যা নিবারিত হয়, পৃথিবী শান্তির আলয় হয়।

ক্ষমাগুণ থাকিলে পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যে বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইতে পারে না। সংসার সুখের স্থান হয়।

(ক্রমশঃ)

খোস গল্প।

একটী নেকড়ে বাঘ একটী সজারুকে দেখিয়া বলিল "ভাই এখন তুমি এত অস্ত্র শস্ত্র পরিয়া বেড়াইতেছ, ইহা দেখিয়া আমি বড় আশ্চর্য্য হইতেছি। এখন যুদ্ধের সময় নয়, শান্তির সময়। তুমি ভাই এখন অস্ত্র গুলি খুলিয়া রাখ, প্রয়োজন হইলেই আবার পরিধান করিতে পার।"

সজারু হাসিয়া বলিল "বন্ধু! এখন শান্তির সময় বটে, কিন্তু অস্ত্রগুলি যে খুলিয়া রাখিব, প্রয়োজন হইলে পরিবার সময় পাইব কিরূপে? নেকড়ে লইয়াই যে ঘর করিতে হইতেছে।" দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথায় ভোলা নির্বোধের কার্য্য।

একটী হরবোলা পাখী কখনও টিয়া, কখনও সালিক, কখনও বুলবুল প্রভৃতি নানা পক্ষীর নানাপ্রকার ডাকের নকল করিয়া মহা হাস্য পরিহাস করিতে ছিল আর বলিতেছিল, সকলেরই স্বরে কিছু না কিছু খুঁত আছে। একটী বুলবুল তাহা শুনিয়া বলিল, "সত্য বটে আমাদের স্বর নির্দ্দোষ নয়, কিন্তু পরের স্বর লইয়াই আপনার জারী জুরি, আপনার নিজের কোকিলকণ্ঠধ্বনি ত জন্মাবধি শুনি নাই।"

যাহাদের নিজের কোন গুণ নাই, অথচ অন্যের কার্য্যের দোষ ধরিয়া বেড়ায়, তাহারা কি অপদার্থ!

একটী রাজহংসী জলে সাঁতার দিতে-ছিল, পরে ডাঙ্গায় উঠিয়া দুই চারি পা চলিয়া পাখা ঝট্‌কাইতে ঝট্‌কাইতে বলিতে লাগিল "আমার প্রতি সৃষ্টি-কর্ত্তার যেরূপ অনুগ্রহ, এমন আর কোন জন্তুর প্রতি নয়। আমি জলে সাঁতারাইতে, স্থলে চরিতে এবং শূন্যেও উড়িতে পারি।"

রাজহংসীর কথা শুনিয়া এক সর্প হাসিয়া বলিল "ওরে তোর বেশী আত্মশ্লাঘা করা বৃথা। তুই জলচর, স্থলচর ও খেচর হইয়াছিস বটে, কিন্তু কোন স্থানেই ভাল করিয়া চলিতে পারিস না—না পায়রার মত আকাশে উড়িতে পারিস্, না হরিণের মত মাটীর উপর দৌড়িতে পারিস্, না মাছের মত সাঁতার দিতে পারিস্। এই জন্যে আমার হাতে তোর মরণ সর্ব্বত্রই।"

সকল বিষয়ে খুঁট আখুরে হওয়া অপেক্ষা, এক বিষয়ে দক্ষ হওয়া ভাল।

একটী গণক ঠাকুর পাড়ায় আসিয়াছে, পাড়ার সব স্ত্রীলোক সেই খানে। গণক কাহারও হাত দেখিয়া বলিতেছে তোমার সন্তান হইবে, কাহারও তোমার স্বামী

রাজ-সম্মান পাইবে,' কাহারও তোমার ভয়ানক পীড়ার সঞ্চার হইয়াছে, গ্রহ পূজার টাকা দেও আরোগ্য হইবে। গণকের কথায় স্ত্রীলোকদিগের দৃঢ় বিশ্বাস! এমত সময়ে এক বেদিয়া এক বৃহৎ ভল্লুকের নাকে দড়ী দিয়া নাচাই-বার জন্য উপস্থিত হইল। ভল্লুককে দেখিয়া সুন্দরীগণ হাসিয়া বলিলেন, দেখ এত বড় জন্তুটার নাকে দড়ী দিয়া একটা মানুষ লইয়া বেড়াইতেছে। ভল্লুক আর মৌন থাকিতে না পারিয়া বলিল, "আমিত পশু, আমাকে লইয়া মানুষ ক্রীড়া করিতেছে। কিন্তু তোমরা না বুদ্ধিজীবী মানুষ, এক জন ভণ্ডলোক তোমাদের নাকে দড়ী দিয়া নাচাইতেছে!" আপনার ভ্রম কেহ দেখিতে পায় না।

আমেরিকা আবিষ্কার।

(২০৯ সংখ্যা ৫৭ পৃষ্ঠার পর)

এই সময়ে গ্রানাডা স্পানিয়ার্ডদিগের হস্তগত হইল এবং তৎসঙ্গে ফার্ডিনাণ্ড ও ইজাবেলার রাজ্যের মধ্যস্থল হইতে মুসলমান ক্ষমতার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গেল; পিরেনিস্ পর্ব্বতের নিম্ন ভাগ হইতে পর্টুগালের সীমাপর্য্যন্ত স্পানিয়ার্ডদের অধিকার বিস্তৃত হইল। ফার্ডিনাণ্ড ও ইজাবেলা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মহা সমারোহপূর্ব্বক নবাধিকৃত নগরে প্রবেশ করিলেন। সকলেরই মন আনন্দ ও উৎসাহে পূর্ণ; জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে নূতন আশা, নূতন উদ্যমে সকলের হৃদয় নাচিয়া উঠিল; এইরূপ সময়েই লোকের মন দুঃসাহসিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবার উপযোগী হইয়া থাকে। কলম্বসের বন্ধু লুইন্টানিলা ও সাণ্টে-ঞ্জেলও অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, উপযুক্ত সময় বুঝিয়া তাঁহারা কলম্বসের জন্য একবার শেষ চেষ্টা দেখিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। তাঁহারা ইজাবেলার নিকট আবেদন করিলেন যে তাঁহার পক্ষে, চিরকাল সৎকার্য্যে উৎসাহ দিয়া আসিয়া, অবশেষে এরূপ সুমহৎ উদ্যমে সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হওয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। এখন যদি এ সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করা না হয়, তাহা হইলে এরূপ সুবিধা আর হইবে না। কলম্বস বিদেশযাত্রা করিয়াছেন; সেখানে অধিকতর সৌভাগ্যশালী বা সাহসী কোন রাজা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন। তাহাহইলে যে ভীরুতার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা এই আবিষ্কার কার্য্যের যশ ও সমৃদ্ধি হইতে বঞ্চিত হইতেছি, তাহার জন্য

স্পেনকে ভবিষ্যতে চিরকাল অনুতাপ করিতে হইবে।

এরূপ উপযুক্ত সময়ে তাঁহাদের ন্যায় উপযুক্ত লোকের নিকট হইতে এই সকল প্রবল যুক্তি শ্রবণ করাতে ইজাবেলার মন ভিজিল। তাঁহাদের কথায় তাঁহার সকল সন্দেহ ও আশঙ্কা দূর হইয়া গেল। তিনি কলম্বসকে তৎক্ষণাৎ ফিরাইয়া আনিবার আজ্ঞা দিলেন এবং কলম্বস যাহা যাহা চাহিয়াছিলেন,তাহাতেই সম্মত হইতে অঙ্গীকার করিলেন। এমন কি তাঁহার হস্তে অধিক অর্থ ছিল না বলিয়া এই অর্ণব-যাত্রার উপযোগী অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত নিজের অলঙ্কার পর্য্যন্ত বন্ধক দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সাণ্টেঙ্গেল এই প্রস্তাব শুনিয়া কৃতজ্ঞতা ও আনন্দে অধীর হইয়া রাজ্ঞীর হস্ত চুম্বনপূর্ব্বক বলিলেন, যে তাঁহাকে অতদূর কষ্ট-স্বীকার করিতে হইবে না; এবং তিনি স্বয়ং প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

এদিকে কলম্বস ইংলণ্ড গমনোদ্দেশে কিয়দ্দূর আসিয়াছেন এমন সময় ইজাবেলার দূত তাঁহার নিকট উপনীত হইল। তাঁহার প্রতি রাজ্ঞীয় এতদূর অনুগ্রহ হইয়াছে শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সাণ্টাফিতে প্রত্যাগমন করিলেন; তথনও তাঁহার আনন্দের সহিত কিঞ্চিৎ আশঙ্কা মিশ্রিত ছিল। কিন্তু ইজাবেলা এত দিন যে বিষয় তাঁহার সমস্ত চিন্তা অধিকার করিয়াছিল, শীঘ্রই তাহা সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহার এত আহ্লাদ হইল, যে গত আট বৎসর তিনি যে সন্দেহ ও নিরাশার যন্ত্রণায় দগ্ধ হইয়াছিলেন সে কষ্ট শীঘ্রই তিরোহিত হইয়া গেল। এখন হইতে সকল বন্দোবস্ত শীঘ্র শীঘ্র সমাহিত হইতে লাগিল। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল তারিখে একখানি অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষরিত হইল। তাহাতে প্রধানতঃ এই স্থির হইল যে, (১) মহাসাগরের অধীশ্বরস্বরূপে ফার্ডিনাণ্ড ও ইজাবেলা কলম্বসকে এই অধিকার দিলেন যে, তাঁহার দ্বারা যে সকল সাগর, দ্বীপ ও মহাদেশ আবিষ্কৃত হইবে, তিনি পুরুষানুক্রমে তৎসমুদয়ের উপর প্রধান আড্‌মিরাল (পোতাধ্যক্ষ) নিযুক্ত হইবেন; এবং কাষ্টাইলের প্রধান আড্‌মিরালের যে ক্ষমতা, তাঁহাদের অধিকার মধ্যেও তাঁহাদের সেই ক্ষমতা থাকিবে; (২) ফার্ডিনাণ্ড ও ইজাবেলা কলম্বসকে তাঁহার আবিষ্কৃত সমস্ত দ্বীপ ও মহাদেশে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু যদি ভবিষ্যতে সুচারুরূপে শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য উহার কোন দেশে ভিন্ন শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করা আবশ্যক হয়, তাহাহইলে, তাহার জন্য তিন জন লোক মনোনীত করিবার অধিকার কলম্বসের থাকিবে, ও তাহাদেরই মধ্যে এক জন ঐ কার্য্যের জন্য নির্ব্বাচিত হইবে; এবং এই রাজপ্রতিনিধির পদ ও বেতন এবং অন্যান্য লাভাদি তাঁহার উত্তরাধিকারীগণও প্রাপ্ত হইবেন; (৩) ঐসকল দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি ও বাণিজ্য হইতে রাজ্যের যাহা লাভ হইবে, কলম্বস ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ চিরকাল তাহার দশমাংশ প্রাপ্ত হইবেন; (৪) ঐসকল দেশের সহিত বাণিজ্য উপলক্ষে যদি কোন বিবাদ বা মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয়, স্বয়ং কলম্বস অথবা তাঁহার নিযুক্ত বিচারকদের দ্বারাই তাহার মীমাংসা হইবে; (৫) এই অর্ণব-যাত্রার জন্য এবং ঐসকল দেশের সহিত বাণিজ্য করিবার জন্য যে ব্যয় হইবে, কলম্বস তাহার অষ্টমাংশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং তৎপরিবর্ত্তে লাভেরও অষ্টমাংশ প্রাপ্ত হইবেন।

যদিও এই অঙ্গীকার পত্রে ইজাবেলার নামের সহিত ফার্ডিনাণ্ডের নাম সংযুক্ত ছিল, তথাপি তখনও কলম্বসের প্রতি তাঁহার এতদূর অবিশ্বাস ছিল যে, তিনি আরাগণ রাজ্য হইতে এই বিষয়ে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন না। সুতরাং কাষ্টাইলের রাজকোষ হইতেই সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে এইরূপ স্থির হইল; এবং তৎপরিবর্ত্তে ইজাবেলা প্রথম হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন যে, এই আবিষ্কার কার্য্য দ্বারা যাহা কিছু উপকার হইবে, তাহাতে তাঁহার প্রজাদেরই সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে। এই অঙ্গীকার পত্র স্বাক্ষরের পরেই ইজাবেলা কলম্বসের যাত্রার আয়োজন করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং এতদিন তাঁহার সময় অনর্থক নষ্ট হইয়া গিয়াছিল বলিয়া যত শীঘ্র শীঘ্র তিনি বাহির হইতে পারেন তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৩ই মের ইজাবেলার যাহা যাহা করণীয় ছিল তাহা শেষ হইয়া গেল এবং কলম্বস রাজদম্পতীর শেষ আজ্ঞা গ্রহণ করিবার জন্য তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা জানিতেন যে পথ দিয়া যে দিকে যাত্রা করিতে হইবে তাহা কলম্বসেরই বিবেচনার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিবে। তবে পর্টুগালের রাজা যাহাতে অসন্তুষ্ট হইতে না পারেন, এইজন্য তাঁহারা আজ্ঞা করিলেন যে গিনি উপকূলে পর্টুগীজদের যে উপনিবেশ আছে এবং অন্যান্য যে যে স্থান তাহারা আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার নিকটে না যাওয়া হয়। ইজাবেলের আদেশক্রমে আণ্ডালুশিয়া প্রদেশস্থ পেলস নামক একটী ক্ষুদ্র বন্দরে জাহাজ সকল সজ্জিত হইতেছিল। কলম্বস রাজা ও রাজ্ঞীর নিকট বিদায় লইয়া তথায় যাত্রা করিলেন। তাঁহার পুরাতন বন্ধু রাবিডার আশ্রমাধ্যক্ষ জুশান পেরেজ তাহার অনতি দূরেই অবস্থিতি করিতেন। কলম্বস তাঁহার সাহায্যে ও নিজের চেষ্টায় তত্রত্য অধিবাসীদের নিকট হইতে ব্যয়ের যে অষ্টমাংশ অঙ্গীকার পত্রানুসারে তাঁহার দিবার কথা ছিল,

তাহা সংগ্রহ করিলেন। কেবল তাহাই নহে; পেরেজ তাহাদিগের অনেককে কলম্বসের সঙ্গে যাইতেও সম্মত করিলেন। ইহার মধ্যে পিঞ্জন নামক তিন ভ্রাতার নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার যোগ্য, তাঁহাদের প্রভূত অর্থ ছিল এবং নৌবিদ্যায় তাঁহারা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

ইজাবেলা ও কলম্বসের এত চেষ্টার পরেও আয়োজন যাহা হইল, তাহা স্পেনের ন্যায় রাজ্যের পক্ষেও কার্য্যের গুরুত্বের তুলনায় অতি যৎসামান্য বলিতে হইবে। জাহাজ সবে মাত্র তিন খানি। তাহার মধ্যে যেখানি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহাও অধিক ভারবাহী নহে। কলম্বস তাহারই অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলেন; এবং খৃষ্টজননী মেরীর প্রতি তিনি একান্ত ভক্তিমান ছিলেন বলিয়া জাহাজ খানিকে সাণ্টা মেরিয়া নামে অভিহিত করিলেন। দ্বিতীয় পোতের নাম পিণ্টা মার্টীন, পিঞ্জন তাহার অধ্যক্ষ এবং তাঁহার ভ্রাতা ফ্রান্সিস তাহার পথ প্রদর্শক। তৃতীয় খানির নাম নিগ্না এবং ভিনসেণ্ট ইয়ানেজ পিঞ্জন তাহার অধ্যক্ষ। এ দুইখানি বড় বোম্বাই নৌকা অপেক্ষা অধিক বৃহৎ নহে। লোক ৯০ নব্বই জন মাত্র। তাহার মধ্যে অধিকাংশ নাবিক, দুই চারি জন লাভ ও দুঃসাহসিক কার্য্যের প্রত্যাশায় কলম্বসের অনুগামী এবং অবশিষ্ট কয়েকজন ইজাবেলার সভাসদ; এই শেষোক্তেরা কলম্বসের সঙ্গে যাইবার জন্যই নির্দ্ধারিত হইয়াছিলেন। এক-বৎসরের মত আহার সামগ্রী সঙ্গে লওয়া হইল। যদিও ব্যয়ের জন্যই স্পেনের রাজসভা বিশেষ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তথাপি হিসাব করিয়া দেখা গেল যে সর্ব্বশুদ্ধ ৪০০০০ পাউণ্ড (প্রায় ৪০০,০০০ টাকা) অপেক্ষা অধিক ব্যয় হয় নাই।

(ক্রমশঃ)

মুহূর্ত্ত।*

মুহূর্ত্ত সময় মোরা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী,
ষাটিখানা ডানা ভরে উড়ে উড়ে যাই,
অদৃশ্য পথেতে গতি আছি এই নাই,
একবার গেলে আর ফিরিতে না জানি।

মুহূর্ত্ত সময় মোরা, বহি প্রতি জন,
আপনার সুখ দুঃখ শিরে আপনার,
ধীর ভাবে মুহূর্ত্তের বহ দুঃখ-ভার,
ক্ষণ পরে আর তাহা দিবে না বেদন।

সুখ-সর হতে বারি-বিন্দু আনি যবে,
মুহূর্ত্ত আমরা, পর মুহূর্ত্তেতে নাই,
যতক্ষণ আছি, সুখভোগ কর ভাই,
পর মুহূর্ত্তেতে সুখ না রবে না রবে।

মুহূর্ত্ত কাটাও ভাল ভাবে এই ভবে,
ইহার কি শুভফল বলিব পশ্চাৎ,
মুহূর্ত্ত কাটালে, ভাল যাবে দিবারাত,
মুহূর্ত্ত হারালে বর্ষ হারাইতে হবে।

* Translated from "We are but Minutes."

নূতন সংবাদ।

১। গ্রীষ্মাবকাশের পর বঙ্গমহিলা সমাজের কার্য্য পুনরারম্ভ হইয়াছে। এক্ষণ হইতে এই সভা মাসে তিনবার পরিবর্ত্তে চারিবার হইবে। গত ২৪এ জুন যে সভা হয়, তাহাতে ডাক্তার মোহিনী মোহন বসু অংশুমালী জীবদিগের বিষয় ছবি প্রভৃতি দ্বারা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেন এবং কতকগুলি জ্ঞাতব্য নূতন সংবাদ অবগত করেন, তাহা হইতে নিম্নে কয়েকটী উদ্ধৃত করা যাইতেছেঃ—

(১) জর্ম্মণি সুইটজর্লণ্ড এবং ইটালীর মধ্যে যোগাযোগের সুবিধার জন্য সেণ্ট গথার্ড টানেল নামে একসুড়ঙ্গ খোলা হইয়াছে। ইউরোপে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সুড়ঙ্গ। (২) বিলাতে ওয়ার্কিং লেডিস গিল্ড নামে এক মহিলাসমাজ আছে, তাহার সভ্যগণ অল্প টাকায় বাড়ী ভাড়া লইয়া গরিব স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দেন; বৃদ্ধ পীড়িতদিগকে অর্থ দ্বারা সাহয্য করেনএবং আরও অনেক প্রকার হিতকর কার্য্য করিয়া থাকেন। (৩) এডিষ্টোনে নূতন বাতী ঘর (Light house) হইয়াছে। (৪) পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতে খন্দ নামক অসভ্য জাতি উপদ্রব করিতেছে।

২। বাখরগঞ্জ হিতৈষিণী, শ্রীহট্ট সম্মিলনী, বিক্রমপুর সম্মিলনী, ফরিদপুর সুহৃদ-সভা এবং পশ্চিম ঢাকা হিতকরী সভা শিক্ষা কমিসনের বঙ্গদেশীয় বিভাগের সভাপতি ক্রফ্‌ট সাহেবের নিকট যে অবেদন করিয়াছেন, তৎপাঠে আমারা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধনার্থ নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রস্তাব করিয়াছেন, ইহার অধিকাংশই আমাদের অনুমোদিত (১) গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ ব্যয়ে বালিকা-দিগের শিক্ষার্থ উচ্চশ্রেণীর স্কুল ও কলেজ আবশ্যক স্থলে স্থাপন করা। (২) মেডিকাল কলেজে স্ত্রীলোকদিগের ডাক্তরি শিখিবার ব্যবস্থা করা। (৩) উচ্চশিক্ষার সহায়তার জন্য বক্তৃতা ও পুস্তকালয় স্থাপনে উৎসাহ দান। (৪) বাঙ্গালা শিক্ষার সুধিবার জন্য মাসিক ৭৫টাকা ব্যয়ে ২০টী প্রথম শ্রেণীর এবং ৫০ টাকা ব্যয়ে ৩০টী ২য় শ্রেণীর আদর্শ গবর্ণমেণ্ট বালিকা বিদ্যালয়ে স্থাপন করা। (৫) বালিকা বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য অন্যূন অর্দ্ধেক এবং আবশ্যক স্থলে ৩/৪ অংশে দেওয়া। (৬) বালিকা পাঠশালায় গুরুমহাশয়

দিগকে ৫ টাকা মাসিক বৃত্তি দান। (৭) সার্কেল বালিকা পাঠশালা স্থাপন। (৮) গবর্ণমেণ্টের পূর্ণ সাহায্য অথবা স্থানীয় সভাসকলের সহিত একযোগে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষালয় স্থাপন। (৯) অন্তঃ পুর শিক্ষার্থিনীদিগের পাঠ্য পুস্তক নির্দ্ধারণ ও পরীক্ষা গ্রহণ। (১০) স্কটলণ্ডের প্রথানুসারে ডাকযোগে শিক্ষা প্রদান। (১১) উৎকৃষ্ট শিক্ষক ও পরিদর্শকের ব্যবস্থা।

৩। হালিসহর বাসিনী ইতর জাতীয়া একটী রমণী দাস্য বৃত্তি করিয়া ১০০০ টাকা সংগ্রহ করে। মরিবার সময় এই টাকা দুইটী সৎকার্য্যে দান করিয়া গিয়াছে। স্থানীয় বিদ্যালয়ে ৫০০ টাকা ও শবদাহ ঘাটে ৫০০ টাকা। এ দেশে এরূপ দৃষ্টান্ত এই প্রথম। ধনাঢ্যা ভদ্র রমণীগণ ইহার অনুকরণ করিলে অল্প গৌরবের বিষয় হইবে না।

৪। ১লা জুলাই হইতে ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের যাত্রীদিগের ভাড়া মাইল প্রতি আধ পাই হিসাবে কমিল। পূর্ব্বে মাইল প্রতি তিন পাই ভাড়া ছিল, এখন আড়াই পাই হইবে। এই হিসাবে প্রতি ।৵০ আনা ভাড়ায় /০ কমিবে।

৫। আগ্রা অঞ্চলে ভয়ানক দস্যু ভয় হইয়াছে। সম্প্রতি ৫০ জন অস্ত্রধারী একটী গ্রামকে আক্রমণ করিয়া প্রায় ৫০ হাজার টাকার সম্পত্তি লুট করিয়াছে।

৬। পারিসের ভূগোল-আলোচনা সভায় এক সাহেব লিখিয়াছেন, গন্ধকের ধোঁয়া গ্রহণ করিলে ম্যালেরিয়া পীড়াক্রান্ত ব্যক্তির পীড়া ক্রমে আরোগ্য হয়।

৭। কোন সংবাদ পত্রে লিখিয়াছে তামাকের পাতা হইতে এরূপ তৈল বাহির করা যায়, যাহার দুই এক ফোঁটা বিড়ালের জিহ্বায় দিলে কয়েক মিনিটের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। যাঁহারা তামাক সাজিয়া বা চিবাইয়া খান, তাঁহাদিগের স্বাস্থ্যের কিছু না কিছু হানি হয়, সন্দেহ নাই।

৮। আমেরিকায় এক সংবাদ পত্রে গেঁটে বাত রোগ চিকিৎসার এক আশ্চর্য্য উপায় প্রকাশিত হইয়াছে। রোগী বিশেষে ৪ দিন হইতে ৮ দিন উপবাস দেওয়াইতে হয় এবং ক্ষুধা হইলে কেবল শীতল জল ও লেমনেড খাইতে দিতে হয়। এক ডাক্তার এই উপায়ে বহু লোকের বহু দিনের গেঁটে বাত আরোগ্য করিয়াছেন।

৯। মিরজের দারভাঙ্গাস্থ সংবাদদাতা বলেন সারওয়ে নামক একটী গ্রামে ১৩৭ বৎসর বয়স্ক একটী বৃদ্ধ বাস করে। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহার এক গাছি চুল পাকে নাই বা একটী দাঁত পড়ে নাই এবং এ ব্যক্তি আজিও বেশ সবল আছে।

বামাগণের রচনা।

বসন্ত উৎসব।

১

মধুর নাদিনী বীণে বাজ্‌রে মধুর বোলে।
বসন্ত মঙ্গল গান গাও মন কুতূহলে।
মধুর হেন যামিনী, মধুর হেন ধরণী
মধুর মলয়ানিল বহিছে মধুর স্বনে।
গোলাপ আকুল করি, মধুর সৌরভেশ্বরী,
মালতী চামেলি বেল ফুটে ফুল কুল দলে।
মধুর সৌরভময়, ভুবন ভরিয়া বয়,
সোহাগে প্রকৃতি সতী, সেজেছে চারুভূষণে,
ফুল্ল ফুল তরুলতা, স্মিত আননে সদা,
অর্পিছে কুসুমাঞ্জলি প্রকৃতি চরণ তলে।
ধরিয়ে পঞ্চম তান, বিহঙ্গে গাহিছে গান,
কুহু কুহু কুহু স্বনে ডাকিছে কোকিল বনে,
ঝরিছে অমিয় ধারা ভাসাইয়া ধরাতল।
পরিয়ে তরঙ্গ মালা, করে মনোমত খেলা,
সাগর সঙ্গিনী বালা ছুটেছে মধুর স্বনে।
বক্ষোপরে তরিগুলি, ধীরি ধীরি যায় দুলি,
নাচায় তরঙ্গ মালা সুশীতল সমীরণে।
সুবিমল নীলাম্বরে, সুধাংশু কিরণ ঝরে,
দুলিছে নক্ষত্রমালা প্রকৃতির চারু গলে।
হাসিতেছে কুমুদিনী মুদিত আছে নলিনী,
নাচিছে সরসী বারি চন্দ্র-কর পরশনে।
নির্জ্জীব সজীব আদি, সমস্বরে নিরবধি,
বসন্ত মঙ্গল গীত গাহিতেছে কুতূহলে।

২

কেন গো ভারতি রাণি, বিষাদ প্রতিমাখানি
মলিন বসনাঞ্চলে ঢেকেছ চারু বদনে,
কি দুঃখে জননি তোর ধারা বহে দু নয়নে।
অধরে সে হাসি নাই, আননে সে কথা নাই
পড়েনা পলক যেন পাষাণ প্রতিমা মত,
খালি চক্ষে খালি মনে, উদার আকাশ পানে
কি দেখিছ? জননিগো ধারা বহে দুনয়নে।
আলু থালু প্রায় বেশ, এলায়ে পড়েছে কেশ,
দীনা ক্ষীণা কলেবরা যেন পাগলিনী মত।
কেঁদনা কেঁদনা আর, জননিগো দুঃখ ভার
হবেনা লাঘব তোর কাঁদিলে বিজন বনে!

৩

নীরব ভুবন ত্রয়, নীরব নীরবময়,
সকলি জীবনশূন্য কোন শব্দ নাহি মুখে।
ফুল্ল ফুল তরুলতা, বিষাদে কহেনা কথা
ডাকেনা জীমূতদল সুগভীর গরজনে।
বহেনাকো স্রোতস্বিনী সত্যরূপা মন্দাকিনী,
চঞ্চলা চপলা বালা মিলায়ে গেছে গগনে।
ভীষণা তামসী নিশি, ভারতে ঘেরেছে আসি,
নীরব ভারতবাসী নিদ্রা যায় অচেতনে।

৪

এস বাক্‌বাদিনী সতি, ত্যজিয়া অমরাবতী,
ভারতে উদয় হও, হাসি হাসি আননে,
বাজাও মধুর বীণে, শুনুক জগৎ জনে,
হাসুক এধরাতল মধুর মধুর স্বনে।

পুনঃ এ ভারতবাসী, ত্যজিয়া সে শোক-
রাশি,
ভাসিবে আনন্দস্বরে ললিত বীণার তানে,
হাস,শনি শুক্র সোম,অতল পাতাল ব্যোম,
নদ নদী মরুতল, সপ্তসিন্ধু চলাচল,
হাসরে বাসন্তি শশী, বিতরি কিরণ রাশি,
উঠহে তরুণ ভানু, ভারত-গগনাসনে,
দাও ভারতের প্রাণ, গাও হে মঙ্গল-গান,
মলিনা তামসী নিশি মিলায়ে যাক গগনে।
এস মা কমলালয়া, বিতরি স্বর্গীয় ছায়া,
বাজায়ে মোহন বীণা বীণাপাণি চন্দ্রাননে

৫

নতশিরে মেঘমালা,লয়ে সৌদামিনী-ডালা
অর্পিতেছে উপহার বাণীর চরণ-তলে।
হরষিত ঋতুপতি, মল্লিকা মালতী জুতি,
প্রদানিছে উপহার সুকোমল শতদলে।
পরিয়া তারার মালা,আঁচলে আলোক ধরা
সমস্বরে স্তুতি করে দিগঙ্গনা দলে দলে।
বরষিছে উপহার পারিজাত দলে দলে।

৬

কমলার ধন মানে, মন তাহা নাহি মানে,
চাহিনা অমরাবতী জগৎ আরাধ্য ধনে।
তব চরণ-কমলে, পূজিব নয়ন-জলে,
মিনতি মা বীণাপাণি বিরাজ হৃদি-কমলে।
বাজ্‌রে মোহন বীণা মধুর মধুর বোলে
বসন্ত-মঙ্গল-গান গাও মন কুতূহলে।

শ্রীতরঙ্গিণী দাসী
মাহেশ।

পুস্তক সমালোচনা

১ বনপ্রসূন—শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় বিরচিত মূল্য ৸০ আনা। পুস্তকখানি পদ্যময়, ৮ পেজী ১২৪ পৃষ্ঠা পরিমিত। ইহার নাম বনপ্রসূন যথাযথ হইয়াছে, কবিতা কুসুম গুলি নানা গন্ধের, নানা বর্ণের এবং যদৃচ্ছাক্রমে উৎপন্ন ও সজ্জিত। কতকগুলির শোভা ও সুগন্ধে আমরা বিমোহিত হইয়াছি বালিকা বিধবা, সুরাপায়ীর বনিতার আক্ষেপ, দেশাচার, স্বপ্ন, প্রণয় প্রভৃতি কুসুম গুলি তুলিয়া অতি উৎকৃষ্ট মালা প্রস্তুত হইতে পারে। এবং তাহা পাঠিকাগণ আনন্দে কণ্ঠে ধারণ করিতে পারেন। কিন্তু বনের মধ্যে যাহা উৎপন্ন হয়, সকলই উপাদেয় হয় না, কতকগুলি প্রসূন স্পর্শে ও আঘ্রাণে আমরা পীড়িত হইয়াছি। বনপ্রসূন গুলিকে লোকালয়ে আনিবার পূর্ব্বে একটু নির্ব্বাচন হস্ত প্রয়োগ করিলে ভাল হইত।

লেখিকার বিলক্ষণ কবিত্ব শক্তি আছে এবং অনেক বিষয়ে তাঁহার মত সকল উন্নত ও সুসংস্কৃত। স্থানাভাব না হইলে কতক গুলি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া ও তাহার সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়া আনন্দিত হইতাম, যাহাহউক পাঠিকাগণের উপরেই সে ভার রহিল।

No. 211. August 1882.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"।

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২১১ সংখ্যা। | শ্রাবণ ১২৮৯—আগষ্ট ১৮৮২। | ২য় কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সূচী।

১।	সাময়িক প্রসঙ্গ	৯৭	
২।	গার্হস্থ-শিক্ষা	১০১	
৩।	স্ত্রীজাতির সদ্‌গুণবিষয়ে কথোপকথন	১০৪	
৪।	সমাজিক শিষ্টাচার	১০৬	
৫।	নারী-চরিত (মনিকা)	১১০	
৬।	সেণ্ট অগস্তিনের দেশত্যাগ (পদ্য)	১১৬	
৭।	আমেরিকা আবিষ্কার	১১৭	
৮।	বৈদ্যুতিক আশ্চর্য্য ঘটনা	১১৯	
৯।	গার্হস্থ্য সুখ	১২১	
১০।	মধুচক্র	১২২	
১১।	বিজ্ঞান রহস্য	১২৪	
১২।	নূতন সংবাদ	১২৫	
১৩।	পুস্তক সমালোচনা	১২৬	
১৪।	বামাগণের রচনা (প্রাবৃট-বর্ণনা)	১২৭	

কলিকাতা।

জি,সি,বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক বহুবাজার ষ্ট্রীট, ৩০৯ সংখ্যক ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক বামাপুকুর লেন, ২৭ নং ভবন বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য চারি আনা।

বিজ্ঞাপন।

কাব্যসুন্দরী প্রণেতা শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসুপ্রণীত।

সমাজ-চিন্তা।

অথবা

ইয়োরোপীয় এবং স্বদেশীয় সমাজ-বিষয়ক প্রস্তাব।

কলিকাতা—বি, ব্যানার্জি কোং, ক্যানীং লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

মূল্য—১৲ এক টাকা। ডাক মাসুল, ।০ মাত্র।

পত্রমঞ্জরি।

স্ত্রীলোকদিগের পত্র লিখিবার পাঠ, মূল্য ।০ আনা। সকলেরই এক এক খণ্ড ক্রয় করা কর্ত্তব্য। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

বামাবোধিনী পত্রিকা সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

১। এই পত্রিকার মূল্য অগ্রিম দেয়। প্রথম ৩ মাসের মধ্যে বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ও ২ মাসের মধ্যে যাণ্মাসিক অগ্রিম মূল্য প্রদত্ত না হইলে প্রতি খণ্ডের হিসাবে মূল্য গৃহীত হইবে। পশ্চাৎদেয় মূল্য এক বৎসরের অনাদায় থাকিলে আর এক মাস কাল অপেক্ষা করিয়া পত্রিকা প্রেরণ বন্দ করা যাইবে।

২। পত্রিকার মূল্য নগদ টাকা, নোট, মণি অর্ডার বা ২০ দামের ডাক ষ্টাম্প দ্বারা প্রেরিত হইতে পারে। ডাক ষ্টাম্প পাঠাইলে টাকা প্রতি /০ আনা কমিসন দিতে হইবে।

৩। এই পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিবার মূল্য প্রতি লাইনে ৵০ আনা ও অর্দ্ধ লাইনে /১০ আনা। অধিক দিনের ও অধিক পরিমাণের বিজ্ঞাপন হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

৪। এই পত্রিকার মূল্যের নিয়ম এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল ঃ—

অগ্রিম বার্ষিক কলিকাতা	২৷৷০
" " মফঃস্বল	২৷৷৵০
অগ্রিম যাণ্মাসিক কলিকাতা	১।০
" " মফঃস্বল	১।/০
প্রতি খণ্ডের মূল্য	।০

৫। যাঁহারা এই পত্রিকার গ্রাহক হইতে, ইহার মূল্য পাঠাইতে বা ইহার নিয়মাদি সম্বন্ধে কোন বিষয় অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ২৭ নং ঝামাপুকুর লেনে আমার নামে পত্র লিখিবেন।

৬। যাঁহারা এই পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি লিখিবেন, তাঁহারা ১৩ নং মুজাপুর ষ্ট্রীট সিটী স্কুলে শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের নামে প্রেরণ করিবেন। লেখা স্পষ্ট এবং লেখকদিগের স্বাক্ষরযুক্ত হওয়া চাই।

৭। প্রতি ইংরাজী মাসের ১ লা তারিখে ও বাঙ্গালা মাসের মধ্য সময়ে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যাঁহারা নিয়মিতরূপে পত্রিকা প্রাপ্ত না হইবেন, অথবা প্রদত্ত মূল্য পত্রিকায় স্বীকৃত না দেখিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে অবগত করিবেন।

৮। এই পত্রিকায় স্ত্রীলোকদিগের রচনা আদরের সহিত গৃহীত হইবে। কিন্তু তাহা বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণসহ প্রেরিত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীআশুতোষ ঘোষ।
সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ।

বামাবোধিনীর অতিরিক্ত পত্র।

বিজ্ঞাপন।

সুরভি।

বিবিধবিষয়িণী নূতন সাপ্তাহিক পত্রিকা।

আগামী ১লা আশ্বিন শনিবার হইতে "সুরভি" নামে একখানি নূতন বিবিধ-বিষয়িণী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। এদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার আলোচনা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিস্তার করা "সুরভি"র উদ্দেশ্য। সকল সংবাদপত্রের ন্যায় ইহাতে নিয়মিতরূপে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রস্তাব ও নূতন সংবাদ প্রকাশিত হইবে, এবং তদ্ব্যতীত বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম, ধর্ম্মনীতি, পুরাতত্ত্ব, রাজনীতি, সমাজ, ইতিহাস, জীবনচরিত, ভ্রমণবৃত্তান্ত, উপন্যাস, গল্প, কাব্য, নাটক প্রভৃতি নানাবিষয়ক জ্ঞানগর্ভ ও মনোরঞ্জক ইংরাজী গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সারাংশ বা সমুদায়ের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইবে। ইংলণ্ডের জ্ঞান-ভাণ্ডার অতি বিশাল ও নানা রত্নে পরিপূর্ণ, এরূপ অনুবাদ দ্বারা সেই ভাণ্ডারের দ্বার সাধারণ বঙ্গবাসীর নিকট উন্মুক্ত হইবে। অন্যান্য বিষয় ব্যতীত "সুরভি"র প্রতি সংখ্যায় একটি চিত্তবিনোদকর ইংরাজী উপন্যাসের কিয়দংশের অনুবাদ প্রকাশিত হইবে।

ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ বঙ্গীয় মহিলাগণের পক্ষে "সুরভি" পত্রিকা বিশেষরূপে শিক্ষাপ্রদ ও চিত্তরঞ্জক হইবে এরূপ আশা করা যায়।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ও সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এই পত্রিকার কার্য্য সম্পাদিত হইবে। "সুরভি" রয়াল আকার ৪ পেজি দুই ফরমা হইবে। কলিকাতাবাসীগণের জন্য ইহার বার্ষিক মূল্য ৩৲ ষাণ্মাসিক ১৷৷০, মফস্বলের গ্রাহকগণের জন্য ডাক-মাসুল সমেত বার্ষিক ৩৷৷৵০, ষাণ্মাসিক ১৷৷৵০, প্রতি সংখ্যার মূল্য এক আনা। অগ্রিম মূল্য প্রেরিত না হইলে কাহাকেও ইহার গ্রাহক স্বীকার করা যাইবেক না। পত্রিকাখানি কলিকাতা বহুবাজারস্থ বসু প্রেস হইতে প্রকাশিত হইবে। গ্রহণেচ্ছুগণ অগ্রিম মূল্য সহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় আপনাদিগের নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু
শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর বাসা,
দেওঘর, কর্ডলাইন, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

ম্যানিঙ ইহার সম্পাদিকা। এই পত্রিকাখানি ভারতের কল্যাণের জন্য প্রকাশিত এবং ইহাতে ভারতের হিতকর বিবিধ প্রস্তাব আলোচিত হইয়া ইংরাজ সমাজের নিকট ভারতের প্রকৃত চিত্র প্রদর্শিত হয়। ভারতে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধন ইহার একটী প্রধান লক্ষ্য। ইহার মাসিক মূল্য ৬ পেন্স অর্থাৎ প্রায় ।০ আনা মাত্র। এ প্রকার স্বল্প মূল্য সুন্দর পত্রিকাখানি গ্রহণ করা প্রত্যেক ভারত-হিতৈষীর কর্ত্তব্য। কলিকাতা ইলিসিয়ম রো ৮ নং ভবনে বিবী মরের নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যায়।

ধর্ম্ম সঙ্গীত।

শ্রীত্রৈলক্য নাথ ঘোষাল প্রণীত।

বিশুদ্ধ বাঙ্গালা সরল ভাষায় এই পুস্তকখানি বালক, বালিকা, স্ত্রীলোক এবং ধর্ম্মোৎসাহী ব্যক্তিদিগের পাঠের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে।

ডাক মাসুল সমেত মূল্য ৵১০ আনা।

নিম্নলিখিত স্থানে প্রাপ্তব্য :—

হাবড়া রায় এণ্ড কোং, কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরি, বি, বানার্জী এণ্ড কোং বারুইপুর, চড়কডাঙ্গা ভবানীপুর।

পতিব্রতা কামিনীর
আদরণীয়!!!
সুবর্ণ অঙ্গুরীয়! সুবর্ণ অঙ্গুরীয়!!
উচ্চ অক্ষরের
সুরুচি সহ পরিষ্কার গঠিত
নব আবিষ্কৃত।
"মনে রেখো," "তোমারি,"
"ভুলনা আমারে,"
"ভালবেসো ইত্যাদি।"
সুবর্ণ অঙ্গুরীয়!
ইতিপূর্ব্বে এরূপ অঙ্গুরীয় কাহারো নয়নগোচর হয় নাই
মূল্য ১২৲ টাকা মাত্র।
আর লায়েল কোং
ঘড়িওয়ালা ও স্বর্ণকার
ঘড়ি চেইন, হীরকাদি সংলগ্ন অঙ্গুরীয়, ইয়ারিং ইত্যাদি সুলভ মূল্যে প্রাপ্তব্য।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"।

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২১১ সংখ্যা। | শ্রাবণ ১২৮৯—আগষ্ট ১৮৮২। | ২য় কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বাঙ্গালী জাতির যে সৌভাগ্য কখনও হয় নাই, তাহা হইয়াছে। মহাত্মা লর্ড রিপণ মান্যবর জজ বাবু রমেশচন্দ্র মিত্রকে বঙ্গদেশের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ের চিফ জষ্টিস অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ বিচারপতি পদে বরণ করিয়াছেন। লর্ড রিপণের এই একটী কার্য্য দ্বারা ন্যায় সমর্থিত হইল, গুণবানের মর্য্যাদা রক্ষিত হইল, বর্ণগত পক্ষপাতিতা বিদূরিত হইল, ইংরাজ রাজত্বের গৌরব বৃদ্ধি হইল, মহারাণী ভারতেশ্বরীর উদার ঘোষণা-পত্র এতদিন পরে সার্থক হইল। ইহা-দ্বারা বঙ্গীয় সমাজের মুখ যে কত উজ্জ্বল হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। সমুদায় বঙ্গদেশ "মহারাণীর জয়, রিপণের জয়" বলিয়া আনন্দধ্বনি করিতেছেন, আমাদের রমণীগণও এই জাতীয় আনন্দের সহিত যোগ দান করুন্।

মিশরে ঘোর সঙ্কট উপস্থিত। তত্রত্য সেনাপতি আরাবী পাশার পরামর্শে দেশবাসিগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে এবং তত্রত্য অনেকগুলি ইংরাজকে বধ করিয়াছে। ইংরাজসেনাদলের সহিত মিশরীয়দিগের ঘোর সংগ্রাম হইয়া উভয় পক্ষের অনেকগুলি লোক হতাহত হয়, অবশেষে মিশরীয়েরা সন্ধির পতাকা দেখাইয়া যুদ্ধ নিবৃত্ত করে; কিন্তু তাহারা আলেকজান্দ্রিয়া নগরে অগ্নি প্রদান করিয়া দূরে প্রস্থান করিয়াছে। মিশরের সুরেজ প্রণালী

দিয়া ভারতবর্ষে গমনাগমনের পথ ইংরাজেরা তাহা সহজে ছাড়িবার নহেন। কিন্তু মিশরবাসীরা স্বাধীনতার নামে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে, ইহার শেষ ফল কি হয় বলা যায় না।

ইংলণ্ডে অন্যূন ৩০ হাজার কালা ও বোবালোক আছে। এই সকল লোককে শিক্ষা দিবার জন্য ৩৬৪টী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা শিক্ষার গুণে আপনাদিগের দুরবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া সচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। ইহাদিগের শিক্ষার দুই প্রকার প্রণালী আছে—ফরাসী ও জর্ম্মণ। ফরাসী প্রণালীতে উচুঁ উচুঁ অক্ষর খোদিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়, জর্ম্মণ প্রণালীতে ঠোঁট নাড়িয়া তাহাদ্বারা বোবা ও কালাদিগকে ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। এই প্রণালী ফরাসী প্রণালীকে হারাইয়া দিয়াছে এবং ইহাদ্বারা অতি সহজে ও সুপ্রণালীক্রমে মূর্খদিগের শিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে। গত জুনমাসের প্রথমে ইহাদিগের সম্বন্ধে এক সভা হয়, তাহাতে স্থির হইয়াছে, ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বোবাদিগের "কলেজ" করা হইবে। ইউরোপীয়দিগের কৌশলকে ধন্যবাদ।

কলিকাতা মেডিকল কলেজে স্ত্রীলোকদিগকে চিকিৎসাবিদ্যা শিখিতে দেওয়া হইবে কি না, এই কথা লইয়া আলোচনা হইতেছে। এ বিষয়ে যে প্রথমতঃ অনেক আপত্তি উত্থাপিত হইবে, তাহা পূর্ব্বহইতেই অবধারণ করা গিয়াছিল। ইংলণ্ডেও প্রথমে এ বিষয়ের প্রস্তাবনার সময় অনেক আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু ক্রমে সে সকল বাধা তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। গত ১৩ই জুন, লণ্ডনস্থ স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা বিদ্যালয়ের (London School of Medicine for Women.) পুরস্কার বিতরণ স্থলে সুবিখ্যাত অধ্যাপক হক্সলী, স্ত্রীলোকেরা বিজ্ঞান আলোচনায় যে বিলক্ষণ অধিকারিণী তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। সে সময়ে তিনি আরও প্রকাশ করিয়াছেন যে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা কর্ত্তৃক চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে যে কমিসন নিযুক্ত হইয়াছিল, সে কমিটি মত দিয়াছেন যে স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বপ্রকার ডাক্তারী উপাধি লাভেরও অধিকারিণী। অধ্যাপক হক্সলী সেই কমিসনের একজন সভ্য ছিলেন। সম্প্রতি মাদ্রাজ মেডিকাল কলেজে এদেশীয় মহিলারা প্রশংসনিয়রূপে পরীক্ষোত্তীর্ণা হইয়াছেন, এ সংবাদটী পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিয়াছি। বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণোপলক্ষে উক্ত কলেজের কুমারী ক্রুপাধিষ্টি নাম্নী এক ছাত্রী দ্রব্যগুণে (Materia Medica) প্রথম ও শারীর স্থানে (Anatomy) দ্বিতীয় পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ফলতঃ এখন যতদূরই কুসংস্কার বর্ত্তমান থাকুক না কেন, ঈশ্বরপ্রসাদে মহিলাদিগের নিকট যথার্থ জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হইলে ক্রমে তাঁহারা সমাজ ও দেশ মধ্যে আপনাদের পদগৌরব ও অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন। সহস্র প্রতিবন্ধকেও সে উন্নতি রোধ করিতে সক্ষম হইবে না।

লণ্ডনের ধর্ম্মালয় সকলে প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট এক রবিবারে তত্রত্য চিকিৎসালয় সকলের সাহায্যার্থ অর্থ সংগৃহীত হইয়া থাকে। ধর্ম্মযাজকগণ উপাসক মণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন যে দরিদ্রগণের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ভার তাঁহাদিগের হস্তে এবং তাঁহারাও তজ্জন্য সাধ্যানুসারে অর্থদান করেন। এ বৎসর কোন কোন ধর্ম্মালয়ে গতবৎসর অপেক্ষা দেড়গুণ অধিক অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। এ উপলক্ষে সাধারণের মনোনীত লণ্ডনের প্রধান মিউনিসিপল কার্য্যাধ্যক্ষের যত্নে এ পর্য্যন্ত প্রায় দুই লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। রোগীদের জন্য মধ্যে মধ্যে শিশুগণ নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর পুষ্প সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মালয়ে আনিয়া থাকে। উপাসনার পর পুষ্পগুলি চিকিৎসালয়ে প্রেরিত হয়। অনেক রমণীও রোগীদিগের সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। আমরা নিজে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিলেই হইল, চিকিৎসালয়ে কত পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশুগণ নানাবিধ উৎকট রোগ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে সে বিষয় কখনও ভাবি না। সামাজিক প্রথা বিরোধী বলিয়া আমাদের দেশীয় মহিলারা এখন পর্য্যন্তও প্রকাশ্যে যাইয়া তাঁহাদের সহানুভূতি, শুশ্রূষা ও আশ্বাস বাক্যে রোগীদের কষ্ট যন্ত্রণা দূর করিতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু আশা করা যায় যে, সময়ে জ্ঞান ও ধর্ম্ম বলে তাঁহারা সকল বাধা অতিক্রম করিয়া রোগীদিগের নিকট দয়াশীলা সমদুঃখিনী ভগিনীরূপে পরিচিতা হইবেন।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে পঞ্জাবে একটী মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রথম পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণা হইয়াছেন। তাঁহার নাম শ্রীমতী বিষ্ণুদেবী। তিনি বুদ্ধিমতী উপাধি পাইয়াছেন। পঞ্জাবে ভগিনীদিগের মধ্যে জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রভা যতই বিকীর্ণ হইবে, ততই সে দেশ উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতে থাকিবে।

একজন মুসলমান কয়েকটী বালিকাকে ক্রীতদাসীরূপে বিক্রয় করিবার জন্য বোম্বাইয়ে আনিয়াছিল, তত্রত্য হাইকোর্ট তাহাকে তিন মাস কারাদণ্ড প্রদান করিয়াছেন। ইংরাজ রাজ্যে দাসব্যবসায় অসম্ভব, কিন্তু গোপনে এরূপ ঘৃণিত কার্য্য স্থানে স্থানে চলিয়া থাকে। রাজপুরুষদিগের ইহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

ইংরাজগবর্ণমেণ্ট সুরা রাক্ষসীকে দেশমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দিয়া যে কি সর্ব্বনাশের পথ প্রসারিত করিয়াছেন, তাহা ভাবিতে গেলে অশ্রুজল সংবরণ করা যায় না। গুজরাটের বিবরণ পাঠে জানা যায় তথায় উচ্চ নীচ মধ্যম সকল শ্রেণীর পুরুষদিগের মধ্যে যেমন সুরার প্রাদুর্ভাব, নারীগণের মধ্যেও সেইরূপ। সুরাটে স্ত্রী মাতাল ৪৪০০, ব্রোচে ৭০০০, বরদায় উচ্চ ও মধ্যম শ্রেণীর মধ্যে ৯০০০ উল্লিখিত হইয়াছে। যে দেশে সুরাস্পর্শ মহাপাপ ছিল, সে দেশে এ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! আমাদিগের রমণীগণ এই রাক্ষসীকে দূরীভূত করিবার জন্য এই বেলা কটি-বন্ধন পূর্ব্বক শতমুখী অস্ত্র ধারণ করুন্।

অত্যাচারী ব্যক্তিদিগের প্রতি কঠিন দণ্ড হইলে অল্প লোকেরই দুঃখ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যে সকল পাষণ্ড আশ্রিত অবলার প্রতি পশুবৎ আচরণ করে, তাহাদিগের শাসন নিতান্ত আবশ্যক। ইংলণ্ডে স্ত্রী প্রহারকারী পুরুষের সংখ্যা অনেক এবং তাহাদিগের অত্যাচার এরূপ অসহ্য হইয়াছে যে তাহা নিবারণার্থ পার্লেমেণ্ট মহাসভায় এক পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই যে ব্যক্তি অবৈধরূপে কোন স্ত্রীলোকের শরীরে আঘাত করিবে, তাহাকে অনধিক ৪ ঘণ্টা কোন প্রকাশ্য স্থানে পিলরী* করা হইবে এবং তাহার মস্তকের উপরে এক খণ্ড কাষ্ঠ ফলকে তাহার নাম ও স্ত্রী-প্রহারক এই উপাধি বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকিবে। এ দেশেও অনেক স্থলে এরূপ আইন আবশ্যক।

সম্প্রতি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সভায় উপাধিলাভার্থী মহিলারা যথাযোগ্য পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া উপনীত হন। লণ্ডনে এরূপ দৃশ্য এই প্রথম। সংবাদ পত্র সকলে এই রমণীগণকে পোরসিয়া বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের গাউন ও ক্যাপ (টুপী) পুরুষদিগের হইতে বিভিন্ন। তাহা তাঁহারা অতি শিষ্ট ও শোভনরূপে পরিধান করিয়াছিলেন দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিয়াছেন।

বালক বালিকাদের মধ্যে যাহাতে পর দুঃখ বা অভাবমোচন জন্য যথার্থ হৃদয়ের সহানুভূতি জন্মিতে পারে, তজ্জন্য কতক দিন হইল লণ্ডনে একটী পরদুঃখ-নিবারিণী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। ইতি-মধ্যে তাহাতে ১২,০০০ সভ্য হইয়াছে। ইংলণ্ডের যুবরাজের তিনটী বালিকা ইহার সঙ্গে যোগ দান করিয়াছেন। যাহাতে আমাদের দেশে শিশু সন্তান-দিগের মধ্যে কেবল সহানুভূতির ভাব আইসে, তাহা নয়, কিন্তু কার্য্যে সে ভাব প্রদর্শিত হইতে পারে, তাহার উপায় বিধান আবশ্যক।

* ক্রীতদাসদিগের জন্য উদ্ভাবিত অতি যন্ত্রণা-দায়ক দণ্ড, তাহাতে গলা ও হস্তদ্বয় কাষ্ঠের ফ্রেমে বদ্ধ করা হয়।

গার্হস্থ-শিক্ষা।

আমরা এ দেশীয় প্রাচীনা গৃহিণীদিগের সাংসারিক জ্ঞান ও তাঁহাদের শিক্ষা প্রণালী সমালোচন করিবার নিমিত্ত যে গার্হস্থ-শিক্ষা নামক দীর্ঘ প্রস্তাব আরম্ভ করিয়াছি, তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। পাঠক পাঠিকাগণ আর দুই মাস ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেই ইহার সমাপ্তি দেখিতে পাইবেন। বৈশাখ মাসের বামাবোধিনীতে নারীজাতির অবশ্য জ্ঞাতব্য পাক বিদ্যার প্রসঙ্গে যে ছয় প্রকার রস বা আস্বাদেয় বিষয় লেখা হইয়াছে, অগ্রে তাহারই অবশিষ্টাংশ লিখিত হইল। কোন্ কোন্ রস শরীরের কি কি উপকার ও অপকার করে, ইহা পাক বিদ্যার অঙ্গ না হইলেও গৃহিণী-দিগের জানা আবশ্যক বলিয়া এস্থানে সে গুলিও সংগৃহীত হইল।

মধুর রস।

মধুর রস—পোষক অর্থাৎ ধাতু পুষ্টি পক্ষে বিশেষ উপকারী, কেশের হিতকারী, বল ও বর্ণের উত্তেজক। রক্ত-পরিষ্কারক। বালক, বৃদ্ধ ও ক্ষীণ-দিগের বিশেষ উপকারী। তৃষ্ণানাশক। কৃমিজনক ও শ্লেষ্মা বর্দ্ধক—এই দুই দোষ। ইহা কদলী প্রভৃতি কয়েক প্রকার মধুর ফলে কিছু অধিক পরিমাণে আছে। এই রস সর্ব্বদা বা অধিক পরিমাণে সেবন করিলে, শ্বাস, কাশ, আলস্য, বমি, স্বরবিকার, গলগণ্ড, ও গোদ প্রভৃতি বহুপ্রকার রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।

অম্ল রস।

অম্লরস—আগ্নেয় অর্থাৎ অগ্নিবর্দ্ধক, সুতরাং পাচক। অম্লরসে কুপিত বায়ুকে দমন করে। ইহা অধিক পরিমাণে অথবা সর্ব্বদা ভক্ষণ করিলে দন্তরোগ, চক্ষুরোগ ও অন্যান্য কফজরোগ জন্মে। শরীরের দৃঢ়তা নষ্ট করিয়া শিথিলতা জন্মায়।

লবণ রস।

লবণরস—পাচক ও রস রক্তাদির সংশোধক। লবণরসের দ্বারা শরীরে কোমলতা ও চাক্‌চিক্যযুক্ত তারল্য (যাহাকে লাবণ্য বলে) জন্মে। শরীরকে সরস ও মৃদু করে। অধিক পরিমাণে সেবন করিলে গাত্র কণ্ডূ, শোথ, শরীরের বর্ণনাশ ও তেজ হানি করে। ইন্দ্রিয়-দিগকে দুর্ব্বল করে।

কটুরস।

কটুরস—অগ্নি-বর্দ্ধক সুতরাং পাচক। অরুচি-নাশক। শরীরের স্থূলতা নষ্ট করে। আলস্য প্রভৃতি কফজ দোষ দূর করে। কৃমি দমন করে। বিষাক্ততা ও গাত্রকণ্ডূ দূর করে। এই রসের দ্বারা স্তন্যদুগ্ধ, ধাতু ও মেদের হানি হয়।

শরীরের সন্ধিবন্ধন সকল দুর্ব্বল ও অবসাদগ্রস্ত হয়। এই রস অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করিলে ভ্রম, প্রমাদ, তালুশোষ প্রভৃতি গাত্রসন্তাপ, বলক্ষয়, ও বাতশূল প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়।

তিক্তরস।

তিক্তরস— রস-রক্ত পরিষ্কারক, অগ্নি বর্দ্ধক, অরুচিনাশক, গাত্রকণ্ডূ দমনকারী, এবং কুষ্ঠ ও জ্বর রোগের বিশেষ উপকারী। এই রসের দ্বারা স্তন্যদুগ্ধ বিশোধিত হয়। মল, মূত্র, মেদ, বসা, (শরীরের চর্ব্বি) ও পূয শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়। অতিশয় তিক্তসেবায় গাত্রস্তম্ভ, আক্ষেপ, মস্তকবেদনা, ভ্রম, ও চিত্তগ্লানি প্রভৃতি বিবিধ রোগ জন্মিতে পারে।

কষায় রস।

কষায় রস—মলবদ্ধকারী, মলের কাঠিন্য জনক, রক্তের গতিরোধক শোষণস্বভাব ও ক্লেদের নাশক। এই রসের অতিসেবায় হৃৎপীড়া, ও মুখশোষ, অধ্মান (উদর স্ফীত হওয়া), বাক্যবাধা (কথার জড়তা বা তোতলামী) ও গাত্রকম্প প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়।

এতদ্ভিন্ন অনেক গুণাগুণ আছে, কিন্তু সে সকল পরিত্যাগ করিয়া ছয় রসের স্থূল গুণ গুলিই বলা হইল। যদিও এ সকল বিষয় চিকিৎসা শাস্ত্রের অঙ্গ, তথাপি ইহা জানা আবশ্যক। যাঁহাদের হস্তে বালক বালিকার প্রতিপালনের সম্পূর্ণ ভার ন্যস্ত আছে, তাঁহাদের এতদ্রূপ হিতকারী বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ থাকা উচিত নহে। পূর্ব্বকালের গৃহিণীরা অক্ষর আঁকিতে ও পুস্তক পড়িতে জানিতেন না বটে, কিন্তু তাঁহারা যে উল্লিখিত বিজ্ঞান গুলির কিছু কিছু জানিতেন, ইহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত দুই একটী "স্ত্রী কবি" সংগ্রহ করা গেল।

"রোব্ বিস্যুতি তিতো, খেয়েনা বাপু মিঠো।"

"গুড় কলায় কির্ম্মী, দৈ খেলে নর্ম্মি।"

"রোব্ রবিবার। "বিস্যুৎ" বৃহস্পতিবার। "তিতো" তিক্তরস। "মিঠো" মিষ্ট দ্রব্য। "কির্ম্মি" কৃমি। "দৈ" দধি অর্থাৎ রসরস। "নর্ম্মি" নরম অর্থাৎ শ্লেষ্মা-জনক।

রবিবারের ও বৃহস্পতিবারের প্রাতে অর্থাৎ সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন তিক্তরস আহার করা উচিত। আর ঐ দুই দিন অর্থাৎ সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন মিষ্ট ত্যাগ করা উচিত। অদ্যাপি পল্লীগ্রামের গৃহিণীরা বালক বালিকাদিগকে রবিবারের অথবা বৃহস্পতিবারের প্রাতে ভাঁইট পাতার রস, কি অন্য কোন প্রকার তিক্তরস খাওয়াইয়া থাকেন এবং দুই এক দিন বলপূর্ব্বক মিষ্ট খাইতে দেন না। বালক বালিকারা মিষ্ট খাইতে ভাল বাসে, কিন্তু প্রাচীনারা তাঁহাদিগকে তাহা হইতে নিবারণের চেষ্টা করিয়া থাকেন। পল্লীগ্রামের স্ত্রীলোক মাত্রেই ছেলেদিগকে গুড়, কলা ও টক্ খাইতে

নিষেধ করিয়া থাকেন এবং বলিয়া থাকেন যে, গুড় ও কলা খাইলে কৃমি এবং দৈ ও অম্ল খাইলে শ্লেষ্মা হয়। প্রাচীনাদিগের বালক বালিকা প্রতিপালনের প্রণালী দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে তাঁহারা বৈদ্য শাস্ত্র সম্মত ও দ্রব্যগত রসের বহুতর গুণাগুণ জ্ঞাত ছিলেন। সে যাহা হউক, এক্ষণে আনুষঙ্গিককথা রাখিয়া প্রকৃত কথায় মনোনিবেশ করা যাউক।

পাক।

পাকবিদ্যা সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ যুক্তি ও কথা সকল পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে তৎসংক্রান্ত বিশেষ ব্যবহার ও পাক বিদ্যা সংক্রান্ত স্ত্রীকবি অর্থাৎ প্রাচীনাদিগের উপদেশ বাক্য গুলির উল্লেখ করিব।

আহারীয় দ্রব্যের দুই প্রকার পাকের ব্যবস্থা আছে। এক উখা-পাক, আর শূল্য-পাক। ইতর ভাষায় যাহাকে "আকা" ও "চুলা" বলে—তাহারই সংস্কৃত নাম "উখ্য" ও "চুল্লী।" উখাতে রাখিয়া যে পাক হয়, তাহার নাম "উখা-পাক" আর শূল অর্থাৎ লৌহ শলাকায় বিদ্ধ করিয়া যে পাক করা যায়, তাহার নাম শূল্যপাক। মাংসের কাবাব্ প্রভৃতি শূল্য পাকের দৃষ্টান্ত।

সংস্কৃত পাকশাস্ত্রের মতে পাক পাঁচ প্রকার। ভর্জ্জন, সন্তলন, স্বেদন, পচন, কথন, তন্দূক, ও পুট। ভর্জ্জন অর্থাৎ ভাজা। সন্তলন অর্থাৎ ঘৃত কি তৈল দ্বারা সাঁতলান। স্বেদন অর্থাৎ উত্তাপ দ্বারা কোমল করিয়া লওয়া। পচন অর্থাৎ জল কি দুগ্ধাদি তরল বস্তুর যোগে পাক করা। কথন অর্থাৎ জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার সার লওয়া (যথা পলান্ন-পাকের আব্ জুস্), মুখ বন্ধ করিয়া পাক করিলে তাহা তন্দূক পাক (যাহাকে দম বলে), আর মুখ বন্ধ করিয়া নীচে ও উপরে অগ্নি দিয়া পাক করিলে তাহা পুট পাক। মনুষ্যেরা এই পাঁচ প্রকার পাক-প্রক্রিয়া প্রয়োগ করিয়া মাংস ও উদ্ভিজ্জসকল উত্তম সুখাদ্য ও হিতকারী করিয়া আহার করিয়া থাকেন। পাক-দ্বারা প্রত্যেক মাংসের ও প্রত্যেক উদ্ভিজ্জের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র খাদ্য প্রস্তুত করা যায় এবং দুই বা ততোধিক প্রকার উদ্ভিজ্জ একত্রিত করিয়াও এক অভিনব খাদ্য প্রস্তুত করা যায়। উদ্ভিজ্জ ও মাংস একত্রিত করিয়া পাক করিলে তাহা বিশেষ সুখাদ্য ও এ দেশের জল বায়ুর উপযুক্ত হিতকারী হইয়া থাকে।

অন্ন ও ব্যঞ্জন।

যাহা প্রধান খাদ্য তাহা অন্ন এবং যাহা অপ্রধান অর্থাৎ সহযোগী খাদ্য তাহা ব্যঞ্জন। এদেশীয় লোকেরা প্রায় উদ্ভিজ্জভোজী; এ নিমিত্ত উদ্ভিজ্জের মধ্যে চাউল ও গম এই দুই প্রকার বস্তু এদেশের অন্ন। মাংস এবং অন্যান্য প্রকার উদ্ভিজ্জ তাহার সহযোগী। মাংস প্রধান খাদ্য হইলেও উষ্ণপ্রধান দেশে অপ্রধান

বলিয়া গণ্য সুতরাং মাংস এদেশের অন্ন নহে। অন্নের অন্য নাম "ভক্ত।" "ভক্ত" শব্দটী অপভ্রষ্ট হইয়া চলিত বঙ্গভাষায় "ভাত" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্রমশঃ।

স্ত্রীজাতির সদ্‌গুণ বিষয়ে কথোপকথন।

(২১০ সংখ্যা ৮৭ পৃষ্ঠার পর।)

নির্ম্মলা। ধৈর্য্য অতি প্রয়োজনীয়। সাংসারে সর্ব্বদাই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। রাজা দরিদ্র হইতেছে, দরিদ্রও রাজা হইতেছে। পিতামাতা কন্যাকে সুশিক্ষিত ধনী পাত্রে দানকরিয়াছিলেন,কিন্তু দৈবযোগে অসাধ্য পীড়া সেই সুশিক্ষিত ধনী সন্তানকে নিতান্ত দুঃখী ভিক্ষুক করিয়া ফেলিল, এরূপ পরিবর্ত্তন কিছুই বিচিত্র নহে। আর সকল স্ত্রীলোক স্বামীর নিকট কেবল বস্ত্রালঙ্কার প্রার্থনা করে, না পাইলে অভিশম্পাত দেয়, তাহাদিগকে ধৈর্য্যের উপদেশ দেওয়া বিড়ম্বনা। যাঁহারা পতির সুখ দুঃখে পতির অনুগামিনী হইয়া থাকেন,—তাঁহাদিগের পক্ষে ধৈর্য্যাবলম্বন অতি আবশ্যক। রথচক্রের ন্যায় অবস্থা সর্ব্বদা ঘুরিতেছে। কোন অবস্থাই চিরস্থায়িনী নহে। সুখই হউক কি দুঃখই হউক, সকল অবস্থাতেই ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে। সুখে ধৈর্য্য না থাকিলে অহঙ্কার আইসে। দুঃখে ধৈর্য্য না থাকিলে অবিশ্বাস আসিয়া মনকে নানা কুপথে লইয়া যায়।

পিতৃ মাতৃভক্তি—ইহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছ, অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। এ শরীর পিতামাতার, ইহা তাঁহাদিগের সেবাতে নিযুক্ত থাকিলেই সার্থক হয়। যে নারী স্বামি-গৃহে আসিয়া পিতামাতাকে বিস্মৃত হয়, শাস্ত্রে তাহাকে 'মাতৃমল' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে।

মানব জাতির প্রতি ভালবাসা-আমাকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, সমস্ত মানব জাতিকেও তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। নর নারী মাত্রেই আমার ভাই ভগ্নী। এরূপ জ্ঞান না হইলে মানব জাতিকে ভাল বাসা যায় না। দয়া ও ভালবাসা এক বস্তু নহে। একজন দুঃখী সন্তান পথে পড়িয়া রহিয়াছে, আমার সহোদরের সন্তানটীও তাহার নিকট রহিয়াছে। এস্থলে দুঃখীকে দয়া করিয়া হয়ত কিছু দান করিব, ভাইয়ের ছেলেটীকে ভাল বেসে কোলে লইয়া ঘরে চলিয়া আসিব। দয়া ও ভালবাসায় কত প্রভেদ তাহা ভাবিয়া দেখ। সকল মানুষকে ভালবাসাতেই মনুষ্যত্ব।

ঈশ্বরে ভক্তি হইলেই পাপে ভয় হয়। যাহা অসত্য, অন্যায়, অকর্ত্তব্য ও ঈশ্বর লাভের বিরোধী, তাহাই পাপ। পাপে ভয় হইলেই লোকে ধার্ম্মিক হইতে পারে। অধিকাংশ লোক লোকভয়ে, রাজভয়ে অথবা লোক লজ্জায় পাপ করে না। যে সকল নারী ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া পাপ হইতে বিরত থাকেন, তাঁহারাই যথার্থ সতী।

যাহা সত্য, যাহা ন্যায় ও কর্ত্তব্য তাহা পুণ্য। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি গাঢ় হইলে পুণ্যের প্রতি শ্রদ্ধা হয়।

পরলোক, রিপুদমন ও জ্ঞানোপার্জ্জন এই কয়েকটী বিষয় আর একদিন বর্ণনা করিব।

প্রমদা। আমি আগে সতী নামের যে অর্থ জানিতাম তাহা কিছুই নহে। তুমি সতীনামের যেরূপ ব্যাখ্যা করিতেছ, তাহাতেই ইহার এত মাহাত্ম্য হইয়াছে। এরূপ ব্যাখ্যা না জানাতে অনেক স্ত্রীলোকের ক্ষতি হইতেছে। আজি দিদী তোমার নিকট বড় উপকার পাইলাম। আচ্ছা সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা এই তিনটী শব্দের একটীর অর্থ শুনিলাম, আর দুটীর অর্থ কি?

নির্ম্মলা। সতী ও সাধ্বী একই কথা —সৎ শব্দ হইতে সতী শব্দ ও সাধু শব্দ হইতে সাধ্বী শব্দ হইয়াছে। পুরুষকে সৎ ও সাধু বলে এবং নারীকে সতী ও সাধ্বী বলে। যে নারী পতিপ্রাণা ও পতিভক্তিপরায়ণা, তাহাকে পতিব্রতা বলে। দেখ প্রমদা, এই ভারতবর্ষে সতী সাধ্বী পতিব্রতা নাম বিশেষ রূপে পূজিত হইয়াছে। এই পূজিত নাম চিরদিন জগতে সম্মানিত থাকে, তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রে সতী সাধ্বী পতিব্রতার অনেক আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে। অবসর মতে তাহা তোমাকে শুনাইতে চেষ্টা করিব।

প্র। দিদী, তোমার মিষ্ট কথায় আমার প্রাণ শীতল হইতেছে। তোমার নিকট হইতে যাইতে ইচ্ছা হয় না, ঘরে গিয়া কি করিব? চুপটী করিয়া থাকিতে হইবে।

নি। কেন তোমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিতে পার না?

প্র। ও দুঃখের কথা কেন বল দিদী, এই তোমার নিকট দুদণ্ড আসিয়াছি ইহাতেই কত তাড়না সহ্য করিতে হইবে। স্বামীর সঙ্গে কথা কহিলে কি আর রক্ষা আছে? যখন সকলে ঘুমাবে, ঘরের প্রদীপ নিবাইবে, তখন আস্তে আস্তে কথা বলিতে হইবে।

নি। তোমাদের বাড়ীর কিছু বাড়াবাড়ী। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পরস্পর সরল আলাপ না হইলে দাম্পত্য প্রণয় জন্মিবে কেন? তুমি অল্পে অল্পে আলাপ করা অভ্যাস করিও, একটু তাড়না হয় হইবে, চাটুর্য্যেদের বৌর মত যেন না হয়।

প্র। সে কি দিদী। চাটুর্য্যেদের বৌর কি হয়েছিল?

নি। চাটুর্য্যেদের বৌ গর্ভবতী হইয়া বাপের বাড়ী গিয়াছিল। চাটুর্য্যে মশাই

কোন কারণে শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিলেন। স্বামী স্ত্রীকে চেনেন না, কিন্তু স্ত্রী স্বামীকে চেনেন কারণ তিনি স্বামীকে দিবালোকে দেখিয়াছেন, কিন্তু স্বামী অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীকে আলোকে দেখেন নাই। স্ত্রী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন, স্বামী অবাক্ হইয়া গেলেন। কিছু পরে বলিলেন আপনি কে? চতুরা স্ত্রী পরিহাস করিয়া উত্তর দিলেন, আপনার গর্ভস্থ সন্তানের হবু জননী। চাটুর্য্যে মশায় লজ্জায় ক্ষণকাল অধোমুখে থাকিয়া বলিলেন, "এমন দেশাচারের মস্তকে বজ্রাঘাত হউক। আর আমি কাহারও কথা শুনিব না। দেশাচারের দৌরাত্ম্যে কি না হইতেছে! আজ ভাগ্যে অন্য কোন সম্বোধন করি নাই।" অতএব প্রমদা কুৎসিত দেশাচারের অধীন না হইয়া পতির সহিত সরল আলাপ করিয়া দাম্পত্য প্রণয় সম্ভোগ করিবে। আজ সন্ধ্যা হইল গৃহে যাও।

সমাজিক শিষ্টাচার।

(পূর্ব্বানুরাগ ও প্রণয় লিপি সম্বন্ধে)

মনুষ্য সামাজিক জীব, সুতরাং সমাজের সুশৃঙ্খলা যাহাতে রক্ষিত হয়, তদুপযোগী শিষ্টাচার পালন করা প্রত্যেক মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য। আমাদিগের দেশের প্রাচীন সামাজিক ব্যবস্থা সকল অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত বা পরিত্যক্ত হইয়া নূতন ব্যবস্থা প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের সময়ে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, বস্তুতঃও অনেক বিষয়ে সেই বিশৃঙ্খলার পূর্ব্বাভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, কোন কোন বিষয়ে তাহা বিলক্ষণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা এক্ষণ হইতে যদি বিশেষরূপে সাবধান না হই, এবং বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক সামাজিক সুরীতি সকল অবলম্বন না করি, তাহা হইলে আমাদিগের দুর্গতির সীমা থাকিবে না।

আমরা অদ্য একটী মাত্র বিষয়ের আলোচনা করিব। অতি অল্প বয়সে বালিকাদিগের বিবাহ দেওয়া আমাদিগের দেশের প্রাচীন রীতি, কেবল মাত্র কুলীন ব্রাহ্মণেরা সময়ে সময়ে এই রীতি অতিক্রম করিয়া কন্যাদিগকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিয়া থাকেন; এমন কি সমঘরস্থ পাত্রাভাবে কাহারও কাহারও এককালে বিবাহই হইয়া উঠে না। যাহাহউক কুলীন সন্তানদিগের ব্যবহার বিস্তৃত হিন্দু সমাজের উপর কোন ক্রমে আত্মপ্রভাব

বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু হিন্দুসমাজের বক্ষ ভেদ করিয়া যে দুইটী ধর্ম্ম সম্প্রদায় বহির্গত হইয়াছে, তাহাদিগের দ্বারা বিবাহের প্রাচীন হিন্দুরীতি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত না হউক, অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত ও পরিত্যক্ত হইয়া নূতন রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। এই দুই সম্প্রদায়ের একটী দেশীয় খৃষ্টান এবং অপরটী ব্রাহ্ম সম্প্রদায়। এই উভয় সম্প্রদায়ই উপযুক্ত বয়স না হইলে কন্যার বিবাহ দেন না। বিবাহের পূর্ব্বে বর কন্যা পরস্পর পরস্পরকে মনোনীত করিয়া যাহাতে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন, তৎপক্ষে কতক উপায়ও অবলম্বন করা হইয়াছে। এই পূর্ব্বানুরাগ জন্মাইবার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়া থাকে, তাহা অনেক পরিমাণে বিলাতি রীতির অনুকরণ মাত্র। এদেশীয় খৃষ্টীয় সম্প্রদায় কতক অংশে ইংরেজ ধর্ম্মযাজকদিগের আনুগত্যাধীন বলিয়া পূর্ব্বানুরাগ সম্বন্ধে অনেক পরিমাণে তাঁহাদিগের সামাজিক রীতি অবলম্বন করিয়া চলেন। অন্যদেশীয় অন্য জাতীয় রীতি সর্ব্বাংশে অনুকরণ করিয়া চলা কর্ত্তব্য কি না সে মীমাংসা করা অদ্যকার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। তবে এ কথা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে, অপর জাতির কোন রীতি অবলম্বন করিতে হইলে সেই রীতি সুরক্ষা করার পক্ষে সেই জাতির মধ্যে যে সকল সাবধানতা আছে, তাহাও অবলম্বন করা কর্ত্তব্য; অন্যথা বিপন্ন হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ব্রাহ্মেরাও বিবাহ সম্বন্ধে অনেকাংশে বিলাতি পদ্ধতি অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সেই সঙ্গে তদুচিত সাবধানতা ও শিষ্টাচার অবলম্বন করিতে সমর্থ হইয়াছেন কিনা বলা যায় না। এই অসাবধানতা ও শিষ্টাচারের অভাব হইলে বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ কোন অনিষ্টের কারণ না হইতে পারে, তথাপি ভবিষ্যতে যথেষ্ট অমঙ্গল হওয়া আশ্চর্য্য নহে। সুতরাং এখনই পূর্ব্ব-সাবধানতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

কোন পাত্রীর সম্বন্ধে বিবাহের প্রস্তাবনা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে তাঁহার অভিভাবকের অনুমতি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা এই শিষ্টতা অবলম্বন করিতে বিস্মৃত বা অনিচ্ছু হন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এ অনুমান অনায়াসেই করা যাইতে পারে যে, তাঁহারা সামান্য ভদ্রতার রীতিও অবগত নহেন। সুতরাং তাঁহাদিগের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করা স্বাভাবিক। তবে একস্থলে এই রীতি অতিক্রম করা দোষাবহ নহে। পাত্রী যদি প্রাপ্তবয়স্কা এবং অভিভাবকহীন হন অথবা এমন অভিভাবকের অধীন হন যে, তাঁহার নিজের সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকিলেও অভিভাবক বিবাহে প্রতিকূলতা উপস্থিত করিবেন, কেবলমাত্র এইরূপ স্থলেই কখন কখনও প্রাপ্তবয়স্কা পাত্রীকে সাক্ষাৎ ভাবে পত্র লিখিবার রীতি আছে।

কিন্তু তাহাও অতি অল্প স্থলেই অবলম্বিত হইয়া থাকে। এই সুরীতি এদেশীয় নব্য সমাজে সুরক্ষিত হইতেছে কি না, তাহা বলা যায় না।

যাঁহারা এই সুরীতি অবলম্বন না করিয়া পত্র লিখিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের পত্রের উত্তর দেওয়া সঙ্গত নহে। যদি কোন ব্যক্তি কোন কুলকন্যাকে বারম্বার এইরূপ পত্র লিখিয়া বিরক্ত করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে অভিভাবকের দ্বারা পত্র লেখাইয়া তাহাকে সাবধান করা কর্ত্তব্য। গুরুজনের অনুমতি গ্রহণ করিয়া পত্র লেখার দুইটী উদ্দেশ্য আছে, এক, নিতান্ত অপদার্থ ব্যক্তিরা অবিবাহিতা কুলকন্যাদিগকে অন্যায়রূপে বিরক্ত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় না। দ্বিতীয়, অপরিপক্কমতি কুলকন্যাদিগের অগ্রে অভিভাবকের অনুমতি গ্রহণ করিবার রীতি থাকিলে অপাত্র মনোনীত করিয়া ভবিষ্যতে তাহাদিগকে আর বিপন্ন হইতে হয় না। জীবনের এইরূপ একটী অতি গুরুতর ব্রতে আত্মীয় স্বজনের পরামর্শ গ্রহণ করা সুবিবেচনা-সঙ্গত কার্য্য।

নিতান্ত অপাত্র ভিন্ন আর যে কোন ব্যক্তি যথারীতি প্রণয় লিপি প্রেরণ করেন, তাঁহারই পত্রের উত্তর প্রদান করা কর্ত্তব্য। পত্রের উত্তর না দিলে অশিষ্টতা প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু এই উত্তর বিলক্ষণ সাবধানতা ও সুবিবেচনার সহিত লিখিত হওয়া কর্ত্তব্য। পাত্র আপনার সম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষানুরূপ হইলেও মনের আবেগ সংযত করিয়া ধীর ও শান্তভাবে মনের ভাব প্রকাশ করা আবশ্যক। যাহাতে বাচালতা ও প্রকৃতির উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পায়, পত্রে বা সাক্ষাৎ হইলে নিজের ব্যবহারে এমন কোন ভাব প্রকাশ অথবা ভাষা প্রয়োগ করা অবিধেয়। অপদার্থ ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ নারী-প্রকৃতির এইরূপ চাঞ্চল্য দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। সুতরাং যিনি বাচালতায় সন্তুষ্ট হন, তিনি যে উপযুক্ত পাত্র নহেন, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। বিবাহের পূর্ব্বে বাক্যে বা ব্যবহারে কোন রূপে অসঙ্গত ঘনিষ্ঠতা প্রদর্শন করা সম্পূর্ণরূপে সুরীতি-বিরুদ্ধ। এই সাবধানতার অভাবে ইউরোপে অনেক সময়ে অনেক স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আমাদিগের দেশে কাহাকেও যেন সেইরূপে বিপদাপন্ন হইতে না হয়, তৎপক্ষে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

একদিকে যেমন অতি ঘনিষ্ঠতা নিবারণ করা আবশ্যক, অপরদিকে যাহাতে কোনরূপ অশিষ্টতা বা রুক্ষ ব্যবহার প্রকাশ না পায়, তজ্জন্য বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। প্রণয়ীব্যক্তির প্রতি কোনরূপ তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিলে তাঁহার মনে ক্ষোভ জন্মিবার সম্ভাবনা, তাচ্ছিল্য ভাব অধিক মাত্রায় প্রকাশিত হইলে অনুরাগের স্থলে বিরাগ উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নহে।

কেবল বিবাহের পূর্ব্বে কেন, বিবাহের পরেও স্ত্রীপুরুষের মধ্যে পরস্পর তাচ্ছিল্য ভাব উপস্থিত হওয়া অমঙ্গলকর, পরস্পর পরস্পরের প্রতি সর্ব্বদা সম্মান রক্ষা করিয়া চলা কর্ত্তব্য। যাঁহারা একে অন্যের প্রেমে মুগ্ধ, এমন ব্যক্তিদিগের মধ্যেও যখন তাচ্ছিল্য ভাব অনিষ্টকর, তখন যাঁহার প্রণয়প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে হইবে, তাঁহার প্রতি কিরূপ কোমল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা বুদ্ধিমতী পাঠিকা অনায়াসেই অনুভব করিতে পারিবেন। এ বিষয়ে একজন ইংরেজ গ্রন্থকার অতি সুন্দর উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন, অবিবাহিতা কুলকন্যাদিগের ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যাঁহারা তাঁহাদিগের প্রণয় ভিক্ষা করেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রতি সর্ব্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কেন না, যে ব্যক্তি যাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হন, তিনি তাঁহাকে আপনার সহধর্ম্মিণী বরিবার পক্ষে পরিচিত নারীকুলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্রী বলিয়া মনে করেন। যে ব্যক্তি এতদূর শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন, অকারণে তাঁহার মনে কোন প্রকারে ক্লেশ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। কাহারও প্রণয়প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে হইলে এরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, যেন উপেক্ষিত ব্যক্তির মনে কোন ক্লেশ জন্মিবার সম্ভাবনা না থাকে। তাঁহার প্রতি যতদূর সম্ভব শ্রদ্ধা ও সম্মান অগ্রে প্রকাশ করিয়া, তৎপরে অতি কোমল মধুর ভাবে অথচ দৃঢ়তার সহিত আত্ম অসম্মতি জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য। আক্ষেপের বিষয় এই, এ বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্তির অভাবে আমাদিগের কুলকন্যাদিগের মধ্যে অনেকেরই এই জ্ঞান সমুচিত রূপে জন্মে নাই। এমন কি যাঁহাদিগের অপর অনেক বিষয়ে সদ্জ্ঞান ও সুবিবেচনা সমুচিত রূপে জন্মিয়াছে, তাঁহারাও এ বিষয়ে সদুপদিষ্ট নহেন। একটী ইংরেজ কুলকন্যা কি ভাবে আত্ম-অসম্মতি জ্ঞাপন করেন, একখানি ইংরাজি গ্রন্থ হইতে একখানি পত্রের স্থূল মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাবের উপসংহার করা যাইতেছে। আমরা আশা করি, পাঠিকাগণ ইহা হইতেই সুরীতির উপযুক্ত আভাস প্রাপ্ত হইতে পারিবেন;—

প্রিয় মহাশয়,

আপনার পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়া অনুগৃহীত হইয়াছি। আপনি আমার সম্বন্ধে যেরূপ উচ্চভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমার পক্ষে শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয় যে, আমি ততদূর শ্রদ্ধা সম্মানের উপযুক্ত কি না, বোধ হয় উহা কেবল আপনার উদারতারই পরিচায়ক মাত্র। আমার প্রতি আপনার যেরূপ সানুগ্রহ ভাব এবং আপনার প্রস্তাব রক্ষা করিতে

পারিলে আপনি যেরূপ সুখী হইবেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া আমারও মনে হইতেছে যে, আপনার প্রস্তাব রক্ষা করিতে পারিলে আমার পক্ষেও আনন্দের কারণ হইত। কিন্তু আমি দুঃখিত হইতেছি যে, অনেকগুলি গুরুতর চিন্তা আমায় আপনার প্রস্তাব রক্ষা করিবার সুযোগ দিতেছে না। আশা করি, নিজ উদারতা গুণে এই অপরাধ ক্ষমা করিবেন। দয়াময় ঈশ্বর আপনাকে বিশেষরূপে সুখী করুন, এই আমার প্রার্থনা।

নারী চরিত।

মনিকা।

এই ধর্ম্মপরায়ণা রমণী প্রায় ১৬ শত বৎসর গত হইল আফ্রিকাখণ্ডের কোন নগরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৩৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর জনক জননী ধর্ম্মপরায়ণ ও ভদ্রবংশজাত ছিলেন। শৈশবাবস্থায় এক জন দাসীর প্রতি ইহাঁর রক্ষা ও তত্ত্বাবধানের ভার ছিল। সৌভাগ্যক্রমে ঐ স্ত্রীলোকটী অতিশয় ধর্ম্মভীরু, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও সৎপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট লোক ছিল। তাহার উপদেশ ও দৃষ্টান্তে বাল্যাবস্থাতেই মনিকার অন্তরে সাধুতার বীজ সকল নিহিত হয়। তিনি কোন প্রকারে বিপথগামী হইলেই বা কোন প্রকার দুষ্টামির চিহ্ন প্রকাশ করিলেই ঐ বৃদ্ধা তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ শাসন করিত এবং সকল কার্য্যে তাঁহাকে কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইবার এবং ইন্দ্রিয় সংযম করিবার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিত। এই পরিচারিকার গুণে মনিকা বয়োবৃদ্ধি সহকারে ধর্ম্মভীরু ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা মাতারও আনন্দ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

কিন্তু মনিকা যখন যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলেন, যখন তাঁহার চিত্তবৃত্তি সকল সতেজ ও সুখস্পৃহা কিঞ্চিৎ বলবতী হইল, তখন এক জন দাসী এক দিন দেখিল যে তিনি ভাণ্ডারহইতে গৃহের দাস দাসীদিগের জন্য মদ্য বাহির করিতে গিয়া গোপনে সুরা পান করিতেছেন। মনিকার পিতা মাতা সুরা বিদ্বেষী ছিলেন, কিন্তু সে সময়ে দাস দাসীদিগের জন্য গৃহস্থের ভাণ্ডারে সুরা রাখিবার প্রথা ছিল। মনিকা যে সেই দিন সর্ব্ব প্রথমে ঐরূপ লুকাইয়া সুরাপান করিতেছিলেন তাহা নহে, কিন্তু যখনই তাঁহাকে সুরা বাহির করিয়া দিতে আদেশ করা হইত, তখনই লোভ পরবশ হইয়া গোপনে এক একটু পান করিয়া দেখিতেন। এইরূপে অনেক দিন চলিতেছিল, এ কার্য্য পিতা মাতার নিষিদ্ধ জানিয়াও তিনি আচরণ করিতেন।

একদিন তাঁহার সহিত সামান্য বিবাদ হওয়াতে ঐ দাসী তাঁহাকে "তুমি চুরি করিয়া সুরাপান কর, তুমি আবার কথা কও," বলিয়া উপহাস ও বিদ্রূপ করিল। মনিকার প্রকৃতি নিতান্ত সৎ ছিল, কেবল যৌবনসুলভ চাপল্য বশতঃ তিনি ও প্রকার আচরণ করিতেন, সুতরাং দাসীর ঐ তিরস্কারে তিনি মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাইলেন। জনক জননীর নিষেধ রক্ষা করেন নাই, গোপনে চোরের ন্যায় নিষিদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, জনক জননীর এমন মহামূল্য বিশ্বাস হারাইয়াছেন, দাস দাসীদিগের চক্ষে আপনাকে নিকৃষ্ট ও অপদার্থ করিলেন—এই সকল চিন্তা হৃদয়ে উদিত হইয়া তাঁহাকে ঘোর অনুতাপ অনলে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহার সরল ও কোমল প্রাণে এই কলঙ্ক অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। তিনি জনক জননীর নিকট মার্জ্জনা চাহিলেন; গোপনে তাঁহাদের নিষিদ্ধ কোন কার্য্য করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন; এবং আপনার চরিত্র সংশোধনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। এইরূপ কথিত আছে যে ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মতৃষ্ণা দ্বারা চালিত হইয়া অবশেষে তিনি বিধিপূর্ব্বক জলাভিষিক্তা হইয়া খৃষ্টের শরণাপন্না হইলেন।

ক্রমে তাঁহার বিবাহের কাল উপস্থিত হইল, তাগস্তা নামক নগরবাসী একজন যুবকের সহিত তাঁহার পরিণয় হইল। মনিকার জীবনচরিত লেখক বলেন তাঁহার পতি চরিত্রাংশে অতি উৎকৃষ্ট লোক ছিলেন না। কিন্তু মনিকা আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা, নম্রতা, সপ্রেম ব্যবহার ও সুস্নিগ্ধ বচনের দ্বারা বিপথগামী পতিকে সর্ব্বদা সুপথে আনিবার জন্য প্রয়াস পাইতেন। তাঁহার জগদ্বিখ্যাত পুত্র সেণ্ট অগস্তিন একস্থানে বলিয়াছেন যে জননীর মুখে তিনি কখনও একটী রূঢ় বাক্য শ্রবণ করেন নাই; পাড়ার স্ত্রীলোকেরা আসিয়া মনিকার নিকটে স্বীয় স্বীয় দুঃখের কথা বলিত, স্বীয় স্বীয় পতির দৌরাত্ম্য ও অত্যাচারের উল্লেখ করিয়া নিজ নিজ ভাগ্যকে নিন্দা করিত এবং তাঁহাকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া অনেক প্রশংসা করিত, মনিকা কখনও কাহারও নিকটে একটী দুঃখের কথা বলেন নাই; তাঁহার মুখের প্রসন্ন পবিত্রতা দেখিয়া কোন দুঃখের কারণ অনুমান করাও যাইত না। তিনি প্রতিবেশিনী দিগকে যথোচিত সস্নেহ বচনে অনেক সদুপদেশ দিতেন; বলিতেন "ভগিনীগণ! তোমাদের জিহ্বা গুলিকে শাসন করিতে শিক্ষা কর, আর অঙ্গে প্রহারের বেদনা সহ্য করিতে হইবে না। কটূক্তি

দ্বারা বিপথগামী ব্যক্তিকে সুপথে আনা যায় না; প্রেমের দ্বারা এবং প্রার্থনা দ্বারা তাহাদিগকে জয় করিবার চেষ্টা কর।" তিনি মুখে যে উপদেশ দিতেন, নিজেও তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার চরিতলেখক বলিয়াছেন যে সাধুতা, বিনয় ও ধর্ম্মনিষ্ঠার গুণে তিনি তাঁহার পতির ও আত্মীয় স্বজনের গভীর শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার চরিত্রের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীও খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাশ্রিতা হইলেন এবং তাঁহার পতিও সমুদায় দুষ্ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্ট-ধর্ম্মে-দীক্ষিত হইলেন।

মনিকা যথা সময়ে দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা প্রসব করেন, এই তিনটী সন্তানের মধ্যে আমরা এক জনেরই কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিব। তিনি নিজের অসাধারণ বুদ্ধি বিদ্যা ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠার গুণে ভুবন-বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার নাম অষ্টিন বা অগস্তিন। সে সময়ে সে প্রদেশে ন্যায় শাস্ত্র এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা ছিল। যাঁহারা এই সকল বিদ্যাতে পারদর্শী হইতে পারিতেন, তাঁহারা উচ্চপদ ও সবিশেষ খ্যাতি লাভ করিতেন। অগস্তিনের পিতা মাতা তাঁহাদের প্রতিভাশালী পুত্রকে উক্ত উভয় বিদ্যায় পারদর্শী করিবার নিমিত্ত কার্থেজ নগরে প্রেরণ করিলেন। একে যৌবন কাল, তাহাতে জ্ঞানের গরিমা, তদুপরে আবার অভিভাবক নিকটে নাই; অগস্তিন কার্থেজে গিয়া নানা প্রকার পাপে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন, এবং এক শ্রেণীর নাস্তিক দলের মতাবলম্বী হইলেন। ইত্যবসরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল।

বিধবা মনিকা একাকিনী সেই যৌবন মদে মত্ত পুত্রের কল্যাণ কামনায় নিযুক্ত হইলেন; সন্তান বিপথ-গামী হইলে সেরূপ পবিত্রপ্রাণা জননীর প্রাণে কিরূপ লাগে তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। মনিকা পুত্রের হাত ধরিয়া কাঁদিয়া কত বুঝাইলেন; তিনি কি ভয়ঙ্কর পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা বুঝাইবার জন্য অনেক প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু কিছু দিন ধরিয়া তাঁহার সকল প্রয়াস বিফল হইতে লাগিল। মনিকা কিছুদিন তাঁহার সঙ্গে আর একত্র আহারাদি করিতেন না; এক বাড়ীতে থাকিতেন না; কিন্তু অবশেষে সে উপায়ও পরিত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরের নিকট ক্রন্দন করাকে এক মাত্র উপায় জানিয়া অবলম্বন করিলেন।

সে ছবিটী মনে করিলেও শরীর কণ্টকিত হয়। প্রতিদিন মনিকা ভজনালয়ে গিয়া কিয়ৎকাল প্রার্থনাতে যাপন করিতেন। ভজনার দিনে ধর্ম্মাচার্য্যকে বিশেষ ভাবে স্বীয় পুত্রের জন্য প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিতেন। ভজনা শেষ হইল, সকল লোক সে গৃহ পরিত্যাগ করিতেছে, তখনও মনিকা হাঁটু গাড়িয়া

বক্ষঃস্থলে অঞ্জলি বাঁধিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া ইষ্ট-দেবতার নিকট ক্রন্দন করিতেছেন। সকলে চলিয়া গেল, তিনি ধর্ম্মাচার্য্যের নিকট গিয়া বলিলেন; আমার প্রতি কৃপা করুন, আমার প্রিয়তম পুত্রের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন। আচার্য্য একদিন করিলেন, দু দিন করিলেন, নিত্য এই অনুরোধে অবশেষেএকদিন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "যাছা! তুমি ঘরে যাও, যে পুত্রের জন্য এত চক্ষের জল পড়িতেছে, সে পুত্র কি কখনও একেবারে নষ্টহয়?" তিনি আশ্বস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। যখন কার্থেজ নগরে অগস্তিনের বিদ্যা-শিক্ষার একপ্রকার শেষ হইল, তখন তিনি প্রসিদ্ধ রোমনগরে গিয়া কোন প্রকার অধ্যাপকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইবার সঙ্কল্প করিলেন। রোমনগর তখনকার সময়ে মহানগরী ছিল, সেখানে যুবক-দিগের বিপথগামী হইবার সমগ্র দ্বার উন্মুক্ত, সুতরাং রোমনগরের কথা শুনিয়াই মনিকার প্রাণ আরও কম্পিত হইল। তিনি অশ্রুপূর্ণ লোচনে অনেক অনুরোধ উপরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। তখন মনিকা তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অগস্তিন তথাস্তু বলিয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন। অবশেষে রাত্রিযোগে প্রতারণা পূর্ব্বক একাকিনী ফেলিয়া গোপনে তরি আরোহণে রোমনগরে যাত্রা করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে মনিকা যখন শ্রবণ করিলেন যে পুত্র তাঁহাকে একাকিনী ফেলিয়া বিঘ্নসংকুল সমুদ্র-জলে ভাসিয়াছে, তখন তাঁহার এতদূর মনের যন্ত্রণা হইল যে তিনি সমুদ্রকূলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। যাহা হউক আত্মীয় স্বজনগণ বুঝাইয়া আবার তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন।

জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য বিধি। যে দেশে গিয়া অগস্তিনের সর্ব্বনাশ হইবে ভাবিয়া মনিকা বিষণ্ণ হইয়াছিলেন, সেই দেশে আসিয়া তাঁহার নবজীবন লাভ হইল।

ইতালীর মিলান নগরে আম্বোজ নামা এক জন খ্রীষ্টীয় পণ্ডিতের সহিত পরিচয় হইয়া তিনি তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা, চরিত্র ও সাধুতা দেখিয়া এত মুগ্ধ হইলেন যে, নিজের দুর্দ্দশার প্রতি চক্ষু পড়িয়া তাঁহার ঘোরতর আত্মগ্লানির উদয় হইল। এই ভয়ানক অনুতাপের নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার রচিত একখানি গ্রন্থ অদ্যাপি প্রচলিত আছে। উক্ত গ্রন্থে তিনি ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া আপনার সমুদয় পাপ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি অশ্রুপাত না করিয়া পাঠ করা যায় না। বিশেষতঃ অগস্তিন যে সকল স্থলে ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, "হে পরমেশ্বর! আমি তোমার দাসীর পুত্র, তোমার বাঁদীর

সন্তান, তোমার চিরানুগত পরিচারিকার স্নেহের ধন” ইত্যাদি সেই সকল স্থলে মনিকার কথা স্মরণ হইয়া হৃদয়ে আশ্চর্য্য করুণরসের সঞ্চার হয়।

সে যাহাহউক মনিকা যখন শ্রবণ করিলেন যে পুত্র অবশেষে আবার ধর্ম্ম-পথে ফিরিয়াছে, তখন আনন্দিত অন্তরে আফ্রিকাদেশ হইতে আগমন করিলেন। মাতা পুত্রে এখন এক ধর্ম্ম, এক চিন্তা, এক ভাব, এক আনন্দ! মনিকার আর সুখের সীমা রহিল না। তিনি অগস্তিনের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু অগস্তিন আর পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ হইতে ইচ্ছা করিলেন না। যে জীবনের প্রথম ভাগ পাপাচরণে ও সুখভোগে যাপন করিয়াছিলেন, তাহার অবশিষ্ট ভাগ বৈরাগ্য ও ধর্ম্মচর্চ্চায় যাপন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। মনিকা ইহাতে সমধিক আনন্দিত হইলেন। পুত্রের সহিত পরম সুখে কিয়ৎকাল বাস করিয়া অবশেষে মনিকা এক গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। পীড়ার কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি এক দিন অগস্তিনকে বলিয়াছিলেন;—“আমি পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম যে তোমার সুমতি হয়। তুমি পাপপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সুখে সংসার ধর্ম্ম কর। কিন্তু তিনি আমাকে আশাতিরিক্ত ফল বিধান করিলেন, তিনি তোমাকে বৈরাগ্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার সেবক করিলেন। এখন পুত্র! আর আমার বাঁচিবার প্রয়োজন নাই। তোমাদিগকে প্রতিপালন করা ও তোমাকে ধর্ম্মপথে প্রতিনিবৃত্ত দেখাই আমার জীবনের লক্ষ্য ছিল, সে লক্ষ্য সিদ্ধ হইয়াছে, এখন প্রভুর যদি ইচ্ছা হয় তবে তাঁহার দাসীকে এ সংসার হইতে অবসৃত করুন।”

মনিকা যখন পীড়িত হন, তখন তাঁহার সন্তানগণ স্বদেশে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি আর স্বদেশে ফিরিলেন না। মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তাঁহার অপর পুত্র দুঃখ-প্রকাশ করিয়া বলিলেন “মা তোমাকে বিদেশে রাখিয়া যাইতে হইল।” তিনি উত্তর করিলেন, “শোক করিও না, এই হাড় কয়খানা যেখানে থাকুক না, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু এই মৃত্যু-শয্যায় আমার একমাত্র অনুরোধ, যেখানে থাক, যে অবস্থাতে থাক, তোমাদের অভাগিনী মাতার জন্য প্রার্থনা করিতে ভুলিও না। আমি অনেক বিষয়ে ঈশ্বরের চরণে অপরাধী আছি, তিনি যেন আমার পাপ সকল মার্জ্জনা করেন।” এই বলিয়া তিনি লোক যাত্রা সম্বরণ করিলেন।

তাঁহার শরীর সমাধি-স্থানে নীত হইল। অগস্তিন তখনও এক বিন্দুও অশ্রুপাত করেন নাই। তিনি বলপূর্ব্বক অশ্রু-জল ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন, এমন সতী সাধ্বী, যাঁহার স্বর্গ-বাস নিঃসংশয়, তাঁহার

জন্য অশ্রুপাত করিব না। কিন্তু যখন তাঁহার মৃত দেহ সমাধি মধ্যে স্থাপন করিয়া মৃত্তিকার দ্বারা আচ্ছাদন করিবার সময় উপস্থিত হইল, তখন আর তিনি নেত্রজল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। “মাগো তোমার পবিত্র মুখ এজন্মে আর দেখিব না” বলিয়া কাঁদিয়া অধীর হইলেন। এই ক্রন্দনের বিষয় উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থের এক স্থানে অগস্তিন বলিয়াছেন “হে পরমেশ্বর! যে মাতা আমার জন্য বহু-বর্ষ ধরিয়া নেত্রজল বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার জন্য কয়েক মুহূর্ত্ত অশ্রু-জল ফেলিয়াছি, ইহাতে যদি কেহ আমাকে অপরাধী মনে করেন, তবে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি আমার দুর্ব্বলতা ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা করুন।”

সেণ্ট অগস্তিন তাঁহার গ্রন্থে যেখানে যেখানে স্বীয় জননীর উল্লেখ করিয়াছেন, সেই খানেই প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এক স্থানে তিনি এইরূপ প্রার্থন করিয়াছেন “হে পরমেশ্বর! আমার স্বর্গগতা জননীর পাপ সকল ক্ষমা কর; তিনি দয়ার আধার ছিলেন, সহস্র অপরাধ করিলেও তিনি অপরাধ মনে রাখিতেন না, তুমি তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা কর।”

মনিকা ৫৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কলেবর পরিত্যাগ করেন। উত্তর কালে যখন তিনি মিলান নগরে পুত্রের নিকটে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তখন অগস্তিনের নাম সম্ভ্রম চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার বন্ধু ও শিষ্য মণ্ডলীর সংখ্যা তখন অনেক ছিল। মনিকার জীবনচরিত লেখক বলেন, তিনি সমুদায় লোকের প্রতি মাতৃস্নেহ প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার অকৃত্রিম সাধুতা, গভীর ধর্ম্মনিষ্ঠা, স্বাভাবিক বিনয়, আশ্চর্য্য ধীরতা দেখিয়া সকলে তাঁহাকে দেবীর ন্যায় ভক্তি করিত; পরামর্শ না লইয়া কেহ কোন কার্য্য করিত না; তাঁহার পদার্পণ মাত্র সকলে সম্ভ্রমের সহিত অভিবাদন করিত। আমাদের যখন শত শত বার অভিবাদন করিতে ইচ্ছা হইতেছে, তখন যাঁহারা এই দেবপ্রকৃতি বিশিষ্টা নারীকে চক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে অভিবাদন করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি!

একজন বড়লোক বলিয়াছেন, সাধ্বী ও ধর্ম্মপরায়ণা রমণীর পবিত্র মুখশ্রীর ন্যায় দর্শনীয় পদার্থ জগতে নাই, এবং এরূপ নারীর চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখার ন্যায় আর কিছুতেই হৃদয়কে তত উন্নত করিতে পারে না। মনিকার কথা স্মরণ হইলে এই বর্ণনা সত্য বলিয়া মনে হয়। কতদিনে এইরূপ পবিত্রপ্রাণা ও ধর্ম্মানুরাগিণী জননীর মুখ বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে দেখিতে পাইব! কতদিনে এইরূপ জননী-দিগের স্তন্যের সহিত সাধুতা পান করিয়া

আমাদের সন্তানগণ সাধুপ্রকৃতি হইয়া বর্দ্ধিত হইবে!

সেণ্ট অগস্তিনের দেশত্যাগ।

উঠগো মনিকা মাতা, ওই সিন্ধুজলে
ভেসে যায় প্রাণের সন্তান!
কেঁদনা মা, আর বৃথা কি হবে কাঁদিলে,
প্রাণ তার কঠিন পাষাণ!

পাষাণ না হতো যদি তাহলে ভুলায়ে,
এরূপে কি যায় প্রবঞ্চিয়া?
কেঁদেছত বহুদিন, এখন আলয়ে
গিয়ে চল মরিবে কাঁদিয়া।

এরূপে ডাকিছে লোকে, দেখ ভূলুণ্ঠিতা,
মূর্চ্ছাগতা মনিকা জননী।
গভীর যাতনা বশে আজ নিমীলিতা,
প্রাণ বুঝি যায় বা এখনি!

কতক্ষণে উঠি মাতা ভাসে নেত্রজলে,
হায় হায় কি হলো আমার!
যাবে যদি একা, মোরে কেন গেল ছলে,
সঙ্গে কেহ রহিল না আর!

করাল দুস্তর ওই নীল অম্বুনিধি,
দর্পহারী, প্রচণ্ড, ভীষণ,
কোথা ভেসে গেল পুত্র! রেখ রেখ বিধি
অভাগীর এই নিবেদন।

যৌবনে উদ্ধত হয়ে না শুনিল কাণে,
না গণিল মোর নেত্র জল;
এবার ডুবিয়ে পাপে, মরিবে পরাণে,
কে দেখিবে?—সে যে দূরস্থল।

হা হা পুত্র অগস্তিন! রক্ত মাংস দিয়ে
গড়েছে ত তোমার পরাণ!
কাঁদায়েছ বহু বর্ষ, শেষেতে ভাঙ্গিয়ে
হৃদি মোর, করিলে প্রস্থান।

আমি রে পাপিষ্ঠা বড়, এত নেত্রজলে
প্রায়শ্চিত্ত হলো না কি তার?
আর কত সাজা পাব এ মহীমণ্ডলে?
কবে মোর হবেরে উদ্ধার।

রচিনু অমৃত-পাত্র, না তুলিতে মুখে,
মিশাইল তাহাতে গরল!
আশাতে বাঁধিনু ঘর, ভাবি রব সুখে,
না পশিতে লাগিল অনল।

অশ্রু দিয়া স্বামিধনে যদি বা পাইনু;
পুত্রধনে হইনু বঞ্চনা।
মনিকা থাকিবে সুখে, এখন বুঝিনু,
ইহা নয় বিধির বাসনা।

হা পুত্র! পাইলে পাখা উড়ি উড়ি যাই,
তরি সনে দূর দেশান্তরে!
এ মোর দুঃখের গীত তব পাশে গাই,
পক্ষপুটে ঢাকি রে তোমারে!

হা পুত্র! সুধীর শ্রেষ্ঠ হয়ে কি শিখিলে,
শিখিলে না যদিরে বিনয়!
খোয়াইয়া ধনরাশি কি লাভ করিলে,
পেলে না ত ধর্ম্মের আশ্রয়।

হা পুত্র! করিয়ে আশা পালিনু তোমারে
পদে দলে গেলে রে সকল;
এসেছিনু অশ্রু লয়ে, তোদের সংসারে,
অশ্রু হলো শেষের সম্বল।

এদিকে,—দুর্জ্জয় সিন্ধু অট্ট অট্ট হেসে,
কূলে আসি করে খল খল!
তরঙ্গে উঠিয়া রঙ্গে তরি যায় ভেসে,
অগস্তিনের বাড়ে কুতূহল!

কুতূহলে তরি পৃষ্ঠে বেড়ায় উল্লাসে,
কারামুক্ত বিহগ যেমন!
যা দেখে আনন্দ তাহে, সবারে সম্ভাষে,
বন্ধুভাবে করে আলিঙ্গন।

কিন্তু ক্রমে দিন গত, নীল জল পারে
রশ্মি ছবি ডুবিবারে যায়;
আকাশে কালির ছড়া, আঁধার সঞ্চারে,
গ্রাসে দিক্ সাগরে ডুবায়।

বিষাদ মাখা সে সন্ধ্যা, সব একাকার,
মিশে যায় অসীমে অসীম্!
আকাশ, আঁধার, সিন্ধু, আর চিনা ভার
নীল, নীল, কেবল নীলিম্!

এল রাত্রি অগস্তিন, সপ্তর্ষি-মণ্ডলে
রাখি আঁখি এখন ভাবিছে;
কি ভাবিছে? জানি না ত, কিন্তু গণ্ডস্থলে
ধীরে দুটী প্রবাহ বহিছে!

বুঝিবা ভাবিছে, মার কোমল পরাণে,
আর কত দিব বা যাতনা;
সেই স্নেহ, সে সাধুতা পাব কোন স্থানে,
এত ভালবাসে কোন্ জনা?

গর্ব্বিত যুবক, সে কি এমনো ভাবিছে?
তবে কেন ফেলিয়া আসিবে?
কার তরে তবে নেত্রে সলিল বহিছে,
একা সে যে কারে বা বলিবে!

রাত্রি হলো, অগস্তিন মুছিল নয়ন,
হেথা নেত্র মুছিলা জননী,
ফিরে মাতা, যায় পুত্র, চিন্তায় মগন,
ধায় কক্ষে হাসিয়া অবনী।

আমেরিকা আবিষ্কার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কলম্বসের চেষ্টায় ও ইজাবেলার নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের যত্নে অতি শীঘ্রই সকল আয়োজন শেষ হইয়া গেল। কিন্তু কলম্বস অত্যন্ত ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন; তিনি যে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে যাইতেছেন, তাহা অতি দুরূহ এবং তাহার একটী প্রধান উদ্দেশ্য খৃষ্টধর্ম্মের বিস্তার; এই জন্য তিনি প্রকাশ্যভাবে ঈশ্বরের সাহায্য ও অনুগ্রহ প্রার্থনা না করিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ মনে করিলেন না। তদনুসারে তিনি তাঁহার অধীনস্থ সকলকে সঙ্গে লইয়া সময়োচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত রাবিডার আশ্রমে যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া সকলে পাপ স্বীকার, ক্ষমা গ্রহণ প্রভৃতি কাথোলিক ধর্ম্মানুযায়ী সংস্কার ও উপা-

সনাদি সম্পন্ন করিলেন। আশ্রমাধ্যক্ষ জুয়ান পেরেজও এই মহৎ ব্যাপার যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, তদুদ্দেশে তাঁহাদের সহিত একত্রিত হইয়া ঈশ্বরের সাহায্য ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন।

রজনী প্রভাত হইল; প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর ইতিহাসের একটী চির-স্মরণীয় দিন উপস্থিত হইল। আমরা এই দিন স্মরণ করিয়া আনন্দিত হইব কি দুঃখিত হইব বুঝিতে পারি না। এই দিন আমেরিকার আবিষ্কারের সূত্রপাত হইল। পৃথিবীর ইতিহাসে আমেরিকার আবিষ্কার বড় সামান্য ব্যাপার নয়। এই ব্যাপারের পূর্ব্বে পৃথিবীর দুই অংশ পরস্পর হইতে পৃথক্ ও পরস্পরের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল; যত কিছু বিজ্ঞান, সকলই পৃথিবীর অর্দ্ধাংশে নিবদ্ধ ছিল। পৃথিবীর প্রকৃত আকারের বিষয়ে কত লোকের কত ভ্রম ছিল। আমেরিকার প্রায় সমুদায় অংশ অজ্ঞানতার অন্ধকারে পূর্ণ ছিল। কিন্তু আমেরিকা আবিষ্কৃত হওয়াতে এই সকল অভাব দূর হইয়াছে। পূর্ব্ব পশ্চিম একত্রিত হইয়াছে; বাণিজ্য ও আবিষ্কার কার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে; বিজ্ঞানের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে; আমেরিকার জঙ্গলময় স্থান সকল সুন্দর নগর, গ্রাম, রাজপথ, রেলওয়ে প্রভৃতিতে সুশোভিত হইয়াছে; তত্রত্য ভূগর্ভনিহিত স্বর্ণ-রজতাদি পদার্থ সকল উত্তোলিত হইয়া জনসমাজের কত উপকার সাধন করিতেছে; সেখানেও বিজ্ঞানাদির চর্চ্চা হইতেছে; এবং বর্ত্তমান রাজনৈতিক জগতের পক্ষে একটী নূতন রকমের শাসন প্রণালী (প্রজাতন্ত্র) তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও তাহার শেষ ফল কি দাঁড়ায় তাহা দেখিবার জন্য সমস্ত সভ্য জগৎ একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। কেবল তাহাই নহে; যে সভ্যতা ও সৌভাগ্য-সূর্য্য সৌরজগতের দিনমণির ন্যায় পূর্ব্বদিকে (ভারতবর্ষে) উদিত হইয়া ক্রমে মিসর, গ্রীস্, রোম অতিক্রম করিয়া ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে মাধ্যন্দিন কিরণ বিস্তার করিতেছিল, তাহা ক্রমে আমেরিকার মুখোজ্জ্বল করিয়াছে এবং সেই আমেরিকার সাহায্যে কয়েক বৎসর হইল অন্ধকারময় জাপান দ্বীপপুঞ্জে তাহার প্রভাতরশ্মি সকল দেখা দিয়াছে। কে বলিতে পারে সেই অস্তমিত সৌভাগ্যসূর্য্য আর ফিরিবে না? কে বলিতে পারে ভারতের মুখ আবার উজ্জ্বল হইবে না? কে বলিতে পারে ভারত আবার একদিন সভ্য জগতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে না? ভারতের কারণে আমেরিকা আবিষ্কারের সূত্রপাত হইল, ভারতের নামে আমেরিকার নাম পশ্চিম ভারত (ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ) হইল। আজি সেই আমেরিকা সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ সোপানে পাদচারণ করিতেছে। আর ভারত সভ্যজগৎ কর্ত্তৃক অর্দ্ধ সভ্য ও দুর্ব্বল বলিয়া ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত।

ভারত, মলিনবেশে অধোবদনে, স্বকীয় ছিন্ন মলিন বসনে মুখ আচ্ছাদিত করিয়া রোদন করিতেছেন! সম্মুখে তাঁহার বিংশতি কোটী সন্তান নিদ্রা যাইতেছে। কিন্তু আশা আছে সেই সূর্য্য কিরণ স্পর্শে এই কালনিদ্রা একদিন ভঙ্গ হইবে। এই দুঃখ রজনী একদিন প্রভাত হইবে। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ; দিবসের পরে রজনী, রজনীর পরে দিবস; এইরূপ পরিবর্ত্তনই জগতের নিয়ম। ভারতের পক্ষেই বা এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে কেন?

কিন্তু আমেরিকার আদিম নিবাসীগণ তোমাদের পক্ষে অদ্য কি অশুভক্ষণে রজনী প্রভাত হইল! আজি তোমাদের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। সাবধান! ঐ জাহাজে করিয়া নির্ম্মম শ্বেতাঙ্গগণ আসিতেছে; বারুদাগ্নি তাহাদের বিদ্যুৎ, গোলাগুলি তাহাদের বজ্র। ইহার নিকট তোমাদের রক্ষা নাই। আহা! আজি তোমাদের কি কুদিন! আজি হইতে তিন চারি শত বৎসর পরে তোমাদের জাতির চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত প্রায় হইবে, তাহা তোমরা স্বপ্নেও জানিতেছ না! আমেরিকা! তুমি কি নিষ্ঠুরতারই সাক্ষীস্বরূপ হইয়া রহিয়াছ! আফ্রিকাবাসী নিগ্রোগণ! তোমরাও প্রস্তুত হও। তোমাদিগকে ঘর দ্বার, স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া সাগর পারে আমেরিকাস্থ শ্বেতাঙ্গদিগের নিকট বিক্রীত হইতে হইবে। সেখানে পশুর ন্যায় তোমাদিগকে পরিশ্রম ও অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে। পশুগণের প্রতি যে দয়া প্রদর্শিত হয়, তোমাদের প্রতি তাহাও হইবে না। আমেরিকায় যে নিষ্ঠুর ব্যাপার সকল অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করা আমাদের সাধ্য নহে। ধন্য পাশ্চাত্য সভ্যতা! ধন্য খৃষ্টীয় ইউরোপ!

বৈদ্যুতিক আশ্চর্য্যঘটনা।

(২১০ সংখ্যা ৭৫ পৃষ্ঠার পর।)

তাপ ও আলোকের সহিত তাড়িতের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। উষ্ণপ্রধান দেশে ভয়ঙ্কর বিদ্যুৎ-ক্রীড়া এবং বজ্র-নিনাদ হয়, যত শীতপ্রধান দেশের দিকে যাওয়াযায়, ততই ইহার মন্দভাব দেখা যায়। হিন্দুস্থান, ভারত মহাসাগর, আফ্রিকার উপকূল, কেপবার্ড এবং মধ্য আমেরিকার বিদ্যুৎ-ক্রীড়া দেখিয়া অনেক ইউরোপীয় প্রলয়ের পূর্ব্ব-লক্ষণ মনে করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাঁহাদিগের দেশে সেরূপ দৃশ্য বিরল। সুবিখ্যাত ভ্রমণকারী হম্‌বোল্‌ট আমেরিকার অন্তঃপাতী কুমানা নামক স্থানে শীতকাল যাপন করেন, তাহাতেই সেখানে

বৈদ্যুতিক অতি আশ্চর্য্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ১০ই অক্টোবর হইতে ৩রা নবেম্বর পর্য্যন্ত সায়ংকালে ঈষৎ লাল বাষ্পোদ্গম দেখা যাইত, কয়েক মিনিটের মধ্যে তাহাদ্বারা সমুদায় আকাশ ছাইয়া ফেলিত। বায়ু পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল তাহাতে কিছুমাত্র আর্দ্রতা নাই, দিনের বেলা উত্তাপের পরিমাণ ৮২ তাপমান হইতে প্রায় ৯০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। মধ্যরাত্রে বাষ্প কখন কখন অদৃশ্য হইত এবং মস্তকের উপর হইতে দৃষ্ট্যন্তরেখা পর্য্যন্ত শ্বেতবর্ণের মেঘমালা শোভা পাইত। এই মেঘ কখন কখন এত স্বচ্ছ হইত যে তাহার ভিতর দিয়া চতুর্থ শ্রেণীর নক্ষত্র পর্য্যন্ত দেখা যাইত এবং চন্দ্রমণ্ডলের কলঙ্ক সকল স্পষ্ট লক্ষিত হইত। মেঘমালা সমান সমান দূরে সজ্জিত থাকিত এবং অতি উচ্চ আকাশে অবস্থিত বোধ হইত। ২৮এ অক্টোবর হইতে ৩রা নবেম্বর পর্য্যন্ত পূর্ব্বাপেক্ষা কুজ্ঝটিকা ঘনীভূত এবং রাত্রিকালে গ্রীষ্মের আধিক্য অনুভূত হইল। সায়ংকালে বায়ু রহিত না। আকাশ অগ্নিময় বোধ হইত এবং ভূমি সর্ব্বত্র ফাটিয়া ও ধূলাবৃত হইয়া থাকিত। ৪টা নবেম্বর অপরাহ্ণ ২টার সময় গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘে তত্রত্য পর্ব্বত শিখর আচ্ছন্ন করিল এবং ক্রমে তাহা অর্দ্ধ আকাশ ছাইয়া ফেলিল। ৪ টার সময় বজ্রধ্বনি শ্রুত হইল, কিন্তু তাহা অনেক উচ্চে এবং মধ্যে মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া হইতে লাগিল। যখন ভয়ানক বিদ্যুৎ-প্রবাহ দিক্‌মণ্ডল আলোকিত করিল, তখন দুইটী ভূকম্পন হইল, একটী আর একটীর ১৫ সেকেণ্ড পরে হইল, রাস্তার লোক বিকট চিৎকার করিয়া উঠিল, হম্‌বোলট শয্যায় শয়ান ছিলেন চমকিত হইয়া উঠিলেন। প্রথম কম্পনের কয়েক মিনিট পূর্ব্বে একটী প্রবল বাত্যা উত্থিত হয় এবং বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়িতে থাকে। তৎপরে সমস্ত রাত্রি আকাশ মেঘাবৃত ও সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ রহিল। সে দিনকার সূর্য্যাস্তগমন যার পর নাই চমৎকার। কৃষ্ণবর্ণ মেঘপট এক স্থানে ছিন্ন হইল এবং সূর্য্যমণ্ডল বৃহৎ ও বিকৃতাকার দৃষ্ট হইল! মেঘের ধারে সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া আকাশকে রাম-ধনুকের বর্ণে রঞ্জিত করিল। রাত্রি ৯টার সময় তৃতীয় ভূকম্পন হইল এবং তৎসঙ্গে ভূনিম্নে এক প্রকার শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। ৩রা ও ৪ঠা নবেম্বর লাল বাষ্প এমন ঘন হইল যে চন্দ্র মণ্ডল কেবল ছায়ার ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। ৭ই নবেম্বর বাষ্প অদৃশ্য হইল, আকাশ মণ্ডল পূর্ব্বের ন্যায় পরিষ্কার হইল, ১১ই রাত্রি স্নিগ্ধ ও অতি রমণীয় বোধ হইল। অন্যান্য পর্য্যটকেরাও অনুরূপ বিবরণ দিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় তাড়িতের সহিত পৃথিবীর অভ্যন্তর-ভাগের এবং বাহিরের বায়ু মণ্ডলের ঘনিষ্ট যোগ আছে।

দক্ষিণ আমেরিকায় রায়োডি-লাপলাটা নদীমুখে তাড়িতের সমধিক প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বুনস আইরিস নগরের ৩২টী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এক সময়ে বজ্রপাত হয় এবং তাহাতে ১৯জন লোক মারা যায়। ডার-উইন সাহেব অনেক অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করেন, বড় বড় নদীর মুখেই ঝটিকা ও বজ্রপাত অধিক হয়। নদীর পরিষ্কার জল ও সমুদ্রের লবণাক্ত জলের সঙ্গম হেতু তাড়িতের বৈষম্য হইয়া এই ঘটনা হয়।

গার্হস্থ সুখ।

(২১১ সংখ্যা ৭৩ পৃষ্ঠার পর।)

পরিণামদর্শিতা—জ্ঞান কার্য্যে পরিণত হইলে এই গুণ জন্মে। ইহাদ্বারা কোন্ কার্য্য করা উচিত এবং কোন্ কার্য্য পরিত্যাগ করা বিধেয়, তাহার শিক্ষা লাভ করা যায়। ইহার দ্বারা আরও জানা যায় কোন্ কার্য্য গ্রহণ বা পরিত্যাগ করিতে হইলে কিরূপ উপায় প্রণালী অবলম্বন ও সু সময় প্রতীক্ষা করিতে হয়। অনেকে অনেক কার্য্য করিবার ইচ্ছা করেন এবং তাহার জন্য পরিশ্রম ও চেষ্টাও করেন, কিন্তু তাহা সফল হয় না কেন? যে সময়ের যাহা সে সময়ে তাহা না করিলে এবং যে প্রণালীতে যাহা সহজে সম্পন্ন হয় তাহার জন্য সেই প্রণালী অবলম্বন না করিলে সমুদয় শ্রম পণ্ড হয়। লঙ্কেশ্বর রাবণ রাজা মৃত্যু শয্যায় শ্রীরাম চন্দ্রকে যে রাজনীতির উপদেশ দেন, তাহা পাঠিকাগণের অনেকেই জানেন "শুভস্য শীঘ্রং" এবং "অশুভস্য কাল হরণং" এই দুটী অতি সার কথা। এ দেশের প্রাচীন লোকে সকল বিষয়েই পরিণামদর্শিতার পরিচয় দেন, কিন্তু নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার অত্যন্ত অভাব দেখা যায়। নব্য গৃহিণী-দের স্বামীরা হাজার উপার্জ্জন করুন না, তাঁহাদের সংসারে সুসার নাই, "যত্র আয় তত্র ব্যয়," দু-পয়সা জমে না, তাঁহাদের হাটে আনা, বাটে খাওয়া ঘুচে না এবং ঋণের পরিমাণই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহার কারণ কেবল তাঁহারা সকল বিষয়ে বিশৃঙ্খল অর্থাৎ বিগোচ বলিয়া। প্রাচীন গৃহিণীরা সংবৎ-সরের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ঘরে অগ্রে সংগ্রহ করিয়া রাখেন, একটী কুটার অভাব হয় না। নব্যা গৃহিণীদের নিত্য অভাব। নব্যাদিগের গৃহে এক বৎসরের পুরাতন কোন জিনিষ পাওয়া ভার, কিন্তু প্রাচীনাদিগের গৃহে ২০।২৫ বৎসরের বস্ত্র, বাসন, ঘৃত ইত্যাদি যথাস্থানে সজ্জিত থাকে। অপরিণাম-দর্শীরা বস্তুর চাকচিক্য দেখিয়া ভুলিয়া যান, কিন্তু পরিণামদর্শীরা মূল্য বেশী দিয়া টেঁকসই জিনিষ ক্রয় করেন, তবু

অল্প পয়সায় ঠুন্‌কা জিনিষ অধিক কিনিয়া ঘর সাজাইতে চান না। বিবাহ, যাহার উপর চিরজীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর করে, তাহাতে এই পরিণামদর্শিতা নিতান্ত আবশ্যক। দুঃখের বিষয়, এ দেশের রমণীগণ আপনাদের জীবনের সঙ্গী মনোনীত করিবার সময় একটী বাঙ্‌ নিষ্পত্তিও করিতে পারেন না, পিতামাতা আত্মীয়গণই তাঁহাদিগের ভাগ্যের বিধাতা হন। দূষিত দেশাচারের জন্য কন্যাগণকে অপরের অপরিণামদর্শিতার ফল ভোগ করিতে হয়। এরূপ স্থলে পিতামাতা আত্মীয়গণের চিন্তা করা উচিত, অবলা সুকুমারী বালিকাগণকে অপাত্রে সমর্পণ করিয়া যে চিরদুঃখভাগিনী করেন, ইহার জন্য তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট দায়ী, তাঁহাদিগের অপরাধের সীমা নাই। (ক্রমশঃ)

মধুচক্র।

বহুসংখ্যক প্রাণী যেখানে একত্রে বাস করে, সেখানে কোন না কোন প্রকার শাসন প্রণালী অবশ্যই প্রচলিত থাকিবে। মনুষ্য সম্বন্ধে এ কথা প্রমাণ করা বাহুল্য মাত্র। পৃথিবীর কুত্রাপি এমন সমাজ দেখিতে পাওয়া যায় না, যেখানে শাসন প্রণালীর সম্পূর্ণ অভাব। কিন্তু ইতর প্রাণীদিগের সম্বন্ধেও যে একথা সত্য, ইহা বোধ হয় অনেকেরই ধারণা নাই। হয়ত তাহাদের মধ্যেও রাজা আছে, রাজ-শাসন আছে, ও সেই শাসনের বশবর্ত্তী হইয়া সকলে আপন আপন নির্দ্ধারিত কর্ম্মে জীবন অতিবাহিত করে, একথা বোধ হয় পাঠিকাবর্গ শীঘ্র বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হইবেন না। আমরা তাঁহাদের এই ভ্রম দূরীকরণাভিলাষে মধুমক্ষিকাদিগের সমন্ধে কতকগুলি অতীব বিস্ময়কর কথা এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

একখানি মধুচক্র অনেকাংশে একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের সমান। মনুষ্য সমাজে যেমন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোক ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, ও একমাত্র রাজশাসনের বশবর্ত্তী হইয়া, সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে, মধুচক্রেরও প্রণালী সেইরূপ। একটী বিষয়ে মধুমক্ষিকাগণ মনুষ্যদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমরা সকল দেশেই পরিশ্রম-পরাঙ্মুখ ভোজনপটু অনেক নরনারী দেখিতে পাই। কিন্তু মধুচক্র-রাজ্যে এরূপ জীবের সম্পূর্ণ অভাব। যে সকল মক্ষিকা সাধারণের কোন উপকারে আইসে না, চক্রের মধ্যে তাহাদের তিলার্দ্ধ স্থান নাই। মধুচক্রের নিয়মানুসারে সকলকেই কোন না কোন

কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে, সাধারণের মঙ্গলের জন্য সকলকেই আলস্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। কি উৎকৃষ্ট নিয়ম! আমরা মনুষ্য বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকি; কিন্তু এ সম্বন্ধে ক্ষুদ্র হেয় মক্ষিকার যে পরিমাণ জ্ঞান আছে, আমরাও যদি সেই পরিমাণে জ্ঞানী হইতাম, তাহা হইলে জগতের দুঃখভারের কত যে লাঘব হইত বলিয়া শেষ করা যায় না। যাহারা পরিশ্রমে সক্ষম হইয়াও ইচ্ছা করিয়া পরিশ্রম করিবে না, তাহাদের উদরপূর্ত্তি করিবারও যে কোন অধিকার নাই, এই সামান্য কথাটী মধুমক্ষিকারা বিলক্ষণ বুঝিয়াছে, কিন্তু জ্ঞানাহঙ্কার পূর্ণ মনুষ্য অদ্যাপি সম্যক্ বুঝিতে পারে নাই।

মধুচক্রের মধ্যে তিন জাতীয় মক্ষিকা বাস করে, যথা—রাণীমক্ষিকা, অলসমক্ষিকা, ও শ্রমজীবী মক্ষিকা। আমরা যথা-ক্রমে ইহাদিগের বিবরণ নিম্নে দিতেছি।

একখানি চক্রের মধ্যে অগণ্য মক্ষিকা বাস করে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে স্ত্রীজাতীয়া মক্ষিকা একটী মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম রাণী মক্ষিকা। রাণীমক্ষিকার দেহ সচরাচর অপরাপর মক্ষিকার অপেক্ষা বৃহৎ। ইহার পৃষ্ঠদেশ কৃষ্ণ, ও উদর ঈষৎ হরিদ্রা বর্ণ। রাণীমক্ষিকা চক্রের রাজ্ঞীস্বরূপা। চক্রের মধ্যে যত মক্ষিকা বাস করে, সকলেই তাহার সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধির জন্য ব্যস্ত। সুতরাং তাহাকে চক্রের "রাজরাজেশ্বরী" বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। ইহার উৎপাদিকা শক্তি অতি ভয়ানক। প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, পাঁচদিন বয়ঃক্রম হইলে ইহা ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে, এবং প্রতিদিন দেড়শত হইতে দুইশতের হিসাবে পাঁচ ছয় মাস ধরিয়া ডিম পাড়িতে থাকে। এই মহতী উৎপাদিকা শক্তির প্রভাবে অচিরে একটী মাত্র স্ত্রীজাতীয়া মক্ষিকার দ্বারা সমগ্র চক্র প্রজাপূর্ণ হয়, এবং এক খানি চক্রের মধ্যে যত মক্ষিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা সকলেই রাণী মক্ষিকার সন্তান।

অলস মক্ষিকাদিগকে ইংরাজীতে ড্রোণ (drone) কহা যায়। কিন্তু তা বলিয়া পাঠিকাবর্গ যেন এরূপ স্থির না করেন যে অলস মক্ষিকা মধুচক্র রাজ্যের কোন উপকারেই আসিবে না। এই ক্ষুদ্র রাজ্যপ্রচলিত আইনানুসারে যাহারা কোন উপকারেই আসিবে না, তাহাদের তথায় স্থান নাই। অলস মক্ষিকাগণ মধু সঞ্চয়াদি কার্য্যের অনুপযোগী বটে, কিন্তু তথাপি ইহাদের দ্বারাও একটী অতি প্রয়োজনীয় কর্ম্ম সাধিত হয়। নিম্নে তাহা লিখিত হইতেছে।

সমাজ বলিলে কতকগুলি জীব সমষ্টি বুঝায়। বহুসংখ্যক জীব লইয়া একটী সমাজ গঠিত হয়। সুতরাং কোন সমাজকে স্থায়ী বা পরিবর্দ্ধিত করিতে হইলে অপত্যোৎপাদন ক্রিয়ার বিশেষ প্রয়োজন।

মধুচক্র রাজ্যে প্রথমতঃ রাণীর গর্ভে কতকগুলি সন্তান জন্মে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি অলস মক্ষিকা উৎপন্ন হয়, এবং পরিশেষে এই অলস মক্ষিকাদের ঔরসে ও রাণীর গর্ভে সন্তান জন্মিয়া ক্রমশঃ চক্র প্রজাপূর্ণ হয়। সুতরাং ইহাদের দ্বারাও মধুচক্র রাজ্যে একটী মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু উল্লিখিত হইয়াছে যে পাঁচ ছয় মাস পরে রাণী আর ডিম্ব প্রসব করে না; সুতরাং তখন অলস মক্ষিকাদিগের দ্বারা চক্রের কোন উপকার হইবার আর সম্ভাবনা থাকে না। রাণীর ডিম্ব প্রসব বন্ধ হইলেই অলস মক্ষিকাদিগের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা থাকে না। তাহাদিগের দ্বারা আর কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই জানিয়া শ্রমজীবী মক্ষিকাগণ দলে দলে তাহাদিগকে সংহার করে অথবা চক্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। অলস মক্ষিকাগণ এমনই হতভাগ্য যে আত্মরক্ষণেও অসমর্থ, কারণ মক্ষিকাদিগের প্রধান অস্ত্র হুল, তাহা ইহাদিগের নাই।

রাণী ও অলস মক্ষিকাদিগের কথা বলা হইল। এক্ষণে শ্রমজীবী মক্ষিকাদিগের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। আমরা সচরাচর যে সকল মক্ষিকা দেখিতে পাই, তাহারা সকলেই এই শ্রেণীভুক্ত। রাণী ও অলস মক্ষিকাদিগের অপেক্ষা ইহাদের দেহ ক্ষুদ্রতর। পরিশ্রমে কাতর নহে বলিয়া ইহাদিগকে শ্রমজীবী মক্ষিকা কহা যায়। চক্র নির্ম্মাণ, মধুসঞ্চয়, রাণীর পরিরক্ষণ, রাণীর সংখ্যাতীত শিশু সন্তানগণের লালন পালন প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যের ভার ইহাদের উপরে। বস্তুতঃ মধুচক্র রাজ্যে ইহাদের প্রভুত্ব অসীম। ইহারাই অলস মক্ষিকাদিগকে আহার যোগায়, এবং পরিশেষে ইহারাই আবার তাহাদিগকে অবমানিত করিয়া চক্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে ইহারা কোন্ জাতীয়?—স্ত্রী না পুরুষ? পাঠিকাবর্গ হয়ত শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে শ্রমজীবী মক্ষিকা মাত্রেই নপুংসক।

বিজ্ঞান রহস্য।

১। ফ্রান্সে সম্প্রতি একটী বালকের ক্রুপ অর্থাৎ ঘুংড়ি রোগে মৃত্যু হইয়াছে ভাবিয়া আত্মীয়েরা তাহাকে শবাধারে বদ্ধ করিয়া রাখে। মাতা জন্মের মত একবার তাহার মুখখানি দেখিবার জন্য শবাধার যেমন খুলিবেন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, সন্তান মরে নাই। ইহাতে সেদেশে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যে খুব বিতণ্ডা চলিয়াছে। জীবন্ত অবস্থায় অনেক লোককে মারা হয়, ইহার শত শত দৃষ্টান্ত দিয়া পারিসের ডাক্তার ফিলিফস গানাল এক পুস্তক লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে মৃত্যুর নিশ্চিত চিহ্ন নাই। মৃত্যু হইয়াছে ভাবিয়া হঠাৎ কাহাকে দাহ বা সমাধি করা নিতান্ত অবিধেয়।

২। ইংলণ্ডের নিকট যে সমুদ্র গঙ্গা (gulf stream) বহনাবহন করে, তাহার গতির কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে বোধ হয়। ব্রিটানির নিকট এক প্রকার মৎস্য দেখা যাইত, তাহা ধরিয়া ধীবরেরা দেড় কোটী ফ্রাঙ্ক মুদ্রা পাইত, আর তাহা দেখা যায় না। ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতেরা এবিষয়ের গূঢ় কারণ অনুসন্ধান করিতেছেন।

৩। অধ্যাপক সিলবেনস টমসন কষ্টাল প্যালেসে এক বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন তাড়িতের একটী ভাণ্ডার নগর মধ্যে থাকিলে যেমন সমুদায় নগর উজ্জ্বলরূপে আলোকিত হইতে পারে সেইরূপ বাষ্পের পরিবর্ত্তে তদ্দ্বারায় যন্ত্র সকলের কার্য্য অতি সহজে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহাতে ব্যয় অল্প এবং অল্প লোকের প্রয়োজন। ইহা হইলে অল্প পুঁজিতে অনেক ব্যবসা চালান যাইতে পারে। বিদ্যুৎ ভৃত্য ভবিষ্যতে যে কত আশ্চর্য্য কার্য্য সাধন করিবে, কে বলিতে পারে?

৪। কুকুরের আত্মহত্যা—একটী কুকুরের প্রভু তাহাকে গুরুতর প্রহার করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল তিনি অন্যায় দণ্ড দিয়াছিলেন। আহত কুকুর অপমানিত হইয়া একটী নিকটস্থ সরোবরে গমন করিল। তাহাতে ডুব জল হইল না দেখিয়া সেই জলের মধ্যে মাথা ডুবাইয়া রহিল এবং এই অবস্থাতে মরিয়া গেল।

৫। সুখাদ্য পক্ষীর বাসা—চিনেরা যে পক্ষীর বাসা ভোজন করে, তাহার বিবরণ এই পত্রিকাতে আমরা পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি। বোর্ণিও দ্বীপের পূর্ব্বধারে সাণ্ডাকান উপসাগরে ও কিনা বটঙ্গন নদী-তীরের দুরারোহ স্থান গুলি হইতে ইহাদিগকে সংগ্রহ করা হয়। এই বাসা তিন প্রকার দেখা যায় শ্বেত,—রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণের। শ্বেত ও রক্ত একই জাতীয় চাতক পক্ষী ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নির্ম্মাণ করে। কৃষ্ণবর্ণের বাসা অন্য জাতীয় চাতক পক্ষী নির্ম্মিত। বাসাসকলের মূল্য যথাক্রমে ৪৫,২০ ও ৪৳ সিলিং।

নূতন সংবাদ।

১। বঙ্গমহিলা সমাজে গত মাসে চারিটী সভা হইয়াছে। তাহাতে উপাসনা, রচনা পাঠ, আলোচনা ও বক্তৃতা হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী "স্বাধীনতা" এবং ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু 'এদেশের শাসনপ্রণালী' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। কুমারী লাবণ্য প্রভা বসুর "নারীজীবনের উদ্দেশ্য" বিষয়ক রচনা পাঠ হয়। তাহা

সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়াতে তিনি ২০টাকা পুরস্কার লাভের অধিকারিণী হইয়াছেন।

২। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, ভারতসভাস্থাপিত উচ্চ স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালীর সাহায্যবিধানার্থ ত্রিবেঙ্কুরের মহারাজা এককালীন ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

৩। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভাষা ট্রিপো পরীক্ষায় গার্টন কলেজের দুইটী রমণী প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। গার্টন কলেজের আর ২টী দ্বিতীয় এবং ৬টী তৃতীয় শ্রেণীতে এবং নিউহাম কলেজের ২টী দ্বিতীয় এবং ১টী তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। গার্টন কলেজের একটীও পরীক্ষার্থিনী অকৃতকার্য্য হন নাই। নারীগণের উচ্চ-শিক্ষার এই পরিচয় পাইয়া কেনা আনন্দিত হইবেন?

৪। লণ্ডন কিংস কলেজের সহিত যে স্ত্রীলোকদিগের কলেজ আছে, তাহার সাহায্যার্থ গত জুন মাসের শেষে একটী সভা হয়। সভাস্থলে একটী স্ত্রীলোক 'short hand' প্রণালীতেসংক্ষেপে কার্য্য-বিবরণ লিখিতেছিলেন, ইহাতে এক জন লেখক বলিয়াছেন "এ বিদ্যাটী স্ত্রীলোক-দিগের বিশেষ উপযোগী, বোধ হয় অল্প দিন মধ্যে ইহা তাঁহারা একপ্রকার একচেটিয়া করিয়া লইবেন।"

পুস্তক সমালোচনা।

১। মনুসংহিতা কুল্লুক ভট্টকৃত ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত—ঢাকা ধর্ম্মশাস্ত্র কার্য্যালয় হইতে সংখ্যানুক্রমে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার প্রথম সংখ্যা দর্শন করিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম। মনুসংহিতা আমাদিগের প্রধান ব্যবস্থা শাস্ত্র ইহাতে সামাজিক, রাজনৈতিক পারিবারিক কিরূপ ব্যবস্থা প্রণালী আছে, তাহা অবগত হওয়া এদেশের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কর্ত্তব্য। ইহাদ্বারা হিন্দুসমাজের অতি প্রাচীন সময়ের অবস্থা জ্ঞাত হওয়া যায় এবং বর্ত্তমানকালে তাহার কোন্ কোন্ বিষয়ের পরিবর্ত্তন মঙ্গল অথবা অমঙ্গলের নিমিত্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহাতে যেরূপ সরল বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া হইতেছে তাহা সাধারণের বোধগম্য হইবে। ইহার প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ১৲ টাকা।

২। সমাজচিন্তা—শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা এই পুস্তকে সমাজ সম্বন্ধে অনেক গুরুতর বিষয় আলোচিত হইয়াছে এবং লেখক তাহাতে আপনার চিন্তাশীলতা ও উদারচিত্ততার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। স্বদেশানুরাগ, স্বাধীনতা এবং স্ত্রীজাতির

উন্নতি সাধনার্থ তাঁহার আগ্রহের প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু আমরা দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে কোন কোন বিষয়ে তাঁহার এক দেশদর্শিতা এবং অত্যুদার (radical) মতের সহিত আমরা যোগ দান করিতে পারি না। ঐহিক সুখ ও সভ্যতার বৃদ্ধি হয়, ইহা অবশ্য প্রার্থনীয়, কিন্তু ধর্ম্ম ও নীতির বিশুদ্ধতা রক্ষা না করিয়া তাহার প্রয়াস করা বিড়ম্বনা মাত্র।

৩। সাহিত্য সোপান ২য় ভাগ শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। এই পুস্তক খানিতে নীতি, বিজ্ঞান ও জীবন চরিত সম্বন্ধে কয়েকটী সুন্দর প্রস্তাব আছে এবং সেগুলি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ইহা বঙ্গ-বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর পাঠ্য হইবার যোগ্য।

৪। মহাপূজা—শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত, মূল্য /১০ আনা। ইহাতে দেশহিতৈষণা উদ্দীপক কয়েকটী কবিতা আছে, শ্রীহট্টকে উপলক্ষ্য করিয়া লিখিত।

৫। সন্ধ্যাসঙ্গীত—শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ।৷০ আনা। গ্রন্থকার ইতিমধ্যে কবিনামের খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার বর্ত্তমান গ্রন্থদ্বারা এই খ্যাতি আরও বর্দ্ধিত হইবে। ইহার বর্ণনাগুলি স্বাভাবিক ও অতি হৃদয় গ্রাহী। ইনি হৃদয়ের ভাব সরল ভাষায় অথচ কবির তুলিকার চিত্র করিয়া প্রকাশ করিতে জানেন। গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা সমান সুখ লাভ করিয়াছি। ইহাতে 'বিষ ও সুধা' বলিয়া যে একটী কবিতা আছে, তাহা কবির বাল্যকালের রচনা। "উঠন্ত মূলের পত্তনেই চেনা যায়" ইহা সত্য।

৬। Hand Book of Homeward-bound Travellers from India and the East—ভারতবর্ষ হইতে লণ্ডন পর্য্যন্ত ভ্রমণের ব্যয় প্রভৃতি আবশ্যক বিষয় এই পুস্তকখানি হইতে জানা যায়। King-London এই ঠিকানায় অথবা তাঁহার কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই এজেন্টের নিকট চিঠি লিখিলে পুস্তক বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

৭। শ্রীহট্ট সম্মিলনীর পঞ্চম বার্ষিক বিবরণ আগামী বারে সমালোচ্য।

বামাগণের রচনা।

প্রাবৃট-বর্ণনা।

আইল প্রাবৃট কাল পৃথিবী মাঝারে।
গ্রীষ্ম ঋতু চলি গেল হেরিয়া তাহারে॥
ভয়ঙ্কর গ্রীষ্ম কালে প্রকৃতির কায়।
আহা মরি হয়েছিল ঠিক্ মৃতপ্রায়॥

এবে বর্ষা আগমনে সজীব হইল।
আহা মরি বসুন্ধরা কি শোভা ধরিল॥
নব পরিচ্ছদ অঙ্গে করিয়া ধারণ।
দেখ চেয়ে দশদিক্ সেজেছে কেমন॥
অসংখ্য অগণ্য ওই জলধর দল।
ঢাকিয়া রয়েছে সদা গগনমণ্ডল॥
ঝম ঝম রব করি বর্ষিতেছে নীর।
ভীম রব করি কভু গর্জ্জিছে গভীর॥
মাঝে মাঝে মেঘ-কোলে চমকে চপলা।
সেরূপ কি অপরূপ নাহি যায় বলা।
উঠে না গগনে এবে চন্দ্র সূর্য্য তারা।
জলধরদলে সদা ঢাকা আছে তারা॥
কভু যদি উঠে সূর্য্য গগন উপরে।
অমনি জলদদল গ্রাস করে তারে॥
সুখকর সুশীতল পেয়ে বারি ধার।
কত ফুল ফুটিয়াছে কানন-মাঝার॥
কদম্ব কেতকী আদি কুসুমনিকর।
ফুটিয়া কাননকায় হয়েছে সুন্দর॥
নীর পেয়ে পক্ক হ'ল ফল কত শত।
আতা, জাম, আদি তার নাম কব কত॥
দেখিয়া অম্বর-কোলে জলধর দলে।
শিখি কুল আহ্লাদেতে কদম্বের ডালে॥
নৃত্য করে মহা সুখে পুচ্ছ বিস্তারিয়া।
নয়ন মোহিত হয় তাহা নিরখিয়া॥
পাইয়া বরষা-রাজে সবে সুখী হ'ল।
যমুনা জাহ্নবী বক্ষ উথলি উঠিল॥
নবীন তৃণের দল পৃথিবী উপর।
কেমন সেজেছে আহা মরি কি সুন্দর॥
সবেতে নলিনী অর্দ্ধমুদ্রিত নয়নে।
জলের হিল্লোলে মৃদু দুলিছে সঘনে॥
তদুপরি পড়িয়াছে বারিবিন্দুচয়।
মুক্তামালা প্রায় তাহা কিবা শোভাময়॥
বক, হংস, জলচর আহ্লাদ অন্তরে।
সরসীতে নামে কেলী করিবার তরে॥
মরাল মৃণাল লোভে শশব্যস্ত হয়ে।
কমলের বনে যায় আনন্দ হৃদয়ে॥
যত ক্ষুদ্র জলাশয় শুষ্ক হয়েছিল।
পয় পেয়ে এবে তারা পূর্ণ হয়ে গেল।
এইরূপে বসুন্ধরা কত শোভা পায়।
বিচিত্র অদ্ভুত তাহা বর্ণন না যায়।
প্রকৃতি সুন্দরী হয়ে আহ্লাদিত মন।
নব পরিচ্ছদে করে তনু আচ্ছাদন।
কত অলঙ্কার অঙ্গে ধারণ করেছে।
আহা মরি কিবা শোভা তাহাতে হয়েছে॥
আপনার রূপে হয়ে আপনি পাগল।
মৃদুমন্দ হাসিতেছে করি ঢল ঢল॥
দেখিয়া সে হাসি তার সুচারু বদনে।
জগৎও হাসিছে হেন বোধ হয় মনে॥
বিচিত্র ভূষণে অয়ি ভূষিতা সুন্দরি।
তোমার নিকট আমি নিবেদন করি॥
যে করেছে তব এই সুখময় কায়।
বারেক দেখাতে কিগো পার মোরে তাঁয়॥
কোথায় আছেন তিনি সত্য কহ মোরে।
দেখা পেলে কব আমি তাঁ'র পায়ে ধরে॥
"ওহে পিতঃ পরমেশ অনাথার নাথ।
কন্যা প্রতি একবার কর দৃষ্টিপাত॥
ক্রন্দন করিয়ে আমি ধরি তব পায়।
কৃপা কর পরমেশ দুঃখী অনাথায়॥"

শ্রীমতী নীরদমোহিনী বসু।

No. 212. September 1882.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"।

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২১২ সংখ্যা। ভাদ্র ১২৮৯—সেপ্টেম্বর ১৮৮২। ২য় কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সূচী।

১। সামযিক প্রসঙ্গ ১২৯
২। বামাবোধিনীর বিংশ-জন্মোৎসব ১৩১
৩। বিবী ফ্রাই ১৩২
৪। প্রভাতে চাঁদের প্রতি (পদ্য) ১৩৬
৫। গার্হস্থ্য-শিক্ষা ১৩৭
৬। অনাথা ও পতিতা রমণীগণের উদ্ধার চেষ্টা ১৩৮
৭। নেপোলিয়ন বোনাপার্টির মাতা ১৪১
৮। ভারতে নারীহত্যা ১৪৩
৯। দেশ ভ্রমণ ১৪৬
১০। স্ত্রীজাতির সদ্গুণবিষয়ে কথোপকথন ১৪৮
১১। সুখের মিলন (পদ্য) ১৫২
১২। বঙ্গমহিলা সমাজের তৃতীয় বাৎসরিক মহোৎসব ১৫৪
১৩। নূতন সংবাদ ১
১৪। বামাগণের রচনা (নারী-জীবনের উদ্দে

কলিকাতা।

জি, সি, বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক বহুবাজার ষ্ট্রীট্ ৩০৯ সংখ্যক ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক ঝামাপুকুর লেন, ... ভবন বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য চারি আনা।

মূল্য
স্তনাদি
মূল্য দুই
ট বেদনা
...রিয়া সেবন ...রিলে ... পরিষ্কার
...কিং— ৶০ আনা।

এবে বর্ষা আগমনে সজীব হইল।
আহা মরি বসুন্ধরা কি শোভা ধরিল॥
নব পরিচ্ছদ অঙ্গে করিয়া ধারণ।
দেখ চেয়ে দশদিক্ সেজেছে কেমন॥
অসংখ্য অগণ্য এই জলধর দল।
ঢাকিয়া রয়েছে সদা গগনমণ্ডল॥
ঝম ঝম রব করি বর্ষিতেছে নীর।
ভীম রব করি কভু গর্জিছে গভীর॥
মাঝে মাঝে মেঘ-কোলে চমকে চপলা।
সেরূপ কি অপরূপ নাহি যায় বলা।
উঠে না গগনে এবে চন্দ্র সূর্য্য তারা।
জলধরদলে সদা ঢাকা আছে তারা॥
কভু যদি উঠে সূর্য্য গগন উপরে।
অমনি জলদদল গ্রাস করে তারে॥
সুখকর সুশীতল পেয়ে বারি ধার।
কত ফুল ফুটিয়াছে কানন-মাঝার॥
কদম্ব কেতকী আদি কুসুমনিকর।
ফুটিয়া কাননকায় করেছে সুন্দর॥
নীর পেয়ে পক্ক হ'ল ফল কত শত।
আতা, জাম, আদি তার নাম কব কত॥
দেখিয়া অম্বর-কোলে জলধর দলে।
শিখিকুল আহ্লাদেতে কদম্বের ডালে॥
নৃত্য করে মহা সুখে পুচ্ছ বিস্তারিয়া।
নয়ন মোহিত হয় তাহা নিরখিয়া॥
পাইয়া বরষা-রাজে সবে সুখী হ'ল।
যমুনা জাহ্নবী বক্ষ উথলি উঠিল॥
নবীন তৃণের দল পৃথিবী উপর।
কেমন সেজেছে আহা মরি কি সুন্দর॥
সরেতে নলিনী অর্দ্ধমুদ্রিত নয়নে।
জলের হিল্লোলে মৃদু দুলিছে পবনে॥
তদুপরি পড়িয়াছে বারিবিন্দুচয়।
মুক্তামালা প্রায় তাহা কিবা শোভাময়॥
বক, হংস, জলচর আহ্লাদে অন্তরে।
সরসীতে নামে কেলী করিবার তরে॥
মরাল মৃণাল লোভে লালায়িত হয়ে।
কমলের বনে যায় আনন্দ হৃদয়ে॥
যত ক্ষুদ্র জলাশয় শুষ্ক হয়েছিল।
পয় পেয়ে এবে তারা পূর্ণ হয়ে গেল।
এইরূপে বসুন্ধরা কত শোভা পায়।
বিচিত্র অদ্ভুত তাহা বর্ণন না যায়।
প্রকৃতি সুন্দরী হয়ে আহ্লাদিত মন।
নব পরিচ্ছদে করে তনু আচ্ছাদন।
কত অলঙ্কার অঙ্গে ধারণ করেছে।
আহা মরি কিবা শোভা তাহাতে হয়েছে॥
আপনার রূপে হয়ে আপনি পাগল।
মৃদুমন্দ হাসিতেছে করি টল টল॥
দেখিয়া সে হাসি তার সুচারু বদনে।
জগৎও হাসিছে হেন বোধ হয় মনে॥
বিচিত্র ভূষণে অয়ি ভূষিতা সুন্দরি।
তোমার নিকট আমি নিবেদন করি॥
যে করেছে তব এই সুন্দর কায়।
বারেক দেখাতে কিগো পার মোরে তাঁয়॥
কোথায় আছেন তিনি সত্য কহ মোরে।
দেখা পেলে কব আমি তাঁ'র পায়ে ধরে॥
"ওহে পিতঃ পরমেশ অনাথার নাথ।
কন্যা প্রতি একবার কর দৃষ্টিপাত॥
ক্রন্দন করিয়ে আমি ধরি তব পায়।
কৃপা কর পরমেশ দুঃখী অনাথায়॥"

শ্রীমতী নীরদমোহিনী বসু।

No. 212. September 1882.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"।

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২১২ সংখ্যা। ভাদ্র ১২৮৯—সেপ্টেম্বর ১৮৮২। ২য় কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সূচী।

১। সামরিক প্রসঙ্গ ১২৯
২। বামাবোধিনীর বিংশ-জন্মোৎসব ১৩১
৩। বিবী ফ্রাই ১৩২
৪। প্রভাতে চাঁদের প্রতি (পদ্য) ১৩৬
৫। গার্হস্থ্য-শিক্ষা ১৩৭
৬। অনাথা ও পতিতা রমণীগণের উদ্ধার চেষ্টা ১৩৮
৭। নেপোলিয়ন বোনাপার্টির মাতা ১৪১
৮। ভারতে নারীহত্যা ১৪৩
৯। দেশ ভ্রমণ ১৪৬
১০। স্ত্রীজাতির সদ্‌গুণবিষয়ে কথোপকথন ১৪৮
১১। সুখের মিলন (পদ্য) ১৫২
১২। বঙ্গমহিলা সমাজের তৃতীয় বাৎসরিক মহোৎসব ১৫৪
১৩। নূতন সংবাদ ১...
১৪। বামাগণের রচনা (নারী-জীবনের উদ্দে...

কলিকাতা।

জি, সি, বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক বহুবাজার ষ্ট্রীট ৩০৯ সংখ্যক ভব[নে] বসু প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক ঝামাপুকুর লেন, ... ভবন বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য চারি আনা।

শুয়নালি
মূল্য দুই
...টে সেবন
...রিয়া সেবন ...রিলে ... পরিষ্কার
কিং— ৵০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

Algebraical Solution for Entrance Students by Babu Amrita Lal Ghosh, Sub-inspector of Schools, Ranigunge Circle, to be had at the Bamabodhini Office, Sanskrit Press Depository, Canning Library and Mazumdar & Co's Library, No. 34 College Street Calcutta. Price Rupee 1.

পত্রমঞ্জরি।

স্ত্রীলোকদিগের পত্র লিখিবার পাঠ, মূল্য।০ আনা। সকলেরই এক এক খণ্ড ক্রয় করা কর্ত্তব্য। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

বামাবোধিনী পত্রিকা সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

১। এই পত্রিকার মূল্য অগ্রিম দেয়। প্রথম ৩ মাসের মধ্যে বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ও ২ মাসের মধ্যে যাণ্মাসিক অগ্রিম মূল্য প্রদত্ত না হইলে প্রতি খণ্ডের হিসাবে মূল্য গৃহীত হইবে। পশ্চাৎদেয় মূল্য এক বৎসরের অনাদায় থাকিলে আর এক মাস কাল অপেক্ষা করিয়া পত্রিকা প্রেরণ বন্দ করা যাইবে।

২। পত্রিকার মূল্য নগদ টাকা, নোট, মণি অর্ডার বা ৵১০ দামের ডাক ষ্টাম্প দ্বারা প্রেরিত হইতে পারে। ডাক [illegible]ম্প পাঠাইলে টাকা প্রতি /০ আনা দিতে হইবে।

[illegible] এই পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিবার [illegible]ত লাইনে ৵০ আনা ও অর্দ্ধ [illegible]/১০ আনা। অধিক দিনের ও [illegible] পরিমাণের বিজ্ঞাপন হইলে [illegible] দাবস্ত হইবে।

[illegible]ই পত্রিকার মূল্যের নিয়ম [illegible]র্দ্দিষ্ট হইল :—

[illegible]র্ষিক	কলিকাতা	২৷০
”	মফঃস্বল	২৷৵০
[illegible]াণ্মাসিক	কলিকাতা	১৷০
”	মফঃস্বল	১৷/০

[illegible]গুর মূল্য

দেখিয়া [illegible]
শিখিকুল [illegible]
নৃত্য করে ম[illegible]
নয়ন মোহি[illegible]
পাইয়া বরষ[illegible]
যমুনা জাহ্নবী[illegible]
নবীন তৃণের দ[illegible]
কেমন সেজে[illegible]
সরেতে নলি[illegible]
জলের হিল্লো[illegible]
ন[illegible]

৫। যাঁহারা এই পত্রিকার গ্রাহক হইতে, ইহার মূল্য পাঠাইতে বা ইহার নিয়মাদি সম্বন্ধে কোন বিষয় অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ২৭ নং ঝামাপুকুর লেনে আমার নামে পত্র লিখিবেন।

৬। যাঁহারা এই পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি লিখিবেন, তাঁহারা ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট সিটী স্কুলে শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের নামে প্রেরণ করিবেন। লেখা স্পষ্ট এবং লেখকদিগের স্বাক্ষরযুক্ত হওয়া চাই।

৭। প্রতি ইংরাজী মাসের ১ লা তারিখে ও বাঙ্গালা মাসের মধ্য সময়ে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যাঁহারা নিয়মিতরূপে পত্রিকা প্রাপ্ত না হইবেন, অথবা প্রদত্ত মূল্য পত্রিকায় স্বীকৃত না দেখিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে অবগত করিবেন।

৮। এই পত্রিকায় স্ত্রীলোকদিগের রচনা আদরের সহিত গৃহীত হইবে। কিন্তু তাহা বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণসহ প্রেরিত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীআশুতোষ ঘোষ।
সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

কালীঘাট ঔষধালয়।

নূতন আবিষ্কৃত ঔষধ।

ডাক্তার শ্রীশ্রীশচন্দ্র বিশ্বাসকৃত।

এণ্টীপাইরেটিক মিক্শ্চার।

প্লীহা, যকৃত এবং সর্ব্বপ্রকার পুরাতন পালা ও ম্যালেরিয়া জ্বর প্রভৃতির একমাত্র অত্যুপকারক মহৌষধ। এই মহৌষধের সৃষ্টি অবধি একাল পর্য্যন্ত অন্যূন পঞ্চাশ হাজার রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। যে সকল রুগ্ন ব্যক্তি সুবিজ্ঞ সুপ্রসিদ্ধ বহুদর্শী চিকিৎসকগণের চিকিৎসা অধীনে এবং কলিকাতাস্থ প্রসিদ্ধ হাঁসপাতালে থাকিয়া আরোগ্যলাভে হতাশ হইয়া জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এই ঔষধ সেবন করিয়া অল্পকাল মধ্যে সুস্থ, বলিষ্ঠ, ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়াছেন। যাঁহারা নানাবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্যলাভ করিতে না পারিয়া সর্ব্বপ্রকার ঔষধে হতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাহস করিয়া বলিতেছি যে নিরাশ না হইয়া একবার মাত্র এই আশ্চর্য্য মহৌষধ ব্যবহার করিয়া দেখুন।

মূল্য এক টাকা ও দেড় টাকা মাত্র, মফঃস্বলের নিমিত্ত প্যাকিং চারি আনা।

কুন্তল শোভন।

কেশের অকালপক্কতা, শিরোরোগ ; দীর্ঘচিন্তা, শোকও ভয়ঙ্কর পীড়া সমুদ্ভূত কেশহীনতা, মস্তকঘূর্ণন ও টাক এই তৈল ব্যবহারদ্বারা দূরীভূত হয়। ইহা দ্বারা মস্তিষ্ক সুশীতল এবং কেশসমূহের কৃষ্ণবর্ণ ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মূল্য এক টাকা মাত্র, মফঃস্বলের নিমিত্ত প্যাকিং চারি আনা।

রক্তসংশোধক।

ইহা পারদ প্রভৃতি এবং উপদংশ সম্ভূত বাত, ক্ষত ও গাত্রে নানাবিধ কণ্ডুয়নাদি চর্ম্মরোগ প্রভৃতি দুঃসাধ্য রোগের একমাত্র অত্যুপকারক মহৌষধ। মূল্য দুই টাকা মাত্র, প্যাকিং।০ আনা।

সর্ব্বপ্রকার বেদনা নাশক মালিশ।

ইহা দ্বারা শরীরের যে কোন স্থানে যে কোন প্রকার বাত বা উৎকট বেদনা হউক না কেন অতি শীঘ্র আরোগ্য হইবে। মূল্য ১ প্যাকিং।০ আনা।

কোষ্ঠ পরিষ্কারক বটীকা।

এই বটীকা শয়নের অগ্রে দুইটী করিয়া সেবন করিলে উত্তমরূপে দাস্ত পরিষ্কার হয়। এক শিশি—মূল্য ॥০ ; প্যাকিং—৵০ আনা।

হাঁপানি, দমা ও শ্বাস কাশ প্রভৃতি নিবারক ঔষধ।

ইহা দ্বারা কাশী ; বুকের শ্লেষ্মা বসিয়া থাকা এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে কষ্ট, অতি শীঘ্র দুর হয়। এক শিশির মূল্য ১৷৷০, প্যাকিং আনা ।০ ।

বাধক বেদনার আশ্চর্য্য ঔষধ।

সামান্য ঘাসের শিকড় মাত্র। পীড়া কালে একবার মাত্র সেবন করিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মূল্য ২৷৷০, প্যাকীং ।০ আনা।

ক্যানথারাইডিনা।

টাক ও চুল উঠার মহৌষধি। বিলাতীয় যত প্রকার পোমেড আছে, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকারী ও সদ্‌গন্ধ-যুক্ত। ইহা দ্বারা কেশের উজ্জ্বলতা, কোমলতা ও মসৃণতা বৃদ্ধি হয়। মূল্য ১৲ প্যাকীং।০ আনা।

☞ উপরোক্ত ঔষধ দুইটী যদি উপকারী বোধ না হয়, মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

Apply to A. Ghosh, Chemist
47, *Bechu Chatterjie's Street,*
Calcutta.

JAMES MURRAY.

জেমস্ মরে।

জেমস্ মরে পূর্ব্বে লণ্ডনের রয়েল এক্সচেঞ্জে ছিলেন এবং ১৬ বৎসর কাল কলিকাতায় ব্লাক মরের কার্য্য চালাইয়াছেন। তিনি এক্ষণে উক্ত ব্লাক মরের সহিত সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া ডবলু, এইচ, ওয়ার সাহেবের (যিনি ব্লাক মরের আপিসে ৮ বৎসর একজন সহকারী ছিলেন) সহিত মিলিত হইয়া ১১ নং ডালহৌসী স্কোয়ারে আপীস করিয়াছেন। তিনি এখানে ক্রনমিটার, ঘড়ি, টেঁকঘড়ি, নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করিয়া থাকেন। বাজা বাক্স গানকারী কলের পাখী প্রভৃতি এক জন দক্ষ বাজা বাক্স নির্ম্মাতার দ্বারা এখানে মেরামত করা হয়।

সর্ব্বপ্রকার ঘড়ী ও টাইমপিস্ ৮৲ টাকা দর হইতে পাওয়া যায়।

জেমস্ মরের খাঁটী রূপার হুন্টিং ঘড়ী ৫৫৲ টাকা হইতে ২৫০৲ টাকা।

ঐ সোনা ১৬০ ,, ১০০০ ,,
রূপার ইংলিস হুন্টার ৫০ ,,
রূপার জেনিভা হুন্টার ২৫ ,,
চাবীবিহীন রূপার নিকেল ওয়াচ ২০ হইতে ৩৫ ,,

ডাক্তারী যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ ও মেরামত করা হয়।

জেমস্ মরে।
১১ নং ডালহৌসী স্কোয়ার।

Journal of the National Indian Association.

হইতে উপরি লিখিত মাসিক ইংরাজী পত্রিকাখানি প্রচারিত হয়, কুমারী ম্যানিঙ ইহার সম্পাদিকা। এই পত্রিকা-খানি ভারতের কল্যাণের জন্য প্রকাশিত এবং ইহাতে ভারতের হিতকর বিবিধ প্রস্তাব আলোচিত হইয়া ইংরাজ সমাজের নিকট ভারতের প্রকৃত চিত্র প্রদর্শিত হয়। ভারতে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধন ইহার একটী প্রধান লক্ষ্য। ইহার মাসিক মূল্য ৬ পেন্স অর্থাৎ প্রায় ।০ আনা মাত্র। এ প্রকার স্বল্প মূল্য সুন্দর পত্রিকাখানি গ্রহণ করা প্রত্যেক ভারত-হিতৈষীর কর্ত্তব্য। কলিকাতা ইলিসিয়ম রো ৮ নং ভবনে বিবী মরের নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যায়।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালের পরীক্ষোত্তীর্ণা
ধাত্রী
শ্রীমতী জগৎলক্ষ্মী ঘোষ
এবং
শ্রীমতী থাকমণি রায়
নং ২১০।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরের উত্তর।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাঁস-পাতালের পরীক্ষোত্তীর্ণা।
ধাত্রী
শ্রীমতী নিতম্বিনী চট্টোপাধ্যায়।
১০৮ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
☞ মফঃস্বলেও যাইয়াথাকেন।

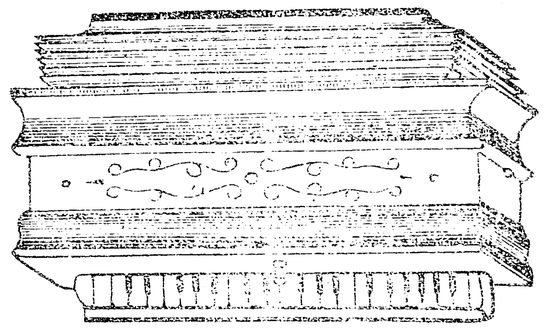

DWARKIN & SON,
Importers of
MUSICAL INSTRUMENTS
ডোয়ারকিন্ এণ্ড সন্
২ নং লেয়ার চিৎপুর রোড
কলিকাতা
নূতন প্রকার উৎকৃষ্ট

ডোয়ারকিন্ এণ্ড সন্ সর্ব্ব সাধা-রণকে সবিনয়ে জানাইতেছেন যে, তাঁহারা উৎকৃষ্ট বাদ্য—হারমোনিয়ম আমদানি করিয়াছেন। এই সকল হারমোনিয়ম ফরমাইসে তৈয়ারি, কল অতি উৎকৃষ্ট ও মজবুত এবং সুর অতি সুমধুর ও গম্ভীর। বাক্স সমেত নগদ মূল্য, তিন গ্রাম, এক ষ্টপযুক্ত—৪০৲ এই যন্ত্র বাজা-ইতে শিখিবার পুস্তক মূল্য এক টাকা—
ডোয়ারকিন্ এণ্ড সন্।

ধর্ম্মবন্ধু।

ধর্ম্মবন্ধু নামে এক খানি পাক্ষিক পত্রিকা ১২৮৮ সালের ১লা আশ্বিন হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে সাধারণের পাঠোপযোগী ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় প্রস্তাব, ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের জীবন চরিত ও সুন্দর সুন্দর আখ্যায়িকা সকল প্রকাশিত হইতেছে। ইহার প্রতি সংখ্যার মূল্য এক পয়সা। মফঃস্বলের জন্য বার্ষিক ১৸০।

ধর্ম্মবন্ধু সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতা ৩৫নং বেনিয়াটোলা লেনে কার্য্যাধ্যক্ষের নামে প্রেরণ করিতে হইবে।

শ্রী অধর চন্দ্র বসু।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

EVANGELINE

BY

LONGFELLOW

A lecture delivered at the

CITY COLLEGE

BY

MR. J. BAMFORD B. A.

Price 3 as.

To be had at the City College, Sadharan Brahmo Somaj Office and Bamabodhini Office.

পতিব্রতা কামিনীর
আদরণীয়!!!

সুবর্ণ অঙ্গুরীয়! সুবর্ণ অঙ্গুরীয়!!

উচ্চ অক্ষরের
সুরুচি সহ পরিষ্কার গঠিত
নব আবিষ্কৃত।

"মনে রেখো," "তোমারি,"
"ভুলনা আমারে,"
"ভালবেসো ইত্যাদি।"
সুবর্ণ অঙ্গুরীয়!

ইতিপূর্ব্বে এরূপ অঙ্গুরীয় কাহারো নয়নগোচর হয় নাই
মূল্য ১২৲ টাকা মাত্র।

ঘড়ি, চেইন, ব্রীচকাদি সংলগ্ন অঙ্গুরীয়, ইয়ারিং ইত্যাদি সুলভ মূল্যে প্রাপ্তব্য।

কেন সামান্য স্বর্ণকারদিগের দ্বারা প্রতারিত হয়েন? অতএব সুধী আমাদিগের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

আর লায়েল কোং
ঘড়িওয়ালা ও স্বর্ণকার
১৫৩ নং বাগ্বাজার, কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"।

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২১২ সংখ্যা। ভাদ্র ১২৮৯—সেপ্টেম্বর ১৮৮২। ২য় কল্প ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের রমণীগণ দেশের লোক সংখ্যা গণনাকার্য্য (Census) অতি পরিপাটীরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। যে সকল বিবরণ সংগ্রহ করা পুরুষের পক্ষে দুঃসাধ্য, তাহা তাঁহারা অতি সহজে হস্তগত করিয়াছেন। নারীপ্রকৃতিতে কত গুণ লুক্কায়িত রহিয়াছে, শিক্ষা এবং কার্য্য-ক্ষেত্র উন্মুক্ত রাখিয়া দেও, সে গুলি সহজে বিকশিত হইয়া সমাজের শোভা বর্দ্ধন ও অশেষ কল্যাণ বিধান করিবে।

আসিয়ার মধ্যে জাপান স্বাধীনভাবে আপনার উন্নতির জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। সম্প্রতি তথায় বিবাহ বিষয়ে এক নিয়ম হইয়াছে, পুরুষ ২৪ এবং স্ত্রীলোক ১৮ বৎসরের ন্যূনে বিবাহিত হইতে পারিবে না। এদেশে ইহার অনুরূপ কোন ব্যবস্থা না হইলে আমাদিগের জাতীয় উন্নতির আশা করা বৃথা।

ফরাসীদেশে সম্প্রতি বিবাহচ্ছেদের আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের সম্বন্ধের অন্যথা হইলে কোন কোন সময় বিবাহবন্ধন ছেদন করা আবশ্যক হইয়া উঠে। আমাদিগের দেশের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ" স্ত্রীলোকের এই পাঁচ প্রকার আপদ ঘটিলে পুনরায় বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন, পুরুষের পক্ষে আরও সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, তথাপি তাহার শাসন

আছে। কিন্তু ফরাসীদিগের সকলই বিপরীত। নূতন বিধি অনুসারে কোন গুরুতর কারণ থাকুক না থাকুক, স্বামী ও স্ত্রী ইচ্ছা করিলে পরস্পরকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারেন। ইহাতে উক্ত জাতির নীতি বিষয়ক শিথিলতারই পরিচয় পাওয়া যায়।

বিলাতি সংবাদ পত্রে পাঠ করা গেল যে, ইংলণ্ডে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। এ সভার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। লণ্ডন সহরে অনেকগুলি দরিদ্রাবস্থার যুবতী স্ত্রীলোককে প্রতিদিন নানাপ্রকার পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়। কেহ বা টেলিগ্রাফ আপীসে কর্ম্ম করে, কেহ বা কারখানাতে খাটে, কেহ বা অন্য কোন কাজ করে। এই সকল স্ত্রীলোকের অনেকেই পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়াছে; সহরে তাহাদের বাড়ী ঘর নাই; সুতরাং তাহারা কখনও কখনও অনেকে একত্র হইয়া বাসা করিয়া থাকে; কখনও বা কাহারও বাড়ীতে টাকা দিয়া থাকে। সন্ধ্যাকালে যখন এই সকল স্ত্রীলোক কর্ম্ম হইতে ছুটী পায়, তখন আর তাহাদিগকে দেখিবার কেহ থাকে না; লণ্ডন সহরের ন্যায় প্রকাণ্ড সহরের প্রলোভন কত প্রকার তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এই সকল প্রলোভনের মধ্যে এই সকল অরক্ষিতা যুবতী স্ত্রীলোকের বাস করা যে কিরূপ ভয়াবহ তাহা স্মরণ করিলেও হৃৎকম্প হয়। আমরা যে সভার উল্লেখ করিয়াছি, এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের তত্ত্বাবধানের জন্য ঐ সভা স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহারা ইতিমধ্যে লণ্ডন নগরে সাতটী বাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে ২৬০টী স্ত্রীলোককে স্থান দিয়াছেন। ইহারা নিজের বাড়ীতে যেরূপ স্নেহে ও যত্নে থাকে এবং যেরূপ সুখ ও সুবিধা ভোগ করে, এখানে সে সমুদায় পাইয়া থাকে। ঘরগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দেখিলে চিত্ত প্রসন্ন হয়; সায়ংকালে গান বাজনা শিক্ষা দেওয়া হয়, পড়িবার উত্তম উত্তম কাগজ ও পুস্তক যোগান হয়; প্রতি দিন তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া হয়।

ইংলণ্ডের লোকের একটী গুণ এই, কোন বিষয়ে প্রকৃত উপকার হইবে দেখিলেই অর্থ সাহায্যের অপ্রতুল থাকে না। অনেকে এই সভাকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং করিতেছেন। যে সকল পুরুষ এবং রমণী এই মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, জগদীশ্বর তাঁহাদের শুভ সংকল্প সুসিদ্ধ করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

উড়িষ্যা অঞ্চলে অল্পদিনের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতির সংবাদ পাইয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। ১৮৭৮ সালের পূর্ব্বে তথায় শিক্ষাবিভাগীয় কোন প্রকার প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় একটী বালিকাও উত্তীর্ণ হয় নাই, কিন্তু ঐ বর্ষে

দুইটী দেশীয় খৃষ্টীয় বালিকা নিম্নছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হয়। ১৮৭৯।৮০ সালে অনেকগুলি দেশীয় খৃষ্টীয় বালিকা পরীক্ষার্থিনী হইয়াছিল, তাহারা সকলেই উত্তীর্ণ হয় এবং একজন মেরী কার্পেণ্টার ছাত্রবৃত্তি লাভ করে। ১৮৮১ সালে ৬টী বালিকা প্রেরিত হয়, সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং দুইটী বালিকা মেরী কার্পেণ্টার বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে ২টী হিন্দু বালিকা, তন্মধ্যে একটী ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়াছে। উড়িষ্যার মধ্যে বালেশ্বরেই এই সন্তোষ-কর উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। তত্রত্য ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর একজন উড়িষ্যাবাসী বি, এ। অধিকন্তু তাঁহারই যত্নে এইরূপ সুফল ফলিয়াছে, ইহা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। শিক্ষাবিভাগের অন্যান্য কর্ম্মচারীরা এইরূপ চেষ্টা করিলে স্ত্রী-শিক্ষার ভূয়সী উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইবে।

বামাবোধিনীর বিংশ জন্মোৎসব।

ঈশ্বর প্রসাদে বামাবোধিনী ঊনবিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া বিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল, ইহা চিন্তা করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে যে আনন্দোচ্ছ্বাস হইতেছে তাহা বর্ণনীয় নয়। আজ অন্তরের কৃতজ্ঞতার সহিত সেই মঙ্গলময় বিশ্ব-বিধাতার অর্চ্চনা করিয়া তাঁহারই শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। তাঁহার কৃপা সহায় করিয়া এই পত্রিকা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। সেই কৃপাই ইহার এই দীর্ঘ জীবনের অবলম্বন হইয়া ইহাকে রক্ষা করিয়াছে। ইহার পূর্ব্ব জীবনে অনেক দারুণ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই সকল ঘটনাতে ইহার প্রাণ কিরূপে রক্ষা পাইল তাহা ভাবিলে কেবল ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৃপার হস্তই জাজ্বল্যমান দেখা যায়। বামাবোধিনী মৃত্যুশয্যা হইতে আবার যে উত্থান করিবে, আবার যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া বামাকুলের কল্যাণবর্দ্ধনে সমর্থ হইবে ইহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, কিন্তু মানুষের নিকট যাহা অসম্ভব, ঈশ্বর কৃপায় তাহা অনায়াসে সম্ভব হইতে পারে। বামাবোধিনীর হিতৈষী বন্ধু এবং গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ আজি ইহার মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন, ইহা যেন আরও পূর্ণাঙ্গ হইয়া তাঁহাদিগের সন্তোষ সাধন ও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয়।

বিবী ফ্রাই।

আজি পাঠিকাদিগের সমক্ষে যে বিখ্যাত রমণীর জীবনের দুই একটী কথা বলিতে যাইতেছি, তাঁহার নাম এলিজাবেথ ফ্রাই। নরফোক্ সায়রের অন্তঃপাতী অর্লহম নামক নগরে একটী সুখী পরিবারে ইহাঁর জন্ম হয়। এলিজাবেথ বালিকা বয়সেই মাতৃহীনা হয়েন। কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হয় নাই। ইহাঁরা ভাই ভগ্নীতে একাদশটী ছিলেন, মাতৃহীনা বালিকা এলিজাবেথ সর্ব্বদাই প্রায় উদ্যানে ভাই ভগিনীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেন। এলিজাবেথ যেন প্রকৃতির একটী পোষ্য পুত্রী ছিলেন, যেখানে তরুলতা শ্যামল পত্রপল্লবে বিভূষিতা থাকিত, যেখানে প্রস্ফুটিত পুষ্পরাজী উদ্যানকে মনোহর করিয়া থাকিত, যেখানে স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা হইত, বালিকা এলিজাবেথ বিমুগ্ধার ন্যায় সেই স্থলেই বসিয়া থাকিত। নিজের গৃহের চতুঃপার্শ্বে মনোহর উদ্যানবাটিকা ছিল, বালিকাকে সর্ব্বদাই প্রায় সেই স্থানে দেখা যাইত। এলিজাবেথ স্বভাবতই বড় ভীরু ছিলেন; পিতার হস্তে বন্দুক দেখিলেই কাঁপিতেন। অন্ধকারের দিকে তিনি বালিকা বয়সে কখনও সাহস করিয়া তাকাইতে পারিতেন না, খুব পরিছিল না। শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃই বুঝি এলিজাবেথ বাল্যকালে আর আর ভগ্নীদিগের মত পুস্তক পড়িতে পারিতেন না। কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সহায়তায় ভগ্নীদিগের অপেক্ষা ইহার শিক্ষা সমধিক উৎকৃষ্ট হইতে লাগিল। বাল্যকাল গত হইল, এলিজাবেথ কৌমার্য্যে পদ-বিক্ষেপ করিলেন। এই সময় হইতেই অঙ্গসৌন্দর্য্যের বিকাশের সহিত তাঁহার ভবিষ্যতের অতুল মহৎকীর্ত্তির সূচনা-স্বরূপ চরিত্রের সৌন্দর্য্য বিকশিত হইতে লাগিল। এই সময়ে কুমারীকে যিনি সন্ধ্যাকালে পুষ্পোদ্যানে দেখিতে পাইতেন, তিনি তাঁহাকে বনদেবী ভিন্ন কিছুই বলিতে পারিতেন না। সুকণ্ঠ বিহঙ্গমও সমস্ত সন্ধ্যা নিশ্চিন্ত মনে গান গাইতে পারে না, এলিজাবেথ সন্ধ্যাকালে ভাই ভগ্নীদিগকে লইয়া যখন পুষ্পোদ্যানে বসিয়া গান গাইতেন, তখন কে বলিবে যে ঐ ক্ষুদ্র হৃদয়ে চিন্তার লেশ মাত্র আছে? ক্রমে এলিজাবেথের বয়স সপ্তদশ বর্ষ হইল। এই সময়ে তিনি তাঁহার মনের দুই একটী কথা ক্ষুদ্র একখানা স্মরণ পুস্তকে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সপ্তদশ বর্ষীয়া বালিকা পুস্তকের একস্থানে লিখিয়া রাখিয়াছেন "আমি সংসারসাগরে কাণ্ডারী-হীন তরণী, আমার জীবনের উপর কি যেন একটী বোঝা

চাপিতেছে; আমার অবলম্বন কি?" আর এক স্থানে যেন ইহারই উত্তর স্বরূপে লিখিয়া রাখিয়াছেন, "আহা আমার কেমন ইচ্ছা হয় যে, নগরের দুঃখীদিগের সহিত এক স্থানে বসিয়া কাঁদি—আর যাহারা দেশের মঙ্গলের জন্যে আহত হয়, তাহাদিগের ক্ষত স্থানে ঔষধি প্রদান করি।" ইহার পরে এক দিন উপাসনালয়ে পাদরীর মুখে জীবন উৎসর্গ বিষয়ে উপদেশ শুনিয়া এলিজাবেথ ভাবিলেন "আমার এ ক্ষুদ্র জীবনকে কি আমি ঈশ্বরের কার্য্যে উৎসর্গ করিতে পারি না?" আমরা উপরে বলিয়া আসিয়াছি যে, এলিজাবেথ যেমন কোমল হৃদয়া, তেমনি দুর্ব্বলা এবং ভীরুস্বভাবা ছিলেন; কিন্তু এই স্থানে একটী কথা না বলিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হয়। তাঁহার কোমল প্রকৃতির মধ্যে পাষাণ প্রতিজ্ঞা ছিল। তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিতেন, কোনরূপ বাধা বিপত্তিতেও তাহা টলিত না। যখন আচার্য্যের মুখের উপদেশ ঈশ্বরকৃপায় তাঁহার হৃদয়কে আঘাত করিল, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া আপনার স্মরণ পুস্তকে লিখিয়া রাখিলেন, "প্রভু পরমেশ্বর! দাসীর এই প্রার্থনা সফল কর, যেন সে দুঃখীর দুঃখ মোচনে জীবন অতিবাহিত করিতে পারে; আজি সে তোমার পবিত্র সন্নিধানে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক দুর্ব্বল ক্ষুদ্র জীবন উৎসর্গ করিল।" পাঠিকা, এ সংসারে দুর্ব্বল কে? যে ঈশ্বরের বল সম্বল করিতে পারে না। যখন এলিজাবেথ ঈশ্বরের করুণায় নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিলেন, তখন কে বলিবে তিনি দুর্ব্বলা? এই সময়ে তিনি পিতৃগৃহে অনাথ দরিদ্র বালক বালিকাদিগকে একত্র করিয়া প্রত্যহ তাহাদিগকে রীতিমত শিক্ষা দিতেন। এক দিন কোন কারণ বশতঃ তাঁহাকে নগরের উন্মাদাশ্রমে যাইতে হইয়াছিল; সেই স্থানে উন্মাদদিগের ক্লেশ দর্শনে তাঁহার হৃদয় বড় ব্যথিত হইল। তিনি ভাবিলেন ইহাদিগকে অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় রাখিবার বন্দোবস্ত করান কি যায় না? ইহার দুই বৎসর পরেই ১৮০০খৃঃ অব্দে ফ্রাই নামক একজন ভদ্রলোকের সহিত এলিজাবেথের বিবাহ হইল; এবং তিনি মিসেস্ ফ্রাই নামে অভিহিতা হইলেন। মিসেস্ ফ্রাই একাদশ সন্তানের জননী হইলেন। পাঠিকা ভগ্নি, যখন তোমার প্রতিবাসীর বাড়ীতে বড় বিপদ্ উপস্থিত 'কোলের ছেলে ফেলিয়া কি করিয়া যাইব' বলিয়া আপত্তি তুলিয়া নিশ্চিন্ত মনে আর কখনও শুইয়া থাকিও না! যাহার সংসারে এগারটী সন্তান, তাহার যে নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই। কিন্তু মিসেস্ ফ্রাই নিশ্চিন্তরূপে সাংসারিক কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া সন্তান সন্ততিদিগকে লালন পালন করিয়া কেমন পরের উপকারে জীবন অতিবাহিত করিতেন একবার দেখ! যাহা-

দিগের অন্তরে সাধু বাসনা আছে, ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস আছে, আত্ম পারিবারিক কার্য্যে উদাসীন না হইয়াও তাহারা অনায়াসে পরোপকারব্রত পালন করিতে পারে। মিসেস্ ফ্রাই ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। দাসদাসীগণ নিয়মিতরূপে সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে কি না; সন্তানদিগের আহারাদি এবং পাঠের শৃঙ্খলা আছে কি না, ইহার সমস্ত তত্ত্ব লইয়াও তিনি অনায়াসে পরের অশ্রু মুছাইয়া নগরে নগরে পরিভ্রমণ করিতেন। বিবাহের পর হইতে এলিজাবেথ ফ্রাই কিছু দিন লণ্ডন নগরীতে বাস করিয়াছিলেন। লণ্ডন নগরীতে আইরিষ্ রো নামক স্থান দুঃখী দরিদ্র এবং মূর্খদিগের আবাস। পাঠিকাদিগের মধ্যে যাঁহারা কলিকাতার "বস্তি" দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে লণ্ডনের আইরিষ্ রো সহজে বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এইস্থানে তিনি নিজে যাইয়া ছোট ছোট বালক বালিকদিগকে অবৈতনিক বিদ্যালয়ে পাঠ করাইবার জন্য তাহাদিগের পিতা মাতদিগকে খুব জিদ্ করিতেন। তাঁহার উত্তেজনায় অনেক দরিদ্র বালক জুয়াচুরি অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যাশিক্ষায় মনোভিনিবেশ করিতে লাগিল। সুধু তাহাই নহে, তিনি সাধ্যমত দরিদ্রদিগের ক্ষুধার অন্ন এবং শীতের বস্ত্র যোগাইতেন। তাঁহার দানশীলতা এবং সদাশয়তায় তিনি আইরিষ রোর জননী বলিয়া পরিচিত হইলেন। এইস্থানের আবালবৃদ্ধ সকলেই তাঁহাকে জননীর মত শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। নগরের বালক বালিকারাই তাঁহার দৃষ্টিকে বদ্ধ রাখিতে পারে নাই; নগরের দূরবর্ত্তী প্রান্তে জিপসি নামক ভ্রমণকারী বেদিয়া দল আপনাদিগের শিবির সংস্থাপন করিত; জিপ্সিদিগের বাসভূমির কিছুই স্থিরতা ছিলনা, চুরি করিয়াই প্রায় উদর পূর্ত্তি করিত। উদারচরিত্রা ফ্রাই, অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগের শিবিরে যাইতেন; তাহাদিগকে অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেন; আর অতি নম্রভাবে পাপের পরিণাম ফল বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। এ সংসারে তো কত লোক আছে, অনেকেইতো সৎ হও, সাধু হও, প্রভৃতি উপদেশ দিয়া লোকদিগকে ভাল করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু কয়জনের কথা প্রকৃতরূপে কার্য্যে পরিণত হয়? যাঁহারা পাপীদিগকে ভাল বাসিয়া উপদেশ দিতে জানেন না, তাঁহাদিগের দ্বারা কোন সুফলই ফলিতে পারে না। ফ্রাইয়ের মৃদুমধুর দুই একটী উপদেশ বাক্য, কিন্তু উহাতেই জিপসি দলের অনেকে আপনাদিগের গর্হিতাচরণ পরিত্যাগ করিয়া সাধু হইতে শিক্ষা করিতে লাগিল। পাঠিকা ভগ্নি, ভাল বাসিয়া শিক্ষা দেওয়ার অর্থ ভাল করিয়া হৃদগত করিয়া রাখুন, যখন আপন সন্তান দুর্ব্বৃত্ত ও পাপাচারী হয়, তখনকার প্রকৃত ঔষধ কি ইহাদ্বারা বুঝিয়া লউন। অন্তঃসলিলার

মত এ কালপর্য্যন্ত মিসেস্ ফ্রাই কর্ত্তব্য পথে চলিতেছিলেন; কিন্তু যে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তিনি সকলের নিকট পরিচিতাহইলেন, ১৮১৩ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাস হইতে তাহার আরম্ভ হয়। একদিন তাঁহার একটী বন্ধু আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন "দয়াবতি! নিউগেট নগরীর কারাবাসিনীদিগের দুর্দ্দশার প্রতি যদি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে অনেক ভাল কাজ হইবার সম্ভাবনা।" এলিজাবেথ ফ্রাই তৎক্ষণাৎ এনা বক্সটন্ নাম্নী সহচরীর সহিত সেই কারারুদ্ধদিগের দুরবস্থার বিষয় অবগত হইতে চলিলেন। যাহা জানিলেন তাহা অতীব শোচনীয়! রক্ষকদিগের চরিত্রহীনতা এবং কর্ত্তব্য-বিমুখতার ফলে কারাবাসিনীগণ অনায়াসে মদিরা সেবন করিতে পারিত। তাহাদিগের যে প্রকার দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বর্ণনীয় নহে। ফ্রাই কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের অনুমতি লইয়া কারাগারে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। প্রথমে আমোদজনক গল্প; পরে গল্পচ্ছলে উপদেশ, পরে ধর্ম্মোপদেশ, তাহার পর ধর্ম্মপুস্তক পাঠ এবং নীতি শিক্ষা দান আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অনবরত পরিশ্রম এবং প্রার্থনায় সুফল ফলিতে লাগিল; যে সমুদায় দোষে সকলে লিপ্ত ছিল, ক্রমে তাহা দূর হইতে লাগিল। দ্বিগুণতর উৎসাহে ফ্রাই আপনার কার্য্য করিতে লাগিলেন। তিনি যখন কারাবাসিনীদিগের বাসস্থানে প্রবেশ করেন, তখন তাহা ভীষণ পশুর আবাসভূমি দেখিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা মানুষের আবাস দেখিয়া সহচরীদিগের হস্তে কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ভার দিয়া অন্যান্য মহৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট কারাবাসিনীদিগের অবস্থার উন্নতি দেখিয়া পরম হৃষ্ট হইলেন এবং মিসেস্ ফ্রাইকে কারাগারে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। মিসেস্ ফ্রাই পরম আহ্লাদে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সেখানে বন্দিনীদিগের নীতি শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। মিসেস্ ফ্রাইয়ের সৎদৃষ্টান্ত সমগ্র ইয়োরোপে অনুকারিত হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে প্রথম দৃষ্ট উন্মাদাশ্রম তাঁহারই যত্নে সুশৃঙ্খল হইয়াছিল। এই সময়ে নগরের উচ্চপদস্থ মহিলাগণ, এমন কি রাজবংশীয়া রমণীরা পর্য্যন্ত এলিজাবেথ ফ্রাইয়ের সহিত পরিচিতা হইয়া সুখী হইতে লাগিলেন। কিন্তু এ সম্মান ফ্রাইকে অহংকৃত করিতে পারিল না; তিনি আপনার মনে বলিতেন; "আমি আমার কর্ত্তব্য কার্য্যের কণা মাত্রও ভাল করিয়া সাধন করিতে পারি নাই; তবে লোকে এত করিয়া আমায় সুখ্যাতি করে কেন? জগদীশ্বর এ জীবনে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক!" এইরূপে নিন্দা প্রশংসায় উপেক্ষা করিয়া যিনি আপনার লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতেপারেন তিনিই ধন্য!! হায়! দুর্ভাগ্যবশতঃ

এই সময়ে তাঁহার স্বামী দরিদ্র হইয়া পড়িলেন। কাজেই তাঁহাদিগকে সেই বহু দিনের সুন্দর উদ্যানসংযুত গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইল। গাড়ী গেল, ঘোড়া গেল, এখন ফ্রাইকে পদব্রজে চলিয়া সমস্ত কার্য্য করিতে হইত; কাজেই পরিশ্রম দ্বিগুণিত হইল! শারীরিক পরিশ্রম করিবার বয়স আর নাই; ফ্রাই বৃদ্ধা হইয়াছেন। পরিশ্রমে পরিশ্রমে মৃত্যুর দিন নিকট হইয়া আসিল। এলিজাবেথ ফ্রাই চলৎশক্তিহীন হইয়া রোগশয্যায় শায়িতা হইলেন। ফ্রাই এখন মরিতে বসিয়াছেন, তথাপি তাঁহার মুখ প্রফুল্ল এবং হাস্যপূর্ণ! মৃত্যুর পূর্ব্বে পুত্র পৌত্রদিগকে পার্শ্বে বসাইয়া করযোড়ে ঈশ্বরের কাছে এই শেষ প্রার্থনা করিলেন "জগদীশ্বর! এই তোমার দাসদাসীগুলি থাকিল; দেখিও তাহারা যেন তোমার সেবাতেই জীবন অতিবাহিত করে।" পরে বিশ্বস্তা পরিচারিকা মেরিকে ডাকিয়া বলিলেন "মেরি, আমি এখন চলিলাম আমার জন্যে প্রার্থনা কর।" বলিতে বলিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই দুর্ব্বল শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল; সেই দিনেই সেই মুহূর্ত্তে প্রাতঃকাল ৬ঘটিকার সময় (১৮৪৫খৃঃ অব্দে) মিসেস্ ফ্রাই ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। জীবন তো যাইবেই, তবে এইরূপ পরের জন্যে খাটিয়া খাটিয়া যায় না কেন?

প্রভাতে চাঁদের প্রতি।

পাণ্ডুবর্ণ কেন মুখখানি?
পরিভ্রমি অনন্ত গগন
অবিশ্রান্ত সারাটি যামিনী
এযে ক্লান্ত হ'লে কি অমন?
বল চাঁদ বল তাহা বল
কি দুঃখে বদন শুকাইল?
কত না সুন্দর আহা তোরে,
দেখেছিনু বিগত নিশীথে,
তাই গো এসেছি এত ভোরে
সমুজ্জ্বল সে শোভা হেরিতে।
নিদারুণ ভ্রমণের ক্লেশে
হাসি মুখ যদি শুকাইত,
তাহ'লে তো অধরের পাশে
একটুও হাসি লেগে রত?
প্রাণে কেউ ব্যথা দিল নাকি
তাই তোরে এত ম্লান দেখি?
সুনীল প্রাচীরে বুঝি বড় ভাল বাস?
আনন্দে সে কোল ছেড়ে,
বাহিরিলে ভ্রমিবারে
অনন্ত আকাশ পথ, তারকার সাথে;
এখন এসেছ দূরে
পারনাক ফিরিবারে,
তাই কি মরমে জ্বলি শুকালে বিষাদে?
প্রাচীরে পাবে গো পুন, হাস চাঁদ হাস!

গার্হস্থ-শিক্ষা।

(২১১ সংখ্যা ১০৪ পৃষ্ঠায়।)

আহারীয় উদ্ভিজ্জ ও তাহার পাকের প্রণালী।

যাহা ভূমি ভেদ করিয়া জন্মে, তাহাকে উদ্ভিজ্জ বলে। ভূমিজাত বস্তু মাত্রেই উদ্ভিজ্জ বটে, কিন্তু সকল উদ্ভিজ্জ মনুষ্যের খাদ্য নহে। যে যে উদ্ভিজ্জ মনুষ্যের আহারের যোগ্য, তাহা এক প্রকার সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। শস্য, শাক, পুষ্প, ফল ও মূল—এই পাঁচ প্রকার উদ্ভিজ্জই মনুষ্যের খাদ্য এবং অন্যান্য উদ্ভিজ্জ অখাদ্য, ইহা ক্রমিক পরীক্ষার দ্বারা মনুষ্যেরা জানিতে পারিয়াছে।

ধান্য, যব, গম ও কলায় প্রভৃতিকে শস্য বলে।

পত্রবহুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ এবং তাহার পত্রকে শাক বলে।

কদলীর পুষ্প অর্থাৎ মোচা প্রভৃতি আহারীয় পুষ্প।

পটোল, রম্ভা, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি আহারীয় ফল।

আলু, মূলো, পলাণ্ডু প্রভৃতি আহারীয় মূল।

উষ্ণ প্রধান দেশে উদ্ভিজ্জ ভোজন করাই ভাল। সেই জন্যই জগদীশ্বর এদেশে প্রচুর পরিমাণে নানাপ্রকার আহারীয় উদ্ভিজ্জের সৃষ্টি করিয়াছেন।

উদ্ভিজ্জ পাকের মধ্যে অন্ন পাকটী সহজ; যেহেতু তাহা অন্যের যোগ-বিয়োগ অপেক্ষা করে না। অন্নের উপাদান দ্রব্য তণ্ডুল, তাহা স্বভাব-মধুর বলিয়াই দ্রব্যান্তরের সহযোগ অপেক্ষা করে না, কিন্তু ব্যঞ্জন পাক সকল ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য একত্রিত করিয়া সাধিত হয়, সুতরাং তাহাতে কিঞ্চিৎ উপদেশ ও অভিজ্ঞতার অপেক্ষা আছে। এই বিষয়ে একটী স্ত্রী-কবি বচন আছে।

"যারে না জানি সেই বড় রাঁধুনী
ব্যাঞ্জনের বেলা কাঁদুনী।"

"ব্যাঞ্জন" ব্যঞ্জন। "কাঁদুনী" ক্রন্দন করণ। "রাঁধুনী—রন্ধনকারিণী। যাহারে জানি না সেই নারী "আমি ভাল রন্ধন করিতে পারি" বলিয়া অহঙ্কার করেন করুন, কিন্তু তাঁহাকে ব্যঞ্জন পাক করিবার সময় ক্রন্দন করিতে হইবেক অর্থাৎ ব্যঞ্জন পাক উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করা কেবল মুখের কথায় হয় না, তাহাতে অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করে।

অন্ন অর্থাৎ তণ্ডুল পাক যেমন কেবল জলে স্বিন্ন করিলেই হয়, ব্যঞ্জন সেরূপে হয় না। ব্যঞ্জনের প্রধান প্রধান দ্রব্য গুলি, দ্রব্যবিশেষে স্বিন্ন করিয়া ও দ্রব্য বিশেষে ভর্জ্জন করিয়া লইয়া পরে বিশেষ বিশেষ মশলার যোগে পুনর্ব্বার পাক করিতে হয় এবং পাক সম্পন্ন হইলে তাহাতে বিশেষ বিশেষ প্রক্ষেপ

দিতে হয়, তবেই তাহা সুস্বাদু, সুঘ্রাণ ও গুণকর হয়। যে সকল মশলার দ্বারা ব্যঞ্জন পাক সুসাধিত হয়, পাক-শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে। হিঙ্গ, আদা, মরিচ, জীরা, হরিদ্রা, ধনে, সর্ষপ, এলাইচ, দারুচিনি, তেজপত্র এবং তদ্রূপ অন্যান্য মশলাও আছে। পলাণ্ডু ও লশুন এই দুইটী দ্রব্য মাংসপাকেই প্রশস্ত, উদ্ভিজ্জপাকে প্রশস্ত নহে। উদ্ভিজ্জ পাকে পলাণ্ডু কি লশুন ব্যবহার করিলে যে দোষ হয়, তাহা পরে উল্লেখ করা যাইবে। এদেশের হিন্দুরা পূর্ব্বে একমাত্র উদ্ভিজ্জ ও দুগ্ধভোজী ছিলেন, সেই জন্যই তাঁহারা পলাণ্ডু ও লশুন খাইতেন না।

ব্যঞ্জন পাকের মশলার সংস্কৃত নাম "বেশবার।" স্ত্রীলোকেরা নিজ ভাষায় উহাকে "ব্যাশার" বলে। বস্তুতঃ ব্যাশার নামটী সাধারণ নহে, উহা প্রকার-বিশেষের নাম। মশলা সকল পিষিলে সেই পিষ্ট মশলাই ব্যাশার। সেই পিষ্ট মশলা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইলে তাহাকে "বলক" বলে। ইহার সংস্কৃত নাম "বার্যাক্ত"। আর মশলা সকল চূর্ণ করিয়া লইলে স্ত্রীভাষায় তাহাকে "গোটা" বলে, সংস্কৃতে তাহাকে চূর্ণ ও প্রক্ষেপ বলিয়া থাকেন। এই সম্বন্ধেও একটী স্ত্রীকবি আছে।

"ব্যাশার বলক গোটা।
বাটা গোলা ফোটা।"

অনাথা ও পতিতা রমণীগণের উদ্ধার চেষ্টা।

প্রায় ১৪।১৫ বৎসর গত হইল আমেরিকা দেশ হইতে এক জন ভদ্রবংশীয়া মহিলা কলিকাতা সহরে আগমন করেন। এদেশে অনেকগুলি খ্রীষ্টান মিশনরিদিগের সভা আছে, ঐ সভার লোকেরা ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে শিক্ষয়িত্রী আনাইয়া এ দেশের ভদ্র গৃহস্থদিগের ঘরে ঘরে প্রেরণ করিয়া বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশ দিয়া থাকেন। উক্ত মহিলা প্রথমে এইরূপ একটী মিশনরি-সভার অধীন থাকিয়া শিক্ষিকার কার্য্য করিবেন বলিয়া এদেশে আগমন করেন। তিনি তাঁহার প্রিয় খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম ঘরে ঘরে প্রচার করিবেন এই উৎসাহে মনে মনে চির-কৌমার্য্য-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কলিকাতাতে উপস্থিত হইয়া তিনি যে কার্য্য করিতে আসিয়াছিলেন, সে কার্য্য আরম্ভ করিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আর একটী দয়ার কার্য্যেরও সূত্রপাত করিলেন। পাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন, যে কলিকাতার মেডিকাল কলেজ হাঁসপাতালে অনেক দরিদ্র লোক পীড়িত হইয়া চিকিৎসার

নিমিত্ত আসিয়া বাস করে। মাতা, ভগিনী, স্ত্রী প্রভৃতি কোন আত্মীয় স্বজন নিকটে থাকে না; তাহাদিগকে একটী মিষ্ট কথা বলে এমন কেহ থাকে না; রোগ-যন্ত্রণাতে যখন তাহাদের চিত্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন দুইটী ধর্ম্মের কথা বলিয়া তাহাদিগকে একটু আশ্বস্ত করে এমন কাহাকেও দেখা যায় না। উক্ত সাধ্বী রমণী এদেশে আসার কিছু দিন পরেই এই নিয়ম করিলেন যে প্রতি রবিবার যখন তাঁহার অন্য কাজ থাকিবে না, উক্ত হাঁসপাতালে গিয়া রোগীদের শুশ্রূষা করিবেন, এবং তাহাদের নিকট নিজের ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেল গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইবেন। এইরূপ কিছুদিন চলিতে লাগিল। তাঁহার এমনি সস্নেহ ভাব, এমনি সৌজন্য, এমনি দয়া, এমনি অমায়িক ব্যবহার যে রবিবারে তাঁহাকে দেখিবার জন্য কত রোগী উৎসুক অন্তরে অপেক্ষা করিত। তাঁহাকে পাইয়া অনেকের মাতা ও ভগিনীর অভাব দূর হইতে লাগিল।

যাহাহউক সেই সময়ে উক্ত হাঁসপাতালে দুই একটী ইউরোপীয় বারবনিতা পীড়িতা হইয়া বাস করিতেছিল। ঐ সকল হতভাগিনী রমণী উদরের অন্নের জন্য এদেশে আগমন করিয়া ঘোর পাপের কূপে নিমগ্ন হইয়া নানা-প্রকার দুর্গতি ভোগ করিতেছিল। তাহাদের শোচনীয় দশা দেখিয়া উক্ত ধর্ম্ম-পরায়ণা মহিলার প্রাণে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। তিনি ভগিনীর ন্যায় তাহাদের পার্শ্বে বসিয়া ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ করিয়া ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝাইতে লাগিলেন এবং পাপের জঘন্য মূর্ত্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। একদিন ঐ হতভাগিনীদিগের মধ্যে একজন অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহাকে বলিল "ভগিনি! আমাদের নিকট আর ধর্ম্মের কথা বলেন কেন! আমাদের ত আর সৎপথে ফিরিবার আশা নাই। আর আত্মীয় স্বজনের ঘরে আমাদের স্থান নাই; আর বন্ধুবান্ধবের নিকট আদর নাই; সমাজের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে, আমাদিগকে সকলে এই পাপের কূপে আজন্ম ডুবিয়া মরিবার জন্য বিদায় করিয়াছে। যদি পারেন আমাদিগকে আশ্রয় দিন, এ পাপজীবন হইতে উদ্ধার করুন, নতুবা ধর্ম্মের কথা বলিয়া আমাদের অনুতাপের আগুণ আর প্রজ্বলিত করিবেন না।" এই কথা গুলি বাণের ন্যায় ঐ পবিত্র প্রাণা সদয়-হৃদয়া ধর্ম্মশীলা রমণীর প্রাণকে বিদ্ধ করিল। তিনি যখন রবিবার রবিবার ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ করিবার সঙ্কল্প করিয়া উক্ত স্থানে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তখন যে আবার কাহারও রক্ষা ও প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা স্বপ্নেও জানিতেন না। এই অনুরোধে তাঁহার চিত্তকে আর এক পথে ফিরাইয়া দিল। কিরূপে এই হতভাগিনীকে আশ্রয় দি, এই চিন্তা করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

সাধু যার সঙ্কল্প ঈশ্বর তাহার সহায়; তাঁহাকে চিন্তিত দেখিয়া এবং তাঁহার চিন্তার কারণ জানিতে পারিয়া একজন বন্ধু ও তাঁহার স্ত্রী ঐ হতভাগিনী স্ত্রীলোককে আপনাদের বাড়ীতে আশ্রয় দিতে সম্মত হইলেন। কুমারী ফি—প্রফুল্ল অন্তরে তাহাকে হাঁসপাতাল হইতে লইয়া উক্ত পরিবার মধ্যে আশ্রয় দিলেন। তাহাঁর রবিবারের কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় চলিল। ক্রমে আরও দুই তিনটী পতিতা রমণী আশ্রয় ভিক্ষা করিল, তখন তাহাদের জন্য একটী বাড়ী ভাড়া করা আবশ্যক হইল। কুমারী ফি—একটী বাড়ী ভাড়া করিলেন, সেই বাড়ীতে তাহাদিগকে স্থান দিলেন, এবং নিজে তত্ত্বাবধায়িকা হইলেন। চাঁদা করিয়া টাকা তুলিয়া তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহ করিলেন। এক্ষণে তাহাদের রক্ষা ও শিক্ষা দান তাঁহার প্রধান কার্য্য হইল।

কিন্তু দুই একটী করিয়া অনেকগুলি স্ত্রীলোক জুটাতে চাঁদার টাকা দ্বারা আর তাহাদের ব্যয় সঙ্কুলান করিতে পারেন না। ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত টানাটানি হইতে লাগিল। একদিন এমন অবস্থা উপস্থিত যে আর একদিনেরও খরচের টাকা নাই। উক্ত সাধ্বী মহিলার হৃদয় চিন্তাভারে অবসন্ন হইতেছে, কোন দিকে টাকার কোন সম্ভাবনা দেখেন না; ইতিমধ্যে অনেক ঋণ হইয়াছে আর ঋণ করা উচিত বোধ হইতেছে না; এ দিকে এত গুলি নিরাশ্রয়া স্ত্রীলোক সম্পূর্ণরূপে তাঁহার উপরে নির্ভর করিতেছেন। এই মনের ক্লেশে ঘরে দ্বার দিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বলিলেন; হা পরমেশ্বর! ইহাদিগকে পাপপথ হইতে এতদূর আনিয়া কি শেষে পরিত্যাগ করিতে হইল! কাঁদিয়া তিনি পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—বলিলেন, হে নাথ! আমি অনাথা স্ত্রীলোক, দরিদ্রের কন্যা। আমার কি সাধ্য আছে, যে ইহাদিগকে প্রতিপালন করি। যদি ইহাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করা তোমার ইচ্ছা হয়, এ দাসীকে সে বিষয়ে সমর্থ কর। আশ্চর্য্যের বিষয় পরদিন প্রাতঃকালে হঠাৎ এক জন বন্ধু অনেকগুলি টাকা দান-স্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন। ঋণের দুর্ভাবনা দূর হইল, এবং তাঁহার কার্য্যও সুন্দররূপে চলিল। তদবধি আর তাঁহাকে চাঁদা করিতে হয় নাই, ক্রমে তাঁহার এই প্রশংসনীয় অনুষ্ঠানের কথা জানিতে পারিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এক খণ্ড প্রশস্ত ভূমি দিলেন। সেই ভূমি খণ্ডে তিনি ৭৫০০০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া এই সকল হতভাগিনী স্ত্রীলোকের রক্ষণের জন্য একটী প্রকাণ্ড বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তাহাতে অন্যূন ২০।২৫ টী স্ত্রীলোক আশ্রয় পাইয়া শিক্ষিত হইতেছে। বর্ষে বর্ষে অনেক স্ত্রীলোক এখান হইতে বাহির হইয়া কর্ম্ম কাজ করিতে যায়, কেহ কেহ

আবার বিবাহ করিয়া পরমসুখে ঘর কন্না করিতেছে; কেহ কেহ সুশিক্ষিত হইয়া শিক্ষকতা কার্য্য করিতেছে। এই রমণী এখনও জীবিত থাকিয়া উৎসাহ, অনুরাগ ও ঈশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাসের সহিত কার্য্যকরিতেছেন; এই জন্য তাঁহার নাম এখন আমরা প্রকাশ করিলাম না।

এই সদাশয় নারীর দয়ার কথা শুনিয়া কাহার না হৃদয় আর্দ্র হয়? ইহাত একটী দৃষ্টান্ত, এরূপ আরও কত স্ত্রীলোক চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে দেহ, মন, উৎসর্গ করিয়াছেন। আমাদের এ দুর্ভাগ্য দেশে বিবাহিত হইয়া অন্তঃপুর মধ্যে বদ্ধ থাকা ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর গত্যন্তর নাই। এমন কি হিন্দুসমাজে যে অসংখ্য বালবিধবা বাস করিতেছেন, পরের গলগ্রহ হইয়া পরের কৃপাদত্ত অন্নমুষ্টি দ্বারা জীবন ধারণ করা ভিন্ন তাঁহাদেরও আর গত্যন্তর নাই। অন্তঃপুর অন্ধকার মধ্যে এমন অনেক দয়াবতী বিধবা নিশ্চয় আছেন, যাহাঁরা কার্য্যক্ষেত্র পাইলে এইরূপে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া জগতের কত কল্যাণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ের সৎপ্রবৃত্তি সকল ম্লান হইয়া গেল। যখন এ দেশের নারীগণ আপনাদিগকে ধর্ম্মপথে রাখিয়া পবিত্রতা বলে বলী হইয়া ঈশ্বরের কৃপা ও সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া দেশের দুর্গতি নিবারণে দুঃখীর দুঃখ হরণে, দরিদ্রের দারিদ্র্যে বিমোচনে, পাতকীর উদ্ধার সাধনে অগ্রসর হইবেন, তখন সমাজের প্রকৃত উন্নতির দিন নিকটস্থ হইবে।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মাতা।

(১৮৫ সংখ্যা—৫২ পৃষ্ঠার পর।)

মাতার এই প্রকার পক্ষপাতী ব্যবহারে নেপোলিয়ন অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইলেন। আজি তিনি ফ্রান্সের হর্ত্তা কর্ত্তা ও বিধাতা এবং "অর্দ্ধ জগতের অধীশ্বর"। কোথায় সপরিবারে সৌভাগ্যের উচ্চতম মঞ্চে আরূঢ় হইয়া সাংসারিক সুখের পরাকাষ্ঠা উপভোগ করিবেন, না মাতা তাঁহার বিঘ্ন উৎপাদন করিলেন, এই চিন্তায় সম্রাট্ নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। এই জন্যই যখন তিনি পরিবারবর্গের মধ্যে প্রথম উপাধি ও পদ বিতরণ করেন, তখন মাতার নাম মাত্রও করেন নাই। ইহাতে রামলিনী অণুমাত্র দুঃখিত না হইয়া বরং আনন্দ প্রকাশ করিতেন, যে সে সময়ে নেপোলিয়ন্ তাঁহাকে উচ্চনাদী পদ প্রদান করিলে তিনি দুর্ভাগ্য লুসিএনের যথোচিত সান্ত্বনা বিধান করিতে পারিতেন না। যাহা-

হউক মাতা ও পুত্রের এরূপ অসদ্ভাব বহুদিন স্থায়ী হয় নাই। রামলিনী স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ অপত্যস্নেহ বশতই হউক, অথবা অতিদর্পীর গঠিত অভিমান স্বাভাবিক ভাবে পরাস্ত হইয়াই হউক, কিপ্রকারে যে ইঁহাদিগের পরস্পরের পুনর্ম্মিলিন হইয়াছিল, ইঁহাদিগের চরিতাখ্যায়কেরা তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। কিছুদিন পরেই রামলিনী পারিসে আহূত হইলেন। সম্রাট্ মাতার উপযুক্ত আড়ম্বর ও সম্মাননা প্রদর্শনে অণুমাত্র ত্রুটী হয় নাই। সম্রাট-কুলপ্রথারূপ তিনি ম্যাডাম মিয়ার নামে আখ্যাত হইলেন, ৮০০০০ অশীতি সহস্র লিবর তাঁহার বার্ষিক বৃত্তি নিরূপিত হইল, পান্থনিবাস, আতুর নিবাস, অতিথিশালা এবং যাবতীয় ধর্ম্মশালার তিনি একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী স্বরূপ নিযুক্ত ছিলেন। রুসেণ্ট ডোমিনিক নামক অট্টালিকা তাঁহার বাসার্থ প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা সম্রাট্ মাতার বাসোপযোগী করিয়া সুসজ্জিত করিতে প্রভূত অর্থ ও যত্ন ব্যয়িত হইয়াছিল। স্বয়ং লুসিত্রন ইহার সজ্জা পরিদর্শন করিতেন। রামলিনী এই দেব-বাঞ্ছিত প্রাসাদে বাস করিয়া অর্দ্ধ-ভূমণ্ডলাধিপতি সম্রাটের মাতা ও অতুল সম্পদ ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়া রাজভোগে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। সম্পদের উচ্চশিখরে আরোহণ করিলে, ঊর্দ্ধে নেত্র উন্নত করিয়া অনেকেরই মস্তক বিলোড়িত হইয়া থাকে, এবং দিগ্‌বিদিগ জ্ঞানশূন্য হইয়া আরও ঊর্দ্ধে উঠিবার জন্য যত্নাতিশয় করে—পাছে নামিতে হয় বলিয়া প্রাণান্তেও নিম্ন দেশে দৃষ্টিক্ষেপ করে না। কিন্তু রামলিনী সেরূপ ধাতুর স্ত্রীলোক ছিলেন না। তিনি সৌভাগ্যের উচ্চতম চূড়ে অবস্থিতি করিয়াও সর্ব্বদাই পূর্ব্বকার দীন অবস্থা স্মরণ করিতেন, এবং পার্থিব সকল পদার্থের মধ্যে সম্পদ অত্যন্ত চঞ্চল বলিয়া তাহাতে অণুমাত্র আসক্তি প্রদর্শন করিতেন না। "সম্রাট্-মাতা" নাম অপেক্ষা বিনীত ব্যবহার ও চরিত্র মাধুর্য্যে তিনি অধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। যিনি একবার তাঁহার সহিত আলাপন করিতেন, তিনি আর কখনও তাঁহাকে ভুলিতে পারিতেন না। তিনি ধনী দীন, উচ্চ নীচ শ্রেণীনির্ব্বিশেষে সকলের সহিত সম্মিলিত হইতেন। অধিশ্রিত স্থাপনা সকলের স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতেন। প্রতি-বেশবাসী প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁহার সান্ত্বনালাপে কৃতার্থমন্য হইয়া চির কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার গুণানুবাদ করিত। সম্পদের পর সম্পদ। ক্রমে তাঁহার আর চারিটী পুত্রও চারিটী প্রদেশের অধীশ্বর হইলেন। জোসেফ্ নেপল্‌সের পরে স্পেনের রাজা, লুসিএন কেনিনোর রাজা, লুই হলাণ্ডের রাজা এবং জিরোম ওয়েষ্টফেলিয়ার রাজা হইলেন। কন্যাগণও এক এক জন প্রসিদ্ধ খ্যাত নামা নরপতির পাটরাণী হইয়াছিলেন। ইহা বলা বাহুল্য যে এই সকল লোকাতীত সম্মান ও আশাতীত সম্পদ একমাত্র ভুবনবিজয়ী সম্রাটের অলৌকিক বাহুবলে ও অসামান্য বুদ্ধি কৌশলেই সংঘটিত হইয়াছিল। রত্নগর্ভা রামলিনী এইরূপে সম্রাট্ মাতা, রাজমাতা ও রাজ্ঞী-মাতা হইয়া জগতে পূজিতা হইলেন। তাঁহার বার্ষিক বৃত্তি বৃদ্ধি হইয়া ক্রমে এক কোটি ফ্রাঙ্ক নির্দ্ধারিত হইল। এরূপ অতুল সমৃদ্ধি-শালিনী ও লোক-দুর্লভ সম্মানের অধিকারিণী হইয়াও রামলিনী ক্ষণ মাত্রও গর্ব্বিতা বা স্ফীতা হইতেন না। তাঁহার স্বাভাবিক সরল ভাব সর্ব্বদাই তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রকাশিত থাকিত। তিনি বহুদিন হইতে পার্থিব অবস্থার অস্থায়িত্ব অনুভব করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং এ সম্পদ যে চিরদিন থাকিবে না তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। এই জন্যই তিনি অনেক বিবেচনা করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। মিতব্যয়িতা তাঁহার একটী স্বাভাবিক গুণ, সুতরাং তাঁহার নির্দ্ধারিত অপরিমেয় বৃত্তির অধিকাংশই তিনি সঞ্চয় করিতেন। অসময়ে এই সঞ্চিত অর্থ দ্বারা তিনি তাঁহার দুর্ভাগ্য সন্তান সন্ততির দুঃখ মোচন করিতে সক্ষম হইবেন ইহা ধারণা ছিল। (ক্রমশঃ)

ভারতে নারীহত্যা।

ইংরাজেরা সিন্ধুদেশ জয় করিয়া যখন তথায় আপনাদের রাজত্ব স্থাপন করেন, তখন সার চারলস্ নেপিয়ার নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ সৈন্যাধ্যক্ষের উপর উক্ত প্রদেশ শাসনের ভার অর্পিত হয়। সার চারলস্ নেপিয়ার শাসন-ভার গ্রহণ করিয়াই জানিতে পারিলেন, যে সিন্ধুদেশের লোকেরা সামান্য অপ-রাধে স্বীয় স্বীয় স্ত্রীকে হত্যা করিয়া থাকে। তিনি অবিলম্বে এই নৃশংস আচরণ নিবারণ করিবার জন্য কঠোর শাস্তি বিধানের উপায় করিলেন। দণ্ডের ভয়ে লোকে আর এক কৌশল অবলম্বন করিল, স্ত্রীদিগকে হত্যা করিয়া প্রচার করিয়া দিত যে তাহারা আত্মহত্যা করিয়াছে। লর্ড নেপিয়ার ইহাতে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া সিন্ধুবাসীদিগের প্রতি এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিলেন। উক্ত ঘোষণা পত্র ১৮৪৭ সালে প্রচারিত হয়, আমরা নিম্নে সেখানি অনুবাদ করিয়া দিতেছি—দেখিয়া পাঠক ও পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিবেন এই ভারতবর্ষে নারীজাতিকে কত দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইয়াছে।

"সিন্ধুবাসিগণ প্রণিধান কর, গবর্ণমেণ্ট তোমাদিগকে স্বীয় স্বীয় স্ত্রী-হত্যা করিতে বার বার নিষেধ করিয়াছেন।

ইংরাজেরা তোমাদের দেশ যখন জয় করেন, তখন এই মহাপাপ তোমাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল ছিল। তোমাদের জেতাদিগের ধর্ম্মে স্ত্রীহত্যাকে মহাপাতক বলিয়া গণ্য করে—তাঁহাদের আইনকে অগ্রাহ্য করে এমন সাধ্য কার? যাহারা তাঁহাদের বিধি লঙ্ঘন করিতে সাহসী হয়, তাহাদের কপালে অনেক দুঃখ আছে। কেবল তাহাই নয়, হে সিন্ধুবাসিগণ! বেলুচি স্থান বাসিগণ! তোমরা ত মহম্মদের শিষ্য, তোমাদের প্যাগম্বর কি স্ত্রীহত্যা করিতে নিষেধ করেন নাই? তোমরা স্ত্রীদিগকে হত্যা করিয়া কেবল যে আমাদের ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ কর তাহা নহে, তোমাদের নিজ ধর্ম্মেরও বিরুদ্ধাচরণ কর। গবর্ণমেণ্ট কখনই এরূপ করিতে দিবেন না; এই জন্য গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীঘাতকদিগকে শাস্তি দিতে আরম্ভ করেন, এবং এই মহাপাপ হ্রাস হইতে লাগিল। তোমাদের মধ্যে কতকগুলি লোক এমন মূর্খ যে তাহারা মনে করে ইংরাজদিগকে সহজে প্রতারণা করা যায়; অনেক স্থলে অনেক লোক আপন আপন স্ত্রীদিগকে ফাঁসি দিয়া মারিয়া প্রচার করিয়া দিয়াছে যে ঐ হতভাগিনীরা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে। তোমরা কি মনে কর, যে গবর্ণমেণ্ট তোমাদের কথা বিশ্বাস করিয়া ভাবিয়াছেন, যে এত গুলি স্ত্রীলোক বাস্তবিক আত্মহত্যা করিয়াছে, তোমরা কি বিশ্বাস কর যে এরূপ প্রবঞ্চনা দ্বারা গবর্ণমেণ্টকে প্রতারণা করিতে পারিবে, যে গবর্ণমেণ্ট এত গুলি স্ত্রীলোককে অবাধে হত হইতে দিবে? যদি তোমাদের এরূপ বিশ্বাস হয়, তবে তোমাদের সে বিশ্বাস যে কিরূপ ভ্রান্ত তাহা শিক্ষা দিবার প্রয়োজন হইয়াছে। নিশ্চয় জানিও তোমরা যদি এখনও এই পাপে লিপ্ত থাক, তোমাদিগকে বিশেষ ক্লেশভোগ করিতে হইবে। তোমাদিগকে স্পষ্টাক্ষরে জ্ঞাপন করা যাইতেছে, যে যদি কোন গ্রামে কোন স্ত্রীলোককে হত দেখা যায়, তাহা হইলে সমুদায় গ্রামের লোককে কঠিন অর্থদণ্ড করা হইবে, এবং বলপূর্ব্বক ঐ জরিমানা আদায় করা হইবে। গবর্ণমেণ্ট সে গ্রামের কার্দ্দারকে পদচ্যুত করিবেন; করাচি পর্য্যন্ত এই সমুদায় প্রদেশের মধ্যে হত স্ত্রীলোকদিগের স্বামীদিগের যত স্বসম্পর্কীয় লোক থাকিবে, সকলকে ধৃত করা হইবে, এবং তোমাদিগকে এমন বিপদে ফেলা হইবে যে, অতঃপর কোন স্থানে কোন স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়াছে শুনিলে তোমাদিগকে কম্পিত হইতে হইবে, কারণ যে দিন যেখানে এমন ঘটনা ঘটিবে সে দিন সেখানকার লোকের পক্ষে এক অশুভ দিন হইবে। তোমরা সকলেই জান যে আমি যাহা বলিতেছি, তাহা ন্যায়-সঙ্গত, কারণ আমরা স্ত্রীহত্যা নিবারণের জন্য শাস্তির নিয়ম করিবার পূর্ব্বে সিন্ধুদেশে স্ত্রী-

লোকের আত্মহত্যার কথা শ্রুত হওয়া যায় নাই এবং এই বৎসরে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোককে উদ্বন্ধনে হত হইতে দেখা গিয়াছে। তাহাদের পরিবার পরিজনের লোকেরা এই মিথ্যা কথা প্রচার করিয়াছে যে তাহারা আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহাদের স্বামীদিগকে ধিক্, তাহাদের ভাগ্যে অনেক যাতনা আছে, কারণ এরূপ পাপিষ্ঠদিগের দ্বারা ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কখনই প্রতারিত হইবেন না। ঐ ঘাতকদিগকে কঠিন পরিশ্রমে জীবন শেষ করিবার জন্য সাগর পার করিয়া দ্বীপান্তরে পাঠাইব আর কেহ তাহাদের বার্ত্তাও শুনিতে পাইবে না।"

এই ঘোষণা পত্রটী পাঠ করিয়া পাঠক পাঠিকার মনে কি ভাব হইতেছে? হায়! হায়! এদেশের হতভাগিনী অসহায়া স্ত্রীলোকদিগকে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য একজন ইংরাজ শাসনকর্ত্তাকে কতই না চেষ্টা করিতে হইয়াছিল! যিনি একজন সেনাপতি ছিলেন, মানুষ মারাই যাঁহার ব্যবসায়, এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের জন্য তাঁহারও প্রাণ এত কাঁদিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের আত্মীয় স্বজনের প্রাণ কাঁদিত না। মুসলমানদিগের মধ্যে স্ত্রীহত্যা প্রথা চিরকালই প্রচলিত ছিল। যেখানে বহুবিবাহ এবং কঠিন অবরোধ প্রথা, সেখানে অন্তঃপুর মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অনেক অত্যাচার হইতে পারে এবং বাহিরের জন প্রাণী তাহার সংবাদ জানিতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। আগরাস্থিত মুসলমান সম্রাটদিগের কেল্লাতে যাঁহারা কখনও পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয় মাটির নীচে একটী অন্ধকার ঘর দেখিয়া থাকিবেন, ঐ ঘরে একটী প্রকাণ্ড ফাঁসি কাষ্ঠ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়; শুনা যায় সম্রাটের অগণ্য স্ত্রীর মধ্যে যখন কাহারও প্রতি সম্রাট বিরক্ত হইতেন, তখন তাহাকে ঐ ঘরে ফাঁসি দেওয়া হইত। এইরূপে যে কত অসহায় স্ত্রীলোকের প্রাণ গিয়াছে, তাহা কে গণনা করিতে পারে!

এখনও কি স্ত্রীহত্যা দেশ হইতে সম্পূর্ণ রূপে গিয়াছে? এরূপ অনেক ঘটনা আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছে, যে স্থানে স্থানে স্বামী বা শ্বশ্রূগণ পুত্রবধূদিগকে শাস্তি দিতে গিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে, এবং পরে গলে রজ্জু দিয়া ঝুলাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া রব তুলিয়া দিয়াছে। এরূপ কত নৃশংস কাণ্ড সমাজের মধ্যে ঘটিতেছে! বঙ্গীয় কুলবধূদিগের অবস্থার বিষয়ে স্বতন্ত্র প্রস্তাবে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

দেশ ভ্রমণ।

সুয়েজ খাল।

বর্ত্তমান কালে বাণিজ্য ও গতায়াত জন্য যত প্রকার ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য্য হইয়াছে, তন্মধ্যে সুয়েজ খাল সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। ইহা ইয়ুরোপের দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী ভূমধ্যস্থ সাগর এবং আফ্রিকা ও আরব দেশের মধ্যবর্ত্তী লোহিত সাগরকে সংযোগ করিয়া কর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা ইয়ুরোপীয় জাতির অসাধারণ অধ্যবসায় ও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কথিত আছে, যে খৃষ্টের জন্মের পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বে এই দুই সাগর সংযুক্ত করিয়া অন্য একটী স্থান দিয়া একটি খাল কাটা হইয়াছিল; কিন্তু ক্রমে ক্রমে খালের মুখটি বালুকারাশি দ্বারা পূর্ণ হইয়া শেষে অষ্টম শতাব্দিতে তাহা একেবারে বন্দ হইয়া যায়। বর্ত্তমান শতাব্দীতে ইয়ুরোপের কয়েকটি প্রধান প্রধান জাতি, উক্ত স্থানে খাল কর্ত্তন হইতে পারে কি না, তদ্বিষয় বিবেচনার্থ কয়েকটি সভা নিযুক্ত করেন। সভ্যেরা দেখিলেন যে ভূমধ্যস্থ সাগর ও লোহিত সাগরের সমতা একই। কিন্তু এই অসমসাহসিক কার্য্যে কেহই প্রথমতঃ অগ্রসর হইলেন না। এমন কি, যে ব্রিটিস সাম্রাজ্যের, ভারতবর্ষের সঙ্গে এত

মন্ত্রিপ্রবর লর্ড পামরষ্টোন ইহার বিরোধী ছিলেন। অবশেষে ফার্ডিনাণ্ড লিসেপ্‌স নামক প্রসিদ্ধ ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার তদানীন্তন মিসরের খিদিবের নিকট অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তাহা শেষ করেন। এজন্য নূতন নূতন যন্ত্র প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। মিসরে শ্রমজীবীদের মজুরি কম ছিল, সেই জন্যই সহস্র সহস্র লোক আনিয়া খাটান হইয়াছিল। যে রাজ্ঞী ইয়ুজিন এখন ইংলণ্ডে নির্ব্বাসিতের মত বাস করিতেছেন, তিনি স্বয়ং ফ্রান্স হইতে আসিয়া ইয়ুরোপীয় ও অন্যান্য জাতীয় সম্ভ্রান্ত লোকদের অগ্রণী হইয়া এই খাল খুলিয়া যান। যে ব্যাপার সম্পাদিত হইবে না বলিয়া লোকে উপহাস করিয়াছিল, লিসেপ্‌সের অসাধারণ সাহস, দৃঢ়তা ও কার্য্যদক্ষতা দ্বারা সম্পন্ন হইল। ইংলণ্ড পূর্ব্বে খাল খনন পক্ষে বিমুখ ছিলেন, তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসর হইল সুয়েজ খাল খনন কোম্পানীর অনেক অংশ ক্রয় করিয়াছেন। খালে যে সকল জাহাজ যাতায়াত করে, তাহার তৃতীয় চতুর্থাংশ ইংলণ্ডীয় অর্ণবপোত।

১৮৭৯ সালের ৩রা মার্চ্চ রাত্রি দুই

৭ই মার্চ্চ রাত্রিতে আমাদের জাহাজ ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল ও দূরে পোর্ট সেডের আলো দৃষ্ট হইল। ৮ই মার্চ্চ প্রত্যূষে আমরা খালে উপস্থিত হইলাম। উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্র হইতে খালে আসিয়া বড়ই আরাম বোধ হইল। পূর্ব্ব রাত্রিতে যে আলো দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা খালের মুখে অত্যুচ্চ আলোঘর হইতে আসিতেছিল। খালের উভয় উপকূলেই কেবল বালুকারাশি। তবে আমাদের দক্ষিণে আফ্রিকার উপকূলে মধ্যে মধ্যে বৃহৎ জলরাশি দেখা যাইতেছিল। এ সব লবণাক্ত জলাভূমি। খালটিতে একেবারে একখানার অধিক জাহাজ যাইতে পারে না, কিন্তু কিছু দূরে দূরে মধ্যে মধ্যে ষ্টেসন আছে, তথায় যে জাহাজখানা পূর্ব্বে পঁহুছে, তাহাকে নঙ্গর করিয়া থাকিতে হয়। অপর দিক্ হইতে জাহাজ চলিয়া গেলে, আবার যাইবার পথ খোলসা হয়। খালের পাড় দিয়া বরাবর তার চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং সহজেই জাহাজাদির গতিবিধি অনুভব করা যায়। পোর্ট সেডে বাজার আছে, তথা হইতে এক জন করিয়া পথ প্রদর্শক (Pilot) নাবিক ও আবশ্যকানুসারে কয়লা ও ভাল জল লওয়া হয়। এই জল কোথাকার, পাঠিকারা কি তাহা ঠিক্ করিতে পারেন? দূরস্থিত কেরো নগর সমীপস্থ নীলনদ হইতে খাল কাটিয়া পোর্ট সেডে এবং সুয়েজ রাস্তার অর্দ্ধপথ ইসমেলিয়াতে আনীত হইয়াছে। তথা হইতে খালের সকল স্থানেই মিষ্ট পানীয় জল পাইবার সুবিধা করা হইয়াছে। আমরা জাহাজ লাগাইবার ষ্টেসনে ষ্টেসনে কতক গুলি গাছ দেখিতে পাইলাম, তাহা কেবল সেই জলসিঞ্চনে বর্দ্ধিত হইতেছে। লবণাক্ত জলে কখনও গাছ হয় না। আরব উপকূলে কেবল বালুকারাশি, কোন এক জায়গায় কতকগুলি কুড়ে ঘর, উষ্ট্র ও খালের পারে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ স্ত্রী ও শিশু দৃষ্ট হইল। পোর্ট সেড্ ছাড়িয়া অল্পদূরেই, খাল পার হইবার জন্য নৌ-সেতু আছে। এরূপ প্রবাদ যে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঠিক্ এই রাস্তা দিয়া লোক সকল খৃষ্টের জন্মস্থান পালেষ্টিন, সিরিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে মিসরে গমন করিত। যাহারা খ্রীষ্টিয়ানদের ধর্ম্মপুস্তক বাইবেল গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত থাকিবেন যে এই স্থান দিয়া জাকবের সন্তানগণ শস্য সংগ্রহার্থ মিসরদেশে গমন করিয়াছিলেন। এই নৌ-সেতু ধূমকল দ্বারা চালিত হয়। পূর্ব্বতন কালের লোকেরা কি প্রকারে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতেন, আর এ সময়ে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদের আবিষ্কৃত নূতন কল স্থাপিত হইয়া গমনাগমনের কত সুবিধা হইয়াছে, ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

ইংরেজদের সঙ্গে মিসরীয় সৈনিক দলের যুদ্ধ সংবাদ জ্ঞাত হইবার পূর্ব্বেই

উপরের বর্ণনাগুলি লিখিত হয়। এখন যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া সুয়েজ খালের আবশ্যকতা ইয়ুরোপীয়দিগের নিকট অধিকতর প্রতিপন্ন হইতেছে। বোম্বে হইতে ভারতবর্ষীয় লোকের ব্যয়ে যে প্রায় ১০০০০ হাজার সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে, তাহারা সকলেই সুয়েজ বন্দরে পঁহুছিয়াছে। ওদিকে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরের আক্রমণের পর আফ্রিকার এসেণ্টী দেশের যুদ্ধ-প্রসিদ্ধ জেনেরল উল্‌সলি ইংরেজ সৈন্য সমেত মিসরে পঁহুছিয়াছেন।

সুয়েজ খালের পরে পোর্টসেড, ইস্‌মেলিয়া ও সুয়েজ বন্দরের বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। সুয়েজখাল দীর্ঘে ৮৩ মাইল। খাল খনন হওয়ার সময় হইতেই, পোর্টসেড বন্দরের উৎপত্তি। ভূমধ্য-সাগর হইতে খালের মুখে আসিয়া প্রায় সকল জাহাজকেই এই বন্দরে কতক ক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয়। এই স্থান হইতে কয়লা বা পানীয় জল আবশ্যক-মত গ্রহণ করিতে হয়। ইয়ুরোপ হইতে আসিতে এইস্থলেই প্রথমতঃ ভারতবর্ষীয় মুদ্রা ভাঙ্গান যায়। ইস্‌মে-লিয়ার সম্মুখেই বৃহৎ হ্রদ। সেই হ্রদে যাহাদের কেরো প্রভৃতি যাইতে ইচ্ছা হয়, তাঁহাদের জন্য একখানা ছোট জাহাজ অপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহা-দ্বারা তাঁহারা ইস্‌মেলিয়ায় গমন করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে আসিতে খাল হইতে বাহির হইয়াই সুয়েজ নগর দৃষ্টি-পথে পতিত হয়। এখন যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া বিলাতের পত্রাদি সুয়েজ হইতে রেল-যোগে আলেকজান্দ্রিয়ায় নীত না হইয়া বরাবর সুয়েজ খাল দিয়া ইতালিবন্দর ব্রিণ্ডিসিতে পঁহুছে। বিস্তীর্ণ মরুভূমির পরেই সুয়েজ বন্দর। রেল হওয়ার পূর্ব্বে, উষ্ট্র ভিন্ন তথায় যাতায়াতের অন্য কোন উপায় ছিল না। আমরা সংবাদপত্রে দেখিয়াছি যে, ভারতবর্ষের সৈন্যদের সুয়েজ হইতে কেরো যাওয়ার জন্য অনেক উষ্ট্র ভারতবর্ষ হইতে তথায় পাঠান হইয়াছে। যে সুয়েজ, মরুভূমির মধ্য স্থিত হইয়া সভ্যতা-সম্ভূত সুখ-স্বচ্ছন্দতা হইতে বঞ্চিত ছিল, এখন সুয়েজ খাল খনন দ্বারা তাহা সমগ্র ইয়ুরোপীয় জাতির বাণিজ্য সমাগমের প্রধান বন্দর বলিয়া খ্যাত হইয়াছে।

ক্রমশঃ।

স্ত্রীজাতির সদ্‌গুণ বিষয়ে কথোপাকথন!

(২১১ সংখ্যা ১০৬ পৃষ্ঠার পর।)

প্রমদা। দিদী! কাল সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারি নাই, চাটুর্য্যেদের বৌর কথা মনে হয় আর হাসি পায়। তবে এদেশে স্ত্রীলোক পতিব্রতা হবে কেমন করে?

নির্ম্মলা। কেন বোন! এদেশে পতি-ব্রতা হবার বাধা কি?

প্রমদা। স্বামীর সর্ব্বদা সেবা করা তাঁহার অনুগত হওয়া যখন পতিব্রতার লক্ষণ, তখন এদেশে সে কার্য্য কি প্রকারে হবে? সমস্ত দিন স্বামীর সঙ্গে দেখা শুনা নাই, চোরের মত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হয়,তবে সেবা ভক্তি করিবে কিরূপে?

নির্ম্মলা। ও কুপ্রথা ভারতবর্ষে ছিল না, মুসলমান রাজপুরুষদিগের ভয়ে বৌ ঝিকে গৃহের মধ্যে লুকাইয়া রাখিতে হইত, ক্রমে সেই ভয় দেশাচারে দাঁড়া-ইয়াছে। যাহাহউক এখন ইংরাজি শিক্ষার প্রসাদে লোকের জ্ঞান চক্ষু প্রস্ফুটিত হইতেছে, এখন কোন কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্র পরিবারে স্বামীস্ত্রী সকলের সম্মুখে আলাপ করেন, তাহাতে কেহ নিন্দা করেন না।

প্র। মরুক, ও দেশাচার উৎসন্ন গেলেই ভাল, ও কথায় আর প্রয়োজন নাই। তুমি বলিয়াছ যে, পতিপরায়ণা হওয়া, পতি সেবা করা, পতির অনুগতা হওয়াই পতিব্রতার লক্ষণ। সচ্চরিত্র ধার্ম্মিক পতি হইলে তোমার কথা অনা-য়াসে পালন করা যায়। বিবেচনা কর, পতি মাতাল দুশ্চরিত্র,তাহার ব্রতা হইব কি প্রকারে?

নি। যখন পতি ভিন্ন নারীর অন্য বন্ধু নাই, তখন পতিকে সেবা করিতেই হইবে। কিন্তু মাতাল দুশ্চরিত্র পতির অনুগতা হইব না। স্ত্রী যদি পতিকে আন্তরিক ভাল বাসিতে পারেন, তবে পতি নিশ্চয়ই ভাল হইবেন সন্দেহ নাই। অনেক স্ত্রী আছেন তাঁহারা পতির একটু দোষ দেখিলে তাহা তাল প্রমাণ করিয়া লোকের নিকট প্রকাশ করেন। তাঁহারা হয়ত মনে করেন পতিকে নিন্দা করিলে পতি নিন্দাভয়ে ভাল হইবে। কেহ কেহ দুশ্চরিত্র পতিকে গালিবর্ষণ করিয়া শতমুখী অস্ত্র দ্বারা শুশ্রূষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। দুশ্চরিত্র পতি ইহাতে ভাল না হইয়া বরং ক্রমে অধিক বিকৃত হইয়া পাপের হ্রদে মগ্ন হইয়া থাকে।

প্র। তবে কি উপায়ে স্বামীকে ভাল করা যায়? শুনেছি ঔষধ খাওয়াইলে স্বামী শীঘ্র বশ হইয়া যায়।

নি। ছিছি বোন! ঔষধের কথা মুখেও আনিও না। উহাতে সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। ঐ দেখ চৌধুরীদের কি দুর্ঘটনা হইয়া গেল। এ গ্রামে চৌধুরীরা যে বড় লোক তাহা সকলেই জানে। ঐ বড় বংশের একটী মাত্র বংশধর ছিলেন। চৌধুরীর স্ত্রীর মনে সন্দেহ হইল যে, চৌধুরী দুশ্চরিত্র হইয়াছেন। এই সন্দেহে চৌধুরাণী চৌধুরীকে বশী-ভূত করিতে বিবিধ উপায় করিতে লাগি-লেন। শর্ষে পড়া, গোবরের শিব পূজা করা, প্রভৃতি যত উপায় আছে সকলই করিলেন, কিছুতেই কিছু হইলনা। অব-শেষে ভয়ানক ঔষধ সংগ্রহ করিয়া খাও-য়াইলেন। সেই ঔষধের তেজে চৌধুরী

পুরে প্রস্থান করিলেন। পূর্ব্বে পতিব্রতার কত সম্মান ছিল এই আখ্যায়িকাই তাহার প্রমাণ।

পুরাণে পতিব্রতার অসংখ্য বিবরণ বর্ণিত আছে পতিসেবা করা ভারতনারীদিগের প্রধান ব্রত ছিল। (ক্রমশঃ)

সুখের মিলন।

জাতিতে কৈবর্ত্ত, নাম মহেশ সর্দ্দার
মাছ ধরে, ভূমি চষে খায়!
পিতামাতা ভাই বন্ধু সব গত তার,
পত্নীমাত্র সহায় ধরায়।

দুজনে গাঙের পাড়ে একা ঘর করে,
দুঃখ অন্ন সুখের করিয়া;
মহেশ লাঙ্গল চষে; প্রসন্ন অন্তরে
সৌদামিনী দেয় নিড়াইয়া।

সবল পুরুষ সেই বিশাল উরস,
বাহু স্থূল বজ্রের সমান,
প্রসন্ন, প্রফুল্ল চিত্ত সাহসী সবল
মুখ দেখে সুখী হয় প্রাণ!

যেমন পুরুষ সেই, তেমনি সে নারী,
সুস্থ দেহ, সবল শরীর,
কৃষ্ণকায় তবু কান্তি দেখি মনোহারী
আলো যেন করেছে কুটীর!

শ্রমে কেহ ক্লান্ত নয়, খাটে পাশাপাশি,
সুখে কাটে খাটিয়া সময়,
দুজনে বেগুণ তুলে, আর হাসি হাঁসি
প্রণয়েতে কত কথা কয়!

গোধন চরায় আর দুই জনে গায়,
কণ্ঠে কণ্ঠ হরিষে মিলায়ে,
কপোত কপোতী যেন বেধেঁছে কুলায়,
গায় গীত উভয়ে কুলায়ে।

অল্প ভূমি চষি যাহা করয়ে সঞ্চয়,
সুখে চলে তাতেই সংসার!
দুজনে দুমুষ্টি খেতে কতই বা ব্যয়?
হৃষ্ট চিত্ত তাই অনিবার।

আসিল অকাল ঘোর দেখ কিছুদিনে,
হাহা রব দেশেতে উঠিল;
কত যে মরিল প্রজা কেবা তাহা গণে,
ধনে প্রাণে গরিব মজিল।

মহেশ করিয়ে ঋণ মহাজন পাশে,
কোনরূপে তরিল দুস্তর।
ভাবিল করিবে শোধ পরের বরষে
সে সাহসে বাঁধিল কোমর।

কিন্তুরে দৈবের গতি কে বলিতে পারে,
রোগে তারে ফেলিল পাড়িয়া,
পড়িয়া রহিল ক্ষেত, কেবা দেখে তারে,
সৌদামিনী শুশ্রূষা লইয়া।

আপনি স্ত্রীলোক সেই কোদাল ধরিয়া,
যাহা পারে বুনিল ফসল,
তাই বেচে কোনরূপে দেয় চালাইয়া,
পতিসেবা করিছে কেবল।

উঠিল মহেশ, কিন্তু ঋণেতে ডুবিল,
একা আর সামালিতে নারে,
ওদিকে দারুণ ধনী ধরিয়া বসিল,
মায়া দয়া নাই একেবারে।

একদিন ক্ষেতে একা খাটিছে মহেশ
সৌদামিনী আছে পাকশালে,
আসিয়া ধনীর লোক ধরে তার কেশ,
ভাবে টাকা দিবে তাহা হলে।

উঠিল নারীর স্বর "রাখ রাখ" করি
নিমেষেতে ছুটিল মহেশ,
কুপিত সিংহের সম তার গলে ধরি
দিল শিক্ষা তাহারে বিশেষ।

শুনিয়া কুপিল ধনী, বলে কারাগারে
পাঠাইব, দিব প্রতিফল।
বলিয়া নালিশ করে গিয়ে রাজদ্বারে,
মহেশের কি আছে সম্বল।

অবলা কাঁদিয়া পড়ে সে ধনীর পায়,
বলে, "দয়া কর দুঃখী বলে;
সর্ব্বস্ব বেচিয়া দেনা করিব আদায়,
করে যাব অন্যদেশে চলে।"

শুদখোর ধনী সে সে কঠিন পরাণ,
অবলার অশ্রু না গণিল,
হেসে ফিরাইল তারে হইয়ে পাষাণ
মহেশেরে কয়েদে ফেলিল।

কারাদণ্ড হলো তার ছয় মাস তরে,
বন্দী করে লইল জেলায়,
কোথা থাকে সৌদামিনী বিরস অন্তরে,
বেচে কিনে চলিল তথায়।

মহেশ চলিল জেলে, সে থাকে বাজারে,
নিত্য নিত্য দেখিবারে যায়,।
কঠিন রক্ষক দ্বার ছাড়েনাক তারে,
দ্বারে বসে কাঁদিয়ে কাটায়।

তিন দিন কাঁদে, শেষে সাহেব দেখিল,
দয়া করে হইল আদেশ;
সৌদামিনী মৃতদেহে পরাণ পাইল,
কারাগারে করিল প্রবেশ।

তদবধি নিত্য নিত্য ফল মূল আনি
পতিপাশে করায় আহার,
দেখিয়া পত্নীর মুখ স্নিগ্ধ হয় প্রাণী,
কারা দুঃখ লাগে না তাহার!

প্রভাতে গৃহস্থ ঘরে খাটে সৌদামিনী,
দ্বিপ্রহরে আসে কারাগারে,
থাকিয়া দু তিন ঘণ্টা হইয়া সুখিনী,
পুন যায় আপন আগারে।

একদিন দ্বিপ্রহর হইল অতীত
সদু আর জেলে ত আসে না;
বাড়ে বেলা মহেশের পরাণ কম্পিত,
আর মন কিছুতে বাসে না।

উঠে, বসে, পথে চায়, জিজ্ঞাসে সবারে,
উপহাস করি সবে যায়,
কি করে, তাহার তত্ত্ব কে দেয় তাহারে,
দুই নেত্রে সলিল গড়ায়।

সন্ধ্যাতে সংবাদ এল মরে সৌদামিনী,
বিসূচিকা ধরেছে বাজারে;
"দেখাও পতিরে" বলে কাঁদিছে কামিনী,
অনুরোধ করিছে সবারে।

শুনিয়া উন্মত্ত মত ছুটিল মহেশ,
লৌহদ্বার নাহি সে গণনা,
দেখে দ্বার খুলে মাত্র করিছে প্রবেশ,
জল লয়ে ভৃত্য এক জনা।

জ্ঞানশূন্য হয়ে বেগে যায় বাহিরিয়া,
রক্ষী এক আছিল সেখানে,
কয়েদী পলায় দেখে আসিল ছুটিয়া,
শিরে তার লৌহদণ্ড হানে।

সজোরে হানিল দণ্ড, ছিন্ন তরু-সম
বিচেতন পড়িল ভূতলে;
প্লাবিত রুধিরে ভূমি একিরে বিষম!
একদণ্ডে প্রাণ গেল চলে।

মৃতদেহ বহে পুন লয় কারাগারে;
সৌদামিনী ও দিকে গোঙায়!
"ডেকে দেও ডেকে দেও" বলে বারে বারে,
কেঁদে ধরে সকলের পায়।

শেষে বলে ফল মূল লয়ে কেহ যাও
খাওয়াইয়া এস দয়া করে.
যাই আমি বলে এস যদি দেখা পাও,
এই বলে যাচে সর্ব্ব নরে।

ক্রমেতে চৈতন্য তার মিলায়ে আসিল,
অনুরোধ তখনো মুখেতে।
বাজারে শরীর তার পড়িয়া রহিল,
আত্মা ছুটী মিলিল সুখেতে।

বঙ্গমহিলা সমাজের তৃতীয় বাৎসরিক মহোৎসব।

গত ১লা আগষ্ট মঙ্গলবার সভ্যদিগের আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহে বঙ্গমহিলা সমাজের মহোৎসব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রায় একশত মহিলা সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। সকলেরই মুখে যেন আনন্দ ও উৎসাহের চিহ্ন প্রতিভাত হইতেছিল। প্রথমে একটী সঙ্গীত সহ সংক্ষিপ্ত উপাসনা হইয়া কার্য্য আরম্ভ হয়। পরে কবিতা আবৃত্তি হয়। বালিকাদিগের প্রকাশ্য সভাতে আবৃত্তি করিতে যে প্রকার সঙ্কোচ ভাব হয়, তাহা সেদিনকার সভাতে লক্ষিত হয় নাই, তাহারা স্পষ্ট ও সুন্দর রূপে কবিতা দুইটী আবৃত্তি করিয়াছিল। সম্পাদক শ্রীযুক্তা সুবর্ণপ্রভা বসু যে কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন, তাহা হইতে আমরা কতক অংশ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। সাধারণতঃ সভা গত ৪।৫ মাসে যে কাজ করিয়াছেন, তাহা ও আয় ব্যয়ের সচ্ছলতা দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। কার্য্য বিবরণ পাঠের পর শ্রীযুক্তা সরস্বতী সেন ও কুমারী কাদম্বিনী বসু সময়োপযোগী দুইটী রচনা পাঠ করেন।

তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু মহাশয়া সভার কার্য্য সম্বন্ধে একটী উৎকৃষ্ট মৌখিক বক্তৃতা করিলে অপর একটী নূতন সঙ্গীত হইয়া কার্য্য শেষ হইল। অবশেষে রাসায়নিক প্রদর্শন ও জলযোগের পর পরস্পরের মধ্যে আলাপ সম্ভাষণ হইয়া সভ্যগণ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নারীজীবনের উদ্দেশ্য বিষয়ে কুমারী লাবণ্য প্রভা বসুর রচনা উৎকৃষ্ট হওয়াতে তাঁহাকে ২০ টাকা মূল্যের কতকগুলি ভাল ভাল ইংরাজী পুস্তক পুরস্কার প্রদত্ত হয়। আমাদের দেশের ও সমাজের অনেক ভাবী মঙ্গল, এই সভা হইতে প্রসূত হইবে, তাহা আমরা হৃদয়ের সহিত আশা করি। পূর্ণমঙ্গল পরমেশ্বর এই সভাকে দীর্ঘ-জীবিনী করুন্।

বঙ্গমহিলা সমাজের ষাণ্মাসিক কার্য্য-বিবরণ।

মাঘোৎসবের পর ফেব্রুয়ারী মাস হইতে আমাদের সভার কার্য্যারম্ভ হয়, মধ্যে গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে পাঁচ সপ্তাহ কাল সভার কাজ স্থগিত থাকে।

সভার পূর্ব্বে অনেক ঋণ থাকাতে মাঘোৎসবের পর প্রথম কয়েক মাস মাসে তিনবার করিয়া সভার অধিবেশন হয়। গ্রীষ্মাবকাশের পর হইতে সভার আয়ের কিছু সচ্ছল হওয়াতে ও কোন একটী অজ্ঞাত বন্ধু মাসিক কিছু অর্থ সাহায্য করায় এখন মাসে নিয়মিত ৪ বার করিয়া সভা হইতেছে।

রচনা পারিতোষিক—শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত পুরস্কারের জন্য তিনখানা রচনা পাওয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসুর রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়াতে তাঁহাকে এবার ২০ টাকার পুরস্কার দেওয়া যাইতেছে। এত গুলি ব্রাহ্মিকা থাকিতেও এই পুরস্কার পাইবার জন্য ২।১ টী বই রচনা পাওয়া যায় না, এজন্য স্থির হইয়াছে অতঃপর পুরস্কার না দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে বঙ্গমহিলা সমাজের সভ্যাদিগের মধ্যে একটী পরীক্ষা হইবে। উত্তীর্ণা মহিলাদিগকে এই টাকা হইতে পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

সাধারণতঃ সভার কাজ নিম্নলিখিত রূপে হইয়া থাকে। ১ম সপ্তাহে উপাসনা ও ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ পাঠ; ২য়, কোন একটী রচনা পাঠ ও সে বিষয়ে আলোচনা, ৩য়, নীতি ও সামাজিক কোন ভাল বিষয়ে আলোচনা; ও চতুর্থ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ। তিন মাস পরে একবার সামাজিক সম্মিলন হইয়া থাকে।

এপর্য্যন্ত আলোচনা সভাতে নারী জীবনের উদ্দেশ্য ও কার্য্যেতেই মহত্ত্ব প্রভৃতি কয়েকটী রচনা পাঠ হইয়াছে। জ্ঞানোন্নতি সভাতে তাপ, প্রাণীবৃত্তান্ত ও ইতিহাস সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

উপসংহার কালে যে সকল মহোদয়

ব্যক্তি ও ভদ্র মহিলাগণ অর্থদ্বারা ও সদুপদেশ এবং সহানুভূতি দ্বারা আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সভার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি আগামী বৎসরেও তাঁহারা আমাদের কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

শিক্ষা কমিশনে আবেদন পত্র—সমগ্র ভারতবর্ষে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় আলোচনার জন্য যে একটী কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে আপনাদিগের মন্তব্য জ্ঞাপনার্থ বঙ্গ মহিলা সমাজ একখানা আবেদন প্রস্তুত করিয়াছেন।

গত এপ্রেল মাস হইতে এই সমাজ হইতে একটী বালিকার পড়িবার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মাসিক ১ টাকা সাহায্য প্রদত্ত হইতেছে। হস্তে আরও অর্থ থাকিলে এই প্রকারে শিক্ষার জন্য আরও অনেক উপায় করা যাইতে পারে।

অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে [ইংলণ্ডবাসিনী কুমারী ম্যানিং নিজ হইতে সভার সাহায্যার্থে বিশেষ অর্থ সাহায্য করিয়া আমাদের সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। তিনি স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি জন্য যেরূপ যত্ন করিয়া থাকেন, তাহাতে নিশ্চয়ই তাঁহাদ্বারা আমাদের সভার কার্য্য-সাধন পক্ষে বিশেষ আনুকূল্য হইবে, এরূপ আশা করা যায়।

পুস্তকালয় স্থাপন—ইতিমধ্যে বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার দিগের নিকট হইতে অনেক গুলি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। ইংলণ্ড হইতে কুমারী ম্যানিং ও অনেক গুলি পুস্তক এই পুস্তকালয়ে দান করিয়াছেন।] এ জন্য তাঁহারা আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

উৎসব সঙ্গীত।

সুনীল গগনে কিবা কনক চন্দ্রমা হাসে,
নীল সরোবরে যেন স্বর্ণ-কমলিনী ভাসে।
তারকা হীরকাবলি, অস্ফুট কমল কলি, বিকসিত
হবে বলি চেয়ে আছে আসে পাশে।
হাসে প্রকৃতি সুন্দরী, রজত বসনপরি,
এ শোভা দেখিতে কার, প্রাণ নাহি ভাল বাসে?
বিহঙ্গের পক্ষ পেলে, এখনি যাই যে চলে,
যথা তারকার দল, শোভে শশী নীলাকাশে।

আনিয়ে সে পূর্ণ শশী, ঘরে বসি দিবানিশি,
হেরি তার শোভা রাশি, ভাসিব সে সুধারসে;
না দিব রাহু পশিতে, না দিব মলিন হতে,
নিরখিয়ে ইচ্ছামতে, পূরাইব অভিলাষে।

নূতন সংবাদ।

১। মান্দ্রাজ বন্দরে একটী কচ্ছপ ধৃত হইয়াছে, তাহার শরীরের ব্যাস ৫ ফিট, বেড় বোধ হয় ১৫। ১৬ ফুটের নূন্য হইবে না। সাক্ষাৎ কুর্ম্মঅবতার!

২। আমাদের দেশে পূর্ব্বে চোর কি সাধু পরীক্ষা করিবার জন্য ঘৃত পরীক্ষা তৈল পরীক্ষা প্রভৃতি ছিল। মাদাগাস্কার দ্বীপে কুম্ভীর পরীক্ষা আছে। বিচারাধীন ব্যক্তিকে কুম্ভীরপূর্ণ সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিলে যদি সে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারে, তবে সে নির্দ্দোষ, মারা গেলেই দোষী।

৩। সে বার নৈনিতালের পাহাড় ভাঙ্গিয়া সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। এ বৎসর দার্জ্জিলিঙের পাহাড় স্থানে স্থানে ধসিয়া পড়িয়া লোকের বড় ভয়ের কারণ হইয়াছে। সহস্র সহস্র হস্ত উচ্চ স্থান হইতে বহুসংখ্যক বৃহদাকার বৃক্ষাদি সহিত পাহাড়ের অংশ ঘুরিতে ঘুরিতে নিম্নে আসিয়া পড়িতেছে, উহা মনে করিলে আতঙ্ক হয়। রেলওয়ে দ্বারা পাহাড়ের বাঁধন শিথিল হইয়া কি এইরূপ হইতেছে?

বামাগণের রচনা।

নারী-জীবনের উদ্দেশ্য।

(বঙ্গমহিলা সমাজের পারিতোষিক রচনা।)

লক্ষ্যহীন জীবন কর্ণহীন তরীর ন্যায় দুর্গতির কারণ। সুতরাং যাঁহার যেরূপ আশা ও কার্য্যনিপুণতা সেরূপ আপনাপন জীবনের এক একটী উদ্দেশ্য স্থির করিয়া লইতে হয়। জীবনের লক্ষ্য স্থির করিবার পূর্ব্বে মনুষ্যজাতি সৃজনের উদ্দেশ্য সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। নারীজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দেশ কাল ভেদে নানাপ্রকার মত ভেদ দৃষ্ট হয়; কেহ কেহ বলিবেন, অন্তঃপুরের সঙ্কীর্ণ সীমায় বদ্ধ হইয়া পারিবারিক কতিপয় নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করা ব্যতীত তাঁহার অন্য কর্ত্তব্য নাই; কাহার কাহার মতে জগতে যাহাতে জ্ঞান ও সভ্যতার বিস্তার হয়, তজ্জন্য জীবন অর্পণ তাঁহার কর্ত্তব্য, তাহাতে যদি তাঁহাকে সংসারের অন্যান্য গুরুতর কর্ত্তব্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে হয়

তাহাও তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। এই উভয় মতই আতিশয্য দোষে দূষিত। নারী কেবল আপন পারিবারিক কতিপয় সামান্য কার্য্য করিয়া অমূল্য জীবন কাটাইবেন, আত্মপরিবার ভিন্ন জগতের অন্য লোকের সুখ দুঃখের সংবাদ রাখিবেন না, ইহা যেমন একান্ত স্বার্থপর ও সংকীর্ণ মত, অপর দিকে নারী আত্ম-পরিবারের সুখের দিকে ও সমাজের ধর্ম্মোন্নতির প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া চিরকৌমার্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক কেবল জ্ঞান ও সভ্যতা প্রচার করিয়া সমাজের উন্নতি সাধনে বিব্রত হইবেন ইহাও সেইরূপ অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিক মত। সত্যধর্ম্মের বহুল প্রচার, কুসংস্কার পূর্ণ সমাজের সংস্কার সাধন ইত্যাদি কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য চিরকৌমার্য্য অবলম্বন একান্ত আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু সংসারে আসিয়া যে কোন শুভ-কার্য্য সম্পাদনার্থে যে চিরকুমারী হইতে হইবে ইহা কিছু স্বতঃসিদ্ধ বাক্য নহে। সংক্ষেপে নারী-জীবনের উদ্দেশ্য ইহা বলা যায় যে ঈশ্বরের বিধি অবগত হইয়া কার্য্য, বাক্য বা চিন্তায় তাঁহাকে অতিক্রম না করিয়া জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্য পালন, হৃদয় মন ও আত্মার সম্যক্ উন্নতি সাধন ও তিনি ঈশ্বর প্রদত্ত যে সমুদয় কমনীয় গুণাবলীর অধিকারিণী, যাহাতে সে গুলি সম্পূর্ণ-রূপে বিকসিত হইয়া পৃথিবীতে দেব লোকের শোভা বিস্তার করে, তদ্বিষয়ে একান্ত যত্ন প্রকাশ নারী জীবনের উদ্দেশ্য। সে সমুদয় কার্য্য করাই তাঁহার এক মাত্র লক্ষ্য, যাহাদ্বারা তাঁহার জীবন দিন দিন দেবত্বের দিকে অগ্রসর হয়, ও তাহা তাঁহার সর্ব্বথা পরিহার্য্য, যাহা তাঁহাকে দেবতার স্বর্গীয় সিংহাসন ভ্রষ্ট করে।

এখন দেখা যাউক কি কি উপায়ে বঙ্গনারীগণ হৃদয় মন ও আত্মার উন্নতি সাধন করিতে পারেন। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নীতিগর্ভ বা উপদেশপূর্ণ পুস্তক পাঠ করিলে প্রভূত উপকার লাভের সম্ভাবনা। কেবল সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিলেই হয় না, যাহাতে উহার অন্তর্গত নীতিগুলি মনে রাখা যায় ও কার্য্যকালে উপকারে আসে, তদ্বিষয়ে একান্ত মনোনিবেশ করিতে হয়। সর্ব্বদা সাধু আলাপ, সাধু সহবাস ও সদ্দৃষ্টান্তানুসরণ করিলে তাহা হৃদয়ের উন্নতি সাধনের প্রধান সহায় হইতে পারে। গৃহ কার্য্যের তত্ত্বাবধান ইত্যাদি কার্য্যে সময় ক্ষেপ করিয়া অবশিষ্ট সময় আত্মোন্নতি সাধনে অর্পণ করিবেন। ঈশ্বরকে লাভ করা তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য; ঈশ্বরের আদেশ পালন জন্যই তাঁহার সংসারে আগমন; তিনি যে কর্ত্তব্য কার্য্য করুন না কেন, তাহা সম্পাদন করা ঈশ্বরের অভিপ্রায় জানিয়া করিবেন; বিনাড়ম্বরে নিষ্কাম হইয়া ধর্ম্মের উচ্চব্রত পালনে একান্ত তৎপর হইবেন। স্বীয় জীবনে ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিয়া সংসারাসক্ত

লোকের মন সেই পরম দেবতার দিকে আকৃষ্ট করিবেন ইহাই তাঁহার জীবনের শেষ লক্ষ্য ও ইহাই তাঁহার জীবনের গৌরব।

নারীজাতি সৃজনের লক্ষ্য অতি উচ্চ। ঈশ্বর নারী জাতি এইজন্য সৃজন করিলেন, যে স্ত্রীর কোমল প্রকৃতির প্রভাবে পুরুষের হৃদয় কোমল হইবে ও তদ্দ্বারা পৃথিবীর অশেষ কল্যাণ সংঘটিত হইবে। কিন্তু একান্ত পরিতাপের বিষয় যে, স্ত্রীজাতির বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যা-লোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, যে কোথাও এই উচ্চ লক্ষ্য প্রকৃতরূপে সিদ্ধ হয় নাই। তাঁহারা পুরুষদিগকে কোম-লতা শিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক বরং আপনারা স্বার্থপর হইয়া পুরুষদিগকে আরও কঠোর ও স্বার্থপর করিয়া তুলিতে-ছেন। বিবাহের পূর্ব্বে অনেক যুবকের পৃথিবীর কল্যাণ-সাধন স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী থাকে, কিন্তু বিবাহের অল্প কালের মধ্যেই সে উৎসাহ কোথায় লুক্কায়িত হয়। স্ত্রীর সঙ্কীর্ণ মত কি ইহার কারণ নয়? এত বড় আত্মা, যাহা সমস্ত মনুষ্যমণ্ডলীকে ভাল বাসিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা একটী ক্ষুদ্র পরি-বারে বদ্ধ হয়। অমরাত্মাবিশিষ্ট মনুষ্য এইরূপে স্বার্থপরতার মলিন পঙ্কে কলঙ্কিত হয়। আমাদের দেশীয় স্ত্রী-লোকের হৃদয় একান্ত স্বার্থপরতার আধার; অশিক্ষা, অবরোধ প্রথা ইত্যাদি ইহার কারণ। স্ত্রীলোকের আপন আপন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবার নিয়ম নাই, সেই ক্ষুদ্র গৃহ ব্যতীত পৃথিবীতে যে আর কোন স্থান আছে, তাহা তাঁহারা জানেন না, সুতরাং সেই ক্ষুদ্র গৃহস্থ আত্মীয়গণের প্রতি তাঁহাদের সমুদয় অনুরাগ পর্য্যা-বসিত হইয়া থাকে, দয়া, দেশানুরাগ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট হৃদয় বৃত্তিগুলি হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হয়। ঈশ্বর আপন কোমল হস্তে নারীহৃদয়ে যে সকল মধুর ও উচ্চ-ভাবের বীজ বপন করিয়াছিলেন, উপ-যুক্ত ও অনুকুল অবস্থার অভাবে ও স্ফূর্ত্তিবিহনে সে সকল শুষ্ক হইয়া যায়। নারী কেবল আপনাপন পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্যসাধন করিয়া নিশ্চিন্ত হইলে, তাঁহার কলঙ্ক হইবে, অতএব তাঁহার সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত আব-শ্যক। আপনার দোষে যেন নারী উচ্চ অধিকার হইতে বঞ্চিত না হন; সুতরাং জ্ঞান ও ধর্ম্মে কেবল আপনাকে উন্নত করিলে হইবে না, যাহাতে অন্যে সেই জ্ঞান ও ধর্ম্মরত্নের অধিকারী হয়, তজ্জন্য একান্ত চেষ্টা করিবেন। তাঁহার পরহিতৈষণা কেবল আত্মপরিবারে আবদ্ধ থাকিবে না, প্রত্যুত উহা পরহিতৈ-ষণায় পরিণত হইয়া জগতে প্রচারিত হইবে। নারীর সংসারই প্রধান কার্য্যক্ষেত্র বটে, কিন্তু একমাত্র নহে, তাঁহার কার্য্য-ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত। পাপী তাপীর দুঃখ নারীর কোমল স্নেহপ্রবণ হৃদয় ভিন্ন কে আর উপলব্ধি করিবে? নারী ব্যতীত কে

আর তাহাদের তাপিত মস্তক স্বীয় সুশীতল ক্রোড়ে তুলিয়া লইবে? পতিত আত্মার উদ্ধার নারী ব্যতীত আর কে করিবে? একজন পরাহিতৈষিণী নারী একজন পুরুষ অপেক্ষা অধিক সমাজের উপকার করিতে পারেন। ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্যদেশে অনেক স্ত্রীলোক সমাজের কোন বিশেষ বিশেষ কল্যাণ সাধন উদ্দেশে চির কৌমার্য্য অবলম্বন করেন। কৌমার্য্য আর কিছুই নয়, পবিত্র-জীবন লইয়া পবিত্র-হৃদয়ে পবিত্র-মহৎকার্য্যে জীবনঅর্পণ করা; নিঃস্বার্থ পরোপকারের ন্যায় উচ্চতর ব্রত আর কোথায়? আমাদের দেশে ইংলণ্ডের ন্যায় উক্ত সময় উপস্থিত হয় নাই, তবে বঙ্গবালবিধবা দ্বারা উক্ত অভাব মোচন হইতে পারে। যাঁহাদের নিকট সংসারের সমুদায় সুখভোগ চিরদিনের মত বিদায় লইয়াছে, আজীবন ব্রহ্মচর্য্য সাধন করাই যাঁহাদের একমাত্র ব্রত, তাঁহাদের ন্যায় এ পবিত্র ব্রত, সাধনের উপযুক্ত আর কে? বিধবারাত ধর্ম্ম-সাধন উদ্দেশে নানাপ্রকার দুর্ব্বিষহ কষ্ট স্বীকার ও স্বার্থত্যাগ করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহার ন্যায় পুণ্যকর ব্রত আর কি? এ ব্রত সাধন করিলে হৃদয় দিন দিন উন্নত হইতে থাকিবে। কেহই বলিতে পারেন না ঈশ্বরের গৃহে আমার কোন কার্য্যই নাই। অল্পবুদ্ধি, দরিদ্র প্রতি জনেরই কার্য্য আছে, জীবনের দায়িত্ব আছে। অকিঞ্চিৎকর বেশ ভূষা বা স্বীয় পরিবারের ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার জন্য নারীর জন্ম হয় নাই; কেবল আপন সুখ সাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য তাঁহার জীবন নয়, পৃথিবীর মঙ্গলসাধন জন্য অন্যার্থে জীবন উৎসর্গ উদ্দেশে তাঁহার জীবন। নারী স্বীয় শরীর ও মন হইতে যাহা কিছু সেবার উপহার দিবেন, তাহা গ্রহণ করিয়া পৃথিবী উন্নত হইবে; ঈশ্বর নারীহৃদয়ে যে শুভবুদ্ধি, জ্ঞান, বল ও অন্যান্য গুণ প্রদান করিয়াছেন তাহা এই জন্য, যে নারী ঈশ্বরের অনুগত দাসী হইয়া সমস্ত জগৎকে তাহা বিতরণ করিবেন, ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতা, বল, উৎসাহ জগতের কল্যাণে উৎসর্গিত হইবে। আর স্বার্থপর হইয়া আপন সুখোন্নতির জন্য অনবরত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নয়। যে জীবন জগতের কল্যাণের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে সে অমূল্যজীবন অবহেলায় বা সামান্য কার্য্যে বৃথা অতিবাহিত না হইয়া জগতের কল্যাণার্থে উৎসর্গিত হউক; তাহা হইলে জগতে অল্প দিন মধ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইবে, নারী জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যাহা, তাহা গৌরবের সহিত সুসম্পাদিত হইবে; ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্য পূর্ণ ও তাঁহার পবিত্র নাম ধন্য হইবে।

শ্রীলাবণ্য প্রভা বসু।

No. 213. October 1882.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"।

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২১৩ সংখ্যা। আশ্বিন ১২৮৯—অক্টোবর ১৮৮২। ২য় কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সূচী।

১।	সাময়িক প্রসঙ্গ	১৬১
২।	প্রকৃত শিক্ষা কি ও তাহার প্রধান সহায় কে?	১৬৩
৩।	নারী-চরিত	১৬৬
৪।	স্ত্রীজাতির সদ্‌গুণবিষয়ে কথোপকথন	১৬৮
৫।	বৈদ্যুতিক আশ্চর্য্য ঘটনা	১৭১
৬।	নেপোলিয়ন বোনাপার্টির মাতা	১৭৪
৭।	কানন-কুসুম (পদ্য)	১৭৬
৮।	আমি তোমাদের চাঁদ (সচিত্র)	১৭৮
৯।	প্রণয় ও বৈধব্য	১৮১
১০।	অত্যাশ্চর্য্য প্রণয়ানুরাগ	১৮৪
১১।	আমেরিকা আবিষ্কার	১৮৭
১২।	নূতন সংবাদ	১৮৮
১৩।	পুস্তক সমালোচনা	১৮৯
১৪।	বামাগণের রচনা (গৃহিণী)	ঐ
১৫।	A day in the country	১৯১

কলিকাতা।

জি, সি, বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক বহুবাজার ষ্ট্রীট্‌ ৩০৯ সংখ্যক ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট্‌ ১১ নং ভবন বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য চারি আনা।

কালীঘাট ঔষধালয়।

নূতন আবিষ্কৃত ঔষধ।

ডাক্তার শ্রীশ্রীশচন্দ্র বিশ্বাসকৃত।

এণ্টীপাইরেটিক মিক্‌শ্চার।

প্লীহা, যকৃত এবং সর্ব্বপ্রকার পুরাতন পালা ও ম্যালেরিয়া জ্বর প্রভৃতি একমাত্র অত্যুপকারক মহৌষধ। এই মহৌষধের সৃষ্টি অবধি একাল পর্য্যন্ত অন্যূন পঞ্চাশ হাজার রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। যে সকল রুগ্ন ব্যক্তি সুবিজ্ঞ সুপ্রসিদ্ধ বহুদর্শী চিকিৎসকগণের চিকিৎসা অধীনে এবং কলিকাতার প্রসিদ্ধ হাঁসপাতালে থাকিয়া আরোগ্যলাভে হতাশ হইয়া জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এই ঔষধ সেবন করিয়া অল্পকাল মধ্যে সুস্থ, বলিষ্ঠ, কান্তিবিশিষ্ট হইয়াছেন। যাঁহারা নানাবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্যলাভ করিতে না পারিয়া সর্ব্বপ্রকার ঔষধে হতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাহস করিয়া বলিতেছি যে নিরাশ না হইয়া একবার মাত্র এই আশ্চর্য্য মহৌষধ ব্যবহার করিয়া দেখুন।

মূল্য এক টাকা ও দেড় টাকা মাত্র, মফঃস্বলের নিমিত্ত প্যাকিং চারি আনা।

কুন্তল শোভন।

কেশের অকালপক্কতা, শিরোরোগ; দীর্ঘচিন্তা, শোক ও ভয়ঙ্কর পীড়া সমূহে কেশহীনতা, মস্তকঘূর্ণন ও টাক এই তৈল ব্যবহারদ্বারা দূরীভূত হয়। ইহাদ্বারা মস্তিষ্ক সুশীতল এবং কেশসমূহের কৃষ্ণবর্ণ ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মূল্য এক টাকা মাত্র, মফঃস্বলের নিমিত্ত প্যাকিং চারি আনা।

রক্তসংশোধক।

ইহা পারদ প্রভৃতি এবং উপদংশসম্ভূত বাত, ক্ষত ও গাত্রে নানাবিধ কণ্ডুয়ন চর্ম্মরোগ প্রভৃতি দুঃসাধ্য রোগের একমাত্র অত্যুপকারক মহৌষধ। মূল্য ১ টাকা মাত্র, প্যাকিং ।০ আনা।

সর্ব্বপ্রকার বেদনা নাশক মালিশ।

ইহা দ্বারা শরীরের যে কোন স্থানে যে কোন প্রকার বাত বা উৎকট বেদনা হউক না কেন অতি শীঘ্র আরোগ্য হইবে। মূল্য ১৲, প্যাকিং ।০ আনা।

কোষ্ঠ-পরিষ্কারক বটিকা।

এই বটিকা শয়নের অগ্রে দুইটী করিয়া সেবন করিলে উত্তমরূপে দাস্ত পরিষ্কার হয়। এক শিশি—মূল্য ॥০; প্যাকিং—৵০ আনা।

হাঁপানি, দমা ও শ্বাস কাশ প্রভৃতি নিবারক ঔষধ।

ইহা দ্বারা কাশী; বুকের শ্লেষ্মা বসিয়া থাকা এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে কষ্ট অতি শীঘ্র দূর হয়। এক শিশির মূল্য ১॥০, প্যাকিং ।০ আনা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"।

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২১৩ সংখ্যা। | আশ্বিন ১২৮৯—অক্টোবর ১৮৮২। | ২য় কল্প। ৭ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মিসরের যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। আরাবী পাশা ১০ সহস্র মিসর সৈন্য ও অস্ত্রাদি সহিত ইংরাজদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ইংরাজ সেনাপতি উলসলী আমাদিগের গবর্ণর জেনরলকে লিখিয়াছেন এই যুদ্ধে ভারতবর্ষের সেনাগণ অতি সাহস ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছে, তাহাদের সাহায্য না পাইলে এত শীঘ্র জয় লাভ করিতে পারিতেন না।

বঙ্গদেশ হইতে দুইটী রমণী চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার্থ মান্দ্রাজ গমন করিয়াছেন। কি দুঃখের বিষয় কলিকাতা মেডিকাল কলেজের দ্বার স্ত্রীলোকদিগের জন্য উন্মুক্ত নহে, এজন্য ইহাঁদিগকে বহুব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া দূরদেশে যাইতে হইল। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম "Contemporary Review" নামক প্রসিদ্ধ পত্রিকার ফ্রান্সেস হগান এম ডি নাম্নী একজন স্ত্রী-ডাক্তার এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকদিগের ডাক্তারী শিক্ষার এবং স্ত্রী-ডাক্তারদিগের জন্য কতকগুলি পদের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। মেডিকাল কলেজে ছাত্রী-শ্রেণী খোলা যে নিতান্ত আবশ্যক, এ বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য। স্ত্রী ডাক্তার ভিন্ন এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসার সুবিধা হইতেছে না।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পুনা নগরে স্ত্রীশিক্ষার অভূতপূর্ব্ব উন্নতির সংবাদ

পাইয়া আমরা যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছি। তথায় সম্প্রতি শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব আলোচনার্থ ৩০০ রমণী সম্মিলিত হইয়াছিলেন। ইহা বিদুষী রমা বাইর সদ্দৃষ্টান্তের ফল সন্দেহ নাই। তাঁহার দৃষ্টান্তে সাবিত্রী বাই ও অনসূয়া বাই নাম্নী দুইটী মহারাষ্ট্রীয় রমণী প্রকাশ্য-রূপে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বঙ্গীয় রমণীগণ এরূপ উৎসাহের সময়ে কি মৌনী হইয়া থাকিবেন?

পুনা নগরে শিক্ষা কমিসনের সম্মুখে শ্রীযুক্তা সরিবজ্ঞা নাম্নী একটী রমণী সাক্ষ্যদান করেন। ইনি পুনা বিক্টোরিয়া হাই স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা অধ্যক্ষ। ৭ বৎসর পূর্ব্বে ইনি স্বয়ং ঐ বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং এক্ষণে ইনি ও ইহাঁর কয়েকটী কন্যা উহার শিক্ষকতা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। ইনি শিক্ষা বিভাগের উন্নতি সাধনার্থ যে সকল পরামর্শ দান করিয়াছেন, তাহা অতীব সারগর্ভ ও উপাদেয়। ইহাঁর অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে একটী প্রস্তাব দেখিয়া আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। তাহা এই যে বড় বড় সহর ও নগরে এক একটী স্ত্রী সভা থাকে এবং তদ্দ্বারা স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা হয়। আমরা আশা করি এরূপ মহিলা সমাজ সকল অচিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

রমাবাই শিক্ষা কমিসনের নিকটে তাঁহার আত্মজীবন বৃত্তান্ত যাহা বর্ণন করেন, তাহা পাঠিকাগণের হৃদ্য হইতে পারে:—

"আমি ১৮৫৮ সালের এপ্রেল মাসে মাঙ্গালোর জেলার এক অরণ্যে জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতা একজন উৎকৃষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, আমার মাতা তাঁহার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। আমার বয়স যখন ৯ বৎসর, তখন মাতা আমাকে সংস্কৃত শিক্ষা দেন। আমি পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রী ভাষা শিক্ষা করি নাই, কিন্তু পিতামাতার কথোপকথন শুনিয়া এবং উক্ত ভাষার পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠ করিয়া তাহা শিখি। দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে কানারি, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করি। বাল্যকাল হইতে পুস্তক পাঠে আমার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। অন্য লোকের ন্যায় আমার পিতা মাতা আমাকে বাল্যকালে বিবাহ দিয়া অজ্ঞানতা কূপে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। এবিষয়ে তাঁহারা উভয়ে একমত ছিলেন। আমি ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত পিতামাতার নিকট ছিলাম, এই সময় তাঁহারা উভয়ে পরলোক গমন করেন। অতঃপর সহোদরের সহিত পঞ্জাব, রাজপুতানা, মধ্য প্রদেশ, আশাম, বঙ্গদেশ ও অন্যান্য প্রদেশ পরিভ্রমণ করি।"

আমরা অবগত হইলাম রমাবাই ইংরাজী ভাষাও শিখিয়াছেন এবং অধিকতর শিক্ষার উদ্দেশে সত্বর ইংলণ্ড যাত্রা করিবেন।

কুমারী সারা হেনেল নাম্নী এক অসাধারণ বিদ্যাবতী ইংরাজ রমণী "Present Religion" বর্ত্তমান ধর্ম্ম নামে কয়েক খণ্ড গ্রন্থ লিখিতেছেন, ইহার ৩য় খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এই খণ্ডের নাম "The Ethical stand-

point" ইহাতে ধর্ম্মনীতির মূল কি এই বিষয় আলোচনা করিয়া তাঁহার বিদ্যা-বত্তা ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মমতের পরিচয় দিয়াছেন। এই রমণী প্রথমতঃ প্রসিদ্ধ দার্শনিক হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের শিষ্য ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে গুরুর মত সকলের সহিত তাঁহার ঐক্য অপেক্ষা অনৈক্যই অধিক লক্ষিত হয়। হার্ব্বার্ট স্পেন্সর একজন সংশয়বাদী এবং তাঁহার মতে সভ্যতার উন্নতির সহিত ঈশ্বর-জ্ঞান ও নৈতিক দায়িত্ব-জ্ঞান ক্রমে হ্রাস হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে। আমরা দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম, এরূপ গুরুর শিষ্য হইয়া একজন সরল-প্রাণা রমণী যুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে ধর্ম্ম ও নীতি-জ্ঞান মানবাত্মার প্রকৃতিমূলক এবং তাহা হ্রাস হওয়া দূরে থাকুক, কালসহকারে উন্নত ও বিশুদ্ধ আকারে পরিণত হইতে থাকিবে।

গত ৮ই আশ্বিন কলিকাতা সিটী কলেজ-গৃহে বিক্রমপুর সম্মিলনী সভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে অনেকগুলি মহিলা উপস্থিত ছিলেন। এই সভা দ্বারা স্ত্রীশিক্ষা অতি সুন্দররূপে প্রচারিত হইতেছে। সভাস্থলে পরীক্ষোত্তীর্ণা রমণীদিগের জন্য যে বহুসংখ্যক সুন্দর সুন্দর পারিতোষিক সজ্জিত ছিল, তাহা দেখিয়া সকলেই প্রীত হইয়াছেন। এই সভার বিশেষ কার্য্যবিবরণ পাঠিকাগণের গোচর করিবার মানস রহিল।

প্রকৃত শিক্ষা কি ও তাহার প্রধান সহায় কে?

আমাদের দেশে ক্রমেই শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। বৎসর বৎসর হাজার হাজার যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কেহ বা আরও উন্নতির চেষ্টা পাইতেছেন, কেহ বা সংসারে প্রবিষ্ট হইতেছেন, এই শিক্ষার ফলও আমরা কিছু কিছু দেখিতেছি। লোকে দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে; পাঁচটা জ্ঞানের কথার আলোচনা করিতেছে; সংবাদপত্র পড়িতেছে ও লিখিতেছে। এ সকল যে শিক্ষার সুফল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই শিক্ষা এত দিন পুরুষদিগের মধ্যে বদ্ধ ছিল, এক্ষণে তাহা আর থাকিতেছে না। প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোকেরা ইচ্ছা করুন আর না করুন, বাতাসের দিন বাঁশবনে আগুণ দিলে যেমন সেই অগ্নি এক পত্র হইতে আর এক পত্রে আপনা আপনি যায়, সেইরূপ এই যে শিক্ষার অগ্নি দেশ মধ্যে জ্বলিয়াছে—ইহাও এক হৃদয় হইতে আর এক হৃদয়ে গমন করিবে, সহজে নিবারণ করা সম্ভব নয়। জ্ঞানস্পৃহা মানব অন্তরের অতি স্বাভাবিক ভাব। শরীর যেমন অন্নের জন্য

ক্ষুধিত হয়, মানবের মনও নিত্য নিত্য নূতন নূতন বিষয় জানিবার জন্য ক্ষুধিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে এই জ্ঞানক্ষুধা চরিতার্থ করিবার অনেক সুযোগ উপস্থিত হইতেছে, সুতরাং পুরুষেরা বিশেষ অনুকূল না হইলেও রমণীরা যত্নপর হইয়া নানা দিক হইতে জ্ঞানান্ন সংগ্রহ করিতেছেন। ইহার উপর দেশমধ্যে চারিদিকে স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতির জন্য নানা সভার আয়োজন দেখা যাইতেছে, তাহাতে অচিরকালের মধ্যে যে স্ত্রী-সমাজেও শিক্ষা পরিব্যাপ্ত হইবে এরূপ আশা করা যায়।

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে কতকগুলি পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। তাহার মধ্যে যেগুলি প্রধান, নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। অজ্ঞ লোকের চিন্তাশক্তি জড়ভাবাপন্ন। যে চিন্তাশক্তির গুণে জগতের এত উন্নতি হইয়াছে, সভ্যতার এত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, বিজ্ঞানের এত বিস্তার হইয়াছে, মানুষের শক্তি ও প্রভাব এত বাড়িয়াছে, সেই চিন্তাশক্তি শিক্ষার অভাবে আলানে বদ্ধ হস্তীর ন্যায় আপনার শক্তি ও ক্ষমতা বিস্মৃত হইয়া বাস করিতেছে। শিক্ষা এই চিন্তাশক্তিকে বিকাশিত করিয়া ইহার নিজের শক্তি ইহার নিকট প্রকাশ করে। যে সকল বিশ্বাস মানুষ এক সময়ে অবিচারিত চিত্তে পোষণ করিয়া আসিতেছিল, যে সকল সামাজিক বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নিয়ম নিঃসন্দেহে পালন করিয়া আসিতেছিল, যে সকল পারিবারিক বা সামাজিক শৃঙ্খল অসংকোচে বহন করিয়া আসিতেছিল, জ্ঞানালোকে উদ্দীপ্ত চিন্তা শক্তি তখন ঐ সকলের দোষ গুণ বিচারে প্রবৃত্ত হয়। এই স্বাধীন চিন্তার ফলে মানুষের স্বীয় অধিকারের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। পূর্ব্বে যে সকল দাসত্ব বহন করিতে ক্লেশ হইত না, এখন ক্লেশ হইতে থাকে, পূর্ব্বে যে সকল আশা ও বাসনার উদয় হইত না, এখন সেই সকল বাসনা প্রাণে উদিত হয় এবং মানবের মনে এক প্রকার নূতন ভাব উপস্থিত হইতে থাকে।

শিক্ষিত যুবক দলের মধ্যে এই পরিবর্ত্তনের চিহ্ন সকল সুস্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যাইতেছে। তাঁহারা অনেকে এই স্বাধীন চিন্তার প্রভাবে দেশের প্রচলিত রীতি নীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। যদিও লোকভয়ে সকল সময়ে সকলে বিপরীতাচরণ না করুন, সে সকলের প্রতি তাঁহাদের প্রাণগত আস্থা নাই। প্রাচীন কালের সামাজিক শাসন ও ধর্ম্ম শাসনের প্রতি শ্রদ্ধার হ্রাস হওয়াতে, অনেক স্থানে অনেক প্রকার কুৎসিত ফল ফলিতেছে। যুবকগণ উচ্ছৃঙ্খল, পানাসক্ত, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইয়া উঠিতেছে। তাঁহাদের মনে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল দেখা যাইতেছে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে শিক্ষার অতি অল্পই প্রচার

হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদেরও মনে এই অল্প সময়ের মধ্যে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার বাসনার লক্ষণ সকল অল্পে অল্পে দৃষ্ট হইতেছে। ফলতঃ স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার এবং স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার বাসনা শিক্ষা লাভের অবশ্যম্ভাবী ফল।

আমরা এদেশে স্ত্রীজাতির মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও তদ্বিষয়ে সাহায্য করিয়া এই মানসিক পরিবর্ত্তন ও তদনুযায়ী সামাজিক পরিবর্ত্তনের দিন অগ্রসর করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছি, সুতরাং কি উপায় অবলম্বন করিলে শিক্ষার অনিষ্টফল নিবারণ হইয়া ইষ্ট ফল জন্মে ইহা আমাদের ভাবনার বিষয়। সুতরাং শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা চিন্তা করা আবশ্যক। এই স্থানে সংস্কৃত শাস্ত্রের একটী সুন্দর কবিতা আমাদের স্মরণ হইতেছে ঃ—

'অরক্ষিতা গৃহেরুদ্ধা পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেযুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥'

ইহার অর্থ এই। আজ্ঞাবহ ভৃত্যদিগের দ্বারা রমণীদিগকে গৃহের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিলেই তাঁহারা সুরক্ষিত হন না, কিন্তু যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারাই সুরক্ষিতা।"

এই কবিতার অনুসরণ করিয়া বলা যায় যে শিক্ষায় মানুষ আপনাকে সুপথে রক্ষা করিতে পারে, তাহাই সুশিক্ষা; এবং আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে সমর্থ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। জগতে ভাল পথও আছে, মন্দ পথও আছে। সৎকর্ম্মও আছে, অসৎকর্ম্মও আছে, সৎদৃষ্টান্তও আছে, অসৎদৃষ্টান্তও আছে। দশটী ছেলের মধ্যে পাঁচটী কেন সৎ এবং অসৎ দুই দেখিয়াও অসৎটী অবলম্বন করে, সৎকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অসতেরই আচরণ করে, এবং সৎদৃষ্টান্ত বিস্মৃত হইয়া অসৎ দৃষ্টান্তেরই অনুসরণ করে। আবার পাঁচটীই বা কেন তদ্রূপ হয় না? ইহার দুটী কারণ আছে। প্রথম, পিতা মাতা হইতেই প্রাপ্ত দুর্ব্বলতা; দ্বিতীয়, কুশিক্ষা। শিক্ষা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার গুণে সৎ অসৎ উভয় জানিয়া মানুষ সৎকে অবলম্বন করিবে।

এখন বিবেচনা করা যাউক সৎপথ মানুষ অবলম্বন করে কেন? অসতের প্রতি ঘৃণা, সতের প্রতি আদর এবং সৎ হইবার ইচ্ছা এ তিনটী না থাকিলে মানুষ সৎপথ অবলম্বন করে না। অতএব শিক্ষার দ্বারা এই তিনটীর উপায় করিবার চেষ্টা করা উচিত। গৃহ এবং পরিবারই এই তিন প্রকার শিক্ষা দিবার প্রধান স্থান। বিদ্যালয় ও গ্রন্থ সকল সেই শিক্ষার সহায়তা করিয়া থাকে, এই মাত্র। যে শিক্ষাতে মানুষ মানুষ হয়, তাহা প্রধানতঃ পিতা মাতারই উপর নির্ভর করে। যাহার অন্তরে সাধু কামনা প্রবল থাকে, যাহার মনে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা দৃঢ়তর থাকে, এরূপ ব্যক্তিই গ্রন্থ এবং বিদ্যালয়ের সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে। যাহার সে সকল প্রবৃত্তি নাই, তাহার নিকট গ্রন্থ খুলিয়া রাখিলেই

বা ফল কি ? যে বস্তুর গুণে সে সেই সকলের সদ্ব্যবহার করিবে, সে বস্তুটী তাহার অন্তরে নাই।

পরিবার মধ্যে ধর্ম্ম ও সাধুতার রক্ষা করিবার ভার রমণীর হস্তে। জননীর অন্তরে যদি প্রকৃত সাধুতা থাকে, যদি তাঁহার অসাধুতার প্রতি ঘৃণা, সাধুতার প্রতি আদর, ও সাধুতা লাভের ইচ্ছা বলবতী থাকে, তাহা হইলে সন্তানগণও সেই সকল সদ্‌গুণ লাভ করে। জননীর ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা স্মরণ করিয়া সন্তান অধর্ম্মপথ হইতে ফিরিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। অগষ্টিনের মাতা মনিকার দৃষ্টান্ত পাঠকগণ জানেন। কিছুদিন হইল আমেরিকা দেশের প্রেসিডেণ্ট, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান শাসন কর্ত্তা গারফিল্ড সাহেব একজন শত্রু-হস্তে নিহত হইয়াছেন। তিনি যখন বালক ছিলেন, তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে অধর্ম্ম পথ বিষের ন্যায় বর্জ্জন করিতে বলিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার বয়োবৃদ্ধি হইয়া যখন তিনি অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় বাড়ী হইতে বহির্গত হন, তখন তাঁহার ধর্ম্ম-পরায়ণা জননী তাঁহাকে অপরাপর কথার মধ্যে বিশেষভাবে দুইটী অনুরোধ করিয়াছিলেন "অধর্ম্মকে বিষজ্ঞান করিও এবং যাহা অর্ত্তব্য তাহা করিতে ভয় পাইও না।" গারফিল্ড অতি সামান্য পদ হইতে সর্ব্বোচ্চপদে আরোহণ করিয়াছিলেন; তাঁহাকে অনেক প্রলোভন ও প্রতিবন্ধকতা সহ্য করিতে হইয়াছিল; এই সমুদায় পরিবর্ত্তনশীল ঘটনার মধ্যে একটী গুণে গারফিল্ড সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তিনি সহস্র সুবিধা লাভের সম্ভাবনা থাকিলেও অধর্ম্মাচরণ করিতেন না, এবং সহস্র প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে স্খলিত হইতেন না। আমাদের দেশের মাতারা কবে এইরূপে আপনাদের সন্তানগণকে শিক্ষিত করিবেন ? জগদীশ্বর সেই দিন ত্বরায় আনয়ন করুন।

নারী-চরিত।

কৃশ্চিয়ানা।

১৬২৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ ই ডিসেম্বর সুইডেনের রাজ্ঞী কৃশ্চিয়ানার জন্ম হয়। ঐ দেশের রাজা মহৎ গস্‌টেভস্ আডল্‌ফস্ ইহাঁর পিতা এবং ব্রাণ্ডেন্ বর্গের মেরিয়া ইলিওনোরা ইহাঁর মাতা। ইহাঁর পিতা ইহাঁকে অতিশয় ভাল বাসিতেন; যেখানে যাইতেন, সেইখানে প্রিয় কন্যাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। ১৬৩২ সালে পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইলে সাত বৎসর বয়ঃক্রম কালে কৃশ্চিয়ানা

সিংহাসনারূঢ়া হন। সেই তরুণ বয়সেই আপনার উচ্চপদের দায়িত্ব ও গুরুত্ব বিষয়ে তিনি সুপরিচিতা ছিলেন, এবং দার্ঢ্য, বিনয় ও চতুরতার সহিত দুরূহ রাজকীয় কার্য্যাদি সমাধা করিতেন। গ্রীক্ ও রোমান্ জাতিদ্বয়কে এবং প্রাচীন সময়ের বীরগণকে তিনি অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন। স্ত্রীজাতির মধ্যে বিদ্যা বুদ্ধিতে অনেকের অপেক্ষা যদিও তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু স্বীয় বিদ্যার গর্ব্ব কখনও করিতেন না; সাহিত্যানুশীলনে তাঁহার আনন্দ হইত। আপন মাতৃভাষার ন্যায় লাটিন্, ফরাসী, জর্ম্মণী ও ইতালীভাষাতে তিনি অবাধে লিখিতে ও বলিতে পারিতেন।

কৃশ্চিয়ানা যখন রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তখন ইউরোপের রাজা ও রাজপুত্রগণের মধ্যে অনেকে তাঁহার পাণি গ্রহণে উৎসুক হন। তিনি বিবাহ করিবেন না স্থির করিয়াছিলেন। চার্লস্ গাস্‌টেভস্ নামে অন্যতম বিবাহার্থীকে স্বীয় উত্তরাধিকারী পদে বরণ করেন। একদা আপনার বিবাহ সম্বন্ধে তিনি বলেন "কেন তোমরা আমাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ কর? বিবাহ করিলে হয়ত এমন পুত্র গর্ভে ধরিব যে হয় নিরো * হইবে, নয় অগষ্টস † হইবে।"

* রোমের সম্রাট—যিনি আপনার মাতা এগ্রিপ্পা ও শিক্ষাগুরু সেনেকার প্রাণসংহার করেন এবং অশেষ অত্যাচারে প্রজাদিগকে জ্বালাতন করেন।

† ইনি রোমের প্রথম সম্রাট, অতি দুরাকাঙ্ক্ষ ছিলেন এবং অনেক রক্তপাত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন।

রাজ্যের আপামর সাধারণ কৃশ্চিয়ানাকে ভাল বাসিতেন। গুণসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহার দানশীলতায় তাঁহার সকাশে চিরবাধিত থাকিতেন। গুণী ব্যক্তিদিগের প্রতি তাঁহার যে অনুগ্রহ ছিল, তাহা যদি কখনও কুসংস্কারে বা পক্ষপাতিত্বে দূষিত হইত, তাহা হইলে তিনি অচিরে সেই ভ্রম আবিষ্কার করিতেন ও তাহা সংশোধন করিতেন। নিজ পদ ও কর্ত্তব্য কার্য্য ভারবহ জ্ঞান করিয়া ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবকাশ লাভ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রজাবর্গ ও চার্লস গস্‌টেভসের অনুনয়ে আর দুই বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া অবশেষে রাজ্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার বিদায় গ্রহণে রাজ্যের সকল লোকেই শোকার্ত্ত হইয়াছিল।

অনেক দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিয়া ৬৩ বৎসর বয়ক্রম কালে, ১৬৮০ সালের ১৫ই এপ্রেল রোম মহানগরীতে কৃশ্চিয়ানা দেহত্যাগ করেন। তিনি অনেক গ্রন্থ লেখেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় শুদ্ধ তাঁহার নীতি-সূত্রাবলী (Maxims and Sentences) ও সেকেন্দার সাহের জীবনী (Reflections on the Life and Actions of Alexander the great) নামক গ্রন্থদ্বয় প্রচলিত আছে। যে

সকল স্ত্রীলোক স্বজাতির পোসাক পরিচ্ছদ ও কোমলত্ব পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ববিধায় পুরুষের ন্যায় হইতে সাধ করিয়া থাকেন, তিনি তাহাদিগের সপক্ষ ছিলেন না। তাঁহার গ্রন্থের কতিপয় সার উপদেশ নিম্নে সংগৃহীত হইল ঃ—

১। দুষ্ট দুরাচারদিগের অপেক্ষা নির্ব্বোধ লোকদিগকে অধিক ভয় করিতে হইবে।

২। যাহা মিথ্যা তাহাই হাস্যাস্পদ।

৩। কেবল বড়লোকেই অকৃতজ্ঞতা লাভ করিয়া এক প্রকার আনন্দানুভব করিতে পারেন।

৪। আপনার সম্বন্ধে আমাদিগের ভাল মন্দ কিছুই বলা উচিত নহে।

৫। সৎকার্য্যানুষ্ঠানে কষ্ট সহ্য করাও ভাল।

৬। উপদেশ, চরিত্র সংশোধন ও মানসিক সান্ত্বনার নিমিত্ত আমরা গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকি।

৭। যদিও দেশ কাল তাঁহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতেছে, তথাপি ঊর্দ্ধে এমন এক নক্ষত্র আছে, যাহা মহাত্মাদিগের আত্মা সকলকে একত্র করিতেছে।

৮। জীবন তখনই অব্যবহার্য্য ও অসার, যখন আমাদিগের বন্ধুও থাকে না, শত্রুও থাকে না।

৯। বয়স অপেক্ষা আমরা আলস্যে অধিক বৃদ্ধ হই।

১০। নিষ্ঠুরতা নীচতা ও ভীরুতার ফল মাত্র।

১১। সত্য কথন ও সৎকার্য্য সাধন উভয়ের সহিত আমাদিগের উপাস্য পরমেশ্বরের সৌসাদৃশ্য আছে।

১২। জীবন এক পান্থশালা মাত্র, পর্য্যটনকালে আত্মা তথায় কিয়ৎক্ষণ মাত্র অবস্থিতি করে।

স্ত্রীজাতির সদ্‌গুণ বিষয়ে কথোপকথন।

(২১২ সংখ্যা ১৫২ পৃষ্ঠার পর।)

প্র। পতিব্রতা হইলেত ধর্ম্মলাভ হয়, কিন্তু ধর্ম্মলাভের ফল কি?

নি। ধর্ম্মলাভে পরকালে সৎগতি হয়।

প্র। পরকাল কাহাকে বলে?

নি। মৃত্যুর পর যে সময় তাহাকে পরকাল বলে। মৃত্যুর পর যে স্থানে আত্মা অবস্থিতি করে, তাহাকে পরলোক কহে।

প্র। আমি ঠাকুরাণী দিদীর নিকট শুনিয়াছি মৃত্যুর পর মানুষ ভূত প্রেতিনী হয়। ভূতের গল্প শুনে শুনে আমার এত ভয় যে রাত্রিতে গাছের দিকে তাকাইলে বোধ হয় যেন ভূতে পা ঝুলাইয়া আছে।

নি। মৃত্যুর পরে মানুষকে ভূত বলে, তাহার কারণ আছে। যাহা গত হয় তাহাকে ভূত বলে। অমুক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে অথবা সে গত হইয়াছে কিম্বা ভূত হইয়াছে ইহা একই কথা, এজন্য মৃত্যুর পর ভূত হয়। প্রমদা! মানুষ কাহাকে বলে জান?

প্র। আমিইতো মানুষ। আমাকে কি আমি জানি না?

নি। তুমি কে? তুমি কি হাত, না পা, অথবা চক্ষু?

প্র। আমি আমিই। হাত পা চক্ষু, আমি কেন?

নি। তবে তোমার শরীর তুমি নও?

প্র। আমার শরীর? তাইতো দিদী। আমার শরীরকে তো আমি বোধ হইতেছে না। বোধ হইতেছে যেন শরীরের মধ্যে আমি কোথায় আছি। শরীর আর আমি কি, আমাকে বুঝাইয়া দাও।

নি। যেমন এই ঘরে আমরা বসিয়া আছি, সেইরূপ তোমার শরীর তোমার ঘর। শরীর তুমি নও। ঘর যেমন ইট্, কাঠ চূণ শুরকি প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত হয়, সেইরূপ শরীরও বিবিধ পদার্থে প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বকালে পণ্ডিতদিগের বিশ্বাস ছিল সমস্ত পদার্থের মধ্যে পাঁচটী প্রধান মূল পদার্থ, তাহাদিগকে পঞ্চভূত বলিতেন। মৃত্তিকা, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ এই পাঁচটীকে মূল পদার্থ বলিতেন। এখনকার পণ্ডিতেরা বলেন যে মূল পদার্থ পাঁচ নহে, তাহা ৬০ ষাটেরও অধিক। মূল পদার্থ যতই হউক, তাহাদ্বারাই শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে। মূল পদার্থ জড়, শরীরও জড়।

প্র। জড় কাহাকে বলে?

নি। যাহার জ্ঞান চেতনা নাই, ইচ্ছাপূর্ব্বক গমনাগমন করিতে পারে না, তাহাকেই জড় বলে। তুমি ঐ পাতর খানাকে যেখানে রাখিয়াছ সেই খানেই আছে, যতক্ষণ না নড়াইবে ততক্ষণ নড়িতে পারিবে না। এজন্য উহাকে জড় বলে। শরীরও জড়। মৃত শরীর চলিতেও পারে না, বলিতেও পারে না। যদি শরীর মানুষ হইত, তাহাহইলে যতদিন শরীর থাকিত, ততদিন মানুষও থাকিত। শরীর মানুষ নহে। শরীরের মধ্যে যে চেতন আত্মা আছে, তাহাই মানুষ। আত্মার ইচ্ছাতেই শরীর কার্য্য করে। তুমি কলের গাড়ী দেখিয়াছ। কলের গাড়ী কত শীঘ্র চলিতে পারে। কিন্তু একজন তাহাকে না চালাইলে তাহা একপাও চলিতে পারে না। শরীর যেন কলের গাড়ী, শরীরের মধ্যে যে আত্মা আছে, সেই আত্মাই শরীরের চালক। আত্মাই চলে, কথা বলে, দর্শন করে, শ্রবণ করে, চিন্তা করে, শরীর তাহার যন্ত্র মাত্র।

প্র। আত্মার রূপ কি, তাহার হাত পা কি আছে?

নি। আত্মার রূপ নাই। আত্মা নিরাকার, সুতরাং তাহার হাত পা নাই।

প্র। আত্মার রূপ নাই, তবে তাহাকে কিরূপে দেখিব?

নি। তোমাকে কি তুমি দেখিতেছ না? তোমার সুখ দুঃখ শোক সন্তোষ তাহা কি বুঝিতে পার না?

প্র। হাঁ তা পারি। সুখ দুঃখ বেশ বুঝিতে পারি।

নি। তাহাহইলেই তুমি তোমাকে দেখিতেছ। নিরাকার আত্মাকে জ্ঞান দ্বারা দর্শন করা যায়।

প্র। আত্মার গুণ কি?

নি। জ্ঞান প্রেম ইচ্ছা আত্মার গুণ। বিদ্যা শিক্ষা, ঈশ্বর ভজনা, কর্ত্তব্য পালন এই সকল কার্য্য আত্মার উন্নতির কারণ।

প্র। যদি শরীর আত্মা নহে, তবে শরীরে ক্ষুধা হয় কেন?

নি। ক্ষুধা আত্মার গুণ নহে, শরীরের গুণ। বৃক্ষ যেমন জল বায়ু তেজ আকর্ষণ করিয়া বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ শরীরেরও আহারের প্রয়োজন। শরীরের পদার্থ সকল মল মূত্র নিশ্বাসের আকারে ক্রমশই ক্ষয় হইতেছে। শারীরিক পদার্থ সকল ক্ষয় হইলে শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সেই দুর্ব্বলতাকে ক্ষুধা বলে। শরীরের মধ্যে দুই প্রকার বস্তু আছে। ঘন পদার্থ ও তরল পদার্থ। ঘন পদার্থের অভাব হইলে ক্ষুধা হয়। তরল বস্তুর অভাব হইলে পিপাসা হয়। এই জন্য ক্ষুধাতৃষ্ণার পর আহার ও পান করিলে শরীর সবল হয়। শরীরে যতক্ষণ আত্মা থাকে, শরীর সজীব থাকে। আত্মা শরীরকে ত্যাগ করিলেই শরীর অবশ হয়, তাহাকেই মৃত্যু বলে। শরীর মৃত হইলে আর তাহার আদর থাকে না। তখন শরীরকে ফেলিতে পারিলেই হয়। যে শরীরে কত স্নেহ মমতা, তাহা বাটী হইতে লইয়া গেলে গোবর ছড়া দেয়। ইহাতেই বোধ কর শরীরকে কেহ মানুষ জ্ঞান করে না। মৃতদেহ সম্মুখে রাখিয়া কান্দিতে থাকে, 'কোথা গেলে গো'। শরীরের মৃত্যু হয়, আত্মার মৃত্যু হয় না। মৃত্যুর পর আত্মা যেখানে থাকে, তাহাকেই পরলোক বলে।

প্র। সেস্থান কেমন?

নি। পৃথিবীর কোন মনুষ্য তাহা দর্শন করে নাই। এজন্য সেস্থান কেহ বর্ণনা করিতে পারে না।

প্র। যেস্থান কেহ কখনও দেখে নাই, সেস্থানের উল্লেখ ই বা কেন?

নি। মৃত্যুর পর যে আত্মা থাকিবে, তাহা নিশ্চয়ই। কারণ পরমেশ্বর যত পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার কিছুই ধ্বংস হয় না। যাহাকে মৃত্যু বলি, তাহা শরীরের ধ্বংস নহে, শারীরিক পদার্থের বিকার মাত্র। মৃত্তিকা জল বায়ু প্রভৃতি পদার্থের সংযোগে শরীর হয়, আবার শরীরের সেই সমস্ত পদার্থ বিকৃত হইয়া জল বায়ুর সঙ্গে মিশাইয়া

যায়। এক জনের শরীরের পদার্থ ধান্য কি যবে মিশাইয়া গেল, হয় তো তাহারই পুত্র কন্যাগণ সেই ধান্য যব ক্রয় করিয়া আহার করিতেছে। আত্মার, এরূপ বিকার হয় না। আত্মা নিরাকার, তাহার সংযোগ বিয়োগ নাই। শরীরের বিয়োগ হইলে আত্মা পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করে। পৃথিবীতেও আত্মা পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং পরমেশ্বরই আত্মার পরম লোক, পরমপদ।

প্র। তবে স্বর্গ নরক কোথায়?

নি। স্বর্গ নরক কোন স্থান নহে। আত্মা পাপ করিয়া যে আত্মগ্লানি ভোগ করে, তাহাই নরক। পুণ্য করিয়া যে আত্মপ্রসাদ ভোগ করে, তাহাই স্বর্গ।

প্র। তবে যে, বলে, যমের বাড়ী আছে, সেখানে নরককুণ্ড আছে। চিত্রগুপ্ত খাতা খুলিয়া হিসাব করিয়া দণ্ড দিয়া থাকেন?

নি। ওসকল কথা কবির কল্পনা। আত্মা যখন নিরাকার, তখন তাহাকে অগ্নির ও বিষ্ঠার মধ্যে কি প্রকারে নিক্ষেপ করিবে? আত্মা নিরাকার, তাহার স্বর্গ নরকও নিরাকার। পৃথিবীতেও মানুষ স্বর্গ নরক ভোগ করে। পুণ্য করিলে মনে সুখ হয়, পাপ করিলে গ্লানিতে আত্মা দগ্ধ হয়। ইহাকেই স্বর্গ নরক বলে। যাহা পৃথিবীতে ভোগ হয় না, মৃত্যুর পরে তাহা ভোগ করিতে হয়। পতিব্রতা পৃথিবীতে এবং মৃত্যুর পরে স্বর্গসুখ অনুভব করেন। পতিব্রতা যদি পতিসেবা করিয়াও অন্য পাপ করেন, তাঁহাকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

প্র। আমার আরও অনেক জিজ্ঞাসা করিবার আছে। আজি সন্ধ্যা হইল, ঘরে যাই। কল্য আসিয়া অন্য কথা জিজ্ঞাসা করিব।

বৈদ্যুতিক আশ্চর্য্য ঘটনা।

(১১১ সংখ্যার ১২১ পৃষ্ঠার পর)

সুবিখ্যাত ডারউইন সাহেব দক্ষিণ আমেরিকায় ঘটনাক্রমে একবার ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তথায় তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে অতীব আশ্চর্য্য হইলেন। একখানি জাহাজ, দুইটী গিরজা এবং একটী বাটী বজ্রাঘাতে ধ্বংস হইয়াছে। তাড়িতাগ্নিতে গিরজার ঘণ্টা গলিয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়াতে নিম্নস্থ চৌকী টেবল প্রভৃতি ছিদ্রময় হইয়াছে, ঘণ্টার তার যে স্থান হইতে

ঝুলান ছিল, তাহার উভয় পার্শ্ব কাগজ দিয়া মোড়া ছিল, এই কাগজ পুড়িয়া ছারখার হইয়াছে। প্রাচীর যেন কামানের গোলায় ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছে, গৃহের একদিকে প্রাচীরের ইষ্টকাদি বিপরীত দিকের প্রাচীরে আহত হইয়া ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে। এক খানি আরসী ছিল, তাহার গিল্‌টী করা ফ্রেম কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। রাইওপ্লাটার তীরে কতকগুলি বালুগিরি ছিল, তাহাতে বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হইয়া বহু সংখ্যক (cylinder) শিশির চুঙ্গী উৎপন্ন করিয়াছে। শিশি গুলি দেখিতে চিক্কণ, বেড়ে দুই বুরুল এবং তাহার বেধ এক বুরুলের ২০।৩০ ভাগের এক ভাগ। চারি শ্রেণী এইরূপ শিশি সজ্জিত রহিয়াছে। বিদ্যুৎ শিথিল বালুকায় পড়িয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে চারি শাখায় বিভক্ত হইয়া এইরূপ আশ্চর্য্য গঠন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে। বিদ্যুৎ দ্বারা এইরূপ শিশি গঠন অন্যান্য স্থানেও দৃষ্ট হয়। ডাক্তার গ্রীষ্টাল বলেন এক বৃক্ষতলে এক জন মনুষ্য বজ্রাহত হইয়া মরে, তাহার নিম্নস্থ মৃত্তিকায় এইরূপ শিশি প্রাপ্ত হওয়া যায়। কম্বর্লণ্ডের ড্রিগ নামক স্থানে বজ্রাঘাত হয়, তাহার ৩০ হাত স্থানের মধ্যে তিনটী শিশি দেখা যায়, একটী ৩০ ফিট মাটীর নিম্নে পাওয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি বালুকাময় ভূমিস্থ খড়ের গাদা পুড়িয়া কাচ উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যুতের এরূপ অদ্ভুত কার্য্য কখনও দৃষ্টিগোচর করি নাই। বিদ্যুৎকে উপযুক্তরূপে চালাইতে পারিলে ইহা যে অনেক গঠন কার্য্য সম্পন্ন করিবে, তাহার পূর্ব্বাভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

সমমণ্ডলে বিদ্যুতের ক্রীড়া সচরাচর দেখা যায়, এবং গ্রীষ্মকালে তাহার প্রভা অধিক উজ্জ্বল হয়, নিম্নতল অপেক্ষা পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহা আরও ভয়ানক আকারে দৃষ্ট হয়। মেরু প্রদেশের দিকে যত যাওয়া যায়, বিদ্যুতের তেজ ততই নিষ্প্রভ এবং বজ্রের নির্ঘোষ ততই মৃদু ভাব ধারণ করে, ইহাদ্বারা কোন অনিষ্টপাত হয় না। আইসলণ্ড দ্বীপে শীতকালে আকাশময় বিদ্যুৎ বিস্তারিত হয়, বোধ হয় যেন বায়ুমণ্ডলে আগুন লাগিয়াছে। এই সময় বাতাস প্রবল হয় এবং তুষার সকল সবেগে চারিদিকে ধাবিত হইতে থাকে। কিন্তু ইহাদ্বারা বিশেষ কোন হানি হয় না, কেবল রাঙা আকাশ দেখিয়া গো মেষাদি পশু ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পর্ব্বতের উপর আছাড় খাইয়া পড়ে। এই দ্বীপের রাজধানী রিক্কিয়াবিকে ১৮৩৩ ও ৩৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বজ্রধ্বনি একবার মাত্র শ্রুত হয়। জিসেক নামক এক সাহেব গ্রীনলণ্ড দ্বীপে ৬ বৎসর কাল বাস করেন, ইহার মধ্যে বজ্রনাদ এক বার মাত্র শুনিতে পান।

বিদ্যুতের আলো তিন প্রকার আকারে দেখা যায়—বক্র বা আঁকা বাঁকা; প্রশস্ত এবং গোলাকার। প্রথম প্রকারের বিদ্যুৎ

এক বিন্দু হইতে উৎপন্ন হইয়া দীর্ঘাকার রেখাতে চলিয়া থাকে এবং কখনও কখনও দুই তিন শাখায় ভগ্ন হইয়া পৃথিবী বা পৃথিবীস্থ পদার্থের উপর পতিত হয়। ইহা শুভ্র, ধূমল, বা বাইলেট বর্ণের দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় প্রকারের বিদ্যুৎ মেঘের ধার হইতে বাহির হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত আকাশকে আলোকিত করিয়া আবার যেন মেঘের অঞ্চলে লুকাইয়া যায়। ইহাতে লোহিত, নীল ও বায়লেট বিচিত্র বর্ণের উৎপত্তি হয়। তৃতীয় শ্রেণীর বিদ্যুৎ ভাঁটার মত গোল, অনেকটা স্থির এবং ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া চলিয়া থাকে। প্লাইমাউথ নিবাসী হার্ডার সাহেব যখন ডার্টস্ মাউথ পাহাড়ে উঠিয়া ছিলেন, তখন তাহার নিকট একটী বিদ্যুৎ-জ্বলিত মেঘ চলিয়া আসিতেছে বোধ হইল। তিনি শশব্যস্ত হইয়া একটী নিরাপদস্থলে আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইবার পূর্ব্বে নিকটে একটী ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিতে পাইলেন। বিদ্যুৎ একটী বৃহৎ অগ্নিময় পদার্থ বলিয়া বোধ হইল, তাহার পশ্চাতে ঝলকে ঝলকে আলোক জ্বলিতেছে। ইহা তাঁহার নিকটে পড়িয়া পর্ব্বততলস্থ একটী নির্ঝরিণীকে আলোক নদী করিয়া দিল এবং পরে অদৃশ্য হইল।

অনেকে আকাশে অগ্নির গোলা চলিতে দেখিয়াছেন, ইহা যে বিদ্যুতের কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আডমিরাল চামার্স বিলাতের রয়াল সোসাইটী নামক সভায় একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতে বলিয়াছেন "১৭৪৯ সালের ৪ঠা নবেম্বর বাহিরের ডেক হইতে আকাশের দিকে চাহিয়া আছি, এমন সময় জাহাজের একজন কর্ম্মচারী যে দিক্ দিয়া বায়ু বহিতেছিল, সেই দিক্ পানে চাহিতে বলিলেন। সেদিকে সমুদ্রের জলের উপর ৩ মাইল দূরে জাঁতার মত বৃহদাকার ও নীলবর্ণ কয়েটী আগুনের গোলা গড়াইয়া গড়াইয়া অসিতেছে বোধ হইল। চক্ষুর নিমেষে ইহা একশত হস্তের মধ্যে দেখা দিল এবং তথা হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ করতঃ ঊর্দ্ধ দিকে লম্ফমান হইয়া জাহাজের সর্ব্বোচ্চ মাস্তুলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল।" ১৮২৬ সালের জুন মাসে মালবোর্ণ পাহাড়ে যে ভয়ঙ্কর বজ্রপাত হয় এবং যাহাতে দুইটী মহিলা এককালে গতাসু হন, তদুপলক্ষে বর্ণিত আছে যে বিদ্যুৎ একটী অগ্নির শিখার ন্যায় হইয়া পাহাড় হইতে নামিয়া তাহাদিগের আশ্রয় স্থান গৃহাভিমুখে আসিতেছে দৃষ্ট হইয়াছিল। বিদ্যুৎ সচরাচর যেরূপ দ্রুতগতিশীল ও চঞ্চল, তাহাতে এরূপ স্থির ও বহুক্ষণস্থায়ী অবস্থা কিরূপে প্রাপ্ত হয়, ইহা ব্যাখ্যা করা কঠিন। কিন্তু কোন কোন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বলেন মেঘ হইতে প্রকৃত বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে কিয়ৎ পরিমাণ তাড়িত পদার্থ নির্গত হয়, তাহা বায়ু মণ্ডলের

তাড়িত পদার্থের সহিত যুক্ত হইয়া অগ্নিবর্ত্তুলাকারে নানাদিকে বিচরণ করিয়া থাকে। এটী একটী অতি আশ্চর্য্য বৈদ্যুতিক ক্রিয়া।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টির মাতা।

(২১২ সংখ্যা ১৪৩ পৃষ্ঠার পর)

রামলিনীর জীবনের এই সময়ের স্বরূপ চিত্র তাঁহার একজন মাননীয়া সহচরী দ্বারা সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। এই সহচরী এব্রাষ্টিসের ডচেস্ ম্যাডাম জুনো। যখন রামলিনী তাঁহার সমপদস্থ ছিলেন, তখন অবধি ইনি তাঁহার সুপরিচিতা। ইনি বলেন, "যখন রামলিনী ম্যাডাম মিয়র উপাধি প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহার বয়স ন্যূনাধিক চুয়ান্ন বৎসর হইবে। তখনও তাঁহার সৌন্দর্য্যের পরিসীমা ছিল না। তিনি যে যৌবন কালে একজন পরমসুন্দরী রমণী ছিলেন, তাহা তাঁহাকে দেখিলেই প্রতীয়মান হইত। মেরিএনা ব্যতীত তাঁহার সকল কন্যাই তাঁহার মত সুন্দরী। তাঁহার আকার নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব ছিল,—দৈর্ঘ্য পাঁচফুট এক ইঞ্চ, কিন্তু বয়সের বৃদ্ধির সহিত স্থূলতা বৃদ্ধি হওয়াতে বরং কিছু খর্ব্ব বলিয়াই বোধ হইত। তাঁহার শরীর বলিষ্ঠ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল দৃঢ় এবং মূর্ত্তি প্রশান্ত; হস্ত ও পদের গঠন সুগোল ও সুন্দর; বিশেষতঃ তাঁহার পদযুগের গঠন অতীব চমৎকার, তেমন সুন্দর পদ আমি আর কাহারও দেখি নাই। তাঁহাকে এক জন নিখুঁত সাকারা সুন্দরী বলা যাইতে পারে, কেবল দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীতে একটু খুঁত ছিল—কুচিকিৎসা-নিবন্ধন শিরাচ্ছেদ হওয়াতে অঙ্গুলীটী নোয়ান যাইত না। এত বয়সেও তাঁহার একটীও দন্ত পতিত হয় নাই। তাঁহার হাস্য মধুর ও মনোহারী এবং মুখশ্রী উজ্জ্বল ও প্রভাবিশিষ্ট, নেত্রদ্বয় আয়ত না হইলেও মোহন ও কৃষ্ণবর্ণ এবং সুধাময় দৃষ্টিতে স্বভাবের মাধুর্য্য চির প্রকাশিত। তাঁহার শরীরের প্রতি একটু অধিক যত্ন থাকাতে তিনি বেশ-বিন্যাসের বিশেষ পারিপাট্য করিতেন এবং সময়, বয়স ও পদোপযোগী মহামূল্য পরিচ্ছদ সর্ব্বদাই ব্যবহার করিতেন—এমন কি ইউরোপের যাবতীয় পাঠরাণী, বিশেষতঃ ফ্রান্সের বিলাসী মহিলারাও এ বিষয়ে তাঁহার নিকট পরাস্ত হইতেন। বস্তুতঃ শারীরিক সৌন্দর্য্য ও সামর্থ্য এবং বেশ বিন্যাসের পারিপাট্য হেতু প্রকৃত বয়সের অপেক্ষা তাঁহাকে অনেক অল্পবয়স্ক বোধ হইত। ফরাসী ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার থাকিলেও বাক্‌পটুতা ছিল না। তিনি

কথোপকথন কালে অনেকটা ভীতি প্রদর্শন করিতেন। বাস্তবিক তিনি দর্শকের তীব্র দৃষ্টিকে ভয় করিতেন। মানবপ্রকৃতি অধ্যয়নে তাঁহার চমৎকার নৈপুণ্য ছিল, দর্শন মাত্র সমাগত ব্যক্তিদিগের মনোভাব জানিতে পারিতেন, এবং তাহারা তাঁহার বিষয়ে কে কিরূপ মন্তব্য বা অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন, তাহাদিগের বিদায় হইবার পূর্ব্বেই তাহা ঠিক্ করিয়া রাখিতেন।

রামলিনী এরূপ অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী ও লোকপাল-সেবিত সম্রাটজননী হইয়াও সর্ব্বদা নির্জ্জনে কালাতিপাত করিতেন। বিলাসপরায়ণ ফরাসী জাতির চক্ষে এরূপ ব্যবহার নিন্দনীয়, কিন্তু ইহাতে তাঁহার অণুমাত্র দোষ ছিল না। লুসিএণের অসম সাহস ও অদম্য প্রকৃতি সর্ব্বদাই সম্রাটের অসুখের কারণ হইত, মাতা লুসিএণের পক্ষপাতিনী, এইজন্য তাঁহার প্রতিও সম্রাটের বিরক্তি ভাব। তিনি বাক্যে ইহা প্রকাশ না করুন, কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে অপ্রকাশিত থাকিত না। চতুর ফরাসীজাতি ইহা বিলক্ষণ বুঝিত। পাছে সম্রাটের বিরাগভাজন হইতে হয়, এই ভয়ে ইচ্ছাসত্ত্বেও সম্রাটমাতার সহিত সাক্ষাৎকারে কেহই সাহসী হইত না, অগত্যা তাঁহাকে নির্জ্জনেই কালাতিপাত করিতে হইত। কেবল রাজরীত্যনুসারে নববর্ষোপলক্ষে প্রধান অমাত্যবর্গ এক এক বার অভিবাদন করিতে আসিতেন, ইহাতেই তাঁহার সামাজিক সম্মিলন যাকিছু সংসাধিত হইত।

রঙ্গভূমে নায়কের অবস্থাব্যঞ্জক ভিন্ন ভিন্ন অঙ্ক সকল মুহূর্ত্তের মধ্যে অভিনীত দেখিয়া মনে যত না বিস্ময়ের উদ্রেক হয়, এই অসামান্য বীরজননীর জীবন-নাটিকা পাঠে ততোধিক বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। দিবস আধাঁর গর্ভস্খলিত হইয়া কতিপয় ঘণ্টা ক্রীড়া করিয়া পুনর্ব্বার আঁধারে লীন হয়; পতিত বারি বিন্দু উল্লাসে ঊর্দ্ধে উঠিয়া কিয়ৎক্ষণ গগন মাঝে বিহার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার নিম্নে পতিত হয়, ধূলারাশি বায়ুবেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আবার ধূলিসাৎ হয় এবং নিম্নস্থ অর চক্রমণ্ডলের ঊর্দ্ধতম দেশে আরোহণ করিয়াও আবার অধস্তন দেশ প্রাপ্ত হয়। এই সকল দৈনন্দিন ঘটনা সাধারণের মনে—আমরা বৈজ্ঞানিকের কথা বলিতেছি না—অণুমাত্র বিস্ময় উৎপন্ন করে না, কারণ সকলেই দেখিতেছে ইহাদিগের ক্রমের বিরাম নাই। দিন রাত্রি হইয়া আবার দিন হইতেছে, বারি বাষ্প হইয়া আবার বৃষ্টি হইতেছে, ধূলি উঠিয়া—আবার উঠিয়া পড়িতেছে—আবার উঠিয়া আবার নামিতেছে। কিন্তু বিপদ-জাত সম্পদ পুনর্ব্বিপদে পতিত হইলে আর কি উঠিবার সম্ভাবনা থাকে? গগন-স্খলিত উল্‌কা পিণ্ড আর ঊর্দ্ধে উঠিতে পারেনা—বিটপি-চ্যুত পত্র আর বৃক্ষে সংলগ্ন হয় না, বৃন্ত-ভ্রষ্ট ফল আবার

কুসুমাকার ধারণ করে না! অনাথিনী দীনা রামলিনী আজি রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট জননী, কিন্তু হায়, দেখিতে দেখিতে ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় তাঁহার সমস্ত সম্পদ তিরোহিত হইল। আবার তাঁহার অনাথিনী অবস্থা, আবার তিনি বিপদ-জালে বেষ্টিতা। তাঁহার জীবন সম্পদের অনিত্যতার উজ্জ্বল উদাহরণ।

কানন-কুসুম।

প্রথম স্তবক।

প্রসন্ন-সলিলা, পীযূষ-বাহিনী,
পূত ভাগীরথী-তটে।
বিজন কুটীরে, থাকিত সে বালা,
ফুলময় বনপটে॥
লতায় লতায়, জড়াইয়া বাহু,
করি গাঢ় আলিঙ্গন।
ঢাকিয়াছে সেই, পাতার কুটীর,
নলিনীর নিকেতন॥
চারি পাশে তার, ফুটি শত ফুল,
নাচিত মৃদুল বায়।
সুরভি তা'দের, আকুল অনিল,
ছড়াত নলিনী গায়॥
কোকিল কাকলী, পাপিয়ার পিউ,
শ্যামার মোহন তান।
ছেলে বেলা হ'তে শুনিতে শুনিতে,
বালিকা হারাত জ্ঞান॥
বন-নিবাসিনী, হরিণীর দল,
বাল-সহচরী সবে
নাচিত যখন, পাগলিনী বালা,
নাচিত হরষে তবে॥

ভেদিয়া নীরবে, তিমির নিশার,
কিরণ-বসনা উষা।
পূরব অচলে, হাসিতেন যবে,
মধুরে, কুসুম ভূষা॥
সে সময় ত্যজি, সাধের কুটীর,
একেলা পশিত বনে।
উঠিত গাহিয়া, বিহগ কূজনে,
কে জানে কি ভাবি মনে॥
ধীরে ধীরে যবে, প্রদোষের ছায়া
আঁধার—আঁধারময়।
ঢাকিত কুটীর, ঢাকিত অটবী,
ঢাকিত নদী-হৃদয়॥
সে সময় বালা, চুপি চুপি চুপি,
জাহ্নবী পুলিনে গিয়া।
হেরিত কেমন, চলেছে তটিনী,
প্রেম-পুলকিত-হিয়া॥
পূরণিমা রা'তে, শত শশী ছবি,
লহরে লহরে ধরি।
গায়িত যে গান, মন-সুখে নদী,
শুনিত তা'প্রাণ ভরি॥

এইরূপে কাল, কাটিত তাহার,
ছিলনা ভাবনা, ভয়।
এইরূপে ক্রমে, ষোলটী বছর,
কালস্রোতে পায় লয়॥

মধ্য-স্তবক।

সংসার সাগরে, এ চারু-কুসুম
একেলা ভাসিত সুধু।
কোন কূলে তার ছিল না গো কেউ,
চারিভিতে বারি ধুধু॥
কেবল একটী আছিল যে ভেলা
সে ভেলা—নরেন তার।
সে ভেলার বলে, করিত সে আশা,
পাইবে পাথারে পার॥
নলিনীর শুধু, ছিল গো নরেন,
নরেনের সে নলিনী।
এক বৃন্তে সেই, কুসুম যুগল,
যাপিত দিবা যামিনী॥
আকাশে যেমন, নীলিমা মিশান,
নীলিমায়—নভঃস্থল।
কমলে যেমন, মিশান সুরভি
সুরভিতে শতদল॥
করুণায় যথা, মিশান রমণী,
নারীতে করুণারাশি।
সুখেতে যেমন, মিশান বিষাদ,
বিষাদে সুখের হাসি॥
সেরূপ নলিনী, মিশান নরেনে,
নরেন সে নলিনীতে।
উভয়ের হৃদি,— পবিত্র প্রয়াগ,—
পুণ্য তীর্থ অবনীতে॥

কুটিল সংসার, সাধ্য কিরে তোর,
দেখাস্ এমন ছবি—
এমন পবিত্র এমন সুন্দর,
পুলকে কহিছে কবি॥

অন্ত্য-স্তবক।

তখনো সে বনে, প্রভাতের মুখে
ফোটেনি কমল-হাসি।
শুধু আশে পাশে তরু ঝোপে ঝোপে,
তরল তিমির রাশি॥
তখনো বিহগে, কানন মাতায়ে,
গায়নি প্রভাতী গান।
শুধু ভাগীরথী, কুলু কুলু কুলু,
ধরেছে ললিত তান॥
অলস অনিলে, পাতায় পাতায়,
মৃদু ঝুরু ঝুরু রব।
লতায় লতায়, ছিল যত কলি,
তখনো ফোটেনি সব॥
পূরণিমা শশী হাসিছে তখনো
ঘুমন্ত জোছানা-হাস।
ঢালিছে বিভোরা মালতী মল্লিকা
সুরভি অমিয় রা'শ॥
এমন সময় কুটীর দুয়ারে
দাঁড়ায়ে ডাকিল কবি—
"নলিনী নলিনী জাগ গো সরলা,
উঠগো স্বরগ ছবি॥
বাহিরে আসিয়া দেখ দেখি বালা,
যামিনী যে অবসান।
মলিন জোনাকী, মলিনা তারকা,
শশধর মুখ ম্লান॥

এস ত্বরা করি, লইয়া নরেনে,
চল মিলি তিন জনে,
যাব স্নান হেতু সুনদী-নীরে,
বিপুল পুলক মনে ॥
কিন্তু আজি আর, কুটীর বাহিরে,
এলোনা নলিনী হায়।
শুধুই পবনে, কবির সে ডাক,
মিলায়ে মিলায়ে যায় ॥
বিস্ময়ে চকিত কবি সে তখন,
প্রবেশি কুটীরমাঝে।
হেরিল তথায়, নাহি সে প্রতিমা,
চারু বনদেবী সাজে ॥
বিজয়া বাসরে, উমার বিরহে,
ভকত হৃদয় যথা।
উদাস উদাস, নিরানন্দময়,
না শোনে আশার কথা ॥

আজিকে তেমনি, কবির হৃদয়,
না হেরে সে সরলায়।
নলিনী নলিনী ডাকিতে ডাকিতে
ছুটিল পাগল প্রায় ॥
সহসা কবির, চল গতিরোধ,
তাড়িত প্রভাবে যেন—
রহিল দাঁড়ায়ে পাথরে খোদিত
কঠিন মূরতি হেন ;
নড়েনা চড়েনা, পলক পড়েনা
বিশাল লোচনে তার,
শুধু নদীতটে, চাহিয়া চাহিয়া
নেত্রে ঝরে নীর-ধার ;
কি হেরিলে কবি — একি সর্ব্বনাশ,
নলিনী নরেন সনে,
লুটায় ভূতলে, যুগল কুসুম,
যেন ভীম সমীরণে।

আমি তোমাদের চাঁদ।

পাঠিকাগণ! আমি তোমাদের চাঁদ। সূর্য্য দাদা একবার তোমাদের নিকট আপনার পরিচয় দিয়া তোমাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমার তার প্রয়োজন নাই। তোমরা আমার পক্ষপাতী, আমাকে বড় ভালবাস, তা আমি জানি। তোমাদের কতকগুলি ভ্রমের কথা বলিতে আমি নিজমূর্ত্তি ধরিয়া আজি আসিয়াছি।

তোমরা আমাকে কত সুন্দর মনে কর এবং "বিধু" "সুধাংশু" "হিমাংশু" সুধাকর প্রভৃতি কত কোমল সুন্দর নামে সম্বোধন কর, কিন্তু আমি কৃষ্ণ চন্দ্র, তোমাদের পৃথিবীর মত কাল এবং মাটীতে গঠিত। সূর্য্য দাদা যখন আমার মুখে আলো ধরেন, তখনি আমি তোমাদের পৃথিবীর মত উত্তপ্ত হই, তোমরা জ্যোৎস্না পাও। তোমাদের পৃথিবীতে সূর্য্যের তাপে যখন তোমরা জ্বলিয়া মর; তখন আমি পৃথিবীটীকে কেমন মনোহর জ্যোৎস্নাপূর্ণ দেখিতে পাই!

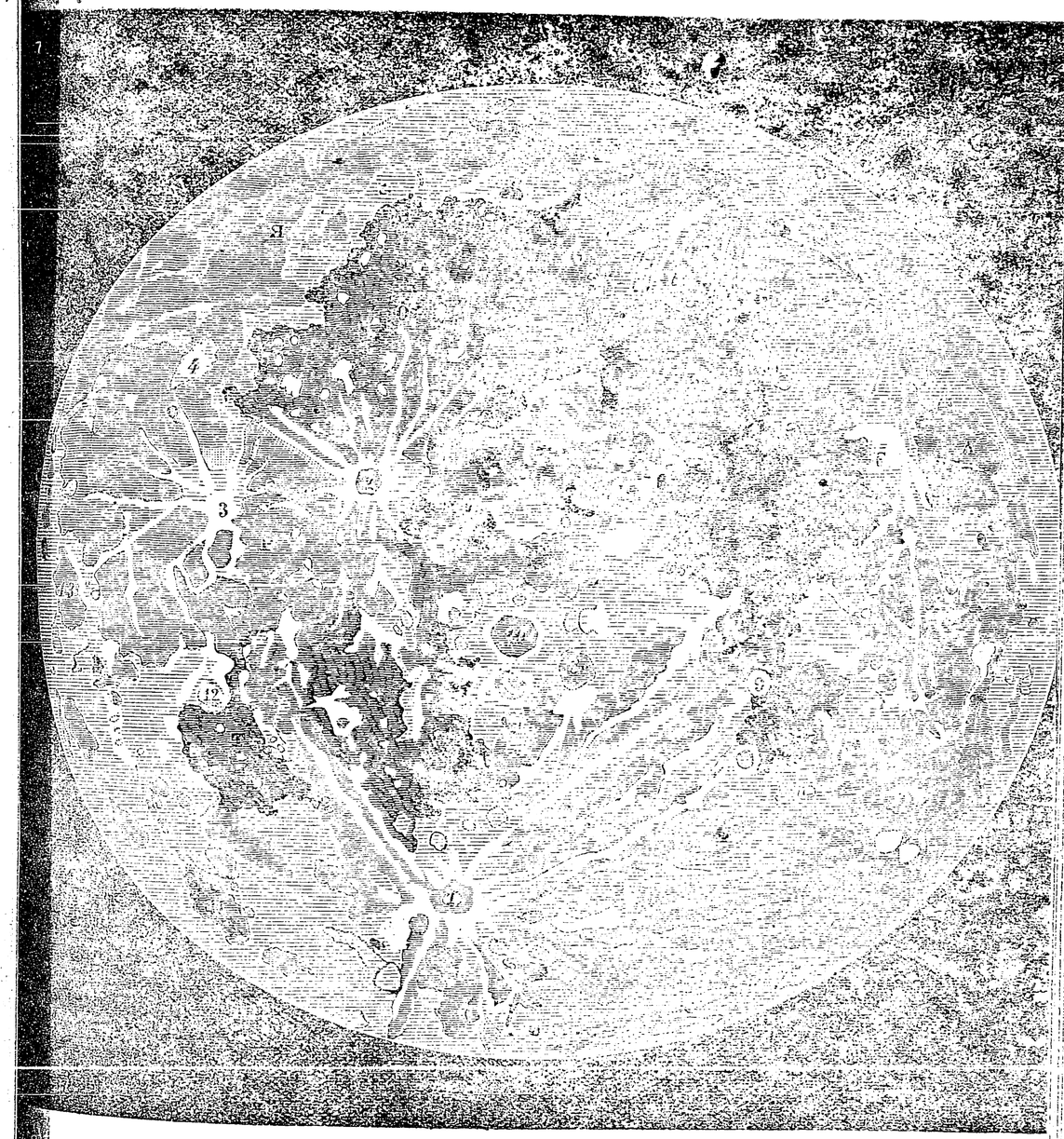

হে সুন্দরি! কি দেখিছ, চাহি চন্দ্রাননে,
আকাশের চাঁদ আজি পাইয়াছ হাতে,
রূপহীন, শোভি আমি রবির কিরণে,
আমার গৌরব বল কি আছে তাহাতে।

যাঁর করে রবি শশী হইছে উজ্জ্বল,
রমণী-বদন শোভে শত সুধাকর,
গাও তাঁর গুণ, হবে জীবন সফল,
শোভার আকর, তিনি প্রেমের সাগর।

আমি কোথায় থাকি এবং কত বড় তা কি তোমরা জান? তোমাদের ছেলেরা "আয় চাঁদ্ আয় চাঁদ" করিয়া হাত বাড়াইয়া আমাকে ধরিতে যায়। তোমরাও হয়ত মনে কর, তোমাদের মেঘ যেখানে চলে, আমিও সেইখানেই চলি। কিন্তু তোমাদের নিকট হইতে ২৩৭, ৬০০ মাইল দূরে থাকি। আমাকে সূর্য্যের সঙ্গে সমান বলিয়া মনে কর, কিন্তু আমার মত ৭ কোটী চন্দ্র তাহার কোলে পড়িয়া থাকিতে পারে। তবে আমিও নিতান্ত একটা গোলাগুলির মত নহি, আমার বেড় ৮ হাজার মাইলের অধিক। আমি তোমাদের পৃথিবীর অপেক্ষা একটু ক্ষুদ্র।

আমার কলঙ্ক লইয়া তোমরা কত কল্পনা করিয়াছ। কখন মনে করিয়াছ আমার মা বুড়ী কাটনা কাটিতেছে, কখন মনে করিয়াছ তোমাদের রূপসীদের মুখের সৌন্দর্য্যে লাঞ্ছিত হইয়া আমি একটী খরগোস কোলে করিয়া কাঁদিতেছি। কিন্তু একবার দূরবীণ চক্ষে দিয়া ভাল করিয়া দেখ, দেখিবে, আমার উজ্জ্বল অংশ সকল উচ্চ পাহাড়ময় স্থান, অন্ধকারময় স্থান সকল গভীর উপত্যকা ভূমি, তথায় সূর্য্যের আলো যাইতে পারে না। ২০,০০০ ফিট উচ্চ পাহাড় সকলও আমি বক্ষে ধারণ করিয়া আছি।

তোমাদের মানবজাতির অনেকে অনেক স্থানে আমাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিয়াছে। কেহ আমাকে পুরুষ, কেহ স্ত্রীলোক ভাবনা করিয়াছে। হিন্দুরা আমাকে রাঙা বর করিয়া ২৭টী তারকা সুন্দরীর সহিত বিবাহ দিয়াছে, গ্রীকেরা আপলোর ভগ্নী 'ডায়েনা' বলিয়া স্ত্রীলোকের দলে আমাকে ফেলিয়াছে, কালডীয়েরা 'অষ্টরথ' নামে আমার পূজা অর্চ্চনা করিয়াছে। কিন্তু আমি দেবতা নই, পুরুষ বা নারীও নই, আমি অনন্ত ঈশ্বরের হস্ত রচিত একটী জড় পদার্থ, তোমাদের পৃথিবীর সহচরী হইয়া আকাশ পথে তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াই।

তোমরা বড় নির্ব্বোধ, আপনার ছায়া দেখিয়া আপনারা ভয়ে মর। যখন আমার গ্রহণ হয়, তখন কি হয়? তোমাদের পৃথিবী সূর্য্যকে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়, তাইতে পৃথিবীর গোল ছায়াটা আমার উপর পড়ে। কিন্তু তোমরা মনে কর, রাহু চণ্ডালে আমাকে খাইয়া ফেলিল। আমি যেমন তেমনি থাকি, পৃথিবী সরিয়া গেলেই আবার সূর্য্যের আলো পাইয়া উজ্জ্বল হই।

তোমরা আমার কলার হ্রাস বৃদ্ধি দেখিয়া কতখানাই ভাব, এবং পূর্ণিমার রজনীতে মনে কর আমার সর্ব্বাঙ্গ দেখিয়া লইলে। কিন্তু তোমরা আমার এক পিঠ মাত্র দেখিতে পাও, আমার অন্য পিঠ যে কিরূপ তাহা সৃষ্টি হইতে একাল পর্য্যন্ত তোমাদের দৃষ্টির অগোচর রহিয়াছে। আমার এক পিঠ প্রতিদিনই জ্বলে, আমি প্রতিদিনই পূর্ণিমার চাঁদ। কিন্তু তোমাদের দৃষ্টির ভ্রম হয়, তাই নানা তিথির

কল্পনা কর। অমাবস্যার দিন তোমরা আমাকে দেখিতে পাওনা, কিন্তু আমি তোমাদের এত কাছে কাছে থাকি, যে পূর্ণিমার দিন তত কাছে আসি না। তোমরা দেখ না দেখ, প্রশংসা কর না কর, আমি আপনার কাজ আপনিই করি। অমাবস্যার অন্ধকারে লুকাইয়া তোমাদের পৃথিবীর যে উপকার করি, তাহাতেই আমার অধিক আহ্লাদ।

আমার যে রূপ নাই, তোমরা আমার সেই রূপের প্রশংসা কর, আর আমাকে দেখিয়া দেখিয়া পাগল হইয়া যাও। চকোর চকোরীকে আনিয়া আমার হাড় হইতে কত সুধারস নিংড়িয়া লও। কিন্তু আমার যথার্থ গুণ সাধারণে বুঝে না। আমি সমুদ্রের জল উথলাইয়া জোয়ার ভাটা উৎপন্ন করি, বৃক্ষ রাজ্যকে পালন করি, মনুষ্যের শরীরের রোগ ধরিয়া দি। আরও কত কাজ করি, অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবে।

তোমাদের পৃথিবীর মত বায়ু মেঘ আমাতে নাই, ইহাতে তোমাদের বৈজ্ঞানিকেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমাতে জীবজন্তুর বাস নাই। কিন্তু তোমাদের পণ্ডিতদিগকে বলিও, ঈশ্বরের বিচিত্র সৃষ্টি ও অনন্ত মহিমার বিষয় তাঁহারা কি জানেন! তোমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি হউক, আমার বিষয় অনুসন্ধান কর, ক্রমে অধিক জানিতে পারিবে। জ্ঞান চর্চ্চা করিয়া তোমাদের অনেক ভ্রম যাইতেছে দেখিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইতেছি, তোমাদের সকল ভ্রম দূর হইলেই আমি 'তোমাদের চাঁদ' তোমাদের হাতে ধরা দিব।

প্রণয় ও বৈধব্য।

সেবয় নামক প্রদেশের একজন সম্ভ্রান্ত লোক একবার সুইজরলণ্ডের জেনিবা নামক নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি কয়েক দিন নগর অবরোধ করিয়া অবশেষে এক দিন রাত্রিকালে যখন রক্ষিগণ নিদ্রিত থাকে, সেই সময়ে উক্ত নগর আক্রমণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। তদনুসারে তিনি কতিপয় সৈনিক সমভিব্যাহারে নিশীথকালে দুর্গের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা কয়েকজন মাত্র প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন, এমন সময়ে দুর্গ-মধ্য স্থিত প্রহরীগণ জানিতে পারিলেন; তৎক্ষণাৎ সংকেত মাত্র সৈনিকগণ সশস্ত্র হইয়া আততায়ীদিগের প্রতি ধাবিত হইল এবং উক্ত সম্ভ্রান্ত লোককে সদলে বন্দী করিল। অবিলম্বে সামরিক বিচারপতিগণ সম্মিলিত হইলেন এবং প্রকাশ্য স্থানে তাঁহার প্রাণদণ্ড বিধান কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল। এই প্রাণ

দণ্ডের সংবাদ যখন উক্ত সম্ভ্রান্ত লোকের পত্নীর কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি আলুলায়িতকেশে উন্মাদিনীর ন্যায় অতি দীন ভাবে সেই হত্যাস্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং স্বীয় পতির নিকট শেষ বিদায় লইবার জন্য রক্ষিপুরুষদিগের অনুমতি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাদের কঠিন হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না; তাহারা তাঁহার অশ্রুজলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল না। উক্ত সাধ্বী রমণী ব্যাকুল হইয়া বধস্থানে অনিমেষে পতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অবিলম্বে তাঁহার চক্ষের উপরে তাঁহাকে উদ্বন্ধনে হত্যা করা হইল। মৃত দেহ যখন ফাঁসিকাষ্ঠ হইতে নামান হইল, তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। মৃত দেহ যখন প্রকাশ্য স্থানে পশুপক্ষীর উদর পূরণার্থ নিক্ষিপ্ত হইল, তখন রমণী দৌড়িয়া গিয়া মৃতদেহের নিকট বসিলেন এবং পতির বিলীন মুখচ্ছবির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কয়েক দিনের মধ্যে কেহই সে স্থান ও সে অবস্থা হইতে তাঁহাকে সরাইতে পারিল না। ক্রমে অনাহারে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং তিনিও পতির দেহের পার্শ্বে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

আমাদের দেশে বহু দিন সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল সুতরাং এরূপ ঘটনা এতদ্দেশে অনেক বার ঘটিয়া থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ শুনা যায়, অনেক স্থলে বিধবাদিগকে বলপূর্ব্বক দাহন করা হইত। কোন কোন স্থলে দুরাচারিণী রমণীরাও স্বীয় স্বীয় জীবনের কলঙ্ক আচ্ছালন করিবার জন্য শেষকীর্ত্তি স্বরূপ দুষ্কর আত্মহত্যা কার্য্যে অগ্রসর হইত।

যেখানে বলপ্রয়োগ, সেখানে মানবহৃদয়ের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়। যে রমণীর পাতিব্রত্যের কথা উপরে উক্ত হইল, তাঁহার প্রতি বল প্রয়োগ ছিল না, বরং যে দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে সমাজ মধ্যে তিনি পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, সে সমাজ মধ্যে বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহিত হওয়া কিছুমাত্র লজ্জা বা সামাজিক অগৌরবের বিষয় ছিল না। তিনি মনে করিলে সুখে ও নিরাপদে বাস করিতে পারিতেন, অপর কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়া আবার ঐশ্বর্য্যের সুখ ভোগ করিতে পারিতেন, কিন্তু এ সকলকে তিনি তুচ্ছ জ্ঞানে অবহেলা করিলেন। তিনি যে আত্মহত্যা করিলেন, তাহা ধর্ম্মের চক্ষে নিন্দনীয়, কিন্তু এতদ্দ্বারা তাঁহার প্রণয়ের গভীরতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। স্বাধীনতা থাকাতেই তাঁহার সতীত্বের মূল্য এত অধিক বোধ হইতেছে।

চিন্তা করিলে দৃষ্ট হইবে যে কার্য্যে মানবের স্বাধীনতা নাই, তাহাতে ধর্ম্মও নাই। আমরা যে মনে করিলে পাপপথে যাইতে পারি, অথচ ধর্ম্মপ্রবৃত্তির

আদেশানুসারে সেপথে গমন করি না, ইহাতেই আমাদের কার্য্য—ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যদি পশুদিগের স্বাভাবিক কার্য্যের ন্যায়, আমাদের কার্য্য বিষয়ে আমাদের স্বাধীনতা না থাকিত, যদি আমাদের ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞান না থাকিত, যদি আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক অধর্ম্ম বর্জ্জন ও ধর্ম্ম গ্রহণ না করিতাম, তাহা হইলে আমাদের সৎকার্য্য সকল প্রশংসার যোগ্য হইত না।

সুতরাং এদেশে যে সহস্র সহস্র রমণী চিরবৈধব্য ভোগ করিতেছেন, তদ্দ্বারা দেশীয় রমণীগণের প্রণয় ও সতীত্বের যে অধিক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে তাহা নহে। কারণ এবিষয়ে তাঁহাদের স্বাধীনতা নাই। দেশে যদি বিধবাবিবাহ প্রচলিত হয়, এবং তখন যদি কোন নারী মৃত পতিকে স্মরণ করিয়া ব্রহ্মচারিণী হন, তবেই তাঁহার পাতিব্রত্যের প্রকৃত পরীক্ষা হইবে।

যেখানে গভীর আন্তরিক প্রণয়, সেখানে পবিত্র বৈধব্য ও ব্রহ্মচর্য্য আপনাপনি প্রস্ফুটিত হয়। প্রণয়ের স্বভাব এবং ধর্ম্ম এই যে ইহা একবার হৃদয়কে অধিকার করিলে মৃত্যুর পরেও মৃতবন্ধুকে পরিত্যাগ করে না। মৃত ব্যক্তির নামটী প্রাণমধ্যে জীবিত ও জাগরূক হইয়া থাকে। যাঁহাকে ভাল বাসি, তিনি যতদিন জীবিত আছেন, ততদিন সেই ভাল বাসার মধ্যে পার্থিব ও শারীরিক ভাব সকল মিশ্রিত থাকে। কিন্তু মৃত্যু এই কার্য্য করে—যে সেই প্রণয় অগ্নিতে পরিক্ষিত স্বর্ণের ন্যায় সকল প্রকার পার্থিব ভাব পরিহার করিয়া সম্পূর্ণ অপার্থিব ও পবিত্র ভাব ধারণ করে। এই খানেই আমরা মানবের মহত্ত্ব অনুভব করি। অন্য কোন প্রাণীতে এরূপ অপার্থিব প্রণয়ের শক্তি দৃষ্ট হয় না। প্রণয় যখন অপার্থিব আকার ধারণ করে, তখন ইন্দ্রিয় সুখাসক্তি বিলাসপ্রিয়তা প্রভৃতি স্বতই হৃদয় হইতে বিদূরিত হয় সুতরাং প্রকৃত প্রণয়িনী ও প্রকৃত প্রণয়ীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য অতি স্বাভাবিক। ভারতবর্ষীয় হিন্দুরা এই ভাবের পবিত্রতা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন এবং সেই জন্য নারীর চির-বৈধব্যের বিধি করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বলপূর্ব্বক এরূপ বিধি প্রয়োগ ভাল হয় নাই, কারণ ইহাতে নারীর প্রণয়ের স্বাধীনতা নষ্ট করিয়াছে।

আপনাহইতে মৃত পতি বা পত্নীকে স্মরণ করিয়া যাহাঁরা ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন, তাঁহাদিগের নিকট আমাদের মস্তক আপনিই নত হয়। কারণ যখন দেখি যে মানুষ সুখাসক্তি, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা প্রভৃতির উপর নিজের ধর্ম্মভাবের জয় স্থাপন করিয়াছে, তখন সেই মানব চরিত্রে আমরা দেবত্বের আভাস পাই। যে সমাজের দূষিত মত ও দূষিত বায়ু এই পবিত্র ভাব থাকিতে দেয় না, সে সমাজ নিকৃষ্ট। সেখানে ধর্ম্মভাব

বরং হিমালয় পর্ব্বত এক দিন বিচলিত হইতে পারে, তথাপি প্রকৃত প্রণয়ীর হৃদয় কখনও বিচলিত হইবার সম্ভাবনা নাই; তাহা সর্ব্বদা অটল ও অচল ভাবে অবস্থিতি করে। দুর্ভাগ্য বশতঃ বাঙ্গালীর তরল প্রকৃতিতে এইরূপ গভীর প্রণয়ের দৃষ্টান্ত অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষ জাতি এ বিষয়ে অধিকতর অপরাধী। অনেকের প্রণয় বাতাসের অগ্রভাগে গমন করে। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহাদিগের হৃদয় একজনের প্রণয়ে আকৃষ্ট হইতে পারে; কিন্তু যদি সেই প্রণয়-পথে কোন বাধা বা বিঘ্ন থাকে, তাহা অতিক্রম করিবার বিলম্ব তাঁহাদিগের সহ্য হয় না; স্থানান্তরে প্রণয় পাত্রের বা পাত্রীর অনুসন্ধানে তাঁহাদিগের হৃদয় ধাবিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালী সর্ব্ব বিষয়ে অসহিষ্ণু; প্রণয়-সম্বন্ধেও তাঁহাদিগের এই অসহিষ্ণুতা সর্ব্বদা দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রণয় অপর জাতিকে দৃঢ়সঙ্কল্প কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং অসাধ্য সাধনে ব্রতী করিয়া থাকে; কিন্তু বাঙ্গালীকে অস্থির-প্রতিজ্ঞ, চঞ্চল ও কর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া থাকে। অপরের পক্ষে যাহা সদ্গুণের হেতুভূত, বাঙ্গালীর পক্ষে তাহাই অনিষ্টের মূল। যে প্রণয় মনুষ্যকে দেবতা করে, ভোগসুখ-রত বাঙ্গালী জাতিতে সাধারণ ভাবে সেই প্রণয় পিশাচমূর্ত্তিতে বিরাজমান। প্রণয়ের পৈশাচিক ভাব কবে বঙ্গ সংসার হইতে দূর হইবে, কবে ইহার দেবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমাদিগের পাপচক্ষু পবিত্র হইবে? বঙ্গীয় শিক্ষিত যুবক যুবতি, আপনাদিগের হস্তে এই গুরু ভার সমর্পিত রহিয়াছে। আমরা দেবতা হইব, কি পিশাচ থাকিব, তাহা আপনাদিগের প্রণয়াদর্শের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিবে। যে জাতির মধ্যে পবিত্র প্রণয়ের উচ্চভাব বিকশিত হয় নাই ভোগ সুখই যাঁহাদিগের প্রণয়ের প্রকৃত লক্ষ্য; সেই অধঃপতিত জাতির উত্থান পথ অনেক দূরে রহিয়াছে। প্রণয়ের আদর্শমূলে ভবিষ্যৎ বংশের উন্নতি অবনতি নিহিত থাকে। অদ্যকার প্রস্তাবোল্লিখিত স্ত্রীপুরুষ যে মানসিক সামর্থ্যের পরিচয় দিয়াছেন, যে জাতিতে বা যে বংশে সেই মানসিক সামর্থ্য আছে, সেই জাতি বা সেই বংশের সন্তান কখনই অপদার্থ হইতে পারে না। পিতামাতার অনুরূপভাব লইয়া সন্তান জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে।

আমেরিকা আবিষ্কার।

(২১১ সংখ্যা ১১৯ পৃষ্ঠার পর)

১৪৯২ খৃঃ অব্দে ৩রা আগষ্ট শুক্রবার সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কলম্বস বন্দর হইতে জাহাজ খুলিলেন। উপকূলভাগ লোকে লোকারণ্য। সকলেই তাঁহার কার্য্যের সফলতার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। কলম্বস প্রথমে কানেরি দ্বীপে যাত্রা করিলেন। কিন্তু এই অল্প দূর মাত্র গিয়াই তিনি দেখিলেন যে জাহাজ গুলির অবস্থা অত্যন্ত মন্দ। তিনি যথাসাধ্য পোতগুলি মেরামত করাইয়া লইলেন এবং নূতন খাদ্য সংগ্রহ করিয়া, ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে, কানেরিপুঞ্জের সর্ব্ব পশ্চিমস্থ গোমেরা দ্বীপ হইতে আমেরিকাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এই খানেই আবিষ্কার-কার্য্য আরম্ভ হইল বলিতে হইবে। কলম্বস ঠিক্ পশ্চিমদিকে যাত্রা করিয়া শীঘ্রই অপরিচিত সমুদ্রে আসিয়া পড়িলেন। প্রথম দিন ভাল বাতাস না থাকাতে তিনি অধিকদূর যাইতে পারেন নাই। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে কানেরিপুঞ্জ দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িল। নাবিকদের মধ্যে অনেকেই ভীত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; এক্ষণে তাহারা স্থল অদর্শনে একেবারে হতাশ হইয়া, বক্ষে করাঘাত করতঃ রোদন করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহাদের যাত্রা সফল হইবে ও যে সকল দেশে যাওয়া হইতেছে তথায় প্রভূত অর্থ লব্ধ হইবে এই বলিয়া কলম্বস তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। স্পানীয় নাবিকগণ এতদিন কেবল ভূমধ্য-সাগরের উপকূলভাগে পোত চালনা করিয়া আসিয়াছিল। তাহাদের নিকট কলম্বসের জ্ঞান অত্যন্ত উচ্চদরের বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তিনি প্রথম হইতেই নিজে সমস্ত বিষয় পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আদেশমতে সকল কার্য্য হইতে লাগিল। তিনি কয়েক ঘণ্টা অতি অল্প মাত্র নিদ্রা যাইতেন; অবশিষ্ট সমস্ত সময় ডেকের উপর কাটাইতেন। এই অর্ণবভাগ অজ্ঞাত বলিয়া তিনি সর্ব্বদা স্বহস্তে জল পরিমাপক ও অন্যান্য যন্ত্র লইয়া থাকিতেন। পর্টুগীজ নাবিকদিগের ন্যায় তিনি জোয়ার ভাঁটা ও সামুদ্রিক স্রোতে পক্ষীদিগের গতিবিধি এবং মৎস্য ও সামুদ্রিক লতা প্রভৃতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন এবং যখন যাহা দেখিতেন ও যখন যে ঘটনা ঘটিত তাহা এক দৈনিক পুস্তকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করিতেন। নাবিকগণ পূর্ব্বে

সমুদ্রপথে এতদূর কখন আসে নাই। সুতরাং তাহারা বাস্তবিক কতদূর আসিয়াছে জানিতে পারিলে, অত্যন্ত ভীত হইবে, এই আশঙ্কায় কলম্বস তাহাদিগের নিকট প্রকৃত কথা প্রকাশ করিতেন না। গোমেরা পরিত্যাগের পর দ্বিতীয় দিবসে তাহারা ১৮ লিগ অর্থাৎ প্রায় ২৭ ক্রোশ আসিয়াছিল; কিন্তু কলম্বস তাহাদিগকে বলিলেন যে জাহাজ ১৫ লীগের অধিক আসে নাই। সমস্ত পথ তিনি এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তাঁহারা কানেরিদ্বীপের পশ্চিমে দুই শত লীগের অধিক অগ্রসর হইয়াছিলেন। কোন স্পানিয়ার্ড ইতিপূর্ব্বে স্থল হইতে এতদূরে আসে নাই। এক্ষণে তাহারা এক নূতন ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও ভীত হইল। তাহারা দেখিল তাহাদের দিগ্‌দর্শনের কাঁটা ধ্রুবতারার দিকে না থাকিয়া একটু পশ্চিমদিকে সরিয়াছে; তাহারা যত অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই কাঁটা আরও পশ্চিম দিকে সরিতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া নাবিকদিগের ভয়ের পরিসীমা রহিল না। একে তাহারা অপরিচিত, অকূলে সাগরে ভাসিতেছে, তাহাতে আবার তাহাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এ অবস্থায় কলম্বস স্বীয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গুণে তাহাদিগকে এক রূপ বুঝাইয়া দিলেন, কিজন্য কম্পাসের কাঁটা অন্য দিকে ফিরিতেছে। সে কারণে তিনি নিজে সন্তুষ্ট হয়েন নাই; কিন্তু তাঁহার অনুচরগণ তাহাতেই বিশ্বাস করিয়া কথঞ্চিৎ শান্ত হইল।

নূতন সংবাদ।

১। ফ্রান্সে স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা ইংলণ্ড হইতে উন্নত। ফ্রান্সের গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় সকলে ৩২,৪৬৩ শিক্ষয়িত্রী আছেন, পুরুষ শিক্ষকের সংখ্যা ৪২২০১; শিক্ষয়িত্রীদিগের ১৯৮ জন হাজার টাকার অধিক বেতন পান। পারিস মিউনিসিপালিটী পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ৩০০ রমণীকে কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন।

২। বাষ্পের পরিবর্ত্তে সূর্য্যের কিরণ দ্বারা কল চালাইবার জন্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা অনেকদিন হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, সম্প্রতি পারিসে সূর্য্যকিরণে একটী মুদ্রাযন্ত্র চলিতেছে, লোনিয়েল জর্ণাল নামক একখানি সংবাদপত্র এই যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে।

৩। ম্যালবরণ নামক স্থানের ইলাইজা ওয়ারিংটন নাম্নী এক রমণী উষ্টর নগরের অন্ধবিদ্যালয়ে সঙ্গীতের পরিতোষিক জন্য ১০,০০০ টাকার একটী ছাত্রবৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

পুস্তক সমালোচনা।

১। বসন্ত কুমারের পত্র—শ্রীনটেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। এখানি এক নূতন ধরণের উপন্যাস; কয়েকখানি পত্রের আকারে সরল ও বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত; লেখা বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

২। মিস মেরী কার্পেণ্টারের জীবনচরিত—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। মেরী কার্পেণ্টার গ্রন্থাবলীর মধ্যে ইহা একখানি এবং ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন (বঙ্গীয় শাখা) দ্বারা প্রকাশিত। বাঙ্গালা ভাষায় কুমারী কার্পেণ্টারের একখানি উৎকৃষ্ট জীবনীর অভাব ছিল, ইহাদ্বারা তাহা পূর্ণ হইয়াছে। প্রত্যেক পাঠিকাকে ইহা পাঠ করিতে আমরা বিশেষ অনুরোধ করি।

বামাগণের রচনা।

গৃহিণী।

যে গৃহের গৃহিণীরা বাবুয়ানা করেন, অথবা আলস্য বশতঃ সংসারের কাজে মনোযোগ দেন না সেই গৃহ যে বিশৃঙ্খলতায় পরিপূর্ণ হয়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বিশেষতঃ সেই গৃহ রোগ শোকের আলয় হইয়া উঠে। ইহা ভিন্ন গৃহস্বামীকেও অনেক সময় অপব্যয় স্বীকার করিতে হয়। বস্তুতঃ গৃহিণীর উদাসীনতা বশতঃ অনেক সময় অনেক আপদ বিপদ আসিয়া তাঁহাকে ব্যস্ত সমস্ত করে। তিনি কোন কাজই মনোযোগের সহিত দেখেন না, কাজেই তাহা দাস দাসীর হস্তে দিয়া নিজে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। এমন কি নিজের সন্তানের লালনপালন পর্য্যন্ত দাস দাসীকে ভার দেন। সুতরাং শিশুদিগকে সদা সর্ব্বদাই অসুখ বিসুখে অস্থির করে। শিশুদের যাহা আহার করাইলে অসুখ হইবে, তাহারা তাহাই আহার করায়। এক এক গৃহিণী আলস্যবশতঃ দুধ পর্য্যন্ত দাস দাসীকে খাওয়াইবার ভার দেন। তাহারা হয়ত দুগ্ধ উত্তপ্ত না করিয়াই পান করায়, অথবা নিজে কিছু ভাগ চুরি করিয়া তৎপরিবর্ত্তে জল মিশ্রিত করিয়া পান করায়। ইহাতে যে শিশুদের কত অনিষ্ট হয় তাহা বলা যায় না। অনেক গৃহিণী শিশুদিগকে দাস দাসীর হস্তে দিয়া বহুক্ষণের জন্য অন্যত্র গমন করিয়া থাকেন, সেই সময় দাসদাসীরা রাখিতে অক্ষম হইয়া যাহা খাওয়াইলে শিশুদের পীড়া জন্মিবে, তাহাই খাওয়াইয়া কোন মতে প্রবোধ দিয়া রাখে, কিন্তু পরে শিশুদের এমনি অসুখ হয় যে প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে। দাসদাসীরা প্রায়ই চোর, কখন কখনও হয়ত নিজে দুধটুকু ও অন্যান্য ভাল খাদ্য দ্রব্যাদি খাইয়া বলে যে খাওয়াইয়াছি। গৃহিণী তাতেই

সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। অনেক গৃহিণী শিশুকে দাসদাসীর হস্তে দিয়া নিজে (দিনের বেলা) দুই তিন ঘণ্টার জন্য নিদ্রাভিভূত হন, সেই সময় দাসদাসীরা শিশুকে রাখিতে অক্ষম হইয়া কখনও বা প্রহার করে, কখনও বা অখাদ্য দ্রব্য খাওয়াইয়া ভুলাইয়া রাখে, অথবা যথা ইচ্ছা তথায় লইয়া যায়।

অনেকে বলিবেন যে শিশুদিগকে দাসদাসীর হস্তে না দিলে কি প্রকারে চলে? তার উত্তর এই, অবশ্য না দিলে চলে না, কিন্তু নিজের দৃষ্টিও তাদের প্রতি বিশেষ রূপে রাখা উচিত। তাহা না হইলেই অনভিজ্ঞ দাসদাসীর ব্যবহারে শিশুদের পীড়া উৎপন্ন হইয়া পিতামাতাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবে।

আবার কোন কোন গৃহিণী আলস্য বশতঃ রন্ধন-কার্য্যের ধার দিয়াও যান না, সমস্ত দ্রব্যাদি দাসদাসীর হস্তে দিয়া রাখেন, তারা যা করে গৃহিণী তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। নিজহস্তে ব্যবহার করিলে যে দ্রব্যে এক মাস যাইত, সে দ্রব্য এক সপ্তাহেই শেষ হইয়া যায়। তবু সকলের তৃপ্তির সহিত আহারাদি হয় না। গৃহস্বামী আহারাদির এইরূপ বিশৃঙ্খলতা দেখিয়া আর সহ্য করিতে না পারিয়া দাসদাসীকে ভৎর্সনা ও প্রহার করিয়া থাকেন, কিন্তু পেটের ক্ষুধা পেটেই থাকে।

এখন ভগ্নীগণ! ভাবিয়া দেখুন দেখি এই দোষ কাহার? এই দোষ কি আমাদের নয়? দাসদাসীকেইবা ভৎর্সনা ও প্রহার করিলে কি হইবে? তারা ছোট লোক, তারা কিরূপে আমাদের সাহায্য ভিন্ন আমাদের পছন্দসই কাজ কর্ম্ম পরিপাটী রূপে সম্পন্ন করিতে পারিবে?

যে গৃহিণী নিজ হস্তে রন্ধন করিতে অক্ষম হন অর্থাৎ রন্ধনাদি করিলে পীড়িত হইবার সম্ভাবনা, তাঁহারও একান্ত উচিত রন্ধনাদির সময় পাচক পাচিকার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা। এক এক গৃহিণীর এতদূর আলস্য যে মাসের মধ্যে হয়ত একবারও রন্ধনশালায় যান না। তাঁহার কাজ করিবার জন্য যথেষ্ট দাসদাসী থাকিলেও তাঁহার রন্ধনশালায় যাওয়া কর্ত্তব্য, এবং ঠিক সময়ে রন্ধনাদি হইবে কি না তাহার তত্ত্বাবধান করা উচিত। কোন কোন গৃহিণীর দ্রব্যাদির কোন অভাব নাই, শুদ্ধ পরিপাটীরূপে রন্ধনাদি করিয়া তৃপ্তির সহিত আহারাদি করান, তাহারই অভাব। যদি গৃহ-স্বামী সন্তুষ্ট হইয়া কখনও কোন ভাল খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতে বলেন, তাহা হইলেও তিনি আলস্যের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। তিনি নিজহস্তে করার পরিবর্ত্তে দাসদাসীকে করিতে আদেশ দিয়া নির্ভাবনা হইয়া আহ্লাদ আমোদে নিযুক্ত থাকেন। এদিকে যখন আহারের সময় হইল, তখন গৃহ-স্বামী আসিয়া আহার করিতে বসিলেন, কিন্তু কিছুর সঙ্গেই দেখা শুনা

নাই, কোন তরকারি হয়ত অর্দ্ধেক প্রস্তুত হইয়াছে; কোনটা বা এখনি চড়ান হইবে। আর তিনি গৃহিণীকে যাহা প্রস্তুত করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা গৃহিণীর আজ্ঞানুসারে দাসদাসীরা প্রস্তুত করিয়াছে বটে, কিন্তু মুখে দিবার যো নাই। গৃহ-স্বামী আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া সব ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।

এখন ভগ্নীগণ একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি! আমরা আমাদের স্বামীর নিকট কত অপরাধিনী! যে স্বামী আমাদের বিদ্যা উপার্জ্জন ও ধর্ম্মোন্নতির জন্য এবং নানা রকম সুখ সচ্ছন্দতার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন, আমরা তাঁহার আহারাদির জন্য যৎকিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিতেও কুণ্ঠিত হই। আমাদের এই পাপের শাস্তি অবশ্য এক দিন ভুগিতে হইবে। আপনারা হয়ত বলিবেন—যে আমাদের সংসারের কাজ ভিন্ন অন্যান্য আরো সৎকাজ আছে, যাহাতে আমরা সদা সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকি। তাহা সত্য বটে, কিন্তু যে গৃহিণী সংসারের কার্য্য করিয়া অন্যান্য সৎকার্য্য করিতে পারিবেন না, তাঁহার পক্ষে সেই সকল সৎকার্য্য করা না করা উভয়ই সমান। যদি গৃহিণী নামে অপবাদ হইল, তবে কোন্ বাহিরের খ্যাত নামে সংসারের বিশৃঙ্খলতা দূর হইবে?

শ্রী—

A DAY IN THE COUNTRY.

(Kindly contributed by a lady in London).

It is the custom in London for most of the schools for poor people, to have an excursion for the day to some country-place in the summer months. The children in some of these schools seldom see a green tree except in the London Squares, or are able to walk on the green grass, and they look forward from year to year to these treats with great pleasure. I will now describe a school excursion which took place this year. The children were all assembled early at their school to the number of about 200; there were about an equal number of girls and boys and thirty teachers to take care of them. They had to walk two miles through the London Streets, to the Station from which the train started; they walked in procession with a banner with the name of the school on it, carried in front by two boys. When they arrived at the station, the children all jumped into the railway carriages which were in readiness for them and the train soon started for Catherham, a village in the country of Surrey.

The houses now extend for many miles round London and it was sometime before the real country was reached. The children amused themselves as they went along by singing songs and the boys by shouting loudly in all the tunnels. In less than an hour their destination was reached and they were all delighted to get out of the train. The day was lovely, not too warm or too cool and in some places the hay was being made, which is a pretty sight in England; the flowers

in the hedges and fields were just in perfection and before the children had walked any distance, they had gathered many nosegays. After they had walked about a mile, through a valley with chalk hills on both sides, they arrived at some tea gardens, which was the place where they were to stay. Here were a number of swings for the children, of which they immediately availed themselves, and during the whole day the swings were hardly empty a moment, for English children are very fond of swinging. Then there were donkeys to ride, and carriages to take a drive, which were soon in great request. The children take down their dinners with them and soon after their arrival are busily employed eating them. The teachers, have a dinner prepared for them, in a tent to which half go in at a time, while the rest attend to the children. One of the great amusements of the children is to go for short walks and gather flowers, of which there were a great variety as so many kinds grow on the chalk; the day roses were very beautiful and some bee-orchises were found which are rather rare flowers in England. At a distance they look exactly like bees settled on a stalk, there are many varieties of the orchis, some are like flies, butterflies, and spiders, and one is called the man-orchis, because it is like a very small man in shape, but the bee was the only one found here. The children also amused themselves in running up and down the hills which are very steep here and sometimes they fell down as not being used to the country, they did not know they could not stop themselves at the bottom of the hills. A railway was being made near and the chalk hill was cut down for a great depth, which exposed to view the white chalk in which are found embedded many large flint stones and some fossil shells. London is mostly built on the clay, then you come to the gravel and after that to the chalk of which there is great abundance in the south of England. The cliffs at Dover are of chalk and there is the famous cliff mentioned in a play of Shakespeare's. The French cliffs on the other side of the channel are also of chalk like those at Dover, it is thought now that years and years ago there was no sea between, and that England was not an island but formed part of the continent of Europe.

In the middle of the afternoon the children had tea in garden, they sat at little tables, each had a mug and they were helped to tea, bread and butter and cake in turn; some of them became impatient and the boys made a great deal of noise. After tea the children dispersed again and renewed their games with great energy. The teachers' teatime now arrived which was again partaken of in two detachments in the tent. Soon after tea was over, the time drew near for the return to London. The children had all to be collected in the field, and formed into classes, and their names called over to see if they were all there; this was done with some little difficulty, as some of them had walked to a long distance but at last all were found; then a hymn was sung and the start to the station was made. The children had to walk back in procession, so they could not stray away and pick flowers on their way back; they had to wait sometime at the station, but at last the train appeared and into it they all got. It soon started and in about an hour London was reached. The children had then to walk to the school where they arrived about 8 o'clock very tired but all feeling they had spent a very pleasant day. All school excursions are carried on much in the same way, but sometimes instead of the children going by railway, they go by large vans drawn by two or more horses, the journey then takes much longer but the children enjoy the drive. In the summer, these vans full of children are continually met in the streets of London, starting for Epping Forest which is a very favourite place for these excursions.

C. T.

No. 214. November 1882.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২১৪ সংখ্যা। কার্ত্তিক ১২৮৯—নবেম্বর ১৮৮২। ২য় কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সূচী।

১।	সাময়িক প্রসঙ্গ	১৯৩
২।	গার্হস্থ্য-শিক্ষা	১৯৫
৩।	স্ত্রীজাতির সদ্গুণবিষয়ে কথোপকথন	২০০
৪।	বিদ্যা ও বিনয়	২০৩
৫।	গ্রীনল্ণ্ড	২০৫
৬।	অনুতাপের অশ্রু (পদ্য)	২০৭
৭।	ধূমকেতু	২০৮
৮।	স্ত্রীজাতির সংকীর্ত্তি	২১২
৯।	দাম্পত্য প্রেমের সুন্দর ফল	২১৪
১০।	আমেরিকা আবিষ্কার	২১৬
১১।	মুসলমান কুলবালাগণের অবস্থার একটী চিত্র	২১৯
১২।	নূতন সংবাদ	২২১
১৩।	পুস্তকাদি সমালোচনা	২২২
১৪।	বামাগণের রচনা (মাতৃস্নেহ)	২২৪

কলিকাতা।

জি, সি, বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক বহুবাজার ষ্ট্রীট্ ৩০৯ সংখ্যক ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট্ ১১ নং ভবন বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য [illegible] আনা।

কালীঘাট ঔষধালয়।

নূতন আবিষ্কৃত ঔষধ।

ডাক্তার শ্রীশ্রীশচন্দ্র বিশ্বাসকৃত।

এণ্টীপাইরেটিক মিক্‌শ্চার।

প্লীহা, যকৃৎ এবং সর্ব্বপ্রকার পুরাতন পালা ও ম্যালেরিয়া জ্বর প্রভৃ একমাত্র অত্যুপকারক মহৌষধ। এই মহৌষধের সৃষ্টি অবধি একাল পর্য্যন্ত অ পঞ্চাশ হাজার রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। যে সকল রুগ্ন ব্যক্তি সু সুপ্রসিদ্ধ বহুদর্শী চিকিৎসকগণের চিকিৎসা অধীনে এবং কলিকাতার প্র হাসপাতালে থাকিয়া আরোগ্যলাভে হতাশ হইয়া জীবনাশা পরিত্যাগ করি ছিলেন, তাঁহারাও এই ঔষধ সেবন করিয়া অল্পকাল মধ্যে সুস্থ, বলিষ্ঠ, ও কা বিশিষ্ট হইয়াছেন। যাঁহারা নানাবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্যলাভ করি না পারিয়া সর্ব্বপ্রকার ঔষধে হতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাহস করিয়া বলি যে নিরাশ না হইয়া একবার মাত্র এই আশ্চর্য্য মহৌষধ ব্যবহার করিয়া দেখুন।

মূল্য এক টাকা ও দেড় টাকা মাত্র, মফঃস্বলের নিমিত্ত প্যাকিং চারি আনা।

কুন্তল শোভন।

কেশের অকালপক্কতা, শিরোরোগ; দীর্ঘচিন্তা, শোকও ভয়ঙ্কর পীড়ায় কেশহীনতা, মস্তকঘূর্ণন ও টাক এই তৈল ব্যবহার দ্বারা দূরীভূত হয়। ইহা মস্তিক সুশীতল এবং কেশ সমূহের কৃষ্ণবর্ণ ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মূ এক টাকা মাত্র, মফঃস্বলের নিমিত্ত প্যাকিং চারি আনা।

রক্তসংশোধক।

ইহা পারদ প্রভৃতি এবং উপদংশ সম্ভূত বাত, ক্ষত ও গাত্রে নানাবিধ কণ্ডু চর্ম্মরোগ প্রভৃতি দুঃসাধ্য রোগের একমাত্র অত্যুপকারক মহৌষধ। মূল্য টাকা মাত্র, প্যাকিং ।০ আনা।

সর্ব্বপ্রকার বেদনানাশক মালিশ।

ইহা দ্বারা শরীরের যে কোন স্থানে যে কোন প্রকার বাত বা উৎকট বে হউক না কেন অতি শীঘ্র আরোগ্য হইবে। মূল্য ১৲ প্যাকিং ।০ আনা।

কোষ্ঠ-পরিষ্কারক বটিকা।

এই বটীকা শয়নের অগ্রে দুইটী করিয়া সেবন করিলে উত্তমরূপে দাস্ত পরি হয়। এক শিশি—মূল্য ॥০; প্যাকিং—৵০ আনা।

হাঁপানি, দমা ও শ্বাস কাশ প্রভৃতি নিবারক ঔষধ।

ইহা দ্বারা কাশী; বুকের শ্লেষ্মা বসিয়া থাকা এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস কোনাক অতি শীঘ্র দূর হয়। এক শিশির মূল্য ১॥০, প্যাকিং ।০ আনা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২১৩ সংখ্যা। | কার্ত্তিক ১২৮৯—নবেম্বর ১৮৮২। | ২য় কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

এ বৎসর কার্ত্তিক মাস পড়িলেও গ্রীষ্মের হ্রাস হয় নাই এবং মধ্যে মধ্যে ঝড়বৃষ্টিও হইতেছে, অনেকেই ধূমকেতুর অভ্যুদয় ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে মান্দ্রাজ ও কটক অঞ্চলে প্রবল ঝটিকা হইয়া অনেক ক্ষতি করিয়াছে। মিটিয়রলজিকাল রিপোর্টার ইলিয়ট সাহেব এই ঝড়ের বিষয় ঠিক্ গণনা করিয়াছিলেন।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি, 'নিখিল বাঙ্গালা সম্মিলনী' নামে একটী সভা কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, জেলা ২৪ পরগণার উন্নতিসাধন ইহার উদ্দেশ্য। স্ত্রীশিক্ষার সহায়তা করিবার জন্যও এই সভা উদ্যুক্ত হইয়াছেন। আশা করি উত্তরপাড়া ও পূর্ব্ববাঙ্গালার সভা সকলের ন্যায় এই সভাও কৃত-কার্য্যতা প্রদর্শনে সমর্থ হইবেন।

মুক্তিফৌজ (Salvation Army) নামে যে বিলাতীয় ধর্ম্মপ্রচারকদিগের বিষয় আমরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, সম্প্রতি তাঁহাদিগের এক দল বোম্বাই নগরে আসিয়া সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি উপায়ে ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন, কিন্তু বোম্বাইয়ের রাজপুরুষেরা তাঁহাদিগকে জেলে দিয়া অর্থদণ্ড করিয়া নানাপ্রকারে উৎপীড়ন করিতেছেন। এই অন্যায় অত্যাচারের, প্রতিবাদ করিবার জন্য কলিকাতার টাউনহলে একটী বৃহৎ

সভা হইয়াছিল। এই সভা হইতে একখানি আবেদন-পত্র গবর্ণর জেনেরেলের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। উক্ত ধর্ম্ম প্রচারকদলে অনেক ধর্ম্মোৎসাহিনী রমণী আছেন, তাঁহারা সাধারণ লোকের ধর্ম্ম ও চরিত্রের উন্নতি সাধন জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। ইংলণ্ডের পণ্ডিতাগ্রগণ্যা কুমারী কব মুক্তিফৌজের দলপতির স্ত্রী বিবী বুথ সম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"বিবি বুথের উচ্চারণ, ব্যাকরণ ও শব্দ রচনায় যে কিছু বৈষম্য থাকুক, তাঁহার বাগ্মিতার অসাধারণ বশীকরণী শক্তি আছে। তাঁহার বাক্যালঙ্কার বিচিত্র ও উদ্দীপনাপূর্ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু তদপেক্ষা তাঁহার বাগ্মিতার অন্যান্য উৎকৃষ্টতর গুণ আছে। তাঁহার বক্তৃতা পরিপক্ক জ্ঞান ও কার্য্যকারী বহুদর্শিতার অক্ষয় ভাণ্ডার; জীবন ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অতি উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিয়া থাকে। আমি অনেকবার অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছি, তাহাতে যেরূপ নূতন এবং সার ভাব অধিক এবং অসার ভাব কম পাইয়াছি, এমত অনেক দিন অপর কাহারও বক্তৃতা শুনিয়া পাই নাই।"

আমরা লিবারাল পত্রে এক বিজ্ঞাপন দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম। বাবু কেশবচন্দ্র সেনের অধ্যক্ষতাধীনে দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের উচ্চতর শিক্ষার জন্য যে বিদ্যালয় হইয়াছে, আগামী জানুয়ারি মাসে তাহার প্রশংসা পত্র দানের পরীক্ষা নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে হইবে :—

(Senior) উচ্চতর	(Junior) নিম্নতর
২রা জানুয়ারি ইংরাজী	ইংরাজী
৩রা „ বাঙ্গালা	বাঙ্গালা
৪ঠা „ ইতিহাস ও ভূগোল	বিজ্ঞান
৫ই „ পাটীগণিত	পাটীগণিত
৬ই „ প্রাকৃতিক ধর্ম্মবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যরক্ষা।	ধর্ম্মনীতি

বিদ্যালয়ের ছাত্রী ভিন্ন অপরেও এই পরীক্ষা দানের অধিকারিণী। পরীক্ষার্থিনীরা মোটে পূর্ণ সংখ্যার সিকি পাইলে প্রশংসাপত্র এবং অর্দ্ধেক পাইলে ছাত্রী-বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন।

বেথুন বিদ্যালয়ের ছাত্রী কুমারী অবলা দাস ও এলেন ডেক্রু মান্দ্রাজ মেডিকাল কলেজে ভরতি হইয়াছেন। তাঁহাদিগের বাসস্থানের অত্যন্ত ক্লেশ হইয়াছিল, কিন্তু আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম এক জন দিনামার পাদরী অসাধারণ সৌজন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক আপনার গৃহ ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদিগের অবস্থানের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

৭।৮ মাস হইল মেথডিষ্ট চর্চ্চের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার থোবরন্ সাহেবের সহধর্ম্মিণী বিবি থোবরন্ আমেরিকা হইতে চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। ইতিমধ্যে এখানে তাঁহার বিলক্ষণ পসার হইয়াছে। তিনি যেরূপ বিদ্যাবতী সেইরূপ ধর্ম্মশীলা, দাতব্যে অনেক স্থানে চিকিৎসা করেন। নগরস্থ মহিলারা ইহাঁর সহিত আলাপে প্রীত এবং ইহাঁর চিকিৎসায় বিশেষ উপকৃত হইতে পারিবেন।

জুলুরাজ সিটিবেও ইংরাজদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া এত দিন ইংলণ্ডে বন্দী ছিলেন, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মুক্তি দান করিয়া স্বদেশে আসিবার অনুমতি করিয়াছেন। শত্রুর প্রতি এরূপ সৌজন্য সভ্যজাতির উপযুক্ত। ইংলণ্ডে বর্ব্বর জাতির স্বাধীনতা রক্ষার্থ এক সভা হইয়াছে, তাঁহাদিগের যত্নেই এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

গার্হস্থ-শিক্ষা।

(২১২ সংখ্যার ১৩৮ পৃষ্ঠার পর)

২১২ সংখ্যক বামাবোধিনীতে পাকবিদ্যা সংক্রান্ত কয়েকটী স্ত্রীকবি অর্থাৎ প্রাচীনাগণের উপদেশ সমালোচিত হইয়াছে। এবারও সেই পাকবিদ্যার অপর এক শাখা লিখিত হইল। অন্ন ও ব্যঞ্জন পাক সম্বন্ধে যে উপদেশ আছে, সে গুলি সমস্তই এতৎপ্রবন্ধে সঙ্কলিত হইল এবং উদাহরণ প্রসঙ্গে দুই একটী নির্দ্দিষ্ট পাক-প্রণালীও প্রদর্শিত হইল।

সাধারণ নিয়ম।

"বুঝিয়ে মশল্লা লবে যাতে যা খাটে,
রাঁধিবার আগে ভাই! বুঝে নেও সাটে।"

মশল্লা বা সংযোগ দ্রব্য—যাহাকে পূর্ব্বে আমরা "ব্যাশার" "বলক" "বার্য্যক্ত" ও "গোটা" প্রভৃতি বহুপ্রকার বিভাগে উল্লেখ করিয়াছি—তাহা অনেক গুলি দ্রব্যের সমষ্টি। পাকবিশেষে দ্রব্যবিশেষ ও এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দ্রব্যও মশল্লা বলিয়া গণ্য হয়। ভিন্ন ভিন্ন মশল্লার ভিন্ন ভিন্ন উপকারিতা আছে। কতকগুলি দ্রব্য সুস্বাদুর জন্য ব্যবহৃত হয়, কতকগুলি সুগন্ধের জন্য, কতকগুলি কেবল রঙের বা বর্ণের জন্য, কতকগুলি মশল্লা কেবল অনিষ্ট গন্ধ নিবারণের জন্য প্রদত্ত হয় এবং দ্রব্যের বিষাক্ততা নাশের জন্যও কখন কখন মশল্লাবিশেষের প্রয়োজন হয়। মনে কর, পাচক বা পাচিকারা প্রায় সর্ব্ববিধ পাকেই হরিদ্রা ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু সেই হরিদ্রা কখন কেবল রঙের জন্য, কখন বা পাচ্য দ্রব্যের দৌর্গন্ধ্য বা বিষাক্ততা নাশের জন্য, কখন বা কোমল সুস্বাদু করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা হরিদ্রার পরিবর্ত্তে জাফরান্ ব্যবহার করেন, কিন্তু তাহা মাংসাদির অনিষ্টগন্ধ বা বিষাক্ততা নাশ করিতে

পারে না—কেবল বর্ণ ও সুগন্ধ উৎপাদন করে মাত্র।

ওল, মান ও তত্তুল্য অনেক দ্রব্যে একপ্রকার বিষ থাকে। মাংসে ও মৎস্যে এক প্রকার দুর্গন্ধ থাকে। সুতরাং ঐ সকল দ্রব্যে জাফরান্ অপেক্ষা হরিদ্রা ব্যবহার করা ভাল। হরিদ্রা দ্রব্যটী বিষঘ্ন, বর্ণকর, দৌর্গন্ধ্যনাশক ও কোমলতাজনক। ডাউল প্রভৃতি কলায় ও আলু প্রভৃতি উদ্ভিজ্জে হরিদ্রা ব্যবহার না করিলে ক্ষতি নাই। রঙ ভাল হয় না বলিয়াই ঐ সকল দ্রব্যে হরিদ্রা দেওয়ার প্রথা আছে।

"চড়ায়ে বুটের ডা'ল, ছয় দণ্ড দিবে
জ্বাল, তাতে দিবে খণ্ড,
হিঙ জিরে তেজপাত, ছোঁক দিবে ঘৃত
সাত্, পরে দিবে গন্ধ।"

খণ্ড=চিনি। বুটের ডাউলে একটু চিনি দিলে শীঘ্র দ্রব হয়, কোমল হয় এবং মিষ্ট স্বাদ হয়। বুট, অরহর, ও কলায় প্রভৃতি ডাউল অধিক পরিমাণ উষ্ণ জলে নিক্ষেপ করিয়া উচ্ছলিত হইলে তাহার কিয়ৎপরিমাণ জল ঢালিয়া রাখিয়া দীর্ঘকাল জ্বাল দিতে হয়। ডাউল আপনা আপনি দ্রব হইলে উপযুক্ত রূপ সেই রক্ষিত উষ্ণ জল দিতে হয়। কাঁচা জল দিলে ও দর্ব্বী বা হাতা দিয়া ঘুঁটিলে শীঘ্র দ্রব হইবার ব্যাঘাত জন্মে। ছোঁক=সাঁতলা, সন্তলন। গন্ধ=চূর্ণিত বা পিষ্ট এলাইচ ও দারুচিনি প্রভৃতি দ্রব্য। ইহা নামাইয়া দেওয়াই বিধি, পাকের সঙ্গে দিলে গন্ধ থাকে না, প্রত্যুত তিক্ত হইয়া উঠে।

সন্তলন—সাঁতলান, ছোঁক্ বা সন্তরা দেওয়ার সংস্কৃত নাম সন্তলন। কোন কোন দেশের মেয়েরা ইহাকে ফোঁড়নও বলে। ফোঁড়নের ভাল কথা ফোটন। ঘৃত, তেজপাত, জিরা ও লঙ্কা—ব্যঞ্জন বিশেষে দুই বা ততোধিক দ্রব্য একত্র ফুটাইয়া ছোঁক দিতে হয়। এই প্রক্রিয়াতে সমুদায় দ্রব্যের মিশ্রণ এবং মিশ্রণ নিবন্ধন একটী স্বতন্ত্র সুস্বাদ ও সুগন্ধ জন্মে। তৈলের ছোঁক দিতে হইলে তৈলটী খুব কড়াপাক—অর্থাৎ জ্বলন্ত প্রায় হইলে সেই ছোঁক উত্তম হয়, কাঁচা থাকিলে ভাল হয় না। স্ত্রীলোকেরা বলিয়া থাকেন যে "তেল পুড়িলে ঘি হয়।"

আদতোষা—স্থিন্ন ও নিষ্পীড়িত শাক শবজী তরকারীকে অল্প পরিমাণে ভর্জিত করিলে তাহা আদতোষা বা হেলেনি নাম প্রাপ্ত হয়। সজল তরকারী ও শাকাদি দ্রব্য অগ্রে আদতোষা, পরে যথাযথ পাক করা বিধেয়। পাকের প্রথমাবস্থায় অধিক পরিমাণে সিদ্ধ হইলে মৃদু জ্বাল দেওয়া আবশ্যক। গোড়া গুড়ি মৃদু জ্বাল দিলে অন্ন কি ব্যঞ্জন ভাল হয় না. দেখিয়া পাচিকা স্ত্রীলোকেরা বলিয়া থাকেন যে, "নাই ঝাল ত দে জ্বাল।" কোন কোন পাকে প্রথমাবধি মৃদু জ্বালই ভাল। যেমন দুগ্ধ পাক। দুগ্ধাবর্ত্তন বা দুদ্ আওটান

সম্বন্ধে যে স্ত্রীকবি আছে তাহা এই,

"ধিকি ধিকি জ্বাল ঘন ঘন কাটী,
তবে জানি হয় দুধের পরিপাটী।"

তণ্ডুল পাকের প্রথমে তীব্র জ্বাল শেষে মৃদু জ্বাল। ব্যঞ্জন পাক সম্বন্ধেও প্রায় এই নিয়ম। শেষ অবস্থায় তীব্র জ্বাল লাগিলে কি ভাত কি ব্যঞ্জন খারাপ হইবার সম্ভাবনা।

"ভাত জানি সড়া সড়া ব্যঞ্জন ভাল
গোরা গোরা।"

ভাত এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, কেহ কাহারও গায় লগ হইবে না, অথচ কোমল হইবেক। ব্যঞ্জনও এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, তরকারী সকল সুকোমল হইবেক, দ্রব হইবেক না। "গোরা গোরা" অর্থাৎ গাঢ় ভাবাপন্ন। ফুট্‌ফুটে পাতলা না হয় এবং থন্ থনে গাঢ় না হয়। গৈরিক ঘর্ষিত জলের ন্যায় আকার ধারণ করিলেই ব্যঞ্জন ভাল হইল বলিয়া নিশ্চয় করিবেক।

সংস্কৃত পাকশাস্ত্রের "অপক্কে লবণং দদ্যাৎ পক্কে দদ্যাৎ মরীচকম্।" এই বচন দেখিয়া দেশীয় স্ত্রীপাচিকারা নিজ ভাষায় একটী বচন রচনা করিয়াছেন। যথা—

"ফোঁড়নে লঙ্কা আগুনে লুণ,
ডাইল ছাড়া সব দ্রব্য লুণে হয় খুন।"

ডাইল ভিন্ন অন্য যে কোন পাচ্য পাক করিবে—সেই দ্রব্যেই লবণ অগ্রে এবং লঙ্কা বা গোলমরিচ পরে অর্থাৎ মিল হইবার পরে দিবেক। ডাইল পাকে অগ্রে লবণ দিলে দ্রব হইবার ব্যাঘাত জন্মে এবং শাক সব্জী, তরকারী, ও মাংসাদিতে অগ্রে লবণ দিলে তাহা শীঘ্র দ্রব ও সুকোমল হয়।

"অল্প জ্বালে কাঁচাজলে ঘোঁটনের রান্না,
আবাগীর রান্না খেয়ে সবার আসে কান্না।"

চৌচাঁপে অর্থাৎ সমান তেজে জ্বাল না লাগিলে রান্না ভাল হয় না। কি তণ্ডুল কি দাইল কি তরকারী—কাঁচা জলে চড়াইলে ভাল সিদ্ধ হয় না। ঘুঁটিয়া নরম বা ঘন করিলে তাহা সুখাদ্য হয় না। বিনা আলোড়নে স্বতঃই দ্রব বা ঘন হইলেই ব্যঞ্জন ভাল হয়, ইহা শিখাইবার জন্য উপরি উক্ত স্ত্রী-কবিটী প্রদত্ত হইল।

"উৎলে উঠে তেল দিও, কাটী দিও না,
শুকয়ে যায় সেও ভাল কাঁচা পানি দিও না।"

দাইল যদি অগ্নিতেজে উচ্ছলিত হইয়া উঠে, তবে তাহাতে তৈল কিংবা ঘৃত দিও। দিবা মাত্র উচ্ছলন বন্ধ হইবে। জল অল্প হইলে উত্তপ্ত জল দিও, কিন্তু কাঁচা জল দিও না। দর্ব্বী দিয়া আলোড়ন কিংবা কাঁচা জল দিলে দাইল ভাল হয় না অর্থাৎ শীঘ্র দ্রবের ব্যাঘাত জন্মে। তৈল ঘৃত দিলে যে দাইলের উচ্ছলন বন্ধ হয়, ইহা বোধ হয় সকলে জানে না। এ সম্বন্ধে একটী গল্প মনে পড়িল। এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণদম্পতী বাস করেন। ব্রাহ্মণ এক দিন পূজায় বসিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার ব্রাহ্মণীর পাকার্থ জল

আহরণের প্রয়োজন হইল। তিনি দাইল চড়াইয়া দিয়া জল আনিবার জন্য পুষ্করিণীতে গমন করিলেন। গমনকালে ব্রাহ্মণকে বলিয়া গেলেন, "দেখিও, দাইল যেন উচ্ছলিত হইয়া পড়িয়া না যায়।" অল্পক্ষণ পরে, প্রভূত অগ্নিতেজে দাইল উচ্ছলিত হইল, ব্রাহ্মণ তাহা নিবারণ করিবার জন্য কোসার জল ঢালিয়া দিলেন, কিন্তু দাইলের উচ্ছলন তাহাতে নিবৃত্ত না হইয়া অধিক বৃদ্ধি হইল দেখিয়া তিনি তুলসীর দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন। এমন সময় ব্রাহ্মণী আসিয়া দেখিলেন, দাইল প্রায় সমস্তই উচ্ছলিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। তিনি অতি বিরক্তা হইয়া স্বামীকে তিরস্কার বাক্যে নিন্দা করিলেন এবং এক বিন্দু তৈল সেই উচ্ছলিত দাইলের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ব্রাহ্মণ তৈল নিক্ষেপের মর্ম্ম জানিতেন না, ব্রাহ্মণী আসিবামাত্র দাইলের উচ্ছলন বন্ধ হইল দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার পূজা ঘুরিয়া গেল, তিনি ভাবিতে বসিলেন যে, তাঁহার ঘরে না জানি কোন্ দেবী গৃহিণীরূপে ছলনা করিতে আসিয়াছেন।

উপরি উক্ত স্ত্রীকবিতে আলোড়নের নিষেধ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু চড়চড়ী রন্ধনে আলোড়ন নিষেধ নাই। চড়চড়ী পাকে আলোড়নের বিশেষ আবশ্যকতা আছে।

"দাইলে ঝাল হিং জিরে, ঝোলে
পাঁচ ফোড়ন,
শাক সুক্তায় গোটা পোড়া, ঘণ্টে
মৌরি দান।
মাচ মাংসে তেজপাতা, মাংসে দিও ঘি,
একমনেতে রেঁধো বসে দেখে শিখ্‌বে ঝি।"

দাইল পাকে লঙ্কা অথবা তেজপাত, হিঙ্গু ও জিরে ফোঁড়ন দিলে ভাল হয়, ঝাল তরকারীতে পাঁচ ফোঁড়ন অর্থাৎ কালজিরে, মেথী, মৌরী, রাঁধুনী ও শাদা জিরে প্রভৃতি একত্র করিয়া ফোঁড়ন দিলে ভাল হয়। শাক ও সুক্তায় গোটা অর্থাৎ চূর্ণ সর্ষপ প্রভৃতি একত্রিত এক প্রকার চূর্ণ তৈল বা ঘৃতপক্ক করিয়া ছোঁক দিতে হয়। ঘণ্ট নামক ব্যঞ্জনে মৌরী ও আদার রস ব্যবহার করা ভাল। মৎস্য ও মাংসে তেজপত্র অবশ্য দিতে হইবেক। মৎস্যে যত, মাংসে ঘৃত সংযোগ করিলে তত উষ্ণ শক্তি হয় না। রাঁধিবার সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও তন্মনা থাকিবেক। অন্যমনস্ক হইলে একে আর হইবার সম্ভাবনা। পাকনিপুণা স্ত্রী উক্তরূপে পাক করিবেন, বালিকাগণ তাহা দেখিয়া শিক্ষা করিবেক। যে কোন কার্য্য হউক—না দেখিলে উত্তমরূপ শিক্ষা করা যায় না। প্রসঙ্গক্রমে একটী মাংস পাকের উল্লেখ করিতেছি, নব পাচিকাগণ তৎপ্রতি দৃষ্টি করিবেন।

মাংস নানাপ্রকার। ইহা সচরাচর উত্তম ও বলকর খাদ্য বলিয়া গণ্য। মৎস্যও

একপ্রকার মাংস। মাংসের মধ্যে শুষ্ক, পূতিগন্ধযুক্ত ও ব্যাধিগ্রস্ত পশুমাংস অহিতকর। বিষ, কিংবা সর্পাদিদংশন দ্বারা মৃত পশুর ও অতি কৃশ পশুর মাংস কোনক্রমে সেব্য নহে। অতি বৃদ্ধ পশুর ও অতি কৃশ পশুর মাংসও অভক্ষ্য। অতি শিশু পশুর মাংসও অভক্ষ্য। এই সকল মাংস ভক্ষণ করিলে শরীরে ও মনে নানা দোষ উৎপন্ন হয়। চতুষ্পদ পশুর মধ্যে স্ত্রীপশুর মাংস ও পক্ষীর মধ্যে পুং পক্ষীর মাংস নিন্দনীয়। বৈদ্য শাস্ত্রে ও এতদ্দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে এই সকল মাংস ভক্ষণ করিতে প্রবল নিষেধ আছে।

মাংস প্রথমে ধৌত করা আবশ্যক। অগ্রে হরিদ্রা ও ধনে বাটা, তৎপরে হিঙ্গু দিয়া ধুইতে হয়। কেবল জলে ধৌত করিলেও ক্ষতি নাই। মুসলমানদিগের মতে মাংস ধৌত নাস্তি। মৎস্য ধৌত করিবার বিধি অন্যবিধ। অগ্রে তপ্ত জলে রাখিয়া আইঁস ছাড়াইবেক। কিংবা বেশম কি দধি মর্দ্দন করিয়া ধৌত করিবেক। পিষ্ট জিরা ও মৌরীর জলে ধুইলে ভাল হয়। তৈল ও লবণ মর্দ্দন করিয়া ধুইলেও হইতে পারে।

হাঁস প্রভৃতি পক্ষিমাংস, কূর্ম্ম প্রভৃতির মাংস এবং সজারু প্রভৃতি জন্তুর মাংসে যে দুর্গন্ধ থাকে, তাহাও এই ধৌত বিধির দ্বারা দূর হয়। হাঁসের মাংস কিছু অধিক ধৌত করিতে হয়। মৌরী, কালজিরা, দধি, চন্দন, মৃত্তিকা, লবণ, ছোলার জল ও তপ্ত জল,—এই সকল দ্রব্যের একটী বা দুই তিনটীর দ্বারা ধৌত করিবার বিধিও আছে।

মাংস /১ সের পাক করিতে হইলে ঘৃত, /।০, দারুচিনি ২ মাষা, এলাচী ২ মাষা, লবঙ্গ ২ মাষা, জাফরান ১ মাষা, আর্দ্রক ১ তোলা, ধনে বাটা ২ তোলা আবশ্যক হয়। কেহ কেহ চিনি দিবার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু চিনি দিলে লেবুর রস দেওয়া আবশ্যক। উক্ত /১ সের মাংসে অর্দ্ধ পোয়া চিনি দিলে তিন ছটাক লেবুর রস দিতে হইবেক। কেহ কেহ দধির ব্যবস্থাও দেন।

মাংসখণ্ড সকল উক্ত দ্রব্যের সহিত মর্দ্দন করিয়া অথবা লবণ, আদা, উপযুক্ত মত হরিদ্রা মক্ষিত করিয়া ধনের কাথে কিংবা বিবিধ মশলার কাথে (ইহাকে যবন ভাষায় আব জুস বলে) স্বিন্ন করিবেক। সুস্বিন্ন হইলে সঘৃত লবঙ্গের কিংবা হিঙ্গুযুক্ত তেজপত্রের, অথবা ঘৃতযুক্ত পলাণ্ডুরসের ছোঁক দিবেক। ঝোল থাকিতে থাকিতে গন্ধ মশলা, একটু গোধূমসার ও অত্যল্প জাফরান দিয়া পাকপাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া অগ্নির উত্তাপে কিছু কাল রাখিবেক। মাংস পাক সম্বন্ধে এই প্রকার বিধি মাত্র লিখিত হইল, ফল পাচকেরা নানাপ্রকার কৌশলে মাংস পাক করিয়া থাকেন।

পিষ্টক, পায়সান্ন, খেচড়ান্ন ও পলান্ন প্রভৃতি বিবিধ উপাদেয় খাদ্য সকল—যাহা ধনবান্ লোকের ভোগ্য, সে সকল পাকের প্রণালী পাকরাজেশ্বর

প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে। প্রাচীনা গৃহিণীরা সে সকল পাক-প্রণালী জানিতেন না, সেজন্য তৎসংক্রান্ত স্ত্রীকবি নাই।

পাকের গুণে অসুখকর দ্রব্যও সুখকর হয়। অরহর দাইলে অম্ল বৃদ্ধি করে, কিন্তু নিম্ন প্রকারে পাক করিলে অম্লপিত্ত রোগীর ক্লেশকর হয় না। অরহর দাইলে যদি একটী খোসা না থাকে, আর স্বিন্ন করিয়া তাহার ক্বাথটা যদি ফেলিয়া দেওয়া যায়, যদি দধি মিশ্রিত অন্য উষ্ণ জল মিশাইয়া পাক করা যায়, তাহা হইলে সে দাইলে কথনই অম্ল হইবে না, বুক জ্বলিবে না। সিদ্ধ করিয়া জল ফেলিয়া দেওয়া, চূণের জলে ধোয়া, তেঁতুল পাতার সঙ্গে স্বিন্ন করিয়া ধৌত করা, এই সকল প্রক্রিয়ায় ওল ও মান অনায়াসেই উত্তম খাদ্য হয়। এইরূপ অনেক প্রক্রিয়া আছে, বাহুল্যভয়ে সে সকল লিখিতে ক্ষান্ত হইলাম।

গার্হস্থ্য-শিক্ষা নাম দিয়া আমরা যে দীর্ঘ প্রস্তাব আরম্ভ করিয়াছিলাম—আজ তাহা সমাপ্ত করিলাম। অতঃপর প্রাচীন কালের নারীগণের নীতি-সংক্রান্ত স্ত্রীকবি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবার মানস রহিল।

স্ত্রীজাতির সদ্গুণ বিষয়ে কথোপকথন।

নির্ম্মলা। ভাই প্রমদা! আজি তোমার মুখে হাসি নাই কেন? মুখখানি যেন দুঃখে ভরা। অনেক দিন পরে স্বামী গৃহে আসিয়াছেন, এখন তোমার সুখের দিন, এমন সুখের সময় মুখ মলিন হইল কেন?

প্রমদা। দিদি! আমার কপালে সুখ নাই, এই পূজার সময় কত লোক কত জিনিসপত্র লইয়া আসিয়া ঘর আলো করিয়া দিয়াছে। আমার পোড়া কপালে সকলই বিপরীত!

নি। কেন বোন্! তোমার স্বামী কি কিছু লইয়া আসেন নাই? শুনেছি তিনি দেড় শত টাকা বেতন পান, তবে তোমার জন্য কিছু দ্রব্যাদি আনেন নাই কেন? বোধ হয় তুমি এবার কোন দ্রব্যের ফরমাস কর নাই।

প্র। দিদি! তোমার কাছে লুকাইবার যো নাই, তুমি পেটের কথা টানিয়া বাহির কর। ফরমাস না করিলে এত দুঃখ পাইতাম না। ফরমাস করিয়া আশা করিয়া বসিয়া ছিলাম। পঞ্চমীর দিন শূন্য হস্তে উপস্থিত হইলেন। দিনে কথা কহিবার যো নাই, রাত্রিতে জিজ্ঞাসা করিলাম "আমার জিনিস-পত্র কোথা?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "এবার তোমার দ্রব্য গুলি আনিতে পারি নাই, তোমার টাকায়

একটী দুঃখী পরিবারের বড় উপকার হইয়াছে। একটী ভদ্র সন্তান আমার বাসায় দুই মাস কাল থাকিয়া বিষয়কর্ম্মের উমেদারী করিতেছিলেন। আমিও তাঁহার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, কিছুতেই কর্ম্ম যুটিল না। তাঁহার গৃহে বৃদ্ধ পিতা মাতা আছেন, স্ত্রী এবং পুত্র সন্তান আছে, ইহাদের ভরণ পোষণের অন্য উপায় নাই। এ ব্যক্তি পূর্ব্বে যেস্থানে কর্ম্ম করিতেন, সে আফিসের যিনি প্রধান কেরাণী, তিনি আপনার ভাগিনেয়কে কর্ম্ম দিবার জন্য ঐ দুঃখী ভদ্রলোকটীকে কলে কৌশলে কর্ম্মচ্যুত করেন। এখন তৃণমাত্রও সম্বল নাই। আমার সাধ্যানুসারে আমি প্রতি মাসে তাঁহার বাটীতে কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছি। পূজার ছুটীর কিছু পূর্ব্বে সকলেই প্রফুল্ল, কিন্তু তাঁহার মুখ ক্রমেই মলিন হইতে লাগিল। আমি তাঁহার অবস্থা বুঝিয়া মনে করিলাম—এবার তোমার ফরমাস পূর্ণ না করিলে ক্ষতি নাই, ঐ টাকা দ্বারা তাঁহার বিশেষ উপকার হইবে। সেই দুঃখী পরিবারের জন্য সে টাকা গুলি প্রদান করিয়াছি। বোধ হয় তুমিও ইহাতে সন্তুষ্ট হইবে।" এ কথা শুনিয়া আমি চুপ করিয়া থাকিলাম। ভাবিলাম আমার কপালের দোষ। মিছে দুঃখ করে কি করিব? পূজার সময় পাড়ার মেয়েদের সকলেরই নূতন বস্ত্র, নূতন অলঙ্কার! আমার এই দুঃখিনীর বেশ! ইহাতে কি মনে সুখ থাকে?

নি। ভাই প্রমদা! এমন স্বামী পাইয়াও তুমি দুঃখিনী? তোমার সৌভাগ্য যে এমন দয়ালু স্বামী পাইয়াছ।

প্র। দিদি! আমার পক্ষে তিনি দয়ালু নহেন। আর সকলের পক্ষে দয়ালু।

নি। কেন তোমাকে কি ভরণ পোষণ করেন না?

প্র। তা করিবেন না কেন? চারিটী মোটা ভাত ও মোটা কাপড় কে না দেয়?

নি। আর তুমি কি চাও?

প্র। তবে ভাল কাপড়, ভাল অলঙ্কার কেন?

নি। আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তদ্দ্বারা বস্ত্রালঙ্কার করিতে পার। আমার ঠাকুর মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে একটী শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছিলেন তাহা বলি শুন। ইহার তাৎপর্য্য এই মনুষ্যের যত দূর প্রয়োজন, সেই পরিমাণে সে সংসারের অর্থ গ্রহণে অধিকারী। প্রয়োজনের অধিক যে গ্রহণ করে সে চোর, তাহাকে দণ্ডপ্রদান করা কর্ত্তব্য। মনুষ্য স্বীয় প্রয়োজনানুসারে অর্থগ্রহণ পূর্ব্বক অবশিষ্ট অর্থ অন্য ব্যক্তির প্রয়োজন সাধনে প্রদান করিলে পৃথিবীতে চুরি ডাকাতি প্রতারণা প্রায় উঠিয়া যায়। যিনি অন্যের প্রয়োজনে সমদুঃখী হইয়া স্বীয় উপার্জ্জিত অর্থ প্রদান করেন, তিনি পরম সাধু। এমন সাধু স্বামীর

সদনুষ্ঠানে উৎসাহ ও আহ্লাদ প্রকাশ না করিয়া দুঃখিনী হইয়াছ, ইহা দেখিয়া আমার কষ্ট হইল।

প্রমদা। দিদি! তোমার নিকট শিক্ষা পাইলাম। আমি আপনাকেই ভাল বাসি, আর কাহাকেও ভাল বাসিতে পারি না। তথাপি সে দিন কমলার কাণ্ড কারখানা দেখিয়া আমারও মনে দুঃখ হয়েছে।

নির্ম্মলা। কি কাণ্ড কারখানা, ব্যাপারটা কি?

প্র। সে দিন তোমার নিকট আসিতে আসিতে কমলার বাটীতে গেলাম। তুমি তো জান কমলার ভাসুরঝী মাওড়া—আঁতুড় ঘরেই তার মা মরে গিয়েছে। এখন কমলাকে সে মা বলে ডাকে। তথাপি কমলা আপনার ছেলে মেয়েকে ভাল ভাল ঢাকাই কাপড় কিনে দিয়েছে, ভাসুরঝীকে একখানি সামান্য মুচে ডুরে। আপন ছেলে মেয়েকে বৈকালে খাবার কিনে খাওয়ায়, ভাসুরঝীকে কড়কড়ে ভাত। কোন দিন একটু দুধ দেয়, কোন দিন দেয় না। একটু ছুত নতায় মেয়েটীকে মেরে আধ মরা করে। সে দিন মেয়েটীকে আমার সম্মুখে যেরূপ প্রহার করিল, তাহা দেখিয়া আমিও না কান্দিয়া থাকিতে পারিলাম না। সেজন্য তোমার নিকট আসিতে পারি নাই।

নির্ম্মলা। দেখ প্রমদা! তুমি যেমন কমলার ভাসুরঝীর দুঃখ দেখিয়া কান্দিয়াছ, তোমার স্বামী যদি কাহার দুঃখ দেখে রোদন করেন অথবা অর্থ প্রদান করেন তজ্জন্য কি তোমার দুঃখ করা উচিত? পতির সৎকার্য্যের সাহায্য করাই পতিব্রতা নারীর পরম ধর্ম্ম। পুরাণে দাতা কর্ণের বিষয় শুনিয়াছ? পুরাণে লেখা আছে ভগবান্ দাতা কর্ণের দয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে কর্ণের গৃহে অতিথি হইলেন, কর্ণ বলিলেন, "আপনি যাহা আহার করিবেন তাহাই প্রদান করিব।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তোমরা স্ত্রী পুরুষে করাত দ্বারা তোমাদের প্রিয় পুত্র বৃষকেতুকে ছেদন করিবে। আমি সেই নরমাংস ভক্ষণ করিব।" এক বিন্দু অশ্রুপাত করিলে দান গ্রহণ করিব না। দাতা কর্ণ স্ত্রীকে এই কথা বলিলেন, তিনি তাহাতে সম্মতা হইলেন, কারণ সম্মত না হইলে পতিবাক্য মিথ্যা হইবে। পতিব্রতা নারী, পতির মঙ্গলকেই আপনার পরম সুখ পরম আনন্দ মনে করেন। প্রমদা! তুমি কর্ণ-পত্নীর ন্যায় পতিব্রতা হইতে পার?

প্র। দিদি! আমার সেরূপ পতিভক্তি কোথায়? তুমি যে সকল পতিব্রতার কথা বলিতেছ তাঁহারা স্বর্গের লোক। এখন পতিব্রতা কোথায়? এখন আপনার সুখই সর্ব্বস্ব। তাহার বিঘ্ন হইলেই পতিনিন্দার ঢেউ উঠিল। সে পতি মরিলেই বা কি, থাকিলেই বা কি?

নি। ছি ছি প্রমদা! সমস্ত নারী-

জাতির প্রতি এমন গ্লানি করিওনা। তোমার কি মনে নাই ওপাড়ার মজুমদারের স্ত্রী কেমন স্বর্গীয় দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। তিনি স্বামীর মঙ্গলের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিলেন। অমন বড় লোকের মেয়ে, কখন কষ্ট পান নাই। পতির জন্য সমস্ত কষ্টই বহন করিতেছেন। তিনি স্বামীকে অবজ্ঞা করিলে করিতে পারিতেন। স্বামী ব্যবসায় করিতে গিয়া লোকের কুচক্রে পড়িয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, ঋণদায়ে জেলে যাইতেছিলেন। এসময় অন্য স্ত্রীলোক হইলে স্বামীকে নিশ্চয়ই জেলে পচিতে হইত। কিন্তু তিনি পতিব্রতা, পতিদুঃখ সহ্য করিতে পারেন না। এজন্য পিতৃদত্ত সমস্ত অর্থ দ্বারা স্বামীকে উদ্ধার করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে বলিয়াছিল, "তুই নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করিতেছিস্ কেন? উহার মৃত্যু হইলে তখন কি উপায় হবে? এখন তো বাবা নাই যে কথায় কথায় টাকা পাবে?" একথা শুনে তিনি কাণে হাত দিয়া বলিলেন, "দাদা? এমন কথা বলিওনা। নারী-জাতির স্বামী পরম পদার্থ, স্বামীর কখনও মৃত্যু হয় না। আর স্বামীর কষ্টে কষ্ট ভোগ করাই পরম সুখ।" সেই হইতে তিনি আর জ্যেষ্ঠের সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। তিনি যখন অত্যন্ত সাংসারিক অভাবে পড়িয়াছিলেন, তখনও তাঁহার মুখ ম্লান হয় নাই। এ ঘটনা তুমিও প্রত্যক্ষ করিয়াছ। তবে কেন বলিতেছ এখন পতিব্রতা পাওয়া যায় না? ইচ্ছা করিলে তুমিও পতিব্রতা হইতে পার। বিলাস ত্যাগ করে অন্যের প্রয়োজনে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে অভ্যাস কর, তাহা হইলে স্বামীর সাধু কার্য্যে সাহায্য করিয়া সুখী হইবে। প্রমদা! আজি বোন ঘরে যাও, সন্ধ্যা হইল। আজি স্বামীর নিকট আত্ম-দোষের জন্য ক্ষমা চাহিও।

প্র। দিদি আমি মন ভারি করিয়া বড় কুকাজ করিয়াছি, তাঁহার চরণ ধরিয়া ক্ষমা চাহিব। আমি শীঘ্র যাই, আর বিলম্ব করিব না।

বিদ্যা ও বিনয়।

বিদ্যার সহিত যখন বিনয়ের যোগ দেখা যায়, তখন সে বিদ্যার শোভা দশ-গুণ বর্দ্ধিত হয়। লোকের স্বভাবতঃ সংস্কার আছে, যে নারীগণ যদি প্রচুর বিদ্যা লাভ করেন, তাহাহইলে তাঁহাদিগের স্বভাবসুলভ শালীনতা নষ্ট হইয়া তাঁহারা অহঙ্কৃত, প্রগল্‌ভ ও অশিষ্ট হইবেন। এই সংস্কার যাহাঁদের আছে, তাঁহারা নিম্নলিখিত বিবরণটী পাঠ করুন।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আয়র্লণ্ডের রাজধানী ডবলিন নগরে জিয়ার্সন নামক একজন মুদ্রাযন্ত্রাধ্যক্ষ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম কনষ্টানশিয়া। এ রমণী বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মাতা বিদ্যাশিক্ষার বড় পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার জননী তাঁহাকে সর্ব্বদা নানা প্রকার গৃহকার্য্যে ও সূচিকর্ম্মে ব্যস্ত রাখিতেন। তথাপি কনষ্টানশিয়ার জ্ঞানতৃষ্ণা এত প্রবল ছিল, যে তিনি জননীর আদেশ সকল পালন করিয়া বিশ্রামের জন্য যে সময় পাইতেন, সেই সময়ে নিকটস্থ ভজনালয়ের ধর্ম্মাচার্য্যের নিকট হিব্রু, গ্রীক, লাটিন ও ফরাসী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করিতেন। এই সকল দুর্ব্বোধ ও নব্য ভাষার মধ্যে একবার লব্ধপ্রবেশ হইয়া কনষ্টানশিয়া শ্রমশীলতা ও অধ্যবসায়ের গুণে তাহার সকল গুলিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সে সময়ের পণ্ডিত লোকদিগের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার সহিত আলাপাদি করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে তাঁহার বিদ্যার গভীরতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

কনষ্টানশিয়া অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতার একজন বন্ধুর গৃহে নীত হন এবং সেখানে বহুদিন বাস করেন। ঐ ভদ্রলোকটীর কন্যা কনষ্টানশিয়ার বিষয় এইরূপ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে তাঁহাদের বাড়ীতে বাসকালে কনষ্টানশিয়া নানা ভাষা ও নানা শাস্ত্র পাঠে অনেক সময় যাপন করিতেন, কিন্তু কেহ তাঁহাকে কখনও বৃথা ও অভদ্র আমোদে কালক্ষেপ করিতে দেখিতে পাইত না। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠের প্রতি তাঁহার বিশেষ আসক্তি ছিল। তিনি সর্ব্বদাই মনোযোগ সহকারে ঐ সকল প্রবন্ধ পাঠ করিতেন। তাঁহার বিদ্যা যেরূপ প্রগাঢ় ছিল, তাঁহার বিনয়, সৌজন্য ও ধর্ম্মপরায়ণতাও তেমনি ছিল। কেহ তাঁহার বুদ্ধি বিদ্যার প্রশংসা করিলে অত্যন্ত লজ্জিত হইতেন; স্বাভাবিক লজ্জা বশতঃ প্রকাশ্য ভাবে কিছু লিখিতে অগ্রসর হইতেন না। হিংসা ও ঈর্ষ্যা কাহাকে বলে জানিতেন না; তিনি যতদূর শিখিয়াছেন, অপর স্ত্রীলোকেরা তাহা অপেক্ষা আরও শিক্ষা করেন, ইহা তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সেইজন্য অপর স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহিত করিতেন।

তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়ের আর একটী চিহ্ন এই যে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে একজন অতি সামান্যাবস্থার লোককে বিবাহ করিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাকারের কার্য্য করিত। কনষ্টানশিয়া নিজের গভীর বিদ্যার পরিচায়কস্বরূপ একটী মাত্র কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি ডবলিন নগরে রোমান গ্রন্থকার ট্যাসিটসের গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ লার্ড ক্যাটারেটকে

উৎসর্গ করেন। উক্ত উৎসর্গপত্র লাটিন ভাষাতে লিখিয়াছিলেন। লাটিন ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন কনষ্টানশিয়ার প্রকাশিত ট্যাসিটসের গ্রন্থ অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

যাঁহারা তাঁহাকে বাল্যকাল হইতে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে পিতার গৃহে বাস কালে পিতা মাতার সেবা এবং বিবাহের পর পতির সেবা, ও আত্মীয় স্বজনের সেবা এই সকল পবিত্র কর্ত্তব্যসাধনে তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তাঁহার সপ্রেম ব্যবহার, ও মধুর স্বভাব সকলকেই সুখী করিত। তিনি যে গৃহে থাকিতেন, সকলকে সুখী করিতেন। তাঁহার সৌজন্য, বিনয়, সুশীলতার গুণে, তাঁহার প্রতি কাহারও বিদ্বেষ বা ঈর্ষ্যা জন্মিবার সম্ভাবনা থাকিত না।

নারীর মধ্যে এই নারীরত্ন যেরূপ, পুরুষের মধ্যেও এরূপ বিনীত লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিদ্যাতে বিনয়ের আভা পড়িলে তাহার বড়ই শোভা হয়। অহঙ্কার কাহারও পক্ষে ভাল নয়। অহঙ্কৃত ব্যক্তির মুখ দেখিতে কদর্য্য, কিন্তু ইহাতে নারীকে যে কদর্য্য দেখায় তাহার আর বর্ণনা হয় না। যিনি নিজের সুকোমল গুণে গৃহকে আরাম ও বিনোদনের স্থান করিবেন, তিনি যদি সে স্থানকে অহঙ্কারে উত্তপ্ত করেন, তাঁহার যে মুখের প্রসন্ন ও পবিত্র কান্তি দেখিয়া নয়ন মন স্নিগ্ধ হইবে, তিনি যদি সেই মুখকে অহঙ্কারের রেখা সকলের দ্বারা বিশ্রী ও বিকৃত করেন, তাহা হইলে জন সমাজের একটী প্রধান সুখ নষ্ট হয়।

অহঙ্কার শত্রুতা উৎপাদন করে, ঈর্ষ্যার উদয় করে, জগৎকে কণ্টকময় করে, কিন্তু সুকোমল বিনয়, শত্রুকে মিত্র করে, ঈর্ষ্যার বিষদন্ত ভগ্ন করে এবং এই জগৎকে পুষ্প শয্যার ন্যায় সুকোমল করিয়া দেয়। কিন্তু অল্পবুদ্ধি লোকে এই মহদুপদেশ বিস্মৃত হয়, অল্প বিদ্যা বুদ্ধি লাভ করিলেই, তাহাদিগকে অহঙ্কার আসিয়া গ্রাস করে। আমাদের পাঠিকাগণ স্ব স্ব হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন তাঁহারা এই শত্রুর হস্ত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন কি না।

গ্রীনলণ্ড।

উত্তর মহাসাগরে সুদূরবিস্তৃত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ, নিরবচ্ছিন্ন বরফরাশি দ্বারা সংযোজিত হইয়া একটী দেশ প্রস্তুত করিয়াছে, ইহারই নাম গ্রীনলণ্ড। মোটামুটি ধরিলে গ্রীনলণ্ড ব্রিটন দেশ অপেক্ষা চতুর্গুণ বড়, কিন্তু

ইহার আদত সীমা যে কতদূর, তাহা অদ্যাপিও কেহ ঠিক্ করিতে পারে নাই।

১৮৫৩ সালে আমেরিকা হইতে ডাক্তার কেনের অধীনে অজ্ঞাত দেশ আবিষ্কারের জন্য অনেকগুলি জাহাজ বহির্গত হয়। পূর্ব্বে লোকে উত্তর-হিমসাগরে যতদূর যাইতে পারিয়াছিল, ইহারা তদপেক্ষা অনেক উত্তরে আসিয়া গ্রীনলণ্ডের তীরে উপনীত হয়।* তথায় কেন এক প্রকাণ্ড গ্লেসিয়ার অর্থাৎ বরফের গাদা দেখিয়া এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যে "ইহা সমুদ্রের তট হইতে ১০০ ফিট উর্দ্ধ পর্য্যন্ত একটা কাচের নিরেট দেওয়ালের মত সমভাবে দণ্ডায়মান আছে।" তিনি এই বিস্তীর্ণ বরফরাশি দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন যে উত্তর হিমমণ্ডলের ইহাই শেষ সীমা।

ডাক্তার কেন যে সকল লোককে স্লেজ (অর্থাৎ চক্রহীন যে গাড়ী বরফের উপর চলে) রক্ষক স্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা সেই প্রকাণ্ড গ্লেসিয়র বা তুষার-গিরি আরোহণ জন্য অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ও অনেক চেষ্টা পাইয়াও বিফলমনোরথ হইল। ডাক্তার কেনের আর এক দল লোক ক্রমাগত উত্তর মুখে, যাইতে যাইতে এক বিস্তীর্ণ সমুদ্র দেখিয়া মনে করিল যে বরফ-সমুদ্রের বুঝি এই খানেই শেষ হইল। কিন্তু এই বিস্তীর্ণ সমুদ্রের অপর কিনারা যে কতদূরে তাহা বলা যায় না। ইহাতে সিন্ধুঘোটক, শ্বেতভল্লুক ও উত্তর দেশীয় অনেক প্রকার পক্ষী দেখা যায়। ইহার দ্বারা স্পষ্ট বোধ হয় যে উত্তর মহাসাগরের বিস্তীর্ণ বরফ রাশি পারে এরূপ সমুদ্র আছে, যে স্থানে প্রাণী সমূহ অধিক পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হইতে পারে।

গ্রীনলণ্ডের নিবাসীদিগকে এসকুইমো বলে এবং তাহাদের দ্বারাই সর্ব্ব প্রথমে এসকুইমো নামক এক জাতি যে পৃথিবীতে আছে, তাহা জানা যায়। কতকগুলি দিনামার পাদরি গ্রীনলণ্ডে গিয়া তাহাদিগের স্বভাব বর্ণন করিয়া সমস্ত ইয়ুরোপ মধ্যে প্রচার করেন। পরে আধুনিক কতকগুলি আবিষ্কারক ও তিমিমৎস্যজীবী, তথায় যাইয়া ও কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া তাহাদিগের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। এসকুইমোরা গ্রীনলণ্ড হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশে বাস করিয়াও সংখ্যায় ৫০০০০ লোকের অধিক নহে। এসকুইমোদিগের শরীরের উচ্চতা ইয়ুরোপীয়দিগের অপেক্ষা অনেক কম। তাহারা সচরাচর ২॥ হাত ৩ হাত উচ্চ, এবং যদি কেহ ৩॥ হাত উচ্চ হয়, তাহা হইলে এসকুইমোদিগের মধ্যে রাক্ষস বলিয়া পরিগণিত হয়।

গ্রীনলণ্ডের উত্তর দিক্ নিবাসী এস্কুইমোরা বরফ নির্ম্মিত গৃহে অবস্থিতি করে, কিন্তু ইহার দক্ষিণ দিকের লোকেরা কাষ্ঠ, ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত কুটীরে বাস করে। গ্রীষ্মকালে তাহারা পশুর চর্ম্মের তাম্বু গাড়িয়া তিন চারি পরিবার একত্র মিলিত হয় এবং তন্মধ্যে মাংস অথবা মৎস্য ভোজাদি সমাপন করিয়া, সুখে নিদ্রা যায়। উত্তর মহাসাগরে যত প্রকার পশু পাওয়া যায়, প্রায় সে সমস্তই এস্কুইমোদিগের খাদ্য, কিন্তু সিন্ধুঘোটক বা জলহস্তী, সকল খাদ্যের মধ্যে প্রধান খাদ্য।

কাপ্তেন প্যারি বলেন তিনি এরূপ কতকগুলি লোক দেখিয়াছেন, তাহারা যে চর্ম্মেতে আপনাদিগের পরিচ্ছদ তৈয়ারি করিয়াছে, ক্ষুধা নিবারণের জন্য সেই চর্ম্মই ভক্ষণ করিতেছে। সেখানে ৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বালকেরা ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করে ও ১০ বৎসরের সময় নৌকা চালায়। নৌকা উল্টাইয়া দিয়া পুনর্ব্বার উত্তোলন করিতে ও পশু পক্ষী শিকার করিতে অতি উত্তমরূপে শিক্ষা করে। ১৬ বৎসরের সময় তাহাদের উচ্চতম শিক্ষা লাভ হয়, তাহারা জলহস্তী, বা সিন্ধুঘোটক শিকার করিতে পারদর্শী হয়। বালিকারা ১৪ বৎসরের সময় সেলাই, রন্ধন, ও পশুর চর্ম্ম কাটিয়া পরিষ্কার করিতে শিখে, ইহার ২।৩ বৎসর পরে তাহারা নৌকা চালন, ও বাড়ী নির্ম্মাণ বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়।

এস্কুইমো জাতি কখনও অপর দেশে বাণিজ্য করিতে যায় না। তাহারা নিজের দেশের অন্য কোন অংশে বাণিজ্য করিতে যাইয়া সে স্থানে বাড়ী নির্ম্মাণ করে ও প্রায় ১০।১১ বৎসর কাল অবস্থিতি করে। যাহা হউক উহাদের একটী ভাল গুণ আছে। উহারা কখনও পরস্পরকে ঠকায় না বা পরস্পরের ধন অপহরণ করে না। কিন্তু যদি কেহ কোন ইয়ুরোপীয়কে ঠকাইতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে উহা পৌরুষের কার্য্য বলিয়া গণ্য হয়। আমাদের দেশে কোন পর্ব্ব উপলক্ষে যেমন বহুসংখ্যক লোক একত্র হইয়া মেলা হয় ও লোকেরা আমোদ প্রমোদে সমস্ত দিবস অতিবাহিত করে, এস্কুইমোদিগের মধ্যেও সেরূপ মেলা মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে।

* উত্তর কেন্দ্র হইতে ৩ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত যতখানি স্থান, তাহার মধ্যে কোনও স্থানে জাহাজ লাগিয়াছিল অনুমান করা হয়।

অনুতাপের অশ্রু।

শাদা পারা মেঘ গুলি হেথায় হোথায়,
ছড়াইয়ে শরদ আকাশে।
সে আকাশে হেসে হেসে চাঁদ ভেসে যায়,
জানিনাকো কাহার উদ্দেশে।

কৌমুদীচ্ছুরিত মেঘ স্বর্ণ সিংহাসন,
ভেসে যায় চাঁদ কোলে করি।
" কেন গো রাখিতে চাও মোরে,
সারা দিন গৃহে রোধ ক'রে,

হে সংসার পায় পড়ি, ছাড় গো এখনি,
ছুটে যাই ওরি পিছু ধরি।
" আনন্দে বসিয়ে রব আকাশের তলে,
গিয়ে এক শ্যামল প্রান্তরে,
দেখিব চাঁদের হাসি, দেখিব মেঘের রাশি,
অনিমিক্ দৃষ্টি মোর পাতিয়া গগনে,
শশি শোভা আঁকিব অন্তরে।
"কি জানি কেমন হবে, গগন মিশায়ে যাবে
একেবারে প্রান্তরের সাথে,
আমার এ প্রাণ শিশু, চাঁদের উদ্দেশে ছুটি,
অজ্ঞাতে পলায়ে যাবে আকাশের পথে।
"এ শরীর পড়িয়ে রহিবে
জড় হ'য়ে প্রান্তরের কোলে,
অনন্ত আকাশ পথ ভাঙ্গি',
চুপি চুপি আমি যাব চ'লে।"
তাই হ'ল ; ডুবিল সংসার,
আকাশ পড়িল হাতে ধরা,
পার হ'ল প্রান্তর ভূধর ;
মন মোর সংসার-পাশরা।
এই চাঁদ এই মোর মন
এই হেথা স্বর্ণ-সিংহাসন,
লাগিয়ে আকাশ গায়, এক সঙ্গে
ছুটিতেছে সুখে,
একটিও কথা নাই মুখে ;
দুঃখহীন আনন্দের ছবি তোমরা দুজনা
মেঘশশি ;
কিন্তু এ হৃদয় মম যদিও উচ্ছ্বাসে ভাসে,
চারি দিকে ঘেরি তায় আছে দুঃখরাশি।
শোন চাঁদ কেন তোরে চাই
কেন তোর পিছু পিছু ধাই ;—
এক দিন বসিয়ে বিরলে, এ প্রাণ ভাসিল
অশ্রুজলে।
সে অশ্রুর মাঝে আসি,
আমার হৃদয় শশী,
দেখা দিয়ে কোথা গেল চলে ;
"তিলেক থাকগো প্রাণে ওহে প্রেমশশি"
বলি কাঁদিলাম উচ্চৈঃস্বরে,
হৃদয় আকাশে মোর, রহিল আঁধার ঘোর,
দিশেহারা শান্তিহারা গেনু আমি ঘরে,
মেঘময় আকাশের মাঝে,
তাই তোরে যখনই হেরি,
আনন্দের সেই দিন,
মনে করে কেঁদে কেঁদে মরি ;
ওরে চাঁদ ছুটে তুই যারে,
ধরে এনে দেত প্রাণ চাঁদে ;
অতি কৃপাপাত্র আমি তোর,
ডুবে আছি অনন্ত বিষাদে।

ধূমকেতু।

কে তুমি ঈশ্বর-দূত বিচর গগনে,
গ্রহ তারাগণ মাঝে ভীম-দরশন ?
মঙ্গল-বারতা বহ মঙ্গলময়ের,
গণিছে অবোধ নর বৃথা অমঙ্গল,
তব তত্ত্ব জ্যোতির্বিৎ বুঝিবে যখন,
ঘোষিবে আনন্দভরে স্রষ্টার মহিমা।

গগণপথে যত পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তন্মধ্যে মানবের চক্ষে ধূমকেতুর মত আর কিছুই অদ্ভুত ও ভয়াবহ বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই। নানাদেশের লোকে ইহার সম্বন্ধে নানাবিধ কল্পনা পোষণ করিয়াছেন এবং সৃষ্টিনাশ, রাষ্ট্রবিপ্লব, মহামারী প্রভৃতি অমঙ্গলের অগ্রগামী দূত বলিয়া ইহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন। কেবল অজ্ঞান কুসংস্কারাবিষ্ট লোকেই যে ইহার আগমনে শঙ্কাকুল হইয়াছেন তাহা নহে, লাপলাস প্রভৃতির ন্যায় বড় বড় পণ্ডিতেরা পাছে পৃথিবীর উপর ইহার লাঙ্গুলস্পর্শ হইয়া মহাপ্রলয় হয়, সেই আশঙ্কায় আপনারা ভীত হইয়াছেন এবং অপর লোকদিগকেও ভয়াকুল করিয়াছেন। সৌভাগ্যের বিষয় ইতিহাসে ছয় সাত শত ধূমকেতুর অভ্যুদয় বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু অদ্যাপি পৃথিবী যেরূপ ছিল, সেইরূপই আছে। ইহার উন্নতি ভিন্ন অবনতির লক্ষণ দেখা যায় না। ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে পৃথিবী যে দেবতার আজ্ঞাধীন হইয়া চলিতেছে, ধূমকেতুও সেই দেবতার শাসনাধীন হইয়া রহিয়াছে, একে অন্যের সর্ব্বনাশ করিতে সমর্থ নহে। মনুষ্য সংসারে পীড়া মৃত্যু যুদ্ধ বিগ্রহ সর্ব্বক্ষণই ঘটিতেছে, ধূমকেতুর উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কাকতালীয়বৎ * কখন কখন সেরূপ ঘটনার মিলন দেখিয়া ধূমকেতুকে বিষদৃষ্টিতে দর্শন করা ন্যায়সঙ্গত নহে। ইহা দ্বারা বড় অধিক হয়ত পৃথিবীর তাপের কিছু ন্যূনাধিক্য ঘটিতে পারে, কিন্তু তাহা এই পৃথিবীর ইষ্টের কারণ না হইয়া যে অনিষ্টেরই কারণ হইবে কে বলিতে পারে?

ধূমকেতুর অর্থ ধূমময় পুচ্ছ যাহার, সেই পদার্থ। কিন্তু পুচ্ছ এবং ধূম ব্যতীত ধূমকেতুর একটি আলোকময় মস্তক থাকে, ইহা নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল। এই মস্তকের ব্যাস ৩০ মাইল হইতে ৩০০০ মাইল পর্য্যন্ত। কিন্তু পুচ্ছের দৈর্ঘ্য অদ্ভুত অর্থাৎ ১০ বা ১৫ কোটী মাইল। এই জন্য ধূমকেতুর মস্তক কখন কখন যেন পৃথিবীতে ঠেকিয়াছে বোধ হয়, কিন্তু পুচ্ছ আকাশের মধ্যস্থলে দৃষ্ট হয়। এই পুচ্ছ সর্ব্বদাই সূর্য্যের বিপরীত দিকে থাকে। এক একটী ধূমকেতু মস্তকবিহীন, এক একটী পুচ্ছবিহীন এবং কোন কোনটী বা দুই, তিন বা ছয় পর্য্যন্ত পুচ্ছবিশিষ্ট দৃষ্ট হইয়াছে। ধূমকেতুর আকার, পরিমাণ এবং উজ্জ্বলতা সকল সময়ে একরূপ থাকে না, গতির প্রণালী দেখিয়া দুইটী ধূমকেতু এক বা ভিন্ন নিরূপিত হয়।

পূর্ব্বকালীন পণ্ডিতেরা মনে করিতেন উল্কাপিণ্ডের ন্যায় ধূমকেতু অস্থায়ী পদার্থ, উৎপন্ন হইয়া আবার আকাশে বিলীন হইয়া যায়। যাঁহারা ইহাকে স্থায়ী বলিয়াও বিশ্বাস করিবেন, তাঁহারা ইহার

* পাকা তাল গাছ হইতে পড়িতেছিল, এমত সময় গাছের উপর একটা কাক আসিয়া বসিল, লোকে মনে করিল কাকের ভরে তাল পড়িয়া গেল। ইহাকে কাকতালীয় যোগ বলে।

গতি কোন নিয়মাধীন বলিয়া বোধগম্য করিতে পারেন নাই। কিন্তু জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, ধূমকেতুসকল গ্রহের ন্যায় সূর্য্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করে। ইহাদিগের গতি যদিও গ্রহদিগের ন্যায় নয়, কিন্তু তাহা নিয়মাধীন। গ্রহেরা পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে যায়, ধূমকেতু পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে যায়। ইহরা কখনও সূর্য্যের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হয়, আবার কখনও কখনও অত্যন্ত দূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে। যাহাদিগের কক্ষ ডিম্বাকৃতি, তাহারা নিয়মিত সময়ে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং বারম্বার আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়। যাহাদিগের কক্ষ বক্র রেখার ন্যায়,তাহাদিগের গতির নিয়ম এখনও স্থির হয় নাই। অনেকের মতে তাহারা আমাদিগের সৌরজগৎ ছাড়াইয়া অন্য সৌরজগতে বিচরণ করিয়া থাকে। ধূমকেতুর গতি কিরূপে নিরূপিত হইল, তাহার একটী ইতিবৃত্ত নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

মহাত্মা সার আইজাক নিউটন লিখিয়াছিলেন "যে সকল ধূমকেতু বহুকাল পরে আপনাপন কক্ষাতে ফিরিয়া আসে, তাহাদিগের পরস্পরের তুলনা দ্বারা তাহাদিগের ব্যাস ও গতি কাল নির্ণীত হইতে পারে।" এই বাক্য অবলম্বন করিয়া (Halley) হালি নামে আর এক ইংরাজ জ্যোতির্ব্বেত্তা পূর্ব্বদৃষ্ট ২৪টী ধূমকেতুর স্থিতি ও দূরত্বাদি তুলনা দ্বারা গণনা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি বহু পরিশ্রম ও গবেষণা দ্বারা সিদ্ধান্ত করেন যে ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে যে ধূমকেতু দৃষ্ট হইয়াছে, তৎপূর্ব্বগামী আর দুইটী ধূমকেতুর সহিত তাহার সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ইহারা ১৫৩১ ও ১৬০৭ সালে দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। এই তিনটী ধূমকেতু যে এক এবং প্রায় ৭৬ বৎসর অন্তর পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পৃথিবীস্থ লোকদিগের দৃষ্টিগোচর হয়, ইহা সাহস পূর্ব্বক প্রচার করেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেব যে ৭৬ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে এই ধূমকেতুর পুনরুদয় হইবে। তিনি এ প্রকার অখণ্ড যুক্তি দ্বারা তাঁহার মত সমর্থন করিলেন যে বৈজ্ঞানিকদিগের তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ে এই ধূমকেতুর পুনরাগমন দর্শনার্থ সভ্য জগৎ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রহিল। অবশেষে ১৭৫৮ সালের নবেম্বর মাসে ড্রেসডেন নগরের নিকট জর্জ পালিজ নামে একজন জর্ম্মণ ৬ ফিট দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ইহাকে প্রথম নিরীক্ষণ করেন, তৎপরে পারিস, লিপজিক, লিসবন ও কেডিজ নগর হইতেও ইহার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ১৮৩৫ সালে এই ধূমকেতুর পুনরাবির্ভাব হয় এবং তাহার জন্য পণ্ডিতেরা প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইহার পুনরভ্যুদয় হইবে, কিন্তু আমাদিগের মধ্যে কয় জন তাহা দেখিবার জন্য জীবিত থাকিবেন বলা যায় না।

এই ধূমকেতুর গতিকাল নিরূপিত হওয়াতে এক্ষণে ইহার অপরাপর বার আগমনের সময় পৃথিবীতে কিরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাতে কোন দেশের পক্ষে কখনও শুভ, কখনও অশুভ ঘটিয়াছে; কখনও বা কিছুই হয় নাই। অতএব ইহার সহিত নর-ভাগ্যের মঙ্গলামঙ্গলের অল্পই সম্বন্ধ বোধ হয়।

১০০৬ সালে এই ধূমকেতু প্রথম দৃষ্ট হইয়াছিল। তখন মুসলমান রাজ্যে কালিফদিগের ক্ষমতা এবং ভারতবর্ষে হিন্দু ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছিল; ইহা ইংলণ্ডে দিনামারদিগের আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্ব সময়। ১০৮২ সালে ইহার ২য় আগমন হয়, তখন ইংলণ্ডের রাজা বিজয়ী উইলিয়ম্। ধূমকেতুটী সে সময় মনুষ্য-চক্ষুর গোচর হইয়াছিল কি না, তাহার বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। ১১৫৫ও ১২৩০ সালে ইহার আবির্ভাবের উল্লেখ আছে, কিন্তু কোন বিশেষ বিবরণ নাই। ৫ম আগমন ১৩০৫ সালে, তখন সুইসেরা স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিয়াছে, এবং ইংলণ্ডেশ্বর ১ম এডওয়ার্ড স্কটলণ্ডের উপর অত্যাচার করিতেছেন। এই ধূমকেতু দ্বারা গ্রীষ্মাধিক্য না হইয়া শীতাধিক্য সমগ্র ইউরোপে অনুভূত হয় এবং অতিরিক্ত বরফপাতে ইংলণ্ডের গ্রীষ্মকালীন ফসল নষ্ট হইয়া যায়। ১৩৮০ সালের আগমনের কোন বিবরণ নাই, কিন্তু ১৪৫৬ সালে ইহার অভ্যুদয়ে সমুদয় খৃষ্টজগৎ আতঙ্কিত হয়। ইহা পৃথিবীর অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল এবং ইহার পুচ্ছ একখানি বৃহৎ কিরীচের মত দৃষ্ট হয়। এই সময় তুরস্কেরা কনষ্টাণ্টিনোপল অধিকার করিয়া ইউরোপে অগ্রসর হইবার উদ্যোগ করিতেছিল। এই সময় একরাত্রি চন্দ্রগ্রহণ ও ধূমকেতুর একত্র সম্মিলন হয়, ইহাতে জন সাধারণের ভীতির সীমা রহিল না। চন্দ্র মুসলমানদিগের চিহ্ন, তাহা পূর্ব্বদিক্ হইতে আসিয়া ক্রমে লুপ্ত হইয়া গেল এবং পশ্চিম হইতে খড়্গাকার ধূমকেতু প্রকাশিত হইল,ইহাতে খৃষ্টানেরা কল্পনা করিল মুসলমানদিগের পরাজয় ও তাহাদিগের জয় সাধিত হইবে। মুসলমানেরাও ভীত হইয়াছিল। পোপ ৩য় কালিক্‌ষ্টস সিদ্ধান্ত করেন, ধূমকেতু মুসলমানদিগের সহিত একযোট; সয়তান, মুসলমান ও ধূমকেতুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তিনি সকল খৃষ্টানকে ত্রিসন্ধ্যা প্রার্থনা করিবার উপদেশ দেন। ধূমকেতুর অদর্শন না হইলে আর ইউরোপ নিঃশ্বাস ফেলিবার সাবকাশ পান নাই। ১৫৩১ সালে ইহার অষ্টম আবির্ভাব, তখন নূতন পৃথিবী আবিষ্কারের পর মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হইয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মের অভূতপূর্ব্ব উন্নতির সূত্রপাত হয়। তখন ধূমকেতুটী কর্কট রেখার নিকট সুবর্ণোজ্জ্বল বর্ণে প্রকাশিত হয়। ১৬০৭ সালে যখন ইহার পুনর্দর্শন

হয়,তখন গালিলিও ও কেপ্লার কোপার্নিকস প্রদর্শিত জ্যোতির্বিদ্যার নূতন মত প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। এই ধূমকেতুর জ্যোতি নিষ্প্রভ বোধ হইয়াছিল, কিন্তু মস্তকটী সকল নক্ষত্র—এমন কি বৃহস্পতি গ্রহ অপেক্ষাও বৃহৎ দৃষ্ট হয়। তৎকালের চরিতাখ্যায়কেরা ইহার দৌরাত্ম্য বর্ণন স্থলে বলেন "লোরেণের ডিউকের মৃত্যু" এই কারণে হয়!! সুইড ও দিনামারদিগের মধ্যে যুদ্ধও হইয়াছিল। ১০ম আবির্ভাব নিউটন ও হালির সময়। এই উপলক্ষে আর কিছু না হউক, ধূমকেতুর গতি নির্ণয় হওয়া একটী স্মরণীয় ঘটনা বলিতে হইবে। তখন ইহার মস্তক আকৃতিতে বৃহস্পতির ন্যায় দেখা যায়। ১৭৫৯ সালে ইহার একাদশ আবির্ভাব, ইংরাজ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ গ্রহণের অল্প দিন পরে ইহা হয়। ইহার মস্তকটী বড় ম্লান দেখা যায়। ১৮৩৫ সালে ইহার দ্বাদশ আগমন দৃষ্ট হইয়াছে। ইহার লাঙ্গুলটী ত্রিশির এবং মস্তকের নক্ষত্রটী অতি উজ্জ্বল দেখা গিয়াছে। এই সময় ইংলণ্ডে রেলওয়ে উদ্ভাবন ও দাস ব্যবসায় উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা প্রচলনের পর এবং মহারাণী বিক্টোরিয়ার সিংহাসনারোহণের ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে। ধূমকেতুটী এবার আসিয়া পৃথিবীর প্রভূত উন্নতি দর্শন করিয়া গিয়াছে। আবার ৭৬ বৎসর পরে ১৯১১ সালে যখন আসিবে, তখন ঊনবিংশ শতাব্দীর উন্নতির পূর্ণ ফল দেখিয়া যার পর নাই চমৎকৃত হইবে!!

স্ত্রীজাতির সৎকীর্ত্তি।

আমাদের দেশের সাধারণ লোকের সংস্কার এই যে পুত্রদিগের অপেক্ষা কন্যারাই পিতা মাতার সেবা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক এরূপ দেখিতেও পাওয়া যায়। কন্যারা সচরাচর পরিণীত হইয়া পরগৃহে গমন করে, সেখানে আপনাদের পতিপুত্রের সেবা ও আপনাপন সংসারের সুখ দুঃখ ভোগে ব্যাপৃত হইয়া পড়ে, তথাপি পিতৃকুলের প্রতি তাহাদের অনুরাগ কখনই হ্রাস দেখা যায় না। পিতা মাতার কথা দূরে থাকুক, ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া, বা ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের পীড়া বা ক্লেশের কথা শুনিলে তাহাদের চক্ষে জল পড়িতে থাকে। পুত্র পিতামাতার নিকটে থাকে, তথাপি মৃত্যুশয্যাতে সেবা করিবার সময় কন্যা দূর হইতে আসিয়া প্রাণপণ করিয়া সেবা করিয়া থাকে।

কন্যাগণ কিরূপে নিজ সুখ ও স্বাস্থ্যে জলাঞ্জলি দিয়া পিতা মাতার সেবা করিয়াছে, ইহার দৃষ্টান্ত জগতের ইতিবৃত্তে অনেক প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতি

প্রাচীনতম কালহইতে এদেশে এবং অপরাপর দেশে এরূপ আখ্যায়িকা সকল প্রচলিত আছে। প্রাচীন রোম দেশীয় একটী আখ্যায়িকা পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে অনেকে শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। সে আখ্যায়িকাটী এই, একবার রোমের একজন ভদ্রলোকের প্রতি এই রাজদণ্ড হয় যে তাহাকে অনাহারে শুষ্ক করিয়া মারা হইবে। এই গুরুতর দণ্ড দান করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলে তাঁহার কন্যা কারারক্ষীদিগের নিকট এই অনুগ্রহ ভিক্ষা করিলেন যে তিনি মধ্যে মধ্যে কারাগারে গিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তাহাকে এই অধিকার প্রদত্ত হইল। তিনি তদনুসারে নিত্য কারাগারে স্বীয় পিতাকে দেখিতে যাইতেন। কিছু দিন যায়, লোকে দেখিল যে তাঁহার পিতা সুস্থ শরীরে বাস করিতেছেন, অনাহারে থাকিলে লোকের শরীরের অবস্থা যেরূপ হয়, তাঁহার সেরূপ অবস্থা নহে। অথচ কেহ যে তাঁহাকে কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য যোগাইত তাহা নহে, কারণ রক্ষীপুরুষেরা প্রতিদিন আসিবার সময় তাঁহার কন্যার বস্ত্রাদি পরীক্ষা না করিয়া ছাড়িত না। অবশেষে গোপনে থাকিয়া পিতাপুত্রীর ব্যবহার লক্ষ্য করা আবশ্যক বলিয়া স্থির হইল। একদিন কন্যা পিতার নিকট আসিলে রক্ষিপুরুষেরা গোপনে থাকিয়া দেখিল সেই যুবতী স্বীয় পিতাকে স্তন্য পান করাইতেছেন। এরূপ কথিত আছে পিতৃভক্তির এই আশ্চর্য্য নিদর্শন দর্শনে কর্ম্মচারীদিগের মন এতদূর মুগ্ধ হইল, যে তাঁহারা তাঁহার পিতাকে করাগার হইতে মুক্তি প্রদান করিলেন। এই প্রাচীন আখ্যায়িকা কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। কিন্তু নিম্নে যে মহিলার পিতৃভক্তির বিষয় বর্ণিত হইতেছে, তাঁহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডদেশে মিটফোর্ড নামে এক জন ভদ্রলোক বাস করিতেন। ঐ ব্যক্তি অত্যন্ত অমিতাচারী, বিলাসপরায়ণ, দ্যূতাসক্ত ও অমিতব্যয়ী ছিলেন। তিনি এক ধনীর কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া প্রায় ২,৮০,০০০ দুই লক্ষ আশি হাজার টাকার সম্পত্তির অধিকারী হন। তাঁহার স্বভাব এমনি বিকৃত ছিল যে তিনি দশ বৎসর না যাইতে যাইতে ঐ সমুদয় অর্থ পর্য্যবসিত করিয়া ফেলিলেন। আবার তাঁহার দৈন্য দশা উপস্থিত হইল। এই সময়ে হঠাৎ একটী সুরতি খেলিয়া তিনি দুই লক্ষ টাকা লাভ করিলেন। যদি তাঁহার নিজের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি থাকিত, যদি তাঁহার কদর্য্য অভ্যাস পরিত্যাগের প্রবৃত্তি থাকিত, যদি নিজ চরিত্র সংশোধনের বাসনা থাকিত, তাহাহইলে এই সুযোগে তিনি আপনার অবস্থার বিশেষ উন্নতি করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার সে মতি হইল না, গাড়ি ঘোড়া, কুক্কুর, দাস, দাসী প্রভৃতি

আবার দেখা দিল, আবার তিনি দ্যূত-ক্রীড়াতে সমুদায় অর্থ ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন। আবার দশ বৎসরের মধ্যে নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। নিঃস্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তিনি এমন দুর্দ্দশার চরম সীমাতে উপস্থিত হইলেন যে তাঁহাকে সহর ছাড়িয়া একটী সামান্য পল্লীগ্রামে পলায়ন করিতে হইল। এই ঘোরতর দারিদ্রের সময়ে মেরী নাম্নী তাঁহার অবিবাহিতা কন্যা ভিন্ন তাঁহার সাহায্য করিবার আর কেহই ছিল না। মেরী অবিবাহিতাবস্থায় পিতৃগৃহে বাস করিতেন। বৃদ্ধ পিতা মাতা তখন সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই গলগ্রহ হইয়া পড়িলেন। মেরী সুশিক্ষিতা ও বুদ্ধিশালিনী ছিলেন,তিনি গৃহকার্য্য সমাপনান্তে অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের সহিত নানা প্রবন্ধ রচনা করিয়া তাহা বিক্রয় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিশ্রমদ্বারা যে কিছু অর্থ উপার্জ্জিত হইত, তদ্দ্বারাই তাঁহাদের ক্ষুদ্র পরিবারের দৈনিক ব্যয় এক প্রকার নির্ব্বাহ হইত। তিনি এইরূপে বৃদ্ধ পিতা মাতার ভার নিজ স্কন্ধে লইয়া বিংশতি বৎসর কাল অক্ষুণ্ণচিত্তে সেই ভার বহন করিয়াছিলেন। একদিনের জন্যও ক্লান্তি বোধ বা কোন প্রকার বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। তিনি মনে করিলে পরিণয় পাশে বদ্ধ হইয়া নিজে সুখ সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইতে পারিতেন, কিন্তু জনক জননীর বৃদ্ধাবস্থায় দেখিবার আর কেহ ছিল না বলিয়া সেরূপ সংকল্প হৃদয়ে স্থান দেন নাই।

একজন মহিলার পক্ষে আজন্ম অবিবাহিত থাকিয়া বিশ বৎসর কাল বৃদ্ধ জনক জননীর সেবা করা, সমুদায় গৃহকার্য্য সম্পাদন করা, ও তদ্ভিন্ন মানসিক শ্রমদ্বারা তাঁহাদের জন্য অর্থোপার্জ্জন করা এ কি সাধারণ পিতৃভক্তির কর্ম্ম! এরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণতা যে নারীর জীবনে প্রকাশ পায়, তাঁহাকে দেব-প্রকৃতি-সম্পন্ন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এইরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণতার মধ্যেই আমরা মানব জীবনের মহত্ত্ব ও পবিত্রতা দেখিতে পাই। মানুষ যখন আপনার কর্ত্তব্যের উপর দণ্ডায়মান হয়, তখনই তাহার দেবভাব বিকাশ প্রাপ্ত হয়। অন্য সময়ে তাহাকে নিকৃষ্ট জীবদের শ্রেণীতে গণ্য করা যায়।

দাম্পত্য প্রেমের সুন্দর ফল।

ফরাসি দেশে কাউণ্ট ডিলা গ্যারে নামক একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার বাস করিতেন। তাঁহার প্রজাগণ তাঁহার সদ্‌গুণে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। যে সকল সদ্‌গুণ থাকিলে মানবের জীবন নিজের পক্ষে ও অপরের পক্ষে সুখের কারণ হয়, তাঁহার সে সকল সদ্‌গুণের কোনটীর অপ্রতুল ছিল না। সদাশয়,

প্রফুল্লচিত্ত, ক্ষমাশীল, পরোপকারী, মিষ্টভাষী, উদার কাউণ্ট সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন। অবশেষে তিনি আপনার অনুরূপ এক ধর্ম্মশীলা মহিলার পাণিগ্রহণ করিলেন। প্রজাকুলের আনন্দের আর সীমা পরিসীমা রহিল না। তিনি যেমন সদাশয় ও স্নিগ্ধ-প্রকৃতির লোক ছিলেন, ঐ যুবতীও তদনুরূপ সৎপ্রকৃতিসম্পন্না ছিলেন। নূতন কর্ত্রীর আগমনে তাঁহার গৃহ আনন্দ ও সুখের আবাস ভূমি হইল। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের প্রতি এরূপ অনুরক্ত ছিলেন, যে তাঁহাদের প্রণয়ের কথা চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়িল। যে দেখিত সেই বলিত যে. এমন বিমল দাম্পত্য প্রণয় কেহ কখনও দেখে নাই। যাহাহউক হঠাৎ এক দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া জন্মের মত তাঁহাদের সুখের ব্যাঘাত করিয়া দিল।

একদিন কাউণ্ট মৃগয়ার্থ বাহির হইলেন, তাঁহার পত্নীও অশ্বারোহণে তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। উভয়ে মনের সুখে গল্প করিতে করিতে ও প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে যাইতেছেন,এমন সময়ে তাঁহারা গিরি পার্শ্বস্থিত নির্ঝরিণীর কূলে উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে উক্ত স্রোতস্বতীর পরিসর কিঞ্চিৎ বৃহৎ, কাউণ্ট অশ্বকে উল্লম্ফন করিবার জন্য প্রেরণা করিলেন। তাঁহার অশ্ব বলপূর্ব্বক উল্লম্ফন করিয়া অপর পারে গিয়া পড়িল, কিন্তু উল্লম্ফন করিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার পত্নীর অশ্বের পক্ষে তাহা উল্লম্ফন করা সাধ্য নয়। কিন্তু মুখ ফিরাইয়া "তুমি লাফাইওনা" এই কথা না বলিতে বলিতে তাঁহার পত্নীর অশ্বও উল্লম্ফন করিয়াছে। অশ্বটী প্রাণপণ যত্নে পর পারে পড়িল বটে,কিন্তু তাহার একখানি পা সরিয়া গিয়া সে নিজ স্বামিনীর সহিত একেবারে পর্ব্বত পৃষ্ঠে পতিত হইল। নিমেষের মধ্যে কাউণ্ট পত্নী পতিতা ও বিচেতন হইলেন, কাউণ্ট তাঁহাকে অতি যত্নে তুলিয়া বহুকষ্টে চৈতন্য সম্পাদন করিলেন এবং বহন করিয়া গৃহে আনিলেন। কাউণ্টপত্নী শুশ্রূষার গুণে আরোগ্যলাভ করিলেন বটে, কিন্তু জন্মের মত পদদ্বয় খঞ্জ হইয়া চলৎশক্তি রহিত হইলেন এবং তাঁহার মুখে নানা-স্থানে ক্ষত হইয়া তাঁহার সৌন্দর্য্য একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। পত্নীর এই দশা প্রাপ্তির পর অবধি কাউণ্টের বাহিরে যাওয়াবন্ধ হইল। তিনি সর্ব্বদাই পত্নীর নিকটে থাকিতেন এবং নানা উপায়ে তাঁহার চিত্তবিনোদনের চেষ্টা পাইতেন। 'আমি আর পতির কোন কার্য্যে লাগিতেছিনা, আমি আর তাঁহার সুখের সঙ্গিনী হইতে পারিতেছি না, আমার জীবন তাঁহার পক্ষে ভার স্বরূপ হইতেছে' এই ভাবিয়া উক্ত সাধ্বী রমণী সর্ব্বদাই ম্লান থাকিতেন। এজন্য কাউণ্টের প্রাণে অত্যন্ত ক্লেশ ছিল। তিনি সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করিতেন "বল দেখি কি দেখিতে

বা কি শুনিতে ভাল বাস, বল দেখি কি করিলে তোমার প্রাণে একটু সুখ হয়” এবং যত্নের সহিত সেই সকল বিষয় যোগাইবার চেষ্টা করিতেন। একদিন কাউণ্টপত্নী বলিলেন “দেখ আমি জন্মের মত পীড়িত হইয়া আছি, জগদীশ্বরের কৃপায় ধন সম্পদ এবং তোমার মত পতি পাইয়াছিলাম, সেই জন্য কোন রূপে আমার প্রাণ রক্ষা হইল। কিন্তু মনে করিয়া দেখ কত দীন দরিদ্র লোক এইরূপ চিররোগী হইয়া ক্লেশ পাইতেছে! তাহাদিগকে দেখিবার এবং শুশ্রূষা করিবার লোক নাই। যদি এই সকল বিপন্ন ও নিরাশ্রয় লোকের রক্ষা ও শুশ্রূষার জন্য একটী চিকিৎসালয় করা যায়, তাহা হইলে কি ভাল হয় না?” কাউণ্ট দেখিলেন এরূপ একটী চিকিৎসালয় করিলে তাঁহার পত্নী কার্য্য করিবার ও ভাবিবার কিছু বিষয় পাইবেন, তাঁহার নিজেরও চিত্তবিনোদনের অনেক উপায় হইবে সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ একটী চিকিৎসালয় নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত করিলেন। বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া একটী চিকিৎসালয় নির্ম্মিত হইল, তাহাতে অনেকগুলি চিররোগী নর নারীকে আশ্রয় দেওয়া হইল। কাউণ্টপত্নীকে প্রতিদিন ঠেলা গাড়িতে করিয়া ঐ চিকিৎসালয় মধ্যে লইয়া যাওয়া হইত, তিনি প্রত্যেকের শয্যার নিকট গিয়া সস্নেহ সম্ভাষণ করিতেন, স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাহাদের শুশ্রূষা করাইতেন, পথ্যাদির নিয়ম কিরূপ হইয়াছে দেখিতেন। এদিকে কাউণ্ট তাঁহার পত্নীর সুখে সুখী হইয়া অতুল উৎসাহের সহিত চিকিৎসা শাস্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কথিত আছে যে তিনি ঔষধের প্রকৃতি ও গুণ বুঝিবার জন্য এমন মনোযোগ সহকারে রসায়ন বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন যে উক্ত বিদ্যাতে একজন পারদর্শী লোক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। এই রূপে তাঁহাদের অবশিষ্ট জীবন অতিসুখে কাটিয়া গেল।

বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রণয় অতি স্বর্গীয় বস্তু, ইহাতে মানবপ্রকৃতিকে অতি মহৎ করে। যেখানে দাম্পত্য প্রেম জঘন্য স্বার্থপরতা ও ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতার আকার ধারণ করে, তাহা পশুভাব মাত্র, তাহাদ্বারা মানবের চরিত্র হীন ও সংসারের শোভা মলিন হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেম দুঃখময় সংসারকে কেমন সুখময় স্বর্গধাম করিয়া দেয়!

আমেরিকা আবিষ্কার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এইরূপে তাঁহারা কানেরি দ্বীপের প্রায় সমসূত্রপাতে ক্রমাগত পশ্চিম মুখে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা বাণিজ্য-বায়ুর পথে আসিয়া পড়িলেন; এই বায়ু উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সম্বৎসর ধরিয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হয়। এই বায়ুর সাহায্যে জাহাজ বেগে চলিতে লাগিল। যখন তাঁহারা কানেরি দ্বীপের পশ্চিমে প্রায় চারি শত লীগ্ আসিয়াছেন, তখন দেখিলেন সম্মুখস্থ সমুদ্রভাগ সামুদ্রিক লতায় এরূপ পরিপূর্ণ যে হঠাৎ একটী প্রকাণ্ড মাঠ বলিয়া ভ্রম হয় এবং কোন কোন স্থানে লতা সকল এরূপ ঘনসন্নিবিষ্ট যে জাহাজ চলা ভার। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া নাবিকদের মনে নূতন ভয়ের সঞ্চার হইল। তাহারা মনে করিল যে সমুদ্রের যতদূর জাহাজ চলা সম্ভব তাহা অতিক্রম করিয়া তাহারা সমুদ্রের প্রান্ত ভাগে উপস্থিত হইয়াছে। ইহার পশ্চিমে অগ্রসর হইতে গেলে এই সকল সামুদ্রিক লতা ও তাহার নিম্নস্থ অদৃশ্য পর্ব্বতে তাহাদের গতিরোধ করিবে; কিম্বা এই সামুদ্রিক লতার নিম্নে কোন প্রশস্ত ভূভাগ কোন রূপে জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে, এবং সেই ভূভাগে তাহাদের জাহাজ বসিয়া যাইবে। কলম্বস তাহাদিগকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন; তিনি বলিলেন এই ব্যাপার দেখিয়া ভয় ঐহিক দূরে থাকুক, তাহাদিগের আরও কীর্ণ। নত হওয়া উচিত; কারণ এই দিগের সামুদ্রিক লতা দেখিয়া নিশ্চয় নারীগণ ইতেছে স্থল নিকটবর্ত্তী। এই নেক প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত

হওয়াতে পোত সকল অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে জাহাজের চতুর্দ্দিকে নানা জাতীয় পক্ষী উড়িতে দেখা গেল; এবং উহারা পশ্চিম দিকে উড়িয়া যাইতে লাগিল। হতাশ নাবিকদের অন্তঃকরণ নূতন উৎসাহ ও নূতন আশায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

১ লা অক্টোবর তারিখে কলম্বস গণনা করিয়া দেখিলেন কানেরি দ্বীপের পশ্চিমে সাত শত সত্তর লীগ্ অতিক্রম করা হইয়াছে। কিন্তু পাছে স্থল হইতে এতদূরে আসিয়াছে ভাবিয়া নাবিকেরা ভীত হয় এই জন্য তিনি তাহাদিগকে বলিলেন পাঁচশত চৌরাশি লীগ্ আসা হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে নাবিকদিগের মধ্যে কাহারও এত বিদ্যা ছিল না যে এই প্রবঞ্চনা ধরিতে পারে। কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও কলম্বস নাবিকদিগকে শান্ত করিতে পারিলেন না। তাহারা তিন সপ্তাহের অধিক হইল স্থল পরিত্যাগ করিয়াছে; পূর্ব্বতন নাবিকেরা কখন এতদূর আসেও নাই, আসা সম্ভবও মনে করে নাই; পক্ষীদিগের গতি প্রভৃতি দেখিয়া যে তাহারা মনে করিয়াছিল স্থলভাগ নিকটবর্ত্তী হইয়াছে তাহাও ক্রমে ভ্রম বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল; তাহাদের আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা পূর্ব্বের ন্যায় দূরবর্ত্তী বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। এই অর্ণবযাত্রা সম্বন্ধীয় চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা তাহাদের

ছিল না। সুতরাং সহজেই এই সকল নিরাশার ভাব তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে লাগিল। প্রথমে কেবল মূর্খ ও ভীরুদিগের অন্তঃকরণে এই ভাবের সঞ্চার হইতেছিল; জাহাজ হইতে জাহাজে অসন্তোষের ভাব বিস্তৃত হইতে লাগিল। প্রথমে গোপনে পরামর্শ ও বিরাগ প্রকাশ; ক্রমে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ও অসন্তোষের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহারা বলিতে লাগিল জাহাজের যেরূপ ভগ্নাবস্থা, তাহাতে পোত সকল একবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবার পূর্ব্বেই তাহাদের স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা দেখা কর্ত্তব্য; কিন্তু সে চেষ্টাও কতদূর সফল হইবে বলা যায় না; কারণ এতদিন তাহারা অনুকূল বায়ুর সাহায্যে অগ্রসর হইতেছিল; এক্ষণে ফিরিয়া যাইতে হইলে বায়ুর প্রতিকূলে যাইতে হইবে। এই সকল তর্ক বিতর্কের পর সকলে একমত হইয়া স্থির করিল যে বলপূর্ব্বক কলম্বসকে দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিতে হইবে।

কলম্বস উপস্থিত বিপদের গুরুত্ব সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ধৈর্য্যের অণুমাত্রও ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি কখন বা মিষ্ট বাক্য দ্বারা অনুচরবর্গকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কখন বা এই আবিষ্কার কার্য্য দ্বারা তাহারা যে অক্ষয় যশ ও প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইবে তাহা বর্ণন করিয়া তাহাদের যশোলিপ্সা ও অর্থস্পৃহা উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কখন বা রাজার নিকট তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়াইবেন বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিলেন। নাবিকদের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করিয়াছিল, তাহারাও এতদিন যাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছিল, তাঁহার এই সকল কথায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারিল না। তাহারা কলম্বসের উপর বল প্রয়োগের যে মন্ত্রণা করিতেছিল, তাহাহইতে বিরত হইল এবং আরও কিছুদিন তাঁহার নিদেশানুসারে চলিতে সম্মত হইল।

তাহারা যত অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই স্থল সান্নিধ্যের নিদর্শন অধিকতর প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল এবং তাহাদের আশাও সেই পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তাহারা দেখিল দলে দলে সামুদ্রিক পক্ষিগণ দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতেছে। কলম্বসও পর্টুগীজ নাবিকদিগের ব্যবহারের অনুকূল করিয়া, পশ্চিমাভিমুখী গতি পরিবর্ করিলেন এবং পক্ষীদিগের এ পথের অনুসরণ করিতে লা কিন্তু প্রায় এক মাস কাল এ চলিয়াও তাঁহারা সমুদ্র ও হারা ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পন;

না। ইহাতে নাবিকদের সমস্ত আশা একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল; তাহাদের আশঙ্কা দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল; নিরাশা ও ক্রোধে অধীর হইয়া তাহারা একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণ এতদিন কলম্বসের কথায় সায় দিয়া আসিতেছিলেন ও তাঁহার প্রভুত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও এক্ষণে অন্যান্য নাবিকদের সহিত যোগ দিতে আরম্ভ করিলেন। বিদ্রোহীগণ দলে দলে ডেকের উপর একত্রিত হইয়া বিষম কোলাহল উপস্থিত করিল; তাহারা কলম্বসের সহিত তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা ও তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করিল; এমন কি তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন পর্য্যন্ত করিতে লাগিল; এবং তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ জাহাজ ফিরাইয়া ইউরোপাভিমুখে যাত্রা করিতে বলিল। কলম্বস দেখিলেন পূর্ব্বে যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা আর খাটিবে না। তখন তিনি তাহাদিগকে আর তিন দিবস কাল তাঁহার আজ্ঞানুসারে চলিতে অনুরোধ করিলেন এবং তাহাদিগের নিকট ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া এই অঙ্গীকার করিলেন যে এই তিন দিবসের মধ্যে যদি স্থল আবিষ্কৃত না হয়, তাহাহইলে তাঁহার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপে প্রতিনিবৃত্ত হইবেন।

মুসলমান কুলবালাগণের অবস্থার একটী চিত্র।

আমরা মনে করি হিন্দু রমণীরাই পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্য। কিন্তু মুসলমান নারীগণের অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অশ্রুপাত না করিয়া স্থির থাকা যায় না। হিন্দু রমণীগণ অনেক স্থলে ঐহিক সুখে বঞ্চিত হইয়াও পারলৌকিক সদ্‌গতি লাভের উপায় করিতে পারেন, কিন্তু মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের ঐহিক পারত্রিক উভয় পথই কণ্টকাকীর্ণ। আমরা শুনিতে পাই মুসলমানদিগের অনেকের একটী মত এই যে নারীগণের আত্মা নাই, এই জন্য অনেক স্থানে সামান্য পশুদিগের ন্যায় তাহাদিগের প্রতি ব্যাবহার করা হয়। পুরুষেরা বিবাহিত অবিবাহিত অনেক গুলি স্ত্রী রাখিয়া থাকেন, তাহাদিগকে শারীরিক, মানসিক, সাংসারিক কি ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, তাহারাই জানে আর ঈশ্বরই জানেন। যে অবরোধ প্রথার অনুকরণে বর্ত্তমান হিন্দু অন্তঃপুরের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহা যাহার ছায়া মাত্র, তাহা কি ভয়ঙ্কর স্থান! সেরূপ বদ্ধ অবস্থায় জ্ঞানের চর্চ্চা ও ধর্ম্মের চর্চ্চা না থাকিলে মনুষ্যের আত্মার যে কি দুর্গতি হয়, তাহা সহজেই অনুভব করিতে পারা যায়। স্ত্রীলোকদিগের

আত্মাকে হত্যা করিয়া আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা বিচিত্র নহে। যাহাহউক মুসলমান রমণীগণের মধ্যে অনেক মহৎ আত্মা বিশিষ্ট ধর্ম্মবীর ও রণবীর অঙ্গনাগণের বৃত্তান্ত আমরা পাঠ করিয়াছি এবং তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া হৃদয়ের ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছি। এরূপ স্থলে মুসলমান নারী সাধারণের দুরবস্থা পুরুষদিগের অত্যাচারের ফল ভিন্ন আর কি বলা যায়? একে স্বামীর উপেক্ষা ও অনাদর, তাহার উপর আত্মীয় স্বজনের তাড়না এই গেল পারিবারিক সুখ। সামাজিক সুখের দ্বার স্ত্রীলোকদিগের জন্য রুদ্ধ, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথও অনর্গল নহে। ভারতের বক্ষ কেবল হিন্দু নারীগণের শোকোচ্ছ্বাসে ভাসিতেছে না, লক্ষ লক্ষ মুসলমান রমণীরও অশ্রুবৃষ্টিতে অভিষিক্ত হইতেছে। কবে এই দুর্দ্দিনের অবসান হইবে!

আমরা মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার চিত্র সময় সময় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব, কিছুদিন হইল এ সম্বন্ধে যে একটী দুঃখময় ছবি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা অদ্য পাঠিকাগণের সম্মুখে ধারণ করিতেছি ঃ—

জনৈক পুত্রবধূর বিলাপ। *

"কান্দিব কাহার কাছে স্বামী বিদেশেতে;
কে শুনিবে জ্বালা মম এ মায়া মহীতে।

পিতা মাতা যাহা হতে স্নেহময় নাই,
তাঁহারাই হয়েছেন আমার বালাই।

এ হীরা-খচিত গৃহ কারাগার সম,
মৃত্যুই পরম বন্ধু সুখাশ্রয় মম।

দিনেক্ স্মরিয়া মোরে আসিল না পিত,
ভুলাইতে দেখা দিয়া অন্তরের ব্যথা।

"অভাগিনি বধূ! তুমি কান্দ কার তরে,
বেচিয়াছে পিতা তোরে ভাবনা অন্তরে?"

শাশুড়ীর বাক্য জ্বালা সহিতে না পারি,
সধবা বিধবা হেন জ্বলে সদা মরি।

না জানি কি দোষে দোষী সে চারু চরণে,
তাই দিবানিশি মোরে জ্বালান জ্বলনে।

একদা সম্মুখে মোর বিকট বদনে,
কহিলা করিলি ভেল্কি আমার বাছনে।

দিবানিশি সেবি পদ প্রাণপণ করি,
তথাচ সদাই হেরি মন ভারি ভারি।

ক্ষণেক বিলম্ব যদি হইল কোথায়,
অমনি বকেন নাচাইয়া সর্ব্বকায়।

রাগেতে ভরিয়া মুখ হইয়া উতলা,
কহিতে থাকেন মোরে কর্কশিয়া গলা।

"আনিয়াছ গৃহ হতে দাস দাসী যত,
তুমি থাক তারা গৃহকর্ম্মে আছে রত।"

কান্দিব কোথায় গিয়া নাহি পাই স্থান,
কি করিব সয়ে থাকি মুছিয়া বয়ান।

কভু যদি হেরি পক্ষী যাইছে উড়িয়া,
সুধি 'স্বামী ভাল আছে?' প্রবোধিতে হিয়া।

অভাগীর ভাগ্য দোষে সেও তুচ্ছ করে,
চলি যায় ত্যজি মোরে নিরাশ অন্তরে।"

একদিন কান্দে বালা তিতিয়া বসন,
হেনকালে কণ্ঠ এক করিল শ্রবণ।

শুনিল শাশুড়ি তারে ডাকাডাকি করে,
সবলে উঠিল বালা সভয় অন্তরে।

'কেন মাতঃ! ডাকিছেন' কোকিল কাকুলে,
কহিলা সরলা সুধা বরষি ভূতলে।

উত্তরে শাশুড়ি ব্যঙ্গে বিকট বদনে,
'কেন মাতঃ ডাকিছেন' ছিলি কোন্ খানে?

নাহি হেন স্থান যথা তোরে না ঢুঁড়িনু,
শক্তি হত হীন পদ তোরে না পাইনু।

কোথারে বাঁদির মেয়ে ছিলি এতক্ষণ,
আবাস ছাড়িয়া, কর্ম্মে দিয়া বিসর্জ্জন।'

সরলা অবলা বালা শুনি হেন বাণী,
ঝরিল নয়ন পদ্ম দহিয়া পরাণী।

তা দেখি গর্জ্জিয়া উঠে শাশুড়ী চপলা,
'রাখ্ তোর মায়াকান্না যালো রান্নাশালা।

কে রান্ধিবে তোর হয়ে, খাইবি বসিয়া,
বাহিরিয়া চারহাত কটি আলাইয়া।'

অমনি চলিয়া গেল সজল নয়নে,
স্বামীরে স্মরিয়া, আহা! না যায় বর্ণনে।

('যাহার শাশুড়ি বৈরি এমায়া মহীতে,
উচিত তাহার হয় অবনী ত্যজিতে।'

আর যবে মরে যাবে সে বুড়ি বালাই;
পায়ে দড়ি দিয়া তারে ফেলিবে সবাই;

অবলা জনের সুখে যে বুড়ী কাতর,
মরিলে তাহার দশা হবে ঘোরতর।

শ্রীবশারৎকরীমআহমদ।

* পদ্যটীর ভাষা স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দেওয়া গেল। বা, বো, স।

নূতন সংবাদ।

১। আমেরিকার টেক্সাস প্রদেশে কলাহান্ নাম্নী একটী রমণীর ৫০ হাজার ভেড়া আছে। তাহা দুই হাজার করিয়া ২৫ টী পালে বিভক্ত। মেষ ধনে ইহাঁর অপেক্ষা ধনী সে প্রদেশে আর কেহ নাই। বোধ হয় পৃথবীতেও বিরল।

২। রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপণ আগামী ২রা ডিসেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাগত হইবেন। এবারকার সিমলা গবর্ণমেণ্ট যেরূপ সদাশয়তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সর্ব্বসাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

৩। কুমারী হোয়েটলী নাম্নী এক ইংরাজ রমণী ২১ বৎসর হইল, মিসরের কেরো নগরে আসিয়া বাস করেন। তখন সেখানে স্ত্রীশিক্ষার বিষয় কেহ স্বপ্নেও ভাবিত না। ইনি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া প্রতিবর্ষে প্রায় ২০০ বালিকাকে শিক্ষা দান করিয়া আসিয়াছেন এবং বালকবিদ্যালয় সকলেও বর্ষে বর্ষে ৩০০ ছাত্র শিক্ষিত করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, মিসর যুদ্ধ উপলক্ষে তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে।

৪। কলিকাতার স্ত্রীলোকদিগের

উচ্চশিক্ষার জন্য যে বিদ্যালয় হইয়াছে বিজয়নগরমের মহারাজ তাহাতে ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

৫। যে বাহ্যরূপ ও বিলাসিতার অনুরাগী হইয়া পূর্ব্বাঞ্চলবাসিগণের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, পশ্চিম দেশে তাহার উদ্যোগপর্ব্ব দেখিয়া আমরা ভীত হইয়াছি। আষ্ট্রিয়ায় কোন স্থানে রূপপ্রদর্শনী মেলা হইয়াছিল, তাহাতে ১৫০টী রূপের ডালি উপস্থিত হন। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী রমণী একযোড়া সুবর্ণবলয় পুরস্কার পাইয়াছেন। আবার শুনিলাম মার্কিন সুন্দরীরা প্রতিদিন আপাদমস্তক বিবিধ ফুল সজ্জায় সজ্জিত করিতেছেন, এক এক বারের সজ্জায় ২৮ টাকা ব্যয় হইতেছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। [পূর্ব্ব বাঙ্গালার দেশ হিতৈষিণী কয়েকটী সভার বার্ষিক কার্য্যবিবরণ] পাঠ করিয়া আমরা যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছি। [স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধন ইহাঁদিগের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য] এবং সেই কার্য্য ইহাঁদিগের যত্ন, উৎসাহ ও সাহায্যে অতি পরিপাটীরূপে সম্পন্ন হইতেছে। কুমারী, সধবা, বিধবা এবং ইতর ভদ্র সকল শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষালোক বিস্তার করিবার জন্য ইহাঁরা চেষ্টা পাইতেছেন এবং প্রতি বৎসর অধিকতর সংখ্যক স্ত্রীলোক ইহাঁদিগের প্রবর্ত্তিত পরীক্ষার অধীন হইয়া উচ্চতর শিক্ষালাভে উৎসাহিত হইতেছেন। পাঠিকাগণের অবগতির জন্য এ সম্বন্ধে উক্ত সভা সকলের কার্য্য বিবরণ সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি ঃ—

(১) শ্রীহট্ট সম্মিলনীর পঞ্চম বার্ষিক কার্য্যবিবরণ। ১৪৫ জন পরীক্ষার্থিনীর মধ্যে ১৩৬ জন উত্তীর্ণ হন। ইহাদিগের মধ্যে ৫৮ জন মাত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রী। সধবা ৫৩ এবং বিধবা ১২ জন। পরীক্ষোত্তীর্ণাদিগকে চারিটী বৃত্তি এবং ১৫৩৷৶৫ টাকার পারিতোষিক প্রদত্ত হইয়াছে।

(২) বিক্রমপুর সম্মিলনীর তৃতীয় বার্ষিক কার্য্য বিবরণ—গতবর্ষের ৪১টীর স্থানে এ বৎসর ৫৫টী গ্রাম হইতে ২২৬ জন পরীক্ষার্থিনী হন। ইহাদের মধ্যে ১১৪জন সধবা, ৮ জন বিধবা এবং ১০৪জন কুমারী। ৩৫ বৎসরের মহিলাও পরীক্ষা দিয়াছেন। উত্তীর্ণা ২২২ জন ছাত্রী পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন। সাধারণ পারিতোষিক ব্যতীত উৎকৃষ্ট ছাত্রী দিগকে কয়েকটী বৃত্তি এবং শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস ও গৃহচিকিৎসার বিশেষ পারিতোষিক প্রদত্ত হইয়াছে। এই সভা বালিকাবিদ্যালয় সকলে ৭৩ টাকা সাহায্য দিয়াছেন এবং বৃত্তি ও পারিতোষিক দানে ৩৯৪৷৵০ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

(৩) ফরিদপুর সুহৃদ্ সভার দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্য বিবরণ—গতবর্ষের ৪০টীর

স্থানে এ বৎসর ৬১টী গ্রাম হইতে পরীক্ষার্থিনীর আবেদন আইসে। পরীক্ষার্থিনীর সংখ্যা ২৭৫, তন্মধ্যে ২০৪ জন উত্তীর্ণ হন। এতদ্ভিন্ন ২১জন বিশেষ পরীক্ষা দেন। পরীক্ষার্থিনী-দিগের মধ্যে সধবা ১৫২, বিধবা ১২ এবং কুমারী ১১১ জন। সধবার সর্ব্বোচ্চ বয়স ৩২ বৎসর। কুম্ভকার, সূত্রধর, নমশূদ্র প্রভৃতি শ্রেণী হইতেও স্ত্রীলোকেরা পরীক্ষা দিয়াছেন। সর্ব্বশুদ্ধ ২৩৯৸৵০ মূল্যের পারিতোষিক প্রদত্ত হইয়াছে।

২। বসন্তকুমারের পত্র শ্রীনরেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। এখানি এক নূতন ধরণের উপন্যাস, কয়েক খানি পত্রের আকারে সরল ও বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত। লেখা বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

৩। মিসমেরী কার্পেণ্টারের জীবন চরিত—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। মেরী কার্পেণ্টার গ্রন্থাবলীর মধ্যে ইহা একখানি এবং ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন (বঙ্গীয় শাখা) দ্বারা প্রকাশিত। বাঙ্গালা ভাষায় কুমারী কার্পেণ্টারের একখানি উৎকৃষ্ট জীবনীর অভাব ছিল, ইহা দ্বারা তাহা পূর্ণ হইয়াছে। প্রত্যেক পাঠিকাকে ইহা পাঠ করিতে আমরা অনুরোধ করি।

১। গোন্দলপাড়া পাঠ সমাজের বাৎসরিক কার্য্য বিবরণ পুস্তিকা—পাঠ সমাজের পুস্তকালয়ে অনেক-উৎকৃষ্ট পত্রিকা ও গ্রন্থ আছে, পাঠে স্থানীয় লোকদিগের বিশেষ উপকার হইয়াছে। ইহার সভাধিবেশনে অনেক সৎবিষয়ও আলোচিত হইয়াছে।

৫ উষা—মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন। পাবনা হইতে প্রকাশিত। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ১।০ মাত্র। আমরা ইহার ১ম ৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত পাইয়াছি। যে পর্য্যন্ত দেখা গেল অধিকাংশ প্রবন্ধগুলিরই ভাষা এবং ভাব বেশ্ সুন্দর হইয়াছে। এইরূপ অল্প মূল্যে সরল ভাষায় সৎনীতিপূর্ণ পত্রিকাদি প্রকাশিত হয় ইহা আমাদের একান্ত বাসনা।

৬। সুরভি, বিবিধ বিষয়িণী সাপ্তাহিক পত্রিকা—সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর তত্ত্বাবধানে শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্র নাথ বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা মাত্র। ইহার প্রথম কয়েক সংখ্যা দর্শন করিয়া আমরা আশা করিতে পারি, ইহা গ্রাহকগণের বিশেষ উপকারী ও প্রীতিপ্রদ হইবে।

৭। প্রজাবন্ধু—গোন্দলপাড়া-চন্দননগর হইতে প্রকাশিত।

৮। কল্পলতা ও প্রকৃতি—সাহিত্য ও বিজ্ঞানময়ী সমালোচনী মাসিক পত্রিকা।

৯। বিজ্ঞানদর্পণ—মাসিকপত্র ও সমালোচন।

১০। রামধনু ঢাকা হইতে প্রকাশিত।

১১। নবমল্লিকা—শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু প্রণীত মূল্য ॥৵০ আনা। এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। মন্দ নহে।

১২। কাদম্বিনীর খেদ—শ্রীযুক্ত হরিমোহন চন্দ্র মুস্তৌফী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বামাগণের রচনা।

মাতৃস্নেহ।

এ জগতে স্নেহময়ী কে আছে এমন,
জননী সন্তানে স্নেহ করেন যেমন?
প্রাণপণে সযতনে সন্তান রতনে,
দিবা নিশি রত রন তাদের পালনে।
দশ মাস দশ দিন গর্ভেতে ধরিয়া,
প্রসব করেন কত যাতনা সহিয়া।
সন্তান যখন রয় শৈশব দশায়,
স্তন দুগ্ধ দিয়া, প্রাণে বাঁচান তাহায়।
চন্দ্র সম শিশু যবে বাড়ে দিনে দিনে,
তা দেখি জননী কত সুখ পান মনে।
সন্তানের শুভ ইচ্ছা জগদীশ স্থানে,
করিয়া থাকেন তিনি কায়-মন-প্রাণে।
ক্রমে এক চিন্তা আসি হয় উপস্থিত,
কিরূপে সন্তান মম হবে সুপণ্ডিত।
সন্তানে দেখেন যদি সরল সুবোধ,
জননী হৃদয়ে কত হয় সুখ বোধ!
ক্ষণেক সন্তানে যদি না পান দেখিতে,
কত চিন্তা হয়, নাহি পারেন থাকিতে।
সন্তানের যদি হয় অসুখ সঞ্চার,
অতি মনকষ্টে রন ভাবনা অপার।
সন্তানের রোগ দুঃখ মনের বেদন,
মাতারে দেখিলে হয় সব নিবারণ।
"মা" কথাটী হয় কিবা সুমিষ্ট বচন,
মার মনে কত স্নেহ না যায় বর্ণন।
এমন মাতারে ভক্তি যেবা নাহি করে,
জগতের কেহ নাহি তাহারে আদরে।
কি দুর্ভাগা হয় আহা সেই দুঃখী জন,
অকালে হারায় যেবা হেন মাতৃধন।
কেহ কভু মাতৃ-ঋণ না পারে শোধিতে,
মাতারে দিও না দুঃখ জীবন থাকিতে।
জগত জননী যিনি সকলের তরে,
ভাল বাসা দিয়াছেন মায়ের অন্তরে,
শত শত ধন্যবাদ তাঁহার চরণে,
ভুলিব না দয়া তাঁর কভু এ জীবনে।
হেন মাতৃধন যিনি দিলেন সবায়,
ভক্তিভাবে প্রণিপাত করি তাঁর পায়।

শ্রীমতী সুমতি মজুমদার
ধাত্রীগ্রাম।

No. 215. December 1882.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২১৫ সংখ্যা। অগ্রহায়ণ ১২৮৯—ডিসেম্বর ১৮৮২। ২য় কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সূচী।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ২২৫
২। শিশু-জীবন ২২৮
৩। আনা একিন য়ারনল্ড ২৩২
৪। পতিহিতব্রতা রমণীগণ ২৩৫
৫। দারাণী (উপন্যাস) ২৩৮
৬। সংযুক্তা-হরণ (পদ্য) ২৪৩
৭। নেপোলিয়ন বোনাপার্টির মাতা ২৪৫
৮। আমেরিকা আবিষ্কার ২৪৮
৯। ব্রহ্মাণ্ডের অসীমত্ব ২৫১
১০। নূতন সংবাদ ২৫৪
১১। বামাগণের রচনা
আশা-মরীচিকা ২৫৫

কলিকাতা।

জি, সি, বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক বহুবাজার ষ্ট্রীট্ ৩০৯ সংখ্যক ভবনে
বসু প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক বেচু চাটুয্যের ষ্ট্রীট্ ১১ নং
ভবন বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য চারি আনা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২॥৵০ আনা।

কালীঘাট ঔষধালয়।

নূতন আবিষ্কৃত ঔষধ।

ডাক্তার শ্রীশ্রীশচন্দ্র বিশ্বাসকৃত।

এণ্টীপাইরেটিক মিক্‌শ্চার।

প্লীহা, যকৃৎ এবং সর্ব্বপ্রকার পুরাতন পালা ও ম্যালেরিয়া জ্বর প্রভৃতির একমাত্র অত্যুপকারক মহৌষধ। এই মহৌষধের সৃষ্টি অবধি একাল পর্য্যন্ত অন্যূন পঞ্চাশ হাজার রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। যে সকল রুগ্ন ব্যক্তি সুবিজ্ঞ সুপ্রসিদ্ধ বহুদর্শী চিকিৎসকগণের চিকিৎসা অধীনে এবং কলিকাতাস্থ প্রধান হাঁসপাতালে থাকিয়া আরোগ্যলাভে হতাশ হইয়া জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এই ঔষধ সেবন করিয়া অল্পকাল মধ্যে সুস্থ, বলিষ্ঠ, ও কান্তি বিশিষ্ট হইয়াছেন। যাঁহারা নানাবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্যলাভ করিতে না পারিয়া সর্ব্বপ্রকার ঔষধে হতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাহস করিয়া বলিতেছি যে নিরাশ না হইয়া একবার মাত্র এই আশ্চর্য্য মহৌষধ ব্যবহার করিয়া দেখুন। মূল্য এক টাকা ও দেড় টাকা মাত্র, মফঃস্বলের নিমিত্ত প্যাকিং চারি আনা।

কুন্তল শোভন।

কেশের অকালপক্কতা, শিরোরোগ; দীর্ঘচিন্তা, শোকও ভয়ঙ্কর পীড়া জনিত কেশহীনতা, মস্তকঘূর্ণন ও টাক এই তৈল ব্যবহার দ্বারা দূরীভূত হয়। ইহা দ্বারা মস্তিষ্ক সুশীতল এবং কেশ সমূহের কৃষ্ণবর্ণ ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মূল্য এক টাকা মাত্র, মফঃস্বলের নিমিত্ত প্যাকিং চারি আনা।

রক্তসংশোধক।

ইহা পারদ প্রভৃতি এবং উপদংশ সম্ভূত বাত, ক্ষত ও গাত্রে নানাবিধ কণ্ডুযুক্ত চর্ম্মরোগ প্রভৃতি দুঃসাধ্য রোগের একমাত্র অত্যুপকারক মহৌষধ। মূল্য দুই টাকা মাত্র, প্যাকিং ।০ আনা।

সর্ব্বপ্রকার বেদনানাশক মালিশ।

ইহা দ্বারা শরীরের যে কোন স্থানে যে কোন প্রকার বাত বা উৎকট বেদন হউক না কেন অতি শীঘ্র আরোগ্য হইবে। মূল্য ১, প্যাকিং ।০ আনা।

কোষ্ঠ-পরিষ্কারক বটিকা।

এই বটীকা শয়নের অগ্রে দুইটী করিয়া সেবন করিলে উত্তমরূপে দাস্ত পরিষ্কার হয়। এক শিশি—মূল্য ॥০; প্যাকিং—১০ আনা।

হাঁপানি, দমা ও শ্বাস কাশ প্রভৃতি নিবারক ঔষধ।

ইহা দ্বারা কাশী; বুকের শ্লেষ্মা বসিয়া থাকা এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে কষ্ট অতি শীঘ্র দূর হয়। এক শিশির মূল্য ১॥০, প্যাকিং ।০ আনা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৯১৫ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ ১২৮৯—ডিসেম্বর ১৮৮২। | ২য় কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আমাদিগের ইংলণ্ডীয় রাজপরিবার অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় চিত্র-বিদ্যারও উৎসাহদাতা, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। ইংলণ্ডে জলরঙা চিত্রের (Water Color Painting) একটী বিদ্যালয় ৪৮ বৎসর স্থাপিত হইয়াছে, রাজকুমারীদিগের অনেকে তাহার সভ্য। ইহাঁরা কেবল চিত্রবিদ্যায় অপরকে উৎসাহ দান করিয়া যে নিরস্ত থাকেন তাহা নহে, কিন্তু আপনারা তাহা রীতিমত শিক্ষা করিয়া থাকেন। সম্প্রতি উক্ত বিদ্যালয়ের অন্যতম সভ্য রাজকুমারী বিয়াট্রিস তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী জর্ম্মণির যুবরাজ-পত্নীর প্রণীত কতকগুলি ছবি একত্র করিয়া (Birthday Book) এক খানি অতি সুন্দর পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহাতে প্রণেত্রীর আশ্চর্য্য শিল্পদক্ষতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এদেশে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে চিত্রবিদ্যার উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমে লোপ হইতেছে, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। অধিক দুঃখের বিষয় স্ত্রীশিক্ষার সর্ব্বোচ্চ বিদ্যালয় বেথুন স্কুল, যাহা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর কলেজ সকলের সমকক্ষ হইতেছে, তাহাতে চিত্রবিদ্যার নাম গন্ধও নাই।

রুসিয়ার ফিন্‌লণ্ডপ্রদেশে একটী নূতন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে, নারীগণের প্রাধান্য স্বীকার করাই তাহাদিগের

প্রধান ধর্ম্মসূত্র। এই সম্প্রদায়ের বিবাহিত বা বিবাহার্থী পুরুষগণকে শপথ লইয়া অঙ্গীকার করিতে হয় যে তাঁহারা আপনাপন স্ত্রীর অথবা প্রণয়িনীর অধীন হইয়া থাকিবেন এবং কোন অপরাধ হইলে সপ্তাহের মধ্যে এক দিন তাঁহাদিগের নিকট তাহা স্বীকার করিবেন। ইহার সভ্যগণ মিতাচারী এবং নীতিপরায়ণ। নারীগণ আপনাদিগের মধ্য হইতে এক জনকে 'কর্ত্রী'রূপে মনোনীত করেন, পুরুষেরা পত্নীব্রত যথাযথ পালন করেন ইহা তিনি দেখিয়া থাকেন এবং কেহ তাহার ভঙ্গ করিলে দণ্ডবিধান করেন। সাইবিরিয়াতে "Purificants" অর্থাৎ পাবক নামে এক সম্প্রদায় আছে, তাহারাও স্ত্রীজাতির প্রাধান্য স্বীকার করে এবং অনেক বিষয়ে এই নূতন সম্প্রদায়ের অনুরূপ। পুরুষজাতি অনেক কাল প্রাধান্য ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, এখন স্ত্রীজাতির প্রাধান্য স্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক।

ইউরোপে শান্তিবিধায়িনী (Peace Conference) নামে একটী সভা আছে, রাজাদিগের মধ্যে যুদ্ধ নিবারিত হইয়া যাহাতে শান্তি স্থাপিত হয়, তাহাই ইহার উদ্দেশ্য। ইউরোপীয় সকল মহাসভার সভ্যগণ এবং বিদ্যা বুদ্ধির জন্য খ্যাতনামা অনেক ব্যক্তি ইহার সভ্য আছেন। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের কতিপয় মহিলাও ইহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত। ৩৪ বৎসর হইল ব্রসেল্‌স নগরে এই সভার সূত্রপাত হয়, বৎসর বৎসর ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন নগরে ইহার অধিবেশন হইয়া পুনরায় ইহার জন্মস্থানেই এ বৎসর অধিবেশন হইয়াছে। সভাগণের মহৎ উদ্দেশ্য একবারে সিদ্ধ হইবার নয়, কিন্তু ইহাদিগের চেষ্টা দ্বারা যে ক্রমশঃ জাতিমধ্যে মিলন সংস্থাপন ও জনসাধারণের অনেক অমঙ্গল নিবারণ হইতে পারিবে তাহার সন্দেহ নাই।

থিওজোফিষ্ট নামক সম্প্রদায়ের অধিনেত্রী মাডাম ব্লাভস্কি বড় উৎসাহের সহিত ভারতের নানা স্থানে আপনার মত প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি বোম্বাইয়ে কয়েক বৎসর থাকিয়া একটী দল প্রস্তুত করিয়াছেন, গত বৎসর কলিকাতায় আসিয়া অনেককে আপনার মতাক্রান্ত করেন। এ বৎসর বহরমপুর দার্জ্জিলিং প্রভৃতি স্থানে আবার কতকগুলি শিষ্য করিয়াছেন। ইহাঁরা ভারতের যোগবিদ্যা, জ্যোতিষ-গণনা প্রভৃতি বিলুপ্ত বিষয় সকল পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহাঁরা স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটী শাখা সভা স্থাপন করিতেছেন। সভার একখণ্ড নিয়ম পুস্তক পাঠ করিয়া সভাটীকে ঠিক্ ধর্ম্মসমাজ বলিয়া বোধ হইল না।

বিজয়নগরমের মহারাণী ইংলণ্ডে একটী সৎকীর্ত্তির বিশেষ সহায়তা

করিয়াছেন। আমাদের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারল লর্ড নর্থব্রুক ও তাঁহার কতকগুলি সহযোগী "নর্থব্রুক ক্লব এবং ইনষ্টিটিউট" নামে একটী সভা স্থাপন করিতেছেন, ইংলণ্ড ভ্রমণকারী এ দেশীয় লোকে যাহাতে সুখে সচ্ছন্দে থাকিতে পারেন, তাহাই এই সভার উদ্দেশ্য। এই সভার গৃহনির্ম্মাণের ব্যয় লক্ষ টাকা স্থিরীকৃত হয়, মহারাণী প্রথমে ১০।১১ হাজার টাকা দিয়াছিলেন, পরে ২৩৪৩ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ২৫ হাজার টাকার অকুলান থাকাতে এককালে তাহাও দান করিয়াছেন। আমাদের ধনাঢ্যা রমণীগণ স্বদেশে এইরূপ সৎকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া আপনাদিগের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া যান, ইহা অধিকতর প্রার্থনীয়।

স্ত্রীলোকেরা অন্যান্য বিদ্যায় পুরুষদিগের সহিত সমকক্ষতা প্রদর্শন করিতেছেন, সম্প্রতি সন্তরণ বিদ্যাতেও ন্যূন নহেন দেখাইয়াছেন। দক্ষিণ মহাসাগরে সন্তরণের এক পারিতোষিক ছিল, ১০ জন তাহার প্রার্থী হন, কুমারী লেটি গ্রিন্ সর্ব্বপ্রথম হইয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

ষ্টানলি সাহেব যিনি আফ্রিকা ভ্রমণকারী ডাক্তার লিবিংষ্টোনকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করেন, তিনি আফ্রিকার কঙ্গো নদী তীরস্থ অসভ্য জনপদ সকলে ভ্রমণ পূর্ব্বক স্থানে স্থানে রাস্তা ঘাট প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ইউরোপে প্রত্যাগত হইয়াছেন। বেলজিয়মের রাজা তাঁহাকে প্রভূত পরিমাণে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। এই রাজা অতিশয় নিঃস্বার্থ ও সদাশয়-প্রকৃতি। অসভ্য দেশে সভ্যতা ও বাণিজ্যের বিস্তার হয় ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ষ্টান্‌লি সাহেব ভ্রমণ পথে নরমাংসভক্ষক অনেক জাতির মধ্যে পতিত হইয়াছেন, সদ্ব্যবহার দ্বারা এই সকল জাতিকেও বশীভূত করা যাইতে পারে ইহা তাঁহার বিশ্বাস। তিনি কঙ্গো নদীর মুখ হইতে ৭০০ মাইল পর্য্যন্ত গমন করিয়াছেন। তাঁহার মতে এখানকার ভূমিতে সর্ব্বপ্রকার ফসল অতি উৎকৃষ্টরূপ জন্মিতে পারে এবং কাপড় প্রভৃতি বাণিজ্য দ্রব্য স্থানীয় লোকদিগের মধ্যে যথেষ্ট কাটিতে পারে।

লণ্ডনের শ্রমজীবিনী স্ত্রীলোকদিগের কলেজের (College for Working-Women) বার্ষিক সভায় নগরাধ্যক্ষ লর্ড মেয়র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদিগকে শিল্পসমাজ প্রদত্ত প্রশংসা পত্র এবং অন্যান্য পারিতোষিক প্রদান করেন। কুমারী মার্টিন এই বিদ্যালয়ের সেক্রেটেরী এবং অনেকগুলি শিক্ষক বিনা বেতনে শিক্ষা দান করেন। কলেজের ছাত্রীসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে একটী নূতন বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণের প্রয়োজন হইয়াছে।

মুক্তিফৌজ নামক সম্প্রদায়ের কয়েক জন অধ্যক্ষ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সাহেব হইয়াও অনেকটা এদেশীয় লোকের পোষাক পরিধান করিয়াছেন এবং রাস্তায় রাস্তায় গানবাদ্য করিয়া বেড়াইয়াছেন। সাধারণ লোককে ধর্ম্মের প্রতি উৎসাহিত করা ইহাঁদিগের উদ্দেশ্য। ইহাঁদিগের উৎসাহকে ধন্যবাদ।

সম্প্রতি একটী বীরাঙ্গনা অতি সৎসাহস প্রদর্শন করিয়াছেন। কিছু দিন হইল বিবী আর্থর কাম্বেল একখানি ষ্টিমারে হঙ্‌কঙ হইতে কুইন্‌সলাণ্ডে যাইতেছিলেন। জাহাজস্থ সকল লোক ভোজনগৃহে, কেবল তিনি এবং একজন চক্রের কর্ম্মকার বাহিরে আছেন, এমত সময়ে জাহাজের টলটলানিতে একটী ৪ বৎসরের বালক জলে পড়িয়া যায়। তিনি তৎক্ষণাৎ কর্ম্মকারকে "বালকের মাতাকে কিছু বলিও না" এই কথা বলিয়া জলে ঝম্প দিলেন এবং সাঁতারাইয়া বালকের নিকট গিয়া তাহার কাপড় ধরিলেন। তখনি জাহাজ থামাইয়া একখানি নৌকা নামান হইল, বিবী নিরাপদে বালককে লইয়া তাহাতে উঠিলেন।

শিশু-জীবন।

পৃথিবীতে থাকিয়াও যেন পার্থিব নহে এ প্রকার পদার্থ যদি কেহ দেখিবার অভিলাষী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি মাতৃক্রোড়শায়ী শিশু সন্তানের প্রতি চাহিয়া দেখুন। তাহার নবনীতপরাজিত কোমল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি কেমন লাবণ্যময় ও নয়নানন্দকর! শারদ কৌমুদীনিভ সুনির্ম্মল হাস্য শিশুর ঈষৎরক্তাভ অধরে ও নয়নের কোণে প্রস্ফুটিত, সমগ্র বদনমণ্ডল সুমধুর ভাবে পরিপূর্ণ, প্রত্যেক হস্ত পদ সঞ্চালন ও বিস্ফারিত দৃষ্টি হৃদয়ের গভীর আনন্দব্যঞ্জক। সংসারের মলিন অপবিত্রতা এখনও শিশুকে স্পর্শ করিয়া কলঙ্কিত করে নাই, পৃথিবীর কঠোরতা দুশ্চিন্তা এখনও শিশুর কোমল পবিত্র ললাটে রেখা অঙ্কিত করিতে সমর্থ হয় নাই, কমলাননের প্রফুল্লতা বা হীরকোজ্জ্বল নয়নের সরলতা এখনও বিষাদের কালিমায় ও সংসারের কুটিলতায় মলিন হয় নাই, হৃদয়মুকুরের নৈসর্গিক স্বচ্ছতা এখনও পাপের আবর্জ্জনায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে নাই। সেই স্নেহের পুত্তলিকা আনন্দের ছবি এখনও গৃহকে উৎসবপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে, পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী আত্মীয় স্বজন এমন কি নিঃসম্পর্ক দর্শকগণেরও আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে, শোকসন্তপ্ত চিত্তকে সুশীতল এবং উদাস

প্রাণকে স্নেহরজ্জুতে বদ্ধ করিয়া সংসারের প্রতি আকৃষ্ট করিতেছে! শিশু এখনও আত্মপর ভাবনা শিক্ষা করে নাই; তাহার ভালবাসা এখনও স্বার্থে পরিণত হয় নাই; নিরাশা দুঃখ দারিদ্র্যের ভীষণ মূর্ত্তি এখনও শিশুর চিত্তের শান্তি হরণ করে নাই; যশোলিপ্সার মোহিনী মূর্ত্তি এখনও তাহার চিত্তকে চঞ্চল বা বিপথগামী করে নাই। অর্থগৃধ্নুতার কুহকে পড়িয়া হা অর্থ! হা অর্থ! করত গৃহ-প্রাঙ্গণ-বিচরণশীল শিশুর ক্ষুদ্র পদযুগল যোজনশত পথ অতিক্রম করিতে শিক্ষা করে নাই, উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল দুস্তর জলধিবক্ষে তরণী ভাসাইয়া দিন যামিনী ক্ষতি লাভের গুটিকা গণনা করিতে করিতে ধন-দেবতার উপাসনায় এখনও শিশুর প্রাণমন নিয়োজিত হয় নাই। শিশুর এখনও সকলই কমনীয়, সকলই মনোমত, সকলই প্রেমপ্লুত।

এমন কে আছেন যে এ প্রকার শিশুরত্নকে দেখিতে, আর তাহার অসামান্য রূপরাশিতে মগ্ন হইয়া তাহার দেবভাব চিন্তনে সময়ে সময়ে প্রাণ মনকে সুখসাগরে ভাসাইতে ইচ্ছা না করেন? মনোমধ্যে এই সকল ভাবিয়া আর কি শিশুকে মর্ত্ত্য জীব বলিতে সাহসী হইবেন? আমরা কলঙ্কী, পাপ তাপে তাপিত, বিষয় মদে মত্ত, নিকৃষ্ট স্বার্থপরায়ণ, প্রবল সাংসারিকতায় নিমগ্নচিত্ত, আমাদেরই মধ্যে স্বর্গীয় শিশুকে দেখিয়া তাহাকে কি সামান্য চক্ষে পাঁচ জনের এক জন বলিয়া ভাবিব? না, তাহা হইতে পারে না। আমরা তাহাকে পৃথিবীর অতীত স্বর্গীয় বস্তু বলিয়া ভাবিব এবং তাহা হইতে আমাদের জীবনের শিক্ষা লাভ করিব।

কোন শ্রদ্ধেয় ধর্ম্মাচার্য্য বলিয়াছেন যে দয়াময় ঈশ্বর মানবকে স্বর্গের পথ, স্বর্গের শোভা দেখাইবার জন্য যেন সময়ে সময়ে এক একটী বিশেষ পদার্থ পৃথিবীতে প্রেরণ করেন, যাহা প্রাপ্ত হইলে আমাদের আনন্দ ও শিক্ষা লাভ হয়, আর তাহা যেন এ জগতের অতীত বলিয়া বোধ হয়। যথা, বসন্তের সমীরণ, শরতের শশী, সুন্দর সুগন্ধি কুসুম, বিহঙ্গের মধুর কণ্ঠধ্বনি, শিশুর সহাস্য বদনমণ্ডল ইত্যাদি। বাস্তবিক আমরাও একটু চিন্তা করিলে দেখিতে পাই যে সত্যই শিশু এ জগতের অতীত সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে। আর তাহার প্রফুল্লতা সরলতা প্রভৃতি রাশি রাশি দেবভাব পৃথিবীর সমস্ত নরনারী এমন কি ঘোর বিষয়ীর চিত্তকেও আকৃষ্ট করত স্বর্গের পথ স্বর্গের সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্য যেন সাঙ্কেত করিতেছে।

শিশু কি প্রকার, তাহা কতক বুঝিলাম। তাহার জীবন পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া দেখিতে পাই, জরায়ুবন্ধন-বিমুক্ত হইলে শিশুর উন্মীলিত নেত্রে যখন প্রথম আলোকরশ্মি প্রবিষ্ট হয়, অমনি শিশু ক্রন্দন করিয়া উঠে। স্বাভাবিক তেজঃকান্তিতে অরিষ্টশয্যা

আলোকিত হয়, শিশু আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী দর্শক সকলেরই মনোহরণ করে, সকলের যত্নে ও আদরে শশিকলার ন্যায় অনুদিন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। দেখিতে পাই কখন বা শিশু জননীর অঙ্কশয্যায় শয়ান হইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত অনন্তপ্রসারিত গগনমণ্ডলে চন্দ্র দেখিয়া কতই আনন্দ প্রকাশ করে, ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে থাকে। এই হাস্য বড় সরল ও মধুমাখা। শিশুর অধরের এই বিমল হাস্য যদি তুলনায় বুঝিতে হয়, তাহা হইলে আমরা শরতের সুনীল আকাশের পানে তাকাইয়া পূর্ণশশীর বিমল সৌন্দর্য্যসাগরে মগ্ন হই, অথবা কোন নিভৃত প্রদেশে বিকসিত কুসুমটীর পানে নেত্রপাত করিয়া থাকি, মৃদু মৃদু পবন হিল্লোলে পুষ্পটী হেলিতেছে দুলিতেছে,নাসিকার তৃপ্তিকর গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে ইহাই মনে মনে ধ্যান করি। প্রকৃতির এই দুইটী দৃশ্য যাহা কল্পনা করিলেও মনোমধ্যে কত শান্তি ও আনন্দের লহরী উঠিতে থাকে, যদি কেহ কখন দর্শন এবং অনুভব করিয়া থাকেন, তাহা হইলে শিশুর পবিত্র মুখমণ্ডলে চিত্তবিনোদন হাস্যের তিনি কতক আভাস হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।—দেখিতে পাই, শিশু মাতার ক্রোড়স্থ হইয়া কখন বা হস্ত প্রসারণ করিতেছে, কখন বা জননীর বস্ত্রাঞ্চল টানিতেছে, কখন বা স্বীয় অঙ্গুলি লেহন করিতেছে। দেখিতে দেখিতে শিশুর বাক্‌শক্তির উদয় হয়, প্রথমে অস্ফুটধ্বনি "ওয়া" শব্দ এবং ক্রন্দন ভিন্ন শিশু আর কিছুই জানে না, ক্রমে আধ আধ স্বরে মা, মা, বা, বা ইত্যাদি মধুর সম্বোধন করিতে শিক্ষা করে। তাহার পরে দেখি শিশু অল্পে অল্পে দুএকটী করিয়া কথা উচ্চারণ করিতে থাকে। ভাষাতত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতগণ শিশুর এই স্বাভাবিক শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে ভাষাবিজ্ঞানের অতি গভীর তত্ত্ব শিক্ষা করিতে পারেন। শিশুর গতিক্রিয়া শিক্ষাপ্রণালীও সামান্য আশ্চর্য্য নয়। মৎস্য, কুর্ম্ম, বরাহ, বামন এই সকল অবতারের অভিনয় করিয়া শিশু দ্বিপদের উপর ভর দিয়া চলিতে থাকে। শিশুর হস্ত পদে যখন একটু বল সঞ্চার হইয়াছে, তখন তাকে আর ধরিয়া রাখে কাহার সাধ্য? সে এক্ষণে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অপেক্ষাকৃত স্বানুবর্ত্তী হইতে শিখিয়াছে, গৃহের মধ্যে এ ঘর ও ঘর করিতে শিখিয়াছে, অনুসন্ধান প্রবৃত্তির দিন দিন পরিচালনা ও স্ফূর্ত্তি হইতেছে। এ জগতের যাহা কিছু আমাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, সে সকলই শিশুর চক্ষে নূতন, সুতরাং আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, বিদ্যুৎ, মেঘ, বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, পশু, পক্ষী, সকলই শিশুর চক্ষে অতিশয় প্রিয়দর্শন। এক্ষণে শিশু জননীর ক্রোড়ে বসিয়া বা জনকের বক্ষঃস্থলে উঠিয়া "এটা কি?" "ওটা কি?" ইত্যাদি মধুমাখা কথার

সকলকে মোহিত করিতে থাকে এবং সেই সঙ্গে তাহার কত ভাবোদয় ও জ্ঞান সঞ্চারের সূত্রপাত হয়! এই যে অনুসন্ধিৎসার উন্মেষ হইল, ইহাই শিশুর শিক্ষা ও উন্নতির মূলীভূত কারণ রূপে নির্দ্দেশ করিতে হইবে। কারণ আমরা দেখিতে পাই যে মানবের এই প্রবৃত্তির অপরিমেয় আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই তৃপ্তি হইবার নহে। শিক্ষার পর শিক্ষা,উন্নতির পর উন্নতি,তবুও এই শিক্ষা এই উন্নতি ফুরায় না,—দ্রষ্টব্য যাহা দেখিল, চক্ষু কিয়ৎ পরিমাণে তৃপ্তিলাভও করিল, কিন্তু তবুও দর্শনস্পৃহা চরিতার্থ হইল না;—চিন্তিতব্য যাহা তাহা চিন্তা করিল, তবুও চিন্তার বিরাম নাই;—আকাশ পাতাল, চন্দ্র সূর্য্য, জীবন মৃত্যু, ইহকাল পরকাল, বিপদ সম্পদ, পাপ পুণ্য সকলই চিন্তা ও জ্ঞানের বিষয় হইল, কত শত প্রকৃতির নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল, তবুও অসীম জ্ঞান পিপাসার নিবৃত্তি নাই। চিরউন্নতিশীল আত্মার সমুদ্রশোষী পিপাসা কি কখন শিশিরবিন্দু পানে পরিতৃপ্ত হইতে পারে? অমৃতধামের যাত্রী যাহারা, তাহারা কি পার্থিব বিষয় সকল, যাহার সম্বন্ধ জীবের মৃত্যুর সহিত বিচ্ছিন্ন হয়, চিরদিন সেই সকলকেই যথাসর্ব্বস্ব বলিয়া ভাবিবে? যাহাহউক এ বিষয়ে বাহুল্য বর্ণনার প্রয়োজনাভাব। পরন্তু এই অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি যে উন্নতিমূলক, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কারণ এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন হয় এবং বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত ও জ্ঞানের উদ্বোধ না হইলে প্রকৃতপক্ষে বস্তু বা ব্যক্তির তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষা লাভও হয় না। অতএব শিশুকে শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য বিশেষ যত্নশীল হওয়া আবশ্যক, কারণ শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন এই বাল্য শিক্ষার উপর বিশেষ নির্ভর করিতেছে। বলা বাহুল্য যে আমরা শুদ্ধ শিক্ষক সমীপে পুস্তকাধ্যয়ন করাকেই শিক্ষা নামে অভিহিত করিতেছি না, পরন্তু বাল্যকালে পিতা মাতার ও অপর আত্মীয় স্বজনের বা প্রতিবেশীবর্গের আচার ব্যবহার যাহা শিশু প্রতিনিয়ত দেখিতে থাকে বা শুনিতে পায়, সে সকল বিষয়ই শিক্ষার কার্য্য করিতে থাকে। আমরা দৈনিক জীবনে বা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সাধু মহাত্মাদিগের অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ দর্শন বা পাঠ করিয়া যে মুগ্ধ হই, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, সকলের মূলে শিক্ষার দিকেই আমাদিগের দৃষ্টি পড়ে। আমরাও অনেক সময় দেখিয়াছি যে গৃহে পিতা মাতা পবিত্র ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাহাদিগের সন্তানসন্ততিও পুণ্যের শুভ্র জ্যোৎস্নাতে বিমণ্ডিত হয়। ইহার অন্যথা হইলে শিশু অপবিত্রতা শিক্ষা করিয়া গৃহের ও প্রতিবাসীবর্গের মহা অসুখের ও যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠে, এবং

সংসারের পাপস্রোত আরও প্রবলবেগে পরিবর্দ্ধিত করে।

যে দেশে যে ভাবে শিক্ষা প্রদান করিলে শিশু প্রকৃতপক্ষে জীবনের অভীষ্ট উদ্দেশ্য সংসাধিত করিতে সক্ষম হইবে, সেই দেশে সেই প্রকার শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করাই প্রশস্ত ও মঙ্গলদায়ক। সাধারণতঃ মানবপ্রকৃতি সর্ব্বত্র এক প্রকার হইলেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভৌগলিক অবস্থানুসারে প্রকৃতির অনেক তারতম্য সংঘটিত হইয়া থাকে। আরও ইতিবৃত্ত, কিম্বদন্তী, পৌরাণিক কথা ইত্যাদি অনেক পরিমাণে দেশবিশেষের জাতীয় জীবন সংগঠনে সাহায্য করে। এই সকল কারণবশতঃ একপ্রকার শিক্ষা কখনই সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত করা সুবিহিত নয়। শিশু-শিক্ষার বিষয়টী অতি গুরুতর, পশ্চাৎ এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার মানস রহিল।

আনা একিন বারবল্‌ড।

ইহাঁর পিতা রেবরেণ্ড জন্ একিন ডিঃ ডিঃ। বারবল্‌ড তাঁহার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সন্তান ও একমাত্র কন্যা। ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী লিষ্টর শায়রে কিব্‌ওয়ার্থ হারকোর্ট নামে এক নগর আছে, তথায় ১৭৪৩ অব্দের ২০শে জুন ইহাঁর জন্ম হয়। একিন তখন তথাকার এক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। অতি শৈশবাবস্থা হইতেই কন্যার বোধশক্তির বিকাশ দেখিয়া পিতা মাতা অতিশয় যত্নসহকারে তাঁহার শিক্ষাবিধানে রত হন। ১৭৭৩ অব্দে তাঁহার রচিত কতিপয় কবিতা প্রকাশিত হয়; সাধারণে ইহা এত আদরের সহিত গ্রহণ করিল যে, সেই বৎসরের মধ্যেই উক্ত কবিতাগুলির চতুর্থ সংস্করণ হইল। ১৭৭৪ সালে ফরাসীদেশীয় প্রোটেষ্টাণ্ট বংশোদ্ভব পাদরী বারবল্ড কুমারী একিনের পাণি-গ্রহণ করেন। তিনি সাফোক সায়রের অন্তঃপাতী পালগ্রেভস্থ উপাসক মণ্ডলীর আচার্য্য ছিলেন, তথায় একটী বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করেন, তাঁহার পত্নীর যত্ন ও পরিশ্রমই ইহার উন্নতির মূল কারণ। বিবী বারবল্‌ড কয়েকটী বালকের শিক্ষার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন, তন্মধ্যে লর্ড ডেন্‌ম্যান এক জন। ইনি পরে ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি হন। বিবি বারবল্‌ড শিশুদিগের শিক্ষার জন্য অনেকগুলি পুস্তক রচনা করেন, তন্মধ্যে "Early Lessons" নামক গ্রন্থ বালকদিগের শিক্ষাবিষয়ে অদ্যাপি অদ্বিতীয় বলিয়া গণ্য। আপনার ছাত্রগণের ধর্ম্মভাব উত্তেজনার জন্য তিনি স্তোত্রমালা "Hymns in Prose for Children" নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

বিবী বারবল্‌ড ১৭৮৩ সালে পতির সহিত একত্র হইয়া ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন। তৎপরে তাঁহার স্বামী হাম্পষ্টেডে যাজকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইলে তিনিও তথায় অবস্থিতি করেন এবং তৎকালীন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন, তাহার অনেক বিষয় অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি পুস্তিকা লেখেন। রাজনীতিসম্বন্ধে তিনি হুইগ অর্থাৎ উদার-সম্প্রদায়ের সপক্ষ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার পুস্তক সকল তাহাদিগেরই পক্ষসমর্থন করিয়াছে। ১৮০২ সালে তাঁহার স্বামী লণ্ডনের নিকটস্থ নিউইংটন গ্রীণের ধর্ম্মাচার্য্য হন, তিনিও তথায় থাকিয়া গ্রন্থ প্রচারে প্রবৃত্ত হন। তিনি ১৮০৩ সালে প্রসিদ্ধ ইংরাজি পত্রিকা টাট্‌লার, স্পেক্টেটর ও গার্ডিয়ান হইতে কতকগুলি সারগর্ভ প্রস্তাব সঙ্কলন করিয়া দীর্ঘ ভূমিকার সহিত প্রচার করেন। পর বৎসর উপন্যাসবেত্তা রিচার্ডসনের সুন্দর জীবনচরিত লেখেন এবং তাঁহার লিপিমালা মুদ্রিত করেন। তাঁহার পিতা যখন "Evenings at Home" নামে সুবিখ্যাত নীতিগর্ভ উপন্যাসাবলী রচনা করেন, তখন তিনি তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করেন। ১৮০৮ সালে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হয়; "Eighteen hundred and Eleven" নামে তিনি যে কবিতা রচনা করেন, তাহাতে এই শোচনীয় ঘটনায় আপনার মনের ভাব চিত্রিত করেন। ইহার পর সাহিত্যানুশীলনেই তাঁহার জীবন সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেন। তিনি ব্রিটিষ-উপন্যাস-লেখকদিগের বিষয়ে এক গ্রন্থ লেখেন। কবি কলিন্সের অনুকরণে "Ode to Spring" নামক সুললিত পদ্য রচনা করেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দেও অনেক কাব্য লেখেন। ১৮২৫ সালের ৯ই মার্চ্চ তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার রচিত গ্রন্থ সকল মানসিক উচ্চ চিন্তা, ধর্ম্ম ও রাজনীতিসম্বন্ধীয় স্বাধীন ভাব এবং ধর্ম্মানুরাগিতায় পরিপূর্ণ। তাঁহার জীবন নীতি ও ধর্ম্মপরায়ণতায় সমুজ্জ্বল।

ইংলণ্ড শিক্ষাপ্রণালীর উৎকর্ষ বিষয়ে তাঁহার নিকট ঋণী। শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদিগের প্রশংসিত গ্রন্থকর্ত্রী যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

"শিক্ষার উদ্দেশ্য কি তাহা প্রথমতঃ আমাদিগের বিবেচ্য। এ সম্বন্ধে সচরাচর লোকে ভুল বুঝিয়া থাকে। পিতা কিংবা মাতা এই গুরুতর শিক্ষার ভার অতি অল্প লইতে পারেন; ক্রীত অধ্যাপনায় ইহার উদ্দেশ্য আরও অল্প সাধিত হইতে পারে। মোটা মোটা মাহিনা দিয়া তুমি তোমার সন্তানের জন্য শিক্ষক বা উপশিক্ষক নিযুক্ত কর, সে ভাল। তিনি তোমার ছেলেকে শিক্ষা দানে সম্যক্ যোগ্য। তিনি তাহাকে বিজ্ঞান প্রভৃতি কতিপয় উৎকৃষ্ট বিষয়

শিখিবার উপায় বলিয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু তোমার সন্তানের প্রকৃত শিক্ষাপক্ষে তিনি যে বড় কিছু সহায়তা করিতে পারিবেন না, তাহা নিশ্চয় জানিবে। এ স্থলে তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার তবে কে তোমার প্রিয় বাছাকে শিক্ষা দান করিবে? তোমার দৃষ্টান্ত, তোমার সুহৃৎবর্গের সহিত তোমার বাক্যালাপ, তোমার কার্য্যকলাপ, কোন বিষয়ে তোমার ঘৃণা বা আদর, তোমার সংসর্গ, তোমার পরিচারকবর্গ ও সর্ব্বাগ্রে তোমার পদ ও অবস্থা, তোমার অশন বসন, তোমার ক্রীড়া ও আমোদ ভূমি, তোমার কুকুর বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত পশু তাহাকে শিক্ষাদান করিবে। এই সকলের প্রভাব হইতে তাহাকে সুদূরে রাখা তোমার ক্ষমতাতীত। তোমার পুত্রের বিদ্যারম্ভ কখন হইবে তুমি ভাবিয়া থাক! যখনই সে ভাবগ্রাহী হইয়াছে দেখিবে, তখনই জানিবে তাহার শিক্ষা-ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। অজ্ঞাতসারে শরীর হইতে ঘর্ম্ম যেরূপ নির্গত হইয়া থাকে, তদ্রূপ অবস্থা হইতে অজ্ঞাতসারে বালক শিক্ষা লাভ করে। এই অবস্থাসম্ভূত শিক্ষা প্রত্যক্ষ, এবং প্রকাশ্য শিক্ষা অপেক্ষা অধিকতর বলবতী ও ফলবতী। এবংবিধ শিক্ষা উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করিতে থাকে, সময়ের ন্যায় ইহাকে কোনমতে থামাইতে পার না। তোমার দৃষ্টান্ত অপেক্ষা যে অবস্থায় তোমার পুত্র পড়িবে, সে অবস্থা অধিক পরিমাণে তাহার জীবনের নেতাস্বরূপ হইবে। অবস্থা ভেদে তুমি কখনও তাহাকে তোমার মত হইতে আশা করিতে পার না। তোমার নিজের বিগত জীবনে তুমি আপনি যে অবস্থায় পড়িয়া যেরূপ পরিশ্রমী, সুশীল, চতুর ও সরল অন্তঃকরণ হইতে শিখিয়াছ, তোমার মৌখিক শিক্ষা দ্বারা সন্তান সেরূপ হইবে, ইহা আশা করিতে পার না। দারিদ্র্য তোমার গুরু, ধন ও সম্পদ তাহার গুরু হইবে; সুতরাং একই ফল কখনও ফলিতে পারে না।"

"বিত্ত কিংবা তজ্জনিত ভোগ বিলাসের বিরুদ্ধে আমি লিখিতেছি পাঠিকাবর্গ এরূপ ভাবিবেন না। উচিত ভোগ সকল যথার্থ ভোগ, তবে উহাদিগের সহিত উচ্চ রুচি ও রীতি নীতির ঐক্য থাকা চাই। বৃথা আয়াস ও যুক্তিবিরুদ্ধ আশা ও অভিলাষ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বলাই আমার উদ্দেশ্য।"

"অবলম্বন শূন্য প্রত্যক্ষ শিক্ষা বড় কার্য্যকারিণী নহে। পিতামাতা নাজেই সাধ্যমত চেষ্টা করেন যে তাঁহাদিগের সন্তান সতত সত্য কথা কহিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ক্বচিৎ কেহ পূর্ণমনোরথ হন। ইহার কারণ কি? শুধু এই, যে ছেলেরা জানিতে পারে যে ইহাতে তাঁহাদিগের কোন না কোন স্বার্থ আছে। তাহাদিগের সত্য বলাকে আমরা শাসনের উপায় বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। "যখন কোন কুকর্ম্ম করিয়া মানিবে, আমি রাগ করিব না।"

এইরূপ উৎসাহদান দ্বারা অনেক উপকারের সম্ভাবনা। সে জানে যে তাঁহারা প্রাত্যহিক বিষয় কর্ম্মে সহস্র সহস্র মিথ্যা কথা বলিয়া থাকেন। মিথ্যা কথা বলিবার কখন কত সুযোগ ও প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তাহাও জানে। কোন কুবার্ত্তা তোমার পীড়িত বন্ধুকে না শুনাইতে যেমন তোমার সর্ব্বদা প্রয়োজন হয়, সেইরূপ তাহার মিথ্যা কথা বলা সর্ব্বদা আবশ্যক হয়। উপদেশ অপেক্ষা গৃহের এক কোণে উপবেশন করিয়া সে তোমাদিগের যে কথাবার্ত্তা শুনে, তাহা তাহার অধিকতর হৃদ্‌গত হয়। তাহার শিক্ষার জন্য তুমি যে প্রথা অবলম্বন কর এবং তোমার নিজের চরিত্র পরিচালনার জন্য তুমি যে উপায় গ্রহণ কর, এ দুয়ের প্রভেদ সে বুঝিতে পারে।"

পতিহিতব্রতা রমণীগণ।

১। সুপ্রসিদ্ধ আরিয়ার স্বামী শিশিনা পিটস উৎকট পীড়া ভোগ করিতেছেন, এমত সময়ে তাঁহাদিগের পুত্র পীড়িত হইয়া কাল-কবলে পতিত হইল। এই পুত্র অসাধারণ গুণ-সম্পন্ন এবং পিতা মাতার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কিন্তু পুত্রের মৃত্যু সংবাদে পাছে পিটসের পীড়া বৃদ্ধি হয়, এই আশঙ্কায় বুদ্ধিমতী আরিয়া অতি গোপনে পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিলেন, তাঁহার স্বামী তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারিলেন না। পিটস বার বার সন্তানের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহাতে আরিয়া প্রসন্নবদনে উত্তর দিতেন "সে খুব ঘুমাইয়াছে এবং আরামে আছে।" কিন্তু অনেকক্ষণ অশ্রুজল রুদ্ধ করিয়া রাখাতে যখন তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া তাহা বাহির হইতে আসিত, তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া অন্য ঘরে যাইতেন এবং প্রাণভরিয়া কাঁদিতেন। পরে মনকে শান্ত করিয়া চক্ষু মুছিয়া স্বামীর রোগশয্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইতেন। স্বামীর মঙ্গল চিন্তায় এই সাধ্বী রমণী হৃদয়-বিদারক পুত্রশোক এরূপ সংবরণ করিতেন, যে স্বামী তাঁহার মুখ দেখিয়া তাঁহার অন্তরের ক্লেশ কিছুই বোধগম্য করিতে পারেন নাই।*

* আরিয়া রোম সম্রাট্ ক্লডিয়সের অধীনস্থ কন্সল বা শাসনকর্ত্তা সিসিনা পিটসের সহধর্ম্মিণী এবং ৪০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তাঁহার পাতিব্রত্য ও অসমসাহসিকতার আরও অনেক উদাহরণ বর্ণিত আছে। তাঁহার স্বামী ইলিরিয়া প্রদেশে সম্রাটের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রে ধরা পড়েন এবং বন্দী হইয়া রোমে নীত হন। আরিয়াকে তাঁহার সঙ্গে আসিতে না দেওয়াতে তিনি একাকী এক তরণী

২। দুই জন খৃষ্টীয় রমণী আপনাদিগের স্বামীদিগের ধর্ম্মহীন অবস্থা চিন্তা করিয়া কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারেন না। অবশেষে তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাঁহারা উভয়ে একত্র হইয়া প্রতিদিন এক ঘণ্টাকাল স্বামীদিগের উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করিবেন। তাঁহারা ৭ বৎসর কাল প্রতিজ্ঞামত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কোন ফলোদয় দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, আর প্রার্থনা করিবেন কি না? কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন তাঁহারা আমৃত্যু প্রার্থনা করিবেন এবং যদি স্বামীরা মরণান্তে নরকগামী হন, তাঁহাদিগের প্রার্থনা দ্বারা তাহাদিগকে অচ্ছাদিত করিয়া দিবেন। নবোৎসাহ পূর্ণ হইয়া তাঁহারা আর ৩ বৎসর প্রার্থনা করিলেন। এই সময় এক দিন হঠাৎ অন্যতর স্বামী আপনার নিদ্রিত পত্নীকে জাগাইয়া বলিলেন, "আমার জীবনের পাপ স্মরণ করিয়া অত্যন্ত ক্লেশ হইতেছে, আমার উপায় কি হইবে?" রজনী প্রভাত হইতে না হইতে তিনি আপনার প্রার্থনার সঙ্গিনীকে ঈশ্বরের এই কৃপার কথা বলিতে যাইতেছেন, আশ্চর্য্য, পথে সঙ্গিনীকে দেখিলেন এবং তাঁহার স্বামীর শুভ পরিবর্ত্তনের কথা বলিবার জন্য তিনিও আসিতেছেন অবগত হইলেন। স্বামীদ্বয় পরে রীতিমত ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করিয়া পত্নীদিগের সহিত ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

৩। সার উইলিয়ম জোন্স মিলান নগরের কাউণ্টেস কনফালোনিরীর আশ্চর্য্য পতিভক্তির আখ্যায়িকা বর্ণন করিয়াছেন। কাউণ্টের মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে, এই সংবাদ পাইবামাত্র তিনি দ্রুতবেগে ভাবেনা নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি যখন নগরে পৌঁছিলেন, তখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত, তখন সম্রাট-দূত সাংঘাতিক আদেশ লইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু রমণীর প্রাণের ব্যাকুলতা দর্শনে কাতর হইয়া রাজবাটীর রক্ষিবর্গ তাঁহারে মহারাণীর সমীপে উপস্থিত হইবার পথ ছাড়িয়া দিল। যে কাতরোক্তিতে রক্ষিগণের মন ভিজিয়াছিল, তদ্দ্বারা তিনি মহারাণীর চিত্তকেও আর্দ্র করিলেন।

যোগে রোমে আসেন এবং স্বামীর প্রাণ রক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাঁহার স্বামী মৃত্যুদণ্ড আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আত্মহত্যা দ্বারা লোকলজ্জা হইতে অব্যাহতি লাভের সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু সাহসহীন হইয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। আরিয়া তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহার হস্ত হইতে তরবারি লইয়া আপনার বক্ষে আঘাত করিলেন এবং "নাথ! ইহা কিছুমাত্র ক্লেশদায়ক নয়" এই কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার হস্তে তরবারি প্রত্যর্পণ করিলেন। উভয়ে আজীবন পবিত্র প্রণয়-সুখ ভোগ করিয়া একত্র পরলোক যাত্রা করিলেন।

মহারাণী তখনি হতভাগ্যা রমণীর হইয়া সম্রাটের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে গমন করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমা পত্র লইয়া রমণীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু মৃত্যু আজ্ঞা লইয়া দূত ইতিপূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে, তিনি কি পথে তাহাকে ধরিতে পারিবেন? নতুবা সমুদায়ই পণ্ডশ্রম। তিনি তৎক্ষণাৎ একখানি শকট ভাড়া করিলেন, এবং পথে ঘোড়া বদলাইয়া অবিশ্রান্ত গাড়ী চালাইবার জন্য চারিগুণ ভাড়া দিতে স্বীকার করিলেন। গাড়ী ছুটিল, তিনি অনাহারে অনিদ্রায় সমস্ত পথ কেবল অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে গমন করিলেন। সময়ে পৌঁছিতে পারিলে স্বামীর প্রাণ বাঁচিবে, নয়ত গিয়া তাঁহার মৃতদেহ দর্শন করিবেন, অন্তরে কেবল এই আশা ও নিরাশার আন্দোলন হইতে লাগিল এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কাউণ্টকে ফাঁসি কাষ্ঠের নিকট লইয়া যাইতেছে, এমত সময়ে তিনি বধ্যভূমিতে উপনীত হইলেন। তিনি সময়ে পৌঁছিয়াছিলেন, সম্রাটের ক্ষমাপত্র দেখাইবামাত্র কাউণ্টের প্রাণরক্ষা হইল। এইরূপ সঙ্কট সময়ে দাম্পত্য প্রণয়ের এই আশ্চর্য্য উদাহরণ দেখিয়া বিচারকগণ মুগ্ধ হইলেন এবং কাউণ্টের গুণবতী ভার্য্যার গুণের অশেষ প্রশংসা করিয়া তাঁহার সন্দর্শনার্থ ক্ষমা পত্র খানি তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন।

৪। সিসিলির অন্তঃপাতী সিরাকিউজের দুর্দ্দান্ত রাজা ডাইওনিসিয়সের ভগিনী থেষ্টা, পলিক্ষিনস্ নামক এক ব্যক্তির সহিত বিবাহিত হন। রাজার বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, পলিক্ষিনস তাহাতে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু ধরা পড়িবার ভয়ে রাজ্য হইতে পলায়ন করেন। ডাইওনিসিয়স্ ভগিনীকে ডাকিয়া যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করেন এবং বলেন "তোমার স্বামীর পলায়নের বিষয় কখনও তোমার অবিদিত ছিল না, কিন্তু আমাকে তাহা জানাইলে না কেন?" থেষ্টা কিছুমাত্র ভয় বা বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকাশ না করিয়া বলিলেন "আমি আমার পলায়নপর স্বামীর অনুবর্ত্তিনী ও তাঁহার বিপদ্-ক্লেশের অংশভাগিনী হইতে যাই নাই বলিয়া তুমি কি আমাকে নীচাশয় ও অসৎভার্য্যা মনে করিয়াছ? না, আমি সে প্রকৃতির নারী নই। সিরাকিউজের অত্যাচারী রাজার ভগিনী বলিয়া পরিচিত হওয়া যত সুখকর, পৃথিবীর সুদূর প্রান্তে নির্ব্বাসিত পলিক্ষিনসের পত্নী বলিয়া পরিচিত হওয়া আমার পক্ষে তদপেক্ষা সুখের বিষয়।" ডাইওনিসিয়স এরূপ সাহস ও সদাশয়তাপূর্ণ প্রত্যুত্তরে ভগিনীর সুবুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সিরাকিউজবাসীরা এই রাজ-ভগিনীর মহৎভাব দর্শনে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিল যে অত্যাচারীর মৃত্যুর পরেও তাঁহার পরিচর্য্যার্থ

রাজোচিত যান বাহন ও অনুচরবর্গ প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়াছিল। তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন, এইরূপ সম্মান উপভোগ করেন, তাঁহার মৃত্যু হইলে বহুসংখ্যক লোক সম্মিলিত হইয়া রাজসম্মানের সহিত তাঁহার মৃত দেহ সমাধিস্থ করেন।

হারাণী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মেদিনীপুর দিয়া, এক দিকে কটক ও পুরী এবং অপর দিকে বর্দ্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি স্থানে যাইবার এবং আর এক দিকে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে আসিবার পথ, সুতরাং এই নগরটী বহুরাজ পথের সন্ধিস্থল, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এক কালে জগন্নাথ ক্ষেত্রের যাত্রিগণ দলে দলে এই নগরকে ছাইয়া ফেলিত। তখন পথ ঘাটে লোকের ভিড়, হাটে বাজারে দ্রব্য সামগ্রী দুর্ম্মূল্য এবং নগরের মধ্যে পথিক জনের বিসূচিকা প্রভৃতি রোগ ও নানা প্রকার যন্ত্রণা নেত্র-গোচর হইত। এক্ষণে যাত্রীদিগের সহরের বাহিরে থাকিবার নিয়ম করা হইয়াছে। যাহা হউক বহু কাল গত হইল, এক দিন অপরাহ্নে এই নগরের নিকট একটী গলিতে কতকগুলি লোকের জনতা হইয়াছে। ব্যাপারটা কি? একটী অনুমান দেড় কি দুই বৎসরের বালিকা পথ হারাইয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। সে কাহাদের মেয়ে, পিতা মাতার নাম কি, বাড়ী ঘর কোথায়, কোন্ জাতি, ইহার কিছুই বলিতে পারে না। যে যত প্রশ্ন করিতেছে, কেবল বাম করতলের পৃষ্ঠদেশে চক্ষু মর্দ্দন করিয়া রোদন করিতেছে। তাহার গণ্ডস্থল ও বক্ষঃস্থলে অশ্রু ধারার চিহ্ন দেখিয়া অনুমান হয় যে সে অনেক ক্ষণ কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। শিশুটী দেখিতে নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর লোকের সন্তানের ন্যায় নয়! দেহকান্তিও আছে। শরীরটী নধর, অঙ্গে কোন প্রকার অলঙ্কারাদি নাই, কেবল কোমরে একটী ঘুনসি ও তাহাতে একটী মাদুলি, এবং মস্তকে একটী চূড়াবাঁধা, তাহাতে গুটী দুই ঝাঁপা। কাহার সন্তান, কি রূপে হারাইয়া গেল, তাহা কিছুই নির্ণয় করা যাইতেছে না। অনেকে অনেক প্রকার অনুমান করিতেছে। কেহ বলিতেছে বোধ হয় কোন জগন্নাথের যাত্রী মারা পড়িয়াছে, এবং ঐ শিশু তাহার সন্তান, কেহ বলিতেছে সহরেরই কোন লোকের কন্যা। যাহাহউক একজন পথিক লোক দয়া করিয়া কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন কিনিয়া

তাহার হাতে দিয়াছে, সে তাহা আহার করিতেছে বটে, কিন্তু ক্রন্দন করিতে ছাড়িতেছে না। যাহাহউক অনেক প্রকার অনুমান, ও তর্ক বিতর্কের পর এই ভাবনা উপস্থিত হইল, বালিকাটীকে লইয়া করা যায় কি? সন্ধ্যা সমুপস্থিত, কেহ বলিল থানাতে জিম্মা করিয়া দেও, কেহ বলিল এতটুকু বালিকা কি অধিকদূর হইতে আসিয়াছে? বোধ হয় পাড়ারই কোন লোকের কন্যা, একজন কোলে করিয়া এই পাড়ার দ্বারে দ্বারে দেখাইয়া এস, বোধহয় পিতা মাতার উদ্দেশ পাওয়া যাইবে। কেহ বলিল রাত্রি কালের মত কেহ উহাকে বাড়ীতে লইয়া যাও, কল্য প্রাতে আবার অনুসন্ধান আরম্ভ করা যাইবে। এইরূপ নানা প্রকার জল্পনার পর একটী সদাশয় যুবক দয়া করিয়া শিশুটীকে কোলে করিয়া লইলেন এবং আর একজনকে থানাতে সংবাদ দিয়া রাখিতে বলিয়া আপন আলয়ে লইয়া গেলেন।

ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। বাড়ী নিজ মেদিনীপুর নয়, কর্ম্মোপলক্ষে সপরিবারে ঐ নগরে বাস করিতেন। তিনি যখন কন্যাটীকে কোলে লইয়া ছিলেন, তখন এই সংকল্প করিয়াই লইয়া ছিলেন, যে বাড়ীর অপরাপর বালক বালিকার সহিত তাহাকে প্রতিপালন করিবেন। কিন্তু বাড়ীতে উপস্থিত হইবামাত্র অন্য ভাব উপস্থিত। তাঁহার বৃদ্ধা জননী বলিলেন "ওমা! কি জেতের মেয়ে তার ঠিক্ কি? ওকে কি ছেলে পিলের সঙ্গে মানুষ করা যায়?" ইহা লইয়া মাতা পুত্রে কিঞ্চিৎ বিবাদ হইল।

পুত্র। সে কি মা, এতটুকু ছেলের আবার জাত্ কি? আর যদিই অন্য কোন জেতের মেয়ে হয়, তাত আমরা জানি না, অজ্ঞাতে পাপ নাই। দেখ মা তুমি যদি না স্থান দিবে, আমি যদি না স্থান দিব, তবে এই অসহায় শিশু কোথায় যায়?

জননী। তা ত দেখ্ছি, আহা মেয়েটী দেখ্তে বেশ, দেখ্লে বোধ হয় কোন সৎ জেতের মেয়ে, কিন্তু তা বল্লে কি হয়, পথথেকে একটা মেয়ে কুড়য়ে এনে কি জাত্ জন্ম ডোবাতে হবে?

পুত্রবধূটীর স্বামীর সঙ্গে রায়, তিনি গোপনে শ্বশ্রূকে অনেক অনুরোধ করিলেন বলিলেন "ঠাকুরণ তা হোক্, আমি মানুষ কর্‌বো।" শ্বশ্রূ শুনিলেন্ না। ইতিমধ্যে পাড়াতেও এই জনরব হইয়াছে, নিকটে মাইতিদের বাড়ী। তাহারা অতি ধনী লোক, ও বৃহৎ পরিবার। তাহাদের গৃহিণীর ও বধূগণের বড় কৌতূহল উপস্থিত। এদিকে মাতা পুত্রে বিবাদ চলিতেছে, ওদিকে তাহারা বার বার ভৃত্য প্রেরণ করিতেছেন, এবং সর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া উৎসুক হইয়া আছেন। অবশেষে এক জন, কন্যাটীকে কোলে করিয়া সেই বাড়ীতে লইয়া গেল, ব্রাহ্মণগৃহিণীর আপদ বিদায় হইল, তাহার যুবক সন্তান

ভগ্নোদ্যম হইয়া বিষণ্ণ-বদনে ও নিতান্ত দুঃখিত ভাবে কন্যাটীর সঙ্গে সঙ্গে গেলেন, তখন প্রতিজ্ঞা করিলেন যে কন্যাটীর একটা সদুপায় না করিয়া ঘরে ফিরিবেন না। ভাবিলেন মাইতিরা ধনী, অনেক দাস দাসী আছে। তাহারা বোধ হয় জেতের বিচার করিবে না। কন্যাটী ভৃত্যের ক্রোড়ে উঠিয়া ধনীর অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণে গিয়া উপস্থিত হইল, দুড় দুড় করিয়া এক পাল মধ্যম ও অল্পবয়স্কা বধূ ও কন্যা নামিয়া আসিলেন এবং তাহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইলেন। সকলেই তাহার দেহ-কান্তির প্রশংসা করিতেছেন, কিন্তু কেহই হঠাৎ স্পর্শ করিতেছেন না, একটু দূরে দূরে দাঁড়াইয়া আছেন। কোন যুবতী অপরের স্কন্ধে মুখ রাখিয়া বলিতেছেন "দেখ ভাই, কেমন ঠোঁঠ দুখানি।" অপর জন বলিতেছেন "কেন চক্ষু দুটীও বেশ।" তৃতীয় জন বলিতেছেন "মাথার চূড়াটী কেমন দেখাচ্ছে দেখ?" অবশেষে সেই গৃহের কর্ত্রী ঠাকুরাণী অলসে অবশ স্থূল দেহ-যষ্টি—অথবা সে দেহ-রাজকে দেহ-যষ্টি না বলিয়া দেহ-পিণ্ড বলা উচিত—সেই দেহ-পিণ্ড বহন করিয়া কোন ক্রমে প্রাঙ্গণে অবতরণ করিলেন। অমনি তাঁহার প্রতি কন্যাটীকে রাখিবার জন্য দশ মুখে অনুরোধ হইল। তিনি কপালের উপর ভ্রূটী ও তদুপরি নাকটী তুলিয়া বলিলেন "রাম বল, পথের একটা হাভাতে লোকের মেয়ে কুড়য়ে এনে কি করে পোষা যায়।" পুত্রবধূ ও কন্যা গুলি মৎস্যের ঝাঁকের ন্যায় তাহাকে বেষ্টন করিয়া একটীর স্কন্ধে একটী মুখ দিয়া অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু বিশেষ ফল হইল না। তাঁহাদের একটী বার তের বৎসরের মেয়ে ছিল, সে নিতান্ত সরল ও অমায়িক বলিয়া বাড়ীতে সকলে তাহাকে পাগল পাগল করে। ঐ পাগ্‌লী এতক্ষণ এ দিকে ছিল না, বাড়ীর কোন ছাদে বা ঘরে খেলিতেছিল, ইতিমধ্যে সংবাদ পাইয়া সে ছুটিয়া আসিল এবং 'ছুঁস্‌ না ছুঁস্‌ না' করিতে করিতে শিশুটীকে একেবারে কোলে তুলিয়া লইল। কর্ত্রী সেজন্য তাহাকে অনেক তিরস্কার করিলেন এবং কাপড় ছাড়াইলেন।

ওদিকে সন্ধ্যা উপস্থিত! ঘরে ঘরে জননীগণ স্বীয় স্বীয় শিশুদিগকে খাওয়াইয়া ধোয়াইয়া তুলিতেছেন, কিন্তু হায়! এই হতভাগিনী বালিকাকে আর কেহ দূরে থাক্‌, কেহ স্পর্শও করিতে চাহিতেছে না। সন্ধ্যা সমাগম দেখিয়া বালিকাটী দ্বিগুণ রোদন করিতে আরম্ভ করিল। ওদিকে ব্রাহ্মণ যুবক কি হইল জানিবার জন্য বাহিরে বসিয়া আছেন, কন্যাটী যখন ধনীর অন্তঃপুরে স্থান না পাইয়া বাহিরে আসিল, তখন তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিষণ্ণ অন্তরে চিন্তা করিতে লাগিলেন! মনে মনে বলিলেন 'মা যাহা বলেন বলিবেন, অদ্যকার রাত্রির মত ইহাকে

লইয়া পত্নীর নিকট রাখি, কল্য যাহা হয় করিব।' ইত্যবসরে পার্শ্বের আর এক বাড়ীর একটী দাসী আসিয়া উপস্থিত, সে জাতিতে যুগীর মেয়ে, তাহার এক বিধবা ভগিনী ভিন্ন বাড়ীতে আর কেহ নাই। সেই বিধবা ভগিনীর একটী অল্পবয়স্ক পুত্র ছিল, অল্প দিন হইল সেটীও মারা পড়িয়াছে, সেইজন্য দুইটী ভগিনীতে শোক তাপ করিয়া রাত্রি যাপন করে। সেই কন্যাটীকে দেখিয়া সে বলিল "বাবা ঠাকুর! মেয়েটী আমাকে দিন, আমার আর সংসারে কেউ নাই, আমি ওকে মানুষ করবো।" ব্রাহ্মণ-যুবক যেন বাঁচিলেন। ঐ দাসীটীর নাম ভগী। ভগী কন্যাটীকে কোলে করিয়া মুখ চুম্বন করিল, অতি যত্নে নিজ বসন অঞ্চলে মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিল "কেঁদ না মা, ভয় কি? আমিই তোমার মা।" এই কথা গুলি সে এমন ভাবে বলিল, যে প্রথম আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণ-যুবক শুনিয়া অশ্রু-সংবরণ করিতে পারিলেন না।

হায় হায়! মানুষের মন কি এমনও কঠিন হয়! ভগীকে সাধুবাদ করা দূরে থাকুক, সমাগত লোকদিগের মধ্যে অনেকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কেহ বলিল "আরে মাগি! কি জেতের মেয়ে, তা আগে ঠিক্‌ কর। কেহ বলিল 'মর মাগি! ওর নিজের বেরাল পত্তি করে কোথা, তার ঠিক্‌ নেই ও আবার একটা উপসর্গ জোটাচ্চে।" কেহ বলিল "আরে তুইত পরের বাড়ী থাক্‌বি, ওরে দেখ্‌বি কখন?" ভগী কোন কথায় কর্ণপাত করিল না, কেবল এই মাত্র বলিল "দীনবন্ধু আমাকে যদি দুমুটো খেতে দেন, একেও একমুটো দেবেন।" এই বলিয়া কোলে করিয়া কন্যাটীকে লইয়া ভগবতী নিজ কুটীরে লইয়া গেল। ব্রাহ্মণ যুবক নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে ফিরিলেন।

ভগবতী নগরের প্রান্তে সামান্য পর্ণ-কুটীরে বাস করে। সংসারে চারি চাল বাঁধিয়া ঘর করিতে গেলে, লোকে যে সকল সুখের আশা করিয়া থাকে, ভগবতীর এক সময়ে সে সুখ ছিল। সে গৃহস্থ লোকের মেয়ে, তাহার পিতা মেদিনীপুরে ব্যবসা বাণিজ্য করিত, যাহার সহিত ভগবতীর বিবাহ হইয়াছিল, সে ব্যক্তিও নিতান্ত অকৃতী ছিল না। সেও ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা দুই দশ টাকা উপার্জ্জন করিত। সধবাবস্থায় ভগবতীর পাকা বাড়ী ও গায় গহনা পত্রও দুই চারি খান ছিল। কালের বিচিত্র গতি কে নির্ণয় করিতে পারে? কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভগবতীকে সকল প্রকার দুর্ভাগ্যের মুখ দর্শন করিতে হইয়াছে, পিতার মৃত্যুর পরে পতির বিয়োগ হয়। এই অবস্থাতে পড়িয়াও যদি সে নিজের আবাস বাড়ী ও অলঙ্কার পত্র গুলি রাখিতে পারিত, তাহা হইলে বোধ হয় উদরান্নের জন্য অপরের দাসীবৃত্তি করিতে হইত না। কিন্তু ভগবতীর দুইটী বিশেষ দোষ আছে,

সেই জন্যই তাহার এত কষ্ট। এ দুইটী দোষ কি? তাহা পরে বলিতেছি। ধার্ম্মিক লোকে এই দুইটী দোষকে গুণ বলিয়া থাকেন, এবং আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, আমি একান্ত মনে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে এই দুইটী দোষ আমাতে ঘটুক ও আজন্ম থাকুক। কিন্তু তথাপি সংসারের লোকে এই দুইটী দোষকে মহৎ দোষ বলিয়া গণ্য করে। প্রথম দোষ ভগবতী সহজে লোককে বিশ্বাস করে। মানুষকে হঠাৎ অসৎ ভাবিতে পারে না; দ্বিতীয় দোষ, তাহার দয়া অত্যন্ত প্রবল, বড় পাত্রাপাত্র বিবেচনা নাই। সে পরের কোনরূপ দুঃখ দেখিতে পারে না। এই দুইটী দোষের জন্যই হতভাগিনী ভগবতীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে। দারুণ বৈধব্য দশা প্রাপ্তির পরেও যাহা কিছু ছিল, তাহার এক দুর্ব্বৃত্ত ভাই তাহা হরণ করিয়াছে। 'ব্যবসা করিয়া নিজের অবস্থার উন্নতি করিব' এই আশা দিয়া তাহার বাড়ী খানি বন্ধক দিয়া প্রথমে টাকা কর্জ্জ করে, তৎপরে ক্রমে তাহার অলঙ্কারগুলিও ঐ রূপে খোয়ায়। বাড়ীটী ঋণের জন্য বিক্রয় হইয়া যায়। ভগবতী সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অবশেষে কোন ভদ্র লোকের প্রদত্ত একটী সামান্য বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে ও দাস্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে। এত দিন একাকিনী দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতেছিল, এক্ষণে আবার একটী বিধবা ভগিনীকে নিজগৃহে আশ্রয় দিয়াছে। এমনি তাহার উদার প্রকৃতি, এমনি সরল তাহার প্রাণ, এমনি দয়ালু তাহার স্বভাব, এমনি আশ্চর্য্য তাহার ক্ষমা গুণ যে, এমন যে দুর্ব্বৃত্ত ভাই, যে তাহার সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে, সে এখনও তাহার নিকট স্নেহ ও সাহায্য লাভ করিয়া থাকে। এখনও ভগবতী নিজ পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতা গুণে যে দুই এক টাকা সঞ্চয় করে, ঐ দুর্ব্বৃত্ত ভ্রাতাই তাহার অধিকাংশ ভোগ করে। লোকে বলিলে ভগবতী বলিয়া থাকে "আহা! হাজার হোক মার পেটের ভাই, আমার কে আছে? যত দিন দীনবন্ধু গায়ে শক্তি রেখেছেন, তত দিন ওদেরি সেবা করি।"

ভগবতীর মুখ খানি চিরপ্রসন্ন, সরল ও উৎসাহপূর্ণ। বয়স যদিও অধিক নয়, তথাপি তাহার ভাবের মধ্যে কি একখানা এরূপ আছে, যে তাহার মুখ দেখিলেই হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদয় হয়। তাহার কথা বার্ত্তা চলন বলনের মধ্যে অসাধু ভাবের গন্ধও নাই। এইজন্য ভগবতী সকল সাধু-প্রকৃতি নর-নারীর প্রিয়। তাহার ছোট বাড়ীটী তদ্রূপ। এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ী প্রায় দেখা যায় না। পরের গৃহে দাসীবৃত্তি করিতে হয়, সুতরাং ভগবতী রাত্রি থাকিতে থাকিতে উঠিয়া গৃহে গোময় লেপন প্রভৃতি কার্য্যে রত হয়। ছোট ভগিনীটীর প্রতি দয়া করিয়া আর

তাহাকে ডাকে না। ঘরে গোময় দিয়া, প্রাঙ্গণ সম্মার্জন করিয়া, বাসন মাজিয়া, অবশেষে ভগিনীকে জাগ্রত করে এবং তাহাকে রাখিয়া নিজে কার্য্যে যায়। তাহার ভগিনী শাক পাত তুলিয়া, আহারের আয়োজন করিয়া থাকে। প্রাতের রান্নার ভার ভগিনীর উপর, রাত্রে ভগবতী বাড়ী থাকিয়া রন্ধন করিয়া থাকে, এইরূপে তাহাদের দিন কাটিয়া যায়। এত দিন তাহারা দুই জনে একলা ছিল, এবং তাহাদের দুইটী গৃহপালিত মার্জ্জার ভিন্ন অন্য সঙ্গী ছিল না, অদ্য একটী ভাল বাসিবার, আদর করিবার, খাওয়াইবার ধোয়াইবার লোক জুটিল। দুই ভগিনীতে পরামর্শ করিয়া ইহার নাম "হারাণী" রাখিল। হারাণী সে রাত্রি দুই মাতার মধ্যস্থলে শয়ন করিয়া ও ছোট ভগিনীর স্তন পান করিয়া নিদ্রা গেল; প্রথম আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণ-যুবক নিজ পত্নীর নিকট জগদীশ্বর যে কিরূপে নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়া থাকেন সেই কথা ব্যাখ্যা করিতে করিতে নিদ্রিত হইলেন, এবং ধনীর গৃহে ধনগর্ব্বলালিতা বধূগণ নিজ নিজ পতির নিকট মেয়েটীর বিষয় বর্ণনা করিতে করিতে আমোদ-তরঙ্গে পড়িয়া ভুলিয়া গেলেন এবং জগতের পাপী, তাপী, শোকী, বিপন্নদিগের চিরসখী-স্বরূপা রজনী ভগবতীর দয়া দেখিয়া যেন গোপনে অশ্রুবর্ষণ করিলেন, সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর সেই উদারপ্রকৃতি নারীদ্বয়ের উপর শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিলেন।

সংযুক্তা-হরণ।

(১৮৯ সংখ্যা ২২ পৃষ্ঠার পর)

"কে আছে দুখের দুখী হিতাশী এমন!
যে অবধি লিখি সখি, করেছি প্রেরণ,
তদবধি হৃদি মন হয়েছে অধীর,
আকুলিত দগ্ধ প্রাণ নাহি হয় স্থির।
কিছুতে না বশে মন সদা হুহু করে,
কি হলো, সজনি! কেন হৃদয় বিদরে,
কেন দিবা নিশি জল পড়ে লো নয়নে,
অঙ্গে নাহি বল, ইচ্ছা নাহি আলাপনে,
সজনে থাকিতে নারি, নির্জনেতে মরি,
এ ব্যাধির কি বিধান বলো সহচরি!"

হাসি উত্তরিলা সখি! "ব্যাধি সুকঠিন,
কিন্তু রাজবালা, শুভ আরামের দিন
হইয়াছে সন্নিকট! রোগ অবসানে
ভোগের ব্যবস্থা সদা বিধান নিদানে।
আজি স্বয়ংবর দিন—শুভনিশি আজি,
শুভলগ্নে-শুভক্ষণে বর বেশে সাজি,
স্বয়ংবর সভাস্থলে হবেন উদয়
হস্তিনাধিপতি, দেবি! আর কিবা ভয়?
দও কত স্থির হও, সর্ব্ব দুঃখ যাবে
দগ্ধ প্রাণ স্নিগ্ধ হবে, অঙ্গে বল পাবে,

সকলি বিস্মৃত হবে প্রিয় সম্মিলনে,
ভিক্ষা এই দাসী বলে, থাকে যেন মনে।”
নীরবিলা আলী। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যজিয়া—
নীরবিলা নৃপবালা—প্রত্যুত্তর দিয়া।

হেনকালে সোমাচার্য্য মুরলা সহিত
অশোক নিকুঞ্জ দ্বারে হৈল উপনীত।—
মহিষীর ভিক্ষাপুত্র, পুরোহিত সুত,
সুবিশ্বাসী, শান্ত, শিষ্ট, দিব্য গুণযুত,
সুন্দর, সুভাষী, সাধু, প্রকৃতি গম্ভীর,
বয়সে যুবক, বুদ্ধে প্রবীণ সুধীর,
ভূপতির প্রিয়পাত্র অভিন্ন কুমার;
রাজ-সভা—অন্তঃপুর, সকলের দ্বার
অবারিত তাঁর প্রতি,—যথা ইচ্ছা যান
সকলের প্রিয়, তাঁরে সবে দেয় মান।
রাণীরে করেন ভক্তি জননীর প্রায়,
সোদরা অধিক তাঁর স্নেহ সংযুক্তায়,
সুরলা মুরলা নিজ অনুজা যেমন,
রাজগৃহ তাঁর যেন নিজ নিকেতন।
যে দিন হস্তিনাপতি লিখিলা লিখন
যাচি সংযুক্তার পাণি, কনোজ রাজন,
অভিমানে মত্ত হয়ে করি অনাদর,
প্রস্তাব করিলা হবে কন্যা স্বয়ংবর।
পাত্র, মিত্র, সভাজনে সবে সায় দিলা,
সোমাচার্য্য সুধু তথা নির্ভয়ে কহিলা,
“স্বয়ংবর অর্থ যদি ইচ্ছামত বর
লভে কন্যা, নিশ্চয় এ ভারত ভিতর
কেহ আর নাহি এক হস্তিনাধীশ্বর
পৃথুরাজ ভিন্ন সংযুক্তার যোগ্য বর।
সংযুক্তার মত আরো জানেন রাজন,
পৃথু ভিন্ন করিবে না অপরে বরণ।
কিন্তু এই স্বয়ংবর-ক্ষেত্রে পৃথুরায়
আসিবেন নাহি কভু, তাঁর অভিপ্রায়
জেনেছেন নরপতি, স্বয়ংবর তবে
কেমনে সার্থক আর কারে লয়ে হবে?
আমি বলি পৃথুরাজে করি কন্যা দান
সম্মান করুন ভূপ বাড়িবেক মান,
সংযুক্তা সুখিনী হবে, পৃথু-কর-গত,
কনোজের যশে পূর্ণ হইবে ভারত।”

গর্জ্জি নিবর্ত্তিলা তাঁরে কনোজাধিরাজ,
“সোম, তুমি অল্পবুদ্ধি জানিলাম আজ!
যে জন সতত মোরে অতিক্রম করে
তার অনুগত হব? বলিলে কি করে?
কে এমন পামর ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গার
যাচি বৈরী-করে সঁপে কন্যা আপনার?
জাতবৈরী কনোজের পৃথু সবে জানে,
তাহারে তনয়া ধরে দিব কোন্ প্রাণে?
কি কবে দেশের লোক একথা শুনিয়া?
রটিবে কলঙ্ক চির ভারত যুড়িয়া—
‘পৃথু-ভয়ে যাচিয়া রাটোর কুলাঙ্গার
কন্যা দিয়া হয়েছে শরণাপন্ন তার।’
হেন অপযশ হতে মৃত্যু শ্রেয়, তবু
পৃথুরে সংযুক্তা দান করিব না কভু।
তবে যদি স্বয়ংবর সভায় আসিয়া
বশ্যতা স্বীকারে পৃথু বিনত হইয়া,
ক্ষমি আমি তারে, আর হইয়া সন্তোষ
দুহিতাও দিতে পারি, তাহে নাহি দোষ।
নতুবা প্রতিজ্ঞা মম আর হবে খণ্ডন,
কুটুম্বিতা পৃথু সনে হবে না কখন,
বরং সংযুক্তা মরে প্রাণে তাহা সবে,
তথাপি এ পণ মম আন নাহি হবে,
তোমাদের অভিমত কিবা সভাজন?”
এতবলি সভা পানে চাহিলা রাজন।

নিদাঘ সায়াহ্নে যথা নিথর অম্বরে
ঘোরতর ঘনঘটা ঘেরে আড়ম্বরে,
আঁধারিয়া দিশ দশ বিদ্যুৎ ঝলসে,
ফোঁটা তড়বড়ি ক্রমে আসার বরষে,
মুহুর্মুহু “হুহু” রবে করকা নিপাত,
গর্জ্জে বজ্র, গর্জ্জে মেঘ, গর্জ্জে ঝঞ্ঝাবাত।
মহা কোলাহলে উঠি কহে সভাজন
“পৃথুরে সংযুক্তা দান হবে না কখন,
সোমাচার্য্য যাই তাই পাইলেন পার,
অন্যে হলে যোগ্য প্রতিফল হত তার।”
অভিমানে সোমাচার্য্য ত্যজে সভাস্থল
রাজ্ঞী-মারে নিবেদন করিলা সকল।
অলক্ষ্যে সংযুক্তা সব করিয়া শ্রবণ
নিরাশ হইয়া চান ত্যজিতে জীবন;
মুরলা সুরলা সুধু দিয়া আশা দান
ছলে কলে কোন ক্রমে রক্ষিয়াছে প্রাণ।
তদবধি ঘটিয়াছে বিষম বিকার,
আহারে বিহারে রুচি কিছু নাহি আর;
আলাপনে ইচ্ছা নাহি থাকেন নির্জ্জনে,
সর্ব্বদা উন্মনা, ধারা বরষে নয়নে,
চিন্তাজ্বরে জর জর অস্থিচর্ম্মসার,
কালিমা ঢালিয়া দেছে বরণে সোণার,
দিন দিন শুকাইয়া হইছেন ক্ষীণ,
মরুভূমে তরুলতা বাঁচে কত দিন?
সংযুক্তার দশা দেখি ভয়ে সখীগণ,
রাজ্ঞী-মা-রে সমুদয় কৈল বিজ্ঞাপন।
কন্যামোহে মহারাণী আকুল হইয়া
সোমাচার্য্যে সমস্ত বলিলা বিবরিয়া।
সংযুক্তা কারণে সোম দুঃখী নিরন্তর;
গোপনে মন্ত্রণা করি, শেষে একেশ্বর
ভেটিবারে পৃথুরাজে কৈলা স্থির মন।
সংযুক্তা সুযোগ বুঝি লিখিলা লিখন।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টির মাতা।

(২১৩ সংখ্যা ১৭৬ পৃষ্ঠার পর।)

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে আমরা যে অনাথিনী রামলিনীকে গৃহচ্যুত দেশত্যাগী নিরাশ্রয় হইয়া অপগণ্ড শিশু সন্তানগণ সমভিব্যাহারে বনে বনে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছি, গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত যিনি কেবল বন্ধু বান্ধবেরই আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিতেন, দুর্ব্বার দরিদ্রতা ও দুর্দ্দশার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার আর কোন উপায়ই ছিল না; ছয় বৎসর পরে সেই অসহায়া অনাথিনীই আবার একটী বিশাল রাজ্যের নেতৃমাতা, অনুগ্রহ প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় মহা মহা বীর সকল তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের উপাসনায় অহরহ নিরত। পঞ্চদশ বৎসর পরে সমগ্র সভ্যজগৎ তাঁহার প্রসাদার্থী, সমগ্র ইউরোপ তাঁহার ভ্রূকুটি-তলস্থ। তাঁহার এক পুত্র অর্দ্ধ জগতের অধীশ্বর ফ্রান্সের সার্ব্বভৌম সম্রাট ও ইটালির অধিপতি —এক পুত্র স্পেন ও ইণ্ডিসের অধিস্বামী, এক জন হলণ্ডের ভূপতি ও এক জন

ওয়েষ্টফেলিয়ার রাজা, কন্যাগণও এক এক রাজ-মহিষী এবং তাঁহার ভ্রাতা রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ের এক জন (Cardinal) প্রধান অধ্যক্ষ। আর পাঁচ বৎসর পরে স্বপ্ন তিরোহিত, ইন্দ্রজাল অন্তরিত, দৃশ্য পরিবর্ত্তন—যবনিকা পতন। দেখিতে দেখিতে কল্পনার অভিনয়ের ন্যায় সমস্ত সম্পদ অদৃশ্য! তাঁহার সন্তান সকল যে যে দেশের উপর আধিপত্য করিতেছিলেন, তথা হইতে বিতাড়িত হইলেন, নিজেও নির্ব্বাসিতা হইয়া আশ্রয় লাভার্থ আকুলিতা হইলেন। তাঁহার ভুবন-বিজয়ী পুত্র সেণ্টহেলেনা দ্বীপে নির্ব্বাসিত! তাঁহার বংশের সম্পদ-সূর্য্য একবারে অস্তমিত!!!

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে বোনাপার্টির বংশ ফ্রান্স হইতে বিতাড়িত হইলে রামলিনী তাঁহার ভ্রাতা ফেশ্চের সহিত রোম নগরে প্রস্থান করিলেন। সৌভাগ্যাবস্থায় মিতব্যয়িতাগুণে যে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এখন তাহা তাঁহার উপকারে আসিল। তাঁহার যে সকল সন্তান সন্ততি ভাগ্য দোষে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি তাহাদিগের যথোপযুক্ত আনুকুল্য বিধান করিয়া আপনার সম্ভ্রমানুরূপ একটী সুদৃশ্য অট্টালিকা গ্রহণপূর্ব্বক তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এখন তিনি একপ্রকার অজ্ঞাত ভাবে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রাতা ও দ্বিতীয়া কন্যা পেয়োলেতা ব্যতীত তিনি ক্বচিৎ অপরের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের পতনে তিনি নিতান্ত ম্রিয়মাণা হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সম্বন্ধীয় সামান্য সংবাদ সকলও আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিতেন। অবশেষে যখন তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হইল, তখন তাঁহার দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। দুর্ব্বিষহ পুত্র-শোকে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সেই যে শয্যাবলম্বন করিলেন আর তাঁহাকে শীঘ্র উত্থিত হইতে হইল না! সম্রাটের অস্থি সেণ্ট হেলেনা হইতে ফ্রান্সে নীত হয়, এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ ঔৎসুক্য ছিল।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের পরেই তিনি নিতান্ত অবসন্না হইয়া পড়েন। ডচেস এব্রাণ্টিস তাঁহার এই অবস্থার এক দিনের চিত্র—এই প্রকারে অঙ্কিত করিয়াছেন। ম্যাডাম শয্যাশায়িনী, তাঁহার পরিবার-বর্গ চৌদিকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান। তাঁহার ভ্রাতা, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ সকলে বিষণ্ণ বদনে সাশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তিনি উপাসনার ভাবে নিমীলিত নয়নে প্রার্থনায় নিরত এবং দর্শক-মণ্ডলী নিঃশব্দে রোরুদ্যমান। তাঁহার বদনমণ্ডলে ও হৃদয়-দেশে যেন আসন্ন মৃত্যুর লক্ষণ সকল প্রকটিত দেখিয়া সকলে শোকে ও মোহে অভিভূত হইয়াছেন। কুমার জিরোম এ পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হন নাই, তিনি ফ্রান্স হইতে

অচিরাগত দূতের সহিত সম্ভাষণা করিতেছেন, সকলে তাঁহার অপেক্ষায় চিত্রার্পিতের ন্যায় রহিয়াছেন। এমন সময় কুমার উপস্থিত হইলেন এবং আস্তে আস্তে অতি মৃদু স্বরে মাতার কর্ণের নিকট বলিলেন "মা, আমার কথা শুনিতে পাইতেছ?" তিনি আগ্রহ সহকারে বলিতে ইঙ্গিত করিলেন। কুমার—"চেম্বর-সভা সম্রাটের প্রতিমূর্ত্তি স্তম্ভশিখরে পুনঃ স্থাপনের অনুমতি দিয়াছে।" ম্যাডাম কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু বোধ হইল, যেন তাঁহার হৃদয় এক অপূর্ব্ব ভাবাবেশে স্পন্দিত হইতে লাগিল। বদ্ধ-পরিকর হইয়া মুদ্রিতনয়নে বিশেষ ভক্তি সহকারে প্রার্থনায় নিরত হইলেন। গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল, সে অশ্রু, আনন্দের অশ্রু। শরীরে পুলকের চিহ্ন সকল প্রকাশিত। এক ঘণ্টা পরে কিঞ্চিৎ আহার গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ হইতে লাগিল। দুই দিনের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিয়া পুনর্ব্বার উঠিয়া বেড়াইতে সমর্থ হইলেন। সম্রাটের প্রতি ফরাসী জাতির পুনরনুরাগের সংবাদই যে এই পরিবর্ত্তনের কারণ তাহা বলা বাহুল্য। ম্যাডাম এইরূপ অবস্থায়ও কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন, ক্রমে অন্তিম কাল উপস্থিত। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার কন্যা পেয়োলেতাকে দেখিতে গিয়া পতিত হন এবং তদবধি চলৎশক্তিহীন হইয়া পড়েন। দর্শনেন্দ্রিয়ও নিস্তেজ হইয়াছিল। এক জন পরিচারিকা সর্ব্বদা তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্টা থাকিতেন। তাঁহার সেক্রেটরি মুসিয়র রোবাগ্‌লিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে সংবাদ পত্র সকল পড়িয়া শুনাইতেন এবং ফ্রান্সের ও তাঁহার ভূতপূর্ব্ব সৌভাগ্যের বিষয় বর্ণনা করিয়া তাঁহার স্মৃতির বিনোদন সম্পাদন করিতেন। তিনি এত ক্ষীণ হইয়া ছিলেন যে হঠাৎ দেখিলে মৃত বলিয়া বোধ হইত, তথাপি ফ্রান্সের নামে, মৃত সম্রাটের নামে, তাঁহার দুর্ভাগ্য সন্তানগণের নামে যে পুনর্জ্জীবিতা হইয়া উঠিতেন। তখনও স্মরণ করিতেন যেন তাঁহার চতুর্দ্দিকে রাজাসন সকল বিস্তৃত রহিয়াছে এবং সম্রাট নেপোলিয়নের গম্ভীর স্বর তাঁহার কর্ণে নিনাদিত হইতেছে। যে অবধি সম্রাটের পতন, মাতার তদবধিই উত্তর উত্তর দুঃখ বৃদ্ধি। এক একটী করিয়া ক্রমে সকল পুত্রই রাজ্যচ্যুত, সকলেই নির্ব্বাসিত হইয়া ছিলেন। দুঃখের উপর দুঃখ, শোকের উপর শোক, পরিশেষে তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা প্রিন্সেস ডি মণ্টফোর্ডের মৃত্যু। এই দুর্বিষহ শোকাবহ ঘটনাতে তিনি নিতান্ত অবসন্ন হইয়া শীঘ্রই অন্তিম দশা প্রাপ্ত হন। দুর্ভাগ্যের গভীরতম প্রদেশ হইতে একবারে সৌভাগ্যের উচ্চতম মঞ্চে আরোহণ এবং তথা হইতে সম্যক্ অধঃপতন, রামলিনী ব্যতীত আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। অবশেষে ১৮৩৬ অব্দে ২৭শে জানুয়ারি

দিবসে তাঁহার পীড়ার প্রকোপ বৃদ্ধি হয় ও তিনি একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। তাঁহার ভ্রাতা কার্ডিনেল ফেশ্চ ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ সত্বরে আসিয়া মিলিত হইলেন, শুশ্রূষা ও চিকিৎসা কৌশলে কিঞ্চিৎ পীড়োপশম হয়, কিন্তু তাহা কেবল আসন্ন মৃত্যুর পরিজ্ঞাপক। এই ভাবে দুই তিন দিন অতিবাহিত হইলে অবশেষে ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিবসে পীড়ার প্রকোপ দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হয় এবং দ্বিতীয় দিবসে প্রাণ-বায়ু দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে। মৃত্যুকালেও তাঁহার মুখশ্রী অবিকৃত ও প্রশান্ত দেখিয়া বোধ হইতেছিল যেন তিনি ধ্যানমগ্না রহিয়াছেন। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত মহাবীর-রাজ্ঞী রামলিনী এই প্রকারে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন।

আমেরিকা আবিষ্কার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নাবিকগণ যদিও অত্যন্ত ক্রোধান্বিত ও স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে অধীর হইয়াছিল, তথাপি এই প্রস্তাব তাহাদের নিকট নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হইল না। কলম্বসও বিশেষ বুঝিয়াই এত অল্প সময় নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। স্থল-সান্নিধ্যের এত লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল যে তিনি এসম্বন্ধে এক প্রকার স্থিরনিশ্চয় হইয়াছিলেন। জল-পরিমাপক রজ্জু ক্রমে মৃত্তিকা স্পর্শ করিতে লাগিল এবং তাহার সহিত যে মাটী উঠিতে লাগিল তদ্দৃষ্টে বোধ হইল স্থল নিকটবর্ত্তী। পক্ষীদলের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক দেখা গেল; এবং তাহাদের মধ্যে এমন অনেক স্থলচর পক্ষী দেখা যাইতে লাগিল যাহারা স্থল ছাড়িয়া অধিকদূর যাইতে পারে না। পিণ্টা নামক জাহাজের নাবিকেরা দেখিল এক গাছি বেত্র ভাসিতেছে, তাহা দুই এক দিন পূর্ব্বের কাটা; তাহারা খোদকারি করা এক খণ্ড কাষ্ঠও ভাসিয়া যাইতে দেখিয়াছিল। নিন্না নামক পোতের নাবিকেরা সমুদ্র-বক্ষ হইতে একটী বৃক্ষশাখা পাইল; এবং দেখিল তাহাতে লোহিত বর্ণের টাট্‌কা এক প্রকার ফল ফলিয়া রহিয়াছে। সায়ংকালীন সূর্য্যের চতুর্দ্দিক্‌স্থ মেঘমালার এক প্রকার নূতন ভাব দেখা যাইতে লাগিল। বাতাস পূর্ব্বাপেক্ষা গরম, ও রাত্রিকালে পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই সকল লক্ষণ দেখিয়া কলম্বসের মনে এত আশা হইল যে ১১ ই অক্টোবর রাত্রিতে তিনি নাবিকদিগকে বলিয়াছিলেন

তাহারা যেন বিশেষ সতর্ক থাকে, নতুবা জাহাজ মাটীতে ঠেকিতে পারে।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের কিঞ্চিৎ পরে অগ্রগামী পিণ্টার নাবিকগণ, 'স্থল দেখা যাইতেছে' বলিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। কিন্তু অনেক বার প্রতারিত হওয়াতে নাবিকগণ সহজে এই কথায় বিশ্বাস করিতে না পারিয়া, কতক্ষণে প্রভাত হয়, অধীর ভাবে তাহারই অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। রজনীর অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বহুদিনের নিরাশা ও ভয় দূর হইয়া গেল। সকলেই দেখিল উত্তরদিকে ৬ মাইল দূরে পাদপশোভিত, হরিদ্বর্ণ একটী দ্বীপ রহিয়াছে, তাহাতে অনেক ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইতেছে। পিণ্টার নাবিকগণ তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক সঙ্গীত করিতে আরম্ভ করিল; অন্যান্য নাবিকগণও তাহাদের সহিত যোগ দিল। সকলেরই চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদানের পর তাহারা সকলে মিলিয়া অনুতাপ ও স্তুতি বাক্যের সহিত কলম্বসের চরণপ্রান্তে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং যাঁহাকে এক সময়ে তাহারা বড় গালাগালি দিয়াছিল ও ভয় দেখাইয়াছিল, তাঁহাকে দেবতুল্য জ্ঞান করিতে লাগিল। তাহারা মনে করিল যে নিশ্চয়ই এই অকল্পিতপূর্ব্ব মহৎ ব্যাপার সাধনের জন্যই তিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক এরূপ অসাধারণ দূরদর্শিতা ও দৃঢ়তা গুণে অলঙ্কৃত হইয়াছেন।

সূর্য্যোদয় হইবামাত্র নাবিকগণ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া নৌকারোহণপূর্ব্বক জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিয়া রণবাদ্য বাজাইতে বাজাইতে নবাবিষ্কৃত দ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিল। তাহারা ক্রমে তীরের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিল উপকূলভাগ লোকে লোকারণ্য। সেই সকল লোক বিস্ময়াবিষ্টভাবে নবাগত বিদেশীগণ ও তাহাদের বৃহদাকার অর্ণবযানের দিকে চাহিয়া আছে। কলম্বসই সর্ব্বাগ্রে কূলে অবতীর্ণ হইলেন। ইউরোপীয়দের মধ্যে তিনিই সর্ব্ব প্রথমে নূতন মহাদ্বীপে পদার্পণ করেন। তিনি বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক, নিষ্কোষ তরতারি হস্তে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার অনুচরবর্গ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল এবং সকলে জানু পাতিয়া মৃত্তিকাচুম্বন করিল ও খৃষ্ট ধর্ম্মের চিহ্ন স্বরূপ একটী ক্রুশ নিহিত করিয়া তাহার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিল। অতঃপর তাহারা বিবিধ আড়ম্বরপূর্ব্বক কাষ্টাইল ও লিয়ন রাজ্যের নামে সেই দ্বীপ অধিকার করিল।

স্পানিয়ার্ডগণ যখন এই সকল ব্যাপারে ব্যস্ত, তখন বহুসংখ্যক দেশীয় লোক তাহাদের চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া নিস্তব্ধ ও বিস্মিতভাবে তাহাদের এই অদৃষ্টচর কার্য্যকলাপ দর্শন করিতে

লাগিল। সেই হতভাগ্যগণ তখন জানিত না এই সকল ব্যাপারের ভবিষ্যৎ ফল কি হইবে। বিদেশীয়দের পরিচ্ছদ, তাহাদের শ্বেতাঙ্গ, দীর্ঘ শ্মশ্রু ও নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র সকলই তাহাদের নিকট নূতন ও বিস্ময়জনক বোধ হইতে লাগিল। তাহাদের প্রশস্ত অর্ণবযান ও তাহার পক্ষ সদৃশ পাইল, এবং বজ্রনিনাদী, অনলোদ্গীরক কামান প্রভৃতি দেখিয়া তাহাদের এত ভয় হইয়াছিল যে তাহারা মনে করিল সূর্য্যমণ্ডলবাসী দেবতাগণ পৃথিবী পরিদর্শন করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ইউরোপীয়গণও যাহা দেখিলেন, সকলই তাঁহাদের পক্ষে নূতন। বৃক্ষ,লতা, গুল্ম সকলই ইউরোপের বৃক্ষাদি হইতে বিভিন্ন। ভূমি উর্ব্বরা বলিয়া বোধ হইল বটে, কিন্তু কৃষিকার্য্যের চিহ্ন অতি অল্পই দেখা গেল। বায়ু সুখসেব্য হইলেও স্পেনের অপেক্ষা উষ্ণ বোধ হইল। অধিবাসীগণ স্বাভাবিক নগ্নভাবাপন্ন। তাহাদের সরল দীর্ঘ কেশাবলী স্কন্ধোপরি লম্বিত অথবা মস্তকের চতুর্দ্দিকে বিনাইয়া জড়ান। তাহাদের মুখ শ্মশ্রুগুম্ফাদিবিহীন ও সমস্ত শরীর মসৃণ ও তাম্রবর্ণ, তাহাদের আকৃতি যদিও বিশ্রী নহে, তথাপি একটু নূতন রকমের এবং প্রকৃতি শান্ত ও ভীরু। যদিও দীর্ঘাকার নহে, তথাপি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সামঞ্জস্যবিহীন নহে ও তাহাদিগকে দেখিয়া কার্য্যক্ষম বলিয়া বোধ হইল। তাহাদের মুখ ও শরীরের অনেক স্থান নানাবিধ কৃত্রিম উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত। প্রথমে তাহারা স্পানিয়ার্ডগণের নিকটে আসিতে ভয় পাইয়াছিল বটে, কিন্তু ক্রমে একটু ঘনিষ্ঠতা দেখাইতে লাগিল ও ছোট ছোট ঘুঙ্গুর, কাচের পুতি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র সামগ্রী পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং তৎপরিবর্ত্তে তাহাদের যাহা খাদ্য ছিল তাহা প্রদান করিল। বাণিজ্য দ্রব্যের মধ্যে তাহাদের নিকট কেবল এক প্রকার মোটা কার্পাস সূত্র পাওয়া গেল। সায়ংকালে কলম্বস জাহাজে ফিরিয়া গেলেন। তাহাদের অনেকে সাল্‌তি বাহিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। এই সকল সাল্‌তি এতদ্দেশীয় সাল্‌তির ন্যায় একটী গুঁড়ি হইতে নির্ম্মিত এবং তাহাদিগকে সেই সকল ক্ষুদ্র নৌকা-চালনে বিলক্ষণ পটু ও লঘুহস্ত দেখা গেল।

কলম্বস সেই দ্বীপের 'রাজপ্রতিনিধি ও পোতাধ্যক্ষ' উপাধি ধারণ করিলেন এবং তাহাকে সান্ সাল্‌ভেডর নামে অভিহিত করিলেন। দ্বীপবাসীগণ ইহাকে গুয়ানাহানি বলিত এবং এক্ষণে ইহা সেই নামেই পরিচিত। ইহা বাহামা নামক বৃহৎ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত। কানেরিপুঞ্জের সর্ব্ব পশ্চিম যে গোমেরা দ্বীপ হইতে কলম্বসের আবিষ্কার কার্য্য আরম্ভ হয়, তাহাহইতে ইহা তিন হাজার মাইলেরও অধিক পশ্চিমে ও চারি ডিগ্রী দক্ষিণে। ইহা দ্বারা

বিলক্ষণ প্রতীত হয় যে, কলম্বস প্রধানতঃ ঠিক্ পশ্চিমাভিমুখেই যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রথমাবিষ্কৃত দ্বীপসম্বন্ধে একটু মতভেদ আছে। অনেকে বলেন যে কলম্বস প্রথম যে দ্বীপ আবিষ্কার করেন, তাহা বাহামাপুঞ্জের অন্তর্গত গুয়ানাহানি নহে, এবং তাঁহারা অন্য একটী দ্বীপকে তাঁহার প্রথম অবতরণ স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সে বিষয়ের কোন বাদানুবাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় আমাদের বিশেষ লাভ নাই। আমাদের পক্ষে ইহা জানিলেই যথেষ্ট হইল যে কলম্বস্ প্রথমে একটী দ্বীপে উত্তীর্ণ হয়েন, এবং তাহাকে সান্ সাল্‌বেডর নামে অভিহিত করেন। কলম্বসের স্বহস্তলিখিত দৈনিক পুস্তকই তাহার প্রমাণ স্থল।

ব্রহ্মাণ্ডের অসীমত্ব।

ব্রহ্মাণ্ডের যে সীমা নাই, ইহা আমরা পাঠিকাবর্গকে এই প্রবন্ধে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড শব্দের অর্থ কি? আমরা দিবা ভাগে ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাই যে আকাশে একটী গোল অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় পদার্থ আমাদিগকে জ্যোতি ও উত্তাপ বিতরণ করিতেছে। দিবাভাগে আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু রজনীতে চন্দ্র হীরক খণ্ডের ন্যায় সংখ্যাতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ আকাশের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে। এই সমুদয়ই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, ও অগণ্য তারকাবলী, ইহারা সকলেই ব্রহ্মাণ্ডের এক একটি ক্ষুদ্র অংশ।

এ স্থলে আর একটী শব্দের অর্থ ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। সে শব্দটী সৌরজগৎ। পাঠিকাবর্গ জ্ঞাত আছেন যে পৃথিবী এক বৎসরের মধ্যে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। এইরূপ আর সাতটি গ্রহ আপন আপন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। ধূমকেতুও গ্রহের ন্যায় একপ্রকার জ্যোতিষ্ক পদার্থ, সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। পুনশ্চ পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণ যেমন সূর্য্যের চারি দিকে পরিভ্রমণ করে, তদ্রূপ উপগ্রহগণ—যথা চন্দ্র—কতকগুলি গ্রহের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে গ্রহগণ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, এবং উপগ্রহগণ কোন না কোন গ্রহকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। সূর্য্য,পৃথিবী ও আর সাতটি গ্রহ * ধূমকেতু এবং উপগ্রহগণকে সৌরজগৎ বলা হয়, এবং সূর্য্য এই সৌরজগতের কেন্দ্র স্বরূপ।

* বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, হর্শেল, নেপ্‌চুন্।

সৌর জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের একটি অংশ, এবং পৃথিবী সেই অংশের একটি অংশ মাত্র। এক্ষণে ব্রহ্মাণ্ডের এই অংশের অংশ স্বরূপ পৃথিবীর আয়তনের বিষয় বিবেচনা করা যাউক।

সামান্য বুদ্ধিতে পৃথিবী অসীম। কিন্তু তাহা বাস্তব না হইলেও পৃথিবীর আয়তন এত প্রকাণ্ড যে তাহা সহজে কল্পনা করিয়া উঠিতে পারা যায় না। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কতদূর ভাবিয়া দেখ, কিন্তু পৃথিবীর সহিত তুলনায় ভারতবর্ষের এই সুদীর্ঘ বিস্তার যৎসামান্য মাত্র বলিয়া বোধ হয়। হিমালয়ের অভ্রভেদী তুঙ্গতম শৃঙ্গ কত উচ্চ; কিন্তু পৃথিবীর আয়তনের সহিত তুলনা করিলে এই অসামান্য উচ্চতা কমলা লেবুর উপরিস্থিত ডিম ডিম গুলির ন্যায় মাত্র প্রতীয়মান হয়। ইহাতেই বুঝিয়া দেখ আমাদের আবাসস্থল এই ভূমণ্ডল কি প্রকাণ্ড পদার্থ! কিন্তু এত বিপুলতা সত্ত্বেও ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তুলনায় ইহা কিছুই নহে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের একটি ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র বিন্দু অপেক্ষাও ইহা ক্ষুদ্রতর। কিন্তু আপাততঃ ব্রহ্মাণ্ডের কথা ছাড়িয়া দিয়া শুদ্ধ সৌরজগতের বিষয় বিবেচনা করা যাউক।

উল্লিখিত হইয়াছে পৃথিবী সৌরজগতের এত ক্ষুদ্র অংশ যে ইহার মত দুই চারি সহস্রটা যোগ বা বিয়োগ করিলে সৌরজগতের বিশেষ বৃদ্ধি বা হ্রাস হইবে না। সৌরজগৎস্থ একটি গ্রহ পৃথিবীর অপেক্ষা প্রায় সহস্র গুণ বৃহৎ আর একটি সার্দ্ধ সহস্র গুণ। ইহাদের তুলনায় পৃথিবী কোথায় রহিল? একা পৃথিবীই আমাদের কল্পনায় অসীম বলিয়া বোধ হয়। ইহার অপেক্ষা আবার সহস্র গুণ বৃহৎ পদার্থ কি ভয়ানক ব্যাপার! কিন্তু এখনও সৌরজগতের কেন্দ্র স্বরূপ সূর্য্যের কথা বলা হয় নাই। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে আমাদের পৃথিবীর ন্যায়১৩ লক্ষটা পৃথিবী একত্রীভূত করিলে তবে সূর্য্যের সমান হইতে পারে। সুতরাং পৃথিবী যদি কখন সূর্য্যের সংস্পর্শে আইসে, তাহা হইলে সে বালুকা কণার অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর বলিয়া বোধ হইবে। ইহার অপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়কর আর কি হইতে পারে! যে পৃথিবী এত প্রকাণ্ড যে সাধারণ বুদ্ধিতে অসীম অনন্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে সমগ্র সৌর জগতের সহিত তুলনায় তাহা একটি বালুকা কণারও অধম। না জানি সেই সৌর জগৎ তবে কতই প্রকাণ্ড হইবে!

কিন্তু সৌর জগৎ এত প্রকাণ্ড হইলেও সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তুলনায় ইহাও কিছুই নহে। যেমন সৌরজগতের মধ্যে দুই চারি সহস্রটা পৃথিবী থাকা আর না থাকা সমান, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে দুই চারি লক্ষটা সৌর জগৎও ঠিক্ তাহাই। নির্ম্মেঘ রজনীতে আকাশের দিকে

চাহিলে প্রায় এক সহস্রটা* তারকা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ব্যোমদেশ নিরীক্ষণ করিলে ইহাদের সংখ্যা শত শত লক্ষেরও অধিক হইবে। দিন দিন এই যন্ত্র যত উৎকর্ষ লাভ করিতেছে, ততই নূতন নূতন তারকা মানবের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ব্যোমদেশে অতীব সূক্ষ্ম শ্বেত মেঘের ন্যায় মধ্যে মধ্যে যে সকল ঈষৎ আলোকিত স্থান দেখিতে পাওয়া যায়, এক্ষণে দূরবীক্ষণের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে তাহারা বহুদূরস্থ তারকাপুঞ্জ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আবার ইহাদের দূরত্বের বিষয় ভাবিলে মন একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যায়। সূর্য্য পৃথিবী হইতে নয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মাইল অন্তরে অবস্থিত। কিন্তু যে তারাটি পৃথিবীর খুব কাছে তাহার দূরত্ব পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্বের বিংশতি সহস্র গুণেরও অধিক। সুতরাং দূরস্থ তারকাগণ কতদূরে আছে তাহা কে বলিতে পারে?

এই সকল বৃত্তান্ত পাঠে পাঠিকাগণ বোধ হয় বুঝিতে পারিবেন যে তারকার সংখ্যার অন্ত নাই। উল্লিখিত হইয়াছে যে শুধু চক্ষুতে আমরা বড় জোর এক সহস্রটি তারা দেখিতে পাই; কিন্তু দূরবীক্ষণের সাহায্যে শত শত লক্ষ আমাদের নয়ন পথে পতিত হয়। পুনশ্চ দূরবীক্ষণের যত উন্নতি হইতেছে, ততই তারকা সংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে। বিশেষতঃ তারকাগণ পৃথিবী হইতে এতদূর অবস্থিত যে, যেটি খুব নিকটে তাহার দূরত্ব সূর্য্যের দূরত্বের বিংশতি সহস্র গুণেরও অধিক। এস্থলে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে আমরা দূরবীক্ষণের সাহায্যে যে শত শত লক্ষ তারকা দেখিতে পাই, তদপেক্ষা আরও অনেক তারা আছে। কিন্তু তাহা না হইলেই বা বিশেষ ক্ষতি কি? শত শত লক্ষ তারকা, আর সংখ্যাতীত তারকা, একই কথা। যখন শত শত লক্ষ আমাদের দৃষ্টি পথে পতিত হইয়াছে, তখন একথা বলিলে অন্যায় হইবে না যে তারকা গণের সংখ্যার কোন সীমা নাই।

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত তারকা† গুলি কি? আমরা ইতি পূর্ব্বে সৌরজগতের কথা বলিয়াছি। সূর্য্য যেমন সৌরজগতের কেন্দ্র স্বরূপ, এবং সেই কেন্দ্রকে কতকগুলি গ্রহ ও উপগ্রহ প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতেছে, তদ্রূপ প্রত্যেক তারাও একটি একটী জগতের

* "লক্ষ লক্ষ তারকা" একথাটি, দূরবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে, সত্য বটে; কিন্তু শুধু চক্ষুতে যতগুলি তারা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সংখ্যা সহস্রাধিক নহে।

† তারা শব্দটী এই প্রবন্ধে একটী বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যে নক্ষত্র গুলি গ্রহ উপগ্রহ, অর্থাৎ যাহারা সৌরজগতের অন্তর্গত, তাহাদিগকে আমরা এস্থলে তারা বলি নাই।

কেন্দ্র। ইহারাও এক একটী সূর্য্যের সমান; এবং সূর্য্যের ন্যায় ইহাদেরও প্রত্যেককে কতকগুলি গ্রহ ও উপগ্রহ প্রদক্ষিণ করিতেছে। সুতরাং তারাগণ যখন সংখ্যাতীত তখন ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সৌর জগতের ন্যায় সংখ্যাতীত জগৎ রহিয়াছে। এই অসংখ্য জগতের মধ্যে সৌরজগৎ না জানি কতই ক্ষুদ্র হইবে। পৃথিবীর কথাত ছাড়িয়াই দাও, যদি কোন কারণে সৌর জগৎ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডের এক তিল পরিমাণের লক্ষাংশের একাংশও কমিবে না! একা পৃথিবীই আমাদের কল্পনায় অসীম। সেই অসীম পৃথিবী সৌরজগতের সহিত তুলনায় বালুকা কণারও অধম; আর সেই অসীম সৌরজগৎ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় তদপেক্ষাও অধম। ইহার অপেক্ষা ব্রহ্মাণ্ডের অসীমতার আর কি প্রমাণ আবশ্যক?

নূতন সংবাদ।

১। এ বৎসর কলিকাতায় ৭টী রমণী প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতেছেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১০টী বালিকা পরীক্ষার্থিনী হইয়াছেন, তন্মধ্যে ৩টী বোম্বাই এবং ৭টী পুনা হইতে।

২। মান্দ্রাজ মেডিকাল কলেজের বার্ষিক রিপোর্টে তত্রত্য ছাত্রীগণের উন্নতির বিশেষ প্রশংসা আছে। কুমারী রুপ্তী শারীরস্থান ও দ্রব্যগুণ পরীক্ষায় পারিতোষিক পাইয়াছেন, কুমারী হেস নাম্নী আর একটী ছাত্রীরও সুখ্যাতি বর্ণিত হইয়াছে। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম এতদিন পরে কলিকাতায় স্ত্রীলোকদিগের জন্য চিকিসাবিদ্যা শিক্ষার্থ শ্রেণী খোলা হইবার প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের বিবেচনার জন্য অর্পিত হইয়াছে। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের জন্য এই শ্রেণী হইবে এবং ইহা বালক শ্রেণী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইবে। ইহার অধ্যাপনার্থ কয়েকটী শিক্ষয়িত্রী বিলাত হইতে আনীত হইবে।

৩। আমেরিকার নিউ অর্লিয়েন্স নগর তত্রত্য অনাথ নিবাসের মহোপকারিণী পরলোকগতা মার্গারেট হফারীর স্মরণার্থ একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমেরিকায় স্ত্রীলোকের জন্য স্থাপিত প্রকাশ্য স্মরণস্তম্ভের এই প্রথম দৃষ্টান্ত।

৪। ভদ্র মহিলাদিগের মধ্যে অবস্থার হীনতাপ্রযুক্ত যাঁহারা দরিদ্রাবস্থায় পতিত হন, তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ আলবানীর ডচেস গ্লাসগৌ নগরে একটী সূচী-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

৫। এক প্রকার জীবনতরী (Life-boat) প্রস্তুত হইয়াছে তদ্দ্বারা ৭০০ মাইল প্রসারিত আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়া আরোহীরা নির্ব্বিঘ্নে ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াছেন।

৬। আমাদিগের রাজ-প্রতিনিধি পঞ্জাবের বিশ্ববিদ্যালয় ও সারহিন্দের খাল খনন কার্য্য খুলিয়া এবং লক্ষ্ণৌ দর্শন করিয়া কলিকাতায় আসিতেছেন। তিনি নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের অবস্থা দর্শনার্থ পঞ্জাবের কয়েকটী গ্রামে গোপন ভাবে ভ্রমণ করেন। ইহাঁর প্রজা হিতৈষিতাকে ধন্যবাদ।

বামাগণের রচনা।

আশা মরীচিকা।

রে আশা সাবাশ তোর মায়াময়ী ছলনে,
মন্ত্রে মুগ্ধবৎ ধরা ঝুলিতেছে চরণে।
এ সংসার মরুভূমি, তাহে মরীচিকা তুমি,
প্রসারী মায়ার জাল হাসি হাসি আননে;
বিচিত্র এ নাট্যলীলা করিতেছ যতনে।
কিরূপ মাধুরী ধর, কি বেশে বিহার কর,
আজিও জগতে কেহ হেরেনি তা নয়নে,
সুধুই চিন্ময়ীরূপে ব্যাপ্ত আছ ভুবনে। ১

মনোমুগ্ধকরী মায়া ছড়াইয়া ভুবনে,
ভ্রমিছ ব্রহ্মাণ্ডে সতি! সুচঞ্চল চরণে।
অপরূপ মনোহর, নদী, গিরি, পয়োধর,
জলনিধি, সুধাকর আদি চিত্র রতনে
আঁকিয়া সুন্দর করি ধরিতেছ নয়নে।
নব জলদের গায়, দামিনীর হাসি প্রায়,
লহরে লহরে তুলি কত ভাব রতনে।
আঁধারে ডুবাও কারে, কারে বিষ দহনে। ২

এ চক্ষে আমরা যাহা দেখিতেও পাই না,
দেখার আছুক কাজ ভাবিলেও আসে না।
ওলো আশা তুই তারে, আনি দিস অকাতরে,
মানব-হৃদয় মাঝে, সুখ যশোবাসনা
অবিরত করে নৃত্য যেন সুধা ঝরণা।

আকাশকুসুম প্রায়, কত আসে কত যায়;
স্রোতোমুখে তৃণ যথা স্থির ভাব জানে না
তেমনি তোমার লীলা কভু স্থির থাকে না। ৩

নিরাশে পোড়াও কারে নিরদয় হইয়া,
দিতেছ স্বরগ হতে নরকেতে ফেলিয়া;
কত খেলা খেলিতেছ, কত অগ্নি জ্বালিতেছ,
তোমার বিচিত্র লীলা বুঝিতে না পারিয়া
পতঙ্গের মত মরে চিরদগ্ধ হইয়া।
মুহূর্ত্তেক আগে যার, প্রশান্ত হৃদয়াগার,
লীলাময়ী তরঙ্গিণী খর স্রোত ধরিয়া,
বহেছিল হৃদিদেশ মধুময় করিয়া। ৪

ফুটেছিল পঙ্কজিনী নব শোভা ধরিয়া,
ছুটেছিল পরিমল দশদিক্ ভরিয়া।
সোণার কুসুমে গাঁথা, নশ্বর নবীনা লতা,
বসন্ত কাননে যথা মলয়ের পবনে,
দুলেরে মৃদুল বায় শোভি ফুল ভূষণে।
মধ্যাহ্নে তারার প্রায়, জ্বলন্ত জলদ গায়,
যে আশা বিলুপ্ত প্রায় গিয়াছিল নিভিয়া
আশা লো———
তোমার আশ্বাসে সেও উঠিতেছে নাচিয়া। ৫

যুগপৎ কত আশা হৃদয়ের মাঝারে
মধুর সান্ত্বনা দানে প্রবোধিছে তাহারে।
কখন উজ্জ্বল পুরী, শূন্যেতে নির্ম্মাণ করি,
হীরা মণি মাণিক্যেতে তাহারে সাজায় রে।
শান্তির আগার বলি মনে হয় তায় রে।
আশা উৎসাহ আদি, ধন মান বিদ্যানিধি,
সুখ যশ শান্তি সুধা সে অক্ষয় ভাণ্ডারে,
মনে ভাবে ভরিয়াছে চিরকাল তরে রে। ৬

ক্রমশঃ

No. 216. January 1883.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২১৬ সংখ্যা। পৌষ ১২৮৯—জানুয়ারি ১৮৮৩। ২য় কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সূচী।

১।	সাময়িক প্রসঙ্গ	২৫৮	৭।	হারাণী (উপন্যাস)	২৭৩
২।	নারীচরিত (বিকটোরিয়া)	২৫৯	৮।	নিশীথচিন্তা	২৭৬
৩।	স্ত্রীকবি	২৬০	৯।	সুনীতি ও সুরুচি	২৭৯
৪।	আশ্চর্য্য বৈদ্যুতিক ঘটনা	২৬৪	১০।	একটী ক্ষুদ্র জীবনী	২৮৩
৫।	উত্তর হিমমণ্ডল আবিষ্কার	২৬৭	১১।	নূতন সংবাদ	২৮৫
৬।	সন্তানের উপর মাতার প্রভাব	২৭০	১২।	পুস্তকাদি সমালোচনা	২৮৬
			১৩।	বামাগণের রচনা স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা	২৮৭

কলিকাতা।

জি, সি, বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক বহুবাজার ষ্ট্রীট ৩০৯ সংখ্যক ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক আণ্টনী বাগান লেন ৯ নং ভবনে বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য চারি আনা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২।৵০ আনা

কালীঘাট ঔষধালয়।

নূতন আবিষ্কৃত ঔষধ।

ডাক্তার শ্রীশ্রীশচন্দ্র বিশ্বাসকৃত।

এণ্টীপাইরেটিক মিক্‌শ্চার।

প্লীহা, যকৃৎ এবং সর্ব্বপ্রকার পুরাতন পালা ও ম্যালেরিয়া জ্বর প্রভৃতির একমাত্র অত্যুপকারক মহৌষধ। এই মহৌষধের সৃষ্টি অবধি একাল পর্য্যন্ত অন্যূন পঞ্চাশ হাজার রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। যে সকল রুগ্ন ব্যক্তি সুবিজ্ঞ সুপ্রসিদ্ধ বহুদর্শী চিকিৎসকগণের চিকিৎসা অধীনে এবং কলিকাতাস্থ প্রসিদ্ধ হাঁসপাতালে থাকিয়া আরোগ্যলাভে হতাশ হইয়া জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এই ঔষধ সেবন করিয়া অল্পকাল মধ্যে সুস্থ, বলিষ্ঠ, ও কান্তি-বিশিষ্ট হইয়াছেন। যাঁহারা নানাবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্যলাভ করিতে না পারিয়া সর্ব্বপ্রকার ঔষধে হতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাহস করিয়া বলিতেছি যে নিরাশ না হইয়া একবার মাত্র এই আশ্চর্য্য মহৌষধ ব্যবহার করিয়া দেখুন।

মূল্য এক টাকা ও দেড় টাকা মাত্র, মফঃস্বলের নিমিত্ত প্যাকিং চারি আনা।

কুন্তল শোভন।

কেশের অকালপক্কতা, শিরোরোগ, দীর্ঘচিন্তা, শোক ও ভয়ঙ্কর পীড়া সমুদ্ভূত কেশহীনতা, মস্তকঘূর্ণন ও টাক এই তৈল ব্যবহার দ্বারা দূরীভূত হয়। ইহা দ্বারা মস্তিষ্ক সুশীতল এবং কেশ সমূহের কৃষ্ণবর্ণ ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মূল্য এক টাকা মাত্র, মফঃস্বলের নিমিত্ত প্যাকিং চারি আনা।

রক্তসংশোধক।

ইহা পারদ প্রভৃতি সম্ভূত বাত, ক্ষত ও গাত্রে নানাবিধ কণ্ডুয়নাদি চর্ম্মরোগ প্রভৃতি দুঃসাধ্য রোগের একমাত্র অত্যুপকারক মহৌষধ। মূল্য দুই টাকা মাত্র, প্যাকিং ।০ আনা।

সর্ব্বপ্রকার বেদনানাশক মালিশ।

ইহা দ্বারা শরীরের যে কোন স্থানে যে কোন প্রকার বাত বা উৎকট বেদনা হউক না কেন অতি শীঘ্র আরোগ্য হইবে। মূল্য ১৲ প্যাকিং ।০ আনা।

কোষ্ঠ-পরিষ্কারক বটিকা।

এই বটিকা শয়নের অগ্রে দুইটী করিয়া সেবন করিলে উত্তমরূপে দাস্ত পরিষ্কার হয়। এক শিশি—মূল্য ॥০; প্যাকিং—৵০ আনা।

হাঁপানি, দমা ও শ্বাস কাশ প্রভৃতি নিবারক ঔষধ।

ইহা দ্বারা কাশী; বুকের শ্লেষ্মা বসিয়া থাকা এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে কষ্ট অতি শীঘ্র দূর হয়। এক শিশির মূল্য ১॥০, প্যাকিং ।০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

২৫৲ টাকা পুরস্কার !!

যে কোন বঙ্গ-মহিলা "বাল্যবিবাহ ও অবরোধ-প্রথা" সমালোচনা করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিবেন, সাবিত্রী লাইব্রেরীর ৪র্থ বাৎসরিক অধিবেশনে তাঁহাকে ২৫৲ টাকা পারিতোষিক দেওয়া হইবে। প্রবন্ধটি মনোনীত হইলে বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। লেখিকাগণ নাম ও ঠিকানার সহিত স্ব স্ব প্রবন্ধ ৫ই ফাল্গুনের মধ্যে আমার নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। লেখার সহিত বিশ্বাসযোগ্য উপযুক্ত প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক।

১৮নং অক্রূর দত্তের গলি,
বহুবাজার।

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত
সম্পাদক।

গৃহশিক্ষা পুস্তকালয়।

স্ত্রীলোকদিগের পাঠোপযোগী পুস্তকের নিতান্ত অভাব। এই অভাব পূরণার্থ উপরিউক্ত শ্রেণীর কতকগুলি পুস্তক প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করা গিয়াছে। বামাবোধিনীতে বিগত প্রায় ২০ বৎসরের মধ্যে নারীচরিত, উপন্যাস, নীতি, গৃহকর্ম্ম বিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে যে সকল উৎকৃষ্ট প্রস্তাব সন্নিবেশিত হইয়াছে, এবং যাহা অদ্যাপি স্বতন্ত্র গ্রন্থবদ্ধ হয় নাই, তাহা সঙ্কলন ও উপযুক্তরূপে সংশোধন করিয়া তাহা সঙ্কলিত এবং উপযুক্তরূপে সংশোধন করিয়া যত গুলি সুপাঠ্য পুস্তক হইতে পরে প্রচারিত হইবে, তদ্ভিন্ন নূতন রচিত পুস্তকও মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা যাইবে। সুরুচিপূর্ণ, নীতি ও জ্ঞান গর্ভ অথচ শিক্ষকের বিনাসাহায্যে অধীত হইতে পারে, এইরূপ পুস্তক প্রচার করাই আমাদিগের লক্ষ্য থাকিবে, সুতরাং এ প্রকার পুস্তক অন্তঃপুরিকাগণের ন্যায় সরলমতি বালক বালিকা এবং শ্রমজীবী লোকদিগেরও যে পাঠোপযোগী হইতে পারিবে এরূপ আশা করা যায়। যাঁহারা এই পুস্তকের গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হইবার অভিলাষ করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনাপন নাম ও ঠিকানা আমাদিগের কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিবেন। পুস্তকের মূল্য গ্রন্থের আকার অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হইবে, স্বাক্ষরকারিগণ সিকি মূল্য বাদ পাইবেন। কিন্তু পুস্তক প্রচারিত হইবার এক মাস মধ্যে তাঁহাদিগকে মূল্য দিয়া পুস্তক লইতে হইবে। যাহাতে প্রতি মাসে এক এক খণ্ড পুস্তক প্রকাশিত হয়, আমাদিগের এ প্রকার চেষ্টা থাকিবে।

শ্রীআশুতোষ ঘোষ।
বামাবোধিনীর সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ।

পত্রমঞ্জরি।

স্ত্রীলোকদিগকে পত্রলিখিবার পাঠ, মূল্য ।০ আনা। সকলেরই এক এক খণ্ড ক্রয় করা কর্ত্তব্য। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

চিত্তবিনোদিনী।

সিপাহী বিদ্রোহ সম্বলিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে বিক্রেয়। মূল্য ১।০ মাত্র।

আশুতোষ ঘোষ।
বামাবোধিনীর সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ।

আফিসে এজেন্সীর কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। যাঁহার যে কোন কার্য্যের আবশ্য হইবে, আমাদিগের দ্বারা তাহা অতি সত্বর এবং স্বল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হইবে। শতকরা ৫৲ টাকা কমিশন প্রদত্ত হইলে এজেন্সীতে কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

এজেন্সী সম্বন্ধে যে কোন পত্রাদি বা টাকা পাঠাইতে হইবে, তাহা আশুতোষ ঘোষ এবং কোম্পানির নামে পাঠাইবেন।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়,
৯নং আনটনি বাগান লেন,
কলিকাতা, জানুয়ারি ১৮৮৩

শ্রীআশুতোষ ঘোষ এণ্ড কোং।

শতবর্ষ।

(অর্থাৎ "বঙ্গবিজেতা;" "জীবন-সন্ধ্যা," "মাধবীকঙ্কণ," "জীবন-প্রভাত," উপন্যাস চতুষ্টয় একত্রে বাঁধা)

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস্, প্রণীত।

মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৪৲ টাকা।

স্ত্রীলোকদিগের জন্য ডাকমাশুল সমেত ৩।০

কলিকাতা, ক্যানিং লাইব্রেরী। শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে বিক্রেয়।

পুস্তক ও পত্রিকা।

Algebraical Solutions for Entrance Students, Rupee	...	1
চিত্তবিনোদিনী	... ...	১।০
সমদর্শী ১ হইতে ১৫ সংখ্যা পর্য্যন্ত		৩৲
প্রবন্ধ লতিকা	... ...	॥০
বামারচনাবলী (কাপড়ে ভাল বাঁধা)		১৲
ঐ (কাগজের মলাট)		৸০
নারী শিক্ষা ১ম ভাগ	...	॥০
এতদ্দেশীয় স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাব (২॥ ফরমা)	...	/১০
আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন	... ...	।০
ধর্ম্মসাধন ১২ পেজী	... ...	।০
ঐ ৮ ঐ (৫০ সংখ্যা)		৸০
Duties of Educated Natives		/০
নব্য উকীল নাটক	... ...	॥০
গৃহচিকিৎসা ৪র্থ সংখ্যা	...	৵০
ব্রাহ্মবচন সংগ্রহ	... ...	।৵০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা		।৵০

বামাবোধিনী পত্রিকা ১২৭২ হইতে ১২৭৬ পর্য্যন্ত (প্রতিবর্ষের স্বতন্ত্র বাঁধা প্রতি খণ্ড) ... ৷৷০

১২৭৭সাল হইতে ১২৮২পর্য্যন্ত ঐঐ ১৲

১২৭২ হইতে ১২৮৫ পর্য্যন্ত (ভাল বাঁধা স্বল্প মূল্য) ... ১৷৷০

১২৭২ " ১২৮৭ " (ঐ ঐ) ১৲

১২৭৪ " ১২৭৬ " (ঐ ঐ) ২৲

১২৭৭ " ১২৭৯ " (ঐ ঐ) ৲

১২৮০ " ১২৮৫ " (ঐ ঐ) ৲

সন ১২৮৩ সালের ৬,৮৪,৪ এবং ৮৫,২ সংখ্যামাত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

*** এককালে নগদ ১০৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকার পুস্তক ক্রয় করিলে ২৲ টাকা এবং তদধিক ক্রয় করিলে ২৲ টাকা হিসাবে কমিসন দেওয়া যাইবে। স্বল্প মূল্যের পুস্তকে স্বতন্ত্র কমিসন নাই।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আফিসে এজেন্সীর কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। যাঁহার যে কোন কার্য্যের আবশ্যক হইবে, আমাদিগের দ্বারা তাহা অতি সত্বর এবং স্বল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হইবে। শতকরা ৫৲ টাকা কমিশন প্রদত্ত হইলে এজেন্সীতে কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

এজেন্সী সম্বন্ধে যে কোন পত্রাদি বা টাকা পাঠাইতে হইবে, তাহা আশুতোষ ঘোষ এবং কোম্পানির নামে পাঠাইবেন।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়,
৯নং আনটনি বাগান লেন,
কলিকাতা, জানুয়ারি ১৮৮৩ } শ্রীআশুতোষ ঘোষ এণ্ড কোং

শতবর্ষ।

(অর্থাৎ "বঙ্গবিজেতা;" "জীবন-সন্ধ্যা," "মাধবীকঙ্কণ," "জীবন-প্রভাত," উপন্যাস চতুষ্টয় একত্রে বাঁধা)

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস্, প্রণীত।

মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৪৲ টাকা।

স্ত্রীলোকদিগের জন্য ডাকমাশুল সমেত ৩।০

কলিকাতা, ক্যানিং লাইব্রেরী। শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে বিক্রেয়।

পুস্তক ও পত্রিকা।

Algebraical Solutions for Entrance Students, Rupee	...	1
চিত্তবিনোদিনী	... ...	১।০
সমদর্শী ১ হইতে ১৫ সংখ্যা পর্য্যন্ত		৩৲
প্রবন্ধ লতিকা	... ...	॥০
বামারচনাবলী (কাপড়ে ভাল বাঁধা)		১৲
ঐ (কাগজের মলাট)		৸০
নারী শিক্ষা ১ম ভাগ	...	॥০
এতদ্দেশীয় স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাব (২॥ ফরমা)	...	/১০
আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন	... ...	।০
ধর্ম্মসাধন ১২ পেজী	... ...	।০
ঐ ৮ ঐ (৫০ সংখ্যা)		৸০
Duties of Educated Natives		/০
নব্য উকীল নাটক	... ...	॥০
গৃহচিকিৎসা ৪র্থ সংখ্যা	...	৵০
ব্রাহ্মবচন সংগ্রহ	... ...	।৵০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা		।৵৹

বামাবোধিনী পত্রিকা ১২৭২ হইতে ১২৭৬ পর্য্যন্ত (প্রতিবর্ষের স্বতন্ত্র বাঁধা প্রতি খণ্ড) ... ১৷৹

১২৭৭সাল হইতে ১২৮২পর্য্যন্ত ঐঐ ২৷৹

১২৭২ হইতে ১২৮৫ পর্য্যন্ত (ভাল বাঁধা স্বল্প মূল্য) ... ১৫৷৹

১২৭২ " ১২৮৭ " (ঐ ঐ) ১৲

১২৭৪ " ১২৭৬ " (ঐ ঐ) ২৷৹

১২৭৭ " ১২৭৯ " (ঐ ঐ) ৫৲

১২৮০ " ১২৮৫ " (ঐ ঐ) ৬৲

সন ১২৮৩ সালের ৬,৮৪,৪ এবং ৮৫,১ সংখ্যামাত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

*** এককালে নগদ ১০৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকার পুস্তক ক্রয় করিলে ২০ টাকা এবং তদধিক ক্রয় করিলে ২৫ টাকা হিসাবে কমিসন দেওয়া যাইবে। স্বল্প মূল্যের পুস্তকে স্বতন্ত্র কমিসন নাই।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২১৬ সংখ্যা। | পৌষ ১২৮৯—জানুয়ারি ১৮৮৩। | ২য় কল্প। ৪র্থ ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পার্লেমেণ্ট মহাসভা এবৎসরের মত বন্ধ হইবার সময় ইংলণ্ডেশ্বরীর যে বক্তৃতা পঠিত হয়, তাহার মর্ম্ম এই;—

"বিদেশীয় রাজগণের সহিত আমার যেরূপ আন্তরিক সদ্ভাব ছিল, তাহা এখনও আছে। গ্রেট ব্রিটেনের সহিত ফ্রান্সের বাণিজ্য সম্বন্ধীয় কোন সন্ধিবন্ধন না থাকিলেও এই উভয় রাজ্যের পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্যের কোন ন্যূনতা হয় নাই, ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, এই উভয় রাজ্যের মধ্যে বন্ধুত্ব আরও দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। আমার সাহসী সেনাদল মিশর দেশে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছে এবং আমার ভারতবর্ষীয় সৈন্যগণ সেই যুদ্ধে অতুল পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছে, এজন্য আমি তাহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতেছি। নিশরে আমার কর্ত্তব্য ভার বৃদ্ধি হইল আমি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতেছি, জাতিমধ্যে কুশল যাহাতে রক্ষিত হয়, বর্ত্তমান সনন্দ পত্র সকল অব্যাহত থাকে, মিশরবাসীগণের সুখসচ্ছন্দতা যাহাতে বৃদ্ধি পায় এবং পূর্ব্বাঞ্চলের শান্তি যাহাতে বিচলিত না হয়, আমি তজ্জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিব। আমার বিশ্বাস বিদেশীয় রাজগণ আমার উদ্দেশ্য এবং আমার শুভকর পরামর্শের অনুমোদন করিবেন। আগামী বৎসরে আয়র্লণ্ডের কোন কোন অংশে অন্নকষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। ডবলিনে যে সমস্ত হত্যা ইতিমধ্যে হইয়াছে, তৎসংবাদে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। আমার তত্রত্য কর্ম্মচারীরা অপরাধ নিবারণ

এবং সুশৃঙ্খলা পুনঃস্থাপনে দৃঢ়ভাবে আপনাদিগের ক্ষমতা পরিচালন করিবেন। যাহাহউক আয়র্লণ্ডের সাধারণ সামাজিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে।"

এ বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২০০ পরীক্ষার্থী হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫০০ হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিনী রমণীর সংখ্যা কলিকাতায় ৮টী পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, আমরা অবগত হইলাম এলাহাবাদে আর ৪ টী বালিকা উক্ত পরীক্ষা দিয়াছেন। বোম্বাইয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কলিকাতার প্রায় অর্দ্ধেক, কিন্তু মান্দ্রাজে প্রায় দেড় গুণ।

ইটালীর পোটিয়ার নামক স্থানে আর একটী রোমীয় নগর খনন করিয়া বাহির করা হইয়াছে। তন্মধ্যে দীর্ঘে ২২৮ এবং প্রস্থে ১৪৬ হস্ত এক বৃহৎ মন্দির দৃষ্ট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন গৃহ, নাট্যশালা, স্নানাগার, খোদিত মূর্ত্তি এবং লৌহ ও পিত্তল গঠিত আশ্চর্য্য বস্তু সকলও বহুসংখ্যক আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আরাবী পাসার যে সৈনিক বিচার হয়, তাহাতে তিনি বিদ্রোহী সপ্রমাণ হইয়া প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মিশরের খেদিব তৎপরিবর্ত্তে নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু যদি তিনি মিশরে ফিরিয়া আসেন, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। আরাবীজিৎ কয়েকজন সিপাহীকে ইংলণ্ডে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। অদ্ভুত প্রদর্শনের বস্তুর ন্যায় তাহাদিগকে দেখিবার জন্য বিলাতের লোকদিগের মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে।

কোন সংবাদ পত্রে দেখা গেল, অনেক ফরাসী মাডাগাস্কার দ্বীপে বড় ধূর্ত্তামি খেলিতেছেন। তাঁহারা তত্রত্য ভূস্বামীদিগের মধ্যে তিনরঙের ফরাসী রাজপতাকা বিতরণ করিতেছেন এবং তাহার রসিদস্বরূপ যে কাগজ লইতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের বিষয় সম্পত্তি ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে প্রদত্ত হইল, বলিয়া লিখাইয়া লইতেছেন, ভূস্বামীগণ এই কৌশল না বুঝিয়া কাগজে স্বাক্ষর করিতেছেন। মাডাগাস্কারের রাজ্ঞী রাণাবোলো ইহার প্রতিবিধানার্থ ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে রাজদূত পাঠাইয়াছেন।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম লাহোরে ৫ টী খৃষ্টীয় রমণী মিলিয়া একটী সভা করিয়াছেন। পঞ্জাবে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধন ইহার অন্যতর উদ্দেশ্য।

আমাদিগের পাঠিকাগণ শুনিয়া অবশ্যই আনন্দিত হইবেন সুপণ্ডিতা রমাবাই দেশীয় রমণীগণের অগ্রণী

হইয়া স্বদেশের হিতসাধন কল্পে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে বোম্বাই স্ত্রীসমাজে অতি শুভকর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে, অনেকে তাঁহার কার্য্যের সহায়তা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। কিছু দিন হইল তিনি বোম্বাই প্রার্থনা সমাজে বহুসংখ্যক শ্রোতৃবর্গের মধ্যে আসন গ্রহণ পূর্ব্বক ব্যাখ্যার সহিত পুরাণ পাঠ করেন। আর একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন, তাহার উদ্দেশ্য স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধন জন্য একটী নারী সমাজ সংস্থাপন। আমরা বরাবর বলিতেছি স্ত্রীলোকগণের চেষ্টা ব্যতীত স্ত্রীসমাজের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে না। ঈশ্বর কৃপায় সেই সময়ের পূর্ব্বাভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। আমাদের বঙ্গীয় রমণীগণের মধ্যে দুই এক জনও এরূপ মহৎ কার্য্যে জীবন সমর্পণে কি সমর্থ হইবেন না?

করুণাময় পরমেশ্বর কি অপার কৌশল প্রকাশ করিয়া শিশুসন্তানের জীবন পোষণের জন্য মাতৃ স্তনদুগ্ধের সৃষ্টি করিয়াছেন, অনেক সভ্য ও পণ্ডিতাভিমানী লোক ইহার উপর কারীকুরী খাটাইতে গিয়া বিষম বিপত্তি আনয়ন করিতেছেন। এম টর্ণেয়ার নামে এক ফরাসী পণ্ডিত ফ্রান্সের ডাক্তারদিগের সভায় এক বক্তৃতা করিতে গিয়া বলেন ১৮৮১ সালে পারিস নগরে ৬০৮৩৬টী শিশু জন্মগ্রহণ করে, তন্মধ্যে ১৪৫৭১টী শিশুকে বিদেশে ধাত্রীগণদ্বারা পালন করিবার জন্য প্রেরণ করা হয়, তন্মধ্যে ৫০২০টী শিশু কেবল আহার দোষে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৩০৬৭টী শিশুকে "নিপলবটল" অর্থাৎ রবরের কৃত্রিম স্তন দিয়া দুগ্ধপান করান হইয়াছিল। যে সকল শিশু মাতার নিকট ছিল, তাহাদের মৃত্যু সংখ্যা অনেক কম হইয়াছে। তাঁহার মতে মাতৃস্তনদুগ্ধ শিশুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য, তাহার অভাবে চামচ দিয়া দুগ্ধ পান করান বিধেয়; নিপল-বটল যেন ব্যবহার করা না হয়।

নারীচরিত।

বিক্টোরিয়া।

আমাদিগের পূজনীয়া মহারাণীর নামে আর একটী বিখ্যাত গুণবতী রমণী ছিলেন এবং তিনিও একটী সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী ছিলেন। ইতিহাসবেত্তারা তাঁহাকে 'অরিলিয়া বিক্টোরিয়া অগষ্টা' নামে আখ্যাত করিয়াছেন। তিনি

সুবিখ্যাত রাজ্ঞী, জেনোরিয়ার সময়ে জীবিত ছিলেন এবং উক্ত রাজ্ঞী যেমন রোম মহাসাম্রাজ্যের পূর্ব্ববিভাগ করতলস্থ করিয়াছিলেন, ইনি পশ্চিম বিভাগের উপর সেইরূপ একাধিপত্য স্থাপন করেন। গল, স্পেন এবং ব্রিটেন তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এবং তৎকালীন অন্ধকারময় সময়ে তাঁহার বীরত্ব, সাধুচরিত্র এবং মহৎকার্য্য দ্বারা তিনি ইয়ুরোপের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তিনি নামে রোম সম্রাটের অধীন ছিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকালে রোমের সিংহাসনে যে ছয়জন বাদসাহ প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁহার সাহায্য ও ক্ষমতাপ্রভাবেই তাঁহাদিগের সেই উচ্চতম পদ লাভ হয়। এই সম্রাট্‌গণের প্রথমটী তাঁহার আপনার পুত্র বিকটোরিনস্‌, দ্বিতীয়টী তাঁহার পৌত্র বিকটোরিনস্‌ অগষ্টস্‌, তৃতীয়টী মেরিয়স নামে এক ব্যক্তি অতি সামান্য অবস্থা হইতে সেই উচ্চপদে উত্থিত হন, তৎপরে পষ্টিউমস ও ইলিয়েনস্‌ ইহাদিগের প্রায় সকলেই অকালে হত হন। ষষ্ঠ সম্রাট্‌ টেরিকস বিক্‌টোরিয়ার এক নিকট সম্পর্কীয়, তিনি তাঁহার প্রসাদে সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়া আবার তাঁহারই সংশোধন করিয়া কৃতজ্ঞতা ঋণ পরিশোধ করেন।

অরিলিয়া বিক্‌টোরিয়া অগষ্টা যতকাল জীবিত ছিলেন, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সম্রাট্‌ এবং তাঁহার অধীনস্থ প্রজাদিগের উপর অতুল প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং রোমের আজ্ঞাধীন হইয়া কখনই কোন কার্য্য করেন নাই। তিনি যেমন সাহসবতী, সেইরূপ বুদ্ধিমতীও ছিলেন, সৈন্যচালনা এবং রাজকার্য্য পরিচালনা উভয় বিষয়েই অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। "সৈন্যদিগের জননী" এই ভীম শান্ত রসাত্মক উপাধিদ্বারা তিনি ভূষিত হন। যেরূপ গোলযোগ ও আন্দোলনপূর্ণ সময়ে তিনি নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। জেনোবিয়া অপেক্ষা তিনি সৌভাগ্যবতী। তাঁহার জীবৎকালে তাঁহার রাজ্যের প্রজাগণ রোমের পদানত হয় নাই এবং বিজেতার জয়-গৌরব বর্দ্ধনার্থ তিনি কখনও রোমে নীত হন নাই। তাঁহার অসাধারণ গুণগ্রামের ন্যায় তাঁহার খ্যাতি ও সম্মান ইতিহাসের পত্রে অক্ষুণ্ণভাবে ও স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। ২৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহজীবন পরিত্যাগ করেন।

স্ত্রী-কবি।

(প্রথম প্রস্তাব)

পূর্ব্বে এদেশে স্ত্রীজাতির মধ্যে লেখাপড়া শিক্ষার প্রথা এতাদৃশ প্রচলিত ছিল না। পুরুষেরা যে সকল শাস্ত্র কথা উপদেশ করিতেন, তাহা শুনিয়াই তাহারা জ্ঞান,

ধর্ম্ম, সদাচার ও সুব্যবহার শিক্ষা করিতেন। বয়োবৃদ্ধা হইলে সেই সকল অভ্যস্ত জ্ঞান স্বীয় বালক বালিকা ও বধূদিগকে উপদেশ করিতেন। যে সকল গৃহিণীর অন্তঃকরণ সরস ও কবিত্বশক্তিসম্পন্ন, তাঁহারা আপন আপন বক্তব্য বা উপদেশ গুলি কবিতার আকারে ব্যক্ত করিতেন। কবিতাগুলির ভাষা ভাল নহে, কিন্তু মর্ম্ম বা উদ্দেশ্য ভাল। সেই সদুদ্দেশ্যযুক্ত স্ত্রীমুখোচ্চারিত কবিতাগুলিকে আমরা "স্ত্রীকবি" নাম দিয়াছি। গৃহস্থালী ও পাকবিদ্যা সংক্রান্ত কতক গুলি স্ত্রীকবি আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি; এক্ষণে ধর্ম্ম, জ্ঞান, নীতি ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি নানাবিষয়ের কতকগুলি স্ত্রী কবি—যাহা অদ্যাপি প্রচলিত আছে, তাহাও প্রবন্ধাকারে প্রকটিত করিব। প্রথমে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ১৫ টী কবিতার উল্লেখ করিব, অনন্তর অন্যান্য বহুবিষয়ের কবিতাও বলিব। আশা করি স্ত্রী কবির ভাষার গ্রাম্য দোষ সুরুচি সম্পন্ন পাঠক পাঠিকাগণ গ্রহণ করিবেন না।

১ম। "সোঁৎ কার্ত্তিক অঘ্রাণের আট্‌
ভাতার পুত্‌ নে ঘরে রাখ্‌।"

কার্ত্তিক মাস অতি ভয়ঙ্কর মাস। এই মাসে লোকের প্রায়ই পীড়া হয়। এই সময়ে যাহারা সাবধানে থাকে, তাহাদেরই স্বাস্থ ভাল থাকে। স্বাস্থ্যভঙ্গের বিশেষ কারণ শিশির। কিছুকাল নূতন শিশির লাগিলে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকের শরীর ভাল থাকিবার সম্ভাবনা নাই, এজন্য উল্লিখিত সময়ের রাত্রে অনাবৃত দেহে ভ্রমণ করা অথবা অনাবৃত প্রদেশে শয়ন করা অনুচিত। বিশেষতঃ নিদ্রাবস্থায় শিশির ভোগ করিলে বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। ২।৪ দিন জানালা খুলিয়া শয়ন করিলে উক্ত কথার সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবেন।

অগ্রহায়ণ মাসের অন্যূন এক তৃতীয়াংশ অতীত না হইলে শিশির পরিপক্ব হয় না এবং শরীরও শিশিরপাত সহ্য করিবার যোগ্য হয় না। এজন্য অগ্রহায়ণ মাসের অন্যূন এক তৃতীয়াংশ কাল অর্থাৎ ৮।১০ দিন শিশির সম্বন্ধে সাবধান থাকা উচিত। এ কথা বৈদ্যশাস্ত্রে বিশেষরূপে লিখিত আছে। প্রাচীনা গৃহিণীরা এই বৈদ্যশাস্ত্র সম্মত বিষয়টী আপনাদের ভাষায় গাঁথিয়া অধীনস্থ নবযুবতীদিগকে উল্লিখিত প্রকারে উপদেশ করিয়া থাকেন। সোঁৎ-সমস্ত। কার্ত্তিক-কার্ত্তিক মাস। অঘ্রাণ-অগ্রহায়ণ মাস। ভাতার-ভর্ত্তা। পুত—পুত্র। সম্পূর্ণ কার্ত্তিক মাস ও অগ্রহায়ণের ৮ দিন পর্য্যন্ত স্বামী ও পুত্র প্রভৃতিকে ঘরের মধ্যে রাখিবেক অর্থাৎ হিমের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেক।

২য়। "শেষ কার্ত্তিক অঘ্রাণের আট্‌,
খাওয়া শোয়ায় ধরাকাট্‌।"

কার্ত্তিক মাসের শেষের ৮।১০ দিন হইতে অগ্রাহায়ণ মাসের ৮।১০ দিন পর্য্যন্ত

আহার ও শয়ন সম্বন্ধে বিশেষ "ধরা কাট" অর্থাৎ ধৈর্য্য কষ্ট করা আবশ্যক। উক্ত সময়ে আহার ও নিদ্রা সম্বন্ধে যথেচ্ছাচার করিলে শীঘ্রই জ্বরাদি রোগ হইবার সম্ভাবনা। আহার লঘু ও নিদ্রা আবৃত প্রদেশে করা আবশ্যক।"

৩য়। "আঁতে তিতো দাঁতে লোণ,
পেটের ভর্‌বে তিন কোণ।
সাঁঝে সকালে বাহ্যে যায়,
তার কড়ি কি বৈদ্যে খায়।"

আঁতঅন্ত্র। লোণ—লবণ। সাঁঝ—সন্ধ্যাকাল। বাহ্যে—মলত্যাগ। (আর সব সহজ)। মধ্যে মধ্যে অন্নে অর্থাৎ থালিপেটে তিক্তরস ভক্ষণ করা, লবণ কি খড়িমাটী দিয়া দন্তধাবন করা, বায়ু-সঞ্চারোপযোগী ফাঁক রাখিয়া ভোজন করা অর্থাৎ উদর পূর্ণ করিয়া আহার না করা, প্রাতে ও অপরাহ্ণে মলমূত্র ত্যাগ করা, এই সকল যে নিয়মিতরূপে করে, তাহার পীড়া অল্পই হয়, হইলেও গুরুতর হয় না। সুতরাং তাহার অর্থ বৈদ্যে লইতে পারে না।

৪র্থ। "একবার যোগী, দুবার ভোগী,
তিন বার হলেই হলো রোগী।"

যাহারা যোগী অর্থাৎ একাহার কি অল্পাহার করেন, তাহাদের একবার মল-ত্যাগ হওয়াই সুলক্ষণ। যাহারা ভোগী অর্থাৎ নানাবিধ ও বহু আহার করেন, তাঁহাদের দুইবার বহির্দেশে যাওয়াই ভাল। ইহার অধিক হইলেই তাহা রোগ বলিয়া গণ্য করিতে হইবেক।

৫ম। "খেয়ে হাগে, শুয়ে জাগে,
সে মানুষ কি কাযে লাগে?"

আহারের অব্যবহিত পরেই বহির্দেশে যাওয়া ভাল নহে। শয়ন করিয়া জাগরণ করাও ভাল নহে। এই দুইটীই অস্বাস্থ্যের চিহ্ন। এই দুইটী থাকিলে বলিষ্ঠ হইবার সম্ভাবনা নাই।

৬ষ্ঠ। "খাই না খাই'র না খাই ভাল,
যাই না যাই'র না যাই ভাল।"

আহারের অনিচ্ছা থাকিলে অথবা বিশেষ ইচ্ছা না থাকিলে আহার করা উচিত নহে। যাইবার অনিচ্ছা কি বিশেষ ইচ্ছা না থাকিলেও যাওয়া উচিত নহে। অনুরোধ কি লোভবশতঃ অনিচ্ছা-কালে আহার করিলে এবং দুর্ম্মনায়-মান হইয়া কোন কার্য্যে গমন করিলে প্রায়ই ব্যাঘাত জন্মিতে দেখা যায়।

৭ম। "ক্ষিদে লাগে ত খা।
মন সরে ত যা।"

শরীরে কিঞ্চিৎ অসুখ সত্ত্বেও যদি ক্ষুধার উদ্রেক থাকে—ত খাওয়ায় হানি হয় না। সন্দেহ না করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে যেখানে যাওয়া যায়, সে যাওয়া ভাল।

৮ম। "জ্বর আর পর,
খেতে না পেলে উঠে দেয় রড়।"

জ্বর হইলে লঙ্ঘন দেওয়া অর্থাৎ আহার ত্যাগ সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। প্রায়ই লঙ্ঘন দ্বারা জ্বর ত্যাগ হইয়া থাকে। পর অর্থাৎ নিঃসম্পর্ক ব্যক্তি আহার না পাইলে পলায়ন করে, সেইরূপ

জ্বরও আহার না পাইলে পলায়ন করে। (রড়=পলায়ন।)

৯ম। "ছেলে হাগে বাঁচতে,
বুড়ো হাগে মরতে।"

বালকের বার বার বহির্দেশ যাওয়াই ভাল। কেন না, তাহারা বহুবার আহার করে। যাহারা বৃদ্ধ, তাহাদের বহুবার বহির্দেশে যাওয়া রোগের কারণ। ইহার দ্বারা আবার এক উপদেশ পাওয়া যাইতেছে যে বালকের মল কুপিত হই-লেই বিরেচক অর্থাৎ জোলাপ দিবেক, কিন্তু বৃদ্ধের মল বদ্ধ হইলে সহসা বিরে-চক প্রয়োগ করিবেক না।

১০ম। "যখন ইচ্ছা তখন খায়
যদি সকালে নায়,
যখন ইচ্ছা তখন শোয়
যদি ঘুম যায়।"

অন্নাহারের বিলম্ব দেখিলে স্নানে বিলম্ব করিবেক না। স্নান প্রাতেই ভাল। তাহাহইলে পরে যখন ইচ্ছা আহার করা যাইতে পারে। শয়ন করিবা মাত্রেই যাহার নিদ্রা আইসে—তাহার শয়ন কাল অতি-ক্রম করায় স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় না।

১১শ। "শেষে শোয় আগে উঠে *
বৈদ্যের বল ক্রমে টোটে।"

যে ব্যক্তি কিঞ্চিৎ অধিক রাত্রে শয়ন ও প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করে, ক্রমেই শরী-রের সুস্থতা লাভ করিতে থাকে। সুতরাং তাহার নিকট বৈদ্যের পরাক্রম হ্রাস হইতে থাকে। নিদ্রার আধিক্য ত্যাগ ও প্রত্যূষে গাত্রোত্থান যে স্বাস্থ্যকর তাহা চিকিৎসকেরাও বলিয়া থাকেন।

১২শ। "সময়ে যদি ঘাম ঝরে
ছত্রিশ রোগ অমনি মরে।"

উপযুক্ত পরিশ্রম করিলে (ঘর্ম্ম বাহির হওয়াই পরিশ্রমের শেষ সীমা) যে ঘর্ম্ম হয়, সেই ঘর্ম্ম দ্বারা ৩৬ প্রকার রোগ নষ্ট হয়। অর্থাৎ ব্যায়াম চর্চ্চা করিলে শরীর নীরোগ থাকে, এবং সঞ্চিত রোগ সকল নষ্ট হইতে থাকে।

১৩শ। "খাবে যদি খোকা,
রুকা শুকা ভুকা।"

শরীর অসুস্থ হইয়াছে অথচ ক্ষুধা আছে এমত স্থলে রুকা অর্থাৎ নির্জ্জল লঘু, রুক্ষ ও শুষ্ক আহার করিবেক এবং ভুকা অর্থাৎ ক্ষুধা থাকে—এরূপ পরিমাণ আহার করিবেক। সেরূপ আহার করিলে পীড়া বৃদ্ধি হইবে না।

খোকা—বালক।

১৪শ। "মনের কোঁচকায় বাড়ে শোক,
ম্লেচ্ছাচারে বাড়ে রোগ।"

কোঁচ্‌কা—অর্থাৎ কুটিলতা। মন কুটিল হইলে সর্ব্বদা নানা প্রকার তাপ জন্মে। তাহাতে শরীর মন কিছুই সুস্থ থাকে না। ম্লেচ্ছাচার—মলিন ব্যবহার। সর্ব্বদা মলিন ব্যবহার করিলে নানা-প্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে। যিনি

* ইংরাজী মত অনুসারে বলিতে হইলে
"আগে শোয় আগে উঠে,
স্বাস্থ্য, ধন, বিদ্যা লুটে॥"

সুখ সচ্ছন্দে থাকিতে বাঞ্ছা করেন, তিনি সর্ব্বদাই মন সরল ও শরীর পরিষ্কার রাখিবেন।

১৫ শ্। "দশ বৈদ্য এক আগুন,
শুক্‌নো ঘরের বড় গুণ।"

এক কুণ্ড অগ্নি আর দশ জন বৈদ্য সমান অর্থাৎ সমান ব্যাধিনাশক এবং শুষ্ক ও বায়ুসঞ্চারযুক্ত গৃহের অনেক গুণ অর্থাৎ তাদৃশ গৃহে থাকিলে অতি অল্পই পীড়া হয়। গৃহে অগ্নি রাখিলে যে পীড়াজনক বায়ু বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা তৎকালের গৃহিণীরা যে কিরূপে জানিয়া ছিলেন—তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। যাহা সহস্র সহস্র বিজ্ঞানবিৎ চিকিৎসকের জ্ঞানের সমষ্টি, তাহাই অনক্ষরা স্ত্রীজাতির একটী খণ্ড কবিতায় পাওয়া গেল, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ক্রমশঃ।

আশ্চর্য্য বৈদ্যুতিক ঘটনা।

(গত প্রকাশিতের পর)

সমুদ্রে ঝটিকাপাত হইলে এক প্রকার বৈদ্যুতিক জ্যোতি প্রায় সচরাচর দেখা যায়; ইহাকে 'নাবিক দীপ' অথবা 'সেণ্ট এলমোর অগ্নি' বলে। প্লিনী এবং সেনেকার গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়, প্রাচীন রোমক নাবিকেরা তাহাদিগের জাহাজের চতুর্দ্দিকে এই জ্যোতি দীপ্তিমান হইতে দেখিত। আধুনিক কুসংস্কারাবিষ্ট ইউরোপীয় মাল্লাগণ বিশ্বাস করে যে তাহাদিগের রক্ষক দেবদূত সেণ্ট এল্‌মো এই জ্যোতি দ্বারা তাঁহার অধিষ্ঠান প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের ভয় নিবারণ করেন। কলম্বস যখন পশ্চিম ভারত দ্বীপপুঞ্জে দ্বিতীয়বার যাত্রা করেন, তখন এক রজনীতে হঠাৎ প্রবল বায়ু বহিতে লাগিল এবং জাহাজের লোক সকল অত্যন্ত ত্রাসিত হইল। কিন্তু যখন মাস্তলের শিরোদেশে এই বৈদ্যুতিক জ্যোতি সকল ক্রীড়া করিতে করিতে জাহাজের গুণরজ্জু সকলকে স্বর্ণোজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিতে লাগিল, তখন তাহারা স্বর্গীয় রক্ষককে নিকটে অনুভব করিয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। ফার্ণাণ্ডো কলম্বস এই বিষয় বর্ণনা করিতে করিতে লিখিয়াছেন "সেই শনিবারের রজনীতে সেণ্ট এল্‌মো সাতটী প্রজ্বলিত মশাল হস্তে সর্ব্বোচ্চ মাস্তলের উপর দৃশ্যমান হইলেন। যেমন বৃষ্টি তেমনি ঘন ঘন বজ্রপাত হইতেছিল। নাবিকেরা এই আলোক সকলকে সেণ্ট এল্‌মোর দেহজ্যোতি জানিয়া স্তোত্র ও গাথা গান করিতে লাগিল। তাহারা নিশ্চয় জানিত যে ঝঞ্ঝাবাত, সময়ে তাঁহার আবির্ভাব হয়, তাহাতে কোন

অনিষ্টপাত হইতে পারে না। "ভূবেষ্টক মাগেলানের সমুদ্র যাত্রা সময়েও এই রূপ কুসংস্কারোক্তি বর্ণিত আছে। ফল কথা এই, এরূপ সময়ে বায়ুতে বহুল পরিমাণে তাড়িত সঞ্চিত হয় এবং তাহা অগ্নিশিখাকারে বহির্গত হইয়া বায়ুমণ্ডলের সাম্যভাব উৎপাদন করে। এই নিরাপদ অগ্নি জাহাজের মাস্তুল ও রজ্জুতে যেমন কম্পমান হইতে হইতে চলিতে থাকে, সেইরূপ খোলা তরবারি প্রভৃতির সূক্ষ্মাগ্রেও দৃষ্ট হয়। বৃষ্টি ও বরফপাতের সময়, তাহাদিগের এক এক ফোঁটা যেন জ্বলিতে জ্বলিতে পড়িতেছে বোধ হয়।

তাড়িত পরিচালক অর্থাৎ লোহার শিক উদ্ভাবন বিজ্ঞানের একটী মহৎ কীর্ত্তি এবং ইহাদ্বারা মনুষ্য-সংসারের যে কত উপকার হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। প্রাচীন কালে মানবগণ উচ্চ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না, সর্ব্বদাই বজ্রপাত ভয়ে সশঙ্ক থাকিতে হইত, অনেক সময় ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইতে হইত এবং লোকে আপনার অজ্ঞানতার ফলকে দেবকোপের কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করাতে তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিত না। বিনিস্ নগরে সেণ্ট মার্কের স্তম্ভ সম্বন্ধীয় ঘটনা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। এই স্তম্ভ ৩৬০ ফিট উচ্চ ছিল এবং তাহার শিরোদেশ পিরামিড আকারে নির্ম্মিত হয়। ১৩৮৮ সালে এই শিখর বজ্রাঘাতে ভগ্ন হইয়া যাওয়াতে কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হয়। ১৪১৭ সালে ইহাতে আবার বজ্রপাত হয় এবং ১৪৮৯ সালের বজ্রাঘাতে ইহা এককালে দগ্ধ হইয়া যায়। তৎপরে প্রস্তরদ্বারা তাহা গঠন করা হয়, কিন্তু ১৫৪৮, ১৫৬৫ ১৬৫৩ এবং ১৭৪৫ সালে ইহার উপর পুনঃ পুনঃ অশনি পাত হয় এবংশেষোক্ত বারে ইহা ৩৭টী স্থানে ভগ্ন হইয়া ধ্বংসপ্রায় হয়। ১৭৬১ ও ৬২ সালেও এইরূপ দুর্ঘটনা হয়, কিন্তু ১৭৬৬ সালে একটী লৌহ শিক ইহার সহিত সংযুক্ত করাতে তদবধি ইহা নিরাপদ হইয়া আছে। বিনিস্ সাধারণ তন্ত্রের প্রভূত পরিমাণ বারুদ সেণ্ট নাজেয়ার ধর্ম্মমন্দিরের নিম্নস্থ গৃহে সঞ্চিত ছিল, ১৭৬৭ সালের আগষ্ট মাসে মন্দির বজ্রাহত হইয়া তাড়িত প্রবাহ নিম্নস্থ গৃহে উপনীত হয় এবং তৎক্ষণাৎ আড়াই হাজার মণের অধিক বারুদ জ্বলিয়া নগরের ষষ্ঠ অংশ ধ্বংস ও ৩০০০ লোকের প্রাণ বিনষ্ট করিয়া দেয়। ১৭৮২ সালের প্রবল ঝড়ে গ্রেগ নগরের বারুদখানার উপর ঘন ঘন বজ্রনাদের সহিত বিদ্যুৎপাত হইতে লাগিল, শব্দ শ্রবণে তত্রত্য প্রহরী অচৈতন্য হইয়া পড়িল, কিন্তু বারুদখানার কোন অনিষ্ট হইল না। দূর হইতে কতকগুলি কৃষক দেখিতেছিল মেঘ হইতে বিদ্যুৎ নামিয়া বারুদখানায় সংলগ্ন শিকের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। শিকের মধ্যে পথ পাইয়া বারুদরাশি অতি নিকটে থাকিলেও তাহা স্পর্শ করে

নাই। এরূপ ঘটনা আরও কত হইতেছে। শিক থাকা না থাকার ফল ইহা দ্বারা বিলক্ষণ বুঝা যায়।

বিদ্যুৎ ও বজ্রের সহিত মনুষ্যের আদিম কাল হইতে পরিচয় আছে এবং প্রাচীনকালের লোকেরা ইহাকে আয়ত্ত করিবার এবং ইহার অনিষ্টপাত হইতে মুক্ত হইবার জন্য অনেক উপায়ও অবলম্বন করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। প্লিনি বলেন রোমের দ্বিতীয় রাজা নিউমা পম্পিলিয়াস আকাশ হইতে অগ্নি আনয়ন করিবার গুপ্তবিদ্যা জানিতেন, অন্যতম রাজা টলস্ হষ্টিলিয়স্ এই প্রক্রিয়া করিতে গিয়া বজ্রাহত হইয়া মরেন। প্লিনি আরও বলেন পার্থিব পদার্থের মধ্যে লরেল নামক গাছ বজ্রাহত হয় না, এইজন্য আপোলা দেবের মন্দির ইহা দ্বারা আবৃত ছিল। শ্বেত দ্রাক্ষারও এইরূপ গুণ বর্ণিত আছে। আমাদিগের দেশে 'বাজবারণ' নামে এক-প্রকার কণ্টক বৃক্ষ আছে, অনেক স্থানে ইহাকে 'তেকাটা নিজে' বলে। ইহার বজ্র নিবারণের শক্তি আছে বিশ্বাস করিয়া অনেকে গৃহের ছাদ প্রভৃতির উপর ইহা রোপণ করিয়া থাকে। প্রাচীনেরা ধাতুর তাড়িত-পরিচালকতার বিষয় যে জ্ঞাত ছিলেন, স্থানে স্থানে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। রোমে জুনো দেবীর মন্দির এবং জারুজেলেমে ইহুদিদিগের উপাসনা মন্দিরে কখনও বজ্রপাত হয় নাই, এবং ঐ মন্দিরদ্বয় সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা পাঠ করা যায়, তাহাদিগের ছাদ ধাতুর পাত দিয়া মোড়া ছিল, তাহার চারিধারে গিল্‌টি করা লৌহদণ্ড সকল সজ্জিত ছিল এবং ধাতুর নল দ্বারা ছাদ নিম্নস্থ পর্ব্বত গুহার সহিত সংলগ্ন ছিল। প্রসিদ্ধ ইহুদী ইতিহাসবেত্তা জোজেফস বলেন পক্ষী সকল ছাদে বাসা করিতে না পারে, এইজন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু ইহার যে আরও গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল তাহা এক্ষণে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে। ভারতবর্ষের দেবমন্দির মাত্রেরই চূড়াতে ত্রিশূল, শিক বা চক্র প্রভৃতির ন্যায় কোন না কোন ধাতুদ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহা দ্বারাও বজ্রপাত নিবারিত হইয়া থাকে। কোন কোন তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতের মতে মন্দিরের চূড়া হইতে মৃত্তিকা পর্য্যন্ত দীর্ঘ শিক সংলগ্ন করিলে যে ফল, একটী ত্রিশূল দ্বারাও সেই ফল লাভ হইয়া থাকে—ত্রিশূলের এক সূক্ষ্মাগ্র দিয়া যে বিদ্যুৎ প্রবেশ করে, অন্য সূক্ষ্মাগ্র দ্বারা তাহা বহির্গত হইয়া যায়। ইহা ঠিক হইলে প্রাচীন হিন্দুগণের বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। যাহাহউক বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ আকাশের বিদ্যুৎকে দাস্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া অসাধ্য-সাধনও মানবজাতির অশেষ সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতেছেন। নগর সমুজ্জ্বলকারী বৈদ্যুতিক আলোক, দ্রুততম সংবাদবাহী তাড়িত বার্ত্তাবহ, নানাবিধ যন্ত্র পরিচালক তাড়িত বল এবং রাসায়নিক অশেষ কার্য্যসাধক তাড়িত তেজ তাহাদিগের বিদ্যাবত্তার পরিচয় দান করিতেছে। তাড়িতের আরও কত অদ্ভুত শক্তি যে ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

উত্তর হিম মণ্ডল আবিষ্কার॥

পূর্ব্বকালে হিন্দুগণ বিদেশ যাত্রা করিতেন এবং দূরস্থ অনেক দেশ আবিষ্কার করিয়া তাহাদিগের সহিত বাণিজ্যাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহারা উত্তরে রুসিয়া পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। কাস্পিয়ান সাগরের তীরে হিন্দু উপনিবেশী দিগের নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে এবং হিন্দু ভূগোলে উত্তর কুরুবর্ষ যাহাকে বলে, তাহা রুসিয়া বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু হিন্দুগণ কর্ত্তৃক দূরবর্ত্তী স্থান সকল পাণ্ডববর্জ্জিত বলিয়া পরিত্যক্ত হইত, সুতরাং হিমমণ্ডলের দিকে তাঁহারা যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহা বড় সম্ভব নহে। হিমমণ্ডলের জলবায়ু ও স্বাভাবিক দৃশ্য, গ্রীষ্ম মণ্ডলের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইউরোপীয় আবিষ্কর্ত্তা ও নাবিকগণ বহুক্লেশ ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এবং সময় সময় জীবন-বিসর্জ্জন দিয়া ইহার নানা অংশ আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই সকলের বিবরণ পাঠে পাঠিকাগণের কৌতূহল ও জ্ঞানবৃদ্ধি হইবে, এই আশায় আমরা তাহার ইতিবৃত্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমাদিগের পাঠিকাগণ আমেরিকার আবিষ্কারে অবগত হইয়াছেন ১৪৯২সালে কলম্বস্, স্পেনের পালস বন্দর হইতে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করেন, ভারতবর্ষে আগমন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তৎ পরিবর্ত্তে অজ্ঞাত এক নূতন পৃথিবী আবিষ্কার করেন। ইহার বহুকালপূর্ব্বে স্কানডিনেবীয় জাতি * আমেরিকার সহিত পরিচিত ছিল। তাহারা নবম শতাব্দীতে গ্রীনলণ্ডে আগমন করে এবং খৃষ্টীয় ৯৮৫ সালে তথায় উপনিবেশ স্থাপন করে। তথা হইতে তাহারা আরও পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া লাব্রাডোর, নবাস্কাসিয়া ও নিউ ফাউণ্ডলণ্ডের তীর হইতে ইউনাইটেড্ ষ্টেটের অন্তর্গত বর্ত্তমান রোড আইলাণ্ড পর্য্যন্ত আবিষ্কার করে। শেষোক্ত প্রদেশে তৎকালে বন্য দ্রাক্ষা প্রচুর পরিমাণে জন্মিত, এই জন্য ইহাকে দ্রাক্ষাভূমি বলিয়া অভিহিত করে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে অনেক দুর্ঘ-

* নরওয়ে ও সুইডেনের প্রাচীন নাম স্কানডিনেবিয়া, উহার অধিবাসীদিগকে স্কানডিনেবীয় বলে।

টনা হেতু তাহাদিগের গ্রীনলণ্ডস্থ উপনিবেশ বিনষ্ট হয় এবং তৎকালে স্কানডিনেবিয়ার সহিত ইউরোপের দাক্ষিণাত্য সভ্য জনপদ সকলের যোগ অতি অল্পই ছিল। সুতরাং তাহার অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক পশ্চিম মহাদ্বীপ যে বহুপূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহা সভ্য ইউরোপীয় গণের জ্ঞান গোচর হয় নাই।

কলম্বস কর্ত্তৃক আমেরিকা আবিষ্কৃত হইবার পর আমেরিকার উত্তরাংশ পুনরাবিষ্কৃত হইতে লাগিল। ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের অংশ লাভ জন্য ইংরাজ বণিকগণ অত্যন্ত লোলুপ ছিলেন। পৃথ্বীশ্বর পোপ এই ভারতবর্ষ গমনের পূর্ব্বদিক্‌স্থ পথ পর্টুগিজ দিগকে এবং পশ্চিম পথ স্পেনীয় দিগকে দান করিয়া ছিলেন, সুতরাং উত্তর পশ্চিম দিক্ দিয়া সহজে পূর্ব্ব রাজ্যে উপনীত হওয়া যায় কি না, তৎপরীক্ষার জন্য ইংরাজেরা উদ্যত হইলেন। ইংলণ্ডের মধ্যে ব্রিষ্টল প্রথম বাণিজ্য বন্দর, তথা হইতে ১৪৯৭ সালে জন কিবাষ্টিয়ান ও তাঁহার পুত্র ক্যাবট ভারতবর্ষ আবিষ্কারার্থ উত্তর পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং লাব্রাডোর হইতে বার্জ্জিনিয়া পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিলেন। ইহাতে তাঁহাদিগের মূল উদ্দেশ্য সকল হইল না বটে, কিন্তু তাঁহারা ইংলণ্ডের বিপুল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের মূল পত্তন করিলেন।

১৪৯৮ সালে সিবাষ্টিয়ান-ক্যাবট পুনরায় একাকী যাত্রা করেন, কিন্তু তাহাতে অধিক ফলোদয় হয় নাই। পরে ১৫১৬ ও ১৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বর অষ্টম হেনরীর ব্যয়ে তিনি পুনরায় আমেরিকায় যাত্রা করেন এবং সম্ভবতঃ ডেবিস ও হডসন নামখ্যাত উপাসাগর দ্বয় আবিষ্কার করেন।

১৫২৩ ও ২৪ সালে ফরাসী নাবিক বেরাজিনী ও কার্টিয়ার উত্তর পশ্চিম পথ আবিষ্কার করিতে গিয়া আমেরিকার আরও কোন কোন স্থান দর্শন করেন। ১৫৪৯ সালে ক্যাবট ইংলণ্ডের মহানাবিক (Grand Pilot) উপাধি প্রাপ্ত হন। তখন তিনি বৃদ্ধ, সেই বয়সে তাঁহার মনে একটী নূতন কল্পনার উদয় হইল অর্থাৎ ইউরোপের উত্তর পূর্ব্ব দিক্ দিয়া চিনে যাইতে পারা যায়। তদনুসারে ১৫৫৩ সালে সার হিউজ উইলোবি, চান্সেলর এবং ডরফোর্টের অধীনে বহুব্যয়ে ৩ খানি অর্ণবপোত সজ্জিত হইয়া বহির্গত হইল। নরওয়ের উপকূলে সেনজান নামক এক দ্বীপের নিকট এক রাত্রে মহা ঝড় হয়, তাহাতে জাহাজ সকল পরস্পর হইতে যে বিচ্ছিন্ন হইল, আর একত্র হইতে পারিল না। উইলোবি ও ডরফোর্ট নবাজেমলা দ্বীপে উপনীত হন এবং অবশেষে শ্বেত সাগরের পশ্চিমে লাপলণ্ডের নিকটে আসিয়া সদলে বরফাবৃত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। আডমিরাল নামক জাহাজে তাঁহাদিগের দৈনিক বিবরণ ও একখানি উইল পত্র পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা

বোধ হয় তাঁহারা ১৫৫৪ সালের জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত বহুকষ্টে জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করেন আহার, পরিচ্ছদ এবং অগ্নি সংগ্রহের অনভিজ্ঞতাবশতঃ তাঁহাদিগের মৃত্যু হইয়াছিল।

যাত্রীদিগের মধ্যে চান্সেলর দৈব ঘটনায় রক্ষা পান। তিনি ঝটিকা অতিক্রম করিয়া অবশেষে শ্বেত সাগরস্থ সেণ্ট নিকোলাস দ্বীপে উপস্থিত হন। তথা হইতে মস্কৌ নগরে আসিয়া রুসিয়েশ্বর ইবানবাসিলোবিয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং আপনাদিগের কোম্পানির অনুকূলে কতকগুলি অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৫৫৪ সালে তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হন এবং রাজ্ঞী মেরীর দূত হইয়া রুসিয়াতে গিয়া বাণিজ্য সম্বন্ধীয় এক সন্ধি স্থাপন করেন। তৎপরে এক রুসীয় দূতের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় শ্বেত সাগর হইতে সমুদ্র যাত্রায় বহির্গত হন। কিন্তু প্রত্যাগমনকালে নরওয়ের নিকট দুই খানি জাহাজ ভগ্ন হয়, অবশিষ্ট জাহাজ প্রবল ঝটিকাবেগে তাঁহাদিগকে লইয়া স্কটলণ্ডের পিট্‌সলিগো উপসাগরে আসিয়া জলমগ্ন হয়। তাঁহারা এক ক্ষুদ্র পানসীতে চড়িলেন, কিন্তু তাহা বিপর্য্যস্ত হওয়াতে চান্সেলর জন্মভূমি চক্ষের সম্মুখে দেখিতে দেখিতে জলমগ্ন হইলেন, রুসীয় দূত কোন প্রকারে বাঁচিয়া গেলেন।

১৫৫৬ সালে এক দল রুসীয় উত্তর পূর্ব্ব পথ আবিষ্কারার্থ যাত্রা করেন, ষ্টিফেন বরো তাঁহাদিগের অধ্যক্ষ হন। তাঁহারা নবাজেমলা ও ওয়েগ্যাটের মধ্যবর্ত্তী প্রণালী পর্য্যন্ত আগমন করেন, কিন্তু তথায় বৃহদায়তন হিমশীলা ভাসিয়া আসিতে দেখিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হন।

বার বার এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিলেও ইংরাজগণ উত্তর দিক্ দিয়া ভারতে আসিবার আশা পরিত্যাগ করিলেন না। ১৫৭৬ সালে রাজ্ঞী এলেজেবেথের রাজত্ব কালে মার্টিন ফ্রবিসার ৩ খানি নৌকা লইয়া উত্তর আমেরিকা প্রদক্ষিণ করিবার জন্য যাত্রা করেন। তিনি গ্রিনলণ্ড ও লাব্রাডোর পর্য্যন্ত গিয়া তথা হইতে কতকগুলি উজ্জ্বল প্রস্তর আনায়ন করেন। এই প্রস্তর হইতে স্বর্ণ সংগৃহীত হইতে পারিবে এই আশায় লুব্ধ হইয়া অনেকে তাঁহাকে সাহায্য করে এবং পশ্চাৎ ৩ খানি বৃহদাকার জাহাজ লইয়া তিনি পুনরায় বহির্গত হন। তাঁহার স্বনামখ্যাত উপাসগর পর্য্যন্ত গিয়া ঝটিকা এবং হিমশীলাদ্বারা প্রতিহত হন, কিন্তু ২০০০ টন চক্‌চকে প্রস্তর লইয়া আসাতে লোকে তাঁহার কৃতকার্য্যতার প্রশংসা করিতে লাগিল। ১৭৭৮ সালে ১৫ খানি জাহাজ তাঁহার অধীনে নিয়োজিত হইল। অপরিমেয় স্বর্ণ সংগৃহীত হইবে এবং উপনিবেশ স্থাপন করা যাইবে এবার এই উভয় উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু প্রাগুক্ত প্রণালীর নিকটে

গিয়া বড় বড় জাহাজগুলি হিমগিরির আঘাতে চূর্ণ হইল, অপর পোতগুলি এরূপ ঝঞ্ঝাহত হইল যে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল। এবার ইংরাজ নাবিকদিগকে বড় আশায় নিরাশ হইতে হইল এবং প্রস্তর পরীক্ষা দ্বারা স্বর্ণ প্রাপ্তির আশাও স্বপ্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। ফ্রবিসার তৎপরে পশ্চিম ভারত দ্বীপপুঞ্জে এক জাহাজের অধ্যক্ষতা করিতে গিয়া ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধে হত হন।

উত্তর পশ্চিম পথ আবিষ্কারের ইচ্ছা ইংরাজদিগের অন্তরে পুনরুদিত হইল এবং লণ্ডনের কতকগুলি বণিক সূর্য্যালোক ও চন্দ্রালোক নামে দুইখানি জাহাজ সজ্জিত করিয়া ১৫৮৫ সালে জন ডেবিসকে প্রেরণ করেন। নবাবিষ্কৃত দেশের লোকদিগের চিত্তরঞ্জনার্থ একদল বাদ্যকরও তৎসঙ্গে প্রেরণ করা হয়। ডেবিসগ্রীনলণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিম কূলে আসিয়া এক বৃহৎ পর্ব্বত দেখিতে পান। চারিদিকে ঘোর কোয়াসা, তাহার মধ্যে যেন রৌপ্যচূড় পাহাড় শোভা পাইতেছে। নাবিকগণ আরও উত্তর পশ্চিমে প্রায় ৫৬॥ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত গিয়া ভূমি আবিষ্কার করিলেন এবং তত্রত্য অধিবাসীদিগকে সামান্য মালাকাটি ও ছুরি দিয়া চর্ম্ম ও পশম প্রভৃতি বিনিময় লইলেন। কিন্তু এক ঝটিকা হেতু এই অধিবাসিগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহারা অবশিষ্ট সময় কম্বর্লাণ্ড সাউণ্ড এবং ফ্রবিসার ও হডসন্স প্রণালীর প্রবেশপথ আবিষ্কারে অতিবাহন করিলেন।

সন্তানের উপর মাতার প্রভাব।

একবার একজন বাঙ্গালি ভদ্রলোক পঞ্জাবদেশে গিয়া একটী বক্তৃতার মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে কিছু বলিয়াছিলেন। একটী পঞ্জাবী যুবক একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নানা বিষয়ক কথোপকথনের মধ্যে উক্ত বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিবার প্রয়োজন কি? তাহারা কি উপার্জ্জন করিয়া পয়সা আনিবে?" উক্ত ভদ্রলোকটী স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনেক কথা বলিলেন। বলিলেন, শিক্ষা কেবল অর্থোপার্জ্জনের জন্য নয়, মানসিক উন্নতি করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। রমণীগণ অশিক্ষিতা থাকিলে পরিবার ও জনসমাজ সুখের স্থান হয় না, ইত্যাদি। ইহার কোন কথাই ঐ পঞ্জাবী যুবক সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল না। ভদ্রলোকটী তখন একপ্রকার নিরাশ হইয়া তাহাকে সেদিন বুঝাইবার প্রয়াস পরিত্যাগ করিলেন। অবশেষে

তাঁহারা দুইজনে আরও নানাবিষয়ে কথোপকথন করিতে করিতে পরিভ্রমণার্থ বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে বাঙ্গালি ভদ্রলোকটী এক খণ্ড পতিত ভূমি ও তদুপরি অর্দ্ধ-নির্ম্মিত একটী বাড়ী দেখিতে পাইলেন। তখন হঠাৎ স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ক তর্কটী তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তিনি পঞ্জাবী যুবকের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা মনে কর, তিন খণ্ড ভূমি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। তাহার মধ্যে একখণ্ড ভূমিতে বাড়ী প্রভৃতি কিছু নাই; আর এক খণ্ডে একটী পুরাতন বাড়ী আছে, কিন্তু তাহা তোমাকে ভাঙ্গিতে হইবে, না ভাঙ্গিলে তোমার আবাসযোগ্য বাড়ী নির্ম্মিত হইবে না; তৃতীয় খণ্ড ভূমিতে অর্দ্ধেক বাড়ী নির্ম্মিত আছে, তাহাতে কিঞ্চিৎ ব্যয় করিলেই তোমার প্রয়োজনানুরূপ একটী গৃহ নির্ম্মিত হইতে পারে, বল দেখি, ইহার মধ্যে কোন্ ভূমি খণ্ড তুমি কিনিবে? সে ব্যক্তি একেবারে বলিল যে ভূমি খণ্ডে অর্দ্ধ-নির্ম্মিত বাটী আছে আমি তাহাই কিনিব, কারণ তাহাতে আমার প্রয়োজনানুরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে ব্যয়ের লাঘব হইবে। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি দ্বিতীয় ভূমি খণ্ড কিনিবে কি না? সে ব্যক্তি বলিল "না, তাহাতে আমার লাভ কি? পুরাতন বাড়ী ভাঙ্গিতে আমার বৃথা ব্যয় ও পরিশ্রম হইবে, তদপেক্ষা আমার খালি জমি ক্রয় করাই ভাল।" তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন, "এখন ভাবিয়া দেখ দেখি, তুমি তোমার সন্তানদিগকে যেরূপ শিক্ষা দিতে চাও, তোমার স্ত্রী যদি তাহার অর্দ্ধেক করিয়া দিতে পারেন তাহা ভাল, কিম্বা অশিক্ষিতা জননী যে সকল ভ্রম, কুসংস্কার প্রভৃতি শিক্ষা দেন, তাহা ভাঙ্গিয়া পুনরায় নূতন করিয়া গড়িবার পরিশ্রম স্বীকার করা ভাল?" এই যুক্তিটী হঠাৎ ঐ পঞ্জাবী যুবকের মনে লাগিয়া গেল। সে বলিয়া উঠিল, "বুঝিয়াছি জননী শিক্ষিতা না হইলে সন্তানদিগকে প্রকৃতরূপে শিক্ষিত করিয়া সাধুপথে আনা যায় না।"

সুশিক্ষিতা, সচ্চরিত্রা, সংযতচিত্তা, বিবেকপরায়ণা মাতার ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইলে যে সন্তানদিগের কি লাভ হয়, তাহা এখনও আমাদের দেশের লোক সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারিতেছেন না।

কিছুদিন হইল একজন একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে জগতে যত মহাজন যে যে সদ্‌গুণের জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন, অধিকাংশ স্থলে, এরূপ দেখা গিয়াছে যে তাঁহাদের জননীগণ ঐ সকল চরিত্রের গুণে মহৎ ছিলেন।

একবার একজন ইংরাজ যুবক জাহাজের নাবিক হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করে। স্বদেশ পরিত্যাগের সময় তাহার

ধর্ম্মপরায়ণা মাতা স্বহস্তে কতকগুলি ধর্ম্ম-নিয়ম লিখিয়া তাহাকে দেন, এবং মধ্যে মধ্যে সেইগুলি দেখিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সন্তানের বিদেশ যাত্রার কিছুকাল পরেই উক্ত ধর্ম্মশীলা রমণী পরলোকগত হন, এবং ঐ যুবক কুসঙ্গে পড়িয়া নিতান্ত বিকৃত হইয়া যায়। অসৎ ও দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইয়া বহুবৎসর কাটিয়া গেল, তাহার সংশোধনের আর কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। সে যেন গভীর হইতে গভীরতর পাপের কূপে অবতরণ করিতে লাগিল। অবশেষে মাতার মৃত্যুর পঞ্চদশ কি বিংশতি বৎসর পরে একদিন সে আপনার বস্ত্র ও পুস্তকাদি পুনঃসজ্জিত করিতে গিয়া হঠাৎ মাতার হস্তলিখিত সেই কাগজখানি দেখিতে পাইল। সেই খানি দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র তাহার বাল্যকালের সকল কথা মনে পড়িয়া গেল; হঠাৎ জননীর স্নেহপূর্ণ পবিত্র মুখচ্ছবি যেন হৃদয়পটে অঙ্কিত দেখিতে পাইল। তাহার বোধ হইল যেন তাহার দুষ্কৃতি দেখিয়া মাতা বিষণ্ণ বদনে সেই ধর্ম্ম-নিয়মগুলি দেখিবার জন্য তাহাকে পুনরায় অনুরোধ করিতেছেন। এই ভাবটী মনে আসাতে তাহার চিত্তকে এতদূর চঞ্চল করিয়া তুলিল যে সে বালকের ন্যায় দুই হস্তে মুখ আবরণ করিয়া আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। সেইদিন হইতেই তাহার পুনর্জ্জন্ম। তদবধি সে সমুদায় পাপ কার্য্য পরিত্যাগ করিল এবং আপনার চরিত্র সংশোধন করিবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিল। ধর্ম্মপরায়ণা মাতাকে স্মরণ করিয়াই সন্তান বাঁচিয়া যায়।

একজন মহৎলোক লিখিয়া গিয়াছেন যে তিনি যখন পঞ্চম কি ষষ্ঠ বর্ষীয় শিশু, তখন তাঁহার পিতা তাহাকে বাড়ী হইতে কিয়দ্দূরে লইয়া গিয়া একাকী ঘরে ফিরিয়া আসিবার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনি আসিতে আসিতে দেখিলেন যে অপর কতকগুলি বালক জলের পার্শ্বে একটী কূর্ম্মশিশুকে প্রহার করিবার চেষ্টা করিতেছে, তিনিও প্রহার করিবার জন্য যষ্টি উত্তোলন করিলেন, কিন্তু কে যেন হঠাৎ নিষেধ করিল। তিনি স্বীয় মাতার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! আমাকে কে বাধা দিল?" জননী তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া ও মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন "বাবা! লোকে উহাকে বিবেক বলে, কিন্তু আমি বলি যে পরমেশ্বর তোমার প্রাণে থাকিয়া তোমাকে অসৎ কার্য্য হইতে নিরস্ত করিলেন।" উক্ত মহৎলোক বলিয়াছেন যে ঐ দিনের ঘটনাটি ও মাতার ঐ উপদেশটী আজন্ম তাহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল, এবং তাঁহাকে চিরকাল ধর্ম্মপথে থাকিতে উৎসাহিত করিয়াছে।

মার্কিন দেশের আর একজন সুপ্রসিদ্ধ লোক সম্প্রতি পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি অতিশয় দীনদরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও নিজ চরিত্র ও বুদ্ধিবিদ্যার গুণে সে দেশের সর্ব্বোচ্চপদে অধিরোহণ

করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনচরিতে লিখিত আছে, যে তিনি যখন যৌবনের প্রারম্ভে জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণা মাতা তাঁহাকে কেবল একটী কথা বলিয়াছিলেন "ন্যায়পরায়ণ হইতে সর্ব্বদা সাহসী হইও।" তিনি জননীর এই উপদেশটীকে বেদবাক্যের ন্যায় হৃদয়ে ধারণ করিয়া চিরদিন তদনুসারে কার্য্য করিয়াছিলেন এবং তাহারই গুণে এতবড় উচ্চপদটী লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মাতার চরিত্রে ধর্ম্মশীলতা, বিবেকপরায়ণতা, আত্মসংযম, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য প্রভৃতি না দেখিলে সন্তানেরা কখনই ঐ সকল সদ্‌গুণ প্রকৃতরূপে শিক্ষা করিতে পারে না; সুতরাং আমাদের মাতারা ঐ সকল সদ্‌গুণসম্পন্ন না হইলে দেশের দুর্নীতি ও অসাধুতা কখনই দূর হইবে না।

হারাণী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যে ব্রাহ্মণ যুবকটী প্রথমে হারাণীকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তিনি পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়াই নগরের স্থানে স্থানে জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিলেন, যদি বালিকাটীর পিতা মাতার কোন উদ্দেশ পাওয়া যায়, কিন্তু অনেক অন্বেষণ করিয়াও তিনি এরূপ কোন ব্যক্তির তত্ত্ব পাইলেন না। অবশেষে এই স্থির হইল ঐ বালিকা জগন্নাথের কোন যাত্রীর কন্যা হইবে। এইরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া তিনি অন্বেষণে বিরত হইলেন এবং হারাণী নির্ব্বিঘ্নে ভগবতীর গৃহে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। এইরূপে অনেক দিন গত হইল।

হতভাগিনী ভগবতী কোন দিন অপত্যের মুখ দর্শন করিয়া থাকিবে, কিন্তু এসংসারে বিধি তাহার প্রতিকূল হওয়াতে সে পাঠ অনেক দিন উঠিয়া গিয়াছে। যাহাহউক তাহার প্রকৃতিতে ভালবাসার ভাগ এত অধিক যে সে ভালবাসিবার কতকগুলি দ্রব্য নিকটে না পাইলে অসুখী হয়। এই কারণে পল্লীর শিশুদিগের সহিত ভগবতীর বিশেষ পরিচয়। দ্বিপ্রহরের সময় যে দুই এক ঘণ্টা ভগবতী গৃহে আহারাদি করিতে আসে, সেই সময় তাহার সেই পর্ণগৃহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুদিগের জনতা হয়। ভগবতী প্রভুর গৃহ হইতে ফিরিবার সময়, কোন দিন বা একখানি রাঙ্গা কাপড়, কোন দিন বা কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন, কোন দিন বা খেলনা সামগ্রী, এইরূপ কিছু হাতে না করিয়া প্রায় গৃহে আসে

না। শিশুদিগের মধ্যে যাহারা তাহার প্রিয়, তাহারাই ঐ সকল পাইয়া থাকে। ভগবতী যখন আহার করিতে বসে, তখন সেস্থানের দৃশ্যটী দেখিতে মনোহর, দশ পাঁচটী শিশু হয় চৌকাটটীর উপর, না হয় সিন্দুকটীর উপর, বসিয়া আছে। ভগবতী আহার করিতেছে এবং 'তুমি কি খাইয়াছ, তোমার মা কি বলিয়াছেন, তোমার বাবাকে অধিক ভালবাস কি মাকে অধিক ভাল বাস' ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করিতেছে। শিশুরা আধ আধ ভাষায়, ও ততোধিক মুখ ও হস্ত নাড়িয়া, তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতেছে; সে শুনিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেছে। এতদ্ভিন্ন ভগবতীর কতকগুলি কুপোষ্য আছে। তাহার বাটীতে অভাব পক্ষে পাঁচটী কি ছয়টী বিড়াল। তাহারা এক একটী স্থূলোতু। আর স্থূলোতু না হইবে বা কেন? সেই কয়টীর জন্য প্রায় দেড় জনের অধিক অন্ন প্রস্তুত করা হয়, এবং তাহাদের বিলক্ষণ পরিচর্য্যা হইয়া থাকে। ভগবতী আহারে বসিলে সেগুলি চতুঃপার্শ্বে লাঙ্গুল পাতিয়া উপবেশন করে, এবং কপট সন্ন্যাসীর ন্যায় ভগবতীর অন্নগ্রাসের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে থাকে। এই বৃহৎ পরিবারটী লইয়া ভগবতী চির-দিন ঘর কন্না করিত, তাহাতেও তাহার প্রাণের ভাল বাসার পিপাসা যেন মিটিত না--সেই জন্য, ভগিনীর বৈধব্যদশা প্রাপ্তি-মাত্র তাহাকে নিজ আলয়ে আনিয়াছিল। অভিপ্রায় এই ছিল, যে তাহার ক্রোড়-স্থিত শিশুটীকে দুইজনে মানুষ করিবে এবং সর্ব্বদা একটী ভালবাসিবার বস্তু প্রাণের কাছে পাইবে। কিন্তু ভগবতীর কি দুর্ভাগ্য! ভগিনী গৃহে আসিতে না আসিতে তাহার ক্রোড়স্থিত নিধিটী হারাইল। ভগবতীর কোমল প্রাণে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। এই কারণেই সে এত আগ্রহের সহিত হারাণীকে আপনার ঘরে আনিয়াছিল।

ভগবতীর ঘরের কোণে অনেক দিন কেহ খেলাঘর বাঁধে নাই, আজ তাহার ঘরে পদার্পণ করিলেই বুঝিতে পারা যায় সে ঘরে দুইখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ ও দুই-খানি ছোট ছোট হাত আছে। বাটীর সকল দিকেই সেই ক্ষুদ্র হস্ত পদের চিহ্ন সকল নেত্রগোচর হয়। কোন স্থানে বা খেলাঘরের ভগ্ন প্রাচীরের পার্শ্বে ইষ্টক-গুলি পড়িয়াছে, কোন স্থানে বা গোময় প্রলেপের চিহ্নদ্বারা এক সময়ে যে হারাণীর রন্ধনশালা ছিল তাহার পরিচয় দিতেছে, কোন স্থানে নূতন ইষ্টক সঞ্চিত দুই তিন মহল বাড়ী প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে এবং তাহার অভ্যন্তরে ছোট ছোট হাঁড়ি প্রভৃতি পাকশালার আবশ্যক সামগ্রী সকল সুসজ্জিত রহিয়াছে।

এইরূপে হারাণী নিজ পিতা মাতাকে জন্মের মত বিস্মৃত হইয়া ভগবতীর স্নেহ ও বাৎসল্যে প্রতিপালিত হইয়া ধূলা-খেলাতে দুই বৎসর কালযাপন করিতেছে। একদিন দিবা দ্বিপ্রহরের সময় ভগবতী যখন আহারার্থে গৃহে সমাগত হইয়াছে

এমন সময়ে হারাণীর প্রথম আশ্রয়দাতা বিপ্রতনয় সেখানে উপস্থিত। ভগবতী অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে বসিতে আসন দিল এবং নানা প্রকার আলাপ করিতে করিতে আহারের আয়োজন করিতে লাগিল। হারাণী তখন খেলাঘরে অপর দুই একটী শিশুর সহিত নিজ সন্তানের পরিচর্য্যাতে বড় ব্যস্ত! এত ব্যস্ত যে বাড়িতে যে কেহ আসিয়াছে, সে দিকে দৃষ্টি করিবার অবসর নাই। ক্রোড়স্থিত শিশুর উপর কখনও চক্ষু রাঙ্গাইতেছে, কখনও তিরস্কার করিতেছে, কখনও স্তনপান করাইয়া ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। অর্দ্ধ দণ্ড সময়ের মধ্যে সন্ধ্যা হইতেছে, রাত্রি আসিতেছে, গৃহস্থের নিষুতি হইতেছে, আবার কাক ডাকিতেছে এবং প্রভাত হইতেছে। শিশুরা নিজেই রাত্রি আসিল বলিয়া শয্যা পাতিতেছে, শয়ন করিতেছে, চক্ষু মুদিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ থাকিতেছে, আবার নিজেরাই "কা" "কা" করিয়া ডাকিয়া প্রভাত ঘোষণা করিতেছে। ভগবতী ব্রাহ্মণযুবককে বসিতে আসন দিয়া স্নান আহারের চেষ্টায় আছে. ব্রাহ্মণযুবা শিশুদিগের ক্রীড়া দর্শন করিয়া যার পর নাই আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন।

ভগবতী ত্বরা ত্বরি আহারাদি সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইল। বলিল;—বাবা ঠাকুর কথাটা কি বল দেখি।

যুবা। আমরা ছোট ছোট মেয়ে-দিগকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য স্কুল করিতেছি, তাহাতে হারাণীকে দিতে হবে।

ভগ। বেশ ত দাদা ঠাকুর! তা ভালই ত।

যুবা। ভগবতি! তুমি বড় সহজে রাজি হলে, লোকে যদি এত সহজে রাজি হতো, তা হলে এক দিনে স্কুল বসে যেত।

ভগ। কেন বাবা ঠাকুর! মেয়ে-ছেলেকে লেখা পড়া শেখানতে দোষ কি?—লেখা পড়া শিখলে কত ভাল কথা শিখ্‌বে, কত ভাল বিষয় জান্‌বে, তাহলে ওদের মতি গতি ভাল হবে।

যুবা। ভগবতি! তোমার মন নাকি অত্যন্ত সরল, তাই তুমি সোজা সুজি বুঝিলে, লোকে মনে করে মেয়েছেলে-দিগকে লেখাপড়া শিখাইলে যেন সর্ব্ব-নাশ হবে।

ভগ। কেন বাবা ঠাকুর! আমি বোকা সোকা মানুষ. আমি অত বুঝিনা। ওদের গোপাল ছেলেটী স্কুলে পড়ে, সে মাঝে মাঝে তার মাকে রামায়ণ পড়ে শোনায়! সে এমনি সুন্দর পড়ে, যে শুনলে আর ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না; আমার হারাণী পড়্‌তে শিখ্‌লে ত আমাকে তেমনি করে রামায়ণ পড়ে শুনাতে পার্‌বে।

যুবা। তা পার্‌বে বই কি।

ভগ। আহা তবে পড়ুক; ওর দিদি

মিষ্টি কথায় আমাকে রামায়ণ পড়ে শোনাবে এ কথা ভাবলেও আমার সুখ হয়। (এই কথাগুলি বলিতে বলিতে ভগবতীর চক্ষে দুই বিন্দু জল আসিল।)

যুবা। লোকের কথা বল কেন; যদি বল মেয়ের জন্য মাসে এক আনা মাহিনা দিতে হবে, আর কেউ স্কুলে মেয়ে দেবে না। যেন মেয়ে দিয়ে আমাদের মাথা রক্ষা কর্‌বে। স্কুলের সব খরচ আমাদিগকে ভিক্ষা করে চালাতে হবে—এমন কি মেয়েদের বই কাগজ পর্য্যন্ত কিনে দিতে হবে।

ভগ। বাবা ঠাকুর তবে এত টাকা তোমরা কোথায় পাবে?

যুবা। কোথায় আর পাব, ভিক্ষে শিক্ষে করে তুল্‌তে হবে।

ভগ। বাবাঠাকুর। আমি গরিব, আমি কিছু দেব।

যুবা। সেকি ভগবতি! তোমার আছে কি যে তুমি দেবে?

ভগ। হোক বাবাঠাকুর। অপনার আশীর্ব্বাদে আমার সব আছে। দীনবন্ধু দয়াকরে আমাকে যা খুঁদ কুঁড়ো দেন, তারই কিছু দেব।

যুবা। তুমি হারাণীর মাহিনার জন্য মাসে ।০ আনা দিও, তাহলেই হবে; আর অধিক দিতে হবেনা।

ভগ। আপনারা কি স্কুলের ঘর কর্‌বেন না?

যুবা। হাঁ একটা ঘর কর্‌তে হবে বই কি?

ভগ। তবে ঝাড়ের বাঁশ দেব, যত দড়ি লাগে দেব, আর আমার দুটো কানের পাশা আছে দেব।

যুবাটী বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, মনে মনে ভগবতীকে অগণ্য ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। হারাণীকে স্কুলে দিবার বিষয় স্থির হইল এবং যুবাটী গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

নিশীথচিন্তা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

ঐ দেখ যায়;—স্রোতস্বিনীর আবিলবক্ষে আবিলতাময় সলিলরাশি পূর্ণবেগে অবিশ্রান্ত বহিয়া যায়। আজ শারদীয়া নিশীথিনী কৌমুদী-বসনে শরীর ঢাকিয়া আকাশের ঐ নক্ষত্রগুলির পানে অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া রহিয়াছে। মৃদুল বাতাস গাছের পাতা কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া মনের আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে। যে দিকেই তাকাই, জন প্রাণী কিছুই ত দেখিতে পাই না। আজ এ সময়ে সকলেই নীরব সকলেই নিশ্চেষ্ট—কিন্তু ঐ কি আবার

দেখিতেছি?—এ গভীরা নিশীথে, এ বিশ্রাম সময়ে, নিশীথিনীর নির্জ্জনতায় মিশ্রিত হইয়া ঐ কে আবার চুপে চুপে মনের আবেগে অবিশ্রান্ত বহিয়া যাইতেছে?

পবিত্র-সলিলা গঙ্গে! এই বিঘ্নসঙ্কুল ভয়াবহ প্রবঞ্চনাপূর্ণ সংসারে, পাপের প্রবাহও যেন তোমাকে পরিহাস করিবার জন্য তোমারই আবেগের ন্যায় বহিতেছে;—সময় নাই, অসময় নাই, শ্রান্তি নাই, বিরাম নাই, প্রাহ্নে, মধ্যাহ্নে অপরাহ্নে, সকল সময়ে প্রচণ্ডবেগে বহিতেছে। তোমার ঐ প্রবাহে কেহ ঝম্প প্রদান করুক, অমনি কোথায় চলিয়া যাইবে—পাপ প্রবাহে ঝম্প প্রদান করুক অমনি তাহার বেগে স্তরে স্তরে ঘুরিয়া ফিরিয়া হাবু ডুবু খাইতে খাইতে নিমজ্জিত হইয়া তদপেক্ষা প্রবলবেগে বহিয়া যাইবে, কে তাহাকে রক্ষা করিবে, কে তাহাকে ঐ ভয়াবহ প্রচণ্ড আবর্ত্তজাল হইতে উত্তোলন করিয়া স্বর্গের পথ দেখাইয়া দিবে।

এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডে জীবের জীবন, পৃথিবীতে যাহার নাম আয়ুষ্কাল, যাহার আদি অন্ত কল্পনা করিতে যাইয়া মনীষীগণ বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, সেই জীবন তোমাহইতেও প্রচণ্ডতর বেগে বহিতেছে; তোমার বেগের পরিবর্ত্তন আছে, তাহার বেগের পরিবর্ত্তন নাই, সে সমভাবে সমতেজে সর্ব্বদা বহিতেছে, মুহূর্ত্ততরেও স্থিরভাবে বহিতেছে না। আয়ুষ্কাল যাইতেছে; কৈশোর যাইতেছে, যৌবন যাইতেছে, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্য যাইতেছে; আর তুমিও এই নীরব নিশীথে চুপে চুপে বহিয়া যাইতেছ—তবে আর কে এই পৃথিবীতে রহিবার জন্য আসিয়াছে, তবে আর কাহাকে পৃথিবী "আমার" বলিয়া সম্বোধন করিবে, কে আর পৃথিবীকে "আমার চিরবাসস্থান" মনে করিয়া পার্থিব বিষয় লইয়াই মত্ত থাকিতে পারিবে?

উচ্চ পাহাড় ও পর্ব্বতের নিভৃতদেশ তোমার উৎপত্তিস্থল, কিন্তু শৈশব যৌবন ও বার্দ্ধক্য তিন অবস্থাতেই তোমাকে অবনতশিরা দেখিতে পাই। তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াই হেঁট মাথে জন্মদাতা পিতার পাদবন্দনা কর। যখন বরিষায় যৌবন পদবীতে উপস্থিত হও, যখন হল হল কল কল রবে আপন মনে আপনি গাইয়া মানব অন্তরে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিতে থাক, তখনও তোমাকে অবনতমুখী দেখিতে পাই। যৌবনেও তোমার অহমিকা নাই, তেজস্বিনী তুমি নদি তখন প্রবুদ্ধবেগে নিম্ন দিকেই গমন করিতে থাক—বায়ু তোমার গতি রোধ করুক, অমনি অপমান বোধে অধীরা হইয়া সো সো রবে চতুর্দ্দিক আকুলিত করিয়া হেলিয়া দুলিয়া আপন পথে নতশিরে চলিয়া যাইতে থাক। তুমি সমুদ্রের নিকটে গিয়া নতমুখে তাহার বক্ষে লুকাইয়া যাও।

মানব তোমাকে দেখিয়া নম্রতা শিখে না কেন?

গগনবিহারী জলদজাল তোমার পরিপোষক। তোমাকে সর্ব্বদাই তাহাদের সুখ দুঃখের সমভাগিনী দেখিতে পাই। যখনি আকাশে কাল মেঘ উঠে, তখনি তোমার বর্ণ কাল হইয়া যায়; আবার যখনি তাহাদিগকে শুভ্রবসনে শূন্য পথে বিচরণ করিতে দেখি, তখন তুমিও শুভ্রবেশ ধারণ করিয়া তাহাদের হর্ষে হর্ষ প্রকাশ কর। মেঘের হর্ষে তোমার হর্ষ, মেঘের বিষাদে তোমার বিষাদ—মেঘ যখন তাহার প্রবল শত্রু বায়ুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তুমিও তখন সেই মেঘের পক্ষ হইয়াই যেন তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে থাক। কৃতজ্ঞতা-পাশ-বদ্ধা তুমি, মানব তোমাকে দেখিয়াও দেখে না কেন?

বরিষায় তোমার হৃদয় আবিলতাময় দেখিতে পাই; বরিষার অপগমে আবার তুমি স্ফটিকবক্ষ হইয়া বিরাজ করিতে থাক। মানবের যৌবন ও বার্দ্ধক্যের সহিত তোমার এই অবস্থাদ্বয়ের বিশেষ সৌসাদৃশ্য দেখিতেছি। যৌবনে মানব-হৃদয় ষড়্রিপুর ক্রীড়াকানন, ঐ সময়ে মলিনতার উচ্ছ্বাস দৃষ্ট হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিমার্জ্জিত হইয়া বার্দ্ধক্যে আবার সেই হৃদয়ের মালিন্য অনেকাংশে দূরীভূত হয়। সকল নদীরই এক অবস্থা, কিন্তু সকল মানব-হৃদয় এক নিয়মের অধীন নহে, ইহাই শোচনীয়।

দিবাভাগে তোমার বক্ষে অসংখ্য নৌকা বিচরণ করে, কোনটী উজান বহিয়া যায়, কোনটী বা ভাঁটি বহিয়া যায়—আবার কোনটী মাঝামাঝি চলিয়া যাইতে থাকে দেখিতে পাই। এই সংসারে ধর্ম্মপথ অতি দুর্গম; তোমার বক্ষঃস্থ উজানবাহী নৌকাগুলির সহিত ধর্ম্মপথচারীদিগের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। উজান নৌকা দুই প্রকারে অগ্রসর হয়—কোন নৌকা মাল্লাগণের উৎকট পরিশ্রমে ও সবিশেষ যত্নে পরিচালিত হয়, কোনটী বা বাতাসের সহায়তায় পাল তুলিয়া চলিয়া যায়—ধর্ম্মপথগামীগণও ঐরূপে দুই ভাগে বিভক্ত—কেহ কেহ কতি কষ্টে, অতি যত্নে প্রতি পদক্ষেপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া যায়—আর যাহাদের অটল বিশ্বাস, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও ঈশ্বর প্রীতিরূপ বায়ু সহায় থাকে, তাহারা সহজেই নির্ব্বিঘ্নে অগ্রসর হইতে থাকে। ঝড় বহিলে পাল নামাইয়া নঙর কর, বিশ্বাস ও ঈশ্বর-প্রীতির বিঘ্ন উপস্থিত হইলে সাধ্যানুসারে পূর্ব্ব বিশ্বাস ও জ্ঞান অটল রাখিবার চেষ্টা পাও, বিপদের অক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে।

সুনীতি ও সুরুচি।

ইহাঁরা দুই ভগিনী। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে এত প্রীতি, এত ভালবাসা ও স্নেহের এতই আকর্ষণী শক্তি যে একটী অপরটীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। যেস্থানে সুরুচি, সেইস্থানেই সুনীতি; ও যেস্থানে সুনীতি, সেইস্থানেই সুরুচিকে দেখিতে পাওয়া যায়। যদ্যপি ইহাঁরা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকেন, তাহা হইলে ইহাদের অত্যন্ত কষ্ট হয়, ও মনের শান্তিভঙ্গ হইয়া থাকে। দুইভগ্নী পরস্পর সাহায্য না পাইলে ইহাদের মনের কোন স্ফূর্ত্তি থাকে না ও একটীর অভাবে অন্যটীর বদন বিষণ্ণভাব ধারণ করে। ইহাদের মধ্যে হিংসা বা দ্বেষ নাই, বিবাদ বিষম্বাদ নাই, কাহার গৃহে প্রবেশ করিলে কেহ অসন্তুষ্ট হন না, বা কেহ কাহারও গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধও করেন না। নম্রপ্রকৃতি সুরুচি, সুনীতির আদেশ সর্ব্বদা শিরোধার্য্য করিয়া থাকেন, এবং সুনীতিও কনিষ্ঠা ভগ্নীর সুখ দুঃখ আপনার সুখ দুঃখ বলিয়া মনে করেন ও তাঁহার কোন দোষ দেখিলে সুমিষ্ট বচনে তাহা সংশোধন করিয়া দিয়া থাকেন। সুরুচি, বাড়ী ঘর ও গৃহস্থিত দ্রব্য সামগ্রী সমূহ মনের মত করিয়া সজ্জিত করিয়া রাখেন, যেখানকার যাহা তাহা সেই স্থানে না দেখিলে অসুখী হন, এমন কি গৃহের কোণটী অবধি সুপরিচ্ছন্ন দেখিতে অভিলাষ করেন, তিনি মনোযোগ পূর্ব্বক সাংসারিক সমস্ত কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিতে বিশেষ অভিলাষিণী।

সুনীতিও কনিষ্ঠা ভগ্নীর যত্নপ্রসূত বাড়ীঘরের পারিপাট্য ও সুশৃঙ্খলা দর্শনে মোহিত হয়েন। তিনি গৃহকর্ম্মে অবসর প্রাপ্ত হইলে, বা আগামী দিবসের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য করিতে করিতে ভগিনীর নিকট ভক্তি, দয়া, পরসেবা, প্রেম, পুণ্য পবিত্রতা প্রভৃতি স্বর্গীয় প্রসঙ্গে রত থাকিয়া তাঁহার হৃদয়ে দেবভাব উদ্দীপন করিয়া দেন, কিসে দুঃখের সময় সুখ হয়, অশান্তির সময় শান্তিলাভ হইতে পারে, দরিদ্র অবস্থায় কিপ্রকারে মন স্থির ও সন্তুষ্ট রাখিতে হয়, এবং সম্পদের সময় কি ভাবে জীবন অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য এইসকল বিষয় আলোচনাতে তিনি অতিশয় আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। সুনীতির মুখশ্রীতে কেমন দেবভাব, পবিত্রতা, ও প্রফুল্লতা বিরাজমান, তাহা দর্শন করিলে সকলেরই মনে স্বর্গীয় ভাবের আবির্ভাব হয়।

আহা! এই দুই ভগ্নীর কি চমৎকার সদ্ভাব! ইহাদের সংসার যেন দেব সংসার, ইহাদের প্রকৃতি যেন দেবী-সদৃশ। উভয়েই

অবস্থানুযায়ী পরিশ্রমে অনুরক্ত, কেহ কিছুতেই অসন্তুষ্ট নহেন, উভয়ের মুখেই প্রফুল্লতার পবিত্র জ্যোতি বিভাসিত। ইহাদের কেমন বিনয়, কেমন ধর্ম্মালাপ, কেমম গাম্ভীর্য্য ও কেমন প্রেম! ইহাদের গৃহে কেহ কিয়ৎক্ষণের জন্য উপবেশন করিলে, তাঁহার হৃদয় মন আনন্দরসে পূর্ণ হয়, সংসার সুখের স্থান, পুণ্যক্ষেত্র ও শান্তিনিকেতন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, মৃত স্বর্গীয়ভাব সকল পুনর্জীবিত হইয়া উঠে।

সুরুচি ও সুনীতি পরস্পর সাহায্য না পাইলে ইহাদের মনের শান্তিভঙ্গ হয়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; কিরূপে মনের শান্তি ভঙ্গ হয়, তাহা একটী দৃষ্টান্তে পাঠিকাগণ বুঝিতে সক্ষম হইবেন।

সুরুচির গৃহখানি অতি সুন্দররূপে সজ্জিত রহিয়াছে। দৈবাৎ তাঁহার একটী পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা বিড়াল ধরিতে আসিয়া গৃহস্থিত দুগ্ধপূর্ণ কড়াখানি ফেলিয়া দিল। সুরুচি অন্য গৃহে কার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন, হঠাৎ দুগ্ধের কড়া পতনের শব্দ পাইয়া ত্বরিত পদে গৃহে আসিয়া, যেমন কন্যাটীকে তিরস্কার করিতেছেন ও প্রহার করিবার জন্য সজোরে হস্তোত্তোলন করিবেন, অমনি সুনীতি তথায় উপস্থিত হইয়া সুরুচির হস্ত ধরিয়া কন্যাটীকে প্রহার করিতে বাধা দিয়া বলিলেন "সুরুচি! একটু ধৈর্য্যাবলম্বন কর;—সরলা চঞ্চল স্বভাব বশতঃ কড়া ফেলিয়া দিয়াছে, কি করিবে বল? উহাকে সুমিষ্ট বচনে সাবধান করিয়া দাও যেন বারান্তরে এরূপ দোষ না করে।" সুরুচি, সুনীতির বাক্যে ও তাঁহার হস্ত স্পর্শে, কন্যাটীকে তিরস্কার ও প্রহারে বিরত হইয়া "আহা এতটা দুগ্ধ বৃথা নষ্ট হইল!" বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে করিতে পতিত দুগ্ধের স্থান পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। কন্যাটী, মাতার প্রহার ও ভৎর্সনার ভয়ে বিষণ্ণ-বদনে, জলভারাকীর্ণ-চক্ষে, অবনত মস্তকে সেই খানে দাঁড়াইয়াছিল; এক্ষণে সুনীতি তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন "সরলে! কেমন করিয়া দুগ্ধের কড়াখানি ফেলিয়া দিলে মা?" বালিকাটী বিষণ্ণ-বদনে কাঁদিতে কাঁদিতে বিড়াল ধরিতে যাইয়া কড়া ফেলিয়া দিবার কথা আনুপূর্ব্বিক বলিল, তাহা শুনিয়া, সুনীতি বালিকাটীকে সুমিষ্ট বচনে বলিলেন, "দেখ দেখি সরলে! আজ কত দুগ্ধ বৃথা নষ্ট হইল! কেহই একটু খাইতে পাইল না, তুমি পর্য্যন্ত একটু খাইতে পাইবে না। দেখো আর যেন এরূপ অসাবধান হইও না।" এই সুমিষ্ট উপদেশটী কন্যাটীর কুসুম-সদৃশ কোমল মনে সুদৃঢ় রূপে অঙ্কিত হইল।

সুবোধ পাঠিকা! এখানে দেখুন, সুরুচির ক্রোধের সময় সুনীতি আসিয়া প্রহার ও তিরস্কার করিতে নিবারণ না করিলে এবং কন্যাটীকে ক্রোড়ে লইয়া সুমিষ্ট উপদেশ প্রদান না করিলে, তিনি কন্যাকে শাসন করিতে গিয়া ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিতেন না, সুতরাং তাঁহার ভৎর্সনা ও প্রহারে কিরূপ অশান্তি আসিয়া মনকে অধিকার করিত। মাতার তীব্র শাসনে বালিকাটীর হৃদয়স্থ ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রভৃতি কোমল বৃত্তিগুলি সহজেই বিনষ্ট হইত। এইরূপ কঠোর শাসনে প্রবৃত্তা হইয়া কত মাতা সন্তানের ভাবী শ্রদ্ধা ভক্তি হইতে বঞ্চিত হয়েন বলা যায় না। মাতার কঠোর শাসনে কন্যাটীর সাবধানতা-বৃত্তি বৃদ্ধি পাইত বটে, কিন্তু মাতার প্রতি তাঁহার প্রাণগত ভালবাসার বিঘ্ন ঘটিত; কারণ কঠোর শাসন ও ভয় যেখানে বর্ত্তমান, ভক্তি ও ভালবাসা সেখানে তিষ্ঠিতে পারে না।

গৃহধর্ম্ম করিতে হইলে, নারীজীবনে সুরুচি ও সুনীতি উভয়ই বিশেষ প্রয়োজনীয়। কেবল সুরুচি অনুসারে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিলে হইবে না;—তাহার সহিত সুনীতিকে ভাল বাসিতে হইবে, ভক্তিপূর্ব্বক সুনীতির আদেশ শুনিতে হইবে। সুরুচি, নারীহৃদয়ে মানবস্বভাব ও সুনীতি দেব ভাবের কার্য্য করিয়া থাকে। রুচি সকলকার সমান নহে; কারণ প্রকৃতি ভেদে ও শিক্ষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন রুচির পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু যে সকল বিষয়ে রুচি মানব-সাধারণের বিশেষতঃ নারী জাতির থাকা একান্ত আবশ্যক এবং সাংসারিক সমস্ত কর্ত্তব্য পালনে সাধারণতঃ যে নীতির

আদেশানুসারে না চলিলে নানা অমঙ্গল সাধিত হয় ও পরমেশ্বরের ইচ্ছা প্রতিপালিত না হয়, অন্ততঃ সেই সকল বিষয় সম্বন্ধে সুরুচি ও সুনীতি একান্ত আবশ্যক। নারীগণ সংসারে যে কিছু কার্য্য করেন, সেইগুলি ধীর ভাবে সুন্দররূপে সম্পন্ন করা এবং মনে ও চিন্তাতে সুভাব পোষণ করা সুরুচির চিহ্ন; এবং ভাল মন্দ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য যে শক্তিদ্বারা নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় এবং যাহাদ্বারা হৃদয়ের ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি হয় ও ঈশ্বরের আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি জন্মায়, তাহাই সুনীতি। আমাদের রমণীগণ সুরুচি ও সুনীতি এই উভয়বিধ সদ্‌গুণদ্বারা সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করেন, আমরা অন্তরের সহিত এই ইচ্ছা করিয়া থাকি।

অধুনাতন অনেক সভ্য বঙ্গনারী ইংরাজমহিলাদিগের রুচির অনুকরণ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা অনেক সময় হাস্যজনক ও ক্লেশদায়ক হইয়া উঠে; তাহার কারণ তাঁহারা কুসংস্কারে আবদ্ধ হইয়া, ভাল মন্দ বিচার না করিয়া বিজাতীয় অনুকরণে প্রবৃত্তা হয়েন বলিয়া। ইংরাজ-মহিলাদিগের সৌন্দর্য্যানুভব, গৃহসজ্জা, সাহিত্যিকতা ও সন্তান বিনয়ন প্রভৃতির সুন্দর নিয়ম বঙ্গ মহিলাদিগের অনুকরণীয় বটে, কিন্তু তাহা যেন জাতীয় ব্যবহারকে এককালে অতিক্রম না করে; কারণ জাতীয় ব্যবহারে যাহা কিছু কল্যাণকর আছে, তাহা

রক্ষা করা কর্ত্তব্য। সুরুচি ও সুনীতিকে মূলে রাখিয়া অন্যান্য দেশ বা জাতি-মধ্যে যাহা কিছু আমাদের শুভকর বলিয়া বোধ হইবে, তাহা উদার ভাবে ও সমাদরে গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু বাঙ্গালীত্ব বদলাইয়া সম্পূর্ণ বিজাতীয় হইবার ইচ্ছা করা সুরুচি-সঙ্গত নহে। নীতি সম্বন্ধে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে এদেশীয় নারীগণ যেমন সীতা সাবিত্রী, গার্গী মৈত্রেয়ী প্রভৃতি আর্য্য-নারীদিগের উচ্চ ধর্ম্মভাব ও জীবনের সদ্‌গুণ সকল শিক্ষা করিবেন, সেইরূপ যে কোন বিদেশীয় রমণীর যে কোন সদ্‌গুণ দেখিবেন, তাহা উপার্জ্জন করিতে যত্নবতী হইবেন। আমাদের শিক্ষিতা নারীদিগের নিকট মেরী কার্পেণ্টার, সমরভিল, জডসন, ওডোরাথি উইগুলো প্র্যাটিসন প্রভৃতি মৃত ইংরাজ মহিলাদিগের নাম বোধ হয় অপরিচিত নাই। তাঁহাদের ধর্ম্ম-নৈতিক ভাব কি চমৎকার ছিল! কি বিশুদ্ধ রুচিরই তাঁহারা পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণেও কুমারী কব্, ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল, কুমারী কলেট প্রভৃতি বৈদেশিক মহিলাগণ, পুরুষ ও নারীদিগকে ধর্ম্মনৈতিক ভাবে বিমুগ্ধ করিতেছেন। ইহাঁদের উন্নত ধর্ম্মভাব, সুরুচি ও সুনীতির বিষয় চিন্তা করিলে যথার্থই ভক্তির উদ্রেক হয়। আর একটী দেবী-প্রকৃতি নারীর বিষয় এখানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, ইনি আমাদের রাজ্ঞী;—ভারতেশ্বরী। ইহাঁর স্বর্গীয় ধর্ম্মভাব এবং সুরুচি ও সুনীতির বিষয় যিনি শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার প্রকৃতিকে স্বর্গীয় বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। পাঠিকা ভগিনীগণ! একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, এত বড় ভারত সাম্রাজ্যের এবং আরও কত রাজ্যের অধীশ্বরী যিনি, তাঁহার কেমন দয়া, কেমন বিনয়, কেমন গাম্ভীর্য্য-মিশ্রিত প্রফুল্লতা, দরিদ্র-সেবায় কেমন যত্ন ও অনুরাগ! আর আমাদের অনেক রমণী সামান্য সংসার রাজ্যের কর্ত্রী হইয়া তুচ্ছ সম্পাদে চক্ষে কর্ণে দেখিতে শুনিতে পান না। কিন্তু তাঁহারা যদ্যপি রাজ্ঞীর সময়ের সদ্‌ব্যবহার ও কার্য্য প্রণালীর বিবরণ মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ বা পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অনেক উপকার হইতে পারে; কারণ, তাঁহার ন্যায় নারীহৃদয়ের পূর্ণবিকাশ বঙ্গনারীগণের মধ্যে অত্যল্প। আমাদের পাঠিকাদিগকে, ভারতেশ্বরী ও অন্যান্য বৈদেশিক ধর্ম্মপরায়ণ নারীদিগের সুরুচি ও সুনীতি এবং উচ্চ ধর্ম্মভাবের অনুকরণ করিতে অনুরোধ করি।

বঙ্গমহিলাদিগের রুচি মার্জ্জিত হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। তাঁহাদিগকে সুরুচি ও সুনীতি অনুসারে সংসারের কর্ত্তব্য কার্য্যাদি করিতে দেখিলে আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়া থাকি; কিন্তু দুঃখের

বিষয় আমাদের নারীগণের মধ্যে অনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে, উচ্চ অট্টালিকা উৎকৃষ্ট প্রকোষ্ঠ, তন্মধ্যে গালিচা বিস্তৃত (বা ম্যাটিং করা) মধ্যস্থলে নানাপ্রকার সুদৃশ্য দ্রব্যে সুশোভিত চেয়ারবেষ্টিত মেহগনী কাষ্ঠের টেবিল, একদিকে বৃহৎদর্পণ, অপরদিকে সুরম্য শয্যা,—দেওয়ালে দেওয়ালগিরি ও ইয়ুরোপীয় ছবি,—কড়িকাষ্ঠে ঝাড় লণ্ঠন ও টানাপাখা দোদুল্যমান; এই প্রকার বৈভব বিভূষিত গৃহ না হইলে সুরুচির পরিচয় প্রদান করা যায় না, এবং সংসারের সমস্তগুলি আপনার মনোমত কার্য্য না করিলে ও মনে সুখ না থাকিলে সুনীতি অনুসারে চলা যায় না। যে সকল নারী এইরূপ কল্পনা করেন, তাঁহারা নিশ্চয় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এরূপ চিন্তা করিয়া চিরদিনই তাঁহারা অসুখী থাকেন, সুখশান্তি জীবনে অল্পই ঘটিয়া থাকে। আমাদের ইচ্ছা, যাঁহার যেমন অবস্থা ও গৃহ সামগ্রী আছে, তিনি তাহাতেই সুরুচির পরিচয় প্রদান করুন, এবং সাংসারিক সকল প্রকৃতির ব্যক্তিবর্গকে সুনীতি অনুসারে, যথা কর্ত্তব্য ব্যবহারে সুখী করিতে চেষ্টা করুন। মূল্যবান দ্রব্য সমূহে গৃহসুসজ্জিত রাখা নিবারণ করা আমাদের প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। যাঁহাদের অবস্থায় তাহা সম্ভব, তাঁহারা সুন্দররূপে গৃহাদি সজ্জিত করিয়া রাখুন, তাহাতে আমরা আনন্দিত বই দুঃখিত নহি, কিন্তু যে সকল গৃহসামগ্রী সাধারণ গৃহস্থের আছে, তাহাতেই সকল অবস্থার রমণীগণ সন্তুষ্ট ও সুখী থাকিয়া, হিংসা কলহ প্রভৃতি না করিয়া, সুবোধ ও শান্ত হইয়া মনের উচ্চভাব ও সুনীতির পরিচয় প্রদান করিলে অধিক সুখের হয়। গৃহলক্ষ্মীরা সুরুচি ও সুনীতিসম্পন্না হইলে রাজপ্রাসাদ হইতে পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত শান্তি, ধর্ম্ম, ও পুণ্যে পরিপূর্ণ থাকিতে পারে এবং আমরা তাহাই দেখিতে অভিলাষ করি।

একটী ক্ষুদ্র-জীবনী।

আদ্যেশ্বরী।*

ইনি বরিসালের অন্তর্গত ঝালকাটি বন্দরে জন্ম গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ১৮৫৬ সালে ভূমিষ্ঠ হন। দরিদ্র জীবনের ঘটনা স্রোত প্রায়ই নিঃশব্দে সমান ভাবে বহিয়া যায়, কেহ তাহার সংবাদ রাখেনা। কেবল ঈশ্বরের অবিনশ্বর খাতায় তাহার হিসাব থাকে। ইহাঁর নাম আদ্যেশ্বরী দাসী। শৈশবে পিতা মাতার মৃত্যু হওয়াতে অসহায় হইয়া পড়েন। কিন্তু এই বিপদের সময়

* এই মহিলার শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার কোন আত্মীয় কর্ত্তৃক পঠিত হয়।

ঈশ্বর একটি উপযুক্ত আশ্রয় মিলাইয়া দিলেন। খ্যাত-নামা সহৃদয় কোন বাঙ্গালী ডাক্তার ইহাঁর প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার গৃহে থকিয়া তাঁহার কন্যা নির্ব্বিশেষ স্নেহে প্রতিপালিত হন। তাঁহাদের যত্নে যত দূর সম্ভব বাঙ্গালা লেখা পড়া ও শিল্প-কার্য্য শিক্ষা করিয়াছিলেন।

ক্রমে ইহাঁর বিবাহ যোগ্য বয়স হইলে উক্ত ডাক্তার মহাশয় মাসদহ হইতে ইহাঁকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। তথায় আসিয়া তাঁহার কোন পরিচিত বন্ধুর বাটীতে অবস্থিতি করেন। তথায় কয়েক মাস অবস্থানের পর কুমার খালী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ দাস মহাশয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মমতে ইহাঁর বিবাহ হয়। নিজের পিতা মাতা না থাকিলেও এইরূপে ইনি ডাক্তার বাবুর অনুগ্রহে লালিত পালিত, শিক্ষিত ও অবশেষে সৎ এবং বিদ্বান্ পাত্রে অর্পিত হইলেন।

এত দিন পরে নিজের ঘর পাইলেন। যদিও স্বামী গৃহের অবস্থা ততদূর সচ্ছল ছিল না, তথাপি স্বামীর এবং নিজের আন্তরিক সৌন্দর্য্য সংযোগে আনন্দিত হইলেন এবং প্রফুল্লচিত্তে স্বামী ও শাশুড়ীর সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

ঈশ্বরের করুণাময় ক্রমে ইনি তিনটি পুত্র ও দুইটী কন্যা সন্তান প্রসব করেন। পুনরায় অন্তঃসত্বা হন; কিন্তু এবার ঈশ্বরের অভিপ্রায় অন্যরূপ, গর্ভাবস্থায় জ্বর এবং বেদনাতে অত্যন্ত কাতর হইয়া একটি মৃত সন্তান প্রসব করেন এবং অল্পদিন মধ্যেই শোক-তাপ--রোগ-দুঃখ-পূর্ণ সংসারের নিকট হইতে বিদায় লইয়া পরম পিতার অনন্ত শান্তিধামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। একটি পুত্র পূর্ব্ব হইতেই পীড়িত ছিল, মৃত্যুর পরে তাহাকেও সঙ্গী করিয়াছেন।

ইহাঁর জীবনে তিনটি গুণ প্রধানরূপে লক্ষিত হয়।

১ম, সন্তোষ। নিজের অবস্থাতে ইহাঁকে কখনও অসন্তুষ্ট দেখা যায় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্বামি-গৃহের অবস্থা সচ্ছল ছিল না, সুতরাং ভাল বস্ত্রালঙ্কার পরা ঘটে নাই। কিন্তু এজন্য কোন দিন আক্ষেপ করেন নাই। দরিদ্রের উপযুক্ত মোটা খাইয়া মোটা পরিয়া যে ভাবে ছিলেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। বিবাহের কিছুদিন পরে যে কয়েক খানি অলঙ্কার ছিল, তাহা চুরি হইয়া যায়। সেই অবধি অনেক দিন পর্য্যন্ত অলঙ্কার-শূন্যা ছিলেন। আর অলঙ্কারের জন্য কখনও ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। পুত্র কন্যাদিগের ভাল কাপড় হইল না, কিম্বা ভাল অলঙ্কার হইল না বলিয়া মধ্যে মধ্যে আক্ষেপ করিতেন; কিন্তু কোন্ জনক জননী পুত্র কন্যাকে সুখে রাখিতে ইচ্ছা না করেন?

২য়, অমায়িকতা। প্রতিবাসিনী-দিগের মধ্যে কেহ কোন দিন, কোন কারণে ইহাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন নাই। ইনি সকলেরই সুখে সুখী হইতেন এবং সকলেরই দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। সকলেই ইহাঁকে আত্মীয়ের মত ভাল বাসিতেন। ইনি যখন অন্তিম শয্যায় শায়িত হইয়া ছিলেন, তখনও প্রতিবাসিনীগণ ইহাঁর জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। ইহাঁর অভাবে তাঁহারা যেন একজন পরম আত্মীয় হারাইয়াছেন।

৩য়, দয়া। সংসারে সচরাচর দয়া অর্থদ্বারা পরিমিত হইয়া থাকে। সুতরাং দরিদ্রের দয়া সকল সময়ে অনুভব করা যায় না। বিশেষতঃ বঙ্গ রমণীর দয়া অধিকাংশ স্থলেই অন্তঃ-সলিলা নদীর ন্যায় প্রবাহিত হয়, স্বামী পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারেন না। তবে ইহাঁর দয়া পরিমাণ করিবার এই একটি উপায় আছে যে, অনাথা দরিদ্রা ভিক্ষার্থিনী-দিগকে ইহাঁর বিশেষ অনুগত দেখা যাইত। আর একটি ঘটনা আমার মনে হইতেছে প্রায় বারো বৎসর হইল একজন অনাথা-ব্রাহ্মণ বিধবা ইহাঁদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি উদর পীড়ায় আক্রান্ত হন, এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন ইনি নব-বিবাহিতা। কিন্তু সেই অসহায়া পীড়িতা রমণীর প্রতি ইনি যেরূপ দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাঁর সেই বয়সে অনেকেই তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারে না। বৃদ্ধা শাশুড়ীদ্বারা যত দূর সাহায্য সম্ভব, তদ্ব্যতীত পথ্য রন্ধন হইতে রোগীর মল মূত্র পরিষ্কার পর্য্যন্ত সকল কার্য্যই ইনি অক্ষুণ্ণ চিত্তে করিতেন। ঘটনাক্রমে আমাকেও সেই রোগীর শয্যা পার্শ্বে থাকিতে হইত, রোগী আমার নিকটে ইহাঁর বিস্তর প্রশংসা করিতেন।

ফলতঃ দয়া-ধর্ম্ম, স্নেহ-প্রীতিতে যদি মানুষ মহৎ হয়, তাহা হইলে আদ্যেশ্বরী মহৎ জীবনের অধিকারিণী ছিলেন, এবং আপন মহত্ত্ব রক্ষা করিয়া সংসার হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। তিনি অকালে ইহ-লোক পরিত্যাগ করিয়া অনেককে ব্যথিত, বিশেষতঃ স্বামী, শাশুড়ী এবং সন্তানদিগকে শোক নিমজ্জিত করিয়াছেন! যে রমণী একটী গৃহের ভূষণ হইয়া তাহার ভার স্কন্ধে বহন করিতেছিলেন, তাঁহার অকাল মৃত্যু দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু অন্য দিকে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, জীবনের কর্ত্তব্য পালনে যিনি কখনও পরাঙ্মুখ হন না, তাঁহার মৃত্যুর কাল অকাল নাই এবং তাঁহার মৃত্যুতে আত্মীয় দিগেরও শোকে অধীর হওয়া উচিত নহে।

নূতন সংবাদ।

১। মান্দ্রাজ সেনেট-গৃহে সম্প্রতি উচ্চশিক্ষার পরীক্ষা হয়, তাহাতে প্রায় ৬২ টী স্ত্রীলোক পরীক্ষার্থিনী হন এটী বিশেষ উন্নতির চিহ্ন।

২। মিশরযুদ্ধে প্রায় ৪৷৷০ কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে, ইহার প্রায় সিকি অংশ ভারতবর্ষের রাজকোষ হইতে প্রদান করিতে হইবে।

৩। বর্ত্তমান মাস হইতে পোষ্ট আফিসে ২৷৷০ ১, ও ৷৷০ আনার নোট চলিবে, নোটের রঙ কাল লাল ও নীল তিন রকমের হইবে।

৪। আগরা কলেজের সাহায্যার্থ মহাত্মা লর্ড রিপণ ২৫০০ টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন।

৫। ইণ্ডিয়ান উইট্‌নেস পত্র লিখিয়াছেন একটী সচ্চরিত্রা মহারাষ্ট্রীয় মহিলা চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার্থ আমেরিকায় গমন করিবেন। তিনি অনর্গল ইংরাজী বলিতে পারেন এবং আত্মরক্ষণে সমর্থা। এ মহিলা কে?

৬। বেথুন বিদ্যালয়ের কুমারী লাবণ্য প্রভা বসু প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৭। মিশরের একটী সংরক্ষিত শব সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার গলায় পুষ্পমালার গোছা ছিল, একটী বোল্‌তা তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মরিয়া যায়। সেই বোল্‌তাটীও তদবস্থায় সংরক্ষিত হইয়া আছে। ৩।৪ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বোল্‌তা কিরূপ ছিল, তাহার নমুনা ইহা হইতে পাওয়া গিয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা

১২। পদ্যমালা, ১ম ও ২য় ভাগ; শ্রীমনোমোহন বসু কর্ত্তৃক প্রণীত। শিশুদিগকে প্রথম পদ্য পড়াইবার জন্য যত পুস্তক আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, তন্মধ্যে পদ্যমালা ১ম ভাগ খানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার পদ্যসকল যেমন সরল, তেমনি রসাল। বালক বালিকাদিগকে একটী কবিতা ধরাইয়া দিলেই আপনা আপনি সমুদায় পড়িতে চায়, পড়িয়া অতি সহজে বুঝিতে পারে এবং কণ্ঠস্থ না করিয়া ছাড়ে না। ইহা অপেক্ষা এরূপ পুস্তকের প্রশংসা আর কি হইতে পারে? ২য় ভাগেরও পদ্যগুলি সুমনোনীত এবং বালক-বালিকাদিগের উপযোগী হইয়াছে।

৩-৪। পদ্যসার, ১ম ও ৩য় ভাগ; শ্রীআনন্দচন্দ্র মিত্র রচিত। এই দুই খানি পুস্তকও বিদ্যালয়ের পাঠ্য। লেখক অনেক স্থলে আপনার কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বিষয়গুলি হৃদয় ও বিবেক উন্মেষের অনুকূল এবং সুরুচির সহিত গ্রথিত।

৫। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি, স্থানাভাবে সমালোচনা করা হইল না:—

নীতিকুসুম, মহম্মদ মহসিনের জীবনচরিত, ও শরীর রক্ষণ।

বামাগণের রচনা।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা।

আজ কাল স্ত্রীশিক্ষার জন্য চতুর্দ্দিকে আন্দোলন হইতেছে। ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীর সরলমতি যুবকদিগের বিদ্যোন্নতি ও নিঃস্বার্থ ভালবাসার ফল। বালকদিগের ন্যায় বালিকাদিগেরও বিদ্যাশিক্ষা করা উচিত। ইহা তাহাদের সুন্দররূপ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে পুরাকালে আর্য্য মহিলাগণ লেখাপড়ার বিষয়ে অতিশয় ব্যুৎপন্না ছিলেন। সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, লীলাবতী, ও খনা প্রভৃতি জ্ঞানশীলারমণীগণই তাহার উত্তম দৃষ্টান্তস্থল। তবে মধ্যবর্ত্তী কত সময়ে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা বিশেষ দৃষ্ট হয় না, কেন হয় না, বুঝিনা। বোধ হয় হিন্দু-বিদ্বেষী মুসলমানদিগের রাজত্ব কালহইতেই ঐ কুসংস্কারের সৃষ্টি হইয়া থাকিবেক, কেন না লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে মুসলমানেরা হিন্দুদিগের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচারী। কেহ কেহ ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান রহিত ছিল। এরূপও শুনিতে পাওয়া যায় যে, কোন কোন দুরাত্মা স্ত্রীলোকদিগের পরম পবিত্র সতীত্বরত্ন অপহরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। হিন্দুদিগের এই সমস্ত ব্যাপার ক্রমে সহ্য হওয়াতে, সুতরাং জাতি, কুল ও মানের জন্য তাঁহারা নিজ নিজ পরিবারস্থ অবলাদিগকে অন্তঃপুর মধ্যে অবগুণ্ঠনবতী ও অসূর্য্যম্পশ্যা করিয়া রাখিলেন। স্ত্রীস্বাধীনতার মস্তকে এই হইতেই বোধ হয় আঘাত পড়িল। লেখা পড়া কে করে? সকলেই আপন আপন জাতি, মান ও কুল গৌরব রক্ষার জন্য ব্যস্ত ও সশঙ্কিত—এমন কি দুর্দ্দান্ত মুসলমানদিগের ভয়ে, আর্য্য কুলকামিনীগণের বাঙ্‌নিষ্পত্তি পর্য্যন্তও রহিত হইয়া গেল। অনন্তর রান্না বাড়া প্রভৃতি কয়েকটী সংক্ষিপ্ত সাংসারিক কার্য্যই তাঁহাদের জীবনের কর্ত্তব্য কাজ বলিয়া অবধারিত হইল। এই ভাবে মুসলমানদিগের আধিপত্য এদেশে যত প্রবল থাকে, অভাগিনী ভারত রমণীগণের স্বাধীনতা ও লেখা পড়ার আলোচনা সেই সঙ্গে সঙ্গে তত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অতএব স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীলোকের লেখা পড়া করা অন্যায়, এই সংস্কার বিরুদ্ধাচারী মুসলমানদিগের নিষ্ঠুর শাসনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ বোধ হয়। বস্তুতঃ মুসলমানদিগের আক্রমণের অল্প কাল পূর্ব্বেও হিন্দু মহিলাগণের স্বাধীনতা ও লেখা পড়া শিক্ষা বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। অবলাগণের উদ্ধার ও ভারতের অসহ্য পাপের ভার হ্রাস করিতে পারেন। বাস্তবিক স্ত্রী-

জাতির শিক্ষার অভাবে দিন দিন যে অভাবনীয় দুর্ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা কঠিন। সন্তানগণের অকাল মৃত্যু, ভ্রূণহত্যা, বিধবাদিগের অকথ্য মানসিক যাতনা, এবং গৃহ কলহ প্রভৃতি মহানিষ্টকর ব্যাপার এই দেশে যেরূপ প্রবল আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, যে দেশের রমণীগণ সুশিক্ষিতা, তথায় কখনই সেইরূপ অশুভ ঘটনার প্রবলতা দৃষ্ট হয় না। আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকেরা যদি সুশিক্ষিতা হইতেন, আহা! তাহা হইলে কি আর আনন্দের সীমা থাকিত! এইক্ষণে যে হতভাগিনী জননীগণ সন্তানবিরহে হৃদয়বিদারক ক্রন্দন ধ্বনিতে অন্যের হৃদয়কেও শেলবিদ্ধ করিতেছেন, তাহা কি আর শ্রবণ গোচর হইত? তবে কি আর বিধবাদিগের চিত্ত ভূমিতে জঘন্য পাপের চিন্তা স্থান পাইত! তবে কি আর সজ্জনবিগর্হিত গৃহ কোলাহলে এদেশ ডুবিয়া যাইত! কখনই নহে। কেবল আনন্দের লহরী উত্থিত হইয়া আবাল বৃদ্ধ, যুবা সকল মনুষ্যকেই শান্তি দানে চরিতার্থ করিত। হায়! সেইদিন কি আর হইবে যে দিন স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে সুশিক্ষিত হইয়া কুসংস্কারের দাসত্ব পরিত্যাগ করিবে! যে দিন স্ত্রী পুরুষ উভয়ে নির্ম্মল ভালবাসায় জড়িত হইয়া গৃহ কার্য্যের সুশৃঙ্খলতা বৃদ্ধি করিবে! হায়! সেই সুখপ্রদ অমৃতময় দিন কাল চক্রের ঘূর্ণনে ঘূর্ণিত হইয়া আমাদের সম্মুখবর্ত্তী কবে হইবে! হে আর্য্যসন্তানগণ! যাহাতে স্ত্রী স্বাধীনতাও স্ত্রীশিক্ষার প্রখরতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে চেষ্টিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কারণ দেখাযায় যে যে প্রদেশের স্ত্রীগণ স্বাধীন, সেই সেই প্রদেশের লোকেরাই পরের দাসত্ব যাতনার হস্ত-হইতে মুক্ত থাকিয়া আনন্দের সহিত চিরজীবন অতিবাহিত করিতেছে? অপিচ জ্ঞান' বুদ্ধি বিবেচনা সম্বন্ধে ও ক্রোধলোভাদি আন্তরিক নিকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে এবং দয়া বাৎসল্যাদি কতকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সম্বন্ধে যখন স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের হইতে কোন ক্রমেই ন্যূন নহেন, আরও যখন দেখা যায় যে বিদ্যা-শিক্ষা ও শিল্পাদি সম্বন্ধে স্ত্রীলোকেরা অভ্যাস করিলেই পুরুষদিগের সমকক্ষা হইতে সমর্থা হন, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে, জগৎপাতা জগদীশ্বর পুরুষদিগের মত জগতের সমস্ত কার্য্যের উপযোগী করিয়া [স্ত্রীলোকদিগকে, এই সুখময়-মহীমণ্ডলে সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং তাহাদিগের সুখ ও সৌভাগ্যে হস্ত-ক্ষেপ করিতে কাহারও অধিকার নাই ইহা স্থির নিশ্চয়। তবে যে পুরুষগণ এই কঠোর যাতনার আগুণ জ্বালিয়া নিরপরাধিনী অবলাদিগকে চিরকাল দগ্ধ করিতেছেন, উহা কেবল তাহাঁদিগের কুটিল মতি ও স্বার্থপরতার পরিচয়। সে যাহা হউক এখনও যদি হিন্দু মহিলাগণ সমস্ত কার্য্যে পুরুষদিগের মত স্বাধীনত্ব প্রাপ্ত না হন, তবে তাঁহাদিগের অভি-সম্পাতে হিন্দুসমাজ নিশ্চয়ই উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

শ্রীকামিনী কুমারী গুপ্ত।
মাহিলাড়া, বরিশাল।

No. 217. February 1883.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২১৭ সংখ্যা। | মাঘ ১২৮৯—ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩। | ২য় কল্প ৪র্থ ভাগ

সূচী।

১।	সাময়িক প্রসঙ্গ	২৮৯	৭।	সুখসম্মিলন	৩১০
২।	নশিরামের বিপদ	২৯০	৮।	বঙ্গমহিলা সমাজের উৎসব	৩১৫
৩।	নিশীথচিন্তা	২৯৬	৯।	বঙ্গমহিলা সমাজের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ	৩১৬
৪।	নারীচরিত	২৯৯	১০।	নূতন সংবাদ	৩১৯
৫।	ঋষিপত্নীদ্বয়ের প্রশ্নোত্তর	৩০২	১১।	পুস্তকাদি সমালোচনা	৩২০
৬।	সংযুক্তাহরণ	৩০৮			

কলিকাতা।

জি, সি, বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক বহুবাজার ষ্ট্রীট ৩০৯ সংখ্যক ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক আন্টনী বাগান লেন ৯নং ভবন বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

মূল্য চারি আনা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ২৷৷৵০ আনা।

কালীঘাট ঔষধালয়।

নূতন আবিষ্কৃত ঔষধ।

ডাক্তার শ্রীশ্রীশচন্দ্র বিশ্বাসকৃত।

এণ্টীপাইরেটিক মিক্‌শ্চার।

প্লীহা, যকৃৎ এবং সর্ব্বপ্রকার পুরাতন পালা ও ম্যালেরিয়া জ্বর প্রভৃতির একমাত্র অত্যুপকারক মহৌষধ। এই মহৌষধের সৃষ্টি অবধি একাল পর্য্যন্ত অন্যূন পঞ্চাশ হাজার রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। যে সকল রুগ্ন ব্যক্তি সুবিজ্ঞ সুপ্রসিদ্ধ বহুদর্শী চিকিৎসকগণের চিকিৎসা অধীনে এবং কলিকাতাস্থ প্রসিদ্ধ হাঁসপাতালে থাকিয়া আরোগ্যলাভে হতাশ হইয়া জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এই ঔষধ সেবন করিয়া অল্পকাল মধ্যে সুস্থ, বলিষ্ঠ, ও কান্তি-বিশিষ্ট হইয়াছেন। যাঁহারা নানাবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্যলাভ করিতে না পারিয়া সর্ব্বপ্রকার ঔষধে হতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাহস করিয়া বলিতেছি যে নিরাশ না হইয়া একবার মাত্র এই আশ্চর্য্য মহৌষধ ব্যবহার করিয়া দেখুন।

মূল্য এক টাকা ও দেড় টাকা মাত্র, মফঃস্বলের নিমিত্ত প্যাকিং চারি আনা।

কুন্তল শোভন।

কেশের অকালপক্কতা, শিরোরোগ, দীর্ঘচিন্তা, শোক ও ভয়ঙ্কর পীড়া সমুদ্ভূত কেশহীনতা, মস্তকঘূর্ণন ও টাক এই তৈল ব্যবহার দ্বারা দূরীভূত হয়। ইহা দ্বারা মস্তিষ্ক সুশীতল এবং কেশ সমূহের কৃষ্ণবর্ণ ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মূল্য এক টাকা মাত্র, মফঃস্বলের নিমিত্ত প্যাকিং চারি আনা।

রক্তসংশোধক।

ইহা পারদ প্রভৃতি সম্ভূত বাত, ক্ষত ও গাত্রে নানাবিধ কণ্ডুয়নাদি চর্ম্মরোগ প্রভৃতি দুঃসাধ্য রোগের একমাত্র অত্যুপকারক মহৌষধ। মূল্য দুই টাকা মাত্র, প্যাকিং ।০ আনা।

সর্ব্বপ্রকার বেদনানাশক মালিশ।

ইহা দ্বারা শরীরের যে কোন স্থানে যে কোন প্রকার বাত বা উৎকট বেদনা হউক না কেন অতি শীঘ্র আরোগ্য হইবে। মূল্য ১৲ প্যাকিং ।০ আনা।

কোষ্ঠ-পরিষ্কারক বটিকা।

এই বটিকা শয়নের অগ্রে দুইটী করিয়া সেবন করিলে উত্তমরূপে দাস্ত পরিষ্কার হয়। এক শিশি—মূল্য ॥০ ; প্যাকিং—৵০ আনা।

হাঁপানি, দমা ও শ্বাস কাশ প্রভৃতি নিবারক ঔষধ।

ইহা দ্বারা কাশী ; বুকের শ্লেষ্মা বসিয়া থাকা এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে কষ্ট অতি শীঘ্র দূর হয়। এক শিশির মূল্য ১৷৷০, প্যাকিং ।০ আনা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২১৭ সংখ্যা। | মাঘ ১২৮৯—ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩। | ২য় কল্প ৪র্থ ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আমরা অনেক দিন ধরিয়া ভারত-রমণীদিগের যে সৌভাগ্য-দিনের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, ঈশ্বরকৃপায় আজি তাহা উপস্থিত হইয়াছে। সকল ভারতবাসী আজি একহৃদয়ে আনন্দ-ধ্বনি করুন্। বেথুন বিদ্যালয় হইতে কুমারী কাদম্বিনী বসু এবং কুমারী চন্দ্র-মুখী বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই সংবাদে ভারতহিতৈষীমাত্রেই যার পর নাই উল্লসিত ও উৎসাহিত হইবেন সন্দেহ নাই। শিক্ষা সম্বন্ধে পুরুষদিগের সহিত স্ত্রীলোকদিগের যে সমান অধিকার ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য আর আমাদিগকে দূরবর্ত্তী দেশে বা সময়ে ভ্রমণ করিতে হইবে না, দেশবাসিগণ এক্ষণে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শন করিলেন। স্ত্রীশিক্ষার যে পথ উন্মুক্ত হইয়াছে, তাহা ক্রমশ প্রসারিত হউক এবং ইহার সকল অসম্পূর্ণতা দূর হউক, ঈশ্বরের নিকটে আমাদের এই মাত্র প্রার্থনা।

নিম্ন লিখিত কয়েকটী বালিকা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রীবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেনঃ—

অপর খৃষ্টান স্কুলের এলেন মসি (১ম বিভাগ), ফিচর্চ্চ নর্ম্মাল স্কুলের বিন্ধ্য বাসিনী বসু (২য় বিভাগ), এবং বেথুন স্কুলের লাবণ্য প্রভা বসু (৩য় বিভাগ)

রা সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়া
দিত হইলাম বঙ্গদেশের পোষ্ট
জেনারেল ডাক বিভাগে স্ত্রী
ী নিয়োগের ব্যবস্থা করিতেছেন
কলিকাতায় কয়েকটী পদ তাঁহা-
ক অর্পণ করা হয় এরূপ ইচ্ছা করি-
। মান্দ্রাজে অনেক দিন পূর্ব্বে
ব্যবস্থা হইয়াছে, কলিকাতাতে না
ই আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয়।

মাদিগের ভারতেশ্বরী মহারাণীর
ও সৌজন্যের নিত্য নূতন দৃষ্টান্ত
রা কে না মোহিত হইবে? সম্প্রতি
ত সৈন্যগণের জন্য তিনি ৫ পাঁচ
পশমি চাদর উপহার দিয়াছেন
তৎসঙ্গে লিখিয়াছেন "ইহারা
র জন্য এত করিয়াছে, আমি ইহা-
জন্য কিছু করিব।" এই চাদর কয়েক
র মধ্যে ১ এক খানি রাজমুকুটা-
এবং মহারাণীর স্বহস্ত-প্রস্তুত, অপর
তাঁহার কন্যা ও রাজ পরিবারস্থ
মহিলা দ্বারা প্রস্তুত, কিন্তু তিনি
স্ত কারু কার্য্য করিয়া প্রত্যেক খানি
ক সুন্দর করিয়া দিয়াছেন।

বোম্বাইয়ে পণ্ডিতা রমাবাই স্ত্রী জাতির উন্নতির জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার স্থায়িত্ব জন্য তথায় আর্য্য মহিলা সমাজ নামে এক সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। এই সভা নিম্ন লিখিত উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হইয়াছেন (১) নারী জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার; (২) বাল্য বিবাহ প্রভৃতি যে সকল কুপ্রথা নারীজাতির উন্নতির প্রতিবন্ধক তন্নিবারণের চেষ্টা ও (৩) দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক, নৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অবস্থার উন্নতি সাধন। ভারতবর্ষের যে কোনস্থান-বাসিনী রমণী এই সভার সভ্য হইবার অধিকারিণী। সভ্যের দাতব্য বার্ষিক ন্যূনকল্পে ৬৲ টাকা। যাঁহাদিগের অবস্থা মন্দ, তাঁহাদিগের নিকট হইতে ৩৲ টাকাও গৃহীত হইবে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই সভার উন্নতি প্রর্থনা করি।

—:—

আরাবী পাশা সহচরগণ সহ সিংহলের অন্তর্গত কলম্বো নগরে বন্দীকৃত হইয়াছেন, তাঁহাকে বার্ষিক ৪০০০৲ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হইবে।

নশিরামের বিপদ।

শিরাম বাবুর বাটী কলিকাতার খুব
টে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে। চাকরি
লক্ষে তাঁহাকে কলিকাতায় বাসা
য়া থাকিতে হয়। তিনি প্রতি
শনিবারে বাটী গিয়া থাকেন, এবং তাহা ছাড়া সপ্তাহের মাঝেও এক আধবার কখন কখন যান। কলিকাতা হইতে বাটী, এবং বাটী হইতে কলিকাতা, এই

রূপ বহুকাল করিয়া তাঁহার জীবন যাত্রা অতিবাহিত হইতেছে। তাঁহার বন্ধু-গণের মতে তাঁহার জীবন বিশেষ বাঞ্ছ-নীয় নহে; কারণ তাঁহার আয় অতি স্বল্প, ও তাহার উপর পরিবার অনেক গুলি। বোধহয় তাঁহার বন্ধুরা বুঝেননা যে মানুষের সুখ মানুষের নিজের হাতে। সন্তুষ্টচেতা নশিরাম অনুক্ষণ আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট হইয়া আছেন, ও সুখ সম্বন্ধে আপনাতে ও ক্রোরপতিতে বিশেষ প্রভেদ দেখিতে পান না।

একদিন সন্ধ্যার পরে নশিরাম আফিস্ হইতে বাসায় ফিরিলেন। আফিসে কাজের বড় ভিড় বলিয়া বাসায় আসিতে প্রায়ই তাঁহার রাত্রি হইয়া যায়। যে দিনের কথা বলিতেছি সে দিন নশিরাম বাসায় আসিবামাত্র দেখিলেন তাঁহার নামে এক খানি পত্র রহিয়াছে। পত্র-খানি কোথাহইতে আসিয়াছে তাহা তিনি উপরের লেখা দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন। সেই একটী ছোট, একটি বড়. একটি সোজা, একটি বক্র, অক্ষর গুলি তাঁহার চক্ষুতে বড়ই সুন্দর লাগিত; এবং যদি কেহ কখন সেই লেখার নিন্দা করিত, তাহাহইলে নশিরাম তাহাকে যতদুর পারেন বুঝাইবার চেষ্টা পাইতেন যে সেরূপ সুছাঁদের অক্ষর অতি অল্প স্ত্রীলোকের লেখনীমুখ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া থাকে। অধিক কি একদিন এই কথা লইয়া তাঁহার বন্ধু-দিগের সহিত তাঁহার মহা কলহ উপস্থিত হয়। এই উপলক্ষে নশিরাম করিয়াছিলেন যে তিনি তাহা আর কথা কহিবেন না। কি তাহাতে বিশেষ দুঃখিত বা নাই, কারণ তাঁহারা বিলক্ষণ যে নশিরামের রাগ কোনক ঘণ্টার অধিক স্থায়ী হয় না। লইয়া নশিরামকে এত হঙ্গাম হইয়াছে, এবং বোধ হয় এখন মাঝে সহিতে হয়, অদ্য তিনি হস্তাক্ষর-সুচিত্রিত পত্র খানি ত্যাগ করিয়া পড়িতে বসিলেন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে পত্রখ লিখিয়াছেন?—কে লিখিয়াছে কি আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয় নশিরামের সর্ব্ব বুদ্ধিদাত্রী, যাঁহ মর্ম্ম সহায় করিয়া নশিরাম চাকরি করিতেছেন, সংসারে হইয়াছেন, তিনিই সেই পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহার হস্ত উত্তরোত্তর উন্নতি হউক, তৎ পত্রে নশিরামের বাসার ক্ষুদ্র সি পরিপূর্ণ হইয়া যাউক, এই আমা বাসনা; কিন্তু সে রাত্রিতে হ নশিরাম যে মহাবিপদে পড়িয়াছি সেরূপ বিপদে যেন মানুষ কখন পড়ে।

নশিরাম অনেক ক্ষণ ধরিয়া পত্র পড়িলেন, এবং পাঠ সমাপ্ত হইলে হাত দিয়া এক মনে কি ভাবিতে লেন। তাঁহার বন্ধুরা শঙ্কিত

জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাড়ীর খবর ভাল ত?' নশিরাম গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হাঁ, সমস্ত মঙ্গল।" তবে পত্র পড়িয়া এত ভাবিতেছ কেন? নশিরাম পুনরায় বলিলেন 'একটা বড় দরকার পড়িয়াছে, এখনই বাড়ী যাইতে হইতেছে।' নশিরামের বড় দরকারের মানে একটু স্বতন্ত্র—অর্থাৎ গৃহিণী পত্রে লিখিয়াছেন যে পত্র পাইলে তুমি বাটী আসিতে অন্যথা করিও না; শনিবারের অপেক্ষায় থাকিলে চলিবে না। বড় দরকারের কথা শুনিয়া বন্ধুরা বলিলেন "তবে বিলম্বে প্রয়োজন নাই, আহার প্রস্তুত, আহার করিয়া লও"। নশিরাম আবার গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'না; আহার হচ্ছে না, তাহলে রাত্রি অনেক হইয়া পড়িবে।' নশিরামের বন্ধুগণ তাঁহার স্বভাব বিলক্ষণ বুঝিতেন. সুতরাং তাঁহারা কেহ আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। নশিরাম তাড়াতাড়ি বাটী যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এস্থলে একটি কথা বলিয়া রাখা উচিত—'নশিরাম একজন প্রকৃত হিসাবী লোক' হইলেও একটি বাজে খরচে হাত এড়াইতে পারেন নাই। তিনি অত্যন্ত তামাকুপ্রিয়। তামাকু পাইলে তিনি গৃহিণীর অনুরোধও ভুলিয়া গিয়া থাকেন। এইজন্য তাঁহাকে কত সময়ে কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে। নশিরাম নিরুত্তর হইয়া সেই সমুদয় সহিয়া আপনার সহিষ্ণুতা গুণের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। বাটী যাত্রা করিবার পূর্ব্বে নশিরাম একবার সেই রসের আস্বাদ লইলেন, এবং একটি হুঁকা ও তাহার আনুষঙ্গিক দ্রব্য গুলি সঙ্গে লইয়া বাসা ছাড়িয়া চলিলেন। হায় নশিরাম, পথের মধ্যে তোমার যে বিপদ ঘটিবে তাহা যদি তুমি পূর্ব্বে জানিতে পারিতে, তাহাহইলে কি তোমার 'বড় দরকারের' অনুরোধে সেই রাত্রিতেই বাটি যাইবার জন্য কৃতসংকল্প হইতে?

নশিরাম রাস্তায় আসিয়া একখানি গাড়িভাড়া করিবার চেষ্টা পাইলেন। তখন রাত্রি প্রায় আটটা হইয়াছে; সুতরাং কোচ্‌মানেরা বিস্তর ভাড়া চাহিয়া বসিল। অন্য কেহ হইলে অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইত; কিন্তু নশিরাম সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি পরিবার বর্গকে সুখে রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেন, কিন্তু নিজের বেলায় বড়ই টানাটানি করিতেন। যদি দুই ঘণ্টা ঘুরিয়া আধ পয়সা বাঁচাইতে পারা যায়, নশিরাম তাহাতেও সম্মত। সুতরাং তিনি যে নিজের জন্য সে রাত্রিতে একখানা গাড়ীভাড়া করিবেন, ইহা এক প্রকার অসম্ভব কথা। নশিরাম মনে মনে ভাবিলেন—'চারি ক্রোশ পথ বৈত নয়, সমস্ত রাত্রিতেও কি পারিব না? এইরূপ সংকল্প করিয়া নশিরাম তাঁহার 'বড় দরকারে, আকৃষ্ট হইয়া বেগে পদক্ষেপ করিতে করিতে

গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।—নশিরাম তোমার মনে কি ভয় নাই?

অচিরে নশিরাম শ্যামবাজারের পুল পার হইয়া সহরের আলোক ও কোলাহল পশ্চাতে রাখিয়া চলিলেন। তৎকালে বঙ্কিম বালচন্দ্রের অনতি উজ্জ্বল জ্যোতিতে প্রকৃতি অতি রমণীয় ভাব ধারণ করিয়াছিল। নশিরাম সে শোভায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন কি না বলিতে পারিনা। তিনি কখন আলোক, কখন বা পথের উভয় পার্শ্বস্থ পর্ণকুটীর ও বৃক্ষাবলীর ছায়ান্ধকারের ভিতর দিয়া আপনার গ্রামের অভিমুখে অতিবেগে যাইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তিনি লোকালয় অতিক্রম করিয়া একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তর দেশে প্রবেশ করিলেন। পথের দুই পার্শ্বে যত দূর দৃষ্টি যায়, কুত্রাপি একটিও লোকালয় নাই—কেবল চারিদিক ধুধু করিতেছে, ও মধ্যে মধ্যে নিশাচর পশু পক্ষীগণ চিৎকার করিয়া রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। এরূপ অবস্থায় অতি সাহসিক ব্যক্তিরও মনে ভয়ের সঞ্চার না হউক, কেমন এক প্রকার ভাবের উদয় হয়। নশিরাম বোধহয় এখন মনে মনে ভাবিয়াছিলেন 'আজ না আসিলেই ভাল হইত'।

ক্রমশঃ সেই বঙ্কিম বালচন্দ্র আরক্তিম বর্ণ ধারণ করিয়া আকাশ প্রান্তে ঢলিয়া পড়িল, ও নিবিড় বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া অস্তোন্মুখ হইল। সেই আধস্পষ্ট আলোকে নশিরাম পকেট হইতে ঘড়িটি বাহির করিয়া দেখিলেন দশটা বাজে। রাত্রি অনেক হইয়া উঠিল দেখিয়া তিনি অধিকতর বেগে পদবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অচিরে রজনী ঘোর কৃষ্ণ বসনে সেই সুন্দর মুখ খানি আবৃত করিল, ও চারিদিক্ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল।

এতক্ষণের পর নশিরামের হৃদয়ে যথার্থই শঙ্কার উদয় হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি প্রাণপণে ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মানুষের প্রাণে ঘোড় দৌড় কতক্ষণ সহিবে? বিশেষতঃ নশিরাম এমন যে কিছু সবল পুরুষ তা নয়। তথাপি তিনি যথাসাধ্য দৌড়াইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর এই রূপে ছুটিয়া নশিরাম এত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন যে একটু না বসিয়া আর প্রাণ বাঁচেনা। কিন্তু বসিবেন কোথায়? সেই নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন জন-প্রাণিশূন্য মাঠের ভিতর?—নশিরাম সংকল্প করিলেন প্রাণ যায়, সেও ভাল, তবু সেখানে বসিবেন না। কিন্তু তাঁহার সে সংকল্প রহিলনা; কারণ তাঁহার শরীর এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে তিনি না বসিয়া আর থাকিতে পারিলেন না।

নশিরাম যেখানে বসিয়া পড়িলেন, সেখান হইতে তাঁহার গ্রাম বড় জোর এক ক্রোশ হইবে। কিছুক্ষণ তিনি অচেতনপ্রায় বসিয়া রহিলেন। তাঁহার ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল, ও সর্ব্ব

শরীর স্বেদজলে আপ্লুত হইয়া গেল। কিঞ্চিৎ পরে একটু সুস্থ হইয়া উঠিলে নশিরামের একবার বড় তামাকুর ইচ্ছা হইল। ধমপায়ীদিগের মুখে এই সামগ্রীটির বিস্তর গুণকীর্ত্তন শুনিয়াছি। তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিতে হইলে ইহাতে দুর্ব্বলের বল, নির্ব্বোধের বুদ্ধি, ভীরুর সাহস সঞ্চার হইয়া থাকে। নশিরাম সেই অসহায় অবস্থায় এই পরম বন্ধুর শরণ লইতে ইচ্ছা করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তিনি তামাকুর উপযোগী সমুদয় সামগ্রী সঙ্গে করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার হস্তে যে ব্যাগটি ছিল তাহার ভিতরে তিনি কলিকা, একটি ক্ষুদ্র জলশূন্য হুঁকা, প্রভৃতি পূরিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তিনি সেই ব্যাগটি খুলিলেন ও তাহার ভিতর হইতে হুঁকা প্রভৃতি বাহির করিয়া তামাকু প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে হঠাৎ একটি কথা নশিরামের মনে পড়িল। তিনি যেখানে বসিয়াছিলেন সে স্থানটি তাঁহার গ্রামবাসীদিগের কাছে বিশেষ পরিচিত। কিছুদিন হইল ইহার কাছে একটি পথিকের অপঘাত মৃত্যু হয়। তাহার অল্পদিন পরেই নশিরামের গ্রামবাসী বৃদ্ধ কমলাকর শর্ম্মা সেই স্থান দিয়া একদা রজনীতে আসিতে আসিতে দেখিলেন যে পথের ধারে একটি মৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। কমলাকর শর্ম্মা তাহার পাশ দিয়া যাইবা মাত্র মৃত দেহটা মুখব্যাদনা করিয়া তাঁহাকে কামড়াইতে আসিল। সে যাত্রায় কমলাকর অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া বাটী ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

তামাকু সাজিতে সাজিতে এই সকল কথা যত নশিরামের মনে পড়িতে লাগিল, ততই তাঁহার বুকের ভিতরে দুপ্ দুপ্ করিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে তিনি কম্পিতহস্তে ব্যাগের ভিতর হইতে যেমন হুঁকাটি বাহির করিয়া তাহাতে কলিকাটি বসাইতে যাইবেন, অমনি হঠাৎ একটি বেগে বাতাস বহিল, ও সেই সঙ্গে সঙ্গে শোঁ-ও-ও করিয়া কেমন একটা অস্বাভাবিক শব্দ উত্থিত হইল। নশিরাম চমকিয়া উঠিলেন ও চারিদিকে সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন; কিন্তু কোথাও কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আবার তৎক্ষণাৎ আর একটি বাতাস বহিল; এবং (কি সর্ব্বনাশ!) আবার সেই শোঁ-ও-ও করিয়া শব্দ! এবার নশিরামের প্রাণের ভিতর একবারে শুকাইয়া গেল। তিনি ব্যাগটা মাটিতে ফেলিয়া, কিন্তু হুকাটা হাতে করিয়া, প্রাণের দায়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু নশিরাম যাইবেন কোথায়?—তিনি যত বেগে দৌড়ান সেই অস্বভাবিকা শব্দ ততই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে লাগিল। হায় নশিরাম কি কুক্ষণেই তুমি বাসার বাহির হইয়াছিলে!

এইরূপে দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া নশি-

রামের শেষ দশা উপস্থিতপ্রায় হইল, কিন্তু তথাপি একটু থামিতে তাঁহার সাহস হইল না। অবশেষে তিনি গ্রামের অতি সন্নিকটে আসিয়া পৌঁছাইলেন। এক সময়ে নশিরামের অদৃষ্ট দোষে বিপদের উপরে বিপদ উপস্থিত হইল। গ্রামের একটা কুক্কুর তাঁহাকে ছুটিতে দেখিয়া চিৎকার করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। নশিরাম ভাবিলেন এইবার কুক্কুরের হাতে প্রাণটা গেল। কিন্তু হঠাৎ অদৃষ্ট তাঁহার উপরে একটু সুপ্রসন্ন হইল, কারণ কুক্কুরটা কি ভাবিয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন পরিত্যাগ করিয়া অন্যদিকে ছুটিয়া গেল। নশিরাম কথঞ্চিৎ নিস্তার পাইলেন।

এইরূপে ছুটিতে ছুটিতে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, নশিরাম গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন। গ্রামে প্রবেশ করিয়াই রামহরি দত্তের বাগান ও তাহাতে একখানি আটচালা। নশিরাম সেখানে একটি আলোক জ্বলিতেছে দেখিয়া দৌড়াইয়া সেই খানে প্রবেশ করিলেন। রামহরি দত্ত ও তাঁহার বন্ধুগণ নশিরামের বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য ও শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'ব্যাপার কি?' নশিরাম হাঁপাইতে হাঁপাইতে অতি কষ্টে বলিলেন 'জল'। রামহরি বলিলেন—'স্থির হও, স্থির হও, হয়েছে কি?' নশিরাম অনেকক্ষণের পর আবার হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন 'কুক্কুর'। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আর কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহাকে সকলে ঠাণ্ডা করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণের পরে নশিরাম একটু আশ্বস্ত হইলে প্রকৃত কথা লুকাইয়া কুক্কুরের উপরে সমস্ত দাবি দিয়া আস্তে আস্তে বাটী চলিয়া গেলেন। রামহরির এক জন ভৃত্য তাঁহাকে বাটীতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল।

এই স্থলে গল্পটী সমাপ্ত করিলে হইত, কিন্তু আর একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। পরদিন প্রাতে নশিরামের এত অসুখ হইল যে তাঁহাকে আফিস্ কামাই করিয়া বাটীতে থাকিতে হইল। সেদিন দুপর বেলায় নশিরামের গৃহিণী কার্য্যে ব্যস্ত আছেন, ও নশিরাম ঘরে শুইয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার বালক পুত্রটী বালস্বভাব বশতঃ একটি হুঁকা ঘুরাইয়া খেলা করিতেছিল। বালক হুঁকাটা যত ঘুরাইতেছে, ততই তাহার ভিতরে বায়ু প্রবেশ করিয়া শব্দ হইতেছে। নশিরামের কর্ণে সে শব্দ এত মিষ্ট লাগিল কেন? বালক হুঁকাটি যত ঘুরাইতেছে তিনি ততই বলিতেছেন 'আবার আবার' এবং কান পাতিয়া সেই শব্দটি শুনিতেছেন। ইহার অর্থ কি?—পাঠিকা! আমরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম। নশিরামের মনের কথা নশিরামই বলিতে পারেন।

নিশীথ চিন্তা।

তৃতীয় প্রস্তাব।

কে জানে কেন আমার মনে এই কয়টী প্রশ্ন থাকিয়া থাকিয়া বার বার উদয় হইতেছে—মানব, তুমি কি? তোমার আদি কি, অন্ত কি? প্রয়োজন কি, উদ্দেশ্য কি?—যথনি এ প্রশ্ন মনোমধ্যে উপস্থিত হয়, তথনি না জানি কেন, কে আবার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে মৃদুগম্ভীর স্বরে অন্তর কাঁপাইয়া বলিয়া উঠে "তুমি মানুষ, মানুষ হইয়া মানুষিক বুদ্ধিতে মানুষ কি, কি প্রকারে বুঝিয়া উঠিতে সক্ষম হইবে? অমনি আবার স্তব্ধ হই, মনের প্রশ্ন মনেতেই উদয় হইয়া মনেতেই লয় পাইয়া যায়, আবার সেই নিরবচ্ছিন্ন আঁধারে নিমগ্ন রহিয়া মনে করি, 'আমি' আমি হইয়া, 'আমি কি' কি প্রকারে বুঝিয়া উঠিতে সক্ষম হইব?

কি প্রকারে সক্ষম হইব, তাহা জানিনা, বুঝিনা; তবু কেন বিরত হইতে পারিনা? যত বার এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে বসিয়াছি, তত বারই ত নিষ্ফলকাম হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছি! তবে কেন আবার সেই অকূল পাথারে ভাসিলাম, সন্দেহ বাত্যায় তরঙ্গায়িত অকূল জলধিতরঙ্গে কেন ঝম্প প্রদান করিলাম?

অতি পুরাকালে পণ্ডিতপ্রবর ফেবরিনাস্ (Phavorinus) বলিয়াছেন "এই পৃথিবীতে মনুষ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আর কিছুই লক্ষিত হয় না"; একথা স্বতঃসিদ্ধ, একথা অভ্রান্ত সত্য। যে পাশ্চাত্য দৈব শক্তির নিকট একদা সমস্ত গ্রীশ ও রোম দেশ মস্তক অবনত করিয়াছে, যাহার বুদ্ধি চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া মহারাজ চক্রবর্ত্তী, দরিদ্র কৃষক সন্তান, শত্রুসমাকুলিত উপায়বিহীন নগর রক্ষক, দলবলসম্পন্ন জয়াকাঙ্ক্ষী আক্রমণকারী, স্ব স্ব পরিণাম ফল জিজ্ঞাসু হইয়া সোৎকণ্ঠচিত্তে উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিয়াছে, মহাত্মা কিলন (Chilon), তাহার নিকট "পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু কি?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কি উত্তর পাইয়াছিলেন? "তুমি কি, তাহা জান। ইহা অপেক্ষা আর কিছুই উৎকৃষ্টতর নহে।" মহানুভব পোপও বলিয়া গিয়াছেন, "The proper study of mankind is man." 'মনুষ্য কি, তাহা জ্ঞাত হওয়াই মনুষ্যসাধারণের উপযুক্ত ও যথার্থ শিক্ষা। তাহা যেন বুঝিলাম কিন্তু শিক্ষা কোথায় লাভ করিব? কে আমায় বুঝাইয়া দিবে, মানুষ কি, মানুষের আদি কি, অন্ত কি, প্রয়োজন কি, উদ্দেশ্য কি?

সর টমাস্ ব্রাউন্ (Sir Thomas Browne) বলিয়া গিয়াছেন "আমি

এই পৃথিবীকে হাসপাতাল মনে করিয়া থাকি, যে হাসপাতালে লোক কেবল মরিবার জন্যই আসিয়া থাকে, বাঁচিয়া থাকিবার জন্য নয়। বাস্তব পক্ষে আমি আমাকেই একটী ক্ষুদ্র পৃথিবী বলিয়া মনে করিয়া থাকি। যাহারা কেবল আমার বহিরাকৃতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, তাঁহারা 'আমি কি' কোন প্রকারেই বুঝিয়া উঠিতে সক্ষম হইবেন না। আমার শরীরের সীমা আছে, কিন্তু আমার সীমা নাই, আমরা যে শূন্য দেখিতেছি উহারও সীমাদেশ থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু আমার সীমা আছে এ কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না।" এটী বড় সুন্দর কথা। যখন ফ্রাঙ্কলিন্, ষ্টিফেন্‌সন্, গ্যালিলিও, সাইমিঙ্‌টন্ প্রভৃতি মহানুভব ব্যক্তিগণের কথা মনে করি, যখন ষ্টিমারে বসিয়া রেলে চড়িয়া মাসেকের পথ একদিনে অতিক্রম করি, যখন নদ নদী পর্ব্বত সাগর দেশ বিদেশ প্রভৃতি শত অন্তরায়ের বাধা অতিক্রম করিয়া দ্বিসহস্র ক্রোশ পরিমিত দূরস্থ ইংলণ্ড দেশের সংবাদ দ্বাদশ ঘণ্টা পরিমিত সময়ে জ্ঞাত হইয়া থাকি, যখন ডচ্ জাতীয় দ্রবলের অণুবীক্ষণ দ্বারা সাধারণ চক্ষুর অগোচর, অতীব স্বচ্ছ ও পরিষ্কৃত পানীয় মধ্যেও কীটাণুগণকে চক্ষু কর্ণ নাসিকাবিশিষ্ট অত্যাশ্চর্য্য শরীরীরূপে বর্ত্তমান দেখিতে পাই, যখন হেলি, এঙ্কি প্রভৃতি ধূমকেতু-প্রকাশক ও অন্যান্য জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণের সংবাদ মনে উদয় হয়, তখন কি প্রকারে বিশ্বাস করি, মনুষ্য শরীরে সীমাবদ্ধ? তুমি পৃথিবীর ক্ষুদ্র মানুষ কবি, কিন্তু কেবল কি নদীর জল, আকাশের মেঘ, বনের ফুল তোমার ক্রীড়ার উপাদান অথবা তোমার কবিত্ব কি প্রণয়ী প্রণয়িনীর যুগলমূর্ত্তি, পর্ব্বত কন্দরের ভীষণতা, গগনমণ্ডলের বিশালতা, অগাধ সলিলাম্বুর গভীরতা, স্রোতস্বিনীর কল কল নাদ আর আকাশস্থ মধুর গভীর মন্দ্রধ্বনি প্রভৃতির বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ থাকে? কখনই নয়। তুমি এই পৃথিবী লইয়াই সন্তুষ্ট থাক না, এই পৃথিবীর দুর্ভেদ্য সীমা ভেদ করিয়া পরকালে পুণ্যাত্মার ভাবী স্বর্গীয় সুখ, আর নারকীর ভীষণ নরক যন্ত্রণা প্রভৃতিও তোমার কল্পনায় চিত্রিত করিয়া থাক। তুমি কাল্পনিককে কূটজালয়ে নিমীলিত নয়নে বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাও বটে, কিন্তু সে কল্পনাবলে মনুষ্যের অগম্য গভীর সাগরের তল ভূমিতে মণি মাণিক্য কাঞ্চন রাশি লইয়া ক্রীড়া করিতে থাকে, আর ঐ যে নক্ষত্রালোক দেখিতেছ, প্রবহ আবহাদি সপ্তবায়ু অতিক্রম করিয়া, ঐ নক্ষত্রালোক ভেদ করিয়া, সূক্ষ্ম বায়ু (Ether) দেশও পশ্চাৎপাদ করিয়া সে অনন্ত শূন্যে বিচরণ করিতে করিতে উহার বিস্ময়জনক ভীষণ শোভা অবলোকন করিয়া ভীত, বিস্মিত ও মোহিত হইতে

থাকে। তুমি প্রকোষ্ঠ দ্বারে কাষ্ঠমঞ্চে বসিয়া আছ, আর তোমার মন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুসিয়া, প্রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া পার্লিয়ামেণ্ট রাজসভাতে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে, রুসিয়ার রাজপ্রাসাদে নিহিলিষ্ট-ভীত রুসীয় সম্রাটকে, পারিস সভায় বাগ্‌-বিতণ্ডা সমাকুল রাজনীতিজ্ঞকে এবং বসন ভূষণে সজ্জিত মন্ত্রিগণবেষ্টিত কাল নিগ্রোরাজকে এক মুহূর্ত্তে দ্বাদশ বার দর্শন করিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছে।—যখনি এসমস্ত পর্য্যালোচনা করিতে থাকি, তখনি দেখিতে পাই, মানুষ মানুষ নয়, পরম দেবতা পরমেশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের পরমাণু-গঠিত দেবতা বিশেষ। তখনি ইচ্ছা হয় এক মনে এক ধ্যানে শ্রদ্ধা ভক্তি পুষ্পরাশি লইয়া গদ্‌ গদ কণ্ঠে গুণ গান করিতে করিতে শত সহস্রবার সেই পরম পিতার শ্রীচরণে অঞ্জলি প্রদান করি।

কিন্তু মানব, তুমি এক নও, দুই নও, তিন নও—তুমি লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী নরনারীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছ। এক দিকে যেমন তুমি রাম কৃষ্ণ মহম্মদ ঈশা বুদ্ধ চৈতন্যরূপে বিদ্যমান থাকিয়া পৃথিবীকে হাসাইয়াছ, সেইরূপ আবার শত শত অসুর অবতার রূপে অবতীর্ণ হইয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীকে অশ্রুজলে ভাসাইয়াছ—তুমি কামে মোহে মুগ্ধ হইয়া এণ্টনি রূপে ক্লিওপেট্রা সাগরে, পারিস রূপে হেলেনা সাগরে আর রাবণ রূপে সীতা সাগরে হাবুডুবু খাইয়া অবশেষে অতল সলিলে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছ—তুমি ক্লডিয়াস্‌পত্নীরূপে অকাতরে অকম্পিত হস্তে স্বামীকে বিষ পান করাইয়াছ আর নীরোরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্ত্রী, গুরু এবং মাতৃহত্যা সাধন পূর্ব্বক সমস্ত রোম নগর ভস্মসাৎ করিয়া, সর্ব্বোচ্চ মন্দির শৃঙ্গে উপবেশন করত "নরনারীর আর্ত্তনাদ, আকাশের ধূম, আগুনের লক্‌ জিহ্বা হুম্‌ হুম্‌ গুম্‌" শব্দ সহ এস্রাজের মৃদু মধুর গুণ গুণ শব্দ ধ্বনি মিশাইয়া চক্ষু কর্ণের তৃপ্তি সাধন করিয়াছ—তুমি নরপিশাচরূপে সতী সাধ্বী পতিব্রতার নিষ্কলঙ্ক পাতিব্রত্য ধর্ম্মে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছ, নেপোলিয়ন রূপে লোভসাগরে ডুবিয়া মরিয়াছ, জিঘাংসা প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য সুলতান্‌ সুলেমানরূপে শত্রুর অস্থিদ্বারা পিরামিড্‌ প্রস্তুত করাইয়াছ আর রোমান্‌রূপে অবতীর্ণ হইয়া এক যুদ্ধেই দশ লক্ষ যিহুদিকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়াছ। একপক্ষে যেমন তুমি দেবতা, অন্য পক্ষে তেমনি তুমি পিশাচ—তোমার ঐ পৈশাচিক ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আবার সেই প্রশ্ন আসিয়া মনোমধ্যে উপস্থিত হয়, আবার ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করি মানব, তুমি জান তুমি কে, তোমার আদি কি, অন্ত কি, তোমার প্রয়োজন কি, উদ্দেশ্য কি?

নারীচরিত।

মেরিয়া টেরেসা।

এই রাজকন্যা, রাজপত্নী ও রাজমাতা স্বয়ং রাজ্ঞীরূপে সুদীর্ঘকাল এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তাঁহার জীবন অদ্ভুত ঘটনাতে পরিপূর্ণ; তৎপাঠে যেমন তাঁহার অবস্থার সহিত সহানুভূতি সঞ্চারিত হইতে থাকে, তেমনি তাঁহার আশ্চর্য্য বুদ্ধিমত্তা, শিষ্টাচার ও সৌজন্য এবং অসাধারণকার্য্য ক্ষমতার অশেষ প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না।

অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি বোহিমিয়া, এবং জর্ম্মণির সাম্রাজ্ঞী মেরিয়া টেরেসা ১৭১৭ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জর্ম্মণির সম্রাট অষ্ট্রিয়ার ষষ্ঠ চার্লসের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ১৭২৪খৃঃ অব্দে চার্লস 'Pragmatic Saction'নামক উইল বা চরম পত্রে তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের পর্য্যায়ক্রমে রাজসিংহাসনে অধিরোহণের নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন এবং উহাতে প্রকটিত করেন যে যদি অষ্ট্রিয়ার রাজবংশে কোন পুত্র সন্তান না জন্মে, তাহাহইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যা সমগ্র অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইবেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ও প্রপৌত্রেরা তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবেন। ১৭৩৬খৃঃ অব্দে মেরিয়া টেরেসা লোরেণের ফ্রান্‌সিসের পাণিগ্রহণ করেন ইনি ১৭৩৭ খৃঃ অব্দে টস্কানির রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে সস্ত্রীক ফ্লোরেন্‌সে গমন করেন।

১৭৪০ খৃষ্টাব্দে চার্লসের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রুসিয়া, ব্যাভেরিয়া, সাক্‌সনি, ফ্রান্স স্পেন এবং সার্ডেনিয়ার রাজারা সমবেত হইয়া অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করিতে ষড়্‌যন্ত্র করেন এবং প্রত্যেকে উহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ অধিকার করিবার জন্য প্রয়াস পান। এই সময়ে মেরিয়া টেরেসা ভিয়েনাতে গমন করিয়া অষ্ট্রিয়া বোহিমিয়া এবং জর্ম্মণির অন্যান্য প্রদেশ অধিকার করেন এবং বিধিমতে হাঙ্গেরিয় রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তিনি সিলিসিয়া অর্পণে অসম্মত হওয়াতে প্রুসিয়ার ফ্রেডরিক উহা আক্রমণ করেন। ব্যাভেরিয়ার ইলেক্টর এই সময়ে ফরাসিদিগের সাহায্যে অষ্ট্রিয়া আক্রমণ করেন এবং ভিয়ানা পর্য্যন্ত সৈনাচালনা করেন। মেরিয়া প্রেস্‌বর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তথায় হঙ্গেরির জাতীয় সভা আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার শিশুসন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া উক্ত সভায় উপনীত হইয়া সমাগত রাজপুরুষদিগের রাজভক্তি উদ্দীপ্ত করিবার জন্য এরূপ হৃদয়স্পর্শী আবেদন

করিলেন যে, হাঙ্গেরির সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা অসি নিষ্কাসিত করিয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন "আমরা আমাদের রাজ্ঞী মেরিয়া টেরেসার জন্য জীবন দান করিতে প্রস্তুত" এবং প্রভূত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বেভেরীয় এবং ফরাসী-দিগকে অষ্ট্রিয়া হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ইত্যবসরে ব্যাভেরিয়ার ইলেক্টর চার্লস্ আলবর্ট জর্ম্মণির অধীশ্বর রূপে মনোনীত এবং সপ্তম চার্লস্ নামে আখ্যাত হইলেন। প্রুসিয়ার ফ্রেডরিক এই সময়ে মেরিয়ার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে সিলিসিয়া প্রাপ্ত হন। সপ্তম চার্লসের মৃত্যুর পর ১৭৪৫ খৃঃঅব্দে মেরিয়ার স্বামী ফ্রানসিস্ জর্ম্মণির সম্রাট মনোনীত হইলেন। ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে আয়লা সাপল (Aix-la-Chapelle) সন্ধি দ্বারা অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার লইয়া যে যুদ্ধ হইতেছিল, তাহার শেষ হইল এবং মেরিয়া সিলিসিয়া ব্যতীত পৈতৃক সমস্ত সাম্রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হয়; ইহাতে প্রুসিয়ার বিপক্ষে ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া এবং রুসিয়া দলবদ্ধ হন। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে যুদ্ধের অবসান হইলে অষ্ট্রিয়া ও প্রুশিয়া রাজ্যের সীমার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে মেরিয়ার স্বামীর মৃত্যু হয়, তিনি ইহাতে অত্যন্ত কাতর হন এবং যত দিন জীবিত ছিলেন, শোকসূচক বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জোসেফ্ সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন, কিন্তু তিনি রাজ্যশাসন ভার আপন হস্তে গ্রহণ করিলেন।

তাঁহার সমগ্র রাজনৈতিক জীবন মধ্যে কেবল একটী ভ্রম দৃষ্ট হয়। সেইটি এইঃ—পোলাণ্ডের প্রথম বিভাগের সময় তিনি উহার অংশভাগিনী হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই কার্য্যের সহিত অত্যন্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক যোগদানে বাধ্য হন। যখন তিনি শুনিলেন যে রুসিয়ার এবং প্রুসিয়ার রাজা তাঁহার অসম্মতি গ্রাহ্য করিবেন না এবং তাঁহার অসম্মতি হেতু তাঁহার নিজের রাজ্যাধিকার পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা, তখনই তিনি ঐ কার্য্যে সম্মতিদানে স্বীকৃত হইলেন।

মেরিয়া টেরেসা তাঁহার রাজ্যের উন্নতি সংসাধনের জন্য অনেকগুলি হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। তিনি ধর্ম্মঘটিত উৎপীড়ন (Inquisition) প্রথা ও বোহিমিয়ার কৃষকদিগের উপর জমীদার দিগের অশেষ অত্যাচার প্রথা রহিত করেন। তিনি নানা প্রকার বিদ্যা ও বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য তাঁহার বিশাল রাজ্যমধ্যে অনেক বিদ্যালয় নূতন সংস্থাপন করেন এবং অনেক গুলি পুরাতন বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন করেন। নিম্ন শ্রেণীর লোকের বিদ্যাশিক্ষার জন্য তিনি অনেক পাঠশালা সংস্থাপন করেন। তিনি বিদ্যায় পারদর্শী ও চরিত্রবান্ ছাত্রদিগকে পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

যাহারা শিল্প বিদ্যায় এবং অন্যান্য বিজ্ঞান শাস্ত্রে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবে তাহাদের জন্য তিনি পুরস্কার নির্দ্ধারিত করেন; বিশেষতঃ কৃষিবিদ্যার উন্নতির জন্য তিনি বহুল চেষ্টা করেন। তাঁহার আদেশে একটি মেডাল প্রস্তুত হয় এবং তিনি উহাতে এই কথাগুলি মুদ্রিত করিতে অনুমতি দেন "কৃষিবিদ্যা অন্যান্য সমুদায় বিদ্যার পুষ্টি সাধন করে।" তিনি কৃষিবিদ্যার উন্নতি সাধনের জন্য মিলানে একটী সভা সংস্থাপন এবং যে কৃষক উত্তম শস্য উৎপাদন করিতে পারিবে তাহার জন্য বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন; এবং অন্যান্য নানা প্রকার উপায়ে তাঁহার প্রজা-দিগের উন্নতির চেষ্টা পান। তিনি এক জন প্রকৃত নিষ্ঠাবতী রোমান ক্যাথলিক্ ছিলেন; কিন্তু ধর্ম্মান্ধ ছিলেন না। তিনি তাঁহার প্রজাদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন এবং তাঁহার রাজত্ব কালে তাহাদের সংখ্যা এবং সুখ সমৃদ্ধির প্রচুর বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি ৪০ বৎসর কাল রাজত্ব করেন এবং তাহাতে সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়-পরতা ও দয়াশীলতার বিশেষ পরিচয় দেন।

মেরিয়া টেরেসা ষোড়শ সন্তানের জননী ছিলেন। যদি তাঁহাকে মহা-রাজ্ঞীর পদে প্রতিষ্ঠিতা না হইয়া সংসারে থাকিয়া গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হইত, তাহাহইলে তাঁহার নৈসর্গিক কোমল হৃদয় এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধির গুণে তিনি একজন প্রশংসিত আদর্শ জননী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন সন্দেহ নাই; কিন্তু বিধাতার বিধানে তাঁহাকে সেই সকল গুরু কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল যাহা সম্পাদন করিতে স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্য বুদ্ধি এবং তাঁহাদের হৃদয়ের কোমল ভাব সকল অতি অল্প মাত্র প্রয়োজন। যখন তাঁহার অধিকাংশ সন্তান অতি শৈশবাবস্থায় ছিল, তখনও তাঁহাকে সমস্ত সময় রাজকীয় কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হইত এবং তাঁহার উচ্চপদোচিত চিন্তাভার বহন করিতে হইত। রাজ-পরিবারের চিকিৎসক তাঁহার দরবারে প্রত্যহ অপেক্ষা করিতেন এবং তাঁহাকে রাজপুত্র ও রাজকন্যাদিগের স্বাস্থ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জ্ঞাপন করিতেন। যদি তাহাদের মধ্যে কেহ অসুস্থ হইয়াছে শুনিতেন, তাহা হইলে মাতা তৎক্ষণাৎ তাঁহার অন্য সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাহার নিকট গমন করিতেন।

তাঁহার পুত্রদিগকে অত্যন্ত সরল ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত এবং তাহা-দের মধ্যে কেহই অহঙ্কারী বা যথেচ্ছা-চারী হইতে পারিত না। তাহাদের হৃদয়ের মহৎ ভাব সকল উপদেশ ও উদাহরণ দ্বারা যাহাতে পরিস্ফুটিত হইতে পারে, তিনি সর্ব্বতোভাবে এরূপ চেষ্টা করিবেন।

মেরিয়া টেরেসা বহুদিবসাবধি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং যখন এই ভয়াবহ সময় উপস্থিত হইল, তখন

তাঁহার সহিষ্ণুতা, জগদীশ্বরে নির্ভর ও বিশ্বাস তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। তাঁহার জীবনের শেষ দশ দিবসের যাতনা বর্ণনাতীত; কিন্তু তথাপি তিনি একটু মাত্র অসহিষ্ণুতা ও বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার কেবল এই মাত্র আশঙ্কা হইয়াছিল, পাছে তাঁহার বিবেচনা-শক্তি ও শারীরিক বল এককালে বিলুপ্ত হয়। তিনি একবার মাত্র এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন—"জগদীশ্বর তোমার ইচ্ছায় যেন এই সকল যাতনার অবসান হয়, কারণ যদ্যপি ইহা না হয়, আমি আর অধিক দিন এই সকল যাতনা সহ্য করিতে পারিব কি না তাহা জানি না।"

শেষ (Sacrament) ধর্ম্মানুষ্ঠানের পর তিনি তাঁহার পরিবারবর্গকে তাঁহার সম্মুখে আসিতে আদেশ করিলেন এবং তাহাদের ভরণ পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জোসেফের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "কুমার! তুমি আমার সমস্ত পার্থিব সম্পদের উত্তরাধিকারী হইলে, কিন্তু এই পরিবারবর্গকে আমি পরিত্যাগ করিতে পারি না, কারণ ইহারা আমার সন্তান; তোমার হস্তে আমি ইহাদিগকে অর্পণ করিলাম; ইহাদিগকে অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করিবে; যদি তুমি এই ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হও, আমি সুখী হইয়া মরি। তৎপরে তিনি তাঁহার পুত্র মাক্সিমিলিয়ান এবং কন্যাগণের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া গভীর স্নেহের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বৎসগণ! তোমরা তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে তোমাদের পিতা ও সম্রাটের ন্যায় মনে করিয়া তাঁহার আজ্ঞাকারী হইবে এবং তাঁহাকে যথোচিত সম্মাননা করিবে।" তিনি কিয়ৎ দিবস অসাধারণ সহিষ্ণুতার সহিত মৃত্যুযাতনা সহ্য করিয়া ৬৪ বৎসর বয়ঃক্রমে ১৭৮০ খৃঃ অব্দের ২৯শে নবেম্বর মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি যে অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং তাঁহাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর কোমলপ্রকৃতি ও আদর্শচরিত্র রমণীদিগের অগ্রগণ্যা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ঋষিপত্নীদ্বয়ের প্রশ্নোত্তর।

পূর্ব্বকালে মিথিলা দেশে যাজ্ঞবল্ক্য নামে এক ঋষি ছিলেন। মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে তাঁহার দুই ভার্য্যা ছিলেন। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য উক্ত অনুব্রতা পত্নীদ্বয়ের সহিত কিছুকাল গার্হস্থ্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অবশেষে প্রব্রজন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি যখন সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রব্রজন গ্রহণ করেন, তখন

তাঁহার পত্নীদ্বয় সজলনয়নে তদীয় অভিমুখে দণ্ডায়মানা হইলেন। ঋষি তাঁহাদিগকে যথোচিত উপদেশ দান দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া এবং আপনার ধনসম্পত্তি সমুদায় তাঁহাদের উভয়কে বিভাগ ক্রমে অর্পণ করিয়া আশ্রম হইতে বহির্গত হইলে ঋষিপত্নীদ্বয় আশ্রমে থাকিয়া পরোপকার, অতিথিসৎকার ও ঈশ্বরানুধ্যান প্রভৃতি গার্হস্থ্য ধর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়া কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। উক্ত সপত্নীদ্বয় পরস্পরের প্রতি পরস্পরে প্রীতিমতী ছিলেন এবং পরস্পরের কার্য্যে সাহায্যদান দ্বারা পরস্পরের দুঃখবিমোচনে তৎপরা ছিলেন। জ্যেষ্ঠা মৈত্রেয়ী অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্বামি-সহবাস নিবন্ধন গুণবান্ স্বামীর নিকট হইতে প্রভূত জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠা কাত্যায়নী সেরূপ জ্ঞানবতী হইতে পারেন নাই বটে; কিন্তু তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা অতীব বলবতী ছিল, তজ্জন্য তিনি সর্ব্বদাই জ্যেষ্ঠা সপত্নীকে ভগিনী সম্বোধন করতঃ সৎকর্ম্ম ও সদাচার বিষয়ক বিবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। তাঁহাদের সেই প্রশ্ন ও প্রতিবচনগুলি অতি সুন্দর; শুনিলে মনের মলিনতা দূর হয়। এজন্য আজ আমরা সে গুলিকে বঙ্গভাষায় সজ্জিত করিয়া পাঠক পাঠিকাগণের সমক্ষে উপনীত করিলাম।

কাত্যায়নী একদিন মৈত্রেয়ীকে বলিলেন "দিদি! আমাদের এক্ষণে আর সাংসারিক উন্নতির মূলমন্ত্র শিক্ষা করিবার আবশ্যকতা নাই। আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভের উপায় শিক্ষা করাই এক্ষণে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছে। পরন্তু তাহা এক্ষণে কাহার কাছে শিখিব? যিনি আমাদের গুরু; তিনি আজ্ আমাদিগকে ছাড়িয়া একাকীই জ্ঞানাভ্যাসে রত হইয়াছেন। তুমি বুদ্ধিমতী, এজন্য আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করি—কি রূপে আমাদের আত্মোৎকর্ষ লাভ হইতে পারিবে?"

মৈত্রেয়ী বলিলেন, "ভগিনি! ভাল মন্দ জ্ঞান প্রত্যেক হৃদয়েই অঙ্কুররূপে নিহিত আছে। ইন্দ্রিয়োন্মাদ রহিত হইলেই তাহা প্রকাশ পায় এবং তাহাই অবশেষে সদুপদেষ্টা গুরু হইয়া দাঁড়ায়। কোন মন্দ কার্য্যে লিপ্ত হওয়ায় এবং ভাল কার্য্যের প্রত্যাখ্যান করায় যে বিষময় ফল আছে তাহা একবার বুঝিতে পারিলে আর দুর্গতির কূপে পতিত হইতে হয় না। হৃদয়ে যে ভাল মন্দ জ্ঞান লুক্কায়িত আছে, উহার উদ্বোধ করিবার নিমিত্ত কোন এক সদুপদেষ্টার প্রয়োজন হয় বটে; কিন্তু যদি তাহা একবার বুঝা যায়—সে ভাব যদি একবার হৃদ্গত হয়—সৎপথের সুখ কি? যদি একবার অনুসন্ধান করা যায়—তাহা হইলে আর আপনার অন্তরাত্মা ভিন্ন অন্য কোন উপদেষ্টার প্রয়োজন হয় না।"

কাত্যায়নী বলিলেন, ইন্দ্রিয়োন্মাদ কি? মৈত্রেয়ী উত্তর করিলেন, আলস্য

অমিতাচার, কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, অহঙ্কার এবং তদ্রূপ অন্যান্য পাপের বশীভূত হওয়ার নাম ইন্দ্রিয়োন্মাদ। তুমি কি চেষ্টা করিলে বুঝিতে পার না যে, উক্ত পাপসকলের মধ্যে কোন্ পাপটী তোমার অধিক প্রিয়? অর্থাৎ কোন্ পাপটী তোমার সর্ব্বদা ঘটে? তাহা অবশ্যই বুঝিতে পার।

কাত্যায়নী। আমি অনেক সময়েই অনুভব করিয়া দেখিয়াছি যে, লোভ আমাকে মধে মধ্যে বিশেষ যন্ত্রণা দিয়া থাকে। লোভান্ধ হইয়া আমি অনেক সময়েই ভর্ত্তাকে দুঃখিত করিয়াছি। তিনি আমার লোভের দোষে নানা কষ্টে পতিত হইয়াছেন এবং আমিও লোভের উদর পূর্ত্তি না হওয়ায় দ্বেষ বহ্নিতে দগ্ধ হইয়াছি।

মৈত্রেয়ী। ভগিনি! লোভের ন্যায় অন্যান্য পাপবৃত্তিকেও জানাযায়। যখন যে পাপটী জানিতে পারিবে, তখনই সেই পাপটীকে দমন করিতে হইবে। তাহার গলায় পা দিয়া দলন করিবে। তাহাহইলে সে আর তোমায় নষ্ট করিতে পারিবে না। তুমি যাহাকে ভালবাস এবং তোমাকে যে ভাল বাসে, সেও বাঁচিয়া যাইবে। এ বিষয়ে সরল ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হও—সৎসঙ্কল্পের অমোঘ বল—"আমি এই পাপকে বিনাশ করিবই করিব" কিছুকাল এরূপ সঙ্কল্প ধারণ করিলেই তোমার আত্মার বিষসর্পের দৃঢ় বন্ধন ক্রমে এক একটী করিয়া খসিয়া যাইবে—ক্রমে মুক্ত হইবে, সুখীও হইবে।

কাত্যা। ভাল মন্দ বুঝিতে পারিলে ভালহয় বটে; কিন্তু ভাল মন্দ বুঝা সুকঠিন।

মৈত্রেয়ী। প্রথমে তাহা বুঝা যায় না বটে; কিন্তু বুঝিবার জন্য যত্ন থাকিলে ক্রমে তাহা সহজ হইয়া আইসে। প্রত্যেক কার্য্যের ও প্রত্যেক ব্যবহারের ফলাফল অগ্রে চিন্তা করিতে হয়। অন্যের কৃত কার্য্যের সহিত আপনার কার্য্যের তুলনা করিয়া দেখিতে হয়। তাহাহইলেই ভাল মন্দ জ্ঞান আপনা হইতেই আত্মায় প্রকাশ পায়। যে সকল লোকের দ্বারা তুমি বেষ্টিত থাক, তাহাদিগের কেহ তোমার আজ্ঞাধীন এবং অবশ্য তুমিও কাহারও আজ্ঞাধীন। শ্রদ্ধাভক্তি ও সাধুহৃদয়ে তুমি গুরুজনের সেবা করিবে। তোমার আজ্ঞাধীনের নিকট হইতে তুমি যেরূপ পরিচর্য্যা ইচ্ছা কর, তুমিও তাহার প্রতি সেই রূপ পরিচর্য্যা করিবার ইচ্ছা করিবে।

জ্যেষ্ঠ হউক আর কনিষ্ঠ হউক, উত্তম হউক, অথবা অধম হউক,—সমুদায় ব্যক্তি যেন তোমার সদ্ব্যবহার, ক্ষমাশীলতা ও মাতৃবৎ অনুশাসনে পরিতৃপ্ত হয়। যে মিথ্যা বলে বলুক—যে চুরি করে করুক কি অন্য কোন পাপ করে, করুক—তুমি করিও না। অন্যে আত্মকর্ত্তব্য উপক্ষা করিল—তাই বলিয়া তুমি আত্মকর্ত্তব্য বিস্মৃত হইবে—নিজে পাপ করিয়া

অন্যের পাপের প্রতিশোধ প্রদান করিবে—তাহা করিও না। কেননা, তাহারা লোকান্তরের জন্য আত্ম-দুষ্কর্ম্মের ফলভোগের উপাদান সংগ্রহ করিতেছে। তোমার কর্ত্তব্য যে তাহাদের প্রতি ঘৃণা না করিয়া, বিদ্বেষ না করিয়া, অনুগ্রহ করিবে, স্নেহ করিবে, যথাযোগ্য সদয় ব্যবহার করিবে। তুমি যেমন নিজ কর্ম্মজনিত ফলভোগের হস্ত অতিক্রম করিতে পারিবে না, সেই রূপ উহারাও পারিবে না, তুমি যে পথে আলোকের সাহায্যে চলিতেছ—সে পথ তাহাদের অজ্ঞাত—সে আলোক তাহাদের হৃদয়ে অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। তাহাদিগকে তুমি কৃপা করিও এবং তাহাদিগকে নিজ চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া শিক্ষা দিও পবিত্র, সত্যনিষ্ঠ, সদাশয় ও অক্রোধ হইয়া কিরূপে জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সন্তুষ্টচিত্তে নির্ব্বাহ করিতে হয়।

তোমার দৃষ্টির চতুর্দ্দিকে প্রত্যহই শত শত কুসংস্কার কলুষিত শূন্যক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান হইতেছে তুমি যাহাদিগকে ভাল বাস বা শ্রদ্ধাভক্তি কর—অথবা সম্মান কর—তাহাদিগের মধ্যে যদি কাহাকে শূন্যক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিতে দেখ—তাহাহইলে তৎকার্য্য উপলক্ষে তাহাদিগকে বিদ্রূপ বা অবজ্ঞা প্রদর্শন দ্বারা বিরক্ত করিও না। অন্যের মনঃপীড়ার কারণ হইবে না, সতর্ক হইয়া আপনি আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিবে এবং পরমাত্মায় চিত্তকে অটল করিয়া রাখিবে।

কাত্যা। তুমি ও আমি এক যোগে স্বামি-সেবা করিয়াছি, কিন্তু তোমার হৃদয় না জানি কি এক অমৃতভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছে। আমার হৃদয় অমন হইতেছে না। ইহার কারণ কি?

মৈত্রেয়ী। আমারও অনেক ত্রুটি আছে, তবে একথা সত্য পবিত্রতা লাভ সকলের ভাগ্যে সমানরূপে ও সমান শীঘ্র ঘটে না। মনুষ্যের প্রকৃতির ভিন্নতাই উহার কারণ। যে ব্যক্তি জীবনের প্রথমাবস্থায় জীবিত থাকিবার প্রয়োজন বুঝিতে পারে, সেই ব্যক্তিই সহজে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে সমর্থ হয়। আর যে ব্যক্তি বহুকাল ধরিয়া পাপাভ্যাসের অধীনে কালযাপন করিয়াছে, সে ব্যক্তি ক্লেশ, যত্ন ও কষ্টকর মনঃসংযম না করিলে আধ্যাত্মিক পথে যাইতে পারে না। ফল, সকলেই ভাল হইতে পারে, সকলেই জ্ঞানজিজ্ঞাসু হইতে পারে, সকলেই হৃদয়ের পার্থিব কলঙ্ক ও কুসংস্কারের আবর্জ্জনা দূর করিতে পারে। প্রভেদ এই যে, কেহ বা কিছু শীঘ্র, কেহ বা কিছু বিলম্বে। নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক আত্মা যতদিন পর্য্যন্ত এই ভৌতিক দেহে আবদ্ধ থাকিবেন, ততদিন পর্য্যন্তই তিনি কিছু না কিছু পরিমাণে ভৌতিক কলঙ্কে কলঙ্কিত থাকিবেন। কিন্তু এই কলঙ্কময় ভৌতিক দেহের এমন একটী গুণ আছে যে, ইহা থাকিতে থাকিতে যদি চেষ্টা

করা যায়, তাহাহইলে সেই ভৌতিক কলঙ্কের ভবিষ্যৎ অপনোদনের উপায় করিয়া রাখা যায়। সকল ব্যক্তিরই ইহা বিবেচনা করিয়া, তৎকলঙ্কের মূল শিথিল করিয়া রাখা আবশ্যক।

কাত্যা। আত্মা এক্ষণে ভৌতিক কলঙ্কে অপ্রসন্ন আছেন, ইহা উত্তমরূপ বুঝিতেছি, তথাপি আমার চিত্ত সে কলঙ্ক উন্মার্জন করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে না। কেন হইতেছে না? তাহা আমায় বুঝাইয়া দাও।

মৈত্রেয়ী। ভৌতিক সুখের ও আকাঙ্ক্ষার চাকচিক্য ও সৌন্দর্য্য না ভুলিতে পারিলে চিত্ত আত্মকলঙ্ক উন্মোচনে অগ্রসর হইবে না। পরন্তু ভৌতিক সুখের বিস্মরণ আপাততঃ কষ্টকর বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু কষ্ট ও পরিশ্রম ব্যতীত ইহলোকের কিছুই লব্ধ হয় না; এমনকি পৃথিবীর অতি যৎসামান্য শূন্য গৌরবও ক্লেশ ব্যতীত উপার্জ্জিত হয় না, ইহা বিবেচনা করিয়া প্রথমে কিছু কষ্ট করা আবশ্যক। কিছুকাল পরে দেখিবে যে, মায়ার কুহক দিন দিন হ্রাস হইতেছে এবং নির্ব্বিকার শান্তির পথ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। তখন তুমি মনে মনে এই ভাবিয়া বিস্মিত হইবে যে, কেন আমি এমন সুগম ব্রতকে ইত্যাগ্রে কঠিন বা কষ্টকর মনে করিয়াছিলাম।

কাত্যা। "পরকালে দুঃখ আছে" ইহা মনে হইলে ইহলোকের সুখ তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়—ইহা আমি স্বীকার করি; কিন্তু পারত্রিক সুখটী আশা-কল্পিত। এজন্য তাহার সহিত বর্ত্তমান সুখের বিনিময় তত বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠে না।

মৈত্রেয়ী। সত্য বটে, কিন্তু উক্ত সদ্গতি লাভের জন্য একটু বিশেষ জ্ঞানালোচনা আবশ্যক। "আমরা অতি অল্প দিন মাত্র সংসারে থাকিব, তাহার পরেই সেই অনন্ত লোকে, অনন্ত ফলভোগের গৃহে যাইব।" ইহা সর্ব্বদাই মনে মনে আন্দোলন ও সিদ্ধান্ত করা এবং যেন সেই অনন্ত সুখরাশির বিনিময়ে আমরা সংসারের ছায়াবাজি ক্রয় না করি, এতৎপক্ষে সতর্ক থাকা আবশ্যক।

কাত্যা। কি উপায়ে পার্থিব সুখ সম্মানের আকাঙ্ক্ষার বেগ নিবৃত্তি হয়?

মৈত্রেয়ী। তোমার নিজের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ, তাহা একবার তদ্গতচিত্তে বুঝিয়া দেখ। ইহ জীবনে তুমি যে কিছু কার্য্য করিতেছ, তৎসমুদায়ের ভবিষ্যৎ ফলাফল হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য যত্ন কর, তাহাহইলে আর তুমি পার্থিব সুখসম্মানে মুগ্ধ হইবে না এবং নিজের পরিশুদ্ধির জন্য তোমাকে ব্যাকুল হইতে হইবে না। তখন তোমার মনে ইহলোকের সুখসম্মানের নিমিত্ত যত্ন ও আকাঙ্ক্ষা করা অসঙ্গত বলিয়া স্থির হইবে। ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কার্য্য কলাপ হইতে বিরত হওয়া উচিত বলিয়া প্রতীতি হইবে। প্রকৃতির সুশোভন দৃশ্য, বিহঙ্গমের সুললিত সঙ্গীত, পুষ্পের

সৌরভ মনকে উল্লসিত করে বটে, কিন্তু সেই উল্লাসে মাতিয়া পুনঃ পুনঃ তাহারই অনুসন্ধান করিতে গেলে তুমি আর পরলোকের পথ খুঁজিবার অবসর পাইবে না; ক্রমেই সেই সুগভীর মোহকূপের অধস্তন প্রদেশে গিয়া পতিত হইবে। অতএব প্রকৃতির কুহকে ভুলিয়া গন্তব্য পথ হারান অপেক্ষা সমধিক বিড়ম্বনার বিষয় আর কিছুই নাই।

কাত্যা। শিক্ষিত জীবনের আনন্দের সহিত মুগ্ধ জীবনের আনন্দের যদি কিছু প্রভেদ থাকে, তাহাহইলে যেটী বলবান্, সেইটী প্রবল হইতে পারে, কিন্তু আমি অদ্যাপি তদুভয় আনন্দের তারতম্য বুঝিতে সক্ষম হইলাম না।

মৈত্রেয়ী। মুগ্ধ জীবনের সুখ অতিক্রম করিয়া যোগ জীবনের শান্তি হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য অগ্রে প্রস্তুত হইতে হয়; পরে ক্রমেই তাহা অনুভূত হইতে থাকে। আমরা আপাততঃ যে সকল সুখ সম্ভোগ করিতেছি, তাহার অধিক মূল্য বিবেচনা করাই মোহের কার্য্য। এরূপ ভাবে উপস্থিত সুখ ভোগ করা আবশ্যক যে, আবশ্যক হইলে তাহা বিনা আয়াসেই পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। যে সুখকে ইচ্ছা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলে অথবা কার্য্যানুরোধে ত্যাগ করিলে, তাহার জন্য যেন পুনরায় চিন্তা না হয়। যে সুখ যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত হয়, তাহাকে অনাসক্ত চিত্তে গ্রহণ কর। আর যাহা উপযুক্ত রূপে অথবা পারলৌকিক সুখের অবিরোধীরূপে উপস্থিত হইল না; কিংবা সমাগত হইয়াই প্রস্থান করিল; তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিও না। কেন না, যে কিছু সাংসারিক সুখ—সমস্তই ক্ষণভঙ্গুর ও স্বপ্নবৎ অস্থায়ী। যে দিন তোমার হৃদয় আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইবে—আধ্যাত্মিক বস্তুতে আকৃষ্ট হইবে—সেই দিনই তুমি বুঝিতে পারিবে যে, মুগ্ধজীবন ও মুক্ত জীবনের তারতম্য কি। সেই দিন হইতে হৃদয় মেঘনির্ম্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় সুন্দর ও সুশীতল হইবে। সেই দিন হইতে তোমার আর অসদালাপ, বৃথালাপ, অকার্য্য, অপকথা কিছুই ভাল লাগিবে না। সেই দিন হইতে তোমার হৃদয় সদা সর্ব্বদা কেবল সদালাপ, সৎকার্য্য, সৎকথা ও সচ্চিন্তার আকাঙ্ক্ষা করিবে। উক্ত প্রকার সদনুষ্ঠান সমূহ এবং অপর সাধারণের নিঃস্বার্থ হিতসাধন প্রভৃতির দ্বারা যাহার সুখ হয়, তাহার হৃদয় এমন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপার্জ্জন করিয়া থাকে, যাহার নিকট কাল, অদৃষ্ট, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্তও পরাভূত হয়। তোমার সম্মুখে যে অনন্ত ভবিষ্যৎ বিদ্যমান আছে, উক্তপ্রকারে তাহার সম্মুখে ক্রমে এক এক পদ করিয়া অগ্রসর হও, দেখিতে পাইবে বা বুঝিতে পারিবে যে মুক্ত জীবনের কি সুখ! যতই উক্ত পথে অগ্রসর হইবে, ততই সে সুখ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।"

তপস্বিনী মৈত্রেয়ী এইরূপে কনিষ্ঠা

সপত্নীর সহিত কথোপকথন করিতে করিতে ক্রমে দেহযাত্রা নির্ব্বাহের কাল উপস্থিত হইল। তখন তিনি প্রিয় ভগিনীকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, আজ্ থাক্—আবার কাল বলিব।

সংযুক্তাহরণ।

(২১৫ সংখ্যা ২৪৫ পৃষ্ঠার পর)

হস্তিনায় গিয়া সোম সুযোগে কৌশলে,
ভেটিলেন পৃথুরাজে, কহিলা বিরলে,
পরিচয় দিয়া নিজ, ভ্রমণ-কারণ ;
প্রথমতঃ সাধিলেন করিতে গমন
স্বয়ম্বর সভাস্থলে নিমন্ত্রণী বেশে,
নতুবা গোপনে যেতে অনুরোধ শেষে।
কিছুতে সম্মত ভূপ নহিলা যখন,
সংযুক্তার হস্তলিপি দিলেন তখন।
পত্র পড়ি পৃথু আর থাকিতে নারিলা,
টলিল অটল মন, অস্থির হইলা,
আকুল হৃদয় প্রাণ, তিতি গণ্ডস্থল
কাঁদিলা নীরবে আঁখি, গোলাপের দল
হিমানী নিশায় যেন কান্দয়ে নীরবে।
কতক্ষণে দীর্ঘশ্বাস ত্যজি, "মহাহবে
যে হৃদয় কভু টলে নাই, একি আজ
টলিল লিখনাঘাতে, পাইলাম লাজ!
সোমাচার্য্য! যুক্তবাক্যে তব যেই মন
হেলে নাই, বর্ণ আগে হেলিল এখন।
বুঝিলাম বিধাতার যোজনা এসব,
তাই ভবে পরাভব করে মনোভব।
সুগম্ভীর অম্বুরাশি কৌমুদী পরশে
বেলা বিলুণ্ঠিত তাই জলদ উরসে,
ক্ষীণ ক্ষণ প্রভা তাতে মাতে হরষদ,
কোমল কমলদলে বদ্ধ ষট্‌পদ।
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হবে খণ্ডন,
হবোনা কনোজাধীন, থাকিতে জীবন।
যাও ফিরে সোমাচার্য্য, সন্দেশ লইয়া
রাজ্ঞী মারে আমার প্রণাম জানাইয়া
বুঝাইয়া বিশেষিয়া বলিও সকল
যাব আমি দেখিবারে স্বয়ংবর স্থল,
করিব গ্রহণ ক্ষত্রধর্ম্মমতে আর,
সংযুক্তার পাণি শুভ আশীর্ব্বাদে তাঁর।"

এত বলি পুনর্ব্বার পড়ি লিপি খান,
প্রত্যুত্তর লিখি তাঁরে করিলা প্রদান,
যোগ্য মত পূজাকরি সম্ভ্রমে তুষিলা,
তুষ্ট হয়ে সোমাচার্য্য বিদায় লইলা।
রাজ্ঞী মারে নিবেদিলা আসি সমুদয়,
হরিষে বিষাদ রাণী পাইলেন ভয়।
মনে করেছিলা পৃথু গোপনে আসিয়া
লয়ে যাবে সংযুক্তারে, সেরূপে হরিয়া
রুক্মিণীরে নিলা হরি দ্বারাবতী হতে,
সুভদ্রারে পার্থ কিম্বা হরিলা যেমতে।
একে আর হল ভাবি আকুল জীবনে,
সব দিক্ রক্ষা এবে হইবে কেমনে?
না পারেন ফুটিতে মন্ত্রণা ভেদ ভয়ে,
প্রমাদ পড়িল বড় সংযুক্তারে লয়ে।

নানা মত ভাবি শেষে শান্ত কৈলা মন,
বিধাতার লিপি কভু না হবে খণ্ডন,
যা আছে তাঁহার মনে ঘটিবে নিশ্চয়
ভবিতব্য ফলাফল অন্যথা কি হয়?
কুহকী সান্ত্বনা হেন কিবা আছে আর,
মানবের শ্রেয়ঃ কল্পে খেলা কল্পনার।
মুরলারে ডাকি সোমে সংযুক্তা সদন
পাঠাইয়া দিলা বার্ত্তা জ্ঞাপন কারণ।

সোমাচার্য্য দেখি বালা সম্ভ্রমে উঠিয়া
প্রণমিলা, স্বস্তি বাক্যে আশীষ করিয়া,
জিজ্ঞাসি কুশল আর বিশিষ্ট বিধানে,
দাণ্ডাইলা সোমাচার্য্য যোগ্য মত স্থানে।
উত্তরীতে আচ্ছাদিত সমস্ত শরীর,
অধোমুখ, নত আঁখি, প্রকৃতি গম্ভীর,
সহজে মনের ভাব বুঝিবার নয়।
নিরখিয়া নৃপসুতা পাইলেন ভয়।
অভীষ্ট সংসিদ্ধি আশে সন্দেহ জন্মিল,
আকুল হৃদয় প্রাণ, কাঁদিয়া উঠিল;
নিরাশার আত্মা বৃথা ঢাকিতে প্রয়াস,
বাহিরিলা দীর্ঘশ্বাস, হইল প্রকাশ!
শিহরিল কলেবর নয়ন মুদিল!
ভাব দেখি সখিগণ ধরে বসাইল।
সোমাচার্য্য অবসর বুঝিয়া তখন,
হস্তিনার বিবরণ করিলা জ্ঞাপন,
পৃথুদত্ত লিপি শেষে করিয়া প্রদান,
সসম্ভ্রমে তথা হতে করিলা প্রস্থান।

আগ্রহে সুমুখী লিপি করিয়া গ্রহণ
পড়িলেন, মৃত দেহে পশিল জীবন।
হাসিল কমল আঁখি, হর্ষ প্রসন্নতা
বিভাসিল বিধুমুখে, বিভাসিত যথা
বিকচ কমল কলি, প্রাতঃ সমীরণে,
সরসী উরসে চলে কনক কিরণে।
নিদাঘ মধ্যাহ্নে ঘোর প্রান্তরে পড়িয়া
নির্মেঘ গগন পানে সতৃষ্ণে চাহিয়া
কাঁদে যবে চাতকিনী, সহসা তখন,
মনোরথ পূরে তার উঠে যদি ঘন;
তৃষিত চাতকী হয় কত সুখী তায়,
তদধিক সুখী বালা পেয়ে লিপিকায়।
আনন্দের ধারা বহে যুগল নয়নে,
তিতিল লিখন, পুনঃ পুনঃ অধ্যয়নে,
তৃপ্তি না হইলা, শেষে মুরলার করে
প্রদানিলা, হস্ত পাতি অনুরাগ ভরে,
গ্রহণিলা লিপি সখী, ঈষদ্ হাসিলা,
সুমধুর মৃদুস্বরে পাঠ আরম্ভিলা;
"সরলে!

আশঙ্কা এত কিসের কারণ?
তরঙ্গিণী মহার্ণবে ঢালিলে জীবন,
সিন্ধু কি নিশ্চিন্ত রহে? রসাল কোথায়
উপেক্ষয়ে আশ্রয়ার্থী সুবর্ণ লতায়?
দুর্লভ রমণী রত্ন ভারত-ভূষণ,
ক্ষত্রিয় গৌরব মণি, পৃথুর জীবন
আজি হৈতে নিয়োজিত হইল সেবায়,
পবিত্র চোহান কুলে বরিণু তোমায়।
বহুদিনে মনোবাঞ্ছা পূরাইলা বিধি
মিলাইলা ভাগ্যে তাই তোমা হেন নিধি।
কত সাধনের ধন, তুমি বিনোদিনি,
যে দিন হইতে তব গুণের কাহিনী
শুনিয়াছি পিতৃমুখে তব, সুবিনীতে!
সঁপেছি তোমায় প্রাণ সেইদিন হতে,
সেইদিন হতে তব মোহিনী মূরতি
প্রেমময়ী গুণময়ী, হৃদয়ে নিয়তি,
ধরিয়াছি যতনিয়া, যতনে যেমন

হৃদে গাঁথি রাখে দীন মহার্ঘ রতন।
ছিল সাধ পিতা তোমা করি সম্প্রদান
রাখিবেন মান মম, কনোজ চোহান
মিলি হবে এক জাতি, শুভ পরিণয়ে
বঞ্চিব জীবন দোঁহে চির সুখী হয়ে!
এত সাধে পিতা শেষে সাধিলেন বাদ,
নিবাইলা আশাদীপ পাড়িলা প্রমাদ!
করিলেন অপমান আঘাতিয়া প্রাণে,
ঘুচালেন যত সাধ স্বয়ম্বর ভাণে!
তবু কি হৃদয়-আশা নিবিয়াছে প্রিয়ে?
ধরিয়াছি প্রাণ সুধু তোমায় ভাবিয়ে?
তোমা আলম্বিত প্রাণ সঁপি তব করে,
কৃতার্থ হলেম আজি এতদিন পরে!
পৃথুর সর্ব্বস্ব তুমি, অদেয় তোমায়
কি আছে পৃথুর বল? মনঃ প্রাণকায়,
সকলি লইলে আত্ম সমর্পণ ছলে,
কোথায় শিখিলে হেন কৌশল সরলে?
তব অগ্রে প্রিয়ে, করিলাম স্থির পণ,
স্বয়ংবর সভাসিন্ধু করিব মন্থন,
লভিব রাটোর লক্ষ্মী, কনোজাধিপতি
বিবাদেন যদি মিলি নৃপতি সংহতি,
প্রবোধিব সবে, পাণি করিব গ্রহণ
তব, স্বয়ংবর ব্রত হবে উদ্‌যাপন!
সিদ্ধিদাতা করুন্ বিধান সিদ্ধি তিন*,
প্রেয়সি,
তোমার পৃথু চিরপ্রেমাধীন।"

সুখসম্মিলন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(২০৯ সংখ্যা ৫৩ পৃষ্ঠার পর)

দেখিতে দেখিতে "নিত্যগামী রথচক্র" পাঁচবার "আয়ুর পথে" ঘুরিয়া গেল। কত সুখী সুখ-শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে করিতে দেখিলেন নিমেষের মধ্যে পাঁচবৎসর—সুখময়, সম্ভোগময় পাঁচবৎসর—জীবনের অঙ্কে অভিনীত হইয়া গেল; সুখের দিন ফুরাইল। কত দুঃখী দিন গণিতে গণিতে দুঃখের পাঁচটী বৎসর অতিবাহিত করিয়া, আশা-পূর্ণমুখে, উৎফুল্লনয়নে চাহিল। এইরূপে কাহারও হতাশ, কাহারও উচ্ছ্বাস উদ্দীপন করিতে করিতে ষষ্ঠ বৎসর আসিল। আহা পাঠিকা! এত দিনে আমাদের সেই অপহৃতা শৈলবালার যে কি দশা হইয়াছে, তাহা কে জানে? বুঝি, অবিশ্রান্ত রোদনে, সেই হাস্যময় সরল,চঞ্চল, নীলোজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয়, বিষাদময়, স্থির এবং আরক্তিম হইয়া গিয়াছে! কতদিন শৈলবালা প্রাণ ভরিয়া মা বলিয়া ডাকে নাই; তবে বুঝি সে ক্ষুদ্র প্রাণ খানি হুতাসে শুকাইয়া গিয়াছে! আর কোথায় সেই শৈলবালার দুঃখিনী

* প্রভাবসিদ্ধি, মন্ত্রসিদ্ধি, ও উৎসাহ সিদ্ধি—রাজাদিগের এই ত্রিবিধ সিদ্ধি।

জননী! এতদিন যদি 'শৈলবালা' 'শৈলবালা' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে প্রাণ বাহির না হইয়া থাকে, তবুও কি আর তাহাতে সুখ আছে? আমরা তাঁহাকে বালক দেবেন্দ্র এবং তাঁহার স্নেহময়ী মাতার যত্নে পীড়িতাবস্থায় সেবিত হইতে দেখিয়াছি তাহার পর আর কোন সন্ধান পাই নাই। আজ একবার তাঁহাদের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

যে গ্রামে দেবেন্দ্র এবং তাঁহার মাতা বাস করেন, তাহার প্রকৃত নাম অপ্রকাশ্য রাখিয়া আমরা ঐ গ্রামটী লক্ষ্মীপুর নামে অভিহিত করিব। শৈলবালার মাতা আরোগ্য লাভ করিয়া লক্ষ্মীপুরেই আছেন। দেবেন্দ্রের মাতার সহিত তাঁহার বড় সৌহার্দ্দ হইয়াছে। শৈলের মাতা জানিতে পারিয়াছেন পরিবারটী ব্রাহ্ম পরিবার এবং তিনি নিজেও তাঁহাদিগকে আমূল আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। দেবেন্দ্রের মাতা তখনও শৈলের মাতার প্রতি আদরের ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু আবার যখন জানিলেন শৈলের মাতা ব্রাহ্মিকা এবং শঠচক্রে ঘোর দুর্দ্দশায় পতিতা, তখন তাঁহার সহানুভূতি দশগুণ বাড়িয়া গেল। দেবেন্দ্রনাথ শৈলের মাতাকে 'মাসি মা' বলিয়া ডাকেন, আর কত শ্রদ্ধা করেন!

শৈলের মাতুলেরা হিন্দু ছিলেন, তাঁহাদিগেরই ষড়যন্ত্রে ক্ষুদ্র পরিবারটী অশেষ ক্লেশ পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মনের ধারণা ছিল যে, অন্নবস্ত্রের ক্লেশ হইলে শৈলের মাতা আর ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিবে না অবশ্যই আসিয়া হিন্দুসমাজের শরণাগত হইবে। কিন্তু যখন দেখিলেন শৈলের মাতা ধর্ম্মের নামে মরিতেও কুণ্ঠিতা নহেন, তখন কন্যাটীকে হিন্দুমতে বিবাহ দিবার সংকল্পে অপহরণ করিয়াছিলেন; শৈলের মাতা তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু নিজের চেষ্টায় কন্যা উদ্ধারের কল্পনা বিফল মনে করিয়া কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মদিগের সাহায্য প্রার্থনার আশায় কলিকাতাভিমুখে যাইতেছিলেন। পথে পীড়িতা হইয়া লক্ষ্মীপুরে থাকিতে বাধ্য হইলেন। যখন জগদীশ্বরের ইচ্ছায় আরোগ্য লাভ করিলেন, তখন সকলে মিলিয়া কন্যাটীর অনেক অনুসন্ধান করিলেন। অনুসন্ধানে জানিলেন, শৈল তাহার মাতুলালয় হইতে একদিন রজনীযোগে অদৃশ্য হইয়াছিলেন, তাহার পরে আর কেহ তাহার কোন সন্ধান পায় নাই। শৈলের মাতা ভাবিলেন এখন পীড়াপীড়ি করিলে তাঁহার ভ্রাতাদিগের কিছু বিপৎপাত হইতে পারে এই মাত্র, কিন্তু কোন ফল লাভ হইবে না, কাজেই, সেরূপ অনুসন্ধান হইতে বিরত হইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণ স্থির হইতে পারে নাই। শৈলের মাতা যখন দেখিতেন পথহারা কন্যা পথ খুঁজিতেছে, তখনই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন; যদি

কেহ কাহাকে 'শৈল' বলিয়া ডাকিত, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সিহরিয়া উঠিত! হায় হায়! কোথায় দুঃখিনী শৈলবালা! পাঁচবৎসর অতিবাহিত হইল; শৈলবালা নিরুদ্দেশ হইয়াছে। তখন সেই অপ্রমেয় দেবতার বিধানে মস্তক অবনত করিয়া দেবেন্দ্রের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরোপকারিতা এবং সহৃদয়তার গুণে গ্রামবাসী সকলেই তাঁহাকে মাতার মত শ্রদ্ধা করিত। যদি কেহ পরের সন্তানকে ভাল কবিয়া আদর করিত, তবে গ্রামের লোকে বলিত যে অমুক শৈলের মাতার মত পরকে আপন ভাবিতে জানে।

পাঠিকা! এ জগতে সুখী কে? যে জগদীশ্বরের করুণাময় নাম সুখ দুঃখের সম্বল করিয়াছে। ঐ দেখ সংসারে কত জন ধর্ম্মকে তুচ্ছ করিয়া সুখী হইবার প্রয়াসে কত সুখসেব্য পদার্থে গৃহ সংসার পূর্ণ করিল, অস্থায়ী বালুকা-ময়ভিত্তির উপর সমুদয় ভবিষ্যতের আশা ভরসা বাঁধিয়া তুলিল, কিন্তু হায়,

"নিশ্বাস পবনে উড়িল বালুকা
সমস্ত সংসার ধসিয়াগেল।"

আর ঐ দেখ আর এক জন অবনত মস্তকে ঈশ্বরের ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া জীবনতরী ভাসাইয়াছে, কত ঝড় কত বাত্যা, কিন্তু ঐ তরণী ক্ষুদ্র হইলেও অটল হইয়া রহিয়াছে। সংসারের অবিশ্বাসী লোকে ভাবিল এই বারের ঝড়ে আর তরী রক্ষা পাইল না, কিন্তু দয়াময়ের নাম করিতে করিতে তরণীখানা বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিল। তাই বলি যে ব্যক্তি সুখে দুঃখে জগদীশ্বরের চরণ ধরিয়া থাকিতে জানে, তাহার সংসারে কোন ভয় নাই; সে রাজা অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক সুখী। শৈলের মাতার প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাস পরীক্ষা কর; দেখিবে প্রতি শ্বাসে কত বিশ্বাস সঞ্চিত হইতেছে, প্রতি প্রশ্বাস কত ভক্তি স্বর্গের সিংহাসন স্পর্শ করিতে ছুটিতেছে। অবিশ্বাসী জগৎ এ সুখ দুঃখের অর্থ বুঝিবে না; না বুঝুক, কিন্তু শৈলের মাতার মুখে সেই একই সঙ্গীত লাগিয়া রহিয়াছে,

"তুমিহে ভরসা মম অকূল পাথারে
আর কেহ নাহি যে বিপদ ভয় বারে,
এ আঁধারে যে তারে"

আর একদিকে আমাদিগের সেই স্নেহময় বালক দেবেন্দ্রনাথ। দেবেন্দ্র আর বালক নাই। তিনি তখন বিংশতিবর্ষ বয়স্ক যুবক। এই বার দেবেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। দেবেন্দ্র নাথ, যেরূপ বিদ্যা, সেইরূপ ঈশ্বর-ভক্তি, পরোপকার এবং বিনয়াদি গুণে কলিকাতাস্থ "ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। কলিকাতায় ব্রাহ্ম পরিবারের মধ্যে গতা-য়াত করিতে করিতে এইসময়ে দেবেন্দ্র নাথের সহিত এই পরিবারস্থ একটী কুমারী রপ্রণয় হয়।

কলিকাতায় এমন অনেক ব্রাহ্ম পরিবার আছেন, যেখানে অনেক হিন্দুবিধবা এবং অনাথ বালক বালিকা প্রতিপালিত এবং শিক্ষিত হইয়া থাকেন। এই কুমারীও কলিকাতার কোন ব্রাহ্ম পরি-বারের কন্যা নহেন; দেরাদুন হইতে আগত এক জন ব্রাহ্মের পালিতা কন্যা। ইহাঁর নাম অবলা। কিরূপে পরস্পরের মধ্যে প্রণয় সঞ্চারিত হইল, উভয়ে উভয়কে কেমন ভাল বাসিতেন, সে সমুদায় চিত্র আমরা আঁকিব না। পরস্পরের বিবাহ হইবার কথা হইতে লাগিল; কিন্তু যে বিবাহে দম্পতি ঈশ্বরের পবিত্র সমক্ষে হৃদয় বিনিময় করে, যে বিবাহে স্ত্রীপুরুষ পরস্পরকে ভালবাসিতে শিখিয়া আত্মত্যাগ শিক্ষা করে, বিশ্বজনীন প্রীতি লাভ করে, যে বিবাহে নীতি স্ফূর্ত্তি পায়,চরিত্র বিকশিত হয়—এক কথায় যে বিবাহের ফলে মানব চির আরাধ্য, চিরপ্রার্থনীয়, অনন্ত মুক্তি পথের প্রথম সোপানে পদার্পণ করে, সে পবিত্র বিবাহবন্ধনে হৃদয় দুইটী বদ্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে যাহাকে সামাজিক বা লৌকিক বিবাহ বলে, তাহারই অনুষ্ঠান হইবার কথা আরম্ভ হইল। বিবাহ কলিকাতায় হইবে, ইহাই স্থির হইল। দেবেন্দ্রনাথের মাতা, শৈলের মাতাকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। তাঁহা-দিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করা হইল; বিবাহ এই বাড়ীতে হইবে। আজি বৈশাখের শুক্ল পক্ষের চতুর্থী তিথি; আজি বিবাহের রাত্রি। এই উৎসবের দিনে, এই আনন্দের দিনে, শৈলের মাতার হৃদয়ে বহু দিন-বিস্মৃত দুঃখ স্বপ্নের আচম্বিত পুনরুদয়বৎ কি একটী কথা জাগিয়া উঠিল! আজ বৈশাখের শুক্ল পক্ষের চতুর্থী তিথি। এই চতুর্থীর রজনীতে পাঁচবৎসর হইল, তাঁহার ক্রোড়ের নিধি অপহৃতা হইয়া-ছিল; তিনি ভাবিলেন "আজ যদি শৈলবালা বাঁচিয়া থাকিত!" শৈলের মাতার হৃদয় আলোড়িত হইল; বিষণ্ণ মনে গৃহের কোণে বসিয়া এক সুখের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে হৃদয় বিষাদময় হইয়া উঠিল; চিন্তার বেগ প্রবল হইল, শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। তখন আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না; শয্যায় শয়ন করিলেন। ক্রমে চিত্তের চঞ্চলতায়, মনের গুরু ভারে শরীরে জ্বর আসিল। দেবেন্দ্রের জননী আসিয়া দেখিলেন শৈলের মার জ্বর হইয়াছে। "তাইত দিদি! আজকার দিনে তোমার জ্বর হইল!" এই বলিয়া দেবেন্দ্রের মাতা শৈলের মাতার গায় মাথায় হাত বুলা-ইতে লাগিলেন; জ্বর কিছু বেশী বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু এ দিকে বিবাহের সমুদায় উদ্যোগ করিতে হইবে। কি করেন শৈলের মাকে একটী গৃহে রাখিয়া বিবাহাদির উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শৈলের মাতা অভিভূতার ন্যায় শয্যায় পড়িয়া আছেন। বিবাহ সমাধা হইলে দেবেন্দ্রের জননী পুত্র

এবং পুত্রবধূকে শৈলের মাতার পার্শ্বে লইয়া গেলেন। শৈলের মাতা এতক্ষণ কি এক স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। দেখিতেছিলেন তিনি তাঁহার পূর্ব্বাবাসে শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার নয়নপুত্তলী নবনবর্ষীয়া শৈলবালা তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। তিনি শৈলের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন; দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র বালিকা যেন বড় হইয়া উঠিল, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বৃদ্ধি পাইল। শৈলের মাতা বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন এ কি হইল। বিস্ময়ের উপর আরও বিস্ময়; যে জানালায় বসিয়া শৈল গৃহপার্শ্বস্থিত বৃক্ষে মানুষ দেখিয়াছিল, গৃহের সেই জানালা দিয়া একজন যুবক গৃহে প্রবেশ করিয়া শৈলবালার পার্শ্বে দাঁড়াইল! এই সময়ে বর কন্যা তাঁহার শয্যা পার্শ্বস্থিত হইয়াছেন; শৈলের মাতা নিদ্রিতাই ছিলেন, স্বপ্নদৃষ্ট যুবককে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে গা আমার ঘরে?" দেবেন্দ্রের জননী উত্তর করিলেন— বলিলেন "দিদি, বর কনে।" "বর কনে?" শৈলের মাতা নিদ্রিতাবস্থায় চমকিলেন; চমকিয়া বলিলেন "শৈলবালা, শৈলবালা, তুমি আমাকে না বলিয়াই বিবাহ করিলে? ছি! ছি! বড় হইলে কি মাকে ভুলিয়া যাইতে হয়?" গৃহে উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বলিতেছিল! দেবেন্দ্রের মাতা কি কথা যেন কহিতে যাইতে ছিলেন, এমন সময়ে দেবেন্দ্রের নবপরিণীতা অবলা ছুটিয়া শয্যাস্থিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন "মা, মা, এই আমি, এই আমি তোমার শৈল!" শৈলের মাতার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে; তিনি স্বপ্নে বর্দ্ধিতাবয়বা শৈলের যে মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, দেখিলেন সেই মূর্ত্তি তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া কাঁদিতেছে। আর ভ্রম নাই! মাতা কাঁদিতেছেন, কন্যা কাঁদিতেছেন, দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার মাতাও কাঁদিতে বসিয়াছেন। একি চমৎকার ব্যাপার! পাঠিকা এতদিন পরে আজি সহসা এই সুখ সম্মিলন হইল! বাষ্পগদগদ কণ্ঠে শৈলের মাতা গাইয়া উঠিলেনঃ—

"তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে,
আর কেহ নাহি যে বিপদ ভয় বারে,
এ আঁধারে যে তারে!"

উৎসুকা পাঠিকা! সুখসম্মিলন সমাধা করিবার পূর্ব্বে সংক্ষেপতঃ একবার শৈলের ভাগ্য বিপর্য্যয়ের কথা উল্লেখ করি। শৈল এক রজনীতে মাতুলালয় হইতে নিরুদ্দেশ হইয়া যান, ইহা আপনারা শুনিয়াছেন। শৈলবালা এই সময়ে পথে ধৃতা হইবার ভয়ে নাম পরিবর্ত্তন করেন। পথে নৈহাটীতে একজন ব্রাহ্মের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তিনি ইহার অবস্থার কথা শুনিয়া দয়া করিয়া দেরাদুনে কর্ম্মস্থানে লইয়া যান। তাহার পর তিনি শৈলের মাতার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; কিন্তু সকলি

যাঁহার নাম লইয়াছি, উপসংহারে সেই অসহায়ের সহায় শুভ কার্য্যের ফল দাতা অখিল বিধাতার নাম স্মরণ করিয়া কার্য্য বিবরণ পাঠ শেষ করিতেছি। দয়াময় ঈশ্বর আমাদের সভার মঙ্গল বিধান করুন।

নূতন সংবাদ।

১। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বার্ষিক পরীক্ষার রমণীগণের কৃতকার্য্যতার বিষয় আমরা উল্লেখ করিয়াছি। এ বৎসরও ইহা যার পর নাই সন্তোষকর হইয়াছে। বি, এ, উপাধির পরীক্ষার পর যে "Honor" পরীক্ষা হয়, এ বৎসর তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৮ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তন্মধ্যে ১৪টী স্ত্রীলোক। গণিতে প্রথম বিভাগে ২জন মাত্র উত্তীর্ণ হন, তন্মধ্যে একটী রমণী। মনোবিজ্ঞান ও ধর্ম্মনীতিতে ৫ জন উত্তীর্ণ হন, তন্মধ্যে ৪টী রমণী। গ্রীক ও লাটিনে উত্তীর্ণ ১১ জনের মধ্যে ২ জন, ফরাসিতে ৭ জনের মধ্যে ৩ জন, জর্ম্মণভাষায় ৮ জনের মধ্যে ৫ জন স্ত্রীলোক। আমরা, এ বৎসর বঙ্গ রমণীদিগকে বি, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ দেখিলাম, আগামী বর্ষে "অনর" পরীক্ষায় কৃতকার্য্য দেখিবার আশা করিতে পারি।

২। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর রাজমন্দ্রীতে সম্প্রতি দুইটী বিধবাবিবাহ হইয়া গিয়াছে। একটীতে বর কন্যা উভয়েই ব্রাহ্মণজাতীয়, আর একটীতে সম্ভ্রান্ত নিয়োগী বংশীয়। রাজমন্দ্রীতে সর্ব্বশুদ্ধ ৫টী বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইল।

৩। আমরা কয়েকবার বরিশালের শ্রীযুক্তা মনোরমা মজুমদারের ধর্ম্মোপদেশ দান ও বাগ্মিতা শক্তির উল্লেখ করিয়াছি। এ বৎসর মাঘোৎসবের সময়েও বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে সমবেত পুরুষ মণ্ডলীর মধ্যে দেবী গ্রহণ করিয়া তিনি অতি প্রশংসিতরূপে আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

৪। ফ্রান্সে রাজ্য-সংক্রান্ত গোলযোগ পুনরায় বাধিয়াছে। নেপোলিয়ন বেনোপার্টির অন্যতর ভ্রাতষ্পুত্র বিক্টর নেপোলিয়ন আপনাকে সাম্রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, অন্যদিকে সাধারণতন্ত্রের তাঁহাকে বিদ্রোহী বলিয়া ধৃত করিয়া বিচারাধীন করিয়াছেন। ফরাসীদিগের মধ্যে ঘোরতর দলাদলি উপস্থিত হইয়াছে। ইহার পরিণাম কি হয়, চিন্তার বিষয়।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। প্রাণিবৃত্তান্ত—শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত, মূল্য ।/০ আনা। গৃহপালিত পশু-দিগের বিবরণ এবং তাহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার শিক্ষা করা বালক বালিকা-দিগের পক্ষে বিশেষ কর্ত্তব্য। এই বিষয় শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সরল ভাষায় এই পুস্তক খানি লিখিত হইয়াছে এবং ইহাতে সুন্দর সুন্দর ছবিও আছে। ইহা বিদ্যালয়ের পাঠ্য হইবার যোগ্য।

২। কুসুমহার—ধর্ম্মবন্ধু পত্র হইতে ধর্ম্মভাবোদ্দীপক সুন্দর সুন্দর বচন সকল সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ৵০ আনা। ইহাদ্বারা ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মসাধনের সহায়তা হইতে পারে।

৩। আর্য্যকীর্ত্তি, শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত—মূল্য ৷৵০ আনা। ইহাতে কয়েকটী রাজপুত বীরপুরুষ ও রমণীর ইতিবৃত্ত বর্ণিত আছে। বর্ণনা উদ্দীপনাপূর্ণ ও হৃদ্য হইয়াছে।

৪। বুদ্ধদেবচরিত ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংক্ষেপ বিবরণ, শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। এই পুস্তক খানি নীতি ও ধর্ম্মভাবপূর্ণ এবং অতি পাণ্ডিত্য সহকারে বিরচিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় বুদ্ধদেবের একটী উৎকৃষ্ট জীবনীর যে অভাব ছিল, ইহাদ্বারা তাহা পূর্ণ হইয়াছে। এরূপ পুস্তক বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর পাঠ্য হওয়া উচিত। অন্তঃপুরিকাগণও এতৎ পাঠে উপকৃত হইবেন, ইহাতে কয়েকটী সুন্দর স্ত্রীচরিত্র চিত্রিত হইয়াছে।

৫। মার্টিন লুথারের জীবনচরিত—শ্রীকেদার নাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ।০ আনা। লুথারের জীবন কিরূপ জ্বলন্ত ধর্ম্মোৎসাহে পূর্ণ ছিল এবং কিরূপ যত্ন ও ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক তিনি কুসংস্কার ও অসত্যের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া সত্যের জয় ঘোষণা করেন, ইহাদ্বারা তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

৬। বেদবতী (চম্পু নাট্য)—শ্রীহরিশ্চন্দ্র হালদার প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। গ্রন্থকার একজন সুলেখক এবং তাঁহার লেখায় কবিত্ব-শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। বেদবতী একটী আদর্শ পতি-প্রাণা রমণী ; স্বামীর জন্য এককালে আত্ম-বিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জ্জন যাহাকে বলে, ইহাঁর জীবনে তাহা সম্পূর্ণরূপে লক্ষিত হয়। এরূপ পাতিব্রত্যে অবশ্য ভ্রম ও কুসংস্কার আছে, কিন্তু ইহাতে নারী-জীবনের নিঃস্বার্থতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে।

৭। বৌঠাকুরাণী—আগামী বারে সমালোচ্য।

No. 218. March 1883.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২১৮ সংখ্যা। ফাল্গুন ১২৮৯—মার্চ্চ ১৮৮৩। ২য় কল্প ৪র্থ ভাগ

সূচী।

১।	সাময়িক প্রসঙ্গ	৩২১	৮।	গৃহ-শ্রী	৩৪০
২।	স্ত্রীজাতির সদ্‌গুণবিষয়ে কথোপকথন	৩২৩	৯।	কৃষ্ণকামিনী	৩৪২
৩।	বলসঞ্চয়	৩২৭	১০।	বসন্তের প্রতি শীতের সম্ভাষণ	৩৪৮
৪।	এক খানি চিত্র	৩৩০	১১।	নূতন সংবাদ	৩৫০
৫।	আমেরিকা আবিষ্কার	৩৩৩	১২।	বামাগণের রচনা চরিত্র সংগঠন	৩৫১
৬।	নিশীথে বিহঙ্গকণ্ঠ শ্রবণ	৩৩৫			
৭।	উত্তাপ ও শীত	৩৩৬			

কলিকাতা।

জি, সি, বসু কোম্পানী কর্তৃক বহুবাজার ষ্ট্রীট ৩০৯ সংখ্যক ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্তৃক আণ্টনী বাগান লেন ৯নং ভবন বামাবোধিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

মূল্য চারি আনা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ২।৵০ আনা।

কালীঘাট ঔষধালয়।

নূতন আবিস্কৃত ঔষধ।

ডাক্তার শ্রীশ্রীশচন্দ্র বিশ্বাসকৃত।

এণ্টীপাইরেটিক মিক্‌শ্চার।

প্লীহা, যকৃৎ এবং সর্ব্বপ্রকার পুরাতন পালা ও ম্যালেরিয়া জ্বর প্রভৃতির একমাত্র অত্যুপকারক মহৌষধ। এই মহৌষধের সৃষ্টি অবধি একাল পর্য্যন্ত অন্যূন পঞ্চাশ হাজার রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। যে সকল রুগ্ন ব্যক্তি সুবিখ্যাত সুপ্রসিদ্ধ বহুদর্শী চিকিৎসকগণের চিকিৎসা অধীনে এবং কলিকাতাস্থ প্রসিদ্ধ হাঁসপাতালে থাকিয়া আরোগ্যলাভে হতাশ হইয়া জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এই ঔষধ সেবন করিয়া অল্পকাল মধ্যে সুস্থ, বলিষ্ঠ, ও কান্তি বিশিষ্ট হইয়াছেন। যাঁহারা নানাবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্যলাভ করিতে না পারিয়া সর্ব্বপ্রকার ঔষধে হতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাহস করিয়া বলিতেছি যে নিরাশ না হইয়া একবার মাত্র এই আশ্চর্য্য মহৌষধ ব্যবহার করিয়া দেখুন।

মূল্য এক টাকা ও দেড় টাকা মাত্র, মফঃস্বলের নিমিত্ত প্যাকিং চারি আনা।

কুন্তল শোভন।

কেশের অকালপক্কতা, শিরোরোগ, দীর্ঘচিন্তা, শোক ও ভয়ঙ্কর পীড়া সমূহ কেশহীনতা, মস্তকঘূর্ণন ও টাক এই তৈল ব্যবহার দ্বারা দূরীভূত হয়। ইহা দ্বারা মস্তিষ্ক সুশীতল এবং কেশ সমূহের কৃষ্ণবর্ণ ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এক টাকা মাত্র, মফঃস্বলের নিমিত্ত প্যাকিং চারি আনা।

রক্তসংশোধক।

ইহা পারদ প্রভৃতি সম্ভূত বাত, ক্ষত ও গাত্রে নানাবিধ কণ্ডুয়নাদি চর্ম্মরোগ প্রভৃতি দুঃসাধ্য রোগের একমাত্র অত্যুপকারক মহৌষধ। মূল্য দুই টাকা মাত্র, প্যাকিং ।০ আনা।

সর্ব্বপ্রকার বেদনানাশক মালিশ।

ইহা দ্বারা শরীরের যে কোন স্থানে যে কোন প্রকার বাত বা উৎকট বেদনা হউক না কেন অতি শীঘ্র আরোগ্য হইবে। মূল্য ১, প্যাকিং ।০ আনা।

কোষ্ঠ-পরিষ্কারক বটিকা।

এই বটিকা শয়নের অগ্রে দুইটী করিয়া সেবন করিলে উত্তমরূপে দাস্ত পরিষ্কার হয়। এক শিশি—মূল্য ॥০; প্যাকিং—৵০ আনা।

হাঁপানি, দমা ও শ্বাস কাশ প্রভৃতি নিবারক ঔষধ।

ইহা দ্বারা কাশী; বুকের শ্লেষ্মা বসিয়া থাকা এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে অতি শীঘ্র দূর হয়। এক শিশির মূল্য ১॥০, প্যাকিং ।০ আনা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১১৮ সংখ্যা। | ফাল্গুন ১২৮৯—মার্চ্চ ১৮৮৩। | ২য় কল্প ৩য় ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

এ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষার ফল এইরূপ হইয়াছে—

প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৪৫৮, ফার্ষ্ট আর্টস্ ৪৫৩, বি এ ১৯৭ এবং বি এল্ ৯৬ জন মাত্র।

এবার প্রবেশিকায় ৫টী এবং বি এ পরীক্ষায় ২ টী রমণী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় ফার্ষ্ট আর্টে কাহারও নাম দৃষ্ট হইল না।

দাক্ষিণাত্যে রাজমন্ত্রীর উপর শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। মহীশূরের রাজমন্ত্রী রাঙ্গা চার্লু এক জন বিশেষ উপযুক্ত লোক ছিলেন, কিছু দিন হইল মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। হাইদ্রাবাদের নিজামের প্রধান মন্ত্রী সার সালার জঙ্গ, যিনি ভারতবর্ষের মধ্যে অদ্বিতীয় রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং ২৫ বৎসর কাল উক্ত রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া আসিতেছিলেন, গত ৮ই ফেব্রুয়ারি তাঁহারও মৃত্যু হইয়াছে। বরদার সুবিখ্যাত দেওয়ান সার টি মাধবরাও এ সময় তাঁহার পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

যে রাজপুতেরা এক সময় কন্যা সন্তানের বধ করিয়া আপনাদিগকে দায়মুক্ত বিবেচনা করিতেন, এক্ষণে কন্যাসন্তানদিগের শিক্ষার উন্নতির জন্য তাঁহারা বিশেষ যত্ন ও অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন, এ সংবাদে কে না আনন্দিত হইবেন? রাজপুতানার অন্তঃপাতী আলবার রাজ্যে বালকদিগের জন্য

শুনিলে লোকে নিন্দা করিবে। বলিবে হিন্দুর মেয়ে লক্ষ্মীনারায়ণের কথা জানে না।

প্র। আমি জানি, তবে কিনা, শুনেছি শাস্ত্রে আছে যিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান, তিনি নিরাকার, তিনিই এক মাত্র আর দ্বিতীয় ঈশ্বর কেহ নাই। তবে তাঁহার স্ত্রী কিরূপে হইল?

নি। ভগবান নিরাকার, সত্য কথা এবং তিনি একমাত্র। তাঁহার আদি নাই অন্ত নাই, জন্ম নাই মৃত্যু নাই। তিনি অসীম অনন্ত সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বসাক্ষী। তাঁহার পিতা মাতা নাই, স্ত্রী পুত্র নাই, সমস্ত জীবজন্তুই তাঁহার পুত্র কন্যা। অজ্ঞ লোকে নিরাকার ঈশ্বরকে বুঝিতে পারিবেন এই জন্য পণ্ডিতেরা ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, তাঁহাকে বিষ্ণু বলিয়াছেন। ঈশ্বর চতুর্দ্দিকে আছেন, এজন্য বিষ্ণুর চারি হস্ত। রস, জ্যোতিঃ, শক্তি ও শোভাকে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। পণ্ডিতেরা ঈশ্বরকে পুরুষপ্রকৃতিরূপে কল্পনা করেন। ঈশ্বর যখন স্থিরভাবে থাকেন, তখন তিনি পুরুষ, তাঁহা হইতে যখন জগতের উৎপত্তি হয়, তখন তিনি প্রকৃতি। এই পুরুষ স্বামী, প্রকৃতি স্ত্রী। যাঁহারা শাক্ত, তাঁহারা পুরুষকে শিব বলেন, প্রকৃতিকে ভগবতী দুর্গা বলেন। যাঁহারা বৈষ্ণব তাঁহারা পুরুষকে বিষ্ণু অথবা কৃষ্ণ বলেন, প্রকৃতিকে লক্ষ্মী অথবা রাধা বলেন। এ সকল কেবল কবির কল্পনা। ঈশ্বর স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন। তিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর নাম করিয়া কোন পণ্ডিত লিখিয়াছেন। যাহা হউক লক্ষ্মীচরিতে অনেক উপদেশ পাওয়া যায়।

প্র। পড় না দিদি! অত বিচার আচারে আমার প্রয়োজন নাই, যাহাতে উপদেশ পাই সেই ভাল। পড় দিদি! পড়।

নি। প্রমদা একটু মন দিয়া শুন, উপদেশ গুলি খুব ভাল।

সুমেরু পর্ব্বতে লক্ষ্মীনারায়ণ বাস করিতেছিলেন। এক দিন বিষ্ণু লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে কল্যাণি, শোভনে লক্ষ্মি! তুমি কোন্ কোন্ কার্য্য দ্বারা মনুষ্য গৃহে নিশ্চলা হও, এবং কাহাকে স্নেহ কর, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া আমাকে সুখী কর।

লক্ষ্মী বলিলেন প্রভো! আপনি সর্ব্বজ্ঞ সকলই জানেন, তথাপি দাসীর মান বাড়াইবার জন্য দাসীকে প্রশ্ন করিতেছেন। আমি আপনাকে করযোড়ে প্রণিপাত পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি শ্রবণ করুন।

যে ব্যক্তি বিভাগ করিয়া ভোজন করে, লোভী ঔদরিকের ন্যায় একাকী ভোজন করে না, প্রিয় বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা মনুষ্যকে সুখী করে, বৃদ্ধ দেখিয়া সম্মান করে, অল্প বাক্য

ব্যবহার করে, দীর্ঘসূত্রী নহে অর্থাৎ কর্ত্তব্য কার্য্যে আলস্য করে না, এরূপ মনুষ্যে আমি বাস করি।

যে ব্যক্তি ধর্ম্মশীল, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান্ হইয়াও বিনীত, পরপীড়ায় বিরত, অহঙ্কারহীন, লোকানুরাগী এরূপ মনুষ্যে আমি সর্ব্বদা বাস করি।

দান, সত্যপ্রিয়তা পবিত্রতা এই তিনটী মহাগুণ যাহার বর্ত্তমান, সে আমার অতীব প্রিয়।

সমস্ত গুণের মধ্যে দান অর্থাৎ দয়াই শ্রেষ্ঠ। সেই দান দেশকাল পাত্র বিবেচনা পূর্ব্বক হইলে অধিক উপকারী হয়। যে দেশে যে সময়ে যে ব্যক্তির যথার্থ অভাব উপস্থিত, তাহাকেই দান করিবে।

যে নারী গুরুজনকে ভক্তি করেন, পতিবাক্য সমাদর পূর্ব্বক প্রতিপালন করেন, পতির ভোজনের অবশেষে ভোজন করেন, সেই নারীতে আমি বাস করি।

যে নারী সর্ব্বদা সন্তুষ্টা, ধীর, প্রিয়বাদিনী এবং পরিষ্কার, আমি তাহাতে বাস করি।

যে স্ত্রীলোক খলস্বভাব, পাপ কার্য্যে রত, স্বয়ং কর্ত্তা হইয়া পতিকে পরাভব করে, সর্ব্বদা ক্রোধযুক্তা, কুচরিত্রা সেই প্রেতমুখী স্ত্রীকে আমি পরিত্যাগ করি।

যে ব্যক্তি আমাকে লাভ করিতে আশা করে, সে ব্যক্তি পরধন ও পর স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না। হিংসা করিবে না, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিবে, নখ, কণ্টক, রক্ত, মৃত্তিকা, জল, অঙ্গার এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা ভূমিতে বৃথা লিখিবে না।

যে ব্যক্তি মালা গাঁথিয়া চন্দন ঘসিয়া স্বয়ং ব্যবহার করে, নাপিতের গৃহে গিয়া ক্ষৌর হয়, সে ব্যক্তি ইন্দ্রতুল্য হইলেও লক্ষ্মীছাড়া হয়।

যে ব্যক্তি পদদ্বয়ের নর্ত্তন করে, স্ত্রীলোকের প্রতি ক্রোধ করে, ভোজনের পর দন্তধাবন করে, সে ব্যক্তি আমার প্রিয় নহে।

ভিজা পায় শয়ন, দিবাতে রাত্রিবাসের ছোট বস্ত্র পরিধান, পাদপ্রক্ষালন না করিয়া ভোজন করা এসমস্ত কুব্যবহার পরিত্যাগ করিবে। শরীর ও বস্ত্র মলিন রাখিবে না।

ছাগলের, গাধার পদ ধূলা, ঝাঁটার ধূলা, স্ত্রীলোকের পদধূলা ইন্দ্রকেও লক্ষ্মীহীন করে।

যে ব্যক্তি মলিন বস্ত্র পরিধান করে, দন্তধাবন করে না, অনেক ভোজন করে, সকলকে কঠোর বাক্য কহে, সূর্য্যের উদয় ও অস্ত সময়ে শয়ন করে, — সে ব্যক্তি বিষ্ণুতুল্য হইলেও লক্ষ্মীছাড়া হয়।

সর্ব্বদা হস্তে তৃণ ভাঙ্গা, ভূমিতে নখের আঁচড় দেওয়া, পাদদ্বয় অপবিত্র রাখা, দন্তে মলা রাখা, মলিন বস্ত্র পরিধান, কেশ পরিচ্ছন্ন না রাখা, প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে নিদ্রা যাওয়া, বিবস্ত্র হইয়া শয়ন, গ্রাস ও হাস্য অত্যন্ত বড় করা, আপন

শরীরে ও আসনে বাদ্য করা—এই সকল কুব্যবহারে ধনপতি ও লক্ষ্মীপতিও লক্ষ্মী-ছাড়া হন।

যে স্ত্রী গৃহকর্ম্মে আলস্য করে, সর্ব্বদা পতির মনে কষ্ট দেয় ও পতিবাক্য লঙ্ঘন করে, আপন গৃহ ছাড়িয়া সর্ব্বদা পরের গৃহে বাস করে, এবং লজ্জাহীনা, এরূপ স্ত্রীলোককে আমি পরিত্যাগ করি। যে নারী চঞ্চলা, ব্যভিচারিণী, ধৈর্য্যহীনা, কলহপ্রিয়া, সর্ব্বদা শয়ানা ও নিদ্রাশীলা এরূপ স্ত্রীলোককে আমি পরিত্যাগ করি।

যে নারী সর্ব্বদা সত্য বাক্য কহে, শরীর ও বস্ত্র পরিষ্কার রাখে, পতিব্রতা এবং কল্যাণশীলা, এরূপ শোভন সৌভাগ্যযুক্তা নারীতে আমি সর্ব্বদাই বাস করি।*

এইরূপ উপদেশে পুস্তকখানি পরিপূর্ণ। ব্রতউপলক্ষে এই সকল উপদেশ শুনিবার বিধি আছে।

প্রমদা। দিদি। ব্রত কথাটী আমার কর্ণে যেন নূতন বোধ হইতেছে, কত কাল হইতে 'ব্রত' এ কথা যেন উঠিয়া গিয়াছে।

নির্ম্মলা। স্ত্রীলোকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য ব্রত। এক একটী ব্রতের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থ শ্রবণের বিধি আছে। তাহাতে অনেক উপদেশ পাওয়া যায়।

প্রমদা। একটী কথা মনে হইয়া হাসি আসিতেছে। শুনেছি কোন গ্রামে একটী পুরোহিত ছিলেন, তিনি আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য মনগড়া কথা শুনাইতেন। পুঁথি পড়িতেছেন, গা দোলাইতেছেন আর বলিতেছেন। লোকে মনে করিত বুঝি পুঁথিতেই লেখা আছে। একদিন একটী বিধবা অনন্ত ব্রত করিয়াছে, তাহাতে পড়িতেছেন, "সূক্ষ্মবস্ত্রাণি সোত্তরীয়ানি মলমলানি পুরোহিতায় তুভ্যং সম্প্রদদে।" মলমলের ধুতিচাদর পুরোহিত মশায় আপনাকে প্রদান করি। বিধবা বলিলেন, পুরোহিত ঠাকুর! এ আপনার মনগড়া মন্ত্র, আপনার পিতা ঠাকুরত কখনও এ মন্ত্র পড়েন নাই। পুরোহিত ক্রোধভরে বলিলেন, আচ্ছা তবে বল দেখি রাম শব্দের টাতে কি পদ হয়? বিধবার চক্ষু স্থির, বলিল পুরোহিত ঠাকুর তোমার টা ফা আমি বুঝিনা। পূর্ব্বকালে মলমল টলমল ছিলনা, তুমি মন্ত্রে মলমল পাইলে কোথা? পুরোহিত, ক্রোধে লজ্জায় মিশ্রিত হইয়া পাঁজি পুঁথি বগলে করিয়া বলিল, "তবে তুমি ন্যায় শাস্ত্রের টোল কর। শর্ম্মার প্রস্থান।" সেই হইতে সেই গ্রামের লোক আর ব্রত করায় না। আহা! ব্রত কথার এমন সুন্দর সুন্দর উপদেশ তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না।

নির্ম্মলা। পুরোহিতদিগের দোষে অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা কেবল অর্থলোভের জন্যই ব্যস্ত। যাহাতে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য সফল হয়, তাঁহারা

* বামাবোধিনী ২০৫ সংখ্যাতে আরম্ভ করিয়া যে গৃহলক্ষ্মী প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে; তাহা দেখ। বা, বো, স।

সে চেষ্টা করিলে আজি দেশের এত দুর্গতি দেখিতে হইত না। শাস্ত্ররূপ রত্নাকরে যে সকল মহারত্ন ডুবিয়া আছে, পুরোহিতেরা সে সকল রত্ন না দেখিয়া লোককে শামুক গুগলী দেখাইয়া শ্রদ্ধাহীন বিশ্বাসহীন করিয়াছেন।

প্রমদা। ভাল দিদি। শাস্ত্র জানিলে কি উপকার হয়?

নির্ম্মলা। প্রত্যক্ষই দেখনা কেন? শাস্ত্রের এক বিন্দু মাত্র অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করাতে তুমি কত উপকার লাভ করিতেছ। সূতিকাগার হইতে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া পর্য্যন্ত কিরূপে করিতে হয়, শাস্ত্রে সমস্ত ব্যবস্থাই আছে। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ শাস্ত্ররূপ মহাবৃক্ষ এই চতুর্বর্গ ফল প্রদান করে। যাহা হউক ব্রত নিয়ম উঠিয়া যাওয়াতে অত্যন্ত অনিষ্ট হইয়াছে। কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই আমোদ প্রমোদে মত্ত। ধর্ম্ম উপহাসের পদার্থ হইয়াছে। পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা গৃহকর্ম্ম করিয়া অবকাশ পাইলে পুরাণ শুনিতেন অথবা নাম জপ করিতেন। এখন স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা দেখিয়া ভয় হয়। গৃহকর্ম্মে আস্থা নাই, অবকাশ সময় তাস খেলায় যায়। স্বামীর সঙ্গে কেবল স্বার্থের সম্বন্ধ। পর পুরুষ বলিয়া সঙ্কোচ নাই, পরলোকে বিশ্বাস নাই, অতিথি সেবায় ভক্তি নাই! আত্মীয় কুটুম্বদিগের প্রতি স্নেহ যত্ন নাই। সময় অতি ভয়ানক দেখে ভয় হয়।

প্রমদা। দিদি! ঠিক্ বলিয়াছ। আগে মনে করিতাম স্ত্রীলোক লেখা পড়া শিখিলেই বুঝি ধর্ম্ম কর্ম্মে মতি থাকে না। এখন দেখি সকলেরই ঐ গতি। এ কালেরই দোষ। শুনেছি কলিকালে ধর্ম্ম কর্ম্ম নষ্ট হবে। ভগবান স্বয়ং দুষ্ট দমন করিয়া সত্য ধর্ম্ম স্থাপন করিবেন। আজি সন্ধ্যা হলো, বাড়ী যাই। আর এক দিন এবিষয়ে আলাপ করিতে ইচ্ছা রহিল।

বল সঞ্চয়।

যেমন ভবিষ্যতের ব্যয়ের জন্য বর্ত্তমানে ধনসঞ্চয় করিয়া রাখা যায়, তদ্রূপ ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য বর্ত্তমানে বলসঞ্চয় করিতে পারা যায়। ইংরাজী বিজ্ঞানশাস্ত্রে ইহাকে 'Conservation of Energy' বলে। আমরা অদ্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহার মূল তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

মনে কর একটী পুষ্করিণীতে জল আছে। তখন সে জলের দ্বারা কোনরূপ গতি উৎপাদন করা যায় না, কারণ সে জলের নিজের গতি নাই, সুতরাং সে অন্যকে গতি দিতেও পারে না। যদি জলোদ্ধরণ যন্ত্রের (Water Pump) সাহায্যে বা অন্য উপায়ে সেই জল উচ্চভূমিতে আর একটি পুষ্করিণীতে

বা বৃহৎপাত্রে রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলে সেই জলের দ্বারা যখন আবশ্যক, গতি উৎপাদন করা যাইতে পারে। কারণ সেই সঞ্চিত জলকে নিম্ন দিকে আসিবার সুবিধা দিলেই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির গুণে আপনা আপনি তাহার নিম্ন দিকে গতি হইবে এবং একখানি চাকা সেই জলের গতির মুখে এমন করিয়া স্থাপন করা যাইতে পারে যে তাহা জলের বলে ঘুরিতে থাকিবে, তখন সেই চক্রের গতিদ্বারা কোনরূপ কল চালাইয়া লইতে পারা যায়। এই যে জল উপরে তুলিয়া ভবিষ্যতের জন্য কার্য্যের উপযোগী করা হইল, ইহাকে বল সঞ্চয় বলা যায়। ইহাতে অনেক দিকে সুবিধা। প্রথমতঃ এই সঞ্চিত বল যখন ইচ্ছা ব্যবহার করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ইহা অল্পে অল্পে সঞ্চিত হইলেও কার্য্য কালে একেবারে প্রভূত বলের কার্য্য করিতে পারে। মনে কর বার জন লোক একেবারে বলপ্রয়োগ করিলে যত বল উৎপন্ন হয়, তোমার এক ঘণ্টা কালের জন্য সেই পরিমাণে বলের প্রয়োজন, অথচ লোক এক জনের অধিক নাই। এরূপ স্থলে সেই একজন লোক সমস্ত বলের সহিত যদি বার ঘণ্টা কাল জল উত্তোলন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাতে যে বল সঞ্চিত হইবে তাহাতে ঠিক্ তোমার আবশ্যক মত কার্য্য হইবে। সংঘর্ষণ (Friction) ও অন্যান্য কারণে যে বলক্ষয় হয়, তাহা গণনার মধ্যে না ধরিলে বলা যাইতে পারে যে একজন লোক বার ঘণ্টা বলপ্রয়োগ করিয়া যে বল সঞ্চয় করিতে পারে, তাহা এক ঘণ্টার জন্য বার জন লোকের কাজ করিতে পারে। তৃতীয়তঃ বলসঞ্চয়ের সময়েই কেবল পরিশ্রমের প্রয়োজন, কার্য্যের সময় আপনা আপনিই কার্য্য হইতে থাকে। চতুর্থতঃ যে স্থলে অল্প পরিমাণ বল অধিক কালের জন্য প্রয়োজন, সে স্থলে অল্পক্ষণের মধ্যে সেই বল সঞ্চয় করিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং তৎপরে অল্পে অল্পে সেই বল কার্য্যে লাগাইতে পারা যায়। একটি বড় ঘড়ীতে দম দিতে অতি অল্পই সময় লাগে। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে যে বল সঞ্চিত হইল, সপ্তাহকাল সেই বল অল্পে অল্পে ঘড়ী চালাইতে থাকে। ঘড়ী সঞ্চিত বলের দ্বারাই চালিত হয়। ঘড়ীর স্প্রিং চাবি দ্বারা গুটাইয়া দিলে বল সঞ্চয় করা হইল। দোলকটী বন্ধ করিয়া রাখ বল সঞ্চিত রহিল। যখন ইচ্ছা দোলকটি চালাইয়া দিলেই সেই বলের কার্য্য আরম্ভ হইল। বায়ু চালন যন্ত্রদ্বারা (air-compresser) একটি পাত্রের মধ্যে যদি বায়ু চাপিয়া রাখা যায়, সেই বায়ু ছাড়িয়া দিলেই তাহাদ্বারা গতি উৎপাদিত হইতে পারে।

যেমন বল প্রয়োগ দ্বারা বল সঞ্চিত হয়, তদ্রূপ রাসায়নিক সংযোগদ্বারা বল সঞ্চিত হইতে পারে। বৃক্ষলতাদি ক্রমাগত বায়ু হইতে অঙ্গারের অংশ গ্রহণ করিতেছে ও সেই অঙ্গার উদ্ভিদ্ শরীরে সঞ্চিত হইতেছে। আবার উপযুক্ত অবস্থায় সেই অঙ্গার বৃক্ষদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উত্তাপ উৎপাদন করিয়া থাকে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে উত্তাপ গতির প্রকার ভেদ মাত্র। এইরূপ জড় জগতে নিত্য নানারূপে শক্তি সঞ্চিত হইতেছে ও উপযুক্ত সময়ে অন্য আকারে সেই শক্তির কার্য্য হইতেছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে উত্তাপ গতির প্রকার ভেদ মাত্র। গতি হইতে উত্তাপ উৎপন্ন হয়, উত্তাপ হইতে গতি উৎপন্ন হয়। সূর্য্যের উত্তাপ জলকণাকে বিশ্লিষ্ট করিয়া বাষ্পাকারে পরিণত করে। সেই বাষ্প বায়ু অপেক্ষা লঘু বলিয়া উপরে উঠিয়া যায়। সেই বাষ্প হইতে উত্তাপের ভাগ চলিয়া গেলেই তাহা বৃষ্টি বা বরফের আকারে উচ্চ ভূমিতে পতিত হইয়া নদীর স্রোত বর্দ্ধন করে। সেই স্রোতের মুখে চক্র স্থাপিত করিয়া কল চালাইয়া লইতে পারা যায়। এস্থলে সূর্য্যের উত্তাপ দ্বারা বল সঞ্চিত হইল।

উপরে যে কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেখান হইল, তাহার মধ্যে বৃক্ষদেহ হইতে উত্তাপ উৎপাদন ভিন্ন অপর কয়েকটীর একবিষয়ে সাদৃশ্য আছে। ঐ সকল স্থলেই প্রথমে প্রকৃতির বিরুদ্ধে কার্য্য করা হয়, পরে কার্য্যকালে প্রকৃতির অনুযায়ী কার্য্য হইয়া থাকে। জলের গতি স্বভাবতঃ নিম্নদিকে, সুতরাং জল যখন উপরে উত্থাপিত হয়, তখন তাহাকে তাহার স্বাভাবিক গতির বিপরীত দিকে লইয়া যাওয়া হয়। তৎপরে সেই জল নিজের নিম্নাভিমুখ গতি প্রাপ্ত হইবার সুবিধা পাইলেই আপনা আপনি কার্য্য করিতে থাকে। তখন আর অন্য বল প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। ঘড়ির স্প্রীং যখন গুড়াইয়া দেওয়া হয়, তখন তাহাকে বল পূর্ব্বক তাহার স্বাভাবিক অবস্থার বিপরীতে লইয়া যাওয়া হয়। পরে সে অবসর পাইলেই সেই স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করে এবং সেই চেষ্টাতে গতি উৎপন্ন হয়। এই উভয় স্থলেই প্রয়োজনানুসারে বলের তারতম্য করা যায়। তবে সময়ের পরিমাণ অনুসারে বলের আধিক্য বা অল্পতা হয়। অর্থাৎ একেবারে অধিক বলের কার্য্য করাইয়া লইতে হইলে অল্প সময়ের মধ্যেই সঞ্চিত বল শেষ হইয়া যায় এবং অপর পক্ষে অল্প পরিমাণে কার্য্য হইলে অনেকক্ষণ ধরিয়া কার্য্য চলিতে পারে। আর একটী কথা এই সংঘর্ষণ (Friction) প্রভৃতি কারণে সঞ্চিত বলের মোট পরিমাণ প্রথম প্রযুক্ত বলের পরিমাণ অপেক্ষা

কিঞ্চিৎ কম হয়। কিন্তু তাহা অতি যৎসামান্য। রাসায়নিক কার্য্য দ্বারা আরও নানারূপ বল সঞ্চিত হয় কিন্তু পাঠিকাগণের বোধগম্য হইবে না বলিয়া আমরা এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না।

আর এক প্রকারের বল সঞ্চয় আছে, তাহার নাম তাড়িত বল সঞ্চয়। বৈদ্যুতিক বলোৎপাদক যে সকল যন্ত্র আছে, তাহাতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবা-মাত্র তাহার কার্য্য আরম্ভ হয়। কিন্তু আর এক প্রকারের যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে যাহার দ্বারা বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে তাড়িত বল সঞ্চয় করিয়া রাখা যায়। অধিক বলশালী বৈদ্যুতিক যন্ত্রের মূল্য অত্যন্ত অধিক ও তাহার বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রক্রিয়াও ব্যয়-সাধ্য। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রের গুণ এই যে অল্প বলশালী বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহাযে অল্পে অল্পে এই যন্ত্রকে তাড়িত বলযুক্ত করা যাইতে পারে এবং যখন আবশ্যক তখনই তাহা দ্বারা অধিক বলের কার্য্য করাইয়া লওয়া যায়। বৈদ্যুতিক আলোক উৎপাদন ও অন্যান্য অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে এই যন্ত্র অনেক উপকারে আইসে। ইহা দ্বারা খরচেরও অনেক লাঘব হয় এবং যখন ইচ্ছা তখনই কাজ পাওয়া যায়।

এক খানি চিত্র।

রজনী অবসানপ্রায়, কিন্তু আকাশে এখনও নক্ষত্র মালা বিরাজ করিতেছে এবং পক্ষীদিগের প্রভাতী গান এখনও আরম্ভ হয় নাই—জগতের অধিকাংশ প্রাণী নিদ্রাদেবীর প্রসাদ সম্ভোগ করি-তেছে। এমত সময়ে বামহস্তে প্রদীপ লইয়া গৃহকার্য্যানুরোধে প্রাঙ্গণে একাকিনী রমণী ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন! নিদ্রাভঙ্গে শিশুদিগের মল মূত্র ত্যাগ করাইয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বার ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া আসিয়াছেন, পাছে তাহারা আবার জাগিয়া ক্রন্দন করে, এজন্য সর্ব্বদা সতর্ক রহিয়াছেন, কোন প্রকার শব্দ শ্রবণ মাত্র কর্ণপাতিয়া শয়ন-গৃহের দিকে তাকাইতেছেন। প্রভাত হইবার পূর্ব্বে গৃহের আবশ্যক কার্য্য সকল সমাপ্ত করিয়া শিশুদিগের নিদ্রা ভঙ্গ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ তাহাদিগকে লইয়া প্রাঙ্গণে বেড়াইবার পর তাহা-দিগকে সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন এবং নানাবিধ ক্রীড়ার বস্তু দ্বারা তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া স্বামী নিদ্রোত্থিত হইলে তাহাদিগকে তাঁহার নিকট রাখিয়া শয্যা উত্তোলন ও গৃহ ধৌত করিলেন। তাহার পর রন্ধনশালে গিয়া পাকার্থ অগ্নি ও মসলাদি প্রস্তুত করিয়া স্নানান্তে পাক আরম্ভ করিলেন। মধ্যে মধ্যে এক এক

বার শিশুরা কে কি করিতেছে, তাহারও অনুসন্ধান লইতে লাগিলেন। স্বামী স্নানাদি করিয়া প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে রমণী অন্ন ও দুই তিন খানি ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া শিশুদিগকে ভোজন করাইলেন। স্বামী আহারান্তে অল্প ক্ষণ বিশ্রাম করিয়া কার্য্যালয়ে গমন করিলেন। রমণী তাহার পর স্বয়ং ভোজন করিয়া ভোজন পাত্র ও রন্ধন-শালা ধৌত করিলেন। এইরূপে পূর্ব্বাহ্নের গৃহকার্য্য এক প্রকার শেষ হইল।

অপরাহ্নে যখন অন্য কুলকামিনীগণ নিদ্রা যান, তাস ক্রীড়ায় রত থাকেন, অথবা অন্য লোকের কুৎসা লইয়া আমোদ করেন, তখন আমাদিগের রমণী শিশুসন্তানদিগকে নিদ্রিত করিয়া কখন বা নানা প্রকার শিল্প কার্য্য, কখন বা বিশুদ্ধ নীতিপূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করিয়া সময় অতিবাহিত করেন। কোন কোন দিন প্রতিবাসীদিগের বাটীতে যাইয়া কুল-কামিনীদিগের সহিত সদালাপ অথবা তাহাদিগের কারুকার্য্য শিক্ষার সাহায্য করেন। কখনও কাহাকে দুঃখিত, বিরক্ত বা উদ্বিগ্ন দেখিলে তাহাকে নানা প্রকার সদুপদেশ ও প্রবোধ বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করেন। মধ্যে মধ্যে দরিদ্র পরিবার-দিগের তত্ত্ব লন। যদি কখন জানিতে পারেন যে কোন দুঃখী পরি-বারের অর্থাভাবে আহার হয় নাই, অথবা ঔষধ পথ্যের উপায় অভাবে চিকিৎসা হইতেছে না, তাহাহইলে নিজে কারুকার্য্য দ্বারা যাহা উপার্জ্জন করেন, তদ্দ্বারা অসঙ্কুচিত চিত্তে সেই পরিবারের সাহায্য করেন। আহারান্তে গৃহে অতিথি আসিলে কোন কোন কুল-কামিনী কত বিরক্ত হন, কিন্তু আমাদের রমণী যখন যিনি আসুন, তাঁহার সেবা করিতে কখন ক্লান্ত হন না। যিনি একবার তাঁহার বাটীতে আসিয়াছেন, তিনি তাঁহার শ্রদ্ধা, যত্ন ও অন্যান্য সদ্‌গুণের কথা সকলের নিকট ব্যাখ্যা করেন এবং যে কোন স্থানে যান স্ত্রীজাতির গুণের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে আদর্শ রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার উপর সকলেই সন্তুষ্ট, তাঁহাকে দেখিলে সকলেই সুখী হয়। এই সকল কার্য্যের মধ্যে গৃহ মার্জন ও গৃহ শৃঙ্খলা সাধনে কখন বিস্মৃত হন না। গৃহ খানি সামান্য বটে, কিন্তু তাহার পারি-পাট্য ও সুশৃঙ্খলা দর্শনে বহু দাসদাসী পরিবৃত, বহু ব্যয়সাধ্য অট্টালিকা-বাসিনীগণকে ধিক্কার না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। শিশুদিগের সম্বন্ধে তাঁহার এরূপ সুব্যবস্থা যে তাহাদিগের আহার, স্নান, নিদ্রা ও মলমূত্র ত্যাগের এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট সময় হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সন্তানগণের প্রতি ব্যবহারও আদর্শ স্বরূপ। তাহাদিগের প্রতি কখনও তাঁহার প্রেম দৃষ্টির বিরাম নাই। কেহ কখনও তাঁহাকে সন্তানদিগকে প্রহার, তাড়না, অথবা কটূক্তি করিতে দেখেন

নাই। প্রয়োজনীয় বস্তু সকল তিনি এরূপ সাবধানে রাখিতেন যে শিশুগণ তাহাদিগকে নষ্ট করিবার সুযোগ পাইত না. সুতরাং এজন্য তাঁহাকে তাহাদিগের প্রতি বিরক্ত হইতে হইত না। শিশুগণের মধ্যাহ্নের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে কাহাকে অ, আ, ক, খ, গ, ঘ, ইত্যাদি, কাহাকে 'পাখী সব করে রব' ; 'মায়ের মতন কে আছে এমন' প্রভৃতি কবিতা পাঠ করাইয়া থাকেন। রমণী যখন তাহাদিগকে পাঠ শিক্ষা দেন, তখন মাতা ও শিশুর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের দৃষ্টিতে যে স্বর্গীয় শোভা বিরাজ করে, তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে কেহ অনুভব করিতে পারে না। শিশুদিগের পাঠান্তে স্বামী ও সন্তানদিগের জন্য জলখাবার প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হন। স্বামী কার্য্যালয় হইতে প্রত্যাগমনানন্তর সন্তানদিগকে লইয়া একসঙ্গে আহার করেন। তাঁহার আহারান্তে রমণী তাহাদিগকে তাঁহার নিকট রাখিয়া সায়ংকালীন আহারের আয়োজনার্থ গমন করেন। আহার প্রস্তুত হইলে অগ্রে স্বামী ও শিশুদিগকে ভোজন করাইয়া তৎপরে স্বয়ং আহার করিয়া অবশিষ্ট গৃহকার্য্য সকল সমাপ্ত করেন। তাহার পর শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া শিশুদিগকে লইয়া স্ত্রীপুরুষ উভয়ে ক্ষণকাল কৌতুক করেন। সে দিবস যে যাহা শিক্ষা করিয়াছে গৃহিণী তাহা স্বামীর নিকট পরীক্ষা দেওয়াইয়া তাহাদিগকে নিদ্রিত করেন। পরে ক্ষণকাল আপনারা সদালাপ করিয়া ও দিবা ভাগে যিনি যাহা করিয়াছিলেন তাহা পরস্পরের নিকট বিবৃত করিয়া সর্ব্বসুখদাতা, শান্তিবিধাতা পরমেশ্বরের করুণার জন্য কৃতজ্ঞ হইয়া ও তাঁহার নিকট পরিবারের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিয়া শয়ন করেন।

স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ অলঙ্কারপ্রিয়। অতিঅল্প রমণী অলঙ্কারের জন্য স্বামীকে পীড়ন না করিয়া ক্ষান্ত থাকেন। আমাদের রমণীর পিতৃদত্ত ও স্বামিপ্রদত্ত কয়েক খানি সুবর্ণালঙ্কার ছিল। কিন্তু তিনি গহনার জন্য স্বামীকে কখনও পীড়ন কিম্বা অনুরোধও করেন নাই। সংসারেব আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহের পর মাসিক বেতন হইতে যাহা উদ্ধৃত হইত, তদ্দ্বারা স্বামী স্বইচ্ছায় মধ্যে মধ্যে এক এক খানি অলঙ্কার ক্রয় করিয়া দিতেন। অলঙ্কার গুলি সর্ব্বদা ব্যবহার না করিয়া তিনি যত্ন পূর্ব্বক তুলিয়া রাখিতেন। অলঙ্কার পাইয়া তিনি কখনও তাহার দোষ বাহির করিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না, বরং কৃতজ্ঞচিত্তে কত আনন্দ প্রকাশ করিতেন। স্বামীর অর্থের প্রয়োজন হইলে তিনি অকাতরে সেই সকল অলঙ্কার বাহির করিয়া দিতেন। কেবল তাহা নহে, প্রতিবাসীদিগের বিশেষ অভাবের সময় সেই সকল অলঙ্কার দ্বারা উপকার করিতে ত্রুটি করিতেন না।

স্বামীর প্রতি এই রমণীর ব্যবহারের কথা শুনিলে অনেক কুলকামিনী লজ্জায় অধোবদন হইবেন। ইনি স্বামীকে ব্যাঘ্র কিম্বা দস্যুর ন্যায় দেখিতেন না, আপনাকে স্বামীর দাসীরূপেও মনে করিতেন না। ইহাঁর সংস্কার ছিল যে স্ত্রী ও পুরুষের একত্র যোগ ও একত্র চেষ্টা না হইলে সংসারযাত্রা সুখে নির্ব্বাহ হয় না। ইনি মনে করিতেন যে স্বামী তাঁহার জন্য, তিনি স্বামীর জন্য এবং তাঁহারা উভয়ে ঈশ্বরের কার্য্যের জন্য। স্বামীর কোন ত্রুটী দেখিলে অনেক রমণী তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হন এবং রাগান্ধ হইয়া তাঁহাকে কতই কটূক্তি করেন। এই রমণী স্বামীর প্রতি কখনও এরূপ ব্যবহার করিতেন না। তিনি স্বামীর সামান্য ত্রুটি গ্রাহ্য করিতেন না। গুরুতর অন্যায় কার্য্য করিতে দেখিলে ধীর ভাবে তাঁহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইতেন এবং তাড়না বা কোপের পরিবর্ত্তে প্রেম ও সদ্ভাব দ্বারা তাঁহার ত্রুটি সংশোধন করিতেন। যাহাতে স্বামীর সুখ ও আনন্দ হয়, রমণী সর্ব্বদা তাহারই চেষ্টা করিতেন। ছন্দাংশে আপনার কোন দোষ বা ত্রুটি হইলে কতই লজ্জিত হইতেন, শত শত বার অনুতাপ করিকরিতেন এবং স্বামীর নিকট পদে পদে অপরাধিনী বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন। এই সকল কারণে তাঁহাদিগের গৃহে সর্ব্বদা শান্তি বিরাজ করিত। প্রতিবাসিগণ তাঁহাদের কাছে আসিয়া আপনাদিগের অশান্তি দূর করিত। তাঁহাদের সদ্দৃষ্টান্তে অনেক গৃহস্থের সুখ ও শান্তি বৃদ্ধি হইত। বস্তুতঃ এই স্ত্রী পুরুষ উভয়ে চরিত্র ও ব্যবহার গুণে প্রতিবাসীগণের অনুকরণীয় ছিলেন।

আমেরিকা আবিষ্কার।

(২১৫ সংখ্যা ২৫১ পৃষ্ঠার পর)

কলম্বস পরদিন সেই দ্বীপের উপকূলভাগ পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত রহিলেন। মার্কোপোলো প্রভৃতি আসিয়ার পর্য্যটকদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে তাঁহার সংস্কার হইয়াছিল যে ভারতবর্ষ অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী দেশ ; স্বর্ণ লাভের আশা তাঁহার মনে অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। এই দ্বীপের অধিবাসীগণকে অত্যন্ত দরিদ্র দেখিয়া তিনি স্থির করিলেন যে পর্য্যটকগণ ভারতসাগরস্থ যে সকল দ্বীপের বর্ণন করিয়াছেন ইহা তাহারই একটী। তাহারা এক প্রকারের স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করে দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন স্বর্ণ কোথায় পাওয়া যায়? তাহারা দক্ষিণ দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নানা

অঙ্গ ভঙ্গিদ্বারা প্রকাশ করিল যে দক্ষিণ দিক্‌স্থিত দেশ সমূহে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়। তিনি তদনুসারে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিতে মনস্থ করিলেন; এবং এই মনে করিয়া সান সালবেডর হইতে জন কতক দেশীয় লোক সঙ্গে লইলেন যে তাহাদিগকে স্পেনীয় ভাষা শিক্ষা দিয়া তাহাদিগের দ্বারা অন্যঅন্য নিকটবর্ত্তী দেশের লোকদিগের সহিত কথাবার্ত্তার সুবিধা করিয়া লইবেন।

এই রূপে কলম্বস্ সুবর্ণ লাভের প্রত্যাশায় একে একে তিনটী দ্বীপ আবিষ্কার করিয়া একটী প্রকাণ্ড দ্বীপে উপনীত হইলেন। এই দ্বীপের নাম কিউবা। ইহা অন্যান্য দ্বীপগুলি অপেক্ষা অধিক উর্ব্বর এবং এখানে চাসবাসের আয়োজনও অধিক। এখানকার অধিবাসীগণও অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্। তাহারাও স্পানিয়ার্ডদিগকে দেবতা বোধে তদনুরূপ ভক্তি প্রকাশ করিয়াছিল। কলম্বস এখানেও সুবর্ণলাভের বিশেষ সম্ভাবনা দেখিলেন না। স্বর্ণের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া অধিবাসীগণ তাঁহাকে বলিল পূর্ব্বদিকে হেটি নামে একটী দ্বীপ আছে; সেখানে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি তথায় যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই পিণ্টার পোতাধ্যক্ষ মার্টিন আলন্সো পিঞ্জন সর্ব্বাগ্রে তত্রত্য ধনের অধিকারী হইবার প্রত্যাশায় কলম্বসের আজ্ঞার বিরুদ্ধে পোত খুলিয়া চলিয়া গেলেন। প্রতিকূল বায়ুবশতঃ কলম্বসের হেটিদ্বীপে পঁহুছিতে বিলম্ব হইল। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি পিণ্টার কোন সংবাদ পাইলেন না। এখানে এক জন কাজিক (দেশীয় রাজা) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট সমাদর প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখানেও তিনি অধিবাসীদিগকে স্বর্ণ কোথায় পাওয়া যায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাহারা পূর্ব্বদিকে একটী পার্ব্বত্য প্রদেশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "ঐ স্থানের নাম সিবাও; ঐখানে স্বর্ণ পাওয়া যায়!" কলম্বস শব্দ সাদৃশ্যে ভ্রান্ত হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন মার্কো পোলো এবং অন্যান্য পর্য্যটকগণ আসিয়ার পূর্ব্বদিক্‌স্থিত যে সিপাঙ্গো (জাপান) দ্বীপের কথা বলিয়া গিয়াছেন ইহা তাহাই হইবে। এই স্থির করিয়া তিনি পূর্ব্বদিকে যাত্রাকরিয়া গোয়া কানাহারি নামক একজন পরাক্রান্ত কাজিকের রাজ্যে উপনীত হইলেন। কলম্বসের আগমন বৃত্তান্ত শুনিয়া গোয়াকানাহারি তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিতে নিমন্ত্রণ করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। কলম্বস তদনুসারে জাহাজ খুলিয়া চলিলেন। যাইতে যাইতে রাত্রির অন্ধকারে মার্জির দোষে জাহাজ পাহাড়ে লাগিয়া গেল। কলম্বস তখন নিদ্রা যাইতেছিলেন। জাহাজে যে ধাক্কা লাগিয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। উপরে গিয়া দেখেন

মহা হুলস্থুল। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও জাহাজ বাঁচাইতে পারিলেন না। নিগ্নানামক জাহাজ হইতে তাঁহাদের সাহায্যার্থ কয়েকখানি নৌকা প্রেরিত হইল। সকলে তাহাতে উঠিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। তাঁহাদের বিপদের বার্ত্তা শুনিয়া গোয়াকানাহারি অনেক প্রজা সমেত উপকূলে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরে দ্বীপবাসীগণ অনেক সাল্‌তি লইয়া গিয়া ভগ্ন জাহাজে যাহা কিছু দ্রব্য সামগ্রী ছিল লইয়া আসিল। গোয়াকানাহারি স্বয়ং সে সমুদয় রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইলেন। পর দিন প্রাতে তিনি নিগ্নানামক পোতে যাইয়া কলম্বসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও তাঁহাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

কলম্বস অকূল চিন্তা সাগরে নিমগ্ন। পিণ্টার কোন সংবাদ নাই। অবশিষ্ট দুইখানি জাহাজের মধ্যে যেখানি একটু দৃঢ় ছিল, সে খানিত নষ্ট হইয়া গেল। তাঁহার স্থিরবিশ্বাস হইয়াছিল যে আলন্সো পিঞ্জন তাঁহার পূর্ব্বে স্পেনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিন্দা করিতে ও নিজের বাহাদুরী দেখাইয়া রাজার প্রতিশ্রুত পুরস্কার হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করিবে। সুতরাং শীঘ্র শীঘ্র দেশে ফিরিয়া না গেলেও চলে না। কিন্তু জাহাজ সবেমাত্র একখানি, তাহাও জীর্ণ ও সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। এই জাহাজে এতলোক লইয়া প্রকাণ্ড মহা সাগর পার হইয়া দেশেই বা যান কিরূপে? এই সকল বিষয় চিন্তাকরিতে করিতে কলম্বসের চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কলম্বস বিষম সমস্যায় পড়িলেন।

নিশীথে বিহঙ্গকণ্ঠ শ্রবণ।

শাখীর ঝোপেতে পাখী স্ব শরীর ঢাকিয়ে,
বিমোহিছ কর্ণ মম মধুস্বরে গাইয়ে,
আমরি কি তৃপ্তিকর,
তোমার মধুর স্বর,
শুনিনি শুনিনি কভু এ হেন সঙ্গীত
সুধার আধার; প্রাণ হ'ল বিমোহিত।

এ নৈশ গগন ভেদি, তোমার সুস্বর।
উঠিতেছে; পশিতেছে হিমাদ্রি গহ্বর;
নিস্তব্ধ বিজন বন! লয়ে প্রতিধ্বনি—
গাইছে সুদূর ব্যাপ্ত প্রান্তর অমনি!
ধরিছ মধুর তান,
জুড়াইল মন প্রাণ
ইচ্ছাকরে দিবানিশি শুনে তব গান,
জুড়াই সংসার-তপ্ত আমার পরাণ।

মধুমাখা বিভুনাম গেয়ে অবিরত,
বিচরি বিজন বনে সদা তোর মত।

মরি কি স্বর্গীয় সুখ ভুঞ্জিছ বিরলে।
কোন চিন্তা নাহি মনে ; গগণ মণ্ডলে
উড়িছ কখন, কিম্বা বসিতেছ ডালে !
ঘোষ কি বিভুর নাম এ মহীমণ্ডলে ?
তাই যদি ওরে পাখী সঙ্গী কর মোরে
উড়ে যাই যথা তুই যাস্ উড়ে উড়ে !
ঝোপের আড়ালে থাকি,
সুমিষ্ট স্বরেতে ডাকি,
ব্যাকুল করিয়ে তুমি তুল ত্রিভুবন,
নহে সুধু উচাটন আমার এমন।

হে পাখী, শুনিলে তব মধুর নিক্কণ,
অনন্ত জলধি, গিরি, এ বিজন বন
বিস্তীর্ণ প্রান্তর স্থির থাকে ততক্ষণ
মনসাধে সুসঙ্গীত করিতে শ্রবণ !
সুরতাল লয় করি
ইমন রাগিণী ধরি,
গাও তুমি গাও পাখী আনন্দে মাতিয়ে
বিভু গুণ-গান, শুনে জুড়াক এ হিয়ে।

তোমার সুস্বরে পাখী সুখিত মেদিনী,
অনুকারি ঐ গান গায় স্রোতস্বিনী ;
স্বন স্বনে সমীরণ ঘোষে অবিরাম,
হে মানব ! কর সদা ব্রহ্ম গুণ গান ॥

উত্তাপ ও শীত।

জগতে যাহা কিছু পদার্থ বলিয়া পরিচিত, সকলই পরমাণু সমষ্টি। ইহার মধ্যে কোথায়ও বা পরমাণুরাশি পরস্পর আকর্ষণ বিশেষের গুণে পরস্পরের সহিত দৃঢ়ভাবে কোথাও বা শ্লথ ভাবে সম্বদ্ধ, এবং কোথায়ও বা তাহারা এমনি ভাবে অবস্থিত, যে কাহারও সহিত কাহারও কোন সম্বন্ধ আছে কিনা তাহা বুঝিতে পারা যায় না। জগতের সমুদয় পদার্থই ইহার কোন না কোনও অবস্থাপন্ন। যে পদার্থে পরমাণুরাশি পরস্পরের সহিত দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ তাহা কঠিন, এবং যেখানে পরমাণুর যোগ সহজে বিচ্ছেদ্য তাহা তরল পদার্থনামে অভিহিত ; কিন্তু যে পদার্থে পরমাণু গুলি একেবারে বিচ্ছিন্ন এবং স্বাধীন ভাবে অবস্থিত, তাহা বায়বীয় সংজ্ঞায় আখ্যাত। প্রত্যেক পদার্থই অবস্থা বিশেষে পতিত হইলে কঠিন, তরল, বা বায়বীয় আকার ধারণ করিতে পারে। অনেকেই দেখিয়াছেন যে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি কঠিন ধাতু গলিয়া তরল হয়, আবার ঐ তরল অংশের কিয়দংশ ধূমরূপে পরিণত হইয়া থাকে। আর এক দিকে দেখুন যে প্রবাহিত বাতাসের সহিত অদৃশ্য ভাবে কোথায় একবিন্দু জলকণা অবস্থিতি করিতেছিল, অবস্থা বিশেষে পড়িয়া আবার তাহাকে জল হইয়া পড়িতে হইল ; আবার ঐ জলকে আমরা বরফ হইতে দেখিয়াছি। যাহাদের গৃহে অতি পূর্ব্বতন বামাবোধিনী গুলি যত্নে রক্ষিত আছে, তাঁহারা "জল বহু-

রূপী' শীর্ষক প্রস্তাবে এই বিষয়ের অনেক আলোচনা দেখিতে পাইবেন। কিন্তু আজ আমরা জড় পদার্থ যে প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে এরূপ রূপান্তরিত হইয়া থাকে, সেই বিষয়ের আলোচনা করিব।

দুইটী শক্তি প্রভাবে পদার্থ সমূহের এইরূপ রূপান্তর ঘটিয়া থাকে, একটী উত্তাপ, এবং অপরটী শীত। কঠিন পদার্থ তরল ও বায়বীয় হয়—উত্তাপে, এবং বায়বীয় পদার্থ তরল ও কঠিন হয়—শীতে। যখন কঠিন পদার্থ তরল হয়, তখন উহার অবয়ব বৃদ্ধি পায় এবং তরল পদার্থ কঠিন হইবার সময় সঙ্কুচিত হইয়া আইসে। সর্ব্বদাই আমাদিগের চক্ষুর সমক্ষে এই সকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে, আমরা বিশেষ অনুধাবন করি না বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। সকলেই বোধ হয় তাপমান যন্ত্র দেখিয়া থাকিবেন, এই যন্ত্রে তাপ পরিমিত হইয়া থাকে। আমরা দেখিয়া থাকি যে ঐ যন্ত্রস্থিত পারদ কখন উর্দ্ধে উঠে, কখন বা নামিয়া পড়ে। যন্ত্রের চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুর উষ্ণতা বা শৈত্যই ইহার একমাত্র কারণ। যখন বায়ু উষ্ণ হয়, তখন পারদ উপরে উঠিতে থাকে এবং যখন বায়ু শীতল হয়, তখন ঐ পারদ নিম্ন দিকে আসিয়া পড়ে। দুই একটী সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাটী ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করা যাউক। অনেকেই দেখিয়াছেন যে গাড়ির চাকায় একটী করিয়া লৌহ বেষ্টন থাকে। ঐ লৌহ বেষ্টন তৈয়ারি করিবার সময়ে চাকার বেড় অপেক্ষা কম করিয়া মাপিয়া লইতে হয় ; তাহার পর আগুণে দিলে যখন খুব উত্তপ্ত হয়, তখন অনায়াসে ঐ বেষ্টনটী চাকার চারিদিক দিয়া পরাইয়া দেওয়া যায় ; তাহার পর শীতল হইয়া যখন সঙ্কুচিত হয়, তখন আপনা আপনি ঐ চাকাটীকে শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরে। এই স্থানে আর একটী কথা বলা যাউক ; এক বার এক স্থানে একটী নূতন অট্টালিকার দুই দিকের দেওয়াল হেলিয়া পড়িয়াছিল। গৃহস্বামী দেখিলেন যে দেওয়াল দুটী সোজা করিতে হইলে, আবার ভাঙ্গিয়া গড়িতে হয়, অট্টালিকাটী বহু ব্যয়ে গঠিত হইয়াছিল, আবার এই সংস্কারে যে কত ব্যয়াধিক্য হইবে তাহারও ইয়ত্তা নাই। তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, তখন তাঁহার একজন বিজ্ঞানবিৎ বন্ধু আসিয়া সমুদয় অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া ছাদের কড়ি কাষ্ঠের সমান দীর্ঘ কতক গুলি লৌহ দণ্ড নির্ম্মাণ করাইলেন। পরে পরস্পর সম্মুখীন দেওয়াল দ্বয়ে অনেক ছিদ্র করাইয়া লৌহদণ্ডগুলি খুব উত্তপ্ত করাইয়া ঐ রন্ধ্রে পরাইয়া দিলেন। লৌহদণ্ডগুলি উত্তপ্ত হইয়া বর্দ্ধিতায়তন হইয়াছিল বলিয়া দেওয়াল ঝুলিয়া পড়িলেও তাহাতে লাগিল। এবং পরে যখন ঐ লৌহদণ্ডগুলি শীতল হইল, তখন তাহার আয়তন কমিয়া কড়িকাষ্ঠের মত হইল এবং প্রবল আকর্ষণে দেওয়াল দুই-

টীও যথাযথ রূপে দণ্ডায়মান হইল। জগতের সমুদয় পদার্থই উত্তাপ এবং শীতদ্বারা এইরূপ প্রসারিত এবং সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সাধারণ নিয়ম জলের পক্ষে সকল সময় প্রযোজ্য নয় বলিয়া আমরা জলের সঙ্কোচন এবং প্রসারণ সম্বন্ধে দুই একটী নিয়মের কথা বলিব।

ফারনাইটের তাপমানের ৩৯ ডিগ্রির অধিক উত্তপ্ত হইলে জলের পক্ষে উক্ত সাধারণ নিয়ম খাটিয়া থাকে; কিন্তু নীচে জল শীতদ্বারা প্রসারিত এবং উত্তাপদ্বারা সঙ্কুচিত হইতে থাকে। এক বাটী জল যদি ৩৯ ডিগ্রি পরিমাণে উত্তপ্ত করিয়া তাহার পর আরও অধিক উত্তপ্ত বা শীতল করা যায়, তাহাহইলে দেখা যাইবে যে ঐ উভয়বিধ অবস্থাতেই জল স্ফীত হইয়া উঠিবে। ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই ৩৯ ডিগ্রী পরিমাণে উত্তপ্ত হইলেই জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়; অর্থাৎ ৩৯ ডিগ্রি পরিমাণের উত্তপ্ত এক বাটী জল তদপেক্ষা অধিক বা অল্প উত্তপ্ত আর এক বাটী জল অপেক্ষা অধিক ভারী।

৩৯ ডিগ্রী হইতে ক্রমে শীতল হইতে হইতে জল যখন ৩২ ডিগ্রিতে আইসে, তখন জমিয়া বরফ হইয়া যায়। জল যখন এইরূপে জমিয়া বরফ হয়, তখন তাহার আয়তন বর্দ্ধিত হয়; অর্থাৎ একটী পাত্রে যতটুকু জল ধরে সেই জল বরফ হইলে সেই পাত্রে আর ধরে না। এ কথাটী আপাততঃ শুনিতে একটু আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু ইহা প্রকৃত কথা। আমরা ইহা বুঝাইবার জন্য দুই একটী সহজ দৃষ্টান্ত দিতেছি। একটী শূন্যগর্ভ বা ফাঁপা লৌহ বর্ত্তুল জলপূর্ণ করিয়া তাহার মুখ ছিপীদ্বারা বন্ধ করিয়া দিয়া যদি বরফের মধ্যে ডুবাইয়া রাখা যায়, তাহাহইলে বর্ত্তুল মধ্যস্থ জল যখন বরফ হইবে, তখন ঐ মুখের ছিপি খুলিয়া গিয়া বরফ বাহির হইয়া পড়িবে, অথবা যদি ছিপী দৃঢ় বদ্ধ থাকে, তবে ঐ লৌহবর্ত্তুল একেবারে ফাটিয়া যাইবে। ইহার কারণ এই যে বরফ হইয়া জলের আয়তন বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কাজেই ঐ বর্ত্তুল-গর্ভে তাহার স্থানাভাব হইল। আমাদিগের দেশে কৃষকেরা একবার চাষ করিয়া পরে আবার ভূমিতে উত্থিত ঢিল গুলিকে ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য স্বতন্ত্র চেষ্টা পাইয়া থাকে। কিন্তু লাপলাণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে ঐ উত্থিত ঢিল গুলি ভাঙ্গিবার পরিশ্রম হইতে কৃষকেরা অব্যাহতি পাইয়াছে। দিনমানে যে জল হয়, ঐ জল ঢিল গুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে; পরে যখন তাহা রাত্রিতে জমিয়া বরফ হয়, তখন ঢিল গুলি আপনা আপনি চূর্ণ হইয়া যায়। বরফের এই বৃহদায়তন প্রাপ্তির ফলে আমরা একটী আশ্চর্য্য উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিলাম। ৩৯ ডিগ্রীর অপেক্ষা কম উত্তপ্ত জলের সম্বন্ধে যেরূপ কার্য্য

হয়, তাহা আমরা কতকটা দেখাইলাম এখন তদপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত জল যে আবার সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করে অর্থাৎ উত্তাপে প্রসারিত এবং শীতে সঙ্কুচিত হয় তাহা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া দিব। আমরা একটী কাঁচের সূক্ষ্ম নল কল্পনা করি, ঐ নলের এক প্রান্ত স্ফীত এবং অপর প্রান্ত খোলা; মনে করুন ঐ নলের কিয়দংশ লাল রঙ্গে রঞ্জিত জলে পূর্ণ আছে। এখন যদি নলের স্ফীত দেশ হাত দিয়া ধরা যায়, তাহাহইলে দেখা যাইবে যে ঐ নলের মধ্যস্থিত জল কিয়দ্দূর ঊর্দ্ধভাগে উঠিয়াছে। ইহার কারণ এই যে হাতের উত্তাপে জল উষ্ণ হয় এবং উষ্ণ হইয়া স্ফীত হইয়া উঠে। আবার হাত সরাইয়া লইলে বাতাসে যাই নলটী শীতল হইবে, অমনি জল নীচে আসিয়া পড়িবে! উত্তাপ এবং শীত জলের উপর কিরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা আমরা সংক্ষেপত একরূপ প্রদর্শন করিলাম।

আমরা উপরে ৩৯ ডিগ্রী পরিমাণ উত্তপ্ত জলের আপেক্ষিক গুরুত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এই প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা জগতে যে কি এক সুমহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে, সে বিষয়ের একটী কথা নিম্নে বিবৃত করা গেল।

শীতপ্রধান দেশে সমুদ্র এবং অন্যান্য জলাশয়ের উপরে বরফ পড়িয়া থাকে এ কথা সকলেই শুনিয়াছেন। পদার্থ মাত্রই সকল অবস্থাতেই শীতে সঙ্কুচিত হইবে, ইহাই যদি নিয়ম হইত, তাহা হইলে এস্থলে একটী ভয়ঙ্কর অনিষ্ট ঘটিত। সমুদায় জল ভাগ একেবারে বরফ হইয়া যাইত; আর জলচর প্রাণিগণ কোনও রূপে জীবন ধারণ করিতে পারিত না—একেবারে কত অসংখ্য অসংখ্য প্রাণী মরিয়া যাইত। কিন্তু সর্ব্বজীবের সুখবিধাতা মঙ্গলময়ের কৃপায় এখানে আর একটী প্রাকৃতিক নিয়ম অসংখ্য জলচরের জীবন রক্ষা করিয়া তাঁহারই মহিমা জগতে ঘোষণা করিতেছে। যখন উপরিস্থিত উত্তপ্ত জলভাগ শীতল হয়, তখন ঐ জল অপেক্ষাকৃত ভারি হইয়া নীচে চলিয়া যায় এবং নিম্নস্থ উত্তপ্ত জল ভাগ উপরে আসিয়া আবার কিয়ৎপরিমাণে শীতল হইয়া নিম্নে যায়; এই রূপে ক্রমে ক্রমে সমুদায় জল ভাগ একে বারে এক সময়ে ৩৯ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তপ্ত থাকে। আমরা বলিয়াছি যে এই পরিমাণে উত্তপ্ত জলেরই আপেক্ষিক গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তখন ঐ উপরিস্থ জলভাগ শীতল হইয়া আর নীচে যাইতে পারে না। এক্ষণে ক্রমে ঐ জল শীতল হইতে হইতে ৩২ ডিগ্রী পর্য্যন্ত যাইয়া বরফ হইয়া পড়ে এবং উপরি ভাগেই ভাসিতে থাকে। নিম্নস্থ জলভাগে মৎস্য প্রভৃতি জীব জন্তুগণ অনায়াসে জীবন ধারণ করিতে পারে। এই সমুদায় কার্য্যের অন্তরালে জগদীশ্বরের করুণাময় হস্তের পরিচয় পাইয়া কোন্ পাষাণ হৃদয়

ভক্তি রসে আপ্লুত না হইয়া থাকিতে পারে? যতই পদার্থতত্ত্ব শিক্ষা করা যায়—যতই জগদীশ্বরের রচনা কৌশলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়,ততই তাঁহার অপার জ্ঞান ও মহিমার পরিচয় পাইয়া তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হৃদয় কৃতার্থ ও ধন্য হইয়া যায়।

গৃহ-শ্রী।

কিরূপে গৃহধর্ম্ম সুচারুরূপে প্রতিপালন করিতে পারা যায়, গৃহের সুখ সচ্ছন্দতা ও শ্রী বৃদ্ধি করা যায়, অন্যান্য শিক্ষার ন্যায় তাহাও সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা-সাপেক্ষ। এই শিক্ষার অপ্রতুলতা আমাদিগের গৃহের শ্রী অনেক পরিমাণে হানি করিয়াছে। কি উপায়ে সুন্দর-রূপে গৃহশ্রী সম্পাদন করিতে পারা যায়, অনেক গৃহিণী তাহা অবগত নহেন; ইহা অবগত হওয়া যে কর্ত্তব্য এ জ্ঞানও অধিকাংশের নাই। অনেকে মনে করেন, এ সামান্য বিষয়ও কি আবার শিক্ষা করিতে হয়,এ শিক্ষা লাভ আপনা হইতেই হইয়া থাকে। বিষয়টী সামান্য হইতে পারে, কিন্তু ইহার শিক্ষা লাভ যে আপনা হইতে হয় না, অনেক গৃহের দুর্দ্দশা তাহা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। আমরা যাহা বলিতে চাই, তাহা বাক্যে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা কঠিন। দুইটী সমান গৃহ রহিয়াছে, উভয় গৃহেই গৃহসজ্জার সামগ্রী তুল্যরূপ আছে, অথচ এই দুইটী গৃহের একটীতে প্রবেশ করিলে যেন কেমন এক প্রকার আশ্চর্য্য শ্রী দেখিতে পাওয়া যায়, যে দিকেই দৃক্‌পাত করি, চক্ষু যেন সেই দিকেই আকৃষ্ট হইয়া থাকে, আর ফিরিতে চাহে না; একটী সামান্য বস্তু এক স্থানে স্থাপিত আছে, অথচ তাহা এমন সুন্দর ভাবে স্থাপিত যে তাহার প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না। সে গৃহে প্রবেশ করিলে প্রাণে আরাম বোধ হয়, চক্ষু তৃপ্ত হয়, মনে আনন্দের উদ্রেক হইয়া থাকে। অপর গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখ, গৃহসজ্জার দ্রব্য সামগ্রীর কোন অপ্রতুল নাই; কিন্তু এমন বিশৃঙ্খল ভাবে স্থাপিত যে দেখিলেই বিরক্তি জন্মে, একদিক হইতে অপর ,দিকে যত শীঘ্র চক্ষু ফিরাইয়া লইতে পারা যায়, ততই যেন শান্তি হইবে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু সে শান্তি সে আরাম কোন দিকেই পাওয়া যায় না, বিরক্তির পর অধিকতর বিরক্তি ক্রমে উপস্থিত হইতে থাকে। যে দিকে চাই সেই দিকেই নানা প্রকার খুঁত দেখিতে পাওয়া যায়, এবং গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারিলে আরাম বোধ হয়। যিনি এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব উৎপাদক দুই খানি গৃহ

দেখিতে পাইয়াছেন, তিনি অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন আমরা কি বলিতে চাহিতেছি। পাঠিকা, আপনারা কি এরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ দৃশ্য দর্শন করেন নাই? যদি করিয়া থাকেন তবে অবশ্যই তাহার কারণও অনুভব করিয়া থাকিবেন। সে কারণ আর কিছু নহে, পরস্পরের শিক্ষা ও রুচিগত পার্থক্য। কিরূপে গৃহের শ্রীসাধন করিতে হয়, একজনে তাহা জানেন, অপরে তাহা জানেন না, এই কারণেই দুই গৃহের শোভা সৌন্দর্য্যের এত পার্থক্য হইয়া থাকে।

অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, গৃহের পারিপাট্য বিধান করিতে হইলে বিশেষ অর্থের প্রয়োজন। বস্তুতঃ একথা সম্পূর্ণরূপে ঠিক্ নহে। বহুমূল্য দ্রব্য সামগ্রীতে গৃহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায় থাকিলে অবশ্যই অধিক অর্থের প্রয়োজন হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু বহুমূল্য দ্রব্য ব্যতীত যে গৃহের সৌন্দর্য্য রক্ষা হয় না, তাহা নহে। অল্প পয়সায়, অথবা বিনা পয়সায়ও এমন অনেক দ্রব্য পাওয়া যায়, সুরুচি থাকিলে যদ্দ্বারা গৃহের বিশেষ শোভা ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করা যাইতে পারে। আর শিক্ষা ও সুরুচির অভাব হইলে বহু অর্থব্যয় করিয়াও গৃহের শ্রী রক্ষা করা যায় না। আমরা অনেক সময়ে আমাদিগের দেশের বড় লোকদিগের গৃহ বহুমূল্য চাকচিক্যময় দ্রব্যে সজ্জিত দেখিয়া যে আনন্দ লাভ না করিয়াছি, একজন সামান্য লোকের কুটীরে প্রবেশ করিয়া সেই গৃহের সুসজ্জিত অবস্থা দর্শন করিয়া তাহার শতগুণ সুখ লাভ করিয়াছি। তখন মনে হইয়াছে কবে আমাদিগের দেশের কুলকন্যাদিগের এরূপ শিক্ষা লাভ হইবে, যাহার বলে তাহারা আপনাদিগের গৃহকে অতি সামান্য ব্যয়ে এরূপ সুসজ্জায় সজ্জিত করিতে পারিবেন, যাহা দেখিলে নয়ন মন পরিতৃপ্ত হইবে; গৃহ চির শান্তি ও সুখের আলয় বলিয়া বোধ হইবে।

এস্থলে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, প্রাচীনাদিগের অপেক্ষা আধুনিক শিক্ষিতা কুলকন্যাগণের রুচি অনেক পরিমাণে সুমার্জ্জিত হইয়াছে; তাঁহারা গৃহের শ্রী সাধন করিতে অনেকাংশে পটুতা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি ইউরোপীয় কুলকন্যাদিগের সহিত তুলনা করিলে তাঁহাদিগের পটুতা অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়। গৃহকে কিরূপে সুসজ্জিত করিতে হয়, তাহা ইউরোপীয় কুলকন্যাগণ রীতি পূর্ব্বক শিক্ষা করিয়া থাকেন; এ সম্বন্ধে ইংরাজি প্রভৃতি ভাষায় অনেক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে।

যে সকল দরিদ্র গৃহের গৃহিণীগণের গৃহসজ্জায় পটুতা নাই, যাহাদিগের গৃহের মোহন মূর্ত্তির অপ্রতুলতা বশতঃ গৃহস্বামিগণের মনকে গৃহে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে সমর্থ নহে, তাহাদিগের

হিতার্থে পরহিতব্রতা রমণীগণ তাহাদিগের গৃহকে সুসজ্জিত করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কুমারী অক্টেবিয়া হিল প্রভৃতি মহিলাগণ এ বিষয়ের প্রধান উদ্যোগিনী। তাঁহাদিগের যত্নে অনেক দরিদ্রের গৃহের বিকৃত মূর্ত্তি দূর হইয়াছে; যে স্থানে লোকে হঠাৎ প্রবিষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে বহির্গত হইবার চেষ্টা করিত, সে স্থানে এখন বসিতে আর অপ্রবৃত্তি হয় না, গৃহের প্রফুল্ল ভাব শ্রী শোভা সন্দর্শন করিলে মন তৃপ্ত হইয়া থাকে! এই সকল সামান্য কুটীরের সহিত তুলনা করিলে আমাদিগের দেশের অনেক রাজপ্রাসাদকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। অথচ এই সকল সামান্য কুটিরের শোভা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে বহু অর্থ ব্যয় হয় নাই; অতি সামান্য ব্যয়ে এই সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে। যাঁহাদিগের অল্প ব্যয়ে গৃহ সুসজ্জিত করিবার ইচ্ছা আছে, এবং যে সকল কুলকন্যা ইংরেজী জানেন তাঁহাদিগকে আমরা অনুরোধ করি যে তাঁহারা অক্টেবিয়া হিলের রচিত এতৎসংক্রান্ত গ্রন্থ ক্রয় করিয়া পাঠ করিবেন। দরিদ্রদিগের গৃহ কি প্রকারে সুসজ্জিত করিতে পারা যায়, তিনি তৎসম্বন্ধে এক খানি সুন্দর গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে আমাদিগের পাঠিকাগণ অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। যাঁহারা ইংরেজি জানেন না, তাঁহারাও আত্মীয় পুরুষদিগের সাহায্যে তাহার মর্ম্ম অনায়াসে অবগত হইতে পারেন। বস্তুতঃ মূল কথা এই, আমাদিগের সমাজে যাহাতে গৃহ-শ্রী পরিবর্দ্ধনের উপযুক্ত জ্ঞান জন্মে, তাহার চেষ্টা করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আমরা আশা করি, আমাদিগের দেশের সুশিক্ষিতা মহিলাগণ এই জ্ঞান বিস্তারের বিশেষ সাহায্য করিবেন। তাঁহাদিগের প্রদত্ত পরামর্শাদি বামাবোধিনীতে সাদরে পরিগৃহীত হইবে।

কৃষ্ণকামিনী।

কৃষ্ণকামিনী একজন সামান্য লোকের স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার পতির পদগৌরব বা ধনগৌরব ছিল না, সুতরাং তিনি বড় লোকের শ্রেণী গণ্য নন। বাল্যকালে দেশপ্রচলিত প্রথানুসারে পরিণীতা হইয়া তাঁহাকে অপরাপর কুলবধূদিগের ন্যায় শ্বশুরকুলে বাস করিয়া গৃহকার্য্য সকল সম্পাদন করিতে এবং পতি পুত্রের শুশ্রূষা করিতে হইত, সুতরাং তিনি আশানুরূপ বিদ্যাশিক্ষাও করিতে পারেন নাই। অতএব আমরা তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির সুখ্যাতি করিতে যাইতেছি না। আমরা তাঁহার কতকগুলি সদ্‌গুণের উল্লেখ করিব।

এ দুর্ভাগ্য দেশে কোন রমণী কোন দিন জন্মিয়াছে এবং বাল্যকালে ও যৌবনে কিরূপে দিন যাপন করিয়াছে, তাহা আবার কে লিখিয়া রাখে সুতরাং কৃষ্ণকামিনীর জন্ম দিন, ও বাল্যলীলা আমরা বর্ণন করিতে পারিব না। সে সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে কৃষ্ণকামিনী বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী কোন গ্রামে কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

অপরাপর কুমারীগণ কিশোর বয়সে যে সকল ধূলাখেলা করিয়া থাকে, খেলাঘর বাঁধিয়া থাকে, পুতুল লইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে, কৃষ্ণকামিনীও সেরূপ খেলা অনেক খেলিয়া থাকিবেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। পাঠক পাঠিকাগণ সহজেই তাহা অনুমান করিতে পারেন। কৃষ্ণকামিনী এইরূপে নিশ্চিন্তমনে খেলাঘর ও পুতুল লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহাকে পরিণয়পাশে বদ্ধ করা হইল। তিনি নিজের সুখের ও ভালবাসার সামগ্রীগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পতিগৃহে গমন করিলেন, এবং পতি ও শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনের সেবাতে রত হইলেন।

ক্রমে যৌবনকাল উপস্থিত হইল, কৃষ্ণকামিনী স্বীয় পতির সহিত কর্ম্মোপলক্ষে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি যেখানে গমন করেন, যে পল্লীতে বাস করেন, সেখানে তিন দিনের মধ্যে সকলে জানিতে পারে, যে একজন সদাশয়া ও হৃদয়বতী নারী সে দেশে ও সে পল্লীতে আসিয়াছেন। তিনি যদিও দেশপ্রচলিত রীতি অনুসারে অন্তঃপুরের দুর্ভেদ্য যবনিকার মধ্যে বাস করিতেন, তথাপি তাঁহার প্রীতি সদ্ভাব সেই যবনিকা অতিক্রম করিয়া চতুঃপার্শ্বের প্রতিবেশিবর্গের প্রতি ধাবিত হইত। ক্রমে কৃষ্ণকামিনী যথাসময়ে একটী পুত্র লাভ করিলেন। এই পুত্রটি ভিন্ন তাঁহার আর কোন সন্তান জন্মে নাই।

কিয়ৎকাল পরে কৃষ্ণকামিনীর পতি মহাশয়ের ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ জন্মিল। কৃষ্ণকামিনীও পতির নিকটে ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সম্পূর্ণ হৃদয় মনের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। এই সময় অবধি কৃষ্ণকামিনী সকল প্রকার সমাজ সংস্কার কার্য্যে পতির সহচারিণী হইয়া তাহার বিশেষ সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের গৃহ ব্রাহ্মদিগের একটী প্রধান গন্তব্য স্থান হইল। কৃষ্ণকামিনী নিজের চরিত্র ও হৃদয়ের সাধুতার গুণে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে অনেকের পরিচিত এবং শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্রী হইলেন। ধর্ম্মচর্চ্চাতে তিনি এত তৃপ্তি লাভ করিতেন, এবং তাঁহার দ্বারা যতটুকু সাহায্য হয় তাহা করিতে এত উৎসুক ছিলেন, যে তিনি সেই জন্য অনেক সময় কলি-

কাতায় আসিয়া ব্রাহ্মদিগের আলয়ে ও আশ্রমে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্রটী বড় হওয়াতে এবং অপর সন্তানাদি না থাকাতে তাঁহাকে আর সংসারের কার্য্যের জন্য ব্যস্ত থাকিতে হইত না, সুতরাং তাঁহার পতিমহাশয়ও তাঁহার এই অন্তরের বাসনা পূর্ণ হইবার পক্ষে কোন ব্যাঘাত উপস্থিত করিতেন না। তাঁহার এরূপ শিক্ষা বা শক্তি ছিল না, যে তিনি কোন প্রকার দেশ-হিত-কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, জগদীশ্বর তাঁহাকে কেবল মাত্র হৃদয়-ধনে ধনী করিয়াছিলেন, তিনি সেই হৃদয়ের দ্বারা যথাসাধ্য অপরকে সুখী করা আপনার জীবনের লক্ষ্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই অপরের সেবাতে সর্ব্বদাই আপনাকে নিযুক্ত রাখিতেন। এই সময়ে এক বার কৃষ্ণকামিনী একজন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ও তাঁহার পত্নীর সহিত বোম্বাই নগরে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে অবস্থিতিকালে মহারাষ্ট্রীয় অনেক পুরুষ ও রমণীর সহিত তাঁহার পরিচয় ও আত্মীয়তা হয়। অনেক বৎসর গত হইল,এখনও সেই সকল লোক তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। এখনও তাঁহারা তাঁহার সস্নেহ ব্যবহার, তাঁহার সৌজন্য ও তাঁহার গুণাবলীর প্রশংসা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণকামিনী বোম্বাই হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আবার পতির কর্ম্মস্থানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

ইহার কিয়ৎ কাল পর হইতেই তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িল। এত দিন তাঁহার পতি যে কিছু উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতেই তাঁহাদের সংসারযাত্রা সুখে নির্ব্বাহ হইত, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার পতির কর্ম্মটী গেল। তিনি নানা দিকে নানা প্রকার কর্ম্মের সন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হইল না। ক্রমে সাংসারিক সচ্ছলতা দারিদ্র্যে পরিণত হইল; দিনযাত্রা নির্ব্বাহ করা দুষ্কর হইয়া পড়িতে লাগিল। পতিমহাশয় কর্ম্মের চেষ্টায় সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন, কৃষ্ণকামিনী একাকিনী সমুদায় চিন্তা ও দুর্ভাবনার বোঝা মস্তকে লইয়া ঋণ-জালে জড়িত হইতে লাগিলেন। যে দাম্পত্য প্রণয় এক সময় তাঁহাদের জীবনকে মধুরতায় পূর্ণ করিত, যে প্রসন্ন, নিশ্চিন্ত ও সপ্রেম ভাব এক সময়ে তাঁহাদিগের গৃহের প্রধান আকর্ষণ ছিল, যে সুমধুর সুস্নিগ্ধ ব্যবহারে সকলের প্রাণ আপ্যায়িত করিত, দুঃখে পড়িয়া, দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় নিপতিত হইয়া সেই মধুময় ভাবও সময়ে সময়ে মেঘাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। পত্নীর বিরক্তি-সূচক বাক্য ও পতির কর্কশ ভাষা মধ্যে মধ্যে প্রকাশ পাইতে লাগিল। কৃষ্ণকামিনীর প্রসন্ন, প্রফুল্ল, সদানন্দ মুখেও বিপদের কালিমা পড়িতে লাগিল। এই রূপে কিয়ৎকাল যায়। কৃষ্ণ-

কামিনী হঠাৎ বসন্তরোগে আক্রান্ত হইলেন। তখন তাঁহার পতি উপার্জ্জনের চেষ্টায় বিদেশে বাস করিতেছিলেন। তিনি একাকিনী ঘোর রোগে আক্রান্ত হইয়া অনেক ক্লেশ পাইতে লাগিলেন। বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াই কৃষ্ণকামিনী বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সে যাত্রা তাঁহার প্রাণরক্ষা হইবে না। তখন তিনি পতিকে আনাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন এবং তাঁহার বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন ব্রাহ্মসমাজের এক জন আচার্য্যকে বার বার ডাকিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। পতি দূর দেশ হইতে সমাগত হইলেন। কিন্তু আসিয়া দেখেন সে মূর্ত্তি আর নাই; সেই মুখ অস্তমিত হইতেছে, আর চিনিবার উপায় নাই। পতি পত্নীতে মৃত্যুশয্যায় এই ভাবে সাক্ষাৎ হইল। অবশেষে মৃত্যুর দিন, সেই নিদারুণ ঘটনার অল্পকাল পূর্ব্বে সেই আচার্য্যও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর, তাঁহারা রাত্রের ট্রেণেই আসিয়াছেন। আর কয়েক দণ্ডের পরেই প্রাণবায়ু তাঁহার দেহ পরিত্যাগ করিবে। তিনি তখন দারুণ রোগযন্ত্রণায় অধীর হইয়া নিমীলিত নেত্রে ভাবিতেছেন। আচার্য্য মহাশয় সমাগত হইবামাত্র তাঁহার পুত্র ডাকিয়া বলিল "মা অমুক আসিয়াছেন, তুমি যে ডেকেছিলে, এখন চেয়ে দেখ। কৃষ্ণকামিনী নাম শ্রবণ মাত্র সেই বসন্ত-রোগ-বিকৃত চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলন করিলেন এবং ইঙ্গিতে সমাদর জানাইলেন এবং সেই ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহাদের আহার হইয়াছে কি না; আচার্য্য ডাকিয়া বলিলেন আমাকে কি বলিবার আছে বলুন। তিনি ক্ষীণস্বরে বলিলেন "পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন"। তদনুসারে সংক্ষেপে প্রার্থনা করা হইল। যখন পরমেশ্বরের নাম ও সংগীত হয়, সন্তান ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মা! উপাসনাতে কি মন দিতে পারিতেছ?" কৃষ্ণকামিনী উত্তর করিলেন "হাঁ।" উপাসনা শেষ হইলে রোগজীর্ণ ও অবসন্ন হস্ত প্রসারিত করিয়া তিনি স্বীয়, আচার্য্য মহাশয়ের হস্ত ও তদুপরি নিজ পুত্রের হস্ত দিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন "আমি চলিলাম, সন্তানটীকে দেখিবেন" এই বলিয়া নীরব হইলেন। আচার্য্য তখন বুঝিতে পারিলেন যে মৃত্যু পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের পবিত্র নাম শ্রবণ করিবার জন্য এবং আচার্য্যের হস্তে পুত্রটীকে সঁপিয়া দিবার জন্যই তিনি তাঁহাকে বার বার নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার চৈতন্য মিলাইয়া আসিল এবং প্রাণবায়ু দেহ পরিত্যাগ করিয়া গেল। তাঁহার মৃত্যুর কয়েক দিন পরেই তাঁহার পতি মহাশয়ও ঐ রোগে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

কৃষ্ণকামিনীর সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত

এই। ইহাতে আশ্চর্য্য ঘটনা কিছুই নাই, তবে আমরা এই ক্ষুদ্র জীবন-চরিত লিখিলাম কেন? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কৃষ্ণকামিনীর কতকগুলি সদ্‌গুণ ছিল যে জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন, সেই জন্যই তাঁহার নামোল্লেখ করিলাম। কৃষ্ণকামিনীর একটী প্রধান সদ্‌গুণ সরলতা। স্বদেশে বিদেশে যিনি যখন তাঁহাকে দেখিয়াছেন, সকলেই তাঁহার ভগিনীর ন্যায় চরিত্র, নিরহঙ্কার সরল, অমায়িক, ও সৌজন্য-পূর্ণ ব্যবহার দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। এই সদ্‌গুণের জন্য তাঁহার গৃহ তাঁহার পতির বন্ধুবান্ধবগণের পক্ষে বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হইয়াছিল। সূর্য্যের উত্তাপে দগ্ধ ও পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সুস্নিগ্ধ ছায়াযুক্ত স্থানে প্রবিষ্ট হইলে মানুষ যেমন শীতলতা অনুভব করে, তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেও সেই প্রকার ভাব অনুভব করা যাইত। তাঁহার হৃদয়ে প্রেম এত অধিক ছিল এবং তিনি আতিথ্যের রীতি এমন উৎকৃষ্ট রূপ জানিতেন, যে বাহির বাড়িতে কোন পথিক লোক উপস্থিত হইলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে জানিতে পারিত যে বাড়ীর মধ্যে যত্ন করিবার লোক একজন আছেন। নবাগত অতিথির সেবার জন্য যখন যেটীর প্রয়োজন, তখনি সেটী উপস্থিত হইত। বোধ হইত গৃহিণী যেন কাজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অতিথির পরিচর্য্যাতেই নিযুক্ত হইয়াছেন। স্বামীর বন্ধু বান্ধব কেহ উপস্থিত হইলেত কথাই নাই। অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যে লোকের উপর লোক আসিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিত, আর বাহিরে থাকিতে দিত না—মাঠাক্‌রুণ বাড়ীর মধ্যে আসিতে বলিতেছেন। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ মাত্র কৃষ্ণকামিনী ভগিনীর ন্যায় আদরে বসিতে আসন দিয়া স্বয়ং ব্যজন সঞ্চালনে প্রবৃত্ত হইতেন। গৃহে পাচিকা থাকিলেও সে কয়দিন তাহাকে কার্য্য হইতে অবসর দেওয়া হইত, তিনি স্বহস্তে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া গৃহাগত বন্ধুর পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইতেন। অধিক কি তাঁহার এই পবিত্র ভগিনী ভাবে, এই সরল অমায়িকতাতে, এই স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে চিত্ত এমনি মুগ্ধ হইত যে একবার তাঁহাদের গৃহে গেলে তৎপর অবধি তাঁহাদের বাড়ীটী তীর্থস্থানের ন্যায় বোধ হইত। তাহার পাঁচ ক্রোশের মধ্যে গেলেও মন একবার সেইদিকে যাইবার জন্য উৎসুক হইত।

কৃষ্ণকামিনীর নিজের সন্তান সন্ততি অধিক ছিল না, কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই পল্লীস্থ বালক বালিকাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন, তাহাদের জন্য নিত্য অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেন, খাদ্য সামগ্রী সঞ্চিত রাখিতেন। পরের সন্তানকে এমন করিয়া খাওয়াইতে ধোয়াইতে, ক্রোড়ে লইতে ও চুম্বন করিতে প্রায় দেখি নাই। তিনি যদি দশটী স্ত্রীলোকের মধ্যে বাস করিতেন, সেই দশটী স্ত্রীলোকের পুত্রকন্যা তাঁহার পুত্রকন্যার ন্যায় হইত। তিনি যেমন আদর করিতেন, তেমনি অন্যায় করিলে সাজা দিতেন। সন্তানের অঙ্গে হস্ত দিলে মায়ের প্রাণে প্রায় সহ্য হয় না। কিন্তু কৃষ্ণকামিনীর অকপট ভালবাসার প্রতি মাতাদিগের এমন বিশ্বাস ছিল, যে তাঁহার নিগ্রহে কোন জননীর কখনও অসন্তোষ হইত না। তাঁহারা সন্তানগুলিকে সুসজ্জিত করিয়া কৃষ্ণকামিনীর নিকট প্রেরণ করিতেন, কৃষ্ণকামিনী তাহাদিগকে লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন।

কৃষ্ণকামিনীর তৃতীয় একটী মহৎ সদ্‌গুণ এই দেখা গিয়াছিল যে তাঁহার বিলাস-বাসনা বা শারীরিক সৌন্দর্য্যের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। সর্ব্বদাই সামান্য বসন ভূষণ পরিধান করিয়া থাকিতেন। স্বামীর অবস্থা যখন ভাল ছিল, তখন অনেক বলিয়াও তাঁহাকে একখানি উৎকৃষ্ট বা মূল্যবান অলঙ্কার পরিধান করান যাইত না। সে দিকে তাঁহার দৃষ্টিই ছিল না, তিনি মানসিক সৌন্দর্য্য লাভ করিবার জন্য অধিক উৎসুক ছিলেন।

কৃষ্ণকামিনী একজন উচ্চদরের বিদুষী রমণী না হইলেও বিদ্যার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং তিনি জ্ঞানোপার্জ্জনে কখনও বিরত ছিলেন না। তিনি নিজের গৃহে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া পাড়ার বালিকাদিগকে স্বয়ং যত্নের সহিত শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন।

অধিক বয়সেও ছাত্রীর মত স্বয়ং শিখিয়া অন্যকে শিখাইতে লজ্জিত হইতেন না। আমাদিগের বামাবোধিনী তাঁহার বিশেষ আদরের বস্তু ছিল, তিনি প্রথম হইতে ইহা গ্রহণ করিয়া অতি যত্ন পূর্ব্বক ইহা পাঠ করিতেন, ইহার উন্নতি কল্পে কিছুকাল মাসিক কিছু কিছু অতিরিক্ত সাহায্যও করিতেন। তাঁহার অবস্থা হীন হওয়াতে অতি দুঃখের সহিত তাহা বন্ধ করিতে বাধ্য হন।

কৃষ্ণকামিনীর হৃদয় কিরূপ ছিল তাহার প্রমাণস্বরূপ অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব কালের যে দৃশ্যটী ইতিপূর্ব্বে বর্ণন করা গিয়াছে, পাঠিকাগণ তাহার বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। তিনি যখন রোগ যন্ত্রণায় বিচেতন-প্রায় হইয়া আছেন, যখন মৃত্যুর পূর্ব্ব-কালীন শ্বাস বহিতেছে বলিলেও হয় সে সময়েও স্বামীর বন্ধুদিগকে দেখিবামাত্র প্রথম প্রশ্ন এই করিলেন তাঁহাদের আহারাদি হইয়াছে কি না? মৃত্যুকালে পরমেশ্বরের নাম হয় এই প্রার্থনাও জানাইলেন!

তাঁহার জীবনের শেষ দৃশ্যের মধ্যে আর একটী ভাব কেমন মধুর! মাতৃস্নেহ যে কি আশ্চর্য্য পদার্থ, তাহাও আমরা জানিতে পারিতেছি। বসন্ত-রোগের যাতনা কিরূপ তাহা সকলেই সহজে কল্পনা করিতে পারেন, এবং তখন শেষদশা—তাঁহার স্বর ভঙ্গ, দৃষ্টি ক্ষীণ, প্রভৃতি মৃত্যুর সমুদায় পূর্ব্ব লক্ষণ

একে একে ঘটিতেছে, এমন সময়ে মানুষের নিজের যাতনাতে নিজে অধীর হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মাতৃপ্রেমের কি আশ্চর্য্য শক্তি, এমন সময়েও মৃত্যু যন্ত্রণাকে বিস্মৃত করাইল। মুমূর্ষু হৃদয়েও সন্তানের জন্য চিন্তার উদয় হইল এবং সন্তানের জন্য অনুরোধ করিতে ভুলিলেন না। এই নিঃস্বার্থ প্রীতির গুণেই নারীহৃদয় চিরকাল শ্রেষ্ঠ। এই সকল ছবিই আমাদের এই কষ্ট দুঃখ পাপ তাপপূর্ণ সংসারে প্রধান দর্শনীয় পদার্থ; নারী-হৃদয়ের এই সকল আশ্চর্য্য ভাব থাকাতেই আমাদের মানব সমাজ মিষ্ট পদার্থ হইয়াছে। কিন্তু জগতে কি অবিচার চিরদিন চলিয়া আসিতেছে, যে যাঁহাদের নিরুপম স্নেহে আমরা অসহায় শৈশবে রক্ষিত হইয়াছি, যাঁহাদের কোমল হস্তে আমাদের সুকুমার দেহ প্রতিপালিত হইয়াছে, যাঁহাদের নিঃস্বার্থ প্রেম তরুণ বয়সে আমাদের সঙ্গী ও সহায় হইয়া দুঃখের ভার লঘু করিতেছে, যাঁহাদের স্নেহ ভালবাসা মৃত্যুসময়েও ছাড়ে না, সেই নারীজাতি চিরকাল প্রপীড়িত ও অত্যাচারিত হইয়া আসিতেছেন। এই অবিচারেই জনসমাজের এত দুর্গতি। রমণীগণ যত সমাজ মধ্যে সম্ভ্রম ও আদর পাইবেন, যতই তাঁহারা তাঁহাদের প্রাপ্য অধিকার লাভ করিবেন, ততই জনসমাজের অবস্থার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।

বসন্তের প্রতি শীতের সম্ভাষণ।*

এসো দিদি রাজরাণি, এসো এসো কুশলে,
তোমার আসার আশে সুখে ভাসে সকলে।
রসবতী মধুমতী মধু ঢালো ভুবনে,
সম্ভাষে তাইতে তোমা সকলে সযতনে।
শবাকার দেখ, সবে আমার এ পরশে,
বিরস বিটপী লতা সুখে এবে সরসে।
আসিতেছে তব দূত মৃদুপদ চলনে,
মলয় নিলয় হতে এই বঙ্গ ভবনে।
তাতেই প্রকৃতি সতী বিকশিত লোচনে
হাসির তরঙ্গ হেরে বসুধার বদনে।
ছয় বোন ছয়ঋতু এক মার উদরে
জনমি জীবন যাপি বাপ মার আদরে।

* রাণাঘাট শ্রীপঞ্চমী মেলার ৪র্থ বার্ষিক উৎসবে তত্রত্য বালিকাগণ কর্ত্তৃক সমস্বরে পঠিত।

কত রসে বাল্যখেলা খেলি, শেষে যৌবনে
আইলাম পত্নীভাবে বর্ষরাজ ভবনে।
রূপবতী গুণবতী রসবতী রমণী
হয় সে পতির ঘরে আদরের ঘরণী।
সতিন পোড়ারমুখী হয় তার দাসী লো,
শ্বশুরের ঘর করা গলে তার ফাঁসি লো।
আমাদের কর্ত্তা যিনি এক চোকো নয় লো,
সকল নারীর পর সমান যতন লো।
পেয়েছি দু মাস পালা পতির আদেশে লো,
তাই মোরা আসি যাই বরষের ঘরে লো।

কিন্তু সই এ সংসারে কিছু সুখ পাইনে,
অভাগীর মুখে ছাই মরে কেন যাইনে।
কেবা আছে ভালবাসে মনে কই আসে না,
সবে করে দূর দূর কেহ ভালবাসে না।
মুখপোড়া ফুলগুলা প্রায়ই ত হাসে না,
বাতাসের মুখে ছাই কেহ তায় রসে না।
কোকিলার বাক্‌রোধ একবারো গায় না,
ঘাটেপড়া ভ্রমরা সে ফিরেও ত চায় না।
দেখিলে আমার মুখ কারো সুখ হয় না,
এ দুখ কাহারে কহি প্রাণে আর সয় না।
তুমি ছাড়া পাঁচ বোন সকলের এ দশা,
ইহসংসারের সুখে নাহি কার ভরসা।
নিদাঘ পুড়িয়া মরে আপনার আগুনে,
হাবুডুবু খায় বর্ষা আপনার প্লাবনে,
শরৎ কতক সুখী শারদার প্রসাদে,
হেমন্ত রোগের ঘর ম্রিয়মাণ বিষাদে।
আমার সুখের কথা আগেই ত বোলেছি,
অনেক দুঃখেতে আজ মনোদ্বার খুলেছি।
দূর দূর করে সবে ঘরে যেতে দেয় না,
মুখ ঢেকে মরে সদা মম মুখ দেখে না।

* * *

তাই বলি এসো দিদি, এসো এসো কুশলে,
দেবের বাঞ্ছিত পদ রাখ এই ভূতলে।
তোমার সম্ভাষ হেতু কত জাঁক হবে লো,
পথে ঘাটে মধুছড়া সহকার দেবে লো।
মাধবী মনের সাধে জয়দাভা মারিবে,
শোভাঞ্জন দন্ত মেলি কত হাসি হাসিবে।
কিংশুক মনের সুখে রক্তবাস পরিবে,
সুরঙ্গে বিহঙ্গকুল কত গান ধরিবে।
মধুভরা ফুলকুল চারিদিকে ফুটিবে,
ফলারে বামন মত মধুকর ছুটিবে।
ঝম্ ঝম্ রবে ঝিল্লী বাজনা বাজাইবে,
দিগঙ্গনা দিব্যবেশে জগৎ মাতাইবে।

* * *
* * *

তাই বলি সুয়ো রাণি, এসো এসো কুশলে,
যাই চলি, ছড়াঝাট্ দিক এবে সকলে।
আমার জ্বালায় সবে জ্বালাতন হয়েছে,
কতক্ষণে যাবো বলি সদা গালি পাড়িছে।
মরণ কামড় দিয়ে চলে যাই তবে লো,
সোয়ামির ঘর কর মনের সুখেতে লো।
আসি তবে প্রিয়সখি, এই ভিক্ষা চাই লো,,
দেখি শ্রীপঞ্চমী মেলা বার বার যাই লো।

নূতন সংবাদ।

১। বঙ্গদেশ হইতে দুইটী বালিকা চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার্থ ইতিপূর্ব্বে মান্দ্রাজে গমন করিয়াছেন। সম্প্রতি বিবী জোসিয়া নাম্নী একটী রমণী এই উদ্দেশে ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। কলিকাতা মেডিকাল কালেজে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার বন্দোবস্ত কবে হইবে?

২। ভারতবর্ষে স্ত্রী-চিকিৎসকদিগের সাহায্যার্থ যে ফণ্ড হইবার প্রস্তাব হইয়াছে, ইতিমধ্যে বোম্বাই হইতে তাহার জন্য ১৮ সহস্র টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইতেছে। আমরা আশা করি সকল প্রদেশ হইতে এবিষয়ে আনুকুল্য প্রদত্ত হইবে।

বামাগণের রচনা।*

চরিত্র সংগঠন।

মনুষ্য নিজের জীবন সুখপূর্ণ করিবার নিমিত্ত আপন বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচারশক্তির চালনা দ্বারা পৃথিবীস্থ সকল বস্তুকে নিজের ব্যবহারোপযোগী ও মনোরম করিয়া লইয়া থাকেন। তিনি সৌন্দর্য্যপ্রিয় জীব বলিয়া সকল পদার্থকেই চক্ষুর তৃপ্তিকর করিয়া লইতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করেন। তাঁহার জ্ঞান ও বুদ্ধির উন্মেষের সহিত শিল্পনৈপুণ্যও বর্দ্ধিত হইতেছে। তিনি বুদ্ধিজীবী ও বিবেকসম্পন্ন হওয়াতে অপর সকল জীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। মানব তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ বস্তু সকলকে উন্নত অবস্থাতে আনয়ন করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল। যিনি জড় পদার্থ সকলকে বহু আয়াসে ব্যবহারোপযোগী ও নয়নতৃপ্তিকর করিতে নিয়ত ব্যস্ত, তিনি কি আপন হৃদয় ও চরিত্রকে সেই অনন্ত মহান্ পরমেশ্বরের কার্য্যোপযোগী ও তাঁহার নয়নতৃপ্তিকর করিতে অক্ষম? যিনি অরণ্য হইতে কাষ্ঠ খণ্ড সংগ্রহ করিয়া নিজের বুদ্ধি ও শিল্প-নিপুণতা গুণে বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযান সমূহ প্রস্তুত করিয়া তৎসাহায্যে অসীম মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গোপরি গমনাগমন করিতে পারেন; যিনি বন্ধুর প্রস্তর খণ্ড দ্বারা গগনস্পর্শী চিত্তহারী দেবমন্দির সকল নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম, যিনি বসুন্ধরার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বিমিশ্র ধাতুখণ্ড সকল সংগ্রহ পূর্ব্বক বহু আয়াসে স্বর্ণ রৌপ্য ও লৌহ রাশিকে পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা কমনীয় অলঙ্কার ও বিবিধ প্রকার মূর্ত্তি সকল নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হয়েন, যিনি সাগরগর্ভে নিমগ্ন হইয়া বহুমূল্য মুক্তারাশি সংগ্রহ পূর্ব্বক রমণীয় দ্যুতিমান অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে নিপুণ, তিনি কি আপন হৃদয়কে গঠিত, পরিষ্কৃত ও অলঙ্কৃত করিতে সমর্থ নহেন? মানব কেবল ভূগর্ভ হইতে খনিজ পদার্থ উত্তোলন করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবেন? তিনি কি একবার তাঁহার নিজের হৃদয় অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তরস্থিত বহুমূল্য রত্ন সমূহ যদ্দ্বারা পরমপাতা তাঁহার হৃদয় বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা মার্জ্জিত ও পরিষ্কৃত করিবেন না? যিনি মহারণ্যবাসী দুর্দ্দান্ত হিংস্র বলিষ্ঠ জীবদিগকে দমন করিতে সক্ষম, যিনি মহাসাগর-নিবাসী মকর হাঙ্গর প্রভৃতির হস্ত হইতে মুক্ত হইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ, তিনি কি আপন হৃদয়বাসী দুরন্ত রিপুকুলকে বশীভূত করিতে ও চিত্তের কুবাসনা ও কুপ্রবৃত্তি সমূহকে দমন করিবার উপায় স্থির করিতে একেবারে অক্ষম? যিনি সুকঠিন হীরক

* বঙ্গমহিলা সমাজের গত বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

১। এই পত্রিকার মূল্য অগ্রিম দেয়। প্রথম ৩ মাসের মধ্যে ষাণ্মাসিক
অগ্রিম মূল্য প্রদত্ত না হইলে প্রতি খণ্ডের হিসাবে মূল্য গৃহীত হইবে।

২। মফঃস্বলস্থ গ্রাহকদিগের নিকট হইতে ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম
মূল্য প্রাপ্ত না হইলে না হইলে অথবা বাকী মূল্য প্রদান করিতে এক মাসের অধিক
বিলম্ব হইলে পত্রিকা প্রেরিত হইবে না।

৩। ষাণ্মাসিকের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গৃহীত হইবে না এবং বৈশাখ হইতে
আশ্বিন ও কার্ত্তিক হইনে চৈত্র ষাণ্মাষিকের এই দুই মাত্র সময় থাকিবে।

৪। পত্রিকার মূল্য নগদ টাকা, নোট, মণিঅর্ডার বা ৵১০ দামের ডাক
ষ্টাম্প দ্বারা প্রেরিত হইতে পারে। ডাক ষ্টাম্প পাঠাইলে টাকা প্রতি
/০ আনা কমিসন দিতে হইবে।

৫। এই পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিবার মূল্য প্রতি লাইনে ৵০ আনা ও
অর্দ্ধ লাইনে /১০ আনা। অধিক দিনের ও অধিক পরিমাণের বিজ্ঞাপন
হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

৬। এই পত্রিকার মূল্যের নিয়ম ঃ—

অগ্রিম বার্ষিক কলিকাতা	২॥০	মফঃস্বল	২॥৵০
অগ্রিম ষাণ্মাসিক কলিকাতা	১।০	” মফঃস্বল	১।৵০
প্রতি খণ্ডের মূল্য			।০

এক কালে ২ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৫।০ টাকা ও তিন খণ্ডের
৭॥০ টাকা মাত্র।

৭। যাঁহারা এই পত্রিকার গ্রাহক হইতে, ইহার মূল্য পাঠাইতে বা
ইহার নিয়মাদি সম্বন্ধে কোন বিষয় অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা
৯ নং আণ্টনিবাগান লেনে আমার নামে পত্র লিখিবেন।

৮। যাঁহারা এই পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি লিখিবেন, তাঁহারা ১৩ নং
মৃজাপুর ষ্ট্রীট্ সিটী স্কুলে শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র দত্তের নামে প্রেরণ করিবেন।

৯। বামাবোধিনী কার্য্যালয় প্রতিদিন ৬॥০ হইতে ৯ টা এবং রবিবার
১১ টা হইতে বেলা ৪ টা পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে, যাঁহারা বিশেষ কোন
বিষয় জ্ঞাত হইতে চাহেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই সময় কার্য্যালয়ে উপস্থিত
হইবেন। যাঁহারা নিয়মিতরূপে পত্রিকা প্রাপ্ত না হইবেন, অথবা প্রদত্ত
মূল্য পত্রিকায় স্বীকৃত না দেখিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে
অবগত করিবেন।

১০। এই পত্রিকায় স্ত্রীলোকদিগের রচনা আদরের সহিত গৃহীত
হইবে। কিন্তু তাহা বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণসহ প্রেরিত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীআশুতোষ ঘোষ
সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

“কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।”

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২১৯ সংখ্যা। চৈত্র ১২৮৯—এপ্রেল ১৮৮৩। ২য় কল্প ৪র্থ ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ভারতেতিহাসের সর্ব্বপ্রথম মহানন্দকর এই ঘটনাটী স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হউক—গত ১০ই মার্চ্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান মহাসভায় কুমারী কাদম্বিনী বসু ও কুমারী চন্দ্রমুখী বসু বি এ উপাধি দ্বারা ভূষিত হইয়াছেন। এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা দর্শনার্থ বহুলোকের জনতা হইয়াছিল, ইউরোপীয় এবং দেশীয় অনেক মহিলাও সভাস্থল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। চন্দ্রমুখী ও কাদম্বিনী এ দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন এবং এ দেশীয় নারীজাতির অগ্রণী হইয়া তাহাদিগের উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। জগদীশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন তাঁহারা আরও বিদ্যোন্নতির পরিচয় দিয়া আমাদিগের আশা ও আনন্দ বর্দ্ধন করুন।

গত ১২ই মার্চ্চ সোমবার বেথুন-বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। ছোট লাটের সহধর্ম্মিণী বিবী টমসন স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করেন এবং হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি গার্থ সাহেব একটী বক্তৃতা করেন। বেথুনস্কুল যে উদ্দেশে স্থাপিত হইয়াছিল, এতদিনের পর তাহা সার্থক হইয়াছে।

ভারতবর্ষে স্ত্রীচিকিৎসকদিগের সাহায্যার্থ যে ফণ্ড হইয়াছে বোম্বাই হইতে তজ্জন্য ইতিমধ্যে ৩৪০০০ টাকা উঠিয়াছে। বঙ্গদেশে এ বিষয়ে কোন উদ্যোগ হইতেছে না কেন?

আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছিলাম, ডাক্তার খোবরণের পত্নী বিবী

থোবরণ আমেরিকা হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ও উপাধি লাভ করিয়া এ দেশে আসিয়াছেন। ইনি অতি সুচিকিৎসক এবং যত্নের সহিত চিকিৎসা করেন। ইহাঁর দয়া ধর্ম্মও যথেষ্ট আছে। ইনি কলিকাতার ধর্ম্মতলায় থোবরণ গির্জার সম্মুখস্থ বাটীতে থাকেন, পীড়াগ্রস্ত স্ত্রীলোকগণ তথায় গিয়া তাঁহাকে দেখাইতে পারেন। ইনি ভদ্রলোকদিগের বাটীতে গিয়াও চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

বঙ্গদেশে হিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহের কথা আর অনেকদিন শুনা যায় নাই। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম সম্প্রতি সেরাজগঞ্জে সম্পূর্ণ হিন্দুপ্রণালীতে একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরকন্যা উভয়েই ব্রাহ্মণ জাতীয় এবং ময়মনসিংহের অন্তঃপাতী টাঙ্গাইল নিবাসী। কন্যাটী ৮ বৎসর বয়সে বিধবা হন, এখন তাঁহার বয়স ২০ বৎসর; বরের বয়স ৩৩ বৎসর। স্থানীয় অনেক লোক এ কার্য্যে যোগ দান করিয়াছিলেন।

আমেরিকায় কোন্ মহারাষ্ট্রীয় রমণী যাইবেন আমরা জানিবার জন্য উৎসুক ছিলাম, এক্ষণে অবগত হইলাম ইহাঁর নাম শ্রীমতী আনন্দবাই জোশী, ইনি পণ্ডিতা রমাবাইর নিকট-সম্পর্কীয়া। ইহাঁর স্বামীর নাম গোপাল রাও বিনায়ক জোশী। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় ছিলেন, এক্ষণে শ্রীরামপুরের পোষ্টমাষ্টারের কার্য্য করেন। শ্রীরামপুরের কলেজ গৃহে একটী সভা হয়, তাহাতে অনেক মেম সাহেব ও কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর সমাগম হইয়াছিল। আনন্দবাই সর্ব্বসমক্ষে ইংরাজী ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে প্রীত ও চমৎকৃত করিয়াছেন। স্ত্রীজাতির উন্নতির পথ আর অবরোধ করে কে?

বিলাতী বিলাসিনীগণ ক্রমে অসভ্যদিগের ন্যায় বিচিত্র চিত্র দ্বারা আপনাদিগের অঙ্গশোভা প্রদর্শনে সচেষ্ট হইতেছেন। নিউকাসেল বণিকদিগের এক নৃত্যোৎসব হয়, তাহাতে 'নিউকাসল মরণিং হেরাল্ড' সংবাদপত্রের সম্পাদকের স্ত্রী উক্ত পত্রের কয়েকটী পত্র বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত সাটিনে ছাপিয়া পরিচ্ছদের উপরে পরিধান করেন। নানাবিধ আষ্ট্রেলীর পতাকা শরীরের মধ্যস্থলে চিত্রিত ছিল, এবং মস্তকে গ্রীক সরস্বতী মিনার্বার পরিচ্ছদ পরিহিত হয়, তাহাতে ১৩ টী বিভিন্ন বর্ণে "The Press" এই কথাটী মুদ্রাঙ্কিত হয়। এই অদ্ভুত দৃশ্যে যে দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

স্ত্রীকবি।

বুদ্ধি-বিষয়ে—

"বেগ্ বেগা আর চের্ চেরা;
চের্ বেগা আর বেগ্ চেরা।
চের্ বেগা বড় দায়;
পদে পদে কান্না পায়।"

বেগ্=অতি শীঘ্র। চের=চির অর্থাৎ বিলম্ব। কান্না=ক্রন্দন।

এই স্ত্রী-কবিটীর ব্যাখ্যা অতি সুন্দর ও কৌতুকাবহ। পূর্ব্বকালের অনক্ষরা রমণীরা কিরূপ কৌশলে মানব বুদ্ধির পরিচ্ছেদ কল্পনা করিতেন এবং বুদ্ধির দোষ গুণ দেখাইয়া দিয়া বধূদিগকে উদ্বোধিত করিতেন, তাহা এই কবিতাটীর দ্বারা জানা যায়। যথা—

বুদ্ধি চারি প্রকার। বেগ্ বেগা ১, চের্ চেরা ২, চের্ বেগা ৩, ও বেগ চেরা ৪। বেগ্ বেগা বুদ্ধি কি? তাহা শুন। যে বুদ্ধি বেগে আইসে ও বেগে নষ্ট হয়, তাহার নাম "বেগ্ বেগা"। যে শীঘ্র বুঝে অথবা শীঘ্র শিখে, অথচ শিক্ষিত বিষয় শীঘ্র ভুলিয়া যায়, তাহার তাদৃশী বুদ্ধিকে "বেগবেগা" বলে। এই বেগ্ বেগা বুদ্ধির প্রশংসা নাই; কেননা উহার দ্বারা বিশেষ উপকারিতা লাভ হয় না। "চের্ চেরা" শব্দের অর্থ এই যে, চিরে অর্থাৎ বিলম্বে আইসে পরন্তু তাহা বিলম্বে নষ্ট হয়। চের্ চেরা বুদ্ধিওয়ালাদিগকে কষ্টেশ্রেষ্ঠে একবার শিখাইতে অথবা বুঝাইতে পারিলেই কার্য্য হয়। কেন না সে তাহা শীঘ্র ভুলেনা। অতএব, "চের্ চেরা" বুদ্ধিযুক্ত বালক বালিকা অপেক্ষাকৃত ভাল।

"চের্ বেগা" শব্দের অর্থ কি? তাহা বলা যাইতেছে। যাহারা অতি বিলম্বে বুঝে অথবা শিখে, অথচ বেগে অর্থাৎ শীঘ্র বিস্মৃত হয়, তাহাদের বুদ্ধিকে "চের্ বেগা" আখ্যা দেওয়া হয়। এই চের বেগা বুদ্ধির লোকেরা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, ইহাদিগকে যদিও কষ্টেশ্রেষ্ঠে শিখান যায়, কিন্তু শিখাইলে কি হইবে? তাহারা এ কাণ দিয়া শুনে, ও কাণ দিয়া বাহির হইয়া যায়। সুতরাং তাদৃশ পুরুষ গৃহস্থের পদ ও তাদৃশী গৃহিণী গৃহিণীপদ উন্নত করিতে পারেন না। যাঁহার গৃহিণী চের্ বেগা, কিম্বা যাঁহার স্বামী চেরবেগা তাঁহার বড় বিপদ। পদে পদেই উহাঁকে কাঁদিতে হয়। অবশেষে "বেগ্ চেরা"। এই বেগ্ চেরা বুদ্ধিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। "বেগ্ চেরা" শব্দের অর্থ এই যে, শীঘ্র বুঝে বা শীঘ্র শেখে, অথচ দীর্ঘকালেও ভুলেনা। যে ব্যক্তি শীঘ্র বুঝিতে বা শিখিতে পারে, অথচ শিক্ষিত বিষয় অনেক কাল স্মরণ রাখিতে পারে, সে ব্যক্তি যে প্রশংসনীয় তাহা আর বলিবার অপেক্ষা নাই। বেগ্ চেরা বুদ্ধি যে বিষয়ে প্রযুক্ত হইবে, সেই বিষয়েই সে উন্নতি করিবে।

পাঠক পাঠিকা! প্রণিধান পূর্ব্বক

দেখুন যে, আমাদের অনক্ষরা পূর্ব্ব পিতামহীরা কেমন মিষ্ট কথা বলিতে জানিতেন।

"আত্ম বুদ্ধি শুভকরী;
পরের বুদ্ধি ভয়ঙ্করী॥"

আপনার বোধশক্তি না থাকিলে শুভ ফল পাওয়া যায় না। যে নিরন্তর পরের বুদ্ধির অনুসরণ করে, সে ভয়ানক বিপদে পড়ে। পরবুদ্ধি মনুষ্য হইতে সংসারের নানা অনর্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা এই বলা হইল যে, প্রত্যেক বিষয়েই যথাসাধ্য নিজের বুদ্ধিসঞ্চালন করিতে হইবে—বুঝিতে না পারিলে পরের পরামর্শের সাহায্য লইবে, পরন্তু প্রাপ্ত পরবুদ্ধি ভাল কি মন্দ তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।

"অবুঝে বুঝাব কত বুঝ নাহি মানে
ঢেঁকিকে বুঝাব কত নিত্য ধান ভানে।"

যে ব্যক্তি নির্ব্বোধ অথচ যাহার বুঝিবার ইচ্ছা নাই, তাহাকে সহস্র উপদেশ দেও, কোন কাজেরই হইবে না—সে যে নির্ব্বুদ্ধি, সেই নির্ব্বুদ্ধির মত কার্য্য করিবে। অবুঝ ব্যক্তিকে ঢেঁকির সহিত তুলনা করা হইয়াছে, ঢেঁকিকে বুঝান যেমন মিথ্যা, সে আজিও ধান ভানে কালও ধান ভানিবে, আর কিছুই করিতে পারে না, অবোধ ব্যক্তিও আপনার স্বভাব ও অভ্যাসের মত চলিয়া থাকে, তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পারে না।

"বুঝিনা বুঝা বুদ্ধির কর্ম্ম;
ঘাট্ না মানা মূর্খের ধর্ম্ম॥"

ঘাট্ = না বুঝা স্বীকার।

এই কথাটীতে সহস্র সহস্র ন্যায় শাস্ত্রের ফল নিহিত আছে। আমাদের দেশের বুদ্ধিতত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, "ন বুধ্যতে ইত্যপি বুদ্ধিসাধ্যম্।" আমি বুঝিলাম না, ইহা বুঝাই বুদ্ধির কার্য্য। যে ব্যক্তি আপনার না বুঝা বুঝিতে পারে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ বুদ্ধিমান্। কেন না না বুঝা বুঝিতে পারিলে ভ্রমে পড়িতে হয় না, অনায়াসেই অন্যের সাহায্য লইয়া স্বীয় বুদ্ধি শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া লইতে পারে, কিন্তু যে আপনার না বুঝা বুঝিতে পারে না, সে নিশ্চয়ই ভ্রমে পড়িয়া আপনার অজ্ঞতা স্বীকার করিতে চাহে না।* অতএব, যাঁহারা প্রকৃত বুদ্ধিমান্ ও বুদ্ধিমতী তাঁহারা আপনার না বুঝা বুঝিয়া ঘাট্ স্বীকার করেন; অবশেষে অন্যের সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি মূর্খ অর্থাৎ স্বীয় অজ্ঞতা বোধগম্য করিতে অক্ষম, সে সেই না বুঝাকেই বুঝিয়াছি ভাবিয়া কাহারও

*ভুবনবিখ্যাত জ্ঞানী সক্রেটিসের বিষয়ে বর্ণিত আছে যে একসময় দৈববাণী হইয়াছিল যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী। সক্রেটিস আপনাকে মূর্খের অগ্রগণ্য বলিয়া জানিতেন। দৈববাণী এরূপ হইল কেন জানিবার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। পরে তিনি গ্রীস দেশের পণ্ডিতাভিমানীগণের সহিত বিচার করিয়া দেখিলেন, তাহারাও তাঁহার মত অজ্ঞ। প্রভেদ এই, তিনি আপনার অজ্ঞানতা বুঝিতে পারেন, তাঁহারা তাহা পারেন না।

নিকট আপনার ন্যূনতা স্বীকার করে না। তাদৃশ মূর্খ ব্যক্তি সংসারের কণ্টক স্বরূপ।

সহিষ্ণুতা ও প্রেম সম্বন্ধে——

"যে সয় সেই রয়;
ভাল বাসায় কি না হয়?"

সয় = সহ্য করে। রয় = নিরাপদে থাকে। যে সহ্য করে সে নিশ্চিত নিরাপদে থাকে এবং যাহার হৃদয়ে ভালবাসা অর্থাৎ প্রেম আছে—তাহার সমস্ত সম্পদই আছে। প্রেমদ্বারাই মনুষ্য দুস্তর বিপদ সমুদ্রের ভীষণ গর্জ্জন হইতে রক্ষা পায়।

আমাদের পূর্ব্ব পিতামহীগণের এই উপদেশকে যৎসামান্য মনে করিবেন না। খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক মহাত্মা ঈশার হিতোপদেশের সার এই। ঈর্ষার পরিবর্ত্তে প্রেম ও দয়া এবং ক্রোধের বা অসূয়ার পরিবর্ত্তে সহিষ্ণুতা ও নম্রতা;—এই গুণদ্বয় কি নর কি নারী উভয়ের ভূষণ ও হিতকর। এই দুই গুণ থাকিলেই মনুষ্য জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইতে পারে সংশয় নাই। নম্রতা কি? না আত্মগরিমার সম্পূর্ণ অপচয়। সহিষ্ণুতা কি? না, গুরু অথবা প্রিয় ব্যক্তির অনুরোধে আত্মাভিমান ত্যাগ করা। দয়া কি? না অনুগত ও দুঃখিত ব্যক্তিদিগের প্রতি অধিকতর অনুকূল হওয়া এবং সর্ব্বসাধারণের উপকার করা। সৌভাগ্যকালে গর্ব্বিত না হওয়া প্রভৃতি অনেকবিধ সদ্‌গুণ উল্লিখিত গুণদ্বয়ের অন্তর্ভূত এবং অপরের সহিত তুলনায় আপনাকে বড় মনে না করাও উহার এক অঙ্গ। অতএব ঐ দুই গুণ অর্থাৎ সহিষ্ণুতা ও প্রেমপরতাই এই সংসার-ধর্ম্মের মূলমন্ত্র। উক্ত গুণদ্বয় থাকিলে কেবল কুলবধূ কেন—সকল মনুষ্যই সংসার জয় করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং উপরোক্ত উপদেশের সারবত্তা যে কত অধিক—তাহা এই ক্ষুদ্রকায় প্রবন্ধে ব্যক্ত করা যায় না।

ভালবাসা, বশীকরণ বিদ্যা অপেক্ষাও অধিক শক্তিসম্পন্ন। ভালবাসার দ্বারা জয় না করা যায়—এমন প্রাণবান্ বস্তুই নাই। সেই জন্যই স্ত্রীকবির শেষার্দ্ধ "ভালবাসায় কি না হয়?" অতি রমণীয় এবং সারবান্ উপদেশ।

"যত কাপড় তত শীত;
নিকাপুড়ের পাথর চিত।"

সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিলে তাহা এত আয়ত্ত হয়, যে দুর্নিবার শীত গ্রীষ্মাদিও সহ্য হইয়া যায়। ইহার দৃষ্টান্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই ইচ্ছা করিলে অনুভব করিতে পারেন। শীতকালে আমরা বস্ত্র ব্যবহার অধিক পরিমাণে করি; কিন্তু নির্ধন ব্যক্তিরা তত অধিক বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারে না। তাই বলিয়া তাহারা কি অধিক কাতর হয়? তাহা নহে। শীত তাহাদের সহ্য হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহারা আমাদের সহিত সমান কাতর হয়। আমরাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, সময়ে সময়ে অর্থাৎ যখন

আমাদের বস্ত্র স্থানান্তরে থাকে—তখন যেরূপ—এবং যখন আমরা বহু বস্ত্রাবৃত হই, তখনও প্রায় সেইরূপ শীত অনুভব হয়। ফল কথা এই যে, চিত্তে যদি সহিষ্ণুতা ও সন্তোষ না থাকে—তাহা হইলে শত শত বস্ত্রাবরণ ধারণ করিলেও শীত লাগিতেছে বলিয়া অনুভব হইবে। মনে সন্তোষ থাকিলে বিনা কাপড়েও মন পাথরের মত অটল ও দৃঢ় থাকে।

"যত হাঁসি তত কান্না;
বলে গেছেন রাম শর্ম্মা!"

অত্যন্ত আনন্দবেগ উপস্থিত হইলে তাহা ধারণ করা বা সহ্য করা আবশ্যক। দুঃখবেগ সহ্য করা যেমন ভবিষ্যৎ সুখের কারণ; তেমনি সুখাবেগ ধারণ করাও ভবিষ্যৎ সুখের কারণ। যিনি তাহা না পারেন—তিনি নিশ্চয়ই পরিণামে ক্লেশ পান। বিশেষ অনুভব করিয়া দেখ, তোমরা কখন অতিশয় হাস্য করিয়াছ কি না। যদি করিয়া থাক, তবে স্মরণ করিয়া দেখ যে, সেই অতিহাস্যের পর তোমাদের শরীর অবসাদগ্রস্ত হইয়াছিল কি না। নিশ্চয়ই হইয়াছিল। যে বৃত্তি যত পরিমাণে উত্তেজিত হইবে—পরক্ষণে তাহার তত অবসন্নতা হইবে। হাস্যবেগ বা আনন্দবেগও সহ্য করা কর্ত্তব্য। যদি না কর তবে তোমাকে সেই পরিমাণে কাঁদিতে হইবে। আর একটী কথা এই, এ পৃথিবীতে সুখ ও দুঃখ চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে ফিরিতেছে, সুখের পর দুঃখ আসিবেই আসিবে, অতএব অত্যন্ত সৌভাগ্য হইলে উন্মত্ত না হইয়া ভাবী দুঃখের আশঙ্কায় ধীর ও নম্র হওয়া কর্ত্তব্য। অনেক স্ত্রীকবি রামশর্ম্মার নামের দোহাই দিয়া আপনাদিগের মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, বস্তুতঃ ইহা তাঁহাদিগেরই কথা।

শরীরের নাম মহাশয়,
যা সওয়াও, তাই সয়।
সহ্যগুণ বড় গুণ,
বাড়ালে বাড়ে তিন গুণ।

স্ত্রীকবিগণ সহিষ্ণুতা গুণের শিক্ষা দিবার জন্য যে বিধিমতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহা উপরি উক্ত শ্লোকগুলি দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে। শরীরকে আমরা সামান্য মনে করি এবং পাছে ইহার একটু ক্লেশ হয় বলিয়া কত ভাবনা করি। কিন্তু ঈশ্বর শরীরকে মহৎগুণ দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এই শরীর অভ্যাস গুণে সকল কষ্টই সহ্য করিতে পারে এবং অসম্ভব পরিশ্রমের কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারে। এ দেশের বাবু ভাই ও বিলাসিনীগণের শরীর কত সন্তর্পণে রক্ষা করিতে হয়, তথাপি সর্ব্বদাই অসুস্থ; কিন্তু বিধবা ও শ্রমজীবীদিগের কষ্ট ও শ্রমের সীমা পরিসীমা নাই, তথাপি তাহাদিগের শরীর সকল সহ্য করিয়া সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয়। ফল কথা এই, যিনি সহ্য করেন, তাঁর সকলই সয়, যিনি সহ্য করিতে অপ্রস্তুত, তাঁর কিছুই সয় না। সহ্যগুণ

ক্রমশঃ অভ্যাস দ্বারা যত বাড়াইবে ততই বাড়িবে। তিনগুণ বাড়িবে বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহার অর্থ অনেক গুণ—দশগুণ, শতগুণও হইতে পারে। শরীরের সহিষ্ণুতা যেমন বাড়ে, মনের পক্ষেও সেইরূপ বলা যায়। যত দুঃখ ক্লেশ হউক না কেন, মনে সহিষ্ণুতা থাকিলে তাহা অক্লেশে বহন করা যায়। এই সহিষ্ণুতা হইতেই সন্তোষরূপ স্পর্শমণি লাভ হয় এবং কি গৃহে কি বাহিরে সর্ব্বত্র সুখ শান্তি সম্ভোগ করিবার উপায় পাওয়া যায়।

আমি তোমারই।

গত শতাব্দীর শেষ ভাগে ফরাসিদেশে ধনীর গৃহে একজন রমণী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে লা ফাইট নামক একজন ধনি-সন্তানের সহিত ঐ রমণীর প্রণয়ের সঞ্চার হয়। বিবাহ সম্বন্ধে বর ও কন্যা উভয় পক্ষীয় অভিভাবকগণের সম্মতি থাকাতে কন্যার সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে আনন্দের সহিত তাহাদের পরিণয়কার্য্য সম্পাদিত হইল। ইহার অল্পকাল পরেই আমেরিকা দেশের লোকেরা ইংলণ্ডের দাসত্ব পাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য যুদ্ধ আরম্ভ করিল। যুবক লাফাইট স্বাধীনতাকে এত ভাল বাসিতেন, যে ঐ সংবাদ শ্রবণ মাত্র আমিরিকাতে গমন করিবার জন্য এবং আমেরিকাবাসীদিগের সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন। তাঁহার পত্নী তাঁহার এই সাধু ইচ্ছার প্রতিরোধ করিলেন না। লাফাইট্ আমেরিকা দেশে গমন করিলেন, এবং স্বাধীনতা লাভাকাঙ্ক্ষীদিগের সহিত একপ্রাণ একহৃদয় হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মধ্যে তিনি একবার স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু কিয়দ্দিন পরে আবার সেই দেশে গমন করিলেন। তাঁহাদের প্রথম বিচ্ছেদের সময় পতিপ্রাণা রমণীকে এত কুচিন্তা ও মানসিক যাতনায় কালযাপন করিতে হইয়াছিল যে দ্বিতীয় বার গমনের প্রস্তাবে তিনি একবারে অধীর হইয়া পড়িলেন, এবং সেই মানসিক উদ্বেগে পীড়িতা ও শয্যাশায়িনী হইলেন। কিন্তু পতির প্রতি তাঁহার এমন অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল যে তিনি যখন দেখিলেন, যে তাঁহার পতি পুনরায় আমেরিকা দেশে গিয়া স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষীদিগের সাহায্য করিতে নিতান্ত উৎসুক, তখন তিনি নিজের ক্লেশ নিবারণ করিয়া তাঁহার গমনে অনুমতি দিলেন। তদনুসারে লাফাইট পুনরায় আমেরিকা যাত্রা করিলেন। ঈশ্বরের কৃপায় আমেরিকাবাসিগণ সম্মুখ সমরে ইংরাজদিগকে পরাজিত করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিলেন।

লাফাইট প্রসন্ন মনে স্বদেশে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। স্বদেশে আসিয়া তাঁহারা উভয়ে কিছুকাল পরম সুখে যাপন করিলেন। তাঁহাদের কয়েকটী পুত্র কন্যা জন্মিল। কিন্তু তাঁহাদের এইসুখ অধিক কাল স্থায়ী হইল না; কয়েক বৎসরের মধ্যেই ফরাসি দেশে ঘোর বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন সেখানে রাজার একছত্র রাজত্ব ছিল, দেশের লোকেরা রাজার স্বেচ্ছাচার হইতে আপনাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করিল। লাফাইট্ চিরদিন স্বাধীনতার পক্ষপাতী, সুতরাং স্বাধীনতার পতাকা যখন উড্ডীন হইল তখন আর তিনি নিশ্চিন্ত মনে বাস করিতে পারিলেন না। স্বাধীনতা পক্ষের এক সেনাদলের অধিনায়ক হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন। ক্রমে সেই সমর-যজ্ঞে রাজা, রাণী, রাজ পদ, প্রভৃতি আহুতি দিয়া প্রজাগণ আপনাদের রাজত্ব স্থাপন করিল। কিন্তু রাজার মস্তক ছেদন করিয়া যাঁহারা রাজ্যশাসনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা অশেষ প্রকার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল কারণে তাঁহাদের রাজত্ব কাল ইতিবৃত্তে "রেইন অব টেরর" অর্থাৎ "ভীষণ রাজত্ব' নামে উক্ত হইয়াছে। লাফাইট যদিও অন্তরের সহিত স্বাধীনতাকে ভাল ব্যসিতেন, যদিও তিনি নিজে অনেক বার রাজার অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, যদিও তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রজাপক্ষীয় লোকদিগের সেনাপতিত্ব ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি যখন নূতন শাসনকর্ত্তাদিগের অত্যাচার ও নৃশংস আচরণ সকলের বিষয় শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহাদের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। এই অপরাধে তিনি কর্ত্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রতি দলপতিদিগের এত আক্রোশ উপস্থিত হইল যে তিনি আর ফরাশি দেশে বাস করিতে সাহসী হইলেন না, প্রাণভয়ে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া গেলেন। কিন্তু দুর্দৈবের কি ঘটনা! অষ্ট্রিয়া রাজ্যে গিয়া তিনি বন্দীকৃত হইলেন এবং অলমুজ নামক দুর্গের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

লাফাইট কারাগারে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহাকে স্বদেশের শত্রু ও স্বাধীনতা-বিরোধী বলিয়া ঘোষণা প্রচার করা হইল। তাঁহার পত্নী ম্যাডাম লাফাইট এতদিন পতির বিচ্ছেদে ও বিপৎপাতে ম্রিয়মাণ হইয়া ছিলেন, কিন্তু যখন তাঁহারই আবাস নগরে সেই পতিকে স্বাধীনতার শত্রু ও রাজ্যের বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করা হইতে লাগিল, তখন আর তাঁহার প্রাণে সহ্য হইল না। সে সময়ে অনেক ভদ্রবংশীয় রমণী নিরাপদে স্বদেশে বাস করিবার জন্য পতির নাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কারণ পতির নামের সহিত যোগ থাকিলে লোকে ঘৃণা করে এবং লোকসমাজে

ক্লেশ পাইতে হয়। কিন্তু ম্যাডাম লাফাইট এরূপ আচরণের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বীয় পতির নাম গৌরবের সহিত ধারণ করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে তিনি স্বীয় পতিকে কারাগার হইতে মুক্ত করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। তখন ফ্রান্সের কি ভয়ানক অবস্থা! কাহার প্রাণ কখন যায়, কাহার ধনমানের উপর কখন হস্ত পড়ে, কে কখন বন্দীকৃত হয়, কাহার গৃহের ধনরত্ন কখন লুণ্ঠিত হয়, তাহার স্থিরতা নাই। দলে দলে লোক আমেরিকা প্রভৃতি দেশে পলায়ন করিতেছে। এক এক দিন যাইতেছে এবং এক এক বিপ্লবের তরঙ্গ ফ্রান্সের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এরূপ সংকট এবং ভয়ের সময়েও "ম্যাডাম লাফাইট" অবিচলিত চিত্তে আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রের আমেরিকা গমনের আয়োজন করিতেছেন, বিষয় সম্পত্তি রক্ষার বন্দোবস্ত করিতেছেন, এবং স্বামীর উদ্দেশে অষ্ট্রিয়া যাত্রার আয়োজন করিতেছেন। পুত্রটী আমেরিকা যাত্রা করিল, বিষয় সম্পত্তির বন্দোবস্ত হইল, ম্যাডাম লাফাইট সপরিবারে অষ্ট্রিয়া যাত্রার অনুমতি পত্র প্রাপ্তির আশায় পারিস নগরে গমন করিলেন। পারিস নগরে তখন ভয়ানক বিশৃঙ্খলতা; অনুমতি পত্র পাইতে তাঁহার অনেক ক্লেশ হইল।

যাহাহউক অবশেষে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া তিনি অবশিষ্ট সন্তানগুলি সমভিব্যাহারে অষ্ট্রিয়াতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সম্রাট মৌখিক তাঁহাকে বিশেষ অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য করিবার আশা দিলেন, কিন্তু কার্য্য কালে কিছুই করিলেন না। লাফাইট পূর্ব্বের ন্যায় বন্দী দশায় বাস করিতে লাগিলেন। অবশেষে ম্যাডাম লাফাইট নিরুপায় হইয়া কারাগারে পতির পার্শ্বে বাস করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাঁহাকে যে অনুমতি দেওয়া হইল, তদনুসারে একদিন তিনি সন্তানগুলি লইয়া কারাগারে গমন করিলেন।

ওদিকে তাঁহার পতি এসকল ব্যাপারের কিছুই জানেন না, ফ্রান্সের অবস্থা কি, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যে আমেরিকাতে প্রেরিত হইয়াছে, তাঁহার পত্নী যে তাহার উদ্ধারের জন্য এত চেষ্টা পাইতেছেন এ সকল সংবাদের কিছুই তিনি জ্ঞাত ছিলেন না। একদিন তিনি একাকী সেই নির্জ্জন কারাগারে বসিয়া নিজের দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহার গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইল। সে দ্বার এরূপ ভাবে বহুদিন উন্মুক্ত হয় নাই। তিনি বিস্মিত ভাবে চাহিয়া যাহা দেখিলেন, তাহা তিনি কখনও স্বপ্নেও সম্ভব বলিয়া মনে করেন নাই। তিনি দেখিলেন যে তাঁহার পতিব্রতা নারী সন্তানগুলির হস্ত ধারণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছেন।

ক্ষণ কালের জন্য লাফাইট এ জগতে আছেন, কি কোন স্বপ্নরাজ্যে গিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু অল্প-ক্ষণ পরেই প্রকৃত ঘটনা সমুদায় জানিতে পারিলেন। পাঠিকা একবার সেই দিনের চিত্রটী স্মরণ করুন্। সেই মিলনের সময় সেই পরিবারটীর কিরূপ ভাব হইয়াছিল, তাহা একবার কল্পনাতে অনুভব করিবার চেষ্টা করুন। ম্যাডাম লাফাইট নিজ পতির কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া তদীয় বক্ষঃস্থল নেত্রজলে প্লাবিত করিয়া দিলেন। লাফাইটও বহুদিনের পর সন্তানগুলিকে ক্রোড়ে লইয়া শত শত বার তাহাদের মুখচুম্বন করিতে লাগি-লেন।

ইহার পর তাঁহারা সকলেই সেই কারাগারে বাস করিতে লাগিলেন। ম্যাডাম লাফাইটের একটী কন্যা লিখিয়াছেন যে এই কারাগারের মধ্যে তাঁহার মাতা এত সুখে ছিলেন যে সে জন্য তিনি আপনাকে সর্ব্বদা নিন্দা করি-তেন। বলিতেন "আমি কিরূপ লোক; আমার পতি বন্ধন দশাতে বাস করিতে-ছেন, আমার সেদিকে দৃষ্টি নাই, আর আমি অতুল সুখ সচ্ছন্দ ভোগ করিতেছি। বাস্তবিক পতির প্রতি তাঁহার এরূপ আশ্চর্য্য প্রেম ছিল যে কারাবাসের দুঃখ তাঁহার মনে থাকিত না। যাঁহাকে তিনি চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতে মনে মনে পূজা করিয়া আসিতেছিলেন, যাঁহার বিচ্ছেদে তিনি কতদিন অশ্রুজলে ভাসিয়াছেন, যাঁহার জন্য তিনি প্রাণ-ভয়কে ভয় বলিয়া গণ্য করেন নাই, যাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করিলেন, সেই পতির পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার আবার কষ্ট কি? তিনি জগৎসংসারকে ভুলিয়া সেই কারা-গারেই স্বর্গসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল। অবশেষে নেপোলিয়ানের সহিত অষ্ট্রিয়ারাজের যে সন্ধি হইল সেই সন্ধি-পত্রের একটী নিয়ম ছিল যে ফরাসি বন্দী-দিগকে কারামুক্ত করা হইবে। তদনুসারে লাফাইট পরিবার কারামুক্ত হইলেন। কারামুক্ত হইয়া তাঁহারা পুনরায় ফরাসি-দেশে আগমন করিলেন। তাঁহাদের পুত্র আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমন করি-লেন এবং তাঁহারা নিরুপদ্রবে স্বীয় বিষয় সম্পত্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। লাফাইট সাহেব বলিয়াছেন যে এই রমণীর প্রেম জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সমান ছিল। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার শেষ কথা এই ছিল, 'আমি তোমারই'। স্বামীর হস্তে হস্ত দিয়া এই কথা বলিয়া তিনি জন্মের মত পতির নিকট বিদায় লইলেন।

উত্তর হিমমণ্ডল আবিষ্কার।

(২১৬ সংখ্যা ২৭০ পৃষ্ঠার পর।)

১৫৮৬ সালে ডেবিস পুনরায় সূর্য্যা-লোক ও চন্দ্রালোক এবং অন্য দুই খানি জাহাজ সজ্জিত করিয়া পশ্চিমোত্তর পথ আবিষ্কারার্থ যাত্রা করেন। ২৯ শে জুন তারিখে তিনি গ্রীণলণ্ডের তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন বৃহৎ বৃহৎ ভাসমান তুষারগিরি দ্বারা তাঁহার পথ অবরুদ্ধ রহিয়াছে। এই সকল পর্ব্বত বাফিন সাগর হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে। তিনি কি করেন, কিছু দিন সেই ভাসমান দ্বীপ সকলের তটে তটে ভ্রমণ করিতে লাগি-লেন। ইতিমধ্যে কুজ্ঝটিকার সহিত ঘোরতর শীতাগম হইল, তাহাতে জাহাজের দড়ী পাইল প্রভৃতি সকলি বরফে প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হইয়া গেল। জাহাজের মাল্লাগণ নিরাশ ও বিরক্ত চিত্তে অধ্যক্ষকে বলিতে লাগিল "তোমার দুঃসাহসে আমরা ত মরিলাম, আমাদিগের বিধবাগণ ও অনাথ বালক বালিকারা তোমাকে অভিশম্পাত করিবে।"

ডেবিস নাবিকদিগের রোদনে দয়ার্দ্র হইয়া দুই খানি জাহাজকে দেশে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি করিলেন এবং স্বয়ং কয়েকটী সাহসী অনুচরের সহিত চন্দ্রালোক নামক জাহাজারোহণে ৬৭ অক্ষাংশের নিকটবর্ত্তী আমেরিকার উপ-কূলে উপনীত হইলেন। লাব্রাডোরের আদিম নিবাসীরা তাঁহার দুই জন নাবিককে বধ করিল। তখন সেপ্টেম্বর মাস, প্রবল ঝঞ্ঝা বহিতে আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আর অগ্রগমনের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইলেন।

১৫৮৭সালের ১৬ই জুন ডেবিস পুনরায় গ্রীণলণ্ডে আসিয়া উপনীত হন। এবার ৭২ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া বাফিন সাগরে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার প্রধান উৎসাহদাতার নামে এই স্থানকে 'সাণ্ডার্সনের আশা' বলিয়া অভিহিত করিলেন। তৎপরে ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় তুষার পর্ব্বত সকলের সম্মুখীন হইলেন। পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে সকল বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক ১৯এ জুলাই তারিখে স্বনামখ্যাত প্রণালীর বিপরীত দিকে উপস্থিত হইলেন। আর দুই দিন জাহাজ চালাইয়া কম্বার্লণ্ড প্রণালী অতিক্রম করিলেন। এই প্রণালী তাঁহার প্রথম যাত্রাতেই আবিষ্কার করিয়া-ছিলেন, কিন্তু ইহাকে একটী সাগরের অংশ মনে করিয়া তিনি পুনরায় হডসন সাগরে প্রবেশ করেন। তাঁহার সাহা-য্যার্থে দুই খানি মৎস্য ধরিবার বড় জাহাজ তাঁহার সহিত আসিয়াছিল, কিন্তু অধিক দূর অগ্রসর হইতে স্বীকৃত না হইয়া পথে অপেক্ষা করিয়া থাকিবে বলিয়াছিল। ডেবিস নির্দ্দিষ্ট স্থানে-

ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না, ইহাতে যার পর নাই আশ্চর্য্য ও শঙ্কিত হইলেন, কারণ তিনি এক খানি ক্ষুদ্র পানসি চড়িয়া ছিলেন এবং তাহা ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল। যাহা হউক সেই ভগ্ন তরীযোগে কষ্টে শ্রেষ্টে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। এই তাঁহার উত্তর পশ্চিম পথ আবিষ্কারের শেষ যাত্রা। তিনি নিজে নিরুদ্যম হন নাই, আর একবার নৌ-যাত্রার প্রস্তাব করেন, কিন্তু বার বার তিন বার তাঁহার চেষ্টা বিফল হওয়াতে তাঁহার স্বজাতীয়গণের উৎসাহ ভঙ্গ হইয়াছিল, সুতরাং আর তাহারা তাঁহাকে সাহায্য করিল না। ডেবিস অতঃপর পুরাতন পথ দিয়া পাঁচ বার পূর্ব্ব ভারতবর্ষে যাত্রা করেন, এবং পঞ্চম বারে মালাকার উপকূলে মালয়-দিগের সহিত যুদ্ধে (১৬০৫ সালের ২৭এ ডিসেম্বর) হত হন।

ডেবিসের শেষ হিমমণ্ডল যাত্রার ৭ বৎসর পরে ওলন্দাজেরা উত্তর দিক্ দিয়া ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইল। এই জাতি অতিশয় অধ্যবসায়শীল। ইহারা স্পেনীয়দিগের অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া প্রধান জাতি সকলের মধ্যে গণ্য হইবার জন্য উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদিরে রাজ্য অতিশয় ক্ষুদ্র, এজন্য বৈদেশিক বাণিজ্যের উপরেই তাহাদিগের সমুদায় আশা ভরসা স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু দক্ষিণ দিকের পথ স্পেনীয় ও পর্ত্তুগিজদিগের অর্ণবপোত দ্বারা এপ্রকার অধিকৃত হইয়াছিল যে তথায় অন্য জাতির প্রতি-যোগিতার আশা ছিল না। তাহারা মনে করিল যদি অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়, উত্তর দিকের পথ আবিষ্কৃত করিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হইতে পারিবে এবং বাণিজ্য দ্বারা প্রচুর সুখ সমৃদ্ধি লাভ করিবে।

এই উচ্চ আশায় উৎসাহিত হইয়া আমষ্টার্ডম ও অন্যান্য নগরস্থ বণিক্‌গণ ১৫৯৪ সালে পূর্ব্বোত্তর পথ আবিষ্কারার্থ কতকগুলি জাহাজ সজ্জিত করিলেন এবং কর্ণবেলিস, নেব্রাণ্ট এবং উইলিয়ম বারেণ্ট এই কয়েক ব্যক্তির উপর অধ্যক্ষতাভার অর্পণ করিলেন। ৬ই জুন টেক্সেল হইতে জাহাজ তিনখানি ছাড়িয়া একত্রে লাপলণ্ডের উপকূল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। তৎপরে তাহারা দুই ভাগে বিভক্ত হইল। বারেণ্ট অধিক সাহসিকতার পরিচয় দানার্থ নবাজেমলা অতিক্রম করিয়া উত্তরাভিমুখে গমনে উৎসুক হইলেন। তাঁহার অন্যান্য সঙ্গিগণ রুষিয়ার উপকূল দিয়া ওয়েগাট প্রণালীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহারা এই প্রণালীর নাম বায়ু-কন্দর রাখিলেন, তত্রস্থ তুষার-গিরি সকল ভেদ করিয়া কারা সাগরে উপনীত হইলেন এবং যতদূর দৃষ্টি যায় পরিষ্কার নীল বর্ণজল রাশি অবলোকন করিতে লাগিলেন। গ্রীক পণ্ডিত প্লিনী টেবিন নামক এক অন্তরীপের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন তাহা পার হইয়া আসিয়ার পূর্ব্ব ও

দক্ষিণ ভাগে সহজে উপনীত হওয়া যায়। ওলন্দাজেরা তাঁহার ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া মনে করিল, আসিয়ার শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে। আসিয়া যে ১২০ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-দিকে প্রসারিত, তাহা তাহারা জ্ঞাত ছিল না। তাহারা আপনাদিগের সিদ্ধি-লাভের সংবাদ স্বদেশবাসিগণকে জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত ত্বরা ত্বরি স্বদেশের দিকে ফিরিল। লাপলণ্ডের নিকট বারেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইনি নবা জেমলার উত্তর সীমা পর্য্যন্ত গিয়া প্রবল বায়ুদ্বারা প্রতিহত হইয়া ফিরিতে বাধ্য হন। এখন ৩ খানি জাহাজ একত্র হইয়া পুনরায় টেক্‌সেলে আসিয়া পৌঁছিল।

প্লিনির কল্পিত টেবিন অন্তরীপ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই বিশ্বাসে আমষ্টর্ডম ও অন্যান্য নগরের বণিকগণ নানা বিধ পণ্য দ্রব্যে ৬ খানি জাহাজ সজ্জিত করিয়া ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যার্থ প্রেরণ করিলেন। সঙ্গে একখানি ক্ষুদ্র তরী সংযুক্ত করিয়া দিলেন যে জাহাজ গুলি আসিয়ার পূর্ব্ব সীমা পার হইয়া নিরাপদে ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করিল তদ্দ্বারা এই সুসংবাদ অবগত হইবেন। কিন্তু কল্পনার উপর যে অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়, তাহা নিশ্চয়ই ভূমিসাৎ হইয়া থাকে, ওলন্দাজদিগকে উচ্চ আশায় নিরাশ হইতে হইল। তাহারা যে প্রণালীকে বায়ু-কন্দর বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল, তাহাতে এরূপ প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং বরফ গিরি সকল আসিয়া পথ অবরুদ্ধ করিতে লাগিল, যে তাহারা আর অগ্রসর হইতে পারিল না এবং নিতান্ত ক্লিষ্ট, বিপন্ন ও ভগ্ন-মনোরথ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইতে বাধ্য হইল।

নারীচরিত।

ফিলিসিয়া হিমান্স।

এই সুপ্রসিদ্ধ স্ত্রীকবি ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ এ সেপ্‌টেম্বর ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী লিবারপুল নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পূর্ণ নাম ফিলিয়া ডোরোথিয়া হিমান্স। ইহাঁর পিতা ব্রাউন আয়র্লণ্ড-বাসী একজন বণিক, ইহাঁর মাতা ওয়াস্‌নার বিনিসীয় বংশীয়। হিমান্স তাঁহাদিগের ছয় সন্তানের মধ্যে চতুর্থ এবং তিন কন্যার মধ্যে দ্বিতীয়। তিনি বাল্যকালে অতি সুন্দরী বলিয়া প্রশংসিত হন এবং কবিত্ব শক্তির পরিচয় দেন। তাঁহার মাতা অতি গুণবতী ছিলেন, তিনি এ বিষয়ে তাঁহাকে উৎসাহ দান করিতেন। কুমারীর বয়স যখন

৫ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা বাণিজ্য ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ইংলণ্ড পরিত্যাগ পূর্ব্বক ওয়েলসে গিয়া বাস করেন। এই বাস পরিবর্ত্তন ফিলিসিয়ার মানসিক বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল হইল। ওয়েল্‌স পর্ব্বতময় দেশ, স্বভাবের ক্রীড়াভূমি এবং প্রাচীন গায়কদিগের জন্মস্থান, তাহার দৃশ্য সন্দর্শনে তাঁহার সুকুমার হৃদয় যে মহৎভাবে পূর্ণ এবং স্বদেশহিতৈষণা ও ঈশ্বরানুরাগে উত্তেজিত হইবে ইহা বলা বাহুল্য। এই দৃশ্য দর্শনে যে ভাব তাঁহার হৃদয়ে উদ্রেক হইত, তাহা তিনি কবিতা দ্বারা ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইতেন। এইরূপে তিনি যে কবিতাগুলি প্রণয়ন করেন, তাহা (Early Blossoms.) প্রভাত-প্রসূন নামে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। তাঁহার রচিত এই প্রথম পুস্তক ১৮০৮ সালে প্রকাশিত হয়, তখন তাঁহার বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ মাত্র।

১৮০৯ সালে ব্রাউন পরিবার ফ্লিণ্ট সায়ারের অন্তর্গত ব্রনউইলফা নামক স্থানে নূতন বাসস্থাপন করেন। ফিলিসিয়া তথায় ১৬ বৎসর বাস করেন এবং অনেক পুস্তক রচনা করেন। ১৮০৯ সালে কাপ্তেন হিমান্‌সের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং উভয়ে পরস্পরের প্রতি অনুরাগনিদর্শন প্রদর্শন করেন। কিন্তু কাপ্তেনকে অবিলম্বে একদল সৈন্য লইয়া স্পেনে যাইতে হয়। ১৮১২ সালে তিনি প্রত্যাগত হইয়া ফিলিসিয়ার সহিত পরিণয়পাশে বদ্ধ হন। এই সালেই 'পারিবারিক স্নেহ' ও অন্যান্য কয়েকখানি কাব্য প্রচারিত হয়। স্কটলণ্ডনিবাসী কোন স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি সার উইলিয়ম ওয়ালেসের স্মরণার্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতা রচনার জন্য ৫০০ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেন, ফিলিসিয়া অতি সুন্দর এক কবিতা লিখিয়া উক্ত পুরস্কার লাভ করেন। পরবৎসর "The Sceptic" সংশয়ী নামক কাব্য পুস্তক প্রকাশিত হয়।

বিবী হিমান্সের জ্ঞানানুরাগ অসাধারণ। তিনি সর্ব্বক্ষণ নানা ভাষায় নানাবিষয়ক পুস্তক রাশিতে বেষ্টিত থাকিতেন এবং কালাকাল বিচার না করিয়া সর্ব্বক্ষণই পুস্তকপাঠে অভিনিবিষ্ট থাকিতেন। শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণে সজন নির্জনে, সুস্থ ও পীড়ত অবস্থায় কখনও পুস্তকছাড়া থাকিতেন না। স্বামী নিকটে এবং সন্তানগণ চারিদিক্ ঘেরিয়া থাকিলেও তাঁহার পাঠানুরাগের খর্ব্বতা হইত না।

১৮১৮ সালে কাপ্তেন হিমান্সের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়াতে তিনি ইউরোপ ভ্রমণে যাত্রা করেন এবং অবশেষে রোমে বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন, আর স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন না। ফিলিসিয়া তখন ৫টী পুত্র সন্তানের মাতা। তিনি পুত্রগণকে লইয়া আপনার মাতার সহিত ব্রনউইলফাতে বাস করিতে লাগিলেন। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রথম প্রথম সন্তান-

দিগের শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে পত্রালাপ চলিত, কিন্তু পরে তাঁহাদিগের মধ্যে আর কোন প্রকার যোগ লক্ষিত হয় নাই। তাঁহাদিগের রুচি, প্রবৃত্তি ও কার্য্যপ্রণালীর বিভিন্নতাই এই বিচ্ছেদের কারণ বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে।

স্বামীর সহিত এইরূপ শোচনীয় বিচ্ছেদে বিবী হিমান্স একদিকে অতি কষ্টের অবস্থায় পতিত হইলেন বটে, কিন্তু অন্যদিকে তাঁহার অসাধারণ মানসিক ক্ষমতা, তাঁহার অমায়িকতা এবং রচনাশক্তির আকর্ষণ দ্বারা তিনি বিশপ লক্ষমুর, বিশপ হিবার প্রভৃতি অনেকগুলি প্রসিদ্ধ লোকের অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন। সাহিত্যানুরাগী পণ্ডিতদিগের মধ্যে বিশপ হিবারের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয় এবং তিনি তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে বদ্ধ হন। ইহাঁরই উৎসাহে হিমান্স ১৮২১ সালে 'বেস্পার্স অব্ পালার্মো' নামক সুন্দর শোকসূচক কাব্য রচনা সম্পন্ন করিয়া অভিনয়ার্থ অর্পণ করেন। ১৮২৩ সালে কবেণ্ট উদ্যানের নাট্যশালায় ইয়ং, কেম্বল প্রভৃতি সুযোগ্য অভিনেতাদিগের দ্বারা অভিনীত হইলেও ইহা সাধারণের নিকট তাদৃশ সমাদৃত হইল না। যাহাহউক ইহা দ্বারা কবি মিলম্যানের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। অতঃপর এই নাটক এডিনবর্গে অভিনীত হয়, সার ওয়াল্‌টার স্কট তাহার উপসংহার লিখিয়া দেন। এবার অভিনয় সর্ব্বসাধারণের হৃদয়গ্রাহী হয়। ১৮২১ সালে তিনি রয়েল সোসাইটী হইতে সাহিত্যের এক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৮২৬ সালে (Forest Sanctuary) অর্থাৎ বনমন্দির নামে এক উৎকৃষ্ট কাব্য প্রচার করেন।

১৮২৭ সালে বিবি হিমান্সের মাতার মৃত্যু হয়, ইহাতে তিনি নিতান্ত নিরুপায় ও অবসন্নহৃদয় হইয়া পড়েন। এতকাল গৃহকার্য্যের জন্য তাঁহাকে কোন চিন্তা করিতে হইত না, সে সমুদায় জননীই নির্ব্বাহ করিতেন এবং তিনি নিশ্চিন্তমনে কাব্যালোচনায় সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু এখন গার্হস্থ্য সকল ভারই তাঁহার মস্তকে পতিত হইল। ওয়েল্‌স্ তাঁহার নিজের হৃদয়ের নিতান্ত প্রীতিকর হইলেও তথায় সন্তানগণের শিক্ষার সুবিধা হইবে না বলিয়া তিনি লিবারপুল নগরের নিকটে ওয়েবারট্রি নামক গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াও তিনি লেখনীকে বিশ্রাম দান করিলেন না। ১৮২৮ সালে নারীগণের বৃত্তান্ত, অবকাশ কালীন সঙ্গীত প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ করিলেন।

১৮২৯ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি স্কটলণ্ড ভ্রমণ করিতে যান। তথায় অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করেন, সার ওয়ালটার স্কট্ ইহাঁদিগের মধ্যে একজন। স্কটের সহিত দুই তিন সপ্তাহ কাল তিনি সদালাপে অতি আনন্দে যাপন করেন। স্কট তাঁহাকে

বিদায় দিবার সময় বলেন "এমন লোকের সহিত সময় সময় সাক্ষাৎ হয় যে তাহাদিগকে আপনার জন বলিয়া চিরকাল আদর করিতে ইচ্ছা হয়, আপনি সেই রূপ প্রকৃতির লোক।" স্কট আর এক সময় বলেন "বিবি হিমান্‌স! আপনার এত গুণ যে তাহা অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হইতে পারিত, কিন্তু আপনি সেই গুণাবলিদ্বারা প্রতিবাসিগণকে সুখী করিতে জানেন।"

১৮৩০ সালে তাঁহার রচিত ভাব সঙ্গীত (Songs of the Affections) প্রচারিত হয়। এই বৎসর তিনি কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। উক্ত কবি পর্ব্বতবেষ্টিত হ্রদ সকলের নিকটে বাস করিতেন। এই স্বাভাবিক দৃশ্যে হিমান্সের চিত্ত এরূপ বিমুগ্ধ হয় যে তিনি তথায় একটী বাটী ভাড়া করিয়া বাস করিবার অভিলাষ করেন।

১৮৩১ সালে বিবি হিমান্স সন্তানগণের সহিত ডব্‌লিন নগরে তাঁহার সহোদরের নিকট গমন করেন এবং জীবনের অবশিষ্ট ভাগ সেই স্থানে ক্ষেপণ করেন। পুস্তক রচনায় তাঁহার বিশ্রাম ছিল না এবং তিনি সর্ব্বক্ষণই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সুখানুভব করিতেন। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভগ্ন হইয়া আসিল। ১৮৩৪ সালের শেষ ভাগে তাঁহার শরীর এরূপ ক্ষীণ হইল যে মৃত্যু নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি কোন প্রকারে আর পাঁচ ছয় মাস জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এক বন্ধু তাঁহার চরম অবস্থার এই রূপ বর্ণন করিয়াছেন :—

বিবি হিমান্স এক্ষণে এরূপ পীড়াক্রান্ত যে সমস্ত দিন গৃহে বদ্ধ ও শয্যাস্থ হইয়া থাকিতেন। কিন্তু তিনি ধৈর্য্যাবলম্বন ও ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া সকল ক্লেশ বহন করিতেন। পুস্তক পাঠের শ্রম তাঁহার সহ্য হইত না, তিনি বাইবেলের অধ্যায় সকল এবং মিল্‌টন ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্য সকল একাদিক্রমে স্মৃতি হইতে আবৃত্তি করিতেন। তিনি তাঁহার বাল্য জীবনের ঘটনা সকল চিন্তা করিয়া সুখানুভব করিতেন—সেই সমুদ্র তীরের পুরাতন গৃহ, পর্ব্বত দেশে যদৃচ্ছাভ্রমণ, নির্জ্জন বাস ও পুস্তক সকলের সহবাস তাঁহার স্মৃতিপথে কত আনন্দ আনিয়া দিত। যাহারা তাঁহার অবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিত, তিনি তাহাদিগকে বলিতেন "আমার জন্য দুঃখিত হইও না, আমি আপনার মানসিক সুচিন্তা ও সুখরাজ্যে সর্ব্বক্ষণ অবস্থিতি করি।" তাঁহার ভগিনী বলিয়াছেন, সময় সময় বোধ হইত যেন তাঁহার আত্মা শরীরের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অনির্ব্বচনীয় গভীর পবিত্র চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছে। তিনি নির্জ্জনে অন্ধকারে একাকী থাকিতে ভাল বাসিতেন এবং আত্মসম্ভাষণ করিতেন।

এপ্রেল্ মাসের শেষে তাঁহার পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম বোধ হয় এবং তিনি 'রবিবাসরীয় গাথা' নামে তাঁহার শেষ রচনা ভ্রাতার নামে উৎসর্গ করেন। কিন্তু পুনরায় পীড়াক্রান্ত হইয়া ১৮৩৫ সালের ২৫এ মে রাত্রি ৯ টার সময় মর্ত্ত্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া যান। মৃত্যু-সময়ে তাঁহার একটু অঙ্গবিকৃতি লক্ষিত হয় নাই, তিনি সমস্ত দিন যেন শান্তিময় নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছিলেন, অবশেষে তাহাতেই নিমগ্ন হইয়া গেলেন।

বিবী হিমান্স একজন অতি মধুর কবি। তাঁহার রচনা সকল অতি সুললিত ও সুভাবপূর্ণ। তিনি গৃহ, মানবীয় মধুর সম্বন্ধ এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য বিষয়ে অনেক কবিতা লেখেন। তাঁহার ভগিনী তাঁহার জীবনচরিত সহিত রচনাবলী ছয় খণ্ড পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন।

নিশীথ চিন্তা।

চতুর্থ প্রস্তাব।

এই তো ঝড় বহিল—সৈকত ভূমির শান্তি সুখ আর উজ্জ্বল-শোভা ভঙ্গ করিয়া বহিল। লঘুভার বালুকণা সকল আর কত কাল সংযুক্ত থাকিবে বল;—কেহ বা উচ্চে উঠিল কেহ বা নিম্নে নামিল আর কেহ বা ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় চলিয়া গেল। যে সলিলাংশ সংযোজক হইয়া এতকাল বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, প্রখর উত্তাপে সে টুকুও শুকাইয়া গিয়াছে; তবে আর হতভাগ্য বালুকাকণা কোন্ বন্ধনীতে বদ্ধ থাকিবে, আর কাহাকে অবলম্বন করিয়া এই প্রবল শত্রুর হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবে? এক ফোটায়, দুই ফোটায়, শত সহস্র ফোটায় বৃষ্টি নামিতে আরম্ভ হইল; কিন্তু প্রবল বাত্যায় নামিতে দিবে কেন? আকাশের মেঘ আকাশেই বহিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল—বালুকণা তাহাতে আশ্বস্ত হইল না, শিথিল ভাবে চারিদিকে উড়িতে লাগিল।

উড় তবে উড়, তোমরা শত সহস্রে লাখে লাখে ঐ শূন্যে উড়িতে থাক—আঘাতে প্রতিঘাতে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া প্রতি আবর্ত্তে মিশিয়া মিশিয়া ঘুরিতে থাক। তোমাদের ঐ ঘূর্ণন এখন অতীব মনোহর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে বটে, কিন্তু বুঝিতে পার কি ঐ ঝড়ের প্রশমনান্তে কোথায় তোমাদের স্থিতি হইবে?

এই সংসারেও লঘুমধ্যপ্রকৃতি অনেকানেক লোক বিষয়-চিন্তায় শুষ্ক-হৃদয় হইয়া কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ ও মাৎসর্য্য ঝটিকায় উড়িয়া থাকে, তোমাদেরই ন্যায় আবর্ত্তে আবর্ত্তে ঘুরিতে,

থাকে। পিতা মাতা, ভাই, বন্ধু, আত্মীয় ও স্বজন উপদেশ বৃষ্টি সেচন করুন, তাহাদের বিকৃত মনে তাহা স্থান পাইবে কেন?—তাহারা ঘুরিতেই থাকিবে, পরিণাম-ফল-বিমূঢ় হইয়া পাপাবর্ত্তের প্রতিচক্রে ঘূর্ণিত হইয়া, উহারই আপাত মনোহর সুখে মুগ্ধ হইয়া হাসিতে হাসিতে খেলিতে থাকিবে—জানে না অবশেষে কোথায় গিয়া পড়িবে।

ঐ প্রান্তর মধ্যে একটী মাত্র গাছ শাখায় আর প্রশাখায়, পত্রে আর পতত্রে শোভিত হইয়া কতই না সুন্দর দেখাইতেছিল! বিহঙ্গমগণ আতপতাপে তাপিত হইয়া পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া উহারই সুশীতল ছায়ায় শরীর জুড়াইতে জুড়াইতে মনের আনন্দে কতই না অস্ফুট মধুর ধ্বনি আকাশে মিশাইত! এতদিন ঐ প্রকাণ্ড বৃক্ষ কত শত ছোট ছোট নানাবিধ কীট পতঙ্গের এক মাত্র জীবনের অবলম্বন ছিল, পথিকগণও ক্লান্তকলেবর হইয়া উহারই ছায়ায় বসিয়া শান্তিভোগ করিত। কিন্তু হায়! ঝড় উন্নতশির মহাকায় বৃক্ষকেও অব্যাহতি দিল না; বরং প্রবুদ্ধ রোষে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল, ক্রমে এক খানা দুখানা তিনখানা করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল, মূলদেশ দৃঢ় ছিল বলিয়া বৃক্ষটী কাণ্ডমাত্রশেষ হইয়া স্পন্দহীন ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু হায় উহার শোচনীয় অবস্থা কয় জনকে শিক্ষা প্রদান করিল?

শাখা প্রশাখাদি সম্পন্ন বড় বড় গাছের উপরই যেমন ঝড়ের আক্রমণের আধিক্য লক্ষিত হয়, হায়! সেইরূপই আবার ঐশ্বর্য্যবান ও ক্ষমতাশালী বড় বড় সংসারের উপরেও পাপ বাত্যার সরোষ আক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায়। না জানি সে দিন কতদূর যে দিন ঐশ্বর্য্য পাপ কার্য্যের সহচর না হইয়া কেবল পুণ্য কার্য্যেই নিয়োজিত হইতে থাকিবে, যে দিন ধনীগণ আলোকস্তম্ভের ন্যায় দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে আলোক বিতরণ করিতে থাকিবে, তাহাদের পুণ্যালোকে আলোকিত হইয়া কি বালক কি বৃদ্ধ, কি কিশোর, কি যুবক, কি ধনী, কি ভিখারী, নির্ব্বাণোন্মুখ স্ব স্ব মানসিক জ্যোতিকে পুনরায় পূর্ণকলায় হাসাইয়া পবিত্র মনে আহ্লাদ প্রেম শান্তি ও সুখ-সাগরে ভাসিতে থাকিবে।

আঘাতের পর যেমন তাহার প্রতিঘাত, ঝড়ের অবসানে যেমন ক্ষণকাল তরে নিস্তব্ধতা, সেইরূপ আবার পাপ কার্য্যের অবসানেও একান্তে আত্মধিক্কার, কিন্তু—হায়! সেই অনুতাপ ও আত্মধিক্কার কতক্ষণ স্থায়ী হয়?

কোনও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন পাপ দৈত্যের আকৃতি এতদূর জঘন্য যে দৃষ্টি মাত্রেই উহার উপর ঘৃণার উদ্রেক হয়, কিন্তু যদি সর্ব্বদাই সে পৈশাচিক মূর্ত্তি অবলোকন করা যায়, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে অভ্যাস বলে উহার সেই ঘৃণিত আকৃতিও সহ্য হইয়া

যায় এবং যতই আমরা উহার নিকট থাকি, ততই আমাদের ধর্ম্মবন্ধনী শিথিল হইতে থাকে এবং সর্ব্বশেষে আমরা উহাকে আলিঙ্গন করিতে প্রলুব্ধ হই। কিন্তু আলিঙ্গন করিলে আর রক্ষা নাই। এ জগতে কয় জন লোক একবার পাপ সাগরে ডুবিয়া অনুতাপ ও বিবেক বলে পুনরায় মস্তক উত্তোলন করিতে সক্ষম হইয়াছে? যতই পাপের সহিত মিশিতে থাকিবে, ততই পাপ তোমাকে গাঢ় আলিঙ্গন প্রদান করিবে এবং ততই তোমার আপন মনুষ্যত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তির লোপ হইতে থাকিবে। হায়! এমন দিন কবে হবে যে দিন মোহে অন্ধ মানবাত্মা পাপ বন্ধন ছিন্ন করিয়া পরম দয়াল পরমেশ্বরের অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা ও মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম কবিয়া তাঁহারই গুণ গান করিতে করিতে তাঁহার চরণে আত্ম সমর্পণ করিতে সমর্থ হইবে।

সাধনা।

১ম কল্প—গৃহত্যাগ।

"সাধনার মন্ত্র জপিব বাসনা,
দেখিব কেমন পারি কি পারি না
পুরাতে প্রাণের গভীর কামনা,
শরীর পতন করিব স্বীকার—

"জগতে পাইয়া মানব জীবন,
বিধাতা প্রদত্ত অমূল্য রতন,
যাপিব কেমনে পশুর মতন?
পারিব না ইহা প্রতিজ্ঞা আমার॥—

তরঙ্গিণীতীরসন্নিধ কাননে,
বসন্ত মারুত সেবিত বিজনে,
কতদিন হ'ল সন্ধ্যা আগমনে
বসিয়া থাকিতে দেখেছি কাহারে।—

কান্তিমতী নিশি তারার মালায়,
আপনার দেহ আপনি সাজায়,
সুধাকর পাশে প্রেম আকাঙ্ক্ষায়,
ধীর সমীরণে জাগায় ফুলেরে॥—

সেই সে মধুর সন্ধ্যার সময়,
পবিত্র অন্তরে খুলিয়া হৃদয়
পুণ্যতীর্থ শত সুকৃতিনিলয়,
করযোড় করি জনেক রমণী—

যামিনী সম্মুখে, উদ্দেশি ঈশ্বরে
মৃদু ধীর পূত মধু কণ্ঠস্বরে,
মুদিয়া নয়ন ভক্তি অশ্রু ঝরে
পূজিয়া প্রথমে, পরেতে কি জানি—

ক্ষণেকের তরে নীরব থাকিয়া
উৎসুক নয়নে তটিনী চাহিয়া
চিন্তা ঘনে চারু বদন ঢাকিয়া
সাহসের কণ্ঠে বলিলা কামিনী—

"সাধনার মন্ত্র জপিব বাসনা
দেখিব কেমন পারি কি পারিনা,
যদিও অভাগী বঙ্গের ললনা,
ভগবান ওহে সহায় হইও;

ভ্রূকুটী করিয়া 'সাহারা' অপার
সম্মুখে জ্বলন্ত বালুকা কান্তার,
রতন লভিব এ আশা যাহার,
তার কিবা ভয় মরণ যদিও ?

সাগরের গর্ভে থাকে যাদোগণ,
দেখে মনে হয় নিশ্চয় মরণ,
মকুতার আশা তা বলে কখন
ত্যজিতে কি পারে সাহসী হৃদয় ?

কিন্তু এক কথা ওলো প্রবাহিনি !
চিরদিন মোর দুঃখের দুঃখিনী,
জিজ্ঞাসিব তোমা স্বরূপ কাহিনী,
দয়া করে দেবি ; বলহ আমায়—

কত উষ্ণ ধারা এই নেত্র হতে,
হায় এবে কিগো নাহিক মনেতে,
মিশিয়ে গিয়াছে তোমার স্রোতেতে
চিরদিন তরে, যাহার কারণে।—

সেই জন যদি ধরার উপরে
ভাগ্যবশে মোর আজ (ও) প্রাণ ধরে,
যে সকল কথা বলেছি তোমারে ;
দেখা যদি পাও ধরিয়া চরণে

'নিষ্ঠুর' বলিয়া সম্ভাষি তাঁহায়,
মনে কষ্ট কিন্তু যেন না জন্মায়,
কোন্ অপরাধে অবলা কাঁদায়,
ভাল করে তাঁরে বলিও এ কথা—

বীর নিজে তিনি মাতৃভূমি তরে
করেছেন পণ, জীবন অসারে
কণ্টকরূপিণী ভাবিছেন মোরে,
এ বড় অসহ্য মরমের ব্যথা—

আজি হতে আমি করিলাম পণ,
যায় যদি যাবে দুঃখের জীবন,
যত দিন ব্রত না হয় সাধন,
সন্ন্যাসিনী হয়ে ত্যজিব সংসার।

পট্ট বস্ত্র ছাড়ি গাছের বাকল,
মিষ্ট দ্রব্য ছাড়ি বন জাত ফল,
ত্যাগিনী হইয়া আশারে সম্বল
করিয়া ফিরিব কানন মাঝারে।

বীণা এক শুধু ধরি স্কন্ধোপরে,
ধীরে ধীরে মৃদু অঙ্গুলী প্রহারে,
নগরে নগরে ঘরে ঘরে ঘরে,
বাজায়ে গাইয়ে ফিরিব সদা।

ঈশগুণ গান পবিত্র বারতা,
বিভোরা হইয়া গাব যথা তথা,
ঘুচাব মনের নিদারুণ ব্যথা,
যন্ত্রণার কথা যাইব ভুলিয়া।

দেখিব যখন ভূধর সাগরে,
নদ নদী হ্রদ কানন কান্তারে,
সপ্তমে তুলিয়া বীণার সুতারে,
গাইব তখন ভরিয়া হৃদয়—

গাহিতে গাহিতে নাচিব তখন,
তখন করিব মন্ত্রের সাধন,
অথবা করিব শরীর পতন,
বীর-জায়া আমি কারেইবা ভয় ?

এত বলি বামা সহসা উঠিয়া
গগনের পানে চকিতে চাহিয়া,
দেখিল বিস্ময়ে অম্বর ভেদিয়া
চতুর্থী চন্দ্রমা হাসিছে সুন্দর।

জোছনা বসনা কুসুমকুন্তলা
প্রকৃতি তখন প্রণয়বিহ্বলা,
যেন কোন এক শোভনা সরলা ;
সরোবরে হাসে নলিনী নিকর॥

"চলিলাম তবে ওহে শশধর,
জীবনের তরি ভাসিল আমার,
আজি হতে কভু ফিরিবেনা আর,
না হলে সমাধা সাধনার ব্রত।"

চলিলা তখন উদাসীনী প্রায়,
বীণা করে বামা একাকিনী হায়,
ফেলিয়া পশ্চাতে সংসার মায়ার,
বীর মন্ত্র নাদ করি অবিরত।

বাহ্যবস্তুর জ্ঞানলাভ।

আমি এই প্রবন্ধটি লিখিতেছি ও আমার সম্মুখে একটি দোয়াত রহিয়াছে, একটি কলম রহিয়াছে, এক খণ্ড কাগজ রহিয়াছে, ও আরও কত কি রহিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকটিকে বাহ্যবস্তু কহে। চক্ষু কর্ণ নাসা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যাহা যাহা জানিতে পারি, সে সমুদয়ই বাহ্যবস্তু। একটি ফুল ফুটিয়াছে, হয়ত তুমি তাহা দেখিতেছ না, কিন্তু তাহার গন্ধ পাইতেছ। এস্থলে তুমি ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা ফুলরূপ বাহ্যবস্তুটির একটি জ্ঞান লাভ করিলে। কিন্তু ফুলের গন্ধ পাইলেই কি তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার আছে সব জানা হইল ? ফুলটি শাদা কি রাঙ্গা জানিবার ইচ্ছা হইলে তাহা দেখা আবশ্যক ; ফুলটির আস্বাদ কিরূপ জানিবার ইচ্ছা হইলে তাহাকে জিহ্বার সংস্পর্শে আনা আবশ্যক ; ইত্যাদি। তবে বুঝিতে পারিলে যে প্রত্যেক বাহ্য বস্তুর অনেক গুণ আছে, এবং একটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সে সমুদয়ের জ্ঞানলাভ অসম্ভব। এটি খুব সোজা কথা। মনে কর একটি বাদ্যযন্ত্র বাজিতেছে, ও তাহার সম্মুখে একজন বধির দাঁড়াইয়া আছে। বধির ব্যক্তি যন্ত্রটি দেখিতেছে বটে, কিন্তু তদুত্থিত সঙ্গীতের কি কিছু জানিতে পারিতেছে ?

এখন আর একটি কথা ভাল করিয়া বুঝা চাই। মনে কর তোমার সম্মুখে একটি পদার্থ রহিয়াছে। তুমি তাহা দেখিতে পাইতেছ। কিন্তু পদার্থটি শীতল কি উষ্ণ বলিতে পার ? ইহা বলিতে হইলে তাহাকে স্পর্শ করা আবশ্যক। যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা স্পর্শ জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম, তাহা শরীরের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান ; সুতরাং সেই পদার্থটিকে শরীরের কোন না কোন অংশের সংস্পর্শে না আনিলে তাহা শীতল কি উষ্ণ কখনই বলিতে পারিবে না। এই 'সংস্পর্শ' শব্দটি ভাল করিয়া মনে রাখা উচিত। ইহার অর্থ অবশ্য খুব সামান্য। সংস্পর্শ বলিলে চলিত ভাষায়

ছোঁয়া অর্থাৎ একটি পদার্থের সহিত আর একটী পদার্থ ঠেকিয়া থাকা বুঝায়। এই সংস্পর্শ ব্যতীত কোন প্রকার ইন্দ্রিয়-জ্ঞান লাভ হয় না।

বরফ কাহাকে বলে যে ব্যক্তি জানে না, ইহা শীতল কি না জানিতে হইলে একটু বরফ তাহার শরীরের সংস্পর্শে আনিতে হইবে—অর্থাৎ একটু বরফ তাহাকে ছুঁইয়া দেখিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে শরীরে সর্ব্বত্রই যে স্পর্শেন্দ্রিয় বিদ্যমান রহিয়াছে, বরফটিকে সেই ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে লইয়া আসিতে হইবে. স্পর্শেন্দ্রিয় সম্বন্ধে একথাটী তত কঠিন নহে; কিন্তু অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও কি ইহা সত্য? চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞানলাভ হয় তাহাতেও কি এইরূপ সংস্পর্শ ঘটিয়া থাকে? মনে কর তুমি ঘরের ভিতরে বসিয়া আছ ও বাহিরে একটী ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ফুলটী তুমি বেশ্ দেখিতে পাইতেছ; হয়ত তাহার গন্ধও অল্প অল্প পাইতেছ। কোথায় ফুল কোথায় তুমি, অথচ তুমি তাহা দেখিতেছ এবং তাহার গন্ধও অনুভব করিতেছ। এস্থলেও কি তোমার দর্শন ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত ফুলরূপ বাহ্যবস্তুটীর সংস্পর্শ হইয়াছে?—সংস্পর্শ ব্যতীত বাহ্যবস্তুর জ্ঞান লাভ অসম্ভব। ইন্দ্রিয়গণের সহিত সংস্পর্শ না হইলে তুমি এ জগতে কিছুই দেখিতে, শুনিতে, কি ঘ্রাণ, স্পর্শ ও আস্বাদন করিতে পারিতে না।

আমরা স্পর্শের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে ঘ্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের বিষয় বিবেচনা করা যাউক।

একটি বস্তু যেখানেই থাকুক না কেন, তুমি তাহার ঘ্রাণ পাইলেই বুঝিতে হইবে যে বস্তুটির কোন না কোন অংশ তোমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসিয়াছে। তুমি হয়ত বলিবে বস্তুটি কিছু আমার নাসিকার সহিত লাগিয়া নাই, তবে সংস্পর্শ হইল কেমন করিয়া?'—বস্তুটি তোমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত লাগিয়া নাই সত্য, কিন্তু তথাপি সংস্পর্শ হইতেছে। সংস্পর্শ না হইলে তুমি কখনই তাহার ঘ্রাণলাভ করিতে সক্ষম হইতে না। এই সংস্পর্শ কিরূপ তাহা বলিতেছি। প্রত্যেক পদার্থ হইতে অনুক্ষণ পরমাণু সমূহ উত্থিত হইতেছে। এই সকল পরমাণু এত ক্ষুদ্র যে তুমি তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছ না, অথচ তাহারা বায়ু কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া তোমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছে ও সেই পদার্থের গন্ধ কিরূপ তোমাকে জানাইয়া দিতেছে। সুতরাং যেখানকার বস্তু সেইখানেই রহিল, অথচ তাহা হইতে পরমাণু উত্থিত হইয়া তোমার নাসিকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। ঠিক্ করিয়া বলিতে হইলে তুমি সমুদয় বস্তুটির ঘ্রাণ লাভ না করিয়া শুদ্ধ তাহার কতকগুলি পরমাণুর ঘ্রাণ লাভ করিতেছ। কিন্তু একটী পদার্থের ঘ্রাণ লাভ ও তাহার কতক গুলি পরমাণুর ঘ্রাণলাভ কি একই কথা নহে? তবে

এখন বুঝিলে যে স্পর্শে যেমন সংস্পর্শ আবশ্যক, ঘ্রাণ ক্রিয়াতেও ঠিক্ তদ্রূপ। বস্তুর স্বাদ গ্রহণ সম্বন্ধেও যে এই নিয়ম তাহা বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। শর্করা যে মিষ্ট তাহা তুমি কেমন করিয়া জানিলে? দেখিয়া না স্পর্শ করিয়া? শর্করাকে তুমি তোমার জিহ্বার সংস্পর্শে আনিয়াছ; তাই বলিতে পার যে ইহার আস্বাদ মিষ্ট।

পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয়গণের সহিত বাহ্য বস্তুর যেরূপ সংস্পর্শ হইয়া থাকে, দর্শন ও শ্রবণ ক্রিয়ায়ও ঠিক তদ্রূপই। কিন্তু এই শেষোক্ত ইন্দ্রিয়দ্বয় সম্বন্ধে একটু গোল আছে। আমরা এক এক করিয়া নিম্নে ইহাদের কথা বলিতেছি।

আলোকের সহিত দর্শন ক্রিয়ার কত নিকট সম্পর্ক তাহা বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। আলোক না থাকিলে জগতে কি কিছু দেখিতে পাইতে? আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, হয় তাহারা স্বতঃ জ্যোতির্ম্ময়, না হয় পরের জ্যোতিতে আলোকিত। সূর্য্য ও অগ্নির নিজের জ্যোতি আছে আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই। মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, প্রস্তর, ফল, ফুল লতা, ইত্যাদির নিজের জ্যোতি নাই বটে, কিন্তু তাহারা সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি স্বতঃ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের জ্যোতিতে আলোকিত হইলে অনায়াসে দৃষ্ট হইয়া থাকে। দৃষ্টির প্রধান কারণ তবে আলোক। যে পদার্থ স্বতঃ জ্যোতির্ম্ময়, অথবা পরের জ্যোতিতে আলোকিত, তাহা হইতে সর্ব্বদাই রশ্মি সূত্র বিনির্গত হইয়া থাকে। একটি বস্তু যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, তাহার দেহ হইতে সরল রেখাকৃতি সংখ্যাতীত রশ্মিসূত্র নির্গত হইয়া চারিদিকে ধাবিত হইতেছে। এই রশ্মি সূত্রগুলিই দৃষ্টির মূল কারণ। আমি দিনের বেলা লিখিতেছি ও আমার সম্মুখে দোয়াত রহিয়াছে। দোয়াতের নিজের জ্যোতি নাই বটে, কিন্তু তাহা সূর্য্যের রশ্মিতে আলোকিত। ইহা হইতে যে সংখ্যাতীত রশ্মিসূত্র নির্গত হইতেছে, তাহার কতকগুলি আমার চক্ষুতে, কতকগুলি আমার পার্শ্বে যাহারা আছেন তাঁহাদের চক্ষুতে, আসিয়া পড়িতেছে। সুতরাং রশ্মি সূত্রগুলি দর্শনেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসিতেছে, এবং যে রশ্মিসূত্রগুলি আমার চক্ষুর সংস্পর্শে আসিতেছে, সে গুলি আর এক জনের চক্ষুর সংস্পর্শে কখনই আসিতে পারে না। এই কয়েকটি কথা বেশ্ করিয়া মনে করিয়া রাখ।

দর্শন ক্রিয়াতেও তবে সংস্পর্শ আছে। তুমি যে পদার্থটি দেখিতেছ, তাহা হইতে কতকগুলি রশ্মিসূত্র আসিয়া তোমার চক্ষুর উপরে পড়িতেছে। সুতরাং সেই রশ্মি সূত্রগুলির সহিত তোমার দর্শনেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ হইতেছে। অধিকন্তু কোন বস্তু দর্শন কালে তোমার যাহাই বোধ হউক না কেন. তুমি রশ্মিসূত্র ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাও না। তুমি যে বস্তুটী দেখিতেছ মনে কর, ঠিক করিয়া বলিতে গেলে সে বস্তুটীর সহিত

তোমার কোন সম্বন্ধ নাই। তাহা হইতে বিনির্গত রশ্মিসূত্র সমূহের সহিতই তোমার দর্শন ক্রিয়ার সমুদয় সম্বন্ধ। কিন্তু এ বিষয়ে বলিবার এখনও অনেক কথা আছে। কোন শব্দ শুনিবার সময় শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য বস্তুর কিরূপ সংস্পর্শ হয় অগ্রে তাহা বলিব।

আপনা হইতে কোন বস্তুরই শব্দ হয় না। যেপর্য্যন্ত কোন বস্তুতে আঘাত না লাগে, ততক্ষণ তাহা হইতে শব্দ উত্থিত হওয়া একেবারে অসম্ভব। এ সম্বন্ধে অধিক উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। তোমার সম্মুখে একটি গেলাস রহিয়াছে। গেলাসটিতে টোকা দাও, তবে শব্দ হইবে। একটী বাদ্য যন্ত্র রহিয়াছে। যন্ত্রটি বাজাও, তবে তাহার শব্দ শুনিতে পাইবে। আঘাত লাগিবা মাত্র বস্তুর পরমাণু সমূহ কম্পিত হইতে থাকে। ইহার একটী সুন্দর উদাহরণ আছে। অধিক পুরু না হয় এমন একটী কাঁশার কি পিতলের বাটীর অধিকাংশ জলে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে একটি টোকা মার। দেখিবে যে যেই শব্দ হইবে, অমনি বাটির জলের চারিদিকে অতীব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ খেলিতে থাকিবে! আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় বাটির পরমাণু কাঁপিতে থাকে বলিয়া এই ঢেউ উৎপন্ন হয়। কিন্তু বাটির পরমাণু সমূহের প্রকম্পনে জলে যেমন ঢেউ খেলিতে থাকে, বায়ুতে ঠিক তদ্রূপ হয়। বায়ুর এই ঢেউ শব্দের একটি প্রধান কারণ। যেমন পুষ্করিণীতে একটী ঢিল ফেলিলে পুষ্করিণীর জল বৃত্তাকারে কাঁপিতে থাকে, এবং সেই বৃত্ত ক্রমশই বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে, তদ্রূপ কোন বস্তু যে কারণে হউক আঘাত প্রাপ্ত হইলে তাহার পরমাণু সমূহের প্রকম্পন বশতঃ বায়ুসাগরে চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে ঢেউ উঠিতে থাকে ও সেই ঢেউ ক্রমশঃ দূর-ব্যাপী হইয়া পড়ে এবং আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়া শব্দ জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। তবে বুঝিলে যে শ্রবণক্রিয়াতেও সংস্পর্শ আছে। যে বস্তুটির শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, সেটি নিজে অবশ্য শ্রবণেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আইসে না। তাহার প্রকম্পন বশতঃ বায়ু সাগরে যে ঢেউ খেলিতে থাকে, তাহাই শুধু আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আইসে। যেমন দর্শন ক্রিয়াতে যে বস্তুটি আমি দেখিয়াছি মনে করি তাহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই, শ্রবণ ক্রিয়াতেও ঠিক তদ্রূপ। আমি একটি বাদ্য শব্দ শুনিতেছি। যন্ত্রের প্রকম্পনে বায়ুসাগরে যে ঢেউ উঠিতেছে, তাহারই সহিত আমার কর্ণের সম্পর্ক। সেই ঢেউ আমার কর্ণের সংস্পর্শে আসিতেছে,এবং আমি তাহাই শুধু শুনিতেছি।

তবে দেখিলে যে ইন্দ্রিয়গণের সহিত কোন না কোন রূপ সংস্পর্শ ব্যতীত বাহ্য বস্তুর কোন প্রকার জ্ঞান লাভ একবারে অসম্ভব। এই সংস্পর্শ হইলে তাহার পরে কি হয় জানা নিতান্ত আবশ্যক। এ সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথা রহিল।